

বাল্মীকিরামায়ণ।

যুদ্ধ কাণ্ড।

—:—

প্রথম সর্গ।

হনুমান যথাবৎ বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাম তাহা শ্রবণ করিয়া, প্রীতিভরে কহিতে লাগিলেন, পবননন্দন যে অলৌকিক ও অতি মহৎ কার্য্য করিয়াছেন, মনে মনেও কেহ সেরূপ করিতে পারে না। গরুড়, বায়ু ও হনুমান এই তিনজন ব্যক্তিরেকে, এরূপ কাণ্ডকেও দেখি না, যে ব্যক্তি মহাসাগর পার হইতে পারে। লক্ষা যেরূপ দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, উরগ ও রাক্ষস-গণের অগ্রাধ্বা এবং রাবণ কর্তৃক সুরক্ষিত, তাহাতে বল পূর্ব্বক তথায় প্রবেশ করিয়া, জীবিত শরীরে নিষ্কৃষ্ট হওয়াও ক্রাংহর সাধ্য নহে। হনুমানের সমান বলবীৰ্য্যসম্পন্ন না হইলেও, কোন্ ব্যক্তি রাক্ষসগণে সুরক্ষিত দুর্বাদৰ্ষ লক্ষাপুরে প্রবেশ করিতে পারে? পবননন্দন এইরূপে স্বীয় বিক্রমের অনুরূপে বল প্রদর্শন করিয়া, সুগ্রীবের মহৎ ভৃত্যকার্য্য সম্পাদন করিয়াছেন। যে ভৃত্য স্বামিকর্তৃক দুষ্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, তাহার প্রতি অনুরাগবশতঃ ঐ কার্য্য সমাধা করে, তাহাকে পুরুষোত্তম বলে। যে ভৃত্য নিযুক্ত হইয়া, শক্তিসত্ত্বেও অনুরাগ পূর্ব্বক প্রভুর ঈয় কার্য্য না করে, তাহাকে মধ্যম পুরুষ বলে। আর, যে ভৃত্য

নিযুক্ত হইয়া, শক্তিমত্তে ও সমাধিত্বচিহ্নে একবারেই প্রাক্তন কার্য
 না করে; তাহাকে পুরুষাদম বলে। হনুমানকে গীতার অন্বেষণ-
 আত্রে নিযুক্ত করিয়াছিলাম। কিন্তু তিনি অন্যান্য কাব্য সকলও
 সম্পাদন করিয়াছেন। অথচ রাঙ্গ-সগরের নিকট কোনরূপে
 পরাস্ত হইয়া, আজ্ঞার অগৌরব সাধন করেন নাই এবং সুগ্রীব-
 কেও সর্বশ্রেষ্ঠভাবে সহৃদয় করিয়াছেন। অধিক কি, ইনি জ্ঞান-
 কৌকে দর্শন করিয়া আমাকে, রত্নবংশকে, মহাবল লক্ষ্মণকে ও
 ধর্মকেও অদ্য রক্ষা করিলেন। কিন্তু উহাই আমার এক্ষণে
 অনোড়ঃখের কারণ হইতেছে যে, আমি দৈন্যদশায় পাত্ত হই-
 যাছি। সুতরাং হনুমানু প্রিয় বাক্য প্রদান করিলেও, তাহার
 সমুচিত প্রিয়ানুষ্ঠান করিতে পারিলাম না। সর্বস্ব দানই এক্ষণে
 সমুচিত প্রিয়ানুষ্ঠান। এক্ষণে আলিঙ্গনই আমার সর্বস্ব। এই
 উপযুক্ত সময়ে মহাত্মা হনুমানকে উহাই প্রদান করা যাউক। এই
 বলিয়া রাম প্রীতিভরে পুলকিত হইয়া, সেই ক্লান্তকার্য ও
 ক্লতাত্মা হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন। এবং পুনরায় বিশেষ
 চিন্তা করত কপিরাজ সুগ্রীবের সমক্ষে কথিত লাগিলেন, যে
 রূপে গীতার সন্ধান করিতে হয়, তাহা করা হইয়াছে। কিন্তু
 সাগর পার হইতে হইবে ভাবিয়া, আমার মন বিহ্বল হইয়া
 উঠিয়াছে। বানরগণ সমাগত হইয়া, কিরূপে সুবিপুলমলিশালী
 দুস্পার মহাসাগরের দক্ষিণ পারে গমন করিবে? অতএব
 আমার নিকট জ্ঞানকৌর রত্নাস্ত্র যেমন বর্ণন করিলে, সেইরূপ,
 কি উপায়ে সাগরের পারপ্রাপ্তি হইতে পারে, অতঃপর তাহা
 চিন্তা করা কর্তব্য। শক্রমিস্রদন রাম মহাত্মা হনুমানকে এই
 প্রকার কাহ্না, শোকে বিহ্বলচিত্ত ও দ্যানপরায়াণ হইলেন।

দ্বিতীয় সর্গ।

জীমান্ সুগ্রীব দশরথনন্দন রামকে শোকে একান্ত ব্যাকুল দেখিয়া, শোকনাশন বাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে নীর ! আপনি ঈশ্বর জ্ঞানের ন্যায়, কি জন্য সমুত্ত হইতেছেন ? আপনার একরূপ করা উচিত হয় না ! অতএব ক্লান্ত যোগন মৌগদী ভাগ করে, আপনি তেমনি শোক ভাগ করুন। হে রঘুনন্দন ! সীতার সংবাদ প্রাপ্ত ও শত্রুর গৃহও পরিজ্ঞাত হইয়াছে। সুতরাং আপনার শোক করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না। আপনি মতিমান্, শাস্ত্রবিশ্ব, প্রাজ্ঞ ও পাণ্ডিত। অতএব ক্লান্তায়া যোগী বেরূপ অপবর্গদুষ্টী বুদ্ধি ভাগ করেন, আপনি তেমনি এই প্রয়োজনহানিকর পাপবুদ্ধি পরিহার করুন। আগরা মহাসাগর পার হইয়া, লঙ্কায় আরোহণ ও আপনার শত্রু সংহার করিব। উৎসাহীন, দীন ও শোকে পর্য্যাকুলচিত্ত পুরুষের সকল বিষয়ই অবসন্ন ও পরম বিপদ উপস্থিত হইয়া থাকে। এই বানরযুগপতিগণ সকলেই যুদ্ধবীর এবং সকলেই আপনার জন্য অগ্নিতেও প্রবেশ করিতে ক্লতোৎসাহ। আগি ইহাদের হর্ব দেখিয়া, এবিষয় জানিতে পারিয়াছি। এবং বাহা জানিয়াছি, কোনরূপেই তাহার ব্যভিচার সম্ভাবনা নাই। এক্ষণে বিক্রম প্রকাশ পূর্বক পাপকন্মা শত্রু রাবণকে হত্যা করিয়া, বাহাতে সীতাকে আনয়ন করিতে পারি, আপনার সেইরূপ করা কর্তব্য হইতেছে। হে রঘুনন্দন ! যে উপায়ে মাগরে সেতুবন্ধন ও রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী দর্শন হইতে পারে, আপনি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন। আপনি নিশ্চয় জানিবেন, ত্রিকূট পর্বতের শিখরস্থ লঙ্কানগরীর দর্শনমাত্রই রাজা রাবণ নিহত হইয়াছে। এই বরুণালয় দুস্পার মাগরে সেতুবন্ধন না করিলে, ইন্দ্রপ্রমুখ সুরাসুরগণেরও সাধ্য নাই যে লঙ্কাকে অধিকার করে। লঙ্কার সমীপে মাগরোপরি সেতুবন্ধন হইলেই, বৈদ্য

গণের জয় হইয়াছে নিশ্চয় জানিবেন । এই বানরগণ সকলেই কামরূপী ও যুদ্ধহুর্মদ । অতএব আপনি এই সর্গবিনাশিনী বিক্রববুদ্ধি পরিহার করুন । শোকাকুল হইলে লোকসাজেরই শৌর্য্যহানি হইয়া থাকে । হে মহাশক্তি ! মানুষ শৌর্য্য আশ্রয় করিয়া, যে কার্য্য করিতে পারে, আপনি তেজঃসহায়ে এ সময়ে তদনুরূপ অনুষ্ঠান করুন । হে রঘুনন্দন ! যাঁহারা আপনার ন্যায় মহাত্মা ও শৌর্য্যসম্পন্ন, বিনষ্ট বা প্রাণষ্ট কোন বিষয়ে শোক-পরায়ণ হইলে, তাঁহাদের সর্গনাশ উপস্থিত হয় । আপনি বুদ্ধি-মানগণের অগ্রগণ্য এবং সর্গশাস্ত্রার্থ-বিশেষজ্ঞ । আমার ন্যায় সচিবগণের সাহায্যে শত্রু জয় করা আপনার অবশ্য কর্তব্য । হে রঘুনন্দন ! ত্রিভুবনে এমন কাহাকেও দেখি না, যে ব্যক্তি ধনুর্দ্ধর আপনার সম্মুখে সংগ্রামে অবস্থিত করিতে সমর্থ হয় । আপনি বানরগণে যে কার্য্যভার ন্যস্ত করিবেন, তাহা কখনই লপ্ত হইবে না । আমি ক্ষয় মহার্ণব উত্তীর্ণ হইয়া, গীতাকে আনয়ন করিব । অতএব আপনি শোক ত্যাগ করিয়া, ক্রোধ আশ্রয় করুন । উদ্যমহীন মন্দভাগ্য ক্ষত্রিয় পুরুষসাজেই অতীব কোপনস্বভাব ব্যক্তি হইতে ভয় প্রাপ্ত হয় । এক্ষণে যে উপায়ে সরিৎপতি সুভীষণ সাগর আমাদের সহিত লজ্জন করিতে পারেন, সূক্ষ্মবুদ্ধি নিয়োগ পূর্ব্বক তাহার যথাযথ পর্যালোচনা করুন । আমার সৈন্য সমুদায় সাগর পার হইলেই, জয় করিয়াছে, জানিবেন । বানরগণ সকলেই শূর ও কামরূপী, শিলা ও পাদপ বর্ষণ করিয়া, অরাতিকূল নিশ্খূল করিবে, সন্দেহ নাই । হে যুদ্ধনন্দন ! আমরা যে কোন উপায়ে সাগর পার হইলেই, রাবণ নিহত হইয়াছে, মনে করিব । অথবা, অধিক কথায় প্রয়োজন নাই । আপনি সর্গতোভাবে বিজয়ী হইবেন । শুভ-নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, আমার অন্তরে আচ্ছাদ সঞ্চারিত হইতেছে ।

তৃতীয় সর্গ।

পরমার্থবিৎ রাম সুগ্রীবের এই হেতুগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহা পরিগ্রহ করত হনুমানকে কণ্ঠিতে লাগিলেন, তপস্যা, সেতুবন্ধ ও মলিলশোধন ইত্যাদি উপায়ে আমি সর্বথা সাগর-লঙ্ঘনে সমর্থ হইব। এক্ষণে, দুর্গম লঙ্কানগরে কতপ্রকার দুর্গ আছে, আমি যেন প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, এইরূপে তুমি সে সকল বর্ণন কর। শূনিবার জন্য আগার ইচ্ছা হইতেছে। পুনশ্চ, তোমরা সৈন্যের পরিমাণ, দ্বার দুর্গক্রিয়া, গুপ্তকস্ম ও রাক্ষস-গণের ভবনসমূহ ইত্যাদি যাহা দর্শন করিয়াছ, তৎসমস্তও যথা-যথ বর্ণন কর। ঐ সকল বর্ণন করিতে তোমার সবিশেষ পারদর্শিতা আছে।

বাক্যবিদ্বরিষ্ঠ বায়ুসুত হনুমান রামের এই কথা শুনিয়া, তাহাকে পুনরায় সম্বোধন করিয়া কহিলেন, শ্রবণ করুন, লঙ্কানগরী দুর্গকস্মবিধানানুসারে যেরূপে গুপ্ত ও সৈন্যগণে রক্ষিত, সমস্তই আমি বর্ণন করিব। রাবণের প্রতি রাক্ষসগণের অনু-রাগ, দশানন কর্তৃক স্বকীয় তেজে সম্পাদিত নাগরিক সমৃদ্ধি, সাগরের ভয়ঙ্করতা, চতুরঙ্গবলবিভাগ ও বাহনগণের সংখ্যা এই সকলও বর্ণন করিব।

হনুমান কহিলেন, লঙ্কা স্বভাবতঃ সাতিশয় হুষ্ঠ ও আমোদিত, অতিশয় বিশাল, ভূরি ভূরি মত্ত মাতঙ্গ, রণ, অশ্ব ও রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ এবং নিতান্ত দুর্গম। উহার চারি দ্বারই বিপুল ও রূহৎ এবং দৃঢ়বদ্ধ কপাট ও সুবিশাল অর্গল সম্পন্ন। তত্তৎ দ্বারে যে সকল বাণ ও শিলামোচন যন্ত্র আছে, সে সমস্তই বলসম্পন্ন ও রূহৎ। শত্রুসৈন্য সমাগত হইবামাত্র, তত্তৎ যন্ত্রযোগে প্রতিবারিত হইয়া থাকে। রাক্ষসবীরগণ লৌহসারময় অতীব ভীষণ ও সুশা-ণিত শত শত শতগ্নী রচনা পূর্বক ঐ সকল দ্বারে সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছে। লঙ্কার প্রাকার অতি রূহৎ, স্বর্ণময়, দুর্লভ্য এবং

উহার অন্তরদেশ মণি, বিক্রম, নৈদুর্ঘ্য ও মুক্তাময় । তদ্রূপ পরিখা সকল স্বভাবতঃ সাতিশয় ভয়ংকর, সুশীতলমলিনসম্পন্ন, দেখিতে পরম সুন্দর ও অগাধ, এবং মকরাদি হিংস্র জলজন্তু ও নানা-জাতীয় মৎস্যগণে পরিপূর্ণ । ঐ সকল পরিখা পার হইয়া, উল্লিখিত দ্বারে যাইবার জন্য যে সকল সংক্রম প্রস্তুত আছে, তৎসমস্ত অত্যন্ত বিস্তৃত এবং বহুতর সুবিশাল গৃহ ও যন্ত্রপরিষ্পন্নায় পরিব্যাপ্ত । দ্বারদেশে শত্রুসৈন্য সমাগত হইলে, তত্তৎ যন্ত্র দ্বারা তাহাদের গতি রোধ করা হইয়া থাকে । এবং পরিখার চতুর্দিকেও শিলা প্রভৃতি নিষ্কিঞ্চ হয় । ঐ সকল সংক্রমের মধ্যে একটি অত্যন্ত রহৎ, দৃঢ় ও বলসম্পন্ন । এবং কাঞ্চনময় বিবিধ স্তম্ভ ও বেদিকায় সুশোভিত । স্থয়ং রাবণ যুদ্ধোৎসুক হইলে, জাগরুক ও প্রমাদরঞ্চিত হইয়া, উল্লিখিত সংক্রমে অবস্থান পূর্বক সেনা পরিদর্শন করিয়া থাকে ।

হে রঘুনন্দন ! লঙ্কানগরী দুস্পার সাগরের পারে প্রতিষ্ঠিত, আলম্বনশূন্য এবং দেবগণেরও দুর্গম ও ভয়াবহ । তথায় নাদেয়, পার্শ্বত্যাগ, বন্য ও কৃত্রিম চারি প্রকার দুর্গ আছে । এবং তথায় নৌকা সঞ্চারের পথ নাই । সুতরাং কোন্ দিকে কি আছে, তাহার সংবাদ পাইবার কোনই সম্ভাবনা নাই । লঙ্কানগরী দেখিতে অমরাবতীর ন্যায়, অতিশয় দুর্গম ও শৈলশেখরে নির্মিত এবং অশ্ব, গজ, পরিখা, শতগ্রী ও যন্ত্র সকলে পূর্ণ ও শোভমান এবং নিরতিশয় দুর্জয় । দশ সহস্র রাক্ষস পুর্ষ দ্বার আশ্রয় করিয়া আছে । তাহারা সকলেই শূলপাণি, তুরাধর্ষ ও খড়্গাঘ্রাঘোধী । দশ লক্ষ রাক্ষস দক্ষিণ দ্বার রক্ষা করিতেছে । ইহারা সকলেই অনুত্তম যোদ্ধা । দশ কোটি রাক্ষস পশ্চিম দ্বার আশ্রয় করিয়া আছে । তাহারা সকলেই অস্ত্রকোবিদ এবং সকলেই খড়্গচর্ম্মধর । এক অর্ধদ রাক্ষস উত্তর দ্বার রক্ষা করিয়া আছে । ইহারা সকলেই রথী, অশ্বরোহী, নংকুলপ্রসূত ও সর্বিশেষ সম্মানিত । এতদ্ভিন্ন শত সহস্র তুর্দ্ধর্ষ রাক্ষস মধ্যম

শুল্ক আশ্রয় করিয়া আছে । আমি মগাজ্জা রাক্ষসগণের বলের একদেশ ক্ষয়, সংক্রম সমস্ত ভয়, পরিখা সকল পরিপূরিত, সমুদায় লক্ষ্য দক্ষ ও প্রাকার সকল অবসাদিত করিয়াছি । এক্ষণে যে কোন উপায়ে বরুণালয় সাগর পার হইতে হইবে । সাগর পার হইলেই, বানরগণ কর্তৃক লক্ষ্য বিনষ্ট হইয়াছে, স্থির জ্ঞানিবেন । অঙ্গদ, দ্বিবিদ, গৈন্দ, জাম্ববান, পনস, নল ও নীল এই কয় জন সাগর পার হইয়া, গমন করত পর্কত, বন, পরিখা, প্রত্যোরণ, প্রাকার ও ভবন সমেত মহানগরী লঙ্কাকে উৎপাটন করিয়া আনয়ন করিবে । সমুদায় বানর সৈন্যের তথায় যাইবার প্রয়োজন কি ? আপনি এইরূপে সৈন্যগণের মদ্যে প্রদান প্রদান দিগকে মত্তর আজ্ঞা করুন এবং যাহাতে শুভ মুহূর্ত্তে প্রস্থান করা হয়, তদ্বিষয়ে সূত্রীকে প্ররোচনা প্রদান করুন ।

— ১০০ —

চতুর্থ সর্গ ।

পরম-তেজস্বী মতাপরাক্রম রাগ হনুমানের এই যথাসং আনু-পূর্নিক কথা শ্রবণ করিয়া কহিতে লাগিলেন । তুমি বলিতেছ, আমি রাক্ষসরাজ রাবণের রাজধানী লক্ষ্য বিনষ্ট করিব, এ বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই । তথাপি, আমার নিজের মত ব্যক্ত করিতেছি । হে সূত্রী ! যাগাতে এই মুহূর্ত্তেই প্রস্থান করা হয়, তদ্বিষয়ে সম্মতি প্রদান কর । দেখ, অধুনা বিজয়নামক মুহূর্ত্ত উপস্থিত । দিবাকর মদ্যদেশ আশ্রয় করিয়াছেন, এই শুভ সময়ে প্রস্থান করাই প্রশস্ত । এই মুহূর্ত্তে আমার প্রাণয়িনী সীতাকে হরণ করিয়া, রাক্ষস কোথায় গমন করিবে ? বিষণন করিয়া আমার ব্যক্তি জীবনান্ত সময়ে অমৃত স্পর্শ করিলে, যেরূপ আশঙ্কিত হয়, আমি ব্যতী করিয়াছি, শ্রবণ করিলে সীতা তেমনি জীবিতাশা অবলম্বন করিবেন । অদ্য উত্তরফাল্গুনী, আগামী কল্য হস্তাযোগ উপস্থিত হইবে । হে সূত্রী ! অদ্যই আমার

সমস্ত সৈন্যের সহিত প্রস্থান করিব। এতদ্ব্যতীত, শুভনিমিত্ত সকলও আমার দৃষ্টিগোচর হইতেছে। অতএব আমি রাবণকে সংহার করিয়া জ্ঞানকৌকে আনয়ন করিব, সন্দেহ নাই। আমার নয়নের উপরিভাগও স্পন্দিত হইয়া, যেন ইহাই সূচনা করিতেছে যে, আমার অভীষ্ট বিজয় উপস্থিত হইয়াছে।

অনন্তর বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ উভয়ে সবিশেষ পূজা করিলে, অর্থকোবিদ, দম্ভাত্মা রাম, পুনরায় কহিতে লাগিলেন, শত সহস্র বলবান বানরে পরিবৃত্ত হইয়া নীল পথপরিদর্শনার্থ সৈন্যগণের অগ্রেই প্রস্থান করুক। হে সেনাপতে! যাহাতে ফল, মূল, সুশীতল কাননবারি, এবং প্রচুর মধু আছে, তাদৃশ পথে তুমি আশু সৈন্যাদিগকে লইয়া যাও। দুরাত্মা রাক্ষসগণ পথিমধ্যে ফল, মূল ও জল দূষিত করিতে পারে। তুমি নিত্য উদ্যত হইয়া, সেই সকল হইতে রক্ষা করিও। নিম্ন বনভূগ ও বন এই সকলে বানরগণ অবতরণ করিয়া, শত্রুর গুপ্ত স্থাপিত সৈন্য সকল যেন পরিদর্শন করে। সৈন্যগণের মধ্যে সাহারা বালক ও বৃদ্ধ, এবং তজ্জন্য যুদ্ধের অনুপ-যুক্ত, তাহাদিগকে এই কিক্ষিক্ষায় রাখিয়া যাও। কেননা ভয়ংকর কৃত্য উপস্থিত হইয়াছে, নিক্রমসংগে কার্গো প্ররুত্ত হও। শত সহস্র মহাবল কপিসিংহ সাগরৌঘমগ্নিভ ভয়ংকর মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে লইয়া প্রস্থান করুক। পর্শভাকৃতি গজ, মহাবল গবয় ও গবাক্ষ ইহার, গোগণের মধ্যে দর্পিত রুমভের ন্যায়, সৈন্যগণের অগ্রে অগ্রে গমন করুক। বানরর্ষভ ঋষভ বানর-বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বে এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্বর্ষ তরস্রী গন্ধ-মাদন উহার বাম পার্শ্বে অধিষ্ঠিত হউক। আমি ঐরাবতে ঈশ্বরের ন্যায়, হনুমানের পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া সৈন্যাদিগকে হর্ষিত করত তাহাদের মধ্যে গমন করিব। ভূতগণেশ ধনপতি কুবের যেমন আপনার বাহন সার্কভৌমনামক দিগ্গজে আরো-হণ করেন, অন্তকোপম লক্ষ্মণ তেমনি অঙ্গদের স্বক্ষে অধিষ্ঠান

পূৰ্ণক প্রস্থান করুন । জাম্ববান, সুষেণ ও মহাবাহু ঋক্ষরাজ ইহারা তিন জনে সেনার পুচ্ছভাগরক্ষায় প্ররুত হউক । আর, ভেজঃপুঞ্জপরিবৃত প্রাচেতা যেমন লোকের পশ্চাচ্ছ, কপিরাজ সুগ্রীব তেমনি বানরবাহিনীর জঘনদেশ রক্ষা করুন ।

বাহিনীপতি মহাবীৰ্য্য বানরধ্বজ সুগ্রীব রামের এই কথা শুনিয়া, বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন । পরমতেজস্বী বানরগণ সকলে সুগ্রীবের আজ্ঞামাত্র গুণা ও শিখরসমূহ হইতে সমুৎপত্তিত হইয়া তৎক্ষণাৎ গমন করিতে লাগিল । ধর্ম্মাত্মা রাম মৈন্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন । বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ তাঁহার পূজা করিলেন । হস্তীর স্তায় আকারবিশিষ্ট শত শত, শতসহস্র, কোটি কোটি, অযুত অযুত বানর তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া চলিল, এই রূপে সুবিপুল বানরবাহিনী রামের অনুগামী হইল । তাহারা সকলে সুগ্রীব কর্তৃক পরিপালিত এবং ভৃষ্ট ও প্রমুদিত হইয়া, আপ্লবন, প্লবন, গর্জ্জন, ক্ষেড়ন ও শব্দ করিতে করিতে দক্ষিণ দিকে গমন করিল এবং কখন সুস্বাদ সুগন্ধি ফল ভক্ষণ, কখন মঞ্জরীপুঞ্জলাঞ্জিত প্রকাণ্ড পাদপ সকল উদ্ধহন, কখন সহসা দর্পিত হইয়া পরস্পরকে বহন ও ক্ষেপণ, কখন পতন, ও উৎপতন, কখন পরস্পরকে নিপাতন এবং কখন বা রাবণকে সমুদায় রাক্ষসের সঙ্গিত বধ করিব বলিয়া রামের নিকট গর্জ্জন করিতে লাগিল । বীর ঋষভ, নীল ও কুমুদ ইহারা বহুসংখ্য বানরের সহিত পথ শোধন করিতে করিতে অগ্রগামী হইল । মধ্যে রাম, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব, ইহারা ভয়ঙ্কর বলশালী বানরগণে পরিবৃত্ত হইয়া, গমন করিতে লাগিলেন । শতবলি বানর দশকোটি বানরে পরিবৃত্ত হইয়া একাকী সমস্তাৎ অগ্র গমন করত সমুদায় কপি-বাহিনী রক্ষা করিতে লাগিল । অর্ক, কেশরী, পনস ও গজ ইহারা শতকোটি বানরে বেষ্টিত হইয়া, এক পার্শ্ব রক্ষা করিতে লাগিল । সুষেণ ও জাম্ববান ইহারা বহুসংখ্য ঋক্ষে পরিবৃত্ত হইয়া সুগ্রীবকে অগ্রসর করত পশ্চাদভাগ রক্ষা করিতে লাগিল । তাহাদের

সেনাপতি বীর বানরশ্রেষ্ঠ নীল যাহাতে নগরাদির পীড়া না হয়, এক্রপে তাহাদিগকে পরিবারিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিল । দয়ীমুখ, প্রাজ্ঞ, জ্ঞান ও সরস ইহারা সকল বানরকে হারাণিত করিয়া, বেগাতিশয় সহকারে গমন করিতে লাগিল ।

এইরূপে ঐ বানরশ্রেষ্ঠগণ বলদর্পিত হইয়া, গমন করিতে করিতে পাদপুণ্ড্রসমাকুল গিরিশ্রেষ্ঠ মহা পর্বত এবং প্রফুল্ল সরোবর ও অত্যাশ্চর্য্য তড়িৎ সকল সন্দর্শন করিল । সাগরোষ-সন্নিভ ভয়ংকর সুবিশাল বানরবল ভীমকোপ রামের শাসন জানিয়া, নগরসাম্রাজ্য ও জনপদ সকল পরিহার করত অতীব প্রচণ্ড গর্জনবিশিষ্ট মহাঘোর অর্ণবের ন্যায়, মহা পর্বত হইতে বিনিঃসৃত হইল । উল্লিখিত শূর কপিশ্রেষ্ঠসকল, কশাহত সদ-শ্বেত ন্যায়, হারিত গমনে দশরথনন্দন রামের পার্শ্বে গমন করিতে লাগিল । তৎকালে দুই জন বানর বহন করাতো, নরশ্রেষ্ঠ রাম ও লক্ষ্মণ উভয়ে, সুবিশাল গ্রহদ্বয়ের সংসর্গে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন । অনন্তর রাম বানররাজ সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্তৃক সম্যক্ রূপে সভাজিত হইয়া, সৈন্যে দক্ষিণ দিকে প্রস্থান করিলেন । তিনি যেমন সকল কার্য্যই সুসিদ্ধ, অঙ্গদের ক্ষধারূঢ় লক্ষ্মণ তেমনি তাৎকালিক শুভমুচক লক্ষণপরম্পরা দ্বারা কার্য্যসিদ্ধি অবগত হইয়া, শুভ বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনি শীঘ্রই রাবণকে বধ ও অপহৃত্য জানকীর উদ্ধার পূর্ব্বক সিদ্ধকাম হইয়া, সিদ্ধকাম অযোধ্যায় প্রতিপ্রস্থান করিবেন, সন্দেহ নাই । হে রঘুনন্দন ! আপনার কার্য্যসিদ্ধি সূচনা করিয়া, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষে শুভমুচক স্রোতঃ নিমিত্ত সকল দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে । এই দেখুন, সুশীতল সুখসেব্য শুভসমীরণ বানরবাহিনীর পশ্চাত্তাগে মুদ্রাসন্দ সঞ্চরণ করিতেছে । যুগ ও পক্ষিগণ প্রাতিসুখ সমুদ্ভাবন পূর্ব্বক পূর্ণ স্বরে শব্দ করিতেছে । দিবস সকল প্রসন্ন ও দিবাকর নিমল মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন । ভৃগুনন্দন শুভ্র প্রসন্ন হইয়া, আপনার আনু-

প্ৰত্য করিতেছেন। সপ্তর্ষিগণুল অভ্রাদিমালিন্যবিরহিত ও সর্ব-
শেষ প্রভাশালী হইয়া, ক্রম প্রদক্ষিণ করত প্রকাশমান
হইতেছেন। মহাত্মা ইক্ষ্বাকুগণের পিতামহ রাজর্ষি ত্রিশংকু
আপনার পুরোহিতের সহিত সৌম্যমূর্তি দারণ পূর্বক আমাদের
পুরোভাগে বিরাজমান হইতেছেন। আমাদের বংশীয়গণের
প্রধান নক্ষত্র বিশাখাধ্বয়ও অদ্বারক প্রভৃতি দৃষ্ট গ্রহগণের আক্র-
মণ ও উপদ্রব বিরহিত হইয়া, প্রকাশ পাইতেছে। নৈঋত-
গণের মূল নক্ষত্র নৈঋত অগ্রে সমুখিত ধুমকেতু কর্তৃক নিপীড়িত
এবং তদীয় সংস্পর্শে সাতিশয় সমুপ্ত হইতেছে। রাক্ষসগণের
বিনাশার্থই এ সকল উপস্থিত হইয়াছে। যেহেতু, কাল পূর্ণ হইলে,
মৃত্যুকবলে নিপতিত ব্যক্তিগণের নক্ষত্র সকল গ্রহপীড়িত হইয়া
থাকে। হে বিভো! এ দেখুন, পুষ্করিণী সকল প্রসন্ন ও সুরস-
সলিলম্পন্ন, অরণ্য সকল ফলপূর্ণ ও রক্ষসকল স্ব স্ব ঋতু-
সুলভ কুমুমভূষিত হইয়াছে, এবং বিবিধ মনোহর গন্ধ বায়ুসং-
কারে প্রবাহিত হইতেছে। কপিসৈন্য সকল ব্যূহবদ্ধ হইয়া,
তারকাময় সংগ্রামে সুসন্নিবিষ্ট দেবসৈন্যের ন্যায়, শোভা পাউ-
তেছে। আৰ্য্য! এইপ্রকার অভিমত দর্শন করিয়া, হীত
হওয়া আপনার উচিত হইতেছে। সূমিত্রানন্দন লঙ্ঘণ স্বয়ং
শুভনিমিত্ত সকল সন্দর্শন পূর্বক আশ্বস্ত ও হৃষ্ট হইয়া, ভাতা
রামকে এইপ্রকার বলিতে লাগিলেন।

এ দিকে বানরবাহিনী সমুদায় পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়া,
গমন করিতে আরম্ভ করিল। নখদণ্ডেয়ায়ুধ ঋক্ষ, বানর ও
গোলাকুলগণের করাত ও চরণাঙ্গ দ্বারা ভয়ংকর ধূলি উখিত
হইয়া, সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত করাতে, লোক সকল অদৃশ্য
হইয়া উঠিল। জলদপটল যেমন আকাশ আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ
সুভীষণ বানরসৈন্য পশ্চত, কানন ও আকাশ সহিত সমুদায়
দক্ষিণ দিক্ আবরণ করিয়া গমন করিতে লাগিল। তৎকালে
সেই বানরসৈন্য অবিচ্ছেদে বহু সোজন পার হওয়াতে, নদী

সকলের প্রবাহ প্রতিকূলবেগে ধাবমান হইল । নির্মল জলপূর্ণ সরোবর, রক্ষসমাকীর্ণ পর্বত, সমতল ভূভাগ এবং ফলসম্পন্ন অরণ্য সকলের অধ, উদ্ধ, সমস্তাৎ, তির্ঘ্যাক ও মধ্যস্থল সর্বত্র অবস্থিতি এবং সমস্ত পৃথিবী আয়ত্ত করিয়া, তাহারা সকলেই রামের জন্য বিক্রমপ্রকাশপুরঃসর হৃষ্টবদনে পবনগমনে প্রস্থান করিল এবং পৃথিমধ্যে পরম্পর হর্ষ, বীর্য্য ও বলোদ্ভেক প্রদর্শন সহকারে যৌবনোৎসেগজনিত বিবিধ দর্প প্রকাশে প্রস্তুত হইল । কেহ ক্রতগমন, কেহ উৎপত্তন, কেহ কিলকিলা শব্দ, কেহ লাদুলাস্ফোটন, কেহ পদসম্ভাড়ন, কেহ ভুজবিক্ষেপ পূর্ব্বক পর্ব্বত ও পাদপ সকল ভগ্ন, কেহ গিরিশৃঙ্গসমূহে আরোহণ, কেহ মহানাদ মোচন, কেহ ক্ষেড়ন, কেহ উরুবেগে রাশি রাশি লতাজাল মর্দন, এবং কেহবা প্রফুল্ল হইয়া, বিক্রমসহকারে শিলা ও রক্ষ লইয়া নানা প্রকারে ক্রীড়া করিতে লাগিল । অনন্তর তৃতীয় দিবস অবস্থান সময়ে কোটিকোটি সহস্র সহস্র ভয়ংকর বানরযুগ্মে সমস্ত মেদিনী পরিবৃত্ত হইল । তাহারা যামমাত্র বিশ্রাম করিয়া, পুনরায় গমন করিতে লাগিল । বানরগণ সকলেই আমোদিত ও হর্ষিত এবং সকলেই যুদ্ধের পক্ষপাতী ও গৌতর উদ্ধার বিষয়ে নিরতিশয় উৎসুক হইয়া, হরাপূর্ব্বক প্রয়াণ করিল । মুহূর্ত্তমাত্রও বিলম্ব করিল না । অনন্তর তাহারা গিরবচ্ছিন্ন পাদপপূর্ণ বিবিধকাননসম্পন্ন সহ্য পর্ব্বতে সমাক্রুত হইল ।

দশরথনন্দন রাম সহ্য ও মলয় পর্ব্বতের অন্তর্ভুক্তী বিচিত্র কানন ও নদীপ্রভাবণ সকল দর্শন করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন । বানরগণ চম্পক, তিলক, চূত, অশোক, সিন্দুবার, তি নিশ, করবীর, অকোল, করঞ্জ, প্লক্ষ, নাগোধ, তিস্রুক, জম্বু, আমলক ও পুন্নাগ ইত্যাদি রক্ষ সকল ভগ্ন করিতে লাগিল । তত্রত্য রমণীয় প্রান্তরসমূহে প্রতিষ্ঠিত বিবিধ কাননক্রম বায়ুবেগে প্রচলিত হইয়া, রাশি রাশি কুমুমে পৃথিবী প্রকীর্ণ করিয়া আছে । চন্দনের ন্যায় শীতল সুখস্পর্শ সমীরণ তথায় সর্ব্বদাই প্রবা-

হিত হইয়া থাকে । মধুগন্ধি অরণ্য সকলে ষট্-পদসমূহ মধুর স্বরে শব্দ করিয়া থাকে । শৈলরাজ সত্য ধাতুপরম্পরার সান্নিধ্যযোগে সাতিশয় ভূষিত । ঐ সকল ধাতু হইতে বায়ুবেগে রেণুরাশি সমুখিত ও ইতস্ততঃ সঞ্চরিত হইয়া থাকে । স্তম্বিপুল বানরসৈন্য ঐ পৰ্ব্ব-
তের সৰ্ব্বস্থল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । তথায় রমণীয় প্রস্থসমূহে কেতুকী সিন্ধুবার, বাসন্তী, মাধবী, কুম্ভ, চিরন্তন, মধুক, বজ্রল, বকুল, রঞ্জক, তিলক, নাগ, চূত, পাটলী, কোবিদার, মূচলিন্দ, অজ্জুন, শিশুপ, কুটজ, হিম্মাল, তিমিশ, চূর্ণক, নীপ, নীলাশোক, সরল, অঙ্কোল, পদ্মক ইত্যাদি যে সমস্ত রক্ষ সৰ্ব্বতোভাবে কুম্ভ-
মিত হইয়াছে, বানরগণ তৎসমস্ত দর্শন করিয়া অতিমাত্র সন্তুষ্ট হইয়া, তাহাদিগকে পর্যা্যকুল করিয়া তুলিল । ঐ পৰ্ব্বতে বিবিধ বিচিত্র বাপী ও পল্লব সকল প্রাকৃষ্টিত আছে । ঐ সকল বাপী চক্রবাক, কারণ্ড, প্লব ও ক্রৌঞ্চসমূহে বিচরিত ও পরিব্যাপ্ত এবং বরাহ, মৃগ ঋক্ষ, তরক্ষু, সিংহ, শার্দূল ও বহুসংখ্য ভয়াবহ ব্যাঘ্র সমস্তাং নিষেবিত । তত্রস্থ জলাশয় সকল পদ্ম, মৌগন্ধিক, কুমুদ ও উৎপল প্রভৃতি বিবিধ প্রফুল্ল জলকুম্ভে সাতিশয় মনো-
হর । ঐ পৰ্ব্বতের সান্নয় সকলে নানাজাতীয় বিহঙ্গম মনোরম শব্দ করিয়া থাকে । বানরগণ তথায় স্নান ও পান করিয়া জল-
ক্রীড়া, পৰ্ব্বতে আরোহণ করিয়া পরম্পরকে প্লাবিত, এবং মদো-
চ্ছত হইয়া পাদপগণের অম্লতোপম ফল, মূল ও কুম্ভম সকল ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল ।

অনন্তর তাহারা দ্রোণমাত্রপ্রমাণ লম্বমান মধু পান করত হস্ত হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল । যাইবার সময় পাদপ সকল ভগ্ন, লতা সকল আকর্ষণ ও গিরি সকল বিধমন করিতে লাগিল । কেহ মধুপানে তৃপ্ত হইয়া, রক্ষ হইতে গর্জন, কেহ রক্ষে আরোহণ ও কেহ বা রক্ষ হইতে অবরোহণ করিতে লাগিল । পক্ষফলবিশিষ্ট ত্রীহিক্ষেত্রসমূহে পৃথিবী যেমন আচ্ছন্ন ও শোভমান হয়, বানর-
পুংসবগণেও তদ্রূপ ব্যাঘ্র ও বিরাজমান হইল । রাজীবলোচন

মহাবাহু রাম সহ্য ও মহাগিরি মলয় অতিক্রম করিয়া, মহেশ্বর-
পর্বতে উপনীত ও তদীয় পাদপরাঙ্কিত শেখরদেশে অধিরূঢ় হই-
লেন। দশরথাস্বজ্ঞ রাম তথায় আরোহণ করিয়া, কুর্য়মীনসমা-
কীর্ণ সলিলাশয় সাগর সন্দর্শন করিলেন। বানরগণ আনুপূর্ব-
ক্রমে সেই ভীমনিশ্বন সাগরের আসন্ন হইল। অনন্তর সমুদায়
মনোরম পদার্থের অগ্রগণ্য রাম সুগ্রীব ও লক্ষ্মণের সহিত
মহেশ্বরপর্বত চইতে অবরোহণ পূর্বক অবিলম্বে অত্যাংকুষ্ঠ বেলা-
প্রদেশে গমন করিলেন। এই বেলাভূমি অতিশয় বিস্তৃত এবং
উহার উপলময় তলভাগ সহসা-সমাগত সলিলপ্রবাহে প্রক্ষা-
লিত।

রাম তথায় সমাগত হইয়া কহিতে লাগিলেন, সুগ্রীব !
আমরা এখন বরুণালয় সাগরে সমুপস্থিত হইয়াছি। কি রূপে
এই সাগর পার হওয়া যাইবে, পূর্বে সে বিষয়ে আমাদের যে
চিন্তা জন্মিয়াছিল, অধুনা এখানে আসিয়া সেই চিন্তা উপস্থিত
হইয়াছে। অনুপায় ব্যক্তির ঈদৃশ অকূল সাগর পার হওয়া
দুঃসাধ্য। অতএব যে উপায়ে বানরসৈন্য পর পার প্রাপ্ত
হইতে পারে, এইস্থানে শিবির সন্নিবেশ করিয়া সে বিষয় বিচার
করা যাউক। গীতাহরণকর্মিত মহাবাহু রাম এইরূপে সাগর-
তীরে সমাগত হইয়া, শিবিরসন্নিবেশে আদেশ করিলেন, হে
বানররাজ সুগ্রীব ! সমুদায় সেনা সন্নিবিষ্ট কর। সংপ্রতি যে
উপায়ে সাগরলঙ্ঘন করা যাইবে, তাহার বিচারকাল উপস্থিত
হইয়াছে। আপন আপন সৈন্য ত্যাগ করিয়া, কেহ যেন কোন
কারণে কোথাও না যায়। রাক্ষসগণ মায়াবী। অতএব,
তাহারা গোপনে আমাদের ভয় সমুদ্ভাবন করিতে পারে, এই
প্রকার জ্ঞাত থাক। সকলেরই অবশ্য কর্তব্য। এই কারণে শূর
বানরগণ চতুর্দিকে সাবধানে সেনা রক্ষা করুক।

রামের কথা শুনিয়া, কপিরাজ সুগ্রীব লক্ষ্মণের সহিত পাদপ-
পরীত পয়োদিকূলে সেনা সন্নিবিষ্ট করিলেন। তৎকালে সাগর-

সমীপস্থ সেই বানরবল, বানররূপ-জলময় দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়
 শোভমান হইল। বানরশ্রেষ্ঠগণ এইরূপে বেলাবনে উপনীত
 হইয়া, মহোদধির পরপার-প্রাপ্তি-কামনায় তথায় সন্নিবিষ্ট
 হইল। তাহারা সন্নিবেশে প্রারম্ভ হইলে, তাহাদের সঞ্চারশব্দ
 সমুদ্রের গভীর গর্জন তিরোহিত করিয়া, কণকুণ্ডরে প্রবেশ
 করিতে লাগিল। রামকার্য্যে অতিশয় তৎপর স্ত্রীবেশের পরি-
 পালিত সেই সুবিপুল বানরবাহিনী স্ফ, বানর ও গোপুচ্ছ এই
 তিনভাগে সন্নিবিষ্ট হইল। তৎকালে ঐ কপিসৈন্য বায়ুবেগ-
 সমাধৃত মহার্ণব প্রাপ্ত হইয়া, তাহা দর্শন করত অতিশয় প্রীতি-
 লাভ করিল। বানরযূথপতিগণ তথায় অবস্থান করত অব-
 লোকন করিল, সরিৎপতির পরপার অতিশয় দূরবর্তী। উহা অবি-
 ভ্রান্ত ও অপ্রতিহত বেগে প্রবাহিত হইতেছে। রাক্ষসগণ ও
 বরুণদেব উহাতে বাস করিতেছেন। প্রচণ্ড প্রকৃতি কুন্তীরাদি
 শিংশ্র-জলজন্তুগণের সান্নিধ্যবশতঃ উহা অতিমাত্র ভয়ানক।
 প্রদোষ সময়ে চন্দ্রোদয়ে ফেনরাশি বদ্ধিত ও উন্মূল্য মালা সমুপিত
 হওয়াতে, সমুদ্র যেন হাসিতে হাসিতে নৃত্য করিয়া থাকে।
 চন্দ্রের উদয় হইলেই উহার বৃদ্ধি হয়। তৎকালে ভূবি ভূরি
 প্রতিচন্দ্রে উহা পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠে। প্রচণ্ড পবনতুল্য বেগ-
 বান্ জলচর মহাঘ্রাহ তিমি ও তিমিঙ্গিলগমূহে উহা আচ্ছন্ন।
 এই মহার্ণব তরঙ্গগু দ্বারা যেন ফেনরূপ চন্দন পেষণ ও চন্দ্র যেন
 উহা কর দ্বারা গ্রহণ করিয়া দিগদনাগণের দেহে লেপন করেন।
 অচণদেহ ভুজঙ্গগণ যেমন পাভালকে, সেইরূপ বিবিধ শৈল ও
 প্রকাণ্ডাকৃতি প্রাণিগণ উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে। লঙ্কা-
 প্রভৃতি সুন্দর দুর্গ সকল উহার অন্তর্গত। উহার পরপার প্রাপ্তি
 হওয়া দুষ্কর। অমুরগণ উহাতে বসতি করিতেছে। মকর ও
 নাগগণে পরিব্যাপ্ত বায়ুপ্রচলিত প্রবল জলরাশি এই অগাধ
 সমুদ্রে উৎপত্তিত ও নিপত্তিত হইতেছে। কণস্থমণিপরম্পরায়
 সমুদ্রভাসিত জলসর্পগণের অসিষ্ঠানপ্রযুক্ত উহা যেন বিস্কুলিঙ্গের

ন্যায়, বিক্ষিপ্ত হইতেছে । সর্বদা পাতালগোচর এই সাগর আকাশের ন্যায়, এবং আকাশও সাগরের ন্যায় । ফলতঃ, সাগর ও আকাশ উভয়ে কোনরূপ বিশেষ লক্ষিত হয় না । সাগরের জল যেমন আকাশে, আকাশ তেমনি সাগরমলিলে সংপৃক্ত । সাগর যেমন মুক্তাশ্রেষ্ঠে, অম্বর তেমনি নক্ষত্রশ্রেষ্ঠে পরিব্যাপ্ত । সুতরাং, সাগর ও আকাশ উভয়ে একরূপ লক্ষিত হইয়া থাকে । আকাশ যেমন মেঘমালায় পরিব্যাপ্ত, সাগর তেমনি বীচিমালায় সমাকুল । সুতরাং উভয়ের কোনরূপ প্রভেদ নাই । এই সিন্ধুরাজ সমুদ্রের উষ্মিপরম্পরা পরস্পর আশ্রিত ও সংসক্ত হইয়া, যুদ্ধে মহাভেরীর ন্যায়, ভীমনাদে শব্দ করিয়া থাকে । পবনবশে প্রচলিত এবং তজ্জন্য রত্নরাশি বিক্ষিপ্ত করিয়া জলরাশি শব্দিত হওয়াতে, বোধ হয়, যেন যাদোগংসমাকুল সরিৎপতি ক্রুদ্ধ হইয়া উৎপত্তিত হইতেছে । রাম প্রভৃতি মহাত্মারা পুনরায় দর্শন করিলেন, সরিৎপতি আকাশে উষ্মিপরম্পরা বিস্তার করিয়া, যেন প্রলাপ প্রয়োগ করিতেছে । বানরগণ সন্নিহনে অবস্থান পূর্বক অবলোকন করিল, ঘূর্ণমান উষ্মিজলের সন্ন্যাসবশতঃ মহোদধি নিরতিশয় চঞ্চলবৎ প্রতীয়মান হইতেছে ।

— —

পঞ্চম সর্গ ।

সেনাপতি নীল কর্তৃক যথাবিদানে সুরক্ষিত ও সম্যাকরূপে সুসজ্জিত উল্লিখিত বানরবাহিনী সাগরের উত্তরতীরে সুন্দররূপে সন্নিবেশিত হইলে, গৈন্দ ও দ্বিবিদ এই দুই বানরশ্রেষ্ঠ তাহার রক্ষার্থ সকল দিকে নিচরণ করিতে লাগিল । নন্দনদীপতি সাগরের তটদেশে এইরূপে সেনা সন্নিবিষ্ট হইলে, রাম পার্শ্ববর্তী লক্ষ্মণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই ! লোকে বলিয়া থাকে, কালসংকারে শোক লয়প্রাপ্ত হয় । কিন্তু জানকীকে না দেখিয়া, আমার শোক দিন দিন বদ্ধিত হইতেছে । প্রিয়া

জ্ঞানকী দূরে আছেন, কিংবা অপকৃত্য হইয়াছেন, বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে না । আমার কেবল ইহাই ভাবিয়া শোক হইতেছে, যে, তাঁহার প্রাণস্থিতিকাল অতিবর্তিত হইতেছে । অয়ি পবন ! শিখা জ্ঞানকী যে দিকে আছেন, তুমি সেই দিকে প্রবাহিত হও এবং তাঁহাকে স্পর্শ করিয়া আনিয়া, আমাকেও স্পর্শ কর । চন্দ্রের দিকে দৃষ্টি করিলে, চক্ষু যেমন শীতল হয়, সেইরূপ, শিয়ার গাত্রস্পর্শী ভোগাকে স্পর্শ করিলে, আমার সমস্ত তাপ উপশমিত হইবে । রাবণ হরণ করিয়া লইলে, শিখা হা নাথ, বলিয়া আমার উদ্দেশে যাহা কহিয়াছিলেন, সে সকল আমার মনোমধ্যে জাগরুক রহিয়াছে । বিযপান করিলে, শরীর যেমন দক্ষ হয়, সেইরূপ, ঐ সমস্ত কথ্য ও আমার দেহ দাহ করিতেছে । তাঁহার বিয়োগরূপ ইক্ষন ও চিন্তারূপ সমুজ্জ্বল শিখা-শালী মদনরূপ অনলে দিবানিখ আমার শরীর দহ্যমান হইতেছে । ভাই ! তুমি এই খানে থাক । আমি ভোগাকে ছাড়িয়া, একাকী অর্ঘ্য মদ্যে অবগাহন পূর্বক শয়ন করিব । জলে শয়ন করিলে, প্রজ্বলিত কামানল কথঞ্চিৎ আমারে দক্ষ করিতে পারিবে না । ভাই ! বামোন্মুখী গীতা ও আমি উভয়ে এখনো এক পৃথিবীতে আছি । এই প্রকার চিন্তা করিয়া, বহুকাল আমার জীবিত থাকিবার সম্ভাবনা । জলশালী ক্ষেত্রের সং-মার্গে নির্জল ক্ষেত্র যেমন শুষ্ক হয় না, তদ্বৎ, জ্ঞানকী বাঁচিয়া আছেন, শুনিলেও, আমি প্রাণ ধারণ করি । না জানি, কত দিনে বিপক্ষ জয় করিয়া, সেই শতপত্রায়তেক্ষণা সূত্রোণী গীতাকে, সুসমৃদ্ধ রাজ্যলক্ষ্মীর ন্যায়, দর্শন করিব । না জানি কত দিনে পদ্মবৎ সুকুমার চারুবিম্বোষ্ঠ তদীয় বদন সমুন্নমিত করিয়া, আতুর যেমন রসায়ন, তেমনি পান করিব । না জানি, কতদিনে হাস্য করিতে করিতে শিখা আগায় তালফল সদৃশ পীন, সংহত, কম্পমান পয়োধরে আলিঙ্গন করিবেন । আমিই তাঁহার নাথ । কিন্তু সেই অসিতাপাকী রাক্ষসগণের মধ্যগামিনী হইয়া,

নিশ্চয়ই অন্যথাই ন্যায়, রক্ষাকর্ত্তা হ্রাদ হইতেছেন না । তিনি রাজা জনকের দুহিতা, আমার ছিয়া ও মাক্ষাৎ দশরথের পুত্রবধূ হইয়া, কিরূপে রাক্ষসীগণের মধ্যে শয়ন করিতেছেন ? শত-কালীন শশিলেখা যেমন নীলবর্ণ জলদপটল বিধূত করিয়া, সমুদিত হয়, তিনিও আমার সাধ্যযে তুরাদর্শ রাক্ষসদিগকে নিরাক্রান্ত করিয়া উৎপাতিতা চাইবেন । তিনি স্বভাবতঃ কুশাদী, নিপরীত দেশকালে পতিতা হইয়া শোকে ও অনশনে আরও কুশা হইতেছেন, সন্দেহ নাই । অতএব আমি রাক্ষসরাজ রাবণের বক্ষস্থলে মায়ক সকল নিহিত করিয়া, তাঁহাকে হাত্যাধরণ ও আন্তরিক শোকভার নিঃসরণ করিব । কবে সেই সুরমুতাসদৃশী পতিব্রতা গীতা ত্রৈলোক্য সহকারে আমার কণ্ঠদেশবিলম্বিনী হইয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিবেন । কতদিনে আমি জানকী-বিরহজনিত এই ঘোর শোকরাশি, মলিন বস্ত্রের ন্যায়, সহসা পরিত্যাগ করিব । দীমান্ রাম এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে, দিবাবসান হওয়াতে, ভাস্কর দেব অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন । রাম কমলপ্রভাক্ষী জানকীকে স্মরণ করত শোকে নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন । লক্ষ্মণ কর্তৃক আশ্বাসিত হইয়া, লক্ষ্যার উপাসনা করিলেন ।

— —

ষষ্ঠ সর্গ ।

হনুমান্ মহাজ্ঞা ইন্দ্রের ন্যায়, লঙ্কামধ্যে যে ভয়াবহ ঘোর কার্য্যানুষ্ঠান করিয়াছিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণ তাহা দর্শন করিয়া, লজ্জায় কিঞ্চিৎ অবাক্স হইয়া, রাক্ষসদিগের সকলকে কহিলেন, সেই বানর একাকী বিনা অস্ত্রেই লঙ্কাপুরে প্রবেশ ও নানাপ্রকারে ইহার অবমাননা, জানকীকে দর্শন, চৈত্যাশাসাদ ধ্বংস, প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগকে সংহার এবং সমস্ত নগর আকুল করিয়া গেল । তোমাদের নঙ্গল হউক । এক্ষণে আমি

কি করিব । তোমাদের মতে অতঃপর কি করা যুক্তিসঙ্গত । এবং কি করিলেই বা আমাদের ইষ্টাপত্তি ও কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে, বল । মনস্বী পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, মন্ত্রণাই বিজ্ঞয়ের মূল । হে মহাবলবর্গ ! উল্লিখিত কারণে রামের প্রতিকূলে মন্ত্র প্রয়োগ করিতে আমার অভিলাষ হইতেছে । সংসারে উত্তম, মধ্যম ও অধম ভেদে পুরুষ তিন প্রকার । আমি তাহাদের গুণদোষ যথাক্রমে বলিতেছি । যে ব্যক্তি মন্ত্রনির্ণয়-সমর্থ ও হিতসংযুক্ত মন্ত্রিগণ, মিত্রবর্গ, সমানার্থসম্পন্ন ব্যক্তিসমূহ এবং এই তিন অপেক্ষা অধিক গুণবিশিষ্ট বাক্যবর্ণনের সহিত মন্ত্রণা করিয়া কার্য্যো প্ররক্ত হয় এবং দৈব সহায়ে যত্ন করে, তাহাকে পুরুষোত্তম বলে । যে ব্যক্তি একাকী অর্থ বিমর্শন, একাকী ধর্ম্মে মগ্ন এবং একাকীই কার্য্যানুষ্ঠান করে, তাহাকে মধ্যমপুরুষ বলে । আর, যে ব্যক্তি গুণদোষ নিশ্চয় না করিয়া ও দৈব সহায়ে উপেক্ষাপর হইয়া, কার্য্য করিব বলিয়া, কার্য্য না করে, সে নরাদম বা অধমপুরুষ । এইরূপে উল্লিখিত পুরুষের ন্যায়, মন্ত্রণাও উত্তম, মধ্যম ও অধমভেদে তিনপ্রকার, জানিবে । তন্মধ্যে মন্ত্রিগণ শাস্ত্রপুস্তি চক্ষু দ্বারা ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক যাহাতে নিরত হয়, তাহার নাম উত্তম মন্ত্রণা । তাহারা যে মন্ত্রনির্ণয় সময়ে প্রথমে ভিন্নমত হইয়া, পরে ঐকমত্য অবলম্বন করে, তাহাকে মধ্যম মন্ত্র বলে । আর, মন্ত্রিগণ পরস্পরবিরুদ্ধ-মতিক হইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে যাহার উদ্দেশে বাগ্‌বিন্যাস করে, এবং অতিকষ্টে কথঞ্চিৎ একমত হইলেও শ্রেয়ঃপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই, তাহাকে অধম মন্ত্রণা বলে । তোমরা সকলেই মন্ত্রিসত্তম । অতএব সবিশেষ মন্ত্রণা করিয়া, সমীচীন কার্য্যের অনুষ্ঠানে প্ররক্ত হও । ঐরূপ কার্য্যই আমার অভিপ্সত । রাম সশস্ত্র সশস্ত্র বীর বানরে পরিবেষ্টিত হইয়া, অচিরাৎ লঙ্কায় আগমন ও ইহা রোধ করিবেন । এবং স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে, তিনি অনুজ, অনু-গামীবর্গ ও বানরবল সমভিব্যাহারে যুক্তরূপ তেজঃসহায়ে অনা-

ସ୍ନାତ୍ତେ ମହାସାଗର ପାର ହইବେନ । ହୟ, ତିନି ମାଗରଶୋଷଣ, ନା ହୟ, ସେହୁ ବନ୍ଧନ କରିয়া, ଐ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବେନ । ଏହିପ୍ରାକାର ବ୍ୟାପାର ସମ୍ପାଦନ ପୂର୍ବକ ତିନି ବାନରଗଣେର ସହିତ ଆମାଦେର ନିରୁଦ୍ଧେ ଅଭ୍ୟାସିତ ହইଲେ, ସେରୂପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ଵାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଓ ମୈନ୍ୟ-ଗଣେର ଉପକାର ହইତେ ପାରେ, ଅଧୁନା ତୋମରା ମୋ ମକଳ ବିଷୟେ ମବିଶେଷ ମନ୍ତ୍ରଣା କର ।

ମଞ୍ଜୁସ ମର୍ଗ ।

ରାକ୍ଷସରାଜ ରାବଣ ଏହିପ୍ରାକାର କହିଲେ, ଐ ମକଳ ନୀତିବିହିର୍ଯ୍ୟୁଧ୍ଵ ନିର୍ଭୀକ୍ଷି ମହାବଳ ରାକ୍ଷସ ଅଜ୍ଞାନପ୍ରାୟୁକ୍ତ ଶତ୍ରୁପକ୍ଷେର ବଳବୀର୍ଯ୍ୟ ଗଣନା ନା କରିয়াଇ, କ୍ରତାଞ୍ଜଳିପୁଟେ କହିତେ ଲାଗିଲ, ରାଜନ୍ ! ଆମା-ଦେର ମୈନ୍ୟ ସେମନ ସୁବିପୁଳ, ତେମାନ ପରିସ, ଶକ୍ତି, ଶ୍ଵପ୍ତି, ଶୂଳ, ପାଠି ଟିକ୍ଷା ଇତ୍ୟାଦି ବିବିଧ ଆୟୁଧେ ପାରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ତବେ ଆପନି କିଞ୍ଜନ୍ୟ ବିଷୟ ହইତେଛେନ । ଦେଖୁନ, ଆପନି ଭୋଗବତ୍ତୀତେ ଗମନ କରିয়া, ଯୁଦ୍ଧେ ପରାଜୟଦିଗକେ ଜୟ ଏବଂ ଘୋରତର ଯୁଦ୍ଧ କରିয়া କୈଳାସଶେଖର-ବାସୀ ବହୁଯକ୍ଷପରିସ୍ରୁତ କୁବେରକେ ବଶ କରିଯାଛେନ । ହେ ବିଭୋ ! କୁବେର ଅସ୍ତ୍ର ମହାବଳ ଲୋକପାଳ ଏବଂ ମହାଦେବେର ସହିତ ସନ୍ଧ୍ୟାବଶତଃ ମର୍ତ୍ତ୍ୟା ଶ୍ରୀରାମପରାୟଣ । କିନ୍ତୁ ଆପନି ରୋଷବଶେ ତାହାକେଓ ଜୟ କରିଯାଛେନ । ଅଧିକ କି, ଆପନି ଯକ୍ଷଦିଗକେ ବିନିପାତ୍ତିତ, ବିକ୍ଷୋଭିତ ଓ ବିନିଗୃହୀତ କରିয়া, କୈଳାସଶିଖର ହইତେ ଏହି ବିମାନ ଆହରଣ କରିଯାଛେନ । ହେ ରାକ୍ଷସପୁଞ୍ଜବ ! ଦାନବରାଜ ମୟ ଆପନାର ଭୟେ ଭୀତ ହইয়া, ମନ୍ଥା କାମନାୟ ଆପନାକେ ଭାର୍ଯ୍ୟାର୍ଥ କନ୍ୟା ଦାନ କରିଯାଛେ । ଆପନି କୁଣ୍ଡଳିନୀସୀର ଆଶ୍ରମୀ ବୀର୍ଯ୍ୟୋଽସିକ୍ତ ଦୁରାସଦ ଦାନବେନ୍ଦ୍ର ମଧୁକେ ବଳପୂର୍ବକ ବଶେ ଆନିଯାଛେନ । ହେ ମହା-ବାହ ! ଆପନି ରମାତଳେ ଗମନ କରିয়া, ନାଗଦିଗକେ ଜୟ ଏବଂ ବାସୁକି, ତକ୍ଷକ, ଶଙ୍ଖ ଓ ଜଟୀକେ ବଶ କରିଯାଛେନ । ହେ ଅରିନ୍ଦମ ! ଅକ୍ଷୟ, ବନଶାଳୀ, ଶୂର ଓ ପିତାମହେର ନିକଟ ବର ପ୍ରାପ୍ତ କାଳକେୟ-

গণ সংবৎসর যুদ্ধ করিয়া, পরিশেষে আপনার প্রভাবে বশ্যতা স্বীকার করে । হে রাক্ষসাদিপ ! আপনি তাহাদিগের নিকট হইতে বিস্তর মায়া সংগ্রহ করিয়াছিলেন । হে মহাভাগ ! আপনি বক্রণের শূর, বলবান্ ও চতুর্বিধ বলানুগ পুত্রদিগকে জয় করিয়াছেন । রাজন্ ! আপনি মৃত্যুদণ্ডরূপ মহাগ্রাহ, কালপাশ-রূপ মহাতরঙ্গ ও যমকিংকররূপ মহাভুজঙ্গ এই সকলে পরিব্যাপ্ত, যাতনা বক্ষে অলঙ্কৃত ও মহাশ্বরে দুর্দ্বিধ যমলোক রূপ মহার্ঘবে অবগাহন করিয়া, তুমুল যুদ্ধ করত বিপুল জয় লাভ, মৃত্যুকে পরা-জুখ এবং রাক্ষসদিগকে সন্তুষ্ট করিয়াছেন । বশুমতী প্রাকাশ পাদপপরম্পরার ন্যায়, ইন্দ্রতুলাপরাক্রম বহুসংখ্য ক্ষত্রিয় বীরে পূর্ণ ছিল । রাম যুদ্ধে বীৰ্য্য, গুণ ও উৎসাহে তাহাদের সমকক্ষ নহেন । কিন্তু আপনি সেই সকল সমরদুর্জয় ক্ষত্রিয়কেও বল পূর্বক বিনাশ করিয়াছেন । মহারাজ ! আপনি বসিয়া থাকুন, ব্রথাশ্রমে আপনার প্রয়োজন নাই । এই ইন্দ্রজিৎ একাকীই সমুদায় বানরবল ধ্বংস করিবেন । ইনি অনুত্তম মাহেশ্বর যজ্ঞ করিয়া, পরম দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন । এবং দেবগণের বল-রূপ সাগরে অবগাহন পূর্বক দেবরাজ ইন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া, লঙ্কায় আনিয়াছিলেন । শক্তি ও তোমর পরম্পরা এই বলরূপ সাগরের মৎস্য, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহ উহার শৈবাল, গজ সকল কচ্ছপ, অশ্ব সকল গণ্ডুক, রুদ্র ও আদিত্যগণ মহাগ্রাহ, মরুৎ ও বসুগণ মহোরগ, রথ অশ্ব ও গজসমূহ জলপ্রবাহ । এবং পদাতি সমস্ত সুবিশাল পুলিন । রাজন্ ! এই ইন্দ্রজিৎ পিতামহের আদেশে সর্বদেবনমস্কৃত ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিলে, তিনি স্বর্গে গমন করেন । মহারাজ ! আপনার এই পুত্র ইন্দ্রজিৎ-কেই যুদ্ধে ধোরণ করুন । ইনি রাগের সহিত সমস্ত বানরসেনাই বধ করিবেন । রাজন্ ! সামান্য নরবানর হইতে এই আপদ উপস্থিত হইয়াছে ; মনোমধ্যে কোন চিন্তাই করিবেন না, আপনি রামকে বধ করিবেন, সন্দেহ নাই ।

অষ্টম সর্গ

অনন্তর শ্যামলজলদগ্নিভ শৌর্য্যশালী সেনাপতি নিশাচর গ্রহস্ত কুতাজলিপুটে কহিতে লাগিল, যুদ্ধে বানরগণের কথা কি, সমুদায় দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, পিশাচ, পতঙ্গ ও উরগদিগকেও জয় করিতে পারি। রাক্ষসগণ সকলে ভোগাদিপরবশ ও নিঃশঙ্ক হইয়াছিল। সেইজন্ম হনুমান কতৃক বধিত হইয়াছে। নতুবা, আমি জীবিত থাকিতে, সেই বানর কখনো প্রাণ লইয়া যাইতে পারিত না। এক্ষণে আপনি আজ্ঞা করুন, আমি মশৈলবন-কাননা সাগরমেখলা সমগ্র পৃথিবী বানরশূন্য এবং তাহাদের হস্তে রাক্ষসগণের রক্ষা বিধান করিব। আপনার গীতাহরণাপরাধ জন্য ত্বংখের লেশমাত্রও ঘটিবে না।

অনন্তর দুস্মুখ নামে রাক্ষস নিরতিশয় রোদভরে কহিতে লাগিল, হনুমান আমাদের সকলের যে পরাভব করিয়াছে, তাহা কোনমতেই ক্ষমা করা যাইতে পারে না। আমি সমস্ত পুর ও অন্তঃপুরের ঐরূপ পরিভবের কথা বালতোছি না; ইহাতে ত্রিমান্ রাক্ষসরাজের যে অবমাননা হইয়াছে, আমি এই মুহূর্ত্তে একাকীই গমন করিয়া, বানরগণ সাগরে বা পাতালে বা আকাশে যেখানেই প্রবেশ করুক, সেইখানেই তাহাদের সকলকে বিনাশ করিয়া, রাক্ষসপতির এই পরপরিভবত্বংখের নিরাকরণ করিব।

অনন্তর মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নিতান্ত রোষপরবশ হইয়া, মাংস-শোণিতদূষিত ভয়ংকর পরিঘ গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিল, দুর্দ্ধৰ্ষ রাগ, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব বাঁচিয়া থাকিতে, ক্ষীণপ্রাণ দীন-ভাবাপন্ন হনুমানকে বধ করিয়া আমাদের কি হইবে। অতএব অদ্য আমি একাকীই এই পরিঘসহায়ে রাগ, লক্ষ্মণ ও সুগ্রীবকে সংহার ও সমুদায় বানরবাণিনী বিক্ষোভিত করিয়া, প্রত্যাগমন করিব। রাজন্! যদি ইচ্ছা করেন, পুনরায় বলিতেছি, অবগ

করুন । উপায়কুশল অতীন্দ্রিত ব্যক্তিই শব্দজয়ে সমর্থ হয় ।
রাক্ষসনাথ ! নিশ্চয় জানিবেন, আপনার অনীনে শূর, সুভীম,
ভীমদর্শন ও কামরূপদর মহত্ব মহত্ব রাক্ষস আছে । তাহারা
সকলে মানুষের রূপ ধারণ করিয়া, রঘুসন্তস্ব রামের নিকট গমন
পূর্বক নির্ভয়ে বলুক, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভরত আগাদিগকে
পাঠাইয়া দিয়াছেন । এই কথায় রাম অবশ্যই সৈন্যদিগকে
ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ আগাদের নিকট আসিবে । এই অব-
সরে আমরা এখান হইতে শূল, শক্তি, গদা, ধনু, বাণ ও অগ্নি-
হস্তে সত্ত্বর তথায় গমন এবং দলে দলে আকাশে অবস্থান পূর্বক
রাশি রাশি পাষণ ও শস্ত্ররষ্টি করিয়া, সমুদায় বানরবাহিনী
সংহার ও সমালয়ে প্রেরণ করিব । এই রূপে রাম লক্ষ্মণ আগা-
দের ছলনায় পতিত হইলে, পুনরায় অবশ্য ছলনা পূর্বক সংহার
করিয়া, তাহাদের উভয়েরই প্রাণনাশ করিব ।

অনন্তর কুম্ভকর্ণের পুত্র নিকুম্ভনাথে বীর্যবান্ বীর পরম ক্রুদ্ধ
হইয়া, লোকরাবণ রাবণকে কহিতে লাগিল, মহারাজের সহিত
মিলিত হইয়া, সকলে তোমরা এইখানেই থাক । আমি একাকী
রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান, সুগ্রীব ও অন্যান্য সমস্ত বানরকেই সংহার
করিব ।

অনন্তর বজ্রহনু নামে পর্দিতাকৃতি রাক্ষস রোষভরে জিহ্বা দ্বারা
সূক্ষ লেহন করিয়া কহিল, তোমরা সকলে সম্ভাপ ত্যাগ পূর্বক
ইচ্ছানুসারে কার্যে প্রবৃত্ত হও । আমি একাকী সমুদায় বানরী
সেনা ভক্ষণ করিব । তোমরা স্বস্থ ও নিশ্চিন্ত হইয়া, বারুণ ঋধু
পান ও ক্রীড়া কর । আমি একাকীই সুগ্রীব, লক্ষ্মণ, অঙ্গদ, হনু-
মান ও অন্যান্য বানরদিগকে সংহার করিব ।

অনন্তর নিকুম্ভ, রভঙ্গ, মহাবল সূর্য্যশত্রু, স্তম্ভস্ব, যজ্ঞকোপ, মহাপার্শ্ব, মহোদর, দুর্দ্ধর্ষ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, রাবণের আত্মজ পরমতেজস্বী ইন্দ্রশত্রু, বলবান্ প্রহস্তু, বিক্রপাক্ষ, বজ্রদংষ্ট্র, মহাবল ধূত্মাক্ষ, নিকুম্ভ ও দুর্দ্ধর্ষ এই সকল রাক্ষস একত্রে মিলিত হইয়া, নিরতিশয় ক্রুদ্ধ ও তেজে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, পরিঘ, পটিশ, শূল, প্রাগ, শক্তি, পরশুধ, ধনু, সুশাণিত বাণ, এবং সুবিপুল সুন্দর খড়্গগমূহ ধারণ ও গবেগে উৎপতন পূর্ব্বক রাবণকে কহিতে লাগিল, অদ্য আমরা রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব এবং লঙ্কার পরিভবকারী ক্ষুদ্রশ্রাণ সেই হনুমানকে সংহার করিব ।

বিভীষণ সেই উদাত্তাযুধ রাক্ষসদিগের সকলকে প্রতিবেদন ও প্রত্যাশাবিষ্ট করিয়া, পুনরায় ক্রতাজ্জলি হইয়া, রাবণকে কহিতে লাগিলেন, তাত ! রাম, দান, ভেদ এই তিন প্রকার উপায়ে যে বিষয় প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট, নীতিশাস্ত্রজ্ঞ পুরুষগণ সে বিষয়ের শাস্ত্রোক্ত যুক্তিযুক্ত বিক্রমকাল নির্দেশ করিয়াছেন । তাত ! তদনুসারে যথাবিধি পরীক্ষা পূর্ব্বক অসাবধান, অভিযুক্ত ও দৈবোপহত এই তিন স্থলে বিক্রম প্রকাশ করিলে, সিদ্ধিলাভ সম্পন্ন হইয়া থাকে । কিন্তু রাম সর্ব্বথা সাবধান, জিগীষাপরায়ণ, দৈববলে অনুপ্রাণিত, জিতরোষ ও দুরাদর্ষ । তোমরা কিরূপে তাঁহাকে প্রদর্শিত করিতে উৎসুক হইয়াছ । কোন্ ব্যক্তি মনে মনেও এরূপ জ্ঞানিতে বা তর্ক করিতে পারে যে, হনুমান নদনদী পতি ভয়ংকর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া লঙ্কায় আগমন করিবে । রাক্ষসগণ ! হনুমানের বলবীৰ্য্যের ইয়ত্তা বা সীমা নাই । অতএব তোমরা কোনরূপে তাদৃশ শত্রুপক্ষের কিছুমাত্র অবজ্ঞা করিও না । দেখ, পূর্ব্বে রাম রাক্ষসসমাজের কি অপকার করিয়া ছিলেন, যে, তিনি জনস্থান হইতে সেই যশস্বী রামের ভার্য্যা হরণ করিয়া আনিলেন । আর, সাধ্যানুসারে প্রাণিগণের প্রাণ

লক্ষ্য করা অবশ্য কর্ণব্য। অতএব বাম যদি দুরন্তি খবকে বধ
করিয়া থাকেন, তাহাতেই বা তাঁহার কি অপরাধ হইয়াছে।
যাহা হউক, খরাদির বধ প্রযুক্ত জ্ঞানকীকে হরণ করা হই-
য়াছে। ইহাতে পরিণামে নিবৃত্তিশয় বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা।
অতএব এই বেলা জ্ঞানকীকে পরিহার করা কর্ণব্য। যাহাতে
কলঙ্ঘ ঘটিয়া থাকে, তাদৃশ অনুষ্ঠানে ফল কি? রাম দীপ্যশালী
ও দর্শনানুবর্তী। তাঁহার মহিত অনর্পক শক্রতা করাও আমাদের
উচিত হয় না। অতএব তাঁহারে মৈথিলী প্রদান করুন। রাম
সাব্য শরপলম্পরা প্রয়োগ করিয়া, গজ, অশ্ব ও রত্নসমাকুল লক্ষ্য
বিদারিত না করেন, তাবৎ তাঁহার জ্ঞানকী তাঁহাকে দেওয়া
হউক। নিবৃত্তিশয় ভয়ংকর দুর্দ্ধর্য সুবিপুল বানরসৈন্যও যাবৎ
এই পুরী অবলম্বিত না করে, তাবৎ জ্ঞানকীকে প্রতারণা করুন।
রামের দয়িতা পত্নী জ্ঞানকীকে অয়ং যদি না দেন, তাহা হইলে,
লক্ষ্যপুরী বিনষ্টে এবং সমুদায় শূর নিশাচরও নিহত হইবে। আমি
ভ্রাতা বলিয়াই আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি। এবং হিত ও তপ্য
কথাই বলিতেছি। অতএব আমার কথা রাখুন, রামকে জ্ঞানকী
প্রদান করুন। নৃপাঞ্জয় রাম আপনার নিদন জন্য সূর্য্যাকিরণ-
মগ্নিত, নবাগ্রপুঞ্জবিশিষ্ট, সুদৃঢ়, অমোঘ শরসমূহ বিগর্জন করি-
বার পূর্বেই আপনি জ্ঞানকীকে প্রদান করুন। আশু প্রসন্ন
হইয়া, সুখদর্শনবিনাশন ক্রোধ ত্যাগ ও রতিকৌর্ত্তিবর্জন পশ্ম অব-
লম্বন করুন; আমরা মপুত্র ও মবাক্রমে জীবন পারণ করি।
গীতাকে অবিলম্বেই রামের চক্ষে সংপ্রদান করুন।

রাক্ষসরাজ রাবণ বিজয়নের কথা শুনিয়া, সকলকে বিদায়
দিয়া, স্বকীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন।

দশম সর্গ ।

অমল্লব প্রভাতকাল উপস্থিত হইলে মহাদ্ব্যুতি ভীমকর্গা
বিভীষণ রাক্ষসাদিপতি অত্রাজের অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করি-
লেন; যেন দিবাকর রশ্মিজাল বিস্তার করিয়া মহামেঘমধ্যে
প্রবিষ্ট হইলেন । অন্তঃপুর গিরিশৃঙ্গের ন্যায় উচ্চ, দর্শন করাতে
বোধ হয় যেন কতকগুলি গিরিশৃঙ্গ একত্রে অবস্থাপিত রহি-
য়াছে । উহার কক্ষা সকল পরস্পর সুন্দররূপে বিভক্ত । উৎকৃষ্ট
জাতি ও ব্যক্তিদিগের কামিনী সকল তন্মধ্যে বাস করিতেছে ।
অনুরক্ত বুদ্ধিমান অমাত্য সকল অবস্থিতি করিতেছেন । হিত-
কারী কাহ্যসামনসমর্থ রাক্ষসগণ চতুর্দিক রক্ষা করিতেছে । মত্ত
মাতঙ্গদলেব নিশ্বাসে উহার বায়ু আকুলিত হইতেছে । শজা-
ফলির মণাশব্দ উখিত হইয়াছে । তূর্য্যশব্দের প্রাতিধ্বনি হই-
তেছে । প্রসাদা জন সংঘটিত ভাবে বসতি করিতেছে । এবং
মহাপথ সকলে কোলাহল হইতেছে । অন্তঃপুরের দ্বার সকল
তপ্তকাক্ষনে নিশ্চিন্ত । উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল অন্তঃপুরের
শোভা সম্পাদন করিতেছে । অন্তঃপুর যেন গন্ধর্ব্বগণের বসতি-
স্থান; যেন সরস্বতীর আলয়; যেন রত্নরাশিপূরিত নাগ-
ভবন ।

মহাবল মহাতেজা বিভীষণ তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া, শ্রবণ করি-
লেন, অত্রাজের বিজয়সম্বলিত পুষ্পাঙ্কশ্রী বেদবিদগণের মুখ
হইতে উচ্চারিত হইতেছে; এবং দর্শন করিলেন, দমিপাত্র,
দ্বত, পুষ্প ও আতপতগুল দ্বারা বেদবিদ ব্রাহ্মণগণের পূজা
করা হইতেছে । রাক্ষসগণ সকলেই তাঁহার অভ্যর্থনা করিতে
লাগিল; তিনি তাহাদিগের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিতে/করিতে
যাইয়া আসনোপবিষ্ট নিজতেজে দেদীপ্যমান মহাবাহু কুবেরানু-
জকে প্রণাম করিলেন । রাজা দৃষ্টিমঞ্চালন করিয়া তাঁহাকে সুবর্ণ
ভূষিত আসন দেখাইয়া দিলেন । তখন আচারপাণ্ডিত বিভীষণ ধাম্ভা-

চার প্রদর্শন পূর্নক আগনে উপবেশন করিয়া মহাত্মা রাবণকে সম্মিলিত্ত্ব অপর ব্যক্তি বিরহিত স্থানে যুক্তিসিদ্ধ হিতবাক্যে বলিতে আরম্ভ করিলেন । তিনি লোকের প্রাপ্য অপ্রাপ্য অবগত ছিলেন ; সাস্ত্রন্যবাক্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তুষ্ট করিয়া, বন্দনা দি পূর্নক, বলিতে লাগিলেন, পরম্পর ! যে অবধি গীতা এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই অবধি বিবিধ অশুভ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছে । উৎপত্তি কালে অগ্নি দুমে কলুষিত হইয়া থাকে ; তদনন্তর স্থাপন সময়ে উহার শিখা দুমে আরত হয় এবং উহা হইতে ক্ষুলিঙ্গ বহির্গত হইতে থাকে, উপর্যুপরি মজ্রোচ্ছারণ পূর্নক হোম করিলেও অগ্নি সম্যক্ প্রস্থলিত হয় না । মহাবল ! অগ্নিহোত্রগৃহ ও বেদাধ্যয়ন স্থান সকলে গর্ণ এবং হবনীয় দ্রব্যে পিপীলিকা দৃষ্ট হয় । গান্ধী সকলের দৃষ্টি শুষ্ক হইয়াছে ; গজবরের আর মদঙ্গল নাই, অশ্ব সকল নুতন তৃণ ভক্ষণ করিয়াও ক্ষুধার্ত্তস্বরে চীৎকার করে । রাজনু ! গর্দভ, উষ্ট্র ও অশ্বতরগণ রোমাঞ্চিত কলেবরে রোদন করিয়া থাকে । এবং বিশেষ চিকিৎসিত হইয়াও স্ব স্ব ভাব রক্ষা করে না । চতুর্দিকে অশুভশব্দ নী বায়সগণ দলে দলে শব্দ করে এবং প্রানাদ সকলের অগ্রভাগে দলে দলে একত্রিত হয় । গৃধ্র সকল পীড়িত হইয়া ভবনের উপরিভাগে লুক্ষায়িত হয় ; এবং উভয় সক্ষায় সমীপবর্তী হইয়া শিবা সকল অমঙ্গল শব্দ করে । শূনা যায়, মাংসাশী পশু সকল দলে দলে পুরীদ্বারে উপস্থিত হইয়া বিক্ষুব্ধিতমদৃশস্বরে বিপুল শব্দ করিতে থাকে ।

অতএব বীর ! যখন এতাদৃশ দুর্নিমিত্ত শাস্তিবিধান কর্তব্য হইয়া উঠিয়াছে, তখন ইহার উচিত প্রায়শ্চিত্ত এই যে, রাঘবকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন । অজ্ঞান হেতুই হউক, আর জীবন রক্ষার লোভেই হউক, আমি এই কথা কহিলাম । মহারাজ ! এ কথায় আমার অপরাম লইবেন না । দুর্নিমিত্ত দোষ কি রাক্ষস, কি রাক্ষসী, কি পুত্র, কি সন্তপুত্র সকলোই লক্ষ্য করিতেছে :

আপনার ভয়ে সকল মজীহ এবিষয় আপনার কর্ণগোচর করা-
ইতে নিবৃত্ত হইয়াছেন ; কিন্তু আমি যাহা দর্শন বা শ্রবণ করি-
য়াছি ; আমাকে সমস্ত অবশ্যই বলিতে হইবে । অতএব বিবে-
চনা করিয়া যাহা ন্যায্য স্থির হয়, আপনার তাহাই করা
কর্তব্য ।

ভ্রাতা বিভীষণ রাক্ষসরাজ ভ্রাতা রাবণকে তাঁহার মজ্জিগণের
মধ্যে এই উৎকৃষ্টার্থযুক্ত, যুক্তিসঙ্গত, অতীত ভাবি ও বর্তমান
কালের উপযুক্ত, শিত বাক্য কহিলেন । সেই বাক্য শ্রবণ
করিয়া রাবণের হ্রস্ব আসিল । তিনি মীত্ৰাঘাতিশয়ী হইয়া উত্তর
করিলেন, আমি কিছুতেই ভয় দেখিতেছি না । রাবণ জান-
কীকে কখনই হাণ্ড হইবে না । লক্ষ্মণরাজ ইন্দ্রসচিত্ত দেব-
গণের সমাভিব্যাহারেও যুদ্ধস্থলে আমার সম্মুখে কি করিয়া অব-
স্থিতি করিবে ।

তখন সুরসৈন্যনাথক যুদ্ধে হাণ্ডবিক্রমশালী মহাবল দশা-
নন এই কথা বলিয়া হিতবাদী ভ্রাতা বিভীষণকে বিদায়
করিলেন ।

— —

একাদশ সর্গ ।

পাপাত্মা রাজা রাবণ মীতাজন্য কামমোহ, এবং আত্মীয়-
জনের ঘৃণা ও পাপকামনিবন্ধন ক্রমশঃ ক্রম হইতে লাগিলেন ।
জ্ঞানকীকে যতই চিন্তা করিতে লাগিলেন, ততই তাঁহার কাম
রন্ধি পাইতে লাগিল । অবশেষে অসাত্ত্য ও বন্ধুজনের অহিত
পরামর্শ করিয়া, তাদৃশ গম্ভীৰ মময়েও, যুদ্ধ করাই তৎকালোচিত
স্থির করিলেন ।

তদনন্তর তিনি সুরবাহিনীসহ, মণি ও বিজ্রমে বিভূষিত,
শিক্তিশস্ত্রযুক্ত মহারথের নিকটে গমন করিয়া উদ্যতে আরোহণ

করিলেন । মহাগেঘের ন্যায় শব্দকারী সেই শ্রেষ্ঠ রথে আরোহণ করিয়া, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ দশানন সভয়ে যাত্রা করিলেন । অসিচর্মদারী ও সর্পশল্পবিদ রাক্ষসসোদগণ রাক্ষসরাজের অগ্রে গমন করিতে লাগিল । তাহাদিগের বেশ নানারূপ ও বিকৃত ; এবং তাহারা নানা ভূমণে ভূষিত । পার্শ্ব ও পশ্চাচ্ছাগ বেষ্টন করিয়াও অনেক অতিরণ, কেহ মত্ত গজবরে, কেহ বা ক্রীড়াশীল অশ্বে, আরোহণ করিয়া দশগ্রীবের অনুগমন করিতে লাগিল । তাহাদিগের কাহারও হস্তে গদা, কাহারও পরিণ, কাহারও শক্তি কাহারও তোমর, কাহারও বা হস্তে পরশু । এবং অপরের হস্তে শূল ।

এইরূপে রাবণ সভয়ে যাত্রা করিলে, মহত্স মহত্স তুর্য্যের মহাশব্দ এবং ভুমূল শঙ্খস্বন হইতে লাগিল । রাবণ নেমি শব্দে মহনা চতুর্দিক্ হাতিপরিত করিয়া সুশ্রীক রাজপথে বহির্গত হইলেন । শুভ্র বিমল আতপত্র রাক্ষসরাজের মস্তকে দৃত হইয়া পূর্ণমণ্ডল তারাপিপের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল । মধ্যস্থলে সুবর্ণমঞ্জরিমণ্ডিত বিশুদ্ধ স্ফটিকময় দুই চামর ব্যঞ্জন তাঁহার দুই পার্শ্বে বিরাজিত হইল । রাক্ষসগণ রত্নাঞ্জলিপুটে ভূমিতে পতিত হইয়া মস্তক অবনমন পূর্ব্বক রণস্থিতে রাক্ষসরাজকে প্রণাম করিতে লাগিল । শক্রদমন মহাতেজা রাবণ এইরূপে রাক্ষসগণের জয়াশীসাদে স্তব্ধমান হইয়া সুসজ্জিত সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন । সভামধ্যে সুবর্ণ ও রক্ততময় কুটিম সকল বিনিম্মিত এবং বিশুদ্ধ স্ফটিক স্থানে স্থানে স্থাপিত । সুবর্ণমণ্ডিত চন্দ্রাতপ সভামণ্ডপ আচ্ছাদন করিতেছে । বিশ্বকর্মা ঐ সভা নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । ছয় শত পিশাচ সভা রক্ষা করিতেছে । মহাতেজা রাবণ দেহাকাঙ্ক্ষিতে বিরাজিত হইয়া, সভায় প্রবিষ্ট হইলেন । প্রবিষ্ট হইয়া প্রায়ক মুগের চক্ষু আচ্ছাদিত উপদানসম্পন্ন বৈদূর্য্যময় শুভ প্রদামানে দিব্যবেশন করিলেন । তদনন্তর ক্ষিপরাক্রমশালী তেদিগকে রাজবৎ আজ্ঞা করিলেন, তোমরা আমার নদীনহু

রাক্ষসদিগকে সহস্র এইস্থানে আনয়ন কর। শক্রসম্বন্ধে গুরুতর কর্তব্য কার্য উপস্থিত হইয়াছে।

তাহার আদেশ শ্রবণ করিয়া রাক্ষসগণ লঙ্কামধ্যে ভ্রমণ করিতে লাগিল। প্রত্যেক গৃহ, বিহারস্থান, শয়নস্থান, এবং উদ্যানে গমন করিয়া নিভীক রাক্ষসদিগকে ধোরণ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ কেহ মনোহর রথে, কেহ গর্ভিত অশ্বে, কেহ বা হস্তীতে আরোহণ করিল। কেহ কেহ বা পাদচারে যাত্রা করিল। 'মহানগরী লঙ্কা পাবমান রথ, কুঞ্জর ও বাজিগণে সমাকীর্ণ হইয়া সহস্র সহস্র গরুড়ে পরিব্যাণ্ড আকাশমণ্ডলের ন্যায় শোভিত হইল। অনন্তর রাক্ষসগণ, বিবিধ বাহন ও যান সকল বহির্দেশে রক্ষা করিয়া, গুহামধ্যে সিংহগণের ন্যায়, পাদচারে সভামধ্যে প্রবেশ করিল। এবং রাজার পাদযুগল বন্দনা করিয়া, তদীয় প্রতি-সমাদর প্রাপ্ত হইয়া, কেহ পৌরে, কেহ রুমামনে কেহ বা ভূমিতেই উপবিষ্ট হইল।

এই প্রকারে রাক্ষসগণ রাজা রাবণের আজ্ঞাক্রমে সভায় উপস্থিত হইয়া, যথাযোগ্যভাবে তাহার চতুর্দিকে উপবেশন করিল। অনন্তর কার্য্যানিশ্চয়ে নিপুণ প্রদান অপ্রদান মন্ত্রি এবং জ্ঞানচক্ষু সর্বজ্ঞ গুণবান্ উপমন্ত্রিগণ সর্বকার্য্য স্থির করিবার জন্য মুখাপেক্ষায় রাক্ষসরাজের সেই সুবর্ণকান্তি মনোরম সভাস্থলে যথাক্রমে আগমন করিল। শত শত বীরগণও দলে দলে তথায় সমবেত হইল।

অনন্তর মহাত্মা যশস্বী বিভীষণ সু অশ্বযুক্ত, সুবর্ণচিত্রিত সুন্দর রথবরে আরোহণ করিয়া অগ্রজের সভায় উপনীত হইলেন। প্রবিষ্ট হইয়া কনিষ্ঠ বিভীষণ, নিজ নাম উল্লেখ করিয়া, জ্যেষ্ঠের চরণযুগল বন্দনা করিলেন। শুক্র ও প্রহস্তু সভাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ আসন দান করিলেন। সভাস্থলে সুবর্ণ ও বিবিধ মণি-নির্মিত ভূষণে ভূষিত, সুবসনদারী রাক্ষসগণের উৎকৃষ্ট অগুরু-চন্দন ও মাগোর এক চতুর্দিকে প্রবাহিত হইল। কোন সভানদ

চীৎকার, কি রণাকণা, কি পরস্পর আলাপ কিছুই করিল না ।
উগ্রবীর্য্য রাক্ষসগণ পূর্ণকান হইয়া সকলেই স্বামীর বদন নিরী-
ক্ষণ করিতে লাগিল । যশস্বী রাবণ সভাস্থলে শস্ত্রধারী মনস্বী
রাক্ষসগণের মধ্যে, বশুগণের মধ্যে বাগবের ন্যায়, দেহপ্রভায়
প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ।

দ্বাদশ নর্গ ।

যুদ্ধক্ষেত্র দখলন সভার চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া,
তৎকালে সেনাপতি প্রহস্তুকে আজ্ঞা করিলেন, সেনাপতে ! যে
নিশিতান্ত্র চতুর্দিক সেনা নগররক্ষায় নিযুক্ত আছে তাহা-
দিগকে আজ্ঞা কর, সেন তাহারা সাবধানে থাকে ।

তখন প্রহস্তু রাজাজ্ঞা-প্রতিপালনজন্য সাবধান হইয়া নগরীর
মধ্যে ও বহির্ভাগে সর্গপ্রকার সৈন্য স্থাপন করিলেন । নগর-
রক্ষার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সৈন্য যথাস্থানে স্থাপন করিয়া প্রহস্তু
রাজার সম্মুখে উপবেশন করিল এবং কহিল, রাজন্ ! বলবান্
আপনার সৈন্য মধ্যে ও বহির্ভাগে স্থাপিত হইয়াছে, এক্ষণে
আপনার বাগ অভিপ্রায়, নিশ্চিন্ত হইয়া সম্পাদন করুন ।

রাজ্যহিতৈষী প্রহস্তুের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সুখলিপ্সু রাবণ
বন্ধুজনসমক্ষে কহিতে আরম্ভ করিলেন, প্রিয়, অপ্রিয়, সুখ,
দুঃখ, লাভ, অলাভ, হিত, অহিত এবং ধর্ম্মার্থ কামের সংকট,
তোমাদিগের সমস্ত বুঝবার ক্ষমতা আছে । তোমাদিগের
সহিত মন্ত্রণা করিয়া আমি যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি,
তাহার কোনটী কখনই নিষ্ফল হয় নাই । চন্দ্র, গ্রহ ও নক্ষত্র
প্রভৃতি দেবগণের সাহায্যে যেমন বাসব, তোমাদিগের সহায়তায়
তেননি আমি বিমল লক্ষ্মী লাভ করিয়াছি । ইতিপূর্বেই আমি
উপস্থিত বিষয় তোমাদিগের গোচর করাইবার জন্য উদ্যত

হইয়াছিল ; কেবল কুম্ভকৰ্ণ নিদ্ৰিত ছিলেন বলিয়া তাহা
কৰিতে পারি নাই । মনঃশাস্ত্ৰদ্বাৰী প্রদান মহাবল এই কুম্ভকৰ্ণ
ছয় মাস নিদ্ৰিত ছিলেন , একেণে তিনি এই জাগৰিত হইয়া-
ছেন । তোমরা জ্ঞাত আছ, আমি ৰাস্কসনিষেবিত দণ্ডকাৰণ্য
প্রদেৰ্শ হইতে ৰামের শিষ্য মহিমী জনকনন্দিনীকে হরণ কৰিয়া
আনয়ন কৰিয়াছি । সেই মন্দগামিনী আমার শয্যাৰ আৰো-
হণ কৰিতে সন্মত হয় না । আমার জ্ঞানে গীতার ন্যায় কামিনী
ত্ৰিভুবনে আর নাই । গীতার কটি ক্ষণ ; নিতম্ব স্থল, মুখমণ্ডল
চন্দ্র মদন ; ওষ্ঠ সুবর্ণকাম্বি । সুন্দরী মন মাফাৎ ময়নিষ্মিতা
মায়া । তাহাব চরণযুগল সুন্দর রক্তবর্ণ ; চিক্ৰণ এবং স্ৰগঠিত ।
রক্তনখশোভিত সেই চরণযুগল দৰ্শন কৰিয়া আমার কাম প্রবুদ্ধ
হইয়া উঠে । ভক্ত পাবকের শিখা ও মার্জিতের প্রভাৱ ন্যায়
গীতার রূপ এবং উন্নত নাসিকা ও সুন্দর নয়নে শোভিত তাহাৰ
সেই মনোৰম মুখমণ্ডল দৰ্শন কৰিয়া আমি কামের বশীভূত
হইয়াছি । কাম ক্ৰোধ এবং হৰ্ষকেও নিবারণ কৰিয়া আমার
অন্তঃকৰণে প্রবেশ পূৰ্বক নিয়ত শোক সম্ভাপ উত্তেজ্ঞ ও বিব-
ৰ্ণতা সাধন কৰিয়া আগারে শ্ৰীচীন কৰিয়াছে । দীৰ্ঘনয়না সেই
ভামিনী কিন্তু স্বামী ৰামের অপেক্ষা কৰিয়া আমার নিকট এক
বৎসর সময় প্রার্থনা কৰিয়াছে । আমিও সেই চাকুলোচনাৰ
যুক্তিযুক্ত বাক্যে সন্মত হইয়াছি । পথ অতিক্ৰম কৰিয়া
ঘোটকের ন্যায়, আমি নিয়ত কামে শ্ৰান্ত হইতেছি ।

বনবাসী বানৱগণ কি কৰিয়া বৃথাগণিগমাকুল দুৰ্দ্ধৰ্ব সাগর
পাৰ হইবে ; সেই দুই দশৱখনন্দনই বা কিৰূপে উত্তীৰ্ণ হইবে ।
অথবা তাহাৰ সম্ভাবনাও আছে ; একমাত্ৰ বানৱেই আমা-
দিগকে বিলক্ষণ লণ্ড ভণ্ড কৰিয়া গিয়াছে । কাৰ্য্যেৰ গতি নিশ্চয়
করা দুঃসাধ্য ; অতএব সাহাৰ যেকৰূপ বুদ্ধিতে হয় ব্যক্ত কৰ ।
মানুষ হইতে আমাদিগেৰ ভয় নাই মত্ৰ, তথাপি চিন্তা কৰ ।
পূৰ্বে দেবাসুৰ-সংগ্ৰামে আমি তোমাদিগেৰ সহায়তাতেই জয়

লাভ করিয়াছিল। তোগরাও সেই বহিয়াছে গতা ; তথাপি চিন্তা কর ।

চর নাগর পার চটয়া নীতান অনুসন্ধান করিয়া গিয়াছে ; তাহার নিকট সন্ধান পাঠিয়া দুই নীর রাজপুত্র সুগ্রীবাদি বানরদিগকে সচায় করিয়া মাগবের পর পারে উপস্থিত হইয়াছে । নীতাকে ধৃত্যর্পণ করা হইবে না ; দশবণের পুত্র দুই জনকেও বিনাশ করিতে হইবে ; এই বিষয়ে তোগরা মন্ত্রণা করিয়া যাহা অনীতি হয়, বাস্তব কর । আগাকে জয় করে, জগতে উদ্ভাদিবৎ একপ শক্তি দেখি না ; তখন যে একজন মানুষ বানরগণের নিক্ত সাগর পার চটয়া আমাকে জয় করিবে, তাহার সম্ভাবনা নাহি ; অতএব আগার জয় নিশ্চিত ।

কামাভিভূত বাবের সেই বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিয়া কুম্ভকর্ণ ক্রুদ্ধ হইল, এবং কচিল, আপনি যখন আমাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া, দর্শনমাত্রই রাম লক্ষ্মণের নিকট হইতে নীতাকে হরণ করিয়াছেন, তখন আপনার মন আপনার মতেই অবস্থিতি করিবে, যেমন সমুদ্রের জল সমুদ্রের গহ্বরই পূরণ করে । মহারাজ ! আপনি এ সমস্তই অন্যায় কার্য্য করিয়াছেন, আদৌ আমাদিগের সহিত কর্তব্য বিষয়ে পরামর্শ করা উচিত ছিল । হে দশানন ! যে রাজা প্রথমতঃ মন্ত্রিগণের সহিত কর্তব্য নিশ্চয় করিয়া ন্যায়ানুসারে রাজ্যকার্য্য করেন, তাঁহাকে পশ্চাৎ ভাপ করিতে হয় না । আর সামাদি উপায় পর্যালোচনা না করিয়া অন্যায় পূর্বক যে সকল কার্য্য করা যায়, অভিচারাদি অপযোগে হত সামগ্রীর ন্যায়, সে সমস্ত উত্তর কালে বিপদ উপস্থাপন করে । যে পূর্বের কার্য্য পরে, এবং পরের কার্য্য পূর্বের পর্যালোচনা করে, সে নীতি অনীতি জ্ঞাত নহে । হংসগণ ক্রোধে পক্ষিত অতিক্রম করিবার নিমিত্ত যেমন উচ্চাং ছিদ্র পথ অবলম্বন করে, শত্রুগণ তেমনি কার্য্যে চঞ্চলমতি বলবান শত্রুর ছিদ্র আশ্রয় করে । আপনি বিবেচনা না করিয়া অতি ভয়ানক

কার্য্য করিয়াছেন ; ভাগ্যে, বিষমিশ্রিত আগ্নেয়ের ন্যায় রাজ্য আপনাকে বিনাশ করে নাই । আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, ইহা প্রবল শত্রুর অকর্তব্য । যা হাই হউক, হে অনন্ধ্য ! আমি আপনার শত্রু নাশ করিয়া ইহার প্রতিবিধান করিব । হে নিশাচর ! আমি আপনার শত্রু নির্মূল করিব । তাহার ইন্দ্র আর সূর্য্য ; অগ্নি আর বায়ু, কি কুবের আর বরুণই হউক, আমি তাহাদিগকে যুদ্ধ দান করিব । পৰ্ব্বতাকার শরীরে তীক্ষ্ণদংষ্ট্রা প্রদর্শন করিয়া পরিঘহস্তে যুদ্ধ করিতে করিতে যখন আমি ভস্মাকার করিতে থাকিব, তখন ইন্দ্রও ভীত হইবে । রাম আমায় এক বাণ মারিয়া, দ্বিতীয় বাণ না মারিতে মারিতেই আমি তাহার রুধির পান করিব ; আপনি স্বচ্ছন্দে আশ্রয় হউন । দাশরথিকে বিনাশ করিয়া আমি আপনার সুখকর নিজস্ব আহরণ করিতে যড়বানু হইব । লঙ্কণের সহিত রামকে সংহার করিয়া পরে সমস্ত বানরবীর ভক্ষণ করিব । আপনি যথেষ্ট বিহার এবং অগ্রবাকুণী পান করুন । নিশ্চিন্ত হইয়া রাজ্য কার্য্য করুন । আমি রামকে সমালয়ে ধোরণ করিলে পর সীতা চিরকালের জন্য আপনার বশবর্ত্তিনী হইবে ।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়াছেন জানিতে পারিয়া মহাবল মহাপার্শ্ব ক্ষণ কাল চিন্তা করিয়া কুতাজ্জলিপুটে কহিতে লাগিল । সে ব্যক্তি হিংস্র জন্তুনিষেবিত বনে গমন করিয়া গধু প্রাপ্ত হইয়াও ভক্ষণ না করে, তাহাকে মূৰ্খ বলা যায় । হে শক্রনিবারণ ! আপনিই ঈশ্বর ; আপনার আবার ঈশ্বর কে আছে ? অতএব আপনি শত্রুদিগের মস্তকে পদার্পণ করিয়া জানকীর সহিত বিচাৰ করুন । হে মহাবল ! কুকটস্বভাব অবলম্বন করুন ; বলে বার বার আক্রমণ করিয়া সীতাকে ভোগ ও বিহার করুন ।

আপনার বাসনা চরিতার্থ হইলে পর আর কি ভয়ই বা উপস্থিত হইবে ? অথবা সাবধানতার সহিতই হউক, আর অসাবধানত'র সহিতই হউক, যে কোন অকাণ্য করিয়া ফেলিবেন, তাহারই প্রতিবিধান করিতে পারিবেন । আমাদিগকে সহায় করিয়া কুস্ত্রকর্ণ ও মহাবল ইন্দ্রজিৎ বজ্রাস্ত্র বাসবকেও নিবারণ করিতে পারেন । দান, দাম, আর ভেদ, অবিজ্ঞ ব্যক্তিরাই এই কয় উপায়ের ব্যবস্থা করিয়াছেন । আমার মত, এই কয় উপায় ত্যাগ করিয়া কেবল এক দণ্ড দ্বারাই কার্য্য সিদ্ধি করি । হে মহাবল ! আপনার শত্রুগণ এখানে উপস্থিত হইলে আমরা অশ্রুপাতাপে সকলকেই বশে আনয়ন করিব, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

মহাপাশ্ব' এই কথা বলিলে পর, রাজা রাবণ তাহার বাক্যের যথেষ্ট সমাদর করিয়া কহিলেন ; মহাপাশ্ব' ! আমি নিজের বিষয়ে কোন এক গোপনীয় কথা বলিতেছি ; বহুকাল পূর্বে আমার এই দুর্ঘটনা উপস্থিত হয় ; এক্ষণে তাহা ব্যক্ত করিব । পুঞ্জিকম্বলী পিতামহের ভবনে গমন করিতে ছিল ; ঐ সময় আমি দেখিতে পাইলাম, সে আমার ভয়ে লুকাইয়া লুকাইয়া সাক্ষাৎ অগ্নিশিখার ন্যায় গমন করিতেছে । দর্শনমাত্র আমি তাহাকে বিবসনা ও সংজ্ঞাগ করিলাম । সে লোলিতা নলিনীর ন্যায়, স্বয়ম্ভুর ভবনে যাইয়া উপস্থিত হইল । বোধ করি ঐ ব্রহ্মাস্ত্র সেই মহাত্মা জানিতে পারিয়াছিলেন । যাহাই হউক, দেব নিত্যাস্ত্র ক্রুদ্ধ হইয়া আমাকে কহিলেন, আজি হইতে তুমি যদি আর কখনও কোন পরস্রীকে বলাৎকার কর, তাহা হইলে তোমার মস্তক শতধা হইয়া বিশীর্ণ হইবে, ইহাতে সন্দেহ নাই । আমি সেই শাপের ভয়েই ভীত হইয়া বিদেহনন্দিনী সীতাকে বলপূর্ব্বক রমণীয় শয্যায় আরোহণ করাই না । সাগরের স্রাব আমার বেগ, বায়ুর ন্যায় আমার গতি ; দাশরথি ইহা জ্ঞাত নহে । এই জন্যই আমার আক্রমণ করিতেছে । আমি গুহামধ্যে কপ্ত সিংহের ন্যায়, ক্রুদ্ধ যমের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছি ;

আমায় জাগরিত করিতে কাহার সাহস হইবে । রাম যুদ্ধস্থলে আমার বাহুনির্মুক্ত দ্বিজিহ্ব সর্পগণ সদৃশ বাণ সকল দর্শন করে নাই ; সেই জন্যই আমায় আক্রমণ করিতেছে । উদ্ধা সর্প-
ণের দ্বারা হস্তীর ন্যায়, আমি শত দিক হইয়া ধনু হইতে
নিষ্কিশি বজ্র সম বাণগণ দ্বারা রামকে প্রদীপিত করিব । সূর্য
যথাকালে উদিত হইয়া যেমন নক্ষত্রগণের প্রভা অপহরণ করেন,
আমিও তেমনি মহাসৈন্য সমভিব্যাহারে তাহার সৈন্য লোপ
করিব । মহাশক্তি বাসব কি বরুণও যুদ্ধে আমার সমান
হইতে পারে না । পূর্বে কুবের এই নগরী পালন করিতেন,
আমি বনে তাঁহার নিকট কাড়িয়া লইয়াছি ।

— ৩৩ —

চতুর্দশ সর্গ ।

রাক্ষসরাজের বাক্য এবং কুম্ভকর্ণের গর্জন স্বর্জন শ্রবণ কথিয়া
বিভীষণ প্রভাবশালী রাক্ষসরাজকে প্রয়োজনান্বিত চিত্ত বাক্যে
কহিলেন, রাজন্ ! সীতা প্রকাণ্ড কায় মহাসর্প . অদয়ভাগ তাহার
দেহ ; চিন্তা উহার বিষ ; সুন্দর হাস্য উহার ভীষণ দন্ত ; এবং পঞ্চ
অঙ্গুলি উহার পঞ্চ মস্তক , আপনি উহাকে বরণ করিলেন
কেন ? পদতশূঙ্গ প্রমাণ দংষ্ট্রায়ুধ ও নখায়ুধ বানরগণ লঙ্কা
আক্রমণ করিবার পূর্বে আপনি দাশরথিকে জানকী প্রত্যর্পণ
করুন । রামনিষ্কিশি বজ্র তুলা বায়ুসমান-বেগসম্পন্ন বাণ সকল
রাক্ষসশ্রেষ্ঠদিগের মস্তক ধরন না করিতে করিতে আপনি দাশ-
রথিকে জানকী প্রত্যর্পণ করুন । রাজন্ ! কি ইন্দ্রজিৎ, কি
কুম্ভকর্ণ, কি মহাপাশ্ব, কি মহোদর, কি নিকুম্ভ, কি কুম্ভ, কেই
যুদ্ধস্থলে রাঘবের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইবে না ।
সূর্য বা মরুদগণ আপনাকে রক্ষা করুন, অথবা আপনি ইন্দ্রের
কি যমের ক্রোড়েই বসিয়া থাকুন, কিংবা আকাশে কি

পাতালতলেই অবস্থিতি করুন, রামের হস্ত হইতে জীবন লইয়া পরিত্যাগ পাইবেন না ।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রহস্তু কহিল ; দেবতা, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ভ, উরগ, বা পতঙ্গ, আমরা কখন জানি নাই যে কাহা হইতেও ভয় আছে ; তবে এখন একজন মনুষ্যরাজার পুত্র রাম হইতে যুদ্ধে আমাদের কি ভয় হইতে পারে ?

ধর্ম্মার্থকামে বিভীষণের বুদ্ধি নিশ্চিত ; এবং রাজার হিত-সাধন করা তাঁহার কামনা , তিনি প্রহস্তুের অতি বাক্য শ্রবণ করিয়া মর্থাৎযুক্ত বাক্যে কহিলেন, প্রহস্তু ! পাপবুদ্ধি ব্যক্তির সেমন স্বার্থ লাভ হয় না, রাজা, মহোদর, কুস্তকর্ণ এবং তুমি তেমনি, রামের প্রতি যে সকল কথা কহিলে, তাহা করিতে পারিবে না । প্রহস্তু । রাম কার্য্যবিশারদ ; তুমি কি আমি তাঁহাকে কি করিয়া বদ করিতে সমর্থ হইব ? নৌকা ভিন্ন কি কেহ মহাসাগর পার হইতে পারে ? ধর্ম্মই রামের প্রধান ; রাম মহারথ ; ইক্ষ্বাকুবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ; তিনি ক্ষত্রিয় ; এবং স্বকার্য্যসাধনে অতীব সমর্থ ; হে প্রহস্তু ! যুদ্ধে দেব-গণও তাঁহার নিকট পরাভূত হন । রামপ্রক্ষিপ্ত তীক্ষ্ণাঘ্র দুঃসহ বাণ সকল এখনও তোমার শরীর ভেদ করিয়া প্রবেশ করে নাই ; প্রহস্তু ! সেই জন্যই আশ্চর্য্য কহিতেছি । রাঘবনির্ম্মূল প্রাণনাশক, বজ্র সমবেগ শাণিত শিলীমুখ সকল এখনও তোমার দেহ বিদ্ধ করিয়া প্রবিষ্ট হয় নাই ; প্রহস্তু ! সেই জন্যই অহঙ্কার করিতেছি । কি রাবণ, কি অতিবলশালী ত্রিশীর্ষ, কি কুস্তকর্ণের পুত্র নিকুন্ত, কি ইন্দ্রজিৎ, তোমরা কেহই যুদ্ধ স্থলে ইন্দ্রতুল্য রামকে সহ্য করিতে পারিবে না । সমান বলবান্ দেবাস্তক, নরাস্তক, অতিরথ, অতিকায় বা মহাত্মা অকম্পনও সমরে রাঘবের সম্মুখে অবস্থিতি করিতে পারিবে না । স্বভাবতঃ এই রাজা তীক্ষ্ণ, অবিমুখ্যকারী এবং ব্যসনে অভিরত ; তোমরা মিত্র হইয়াও রাক্ষসকুল ধ্বংস করিবার জন্য নিরস্তর

শক্রর ন্যায় ইহাকে পরামর্শ দান করিতেছে। অনন্তশরীর
মহত্ব মস্তক মহাবল ভীষণ মর্প এই রাজাকে বেঁধেন করিয়াছে,
তোমরা ইহাকে তন্মধ্য হইতে আকর্ষণ করিয়া মুক্ত কর।
প্রচণ্ডপরাক্রম ভূতগণ কোন ব্যক্তিতে আবিষ্ট হইলে যেমন
তাহার আত্মীয়গণ তাহাকে রক্ষা করে, যথেষ্ট ভাগে প্রতিপালিত
বকুজন তেমনি সকলে একমত হইয়া কেশগ্রহণ পর্য্যন্ত করি-
য়াও দমন করিয়া রাজাকে রক্ষা করিবে। রাম সাগর, সূচরিত্র
তাহার জল, সেই রামসাগর বেগে প্লাবিত করিয়া এই রাজাকে
পাতালতলে লইয়া বাইতেছে; তোমরা সেই কাকুৎস্থরূপ
পাতালমুখ হইতে ইহাকে উদ্ধার কর। রাক্ষসকুলের মণ্ডিত
এই নগরীর, এই রাজার এবং ইহার আত্মীয় স্বজনের হিতের
নিমিত্ত আমি নিজের মত বলিতেছি যে, রাজা রামকে জানকী
প্রত্যর্পণ করুন। শক্রর বীষ্য ও নিজের বল, স্থান, এবং স্বপ-
ক্ষের ক্ষয় ও বুদ্ধি বিশেষ বিবেচনা করিয়া যে ব্যক্তি নিজ প্রভুকে
হিতোপদেশ দান করে, সেই মন্ত্রী।

পঞ্চদশ সর্গ।

রহস্যপতির ন্যায় বুদ্ধিমান পিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া,
রাক্ষসগণের দলপতি মহাত্মা উদ্ভজিৎ কহিলেন, খুল্লতাত!
আপনি একরূপ ভীত হইয়া কণা কহিতেছেন কেন? যে আমি-
দিগের বংশে জন্মগ্রহণ করে নাই, সেও একরূপ বলিতে বা
করিতে পারে না। এই বংশে এক বলবান্ দীর্ঘাশীল বীর
তেজস্বী পুরুষ কেবল আমার এই খুল্লতাতই উৎপন্ন হইয়াছেন!
আমাদিগের মগন একজন রাক্ষসের পক্ষে সেই দুই জন মানুষ-
পুত্র কে? সামান্য একজন রাক্ষসেই তাহাদিগের দুইজনকেই
বিনাশ করিতে পারে। হে ভীরো! আপনি কেন আমাদিগকে
ভয় দেখাইতেছেন। দেখুন, আমি ত্রিলোকনাথ দেবরাজ পুত্র

ক্ষরকেও পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলাম । তৎকালে দেবগণ আমার পীড়নে সকলেই নানাদিকে আশ্রয় লইয়াছিল । ঐরাবত ঘোরতর চীৎকার করিয়া আমার হস্তে ভূমিতলে পাত্তিত হইয়াছিল, আমি বলপূর্ব্বক তাহার দন্তদ্বয় উৎপাটন করিয়া তদ্বারা সকল দেবতাকেই ভীত করিয়াছিলাম । আমি সেই দেবগণেরও দপহারী ; সেই দানবশ্রেষ্ঠদিগেরও খেদজনক ; এতাদৃশ মহাবীৰ্য্য হইয়াও আমি কি সামান্য ছুই মানুষ রাজপুত্রকে পারিষ না !

ইন্দ্রক্লম্ব দুর্জয় মহাতেজস্বী ইন্দ্রজিতের বাক্য শ্রবণ করিয়া শম্বপারিশ্রেষ্ঠ বিভীষণ মগাধসম্পন্ন বাক্যে কহিলেন, বৎস ! মন্ত্রণায় তোমার স্থির বুদ্ধি নাই ; তুমি বালক ; তোমার বুদ্ধি অদ্যাপি পরিপক্ব হয় নাই ; সেই জন্যই তুমি আজ্ঞাবিনাশের নিমিত্ত বিবিধ অনর্থক প্রাণপণ করিলে । ইন্দ্রজিৎ ! তুমি যখন রাঘবের হস্তে পিতা রাঘবের মৃত্যুর কথা শ্রবণ করিয়াও অজ্ঞান বশতঃ তাঁহার কার্য্যে অনুমোদন করিতেছ, তখন তুমি পুত্র এই নাম মাত্রে কেবল ইঁহার মিত্র ; নতুবা বাস্তবিক শত্রু । তোমার বুদ্ধি অত্যন্ত দুষ্কৃত ; তোমাকে ত বধ করাই উচিত । যে এতাদৃশ দুটু সাহসিক বালক তোমাকে মন্ত্রণাকারীদিগের সমক্ষে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে, সেও বধ্য । ইন্দ্রজিৎ ! তুমি অজ্ঞান ; বাচাল, অশিক্ষিত, উগ্রম্ভাব, অল্পবুদ্ধি, দুরাঙ্গা ও মূৰ্খ ; বালক বলিয়াই তুমি কথা কহিতেছ । রাঘবনির্ম্মুক্ত ব্রহ্মদণ্ডপ্রাপ্তিম প্রজ্বলিত কালসঙ্কাস যমদণ্ড মদৃশ বাণ সকল দর্শন করিয়া কে যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিতে পারে ?

রাজন্ ! আমুন, আমরা রাঘবকে বিবিধ দন, রত্ন, উৎকৃষ্ট ভূষণ, বিচিত্র মণি, বসন ও জ্ঞানকী প্রদান করিয়া এই লঙ্কা-নগরীতে সুখে বাস করি ।

ষোড়শ সর্গ।

দ্বিতীয় বিলক্ষণরূপে কর্তব্যনিশ্চয় করিয় হিত কথা কহিলেন ; কিন্তু রাবণ কালপ্রবিত্ত হইয়া তাঁতাকে রূঢ়বাক্য বলিলেন । কহিলেন, ববং শত্রু, কি ক্রুদ্ধ বিষপরের সহিতও বাস করিবে, তথাপি শত্রুর উপাসনাকারী আত্মীয়ের সহিত বাস করিবে না । রাক্ষস ! আমি জানি সকল লোকেই জ্ঞাতিদিগের এই প্রকার স্বভাব । জ্ঞাতিগণ জ্ঞাতির বিপদে সর্বদাই আহ্বাদিত হয় । রাক্ষস ! জ্ঞাতি বিদ্বান্ পশুশীল অশীষ্টমাপক প্রাধান্য ব্যক্তিকেও অবজ্ঞা এবং নীরকেও পরাভব করে । জ্ঞাতিগণের হৃদয় প্রচ্ছন্ন, বাহ্যে তাহারা সর্বদা পরস্পর আমোদ আহ্বাদ করে, কিন্তু বিপৎপাইলেই প্রহার করিয়া থাকে । অতএব জ্ঞাতি অতি ভয়ানক । শুনিয়াছি পূর্বে পদ্মবনে মহাগজ সকল পাশহস্ত মনুষ্যদিগকে দর্শন করিয়া কয়েকটী শ্লোক গান করিয়াছিল, আমি বলিতেছি, শ্রবণ কর ।

“অগ্নি, কি কোন প্রকার অস্ত্র বা পাশকে আমরা ভয় করি না ; স্বার্থপরায়ণ ঘোর জ্ঞাতিদিগকেই আমার ভয় । আমাদিগকে পরিবার উপায় ইহারাই বলিয়া দিবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আমরা জানি, সকল ভয় হইতেই জ্ঞাতির ভয় আমাদের নিত্য কষ্টকর । গাভিগণে হোমসাপন দ্রব্য সামগ্রী, জ্ঞাতিগণে ভয়, ক্রীজনে চপলতা, আর ব্রাহ্মণে তপস্যা নিত্য বর্তমান ।” সর্বলোক যে আমায় মান্য করে ; আমি যে ঐশ্বর্য ও আভিজাত্য লাভ করিয়াছি এবং শত্রুগণের মস্তকে অবস্থিতি করিতেছি, জ্ঞাতি বলিয়াই তোমার তাহা ভাল লাগে না । যেমন বারিবিন্দু পদ্মপত্রের পতিত হইলে তাহার সহিত লিপ্ত হয় না, অসাধু জনে মিত্রতাও সেইরূপ । যেমন শরৎকালে মেঘ সকল গর্জনে এবং বর্ষণও করে, কিন্তু কদম্ব হয় না, অসাধু জনে মিত্রতাও সেইরূপ । যেমন মধুকর আসক্তি সহকারে মধুপান

সমাপন করিয়াই আর তথায় অবস্থিতি করে না ; তুমিও সেইরূপ ; ক্রুর জনে মিত্রতাও সেইরূপ । যেমন মধুকর অভিলাষ সহকারে কাশপুষ্প পান করিয়াও মধুশাস্ত হয় না, ক্রুর জনে মিত্রতাও সেইরূপ । যেমন চক্ষুী স্নান করিয়া, শুণ্ড দ্বারা মূপি গ্রাসণ পূর্বক আবার নিজদেহ কলুষিত করে, ক্রুরজনের মিত্রতাও সেইরূপ । হে নিশাচর ! যদি আর কেহ এ কথা কহিত, তাহা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই সে আর থাকিত না । রে কুলপাংশন ! কেবল দিক্কার দিয়াই তোর দণ্ড করিলাম ।

ন্যায়বাদী বিভীষণ এই প্রকার রূঢ় বাক্য শ্রবণ করিয়া চারি জন মন্ত্রী সমভিব্যাহারে গদা হস্তে আকাশে উৎখিত হইলেন । শ্রীগান্ধিবীৰ্য্য জাতক্ৰোধ হইয়া অম্বরীক্ষে অবস্থিতি পূর্বক ভ্রাতা রাক্ষসরাজকে কহিলেন, রাজন্ ! আপনি আমার ভ্রাতা, য'হা ইচ্ছা হয় বলুন । জ্যেষ্ঠ পিতার সমান, অতএব ধৰ্ম্মৰূপে না থাকিলেও তাঁহাকে মান্য করা উচিত । কিন্তু হে অগ্রজ ! আপনার এইপ্রকার বাক্য আর সহ্য করিতে পারিলাম না । হে দশানন ! হিত কামনা করিয়া লোকে সুনীতি উপদেশ করে, কিন্তু মৃত্যুর বশবর্ত্তী অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ তাহা গ্রাহ্য করে না । রাজন্ ! নিরন্তর মনের মত কথা বলে, একরূপ ব্যক্তি অনেক পাওয়া যায়, কিন্তু অপ্রিয়, অগত হিত কথা কহে একরূপ বক্তাও দুর্লভ, শ্রোতাও দুর্লভ । সে ব্যক্তি কালপাশে বদ্ধ হইয়া সৰ্ব্বভূতের অপকার করিয়া নষ্ট হইতেছে, প্রাজ্ঞলিত গৃহের ন্যায়, তাহাকে উপেক্ষা করা উচিত নহে । রাম আপনাকে প্রাজ্ঞলিত পানক সদৃশ কাঞ্চনভূষিত শরনিকর দ্বারা বিনাশ করিবেন, আমি তাহা দেখিতে ইচ্ছা করি না । রণে শিক্ষিতাস্থ বলবান্ বীরগণও কাল কর্তৃক আক্রান্ত হইলে, বালুকা-সেতুর ন্যায় অবসন্ন হয় । যাহা হউক, গুরু বলিয়া হিত কামনা করিয়া আপনাকে যে িত কহিয়াছি, আপনি তাহা ক্ষমা করুন । রাক্ষসগণের সহিত এই নগরীকে এং আপনাকে সৰ্ব্বপ্রকারে

রক্ষা করুন ; আপনার মঙ্গল হউক ; আমি চলিলাম ; আমি ব্যতীত আপনি সুখী হউন ।

হে নিশাচর ! আমি আপনাকে নিবারণ করিলাম, কিন্তু আপনার রুচি হইল না । বুঝিলাম অন্তিমকালে অস্ত্রায়ু ব্যক্তিগণ বন্ধুজনকথিত হিতবাক্য গ্রহণ করে না ।

সপ্তদশ সর্গ ।

স্বাবগানুজ রাবণকে এই প্রকার নিষ্ঠুর বাক্য বলিয়া, রাম ও লক্ষ্মণ সে স্থানে অবাস্থিতি করিতেছিলেন, মুহূর্ত্তমধ্যে তথায় উপস্থিত হইলেন । বানরযুধপতিগণ স্তম্ভরুশিখরাকার তেজোদ্বারা যেন প্রদীপিত গগনস্থিত বিভীষণকে দেখিতে পাইল । তাঁহার যে চারিজন ভীষণপরাক্রমশালী অনুচর ছিল, জাহারা সকলে উত্তম ভূষণে ভূষিত এবং বশ্ম ও আয়ুধধারী । ইন্দ্রের ন্যায় প্রভাসম্পন্ন মেঘসমবর্ণ বিভীষণও দিব্য আভরণে ভূষিত এবং উৎকৃষ্ট আয়ুধধারী ।

অনুচরচতুষ্টয় সহিত দুর্দ্ধর্ষ বিভীষণকে দর্শন করিয়া বানর-রাজ সুগ্ৰীব বানরগণের সহিত চিন্তা করিতে লাগিলেন । মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া হনুমান্ প্রভৃতি সগম্ভ বানরদিগকে যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, দেখ এই সর্কারামুদসম্পন্ন রাক্ষস আমাদিগকে বিনাশ করিবার জন্য রাক্ষসচতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে আগমন করিতেছে, ইহাতে সন্দেহ নাই ।

সুগ্ৰীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলে সাল রক্ষ উত্তোলন করিয়া বলিতে লাগিল, রাজন্ ! এই কয় দুরা-স্রাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত আমাদিগকে সত্ত্বর আদেশ প্রদান করুন , এখনি ইহারা ক্ষীণচেতন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইবে ।

উহারা এইরূপ কথোপকথন করিতে লাগিল ; বিভীষণ

সাগরের উত্তর তীরে উপস্থিত হইয়া আকাশে থাকিয়াই তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন। অনন্তর মহাত্মা প্রাজ্ঞ বিভীষণ আকাশে থাকিয়াই সুর্য্যব ও ঐ বানরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক গম্ভীর স্বরে কহিলেন, রাবণ নামে দুর্নৃত্ত রাক্ষস রাক্ষসগণের রাজা; আমি তাহার অনুজ ভ্রাতা; আমার নাম বিভীষণ। সেই রাক্ষস জটায়ুকে বিনাশ করিয়া জনস্থান চাইতে গীতাকে হরণ করিয়াছে; কাতরা পরাধীনা গীতা রাক্ষসীগণের ক্ষিপ্ত হইয়া বদ্ধ রহিয়াছেন। আমি তাহাকে নানা যুক্তিযুক্ত বাক্যে প্রদর্শন করিলাম, রাগকে গীতা প্রত্যাৰ্পণ করাই উচিত। কিন্তু মুমূর্ষু ব্যক্তি যেমন ঔষধ গ্রহণ করে না, রাবণ তেমনি কালপেরিত হইয়া আমার সেই কথিত হিত বাক্য গ্রাহ্য করিল না। প্রত্যুত আমার প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ এবং আমাকে দাসের ন্যায় অপমান করিল। সেই হেতু আমি স্ত্রীপুত্র পরিত্যাগ করিয়া রামের শরণাগত হইলাম। তোমরা শীঘ্র বাইয়া সর্বলোকের শরণ্য মহাত্মা রামকে সংবাদ দেও, বিভীষণ আগমন করিয়াছে।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লঘুগন্ধম সুর্য্যব লক্ষ্মণের সম্মুখে বাইয়া রাগকে অস্ত্রে ব্যস্তে নিবেদন করিলেন, একজন শত্রু পূর্বে শত্রুসৈন্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, এক্ষণে অতর্কিত রূপে আমাদিগের সৈন্যমধ্যে আগমন করিয়াছে; পেচক যেমন বায়ুসদিগকে, সে তেমনি অবসর পাইয়া আমাদিগকে বিনাশ করিবে। অতএব আপনি শত্রুনিগ্রহ ও বানরগণের মঙ্গল সাধনের জন্য মন্ত্রণা, বাহরচনা, নীতি ও চার প্রয়োগ বিষয়ে বিশেষ সাবধান হউন। রাক্ষসগণ কামরূপী, অদৃশ্য ভাবে সঞ্চরণ করিয়া থাকে; এবং ইহারা বীর ও ছল দ্বারা গোপনে অনিষ্ট সাধন করিতে বিলম্বণ পটু। অতএব ইহাদিগকে কখনই বিশ্বাস করা কর্তব্য নহে। এই ব্যক্তি রাক্ষসরাজ রাবণের চর হইবে। অতএব আমাদিগের মধ্যে প্রবেশ করিয়া মন্ত্রণা ভেদ করিবে, সন্দেহ নাই। অথবা এই বুদ্ধিমান মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক বিশ্বস্ত হইয়া

ছিদ্র পাইলে স্বয়ংষ্ট প্রণালী করিবে । শত্রুবল, নিজ নির্দিষ্ট বল ও ভৃত্যবলই গ্রহণ করিবে ; শত্রুবল কখনই গ্রহণ করিবে না । প্রভো ! এই ব্যক্তি জ্ঞাতিতে রাক্ষস, তাহাতে আবার শত্রুর ভাতা ; শত্রুদল হইতেই আগমনও করিয়াছে ; অতএব ইহাকে কি করিয়া বিশ্বাস করিব । বিভীষণ নামে রাবণের কনিষ্ঠ ভ্রাতা চারি জন রাক্ষসের সহিত আপনার শরণাগত হইয়াছে । আপনি জ্ঞানিবেন, রাবণই বিভীষণকে প্রেরণ করিয়াছে । হে ক্ষমাশীলশ্রেষ্ঠ ! আমার বিবেচনায় তাহার দণ্ড করাই বিদেয় । রাক্ষস আক্রা পাইয়া, আপনার বিশ্বাস উৎপাদন জন্য কুটিল-বুদ্ধি ক্রমে মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়া মারিবার জন্য আমাদিগের নিকট আগমন করিয়াছে । নির্ভর রাবণের ভ্রাতা এই বিভীষণকে ইহার অনুচরদিগের সহিত কঠোর দণ্ড দ্বারা বিনাশ করুন ।

সেনাপতি বাক্যনিঃসৃত্যই অস্তে বাস্তে রামকে এই প্রকার কহিয়া সৌম্যলব্ধন করিলেন । মহাবল রাম সূত্রীবের বাক্যশ্রবণ করিয়া সমীপস্থিত হনুমান প্রভৃতি বানরকে কহিলেন, বানর-রাজ রাবণের কনিষ্ঠসম্বন্ধে যে যুক্তিযুক্ত মহার্ঘসম্পন্ন বাক্য বলিলেন, তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ করিলে । যে সমর্থ বুদ্ধিমান ব্যক্তি আত্মীয়ের চিরস্থায়িহিতকামনা করেন, কার্য্যসকল উপস্থিত হইলে, তাহাকে সত্বপদেশ দান করা তাহার কর্তব্য ।

অনলসপ্রকৃতি বানরগণ এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, ইষ্টসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সম্মাননা পূর্বক কহিল, রাজব ! ত্রিলোকে আপনার অজ্ঞাত কিছুই নাই । রাম ! আপনি নিজেরই মান বুদ্ধি করিয়া, আত্মপক্ষ বলিয়া আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন । আপনি সত্যপ্রতিজ্ঞ, শূর ও দৃঢ় বিক্রমশালী ; পরীক্ষা পূর্বক কার্য্য করিয়া থাকেন ; পূর্বাপর আপনার স্মরণ থাকে ; এবং স্বপক্ষজনে আপনার বিশ্বাস আছে । অতএব আপনার বুদ্ধিমান সমর্থ সচিব সকল এক এক করিয়া কারণ প্রদর্শন পূর্বক স্ব স্ব মত ব্যক্ত করুন ।

মজ্জিগণ রাঘবকে এই প্রকার कहিলে পর বুদ্ধিমান অঙ্গদ বানর বিভীষণের পরীক্ষা বিষয়ে कहিলেন, বিভীষণ শত্রুর পক্ষ হইতে আগমন করিয়াছে, অতএব ইহাকে সন্দেহ করাই কর্তব্য; সহসা বিশ্বাস করা উচিত নহে। ক্রুরবুদ্ধি শত্রুগণ ক্রুদ্র ভাব গোপন করিয়া ব্যবহার এবং ছিদ্র পাইলেই প্রহার করে; যদি তাহা হয়, তাহা হইলে মহা অনর্থ হইবে। অতএব এবিষয়ে অর্থ ও অনর্থ পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে হয়। গুণ দেখিলে স্বপক্ষে গ্রহণ, আর দোষ দেখিলে দূর করা কর্তব্য। রাজন্! যদি বিভীষণে মহৎ দোষ দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর কোন উপরোধ না করিয়াই, ইহাকে দূর, আর যদি বহুগুণ জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে গ্রহণ করুন।

অনন্তর শরভ, বিবেচনা পূর্বক স্থির করিয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে कहিল, হে নরব্যাঘ্র! সত্তর ইহার প্রতি চার নিযুক্ত করুন। সূক্ষ্মবুদ্ধি চার দ্বারা যথার্থরূপে পরীক্ষা করিয়া গ্রহণ করিবার হয়, করিবেন।

অনন্তর শাস্ত্রবুদ্ধিনিপুণ জাম্ববান বিশেষ বিবেচনা করিয়া, দোষহীন গুণসম্পন্ন বাক্যে বিজ্ঞাপন করিলেন, বিভীষণ ক্রুদ্রবৈর পাপাত্মা রাক্ষসরাজের নিকট হইতে অস্থানে ও অকালে উপস্থিত হইয়াছে; অতএব ইহাকে সংপূর্ণ সন্দেহ করাই কর্তব্য।

পরে নয়ানয় বিষয়ে সুপণ্ডিত শুব্রা মৈন্দ অধিকতর যুক্তিযুক্ত বাক্যে कहিলেন, হে রাজরাজেশ্বর! সেই রাবণের অনুজ এই বিভীষণকে অল্পে অল্পে মধুর বাক্যে জিজ্ঞাসা করুন; ইহার মনের ভাব অবগত হইয়া শেষে যাহা উচিত হয় করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! এই ব্যক্তি শঠ কি অকপট, বুদ্ধি প্রয়োগ পূর্বক তাহা জ্ঞাত হউন।

অবশেষে সকলশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ সচিবশ্রেষ্ঠ হনুমান অল্পে অল্পে সুকোমল যুক্তিযুক্ত মধুর বাক্যে कहিলেন, আপনি বুদ্ধিমান-দিগের শ্রেষ্ঠ; সমর্থ ও বাগ্মিগণ; বাক্যে বৃহস্পতিও আপ-

নাকে অতিক্রম করিতে পারেন না। রাজন্! তর্কনৈপুণ্য প্রকাশ, স্পর্ধা, অধিক বুদ্ধিমত্তা, কি বলিবার ইচ্ছায় আমি বলিতেছি না; রাম! যথার্থ অতি গুরু কার্য্য উপস্থিত বলিয়াই বলিতেছি। অর্থ আর অনর্থ বিষয়ে আপনার সচিবগণ যে সকল কথা कहিলেন, তাহাতে দোষ দৃষ্ট হইতেছে। সেরূপ কার্য্য করাও সাধ্য বোধ হইতেছে না। ইহার গুণ আছে কি না, কোন কার্য্যে ইহাকে নিয়োগ করা ভিন্ন তাহা জানিতে পারা যাইবে না। সহসা কোন কার্য্যে নিয়োগ করাও আমার মতে দোষ জ্ঞান হইতেছে। আপনার সচিবগণ যে বলিলেন, চার প্রয়োগ করা উচিত, তৎপক্ষে আমি কোন কারণই দেখিতেছি না; যেহেতু অপ্রত্যক্ষ বিষয়েই চার প্রযুক্ত হইয়া থাকে। বিভীষণ অস্থানে অকালে আগমন করিয়াছে, এই যে কথা, তৎপক্ষে আমার এই বক্তব্য আছে, বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাবণে দুরাত্মতা, আর আপনাতে পরাক্রম দর্শন করিয়া, বুদ্ধি পূরক সহজেই আগমন করিতে পারে। রাজন্! চার দ্বারা বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করা হউক, এই যে কথা হইয়াছে, এবিষয়ে আমি বিবেচনা করিয়া এক মত উদ্ভাবন করিয়াছি। বিভীষণ বুদ্ধিমান, সহসা কোন অজ্ঞাত ব্যক্তি যাইয়া ইহাকে জিজ্ঞাসা করিলে ইহার মনে সন্দেহ উপস্থিত হইবে। তাহা হইলে, যদি মিত্রভাবেই আগমন করিয়া থাকে ত মিথ্যা প্রশ্ননিবন্ধন এক জন মিত্র নষ্ট হইবে। রাজন্! শত্রুর ভাব সহসা জ্ঞাত হওয়া কঠিন। অতএব আপনি ব্যবহার করিয়া ভিন্ন ভিন্ন স্বর দ্বারা উহার সদস্য ভাব অবগত হউন। সে যখন কথা कहিয়াছে, তখন আমি তাহার কোন দৃষ্ট ভাব দেখিতে পাই নাই, প্রত্যুত তাহার প্রসন্ন বদন লক্ষ্য করিয়াছি। অতএব তাহার প্রতি আমার সন্দেহ নাই। শঠ ব্যক্তি কখনও নিঃশঙ্কভাবে নিশ্চিন্ত মনে ব্যবহার করিতে পারে না। ইহার স্বাক্যও দৃষ্ট নহে; সুতরাং আমার সন্দেহ নাই। মনুষ্য,

আকার গোপন করিলেও, মনোগত ভাব কখনই গোপন করিতে পারে না, অগত্যা প্রকাশ করিয়া ফেলে ।

রাজন্ ! ইহার এই স্থানে আগমনরূপ কার্য্য দেশ এবং কালোচিতই হইয়াছে, এতাদৃশ কার্য্য অনুষ্ঠান দ্বারা সম্পাদিত হইলে, সত্ত্বর কার্য্যকর্ত্তার ইষ্টসাধন করে ।

আপনাকে উদ্যোগশীল ও রাবণের রুখা গর্ষ দর্শন এবং আপনি বালীকে বিনাশ ও সুগ্রীবকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাজ্য প্রার্থনায় বিভীষণ বুদ্ধি পূর্ব্বকই উপস্থিত হইয়াছে । এই সমস্ত হেতু বিবেচনা করিয়া ইহাকে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য ।

রাক্ষসের নরলতা সম্বন্ধে আমি যথাশক্তি যুক্তি প্রদর্শন করিলাম । হে বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ ! আমার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া এক্ষণে আপনি যাহা বলিবেন তাহাই সকলের গ্রাহ্য ।

অষ্টাদশ সর্গ ।

অনন্তর শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন তুর্দ্ধি রামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মনোমধ্যে আনন্দিত হইয়া, নিজের মনোগত মন্ত ব্যক্ত করিলেন । কহিলেন, বিভীষণসম্বন্ধে আরও কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে ; আমার ইচ্ছা, হিতৈষী তোমরা সকলে তাহা শ্রবণ কর । বিভীষণ যখন মিত্র ভাবে আগমন করিয়াছে, তখন তাহার অভিপ্রায় দুষ্ট হইলেও, আমি তাহাকে ত্যাগ করিব না । ত্যাগ না করা পণ্ডিতদিগের নিন্দনীয় নহে ।

এই বাক্য শ্রবণ ও পর্যালোচনা করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব তদপেক্ষাও প্রাশংসনীয় বাক্যে কহিলেন, বিভীষণ দুষ্টই হউক, আর নরলই হউক, সে যখন এতাদৃশ বিপদগ্রস্ত জাতাকে পরিত্যাগ করিয়াছে, তখন, সে কাহাকে পরিত্যাগ করিতে না পারে ?

সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র বানরাদিপতিতর বাক্য শ্রবণ করিয়া সকলের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক জৈবং হান্যমুখে সুলক্ষণমঙ্গল লক্ষণকে কহিলেন, বানররাজ যে বাক্য বলিলেন, শাস্ত্রপাঠ এবং বিজ্ঞানের উৎসর্গণ না করিয়া একুণ বলা অসম্ভব । কিন্তু আমি ইহা অপেক্ষাও কিঞ্চিৎ সূক্ষ্মতর দর্শন করিতেছি ; উহা সর্ব রাজগণের প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং সর্বলোকের অস্বঃকরণপ্রাপ্তি । শত্রু দুই প্রকার, জ্ঞাতি ও প্রত্যন্ত রাজ্যবাসী । বিপৎকালে এই দুই শত্রু প্রচার করিয়া থাকে । অতএব জ্ঞাতির ভয়েই বিভীষণ এই স্থানে আগমন করিয়াছে । সরলচিত্ত জ্ঞাতিগণ স্বজ্ঞাতির চিত্তকামনা করে ; কিন্তু রাজার পক্ষে হিতৈষী জ্ঞাতিও অবি-স্থানীয় । শত্রুবল গ্রহণ সম্বন্ধে যে দোষ কথিত হইল, তদ্বিময়ে শাস্ত্রের সত্য বলিতেছি শ্রবণ কর । আমরা বিভীষণের জ্ঞাতিও নহি, তাহাদিগের রাজ্যাকাজ্জী রক্ষণও নহি ; অতএব নিজের হিতকামনা করিয়াই বিভীষণ এখানে আগমন করিয়াছে । পশুিত সকল জ্ঞাতিতেই আছে ; অতএব বিভীষণকে গ্রহণ করা কর্তব্য । দেখ, উহার জ্ঞাতি সকল অনাকুল ভাবে একত্র আমোদ আশ্লাদ করিতেছে ; আর ঐ শূর বিভীষণ চীৎকার করিতেছে ; অতএব জ্ঞাতি হইতে বিভীষণের ভয় উপস্থিত হইয়াছে । সুতরাং পাছে শত্রুতা করে বলিয়াই বিভীষণ এখানে আগমন করিয়াছে । বৎস ! সকল জাতা ভরতের ন্যায় হয় না ; সকল পুত্রও আমার ন্যায় হয় না এবং সকল আত্মীয়ও তোমার ন্যায় হয় না ।

এই কথা শ্রবণ পূর্বক মহাপ্রাজ্ঞ সুগ্ৰীব লক্ষণনমভিব্যাহারে দণ্ডায়মান হইয়া, প্রণাম করিয়া নিবেদন করিলেন, আপনি জানিবেন, রাক্ষসকে রাবণ চর প্রেরণ করিয়াছে । হে ক্ষমা-শালিশ্রেষ্ঠ ! আমার মতে তাহার দণ্ড করাই বিধেয় । রাক্ষস অজ্ঞা পাইয়া দৃষ্ট অভিহায়ে এই স্থানে আগমন করিয়াছে । শঙ্কস্বভাবে বিশাখ উৎপাদন করিয়া আপনাকে এবং আমা-

কেও নাশ করিবে। লক্ষ্মণকেই বা নষ্ট করিবে। অতএব হে মহাবাহো ! অনুচরগণের সহিত ইহাকে বিনাশ করা কর্তব্য। এই বিভীষণ ক্রুর রাবণের ভ্রাতা। সেনাপতি সুগ্ৰীব বাক্য-নিপুণ রঘুশ্রেষ্ঠকে এই কথা কহিয়া, মৌনাবলম্বন করিলেন।

রাম সুগ্ৰীবের সেই বাক্য শ্রবণ ও পর্যালোচনা করিয়া তদপেক্ষা অধিকতর শুভতর বাক্যে উত্তর করিলেন, অতি-খলই হউক, আর মরলই হউক, এই রাক্ষস আমার কি করিবে। এ কি কখনও আমার অণুমাত্রও অহিত করিতে পারে। হে বানরগণেশ্বর ! পিশাচগণ, দানবগণ এবং পৃথিবীতে যত রাক্ষস-গণ আছে, আমি অঙ্গুলির অগ্রে সকলকে সংহার করিতে পারি। শুনা যায়, শত্রু শরণাগত হইলে পর এক কপোত তাহার অভ্যর্থনা এবং নিজ মাংস আহার করিবার জন্য তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। ভাৰ্য্যাপহারী সেই শত্রু আগমন করিলেও কপোত তাহার আতিথ্য করিয়াছিল ; তখন আমার ন্যায় ব্যক্তির আর কথা কি। কথঞ্চিৎ পুত্র সত্যবাদী পরমর্ষি কণ্ডু পূর্বে যে গাথা কীৰ্ত্তন করিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর। “পরম্প ! শত্রুও যদি ক্লতাজলিপুটে দীন ভাবে আসিয়া শরণ প্রার্থনা করে, দয়ালু হইয়া অনুরোধে তাহাকে বধ করিবে না। কাতরই হউক, আর দর্পিতই হউক, শত্রু যদি শত্রুদিগের ভয়ে ভীত হইয়া, শরণাগত হয়, তাহা হইলে মন্দশাস্ত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি নিজ প্রাণ দান করিয়াও তাহাকে রক্ষা করিবেন। যদি তিনি ভয়, কি অজ্ঞান, কি লোভ বশতঃ তাহাকে অশক্তি অনুগারে যথাবিধি রক্ষা না করেন, তাহা হইলে, তাঁহার সে পাপ ; সৰ্ব্বলোক এই পাপের নিন্দা করিয়া থাকে। শরণাগত ব্যক্তি যদি রক্ষা প্রাপ্ত না হইয়া রক্ষাকর্তার সম্মুখে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে তাঁহার সমুদায় পুণ্য লইয়া প্রস্থান করে। শরণাগত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে, এইরূপ মহাদোষ ঘটে, তাহাতে স্বর্গ, যশ এবং বল ও বীর্য্যনাশ পায়।”

আমি কণ্ঠে এই উৎকৃষ্ট উপদেশের অনুরূপ কার্য্য করিব ; ইহাতে ধর্ম, যশ ও স্বর্গ ফল লাভ হইবে । যদি কেহ বিপদ-গ্রস্ত হইয়া আমি আপনার, এই নাম বলিয়া একবার মাত্র অভয় যাচঞা করে, তাহা হইলে, সে যে কোন প্রাণীই হউক, আমি তাহাকে অভয় দান করিব, এই আমার ব্রত । অতএব হে হরিশ্রেষ্ঠ ! উপস্থিত ব্যক্তিকে আনয়ন কর । সুগীব ! এই ব্যক্তি বিভীষণই হউক, বা স্বয়ং রাবণই হউক, আমি ইহাকে অভয় দান করিলাম ।

ককুৎস্থনন্দন রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, বানররাজ সুগ্রীব প্রাণে পরিপূরিত হইয়া, প্রভাত্তর করিলেন, হে ধর্মজ্ঞ ! হে পার্থিবচূড়ামণে ! সত্ত্বগুণনিষ্ঠ সংপথস্থিত আপনি যে সং কথা কহিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি ? আমারও অন্তঃকরণ জ্ঞানিতেছে সে, বিভীষণের মনে কোন দুরভিন্ধি নাই । অনুমান এবং ভাব ভঙ্গি দ্বারা আমি সন্দেহকারে বিলক্ষণ পরীক্ষাও করিয়াছি । অতএব রাঘব ! মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ সত্ত্বর আমাদিগের সমান হউক ; এবং আমাদিগের বন্ধু লাভ করুক ।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণান্তর রাম সত্ত্বর বিভীষণের সহিত মিলিত হইলেন । পক্ষিরাজ যেমন উপেক্ষকে আনয়ন করিয়া দেবদেবের সহিত মিলন করাইয়া দেন, বানররাজ তেমনি বিভীষণকে আনিয়া, এই বলিয়া, রামের সহিত মিলন করাইয়া দিলেন ।

উনবিংশ সর্গ ।

রাঘব অভয় দান করিলে পর, রাবণানুজ মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ ভক্তিন্দ্র হইয়া পৃথিবীতলে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । অনন্তর ধর্মাত্মা নিতান্ত আনন্দিত হইয়া অনুরক্ত অনুরাগণ

সমভিব্যাহারে রামসন্নিধানে অবতীর্ণ হইলেন । অবতীর্ণ হইয়া, বিভীষণ রাক্ষসচতুষ্টয়ের সমভিব্যাহারে রামের পাদযুগলে পতিত হইলেন । এবং রামকে ধর্ম্মসঙ্কত কালোচিত তুষ্টিজনক যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, আমি রাবণের অনুজ ; তিনি আমার অপমান করিয়াছেন ; সেই জন্য আমি লক্ষা বন্ধু বান্ধব ও ধনসম্পত্তি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বথাগীর শরণ্য আপনায় শরণাগত হইলাম ! এক্ষণে, আমার রাজ্য, ঐশ্বর্য ও সুখ সমস্ত আপনায় আয়ত্ত ।

তঁাহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম বিবিধবচনে তঁাহার সান্ত্বনা এবং লোচনযুগল দ্বারা তঁাহাকে যেন পান করিতে করিতে কহিলেন, তুমি আমাকে রাক্ষসদিগের প্রকৃত বলাবলের কথা বল ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই কথা বলিলে পর, রাক্ষস রাবণের সমস্ত বলাবল বলিতে আরম্ভ করিলেন, হে রাজপুত্র ! দশগ্রীব ব্রহ্মার বরে গন্ধর্ব্ব, উরগ ও পক্ষী প্রভৃতি সমস্ত জীবেরই অবধ্য । রাবণের অব্যবহিত অনুজ ভ্রাতা আমার জ্যেষ্ঠ কুম্ভকর্ণ বৌর্য্য-শালী ও মগ্ন তেজস্বী এবং যুদ্ধে বাসবের প্রতিদ্বন্দ্বী । হে রাম ! শুনিয়াছেন কি না জ্ঞানি না, প্রহস্তু নামে রাবণের যে সেনাপতি আছে, সে কৈলাস পর্ব্বতে মণিভদ্রকে পরাজয় করিয়াছিল । ইন্দ্রজিৎ গাত্রে কবচ বন্ধন না করিয়া হস্তে গোদাঙ্গুলিগ্রাণ পরিধান পূর্ব্বক যুদ্ধস্থলে অলক্ষিতভাবে শরাসনহস্তে অবস্থিতি করে । রাঘব ! সমুচিত সেনা সন্নিবেশ পূর্ব্বক ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে ছত্ৰাশনের তুষ্টিসাধন করিয়াছিল ; তঁাহারই অনুগ্রহে অস্ত্রদান হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে । যুদ্ধে লোকপাল সদৃশ মহোদর, মহাপার্শ্ব এবং অকম্পন রাক্ষস রাবণের অনীকপতি ।

দশকোটি সহস্র কামরূপী, মাংসশোণিতাহারী, রাক্ষস লক্ষা-নগরীর অধিবাসী । রাজা রাবণ তাহাদিগের সমভিব্যাহারে লোকপালদিগকে যুদ্ধ দান করিয়াছিল, তঁাহারা সকলেই দুর্ব্বাক্ষ্য

রাবণের নিকট পরাজিত হইয়া, দেবরুন্দসমভিব্যাহারে পলায়ন করিয়াছিলেন ।

বিভীষণের সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক রত্নশ্রেষ্ঠ মনোমধ্যে সমুদায় পর্যালোচনা করিয়া উত্তর করিলেন, বিভীষণ ! তুমি রাবণের যে সকল অদ্ভুত কার্য্য উল্লেখ করিলে, আমি মনোমধ্যে সমস্ত অবধারণ করিলাম । কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কর ; আমি গ্রহস্ত ও পুত্রের সহিত দশগ্রীবকে বিনাশ করিয়া, তোমায় রাজ্য করিব । রাবণ রনাতল বা পাতালে প্রবেশ কিংবা পিতামহের সন্নিপানেই অবস্থিতি করুক, আমার হস্ত হইতে জীবন লইয়া মুক্তি পাইবে না । আমি আমার তিন ভ্রাতার দিব্য করিতেছি, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবের সহিত রাবণকে সংহার না করিয়া, আমি অযোধ্যায় পুনঃপ্রবেশ করিব না ।

অক্লিষ্টকন্ম রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞা বিভীষণ অবনত মস্তকে প্রণাম করিয়া বসিতে আরম্ভ করিলেন ; রাক্ষসদিগের বিনাশ ও লঙ্কার ধ্বংসকরণ বিষয়ে আমি আপনার যথাশক্তি সাহায্য করিব , আপনার মেনামধ্যেও প্রতিষ্ঠিত হইব ।

এই কথা বলিলে পর রাম হুঃ হইয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া লক্ষ্মণকে আন্তর্য্য করিলেন, সমুদ্র হইতে জল আনয়ন কর । হে মানদ ! সেই জল দ্বারা এই মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণকে সত্ত্বর রাক্ষসরাজ্যে অভিষেক কর ; আমি ইহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছি । এই কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ রাবণের আন্তর্য্যক্রমে বানরগণের সমক্ষে বিভীষণকে অভিষেক করিলেন । রাবণের তাদৃশ অনুগ্রহ দর্শন করিবামাত্র বানরগণ কিলকিলা শব্দ এবং সাধু সাধু বলিয়া মহাজ্ঞার প্রশংসা করিতে লাগিল । হনুমান ও সুগ্রীব বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা কিপ্রকারে বরুণালয় অক্ষোভ্য সাগর উত্তীর্ণ হইব । কি কি উপায়ে আমরা পথপ্রাপ্তির জন্য সাগরে গমন করিব, বাহাতে আমরা মনৈশ্চ বরুণালয় সাগর পার হইতে পারিব ।

এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া ধম্মীক্সা বিভীষণ উত্তর করিলেন, রাজা রামের বাইয়া সমুদ্রের শরণাগত হওয়া উচিত । সগর এই অথমেয় মহোদধি খনন করিয়াছিলেন । অতএব মহামতি সাগর জ্ঞাতি রামের কার্য্য অবশ্যই সাধন করিবেন ।

পাণ্ডিত বিভীষণ এই কথা কহিলে পর, সুগ্ৰীব, রাম লক্ষ্মণ যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় উপস্থিত হইলেন । উপস্থিত হইয়া নিপুলগ্ৰীব সুগ্ৰীব সাগরের অর্চনা বিষয়ে বিভীষণের সুন্দর উপদেশ নিবেদন করিলেন । স্বভাবত ধম্মশীল রামের সে কথা মনে লাগিল । মহাতেজা ক্রিয়ানিপুণ লক্ষ্মণ ও বানর-রাজ সুগ্ৰীবকে মহান্য বদনে তর্জন্য কহিলেন, লক্ষ্মণ ! বিভীষণের মন্ত্রণায় আমার অভিরুচি হইতেছে । সুগ্ৰীব পাণ্ডিত ; তুমিও সতত মন্ত্রণাবিশয়ে বিচক্ষণ ; উভয়ে যুক্তি করিয়া যাহা কর্তব্য বোধ হয় বল ।

বীর সুগ্ৰীব ও লক্ষ্মণ উভয়ে এইরূপ কথিত হইয়া, সম্মাননা পূরক কহিলেন, হে নরব্যাঘ্র রাঘব ! বিভীষণ যে কথা বলিলেন, ইহা উপস্থিত সময়ের ঈষ্টসাধক । অতএব ইহাতে আগাদিগের কেন না অভিরুচি হইবে । এই ঘোর মকরালয় সাগরে সেতু বন্ধন না করিয়া ইন্দ্র সহিত সুরাসুরগণও লঙ্কায় গমন করিতে পারে না । বীর বিভীষণের পরামর্শানুসারেই কার্য্য করুন ; কালবিলম্বের প্রয়োজন নাই । সাগরের নিকট প্রার্থনা করুন ; যাহাতে আমরা সসৈন্যে রাবণপালিতা নগরীতে গমন করিতে পারি ।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র পৈদীতে হস্তাশনের ন্যায়, নদ-নদীপতি সাগরের কুশাবতৃত তীরে উপবেশন করিলেন ।

বিংশ সর্গ।

দুরাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণের চর শার্দূল নামে রাক্ষস সাগর-
তীরে সমাগত হইয়া, তথায় সন্নিবিষ্ট সুগ্রীবের পরিপালিত
বানরবাহিনী সন্দর্শন করিল। সে সর্সতোভাবে সেই বানরসৈন্য
দর্শন করিয়া, বাগ্ৰুচিতে প্রত্যাগমন ও সবেগে লঙ্কায় প্রবেশ
পূর্বক রাবণকে নিবেদন করিল, এই ঋক্ষ ও বানরসৈন্য অগাধ
ও অশ্রমেয় দ্বিতীয় সাগরের ন্যায়, লঙ্কার অভিমুখে সন্নিবিষ্ট
হইয়াছে। দশরথের পুত্র রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাই শ্রেষ্ঠগুণ-
বিশিষ্ট, সাতিশয় রূপবান্ ও নিরতিশয় দ্যুতিসম্পন্ন, এবং সীতার
উদ্ধার জন্য আগমন পূর্বক সাগরতীরে বসতি করিয়াছেন।
মহারাজ! বানরসৈন্য যথার্থই দশ যোজন আকাশ আরুত
করিয়াছে। সত্ত্বর আপনার এ বিষয় যথাযথ পরিদর্শন করা
কর্তব্য। মহারাজ! আপনার দূতগণের উচিত, ঝটতি এ
বিষয় অবগত হয়। হয় সীতাকে প্রদান, না হয়, সুগ্রীবের প্রতি
সাম বা ভেদ প্রয়োগ করুন।

রাক্ষসরাজ রাবণ শার্দূলের কথা শুনিয়া, তৎক্ষণাৎ আপ-
নার তৎকালোচিত কর্তব্য পরিকলন পূর্বক বাগ্ৰুচিতে অর্থবিদ্-
বরীষ্ট শুকনাগক নিশাচরকে কহিলেন, আগি যাহা বলিতেছি,
তুমি আমার আদেশে আশু সুগ্রীবের নিকট গমন করিয়া,
নিরতিশয় মধুর বাক্যে অকাতর ভাবে বল, মহারাজ! তুমি
মহৎ বংশে জন্মিয়াছ; তোমার বলের সীমা নাই। স্বয়ং ঋক্ষ-
রজা তোমার জনক। রাগের সাহায্য করিয়া, তোমার অর্থ
বা অনর্থ কিছুই সম্ভাবনা নাই। আর যদিও কিছু ইষ্টাপত্তি
থাকে, তথাপি তুমি আমার ভ্রাতার সমান। সুগ্রীব! আমি
যদি ধীমান্ রাজপুত্র রাগের ভাৰ্য্যা হরণ করিয়া থাকি, তাহাতে
তোমার কি? অতএব তুমি কিস্কিন্দায় প্রতিগমন কর। বানর-

ঋণ কখনো লক্ষ্য অধিকার করিতে পারিবে না । সামান্য নর-
বানরের কথা কি, দেবগন্ধর্বেরাও ভদ্রিষয়ে সমর্থ নহেন ।

রাক্ষসরাজ রাবণ এই প্রকার আদেশ করিলে, নিশাচর
শুক তৎক্ষণাৎ পক্ষিরূপে আকাশপথে বহুদূর গমন করিয়া, সাগর-
সমীপস্থ উর্দ্ধদেশে অবস্থান পূর্বক দুরাত্মা রাবণ যাহা বলিয়া
দিয়াছিল, তৎসমস্তই সুগ্রীবের গোচর করিল । সে সুগ্রীবকে
রাবণের কথা বলিতে লাগিলে, বানরেরা তৎক্ষণাৎ আকাশে
উত্থান করিয়া, তাহার পক্ষ ছেদন ও মুষ্ঠাঘাত করিতে আরম্ভ
করিল । অনন্তর তাহারা তাহাকে বলপূর্বক নিগৃহীত করিয়া
আকাশ হইতে পৃথিবীতে অবতারণিত করিলে, সে তাহাদের
কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া, কহিতে লাগিল, কাকুৎস্থ ! দূতকে কেহ
বধ করে না ; আপনি বানরদিগকে নিবারণ করুন । যে ব্যক্তি
স্বামিত পরিভ্যাগ করিয়া, স্বমত প্রকাশ করে, তাঁদৃশ অনুক্ত-
বাদী দূতই বদাহ হইয়া থাকে ।

রাম শূকের পরিদেবিত বাক্য শ্রবণ করিয়া, যে সকল শাখা-
মুগপ্রদান তাহাকে বধ করিতেছিল, তাহাদিগকে প্রাতিষেধ করি-
লেন । তখন কপিগণ অভয় প্রদান করিলে, শুক পূর্বে যে আকাশে
লঘুপক্ষ সহায়ে সত্ত্বরগতি হইয়া, রাবণের সন্দেশবার্তা সুগ্রীবকে
বিজ্ঞাপিত করিয়াছিল, এক্ষণে সেই অন্তরীক্ষ আশ্রয় করিয়া
পুনরায় কহিতে লাগিল, মহাবল পরাক্রান্ত সত্ত্বশালী সুগ্রীব !
আমি লোকরাবণ রাবণকে গিয়া কি বলিব ?

ঋষগপতি ঋষগশ্রেষ্ঠ মহাবল অদীনসত্ত্ব সুগ্রীব এইপ্রকার অভি-
গিত হইয়া, রাবণের চর দীনভাবাপন্ন শূককে কহিলেন, রাবণকে
এই কথা বলিবে, যে, তুমি আমার মিত্র নও, দয়ার পাত্র নও, উপ-
কারী নও, প্রিয়ও নও । তুমি রামের শত্রু । অতএব বালীর সমান
তোমাকে অবশ্য বধ করিতে হইবে । আমি তোমাকে জ্ঞাতি,
পুত্র ও বন্ধুর সহিত নিহত এবং সত্ত্বর সুবিপুল সৈন্যসহ লক্ষ্যায়
গমন করিয়া, উহা ভস্ম করিব । রে মূঢ় রাবণ ! ইন্দ্র সহিত

সমুদায় লোক সমাগত হইয়া তোমাকে লুকাইয়া রাখুক ; আর তুমি অন্তর্ধান, বা সূর্য্যপথে গমন কিংবা পাতালে প্রবেশ, অথবা মহাদেবের চরণেই শরণ গ্রহণ কর, কিছুতেই রামের হস্তে পরিত্রাণ পাইবে না । বলিতে কি, তুমি অনুজগণের সহিত বিনষ্ট হইয়াছ । এই তিন লোকে পিশাচ, রাক্ষস, গন্ধর্ব্ব, বা অসুর কাহাকেই তোমার রক্ষাকর্ত্তা দেখিতেছি না । তুমি জরাজীর্ণ গৃধ্ররাজ জটায়ুকে বদ করিয়াছ । যদি তোমার বল থাকিবে, তাহা হইলে, তুমি রাম লঙ্কণের সাম্রিপ্যে নীতাকে হরণ করিলে না কেন ? এফণেও স্বকীয় বীর্য্যবত্তা বুঝিতে পারিতেছ না । রঘুশ্রেষ্ঠ মহাবল মহাত্মা রাম দেবগণেরও দুর্দামর্ষ । তিনি তোমার প্রাণ হরণ করিবেন, ইহা তুমি বুঝিতেছ না ।

অনন্তর বালিনন্দন বানরসত্তম অঙ্গদ কহিলেন, মহাপ্রাজ্ঞ ! এই ব্যক্তি দূত নহে ; গুপ্তচর বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে । দেখুন, এই নিশ চর এখানে অবস্থান পূর্ব্বক আপনার সমস্ত সৈন্যই যথাযথ পরিদর্শন করিয়াছে । অতএব ইহাকে লঙ্কায় বাইতে না দিয়া, পরিয়া রাখা হউক । ইহাই আমার অভিপ্রায় ।

শুক অনাথের ন্যায় বিলাপ করিতেছিল । রাজার আজ্ঞা পাইয়া, বানরগণ তৎক্ষণাৎ উৎপত্তিত হইয়া, তাহাকে গ্রহণ ও বন্ধন করিল । সে প্রচণ্ডস্বভাব বানরগণ কর্ত্তৃক নিতান্ত পীড়িত হইয়া, চীৎকার করত মহাত্মা রামকে কহিতে লাগিল, বানরগণ বলপূর্ব্বক আমার পক্ষ ছিন্ন ও চক্ষু উৎপাটিত করিতেছে । আমি যদি জীবন পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে, জন্ম হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত যে অশুভ করিয়াছি, তৎসমস্ত আপনি প্রাপ্ত হইবেন । রাম এই কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া, বানরদিগকে নিরস্ত করিয়া কহিলেন, এ ব্যক্তি দূতরূপে আগমন করিয়াছে ; অতএব ইহাকে ছাড়িয়া দাও ।

একবিংশ সর্গ ।

অনন্তর রাম বেলভূমিতে দর্ভাস্তরণ বিস্তারণ পূর্বক রত্ন-
জলপুটে পূর্বমুখে শয়ন করিলেন । ভুজগভোগসদৃশ সুবিশাল
বালু সেই অরাতিস্বদনের উপাদান হইল । এই বালু পূর্বের মণি,
কাঞ্চন, কৈয়ুর ও মুক্তাধার ভূষিত, স্বর্ণময় বিবিধ অলঙ্কারে অল-
ঙ্কৃত, বরাদনাগণের ভুজপরম্পরায় নানা প্রকারে অভিযুক্ত, চন্দন ও
অগুরুরাশিতে-চর্চিত, তরুণারুণছাতি কুসুমের স্তম্ভোদ্ভিত, এবং
শয়ন সময়ে সীতার মস্তকসংস্পর্শে বিরাজমান ছিল । অদিকন্তু এই
বালু তক্ষকদেহের ন্যায়, বিশাল, গঙ্গামলিলে পবিত্রিত, যুগবৎ
দীর্ঘ, যুদ্ধে শক্রগণের শোকবন্ধন, সূহৃদগণের সুখমস্পাদক,
মাগর পর্য্যন্ত ভূচক্রের আশ্রয় এবং পুনঃ পুনঃ সরিষসজ্জিতপুং-
সর জার আঘাত প্রযুক্ত উহার বুক বিহত হইয়াছে । দক্ষিণ-
প্রান্তস্থিত মহাবালু রাম এই পরিচয়সিদ্ধ দক্ষিণ বালুতে মহত
মহত গোদান করিয়াছেন । তিনি এক্ষণে যথাবিধি প্রায়ত ও
মৌনব্রত হইয়া, সেই ভূজোত্তম উপাদান পূর্বক, হয় আজি মরিব,
না হয়, মাগর পার চাইব, এই প্রকার সংকল্প করিয়া, মাগর-
বেলায় শয়ন করিলেন । তিনি নিয়ম পূর্বক অপ্রমত্ত হইয়া,
এইরূপ কুশাস্ত্রীর্গ মহোত্তলে শয়ন করত তিন রাত্রি যাপন কর-
লেন । অনন্তর সেই ধম্মবৎসল নয়জ্ঞ রাম তিন রাত্রি
নাম করত সরিৎপতি মাগরের উপাসনা করিলেন । তিনি
প্রায়ত হইয়া, যথাবিধি পূজা করিলেও, মন্দমতি মাগর তাঁহাকে
দর্শন দিলেন না ।

তদর্শনে রাম মাগরের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া, কষায়িত লে'চনে
সমীপস্থ শুভলক্ষণ লক্ষণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ভাই !
মাগরের গর্দ হইয়াছে । সেই জন্য স্বয়ং দেখা দিতেছে না ।
বাগর গুণ নাই, তাহার নিকট শাস্তি, ক্ষমা, ঋজুতা ও প্রিয়-
বাদিতা ইত্যাদি সদগুণ সমস্ত অশক্তির ছিঁ বসিয়া প্রতীত হয় ।

যে ব্যক্তি আপনার প্রশংসা করে, অদর্শপ্রাপ্তিতে সাহসিকতা প্রদর্শন করে, নিজগুণ প্রখ্যাপনার্থ ইতস্ততঃ পর্যটন করে এবং প্রাণিমাতেই দণ্ড প্রয়োগ করে, তাদৃশ দুষ্টপ্রকৃতি লোকই সর্বত্র সংকার প্রাপ্ত হইয়া থাকে । লক্ষ্মণ ! সামপ্রয়োগ দ্বারা কীৰ্ত্তি, যশ বা সংগ্রামশিরে জয়লাভ করা সাধ্যায়ত্ত নহে । অতএব অদ্য তুমি অবলোকন করিবে, আমার বাণে মকর সকল নির্ভিন্ন হইয়া, সঙ্গত সঞ্চরণ করাতে, জলনিধির জল নিরুদ্ধ, ভোগী ও সংসার সকলের প্রকাণ্ড দেহ সমস্ত ছিন্ন ভিন্ন এবং জলহন্তী সকলের করসমূহ বিশীর্ণ হইয়া গিয়াছে । অদ্য আমি ঘোরতর প্রহার দ্বারা শংখ, শুল্ক, মীন ও মকর সহিত জলনিধি শুষ্ক করিতেছি ; দেখ । আমি নিতান্ত ক্ষমাশীল । সেই জন্য এই মকরালয় সমুদ্র আমাকে সামর্থ্যহীন জ্ঞান করিতেছে । ঈদৃশ জনে ক্ষমা করায় নিক । আমি সামগর হওয়াতে, সমুদ্র দেখা দিতেছে না । অতএব লক্ষ্মণ ! তুমি আমার ধনু ও আশীবিষসদৃশ শর সকল আনয়ন কর । আমি সাগর শোষণ করিব । বানরগণ পদত্রঞ্জে গমন করুক । সাগর কখনও ক্ষুদ্র হয় না এবং বেলাভূমি লঙ্ঘন করে না । কিন্তু অদ্য আমি ক্রুদ্ধ হইয়া, সাগর-পরম্পরা প্রয়োগ পূর্বক এই মহাদানবসংকুল বরুণালয় সাগরকে ক্ষুদ্র, নিশ্মর্যাদ ও সহস্র সহস্র উশ্মিতে পরিপূর্ণ করিব ।

এই বলিয়া তিনি ক্রোধবিস্ফারিত লোচনে ধনুগ্রহণ করিয়া, যুগান্তায়িত্র ন্যায় প্রজ্বলিত ও দুর্দ্বর্ষ হইয়া উঠিলেন । অনন্তর ঘোর শরাসন শনৈঃ সম্পীড়ন ও সমস্ত সংসার কম্পিত করিয়া, ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায়, শর সকল মোচন করিলেন । সেই সকল বাণ তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, নিরতিশয় বেগভরে সাগর-মধ্যে প্রবেশ করিলে, তত্রত্য পরগ সকল বিত্রস্ত, এবং তৎক্ষণাৎ সাগর মধ্যে পবনশব্দ সহিত অতীব ভয়ঙ্কর তুমুল জলবেগ প্রাভূত হইল । সেই জলবেগ সহকারে মীন ও মকর সকল সঞ্চরণ করিতে লাগিল । সপিতৃপতি মহা বর্ষমান উশ্মিপর-

ল্লারা, ধূম ও শংখসমূহে পরিবৃত্ত এবং উত্তাল তরঙ্গমালার ঘাত-প্রতিঘাতে বিচলিত হইয়া উঠিল । দৌণ্ডাস্য দৌণ্ডলোচন পন্নগ ও পাতালতলবাসী মহাবীর্য্য দানব সকল ব্যথিত হইল । বিক্রা ও মন্দর পর্ষভের ন্যায়, অত্যাশ্রিত সহস্র সহস্র উন্মীর্নক্র ও মকর-চক্রের সহিত সমুৎপত্তিত হইল । তরঙ্গ সকল ঘূর্ণিত, উরগ ও রাক্ষস-সকল সংভ্রান্ত, মহাগ্রাহ সকল উদ্ভর্তিত ও ঘোরতর শব্দ সমুথিত হইল ।

অনন্তর রাম নিশ্বাসভার পরিহার করত সবেগে সেই উগ্র-বেগ অপ্রমেয় শরাগন আকর্ষণ করিতে উদ্যত হইলে, সৌমিত্রি তৎক্ষণাৎ উত্থান পূর্ব্বক বারংবার প্রতিষেধ করিয়া ঐ ধনু গ্রহণ করিলেন এবং কহিলেন, আপনি বীরগণের শ্রেষ্ঠ । সাগরকে এইরূপে ক্ষুভিত না করিয়াও, অন্য প্রকারে কার্য্য সাধন করিতে পারেন । এক্ষণে, তাহার সমীচীন উপায় চিন্তায় প্রায়ত্ত হউন । আপনার ন্যায় মহাত্মারা ক্রোধের বশীভূত হয়েন না । ঐ সময়ে ব্রহ্মর্ষি ও সূর্য্যর্ষিগণও আকাশে অন্তর্হিত হইয়া, তার স্বরে প্রতিষেধ করিয়া, হায়, কি কষ্ট, এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করত হাহাকার করিতে লাগিলেন ।

— ৩৩ —

দ্বানিংশ সর্গ ।

অনন্তর রঘুশ্রেষ্ঠ রাম দারুণ বাক্যে সাগরকে কহিলেন, অদ্য আমি পাতাল সহিত মহার্ণব শোষণ করিব । সাগর ! আমার শরে জলরাশি দক্ষ ও জলজন্তু সকল বিনষ্ট এবং তুমি শুষ্ক হইলে, বিপুল ধূলি সমুৎপন্ন হইবে । বানরগণ আমার কাম্মুকনিস্থষ্ট শররাষ্ট্রি সহায়ে পদব্রজেই তোমার পরপারে গমন করিবে । হে দানবালয় সরিৎপতে ! তুমি নিরতিশয় বদ্ধিত হইয়াছ । এই জন্যই আমার পুরুষকার বা বিক্রম অবগত নহ ; এবং এই জন্যই মত্ত হইয়া, প্রাণনাশনিবন্ধন শোকে

পতিত হইবে। এই বলিয়া মহাবল রাগ উল্লিখিত ব্রহ্মদণ্ডে
অস্ত্র ব্রাহ্মদণ্ডে অভিযুক্ত ও শরাসনে সংযোজিত করিয়া,
আকর্ষণ করিলেন। তিনি সহসা শরানন আকর্ষণ করিলে,
রোদোরক্ষ, যেন বিদীর্ণ, পর্কিত সকল কম্পিত, লোক সকল অন্ধ-
কারাচ্ছন্ন, দিক্ সকল অপ্রকাশিত, সরিৎ ও সরোবর সকল
সংক্ষেপিত, এবং চন্দ্র ও দিবাকর নক্ষত্র সকলের সহিত ত্রিযাক্-
ভাবে মিলিত হইলেন। ভাস্করকিরণে প্রদীপ্ত হইলেও, আকাশ
অন্ধকারে আচ্ছন্ন এবং পুনরায় শত শত উল্কা উদ্ভীষ্ট হইয়া
প্রকাশমান হইল। অন্তরীক্ষ হইতে অতুল নিম্বনে বজ্র সকল
নিঃসৃত হইতে লাগিল। পরিবহাদি যাকৃতগণ পুনরায় আকাশে
আবির্ভূত হইল। সমীরণ বারংবার জলদজাল উদ্বহন এবং
শৈলাগ্র ও শিখর সকল বিশীর্ণ করিয়া, পাদপ সকল ভগ্ন
করিতে লাগিল। ভয়ঙ্কর বজ্র সকল মহাবেগে ও মহাশব্দে পর-
স্পর মিলিত হইয়া বৈদ্যুত অনল বিসর্জন করিতে আরম্ভ করিল।
দৃশ্যমান ভূতনকল অগ্নি সমন্বিত চাঁকর করিয়া উঠিল। অদৃশ্য
প্রাণিগণ নিতান্ত ভীত, উদ্বিগ্ন ও অভিভূত হইয়া, ভয়ঙ্কর শব্দ
করত শয়ন করিল। এবং ভয়ে স্পন্দনশক্তিহীন ও একান্ত
বাধিত হইয়া উঠিল। ভয়ঙ্কর বেগ প্রাদুর্ভূত হওয়াতে, প্রলয়
না হইলেও, মহোদধি নাগ, রাক্ষস, জল, উষ্ম ও ভূজগগণের
সহিত সহসা এক যোজ্ঞন বেলা অতিক্রম করিল। অগ্নিত্রিনিস্রবন
রাগ নদনদীপতি সমুদ্রকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, বাণমোচনে
নিরুত হইলেন।

অনন্তর দিবাকর যেমন উদয়াচল মহাশৈল হইতে, স্বয়ং
সাগর তেমন সমুদ্রমধ্য হইতে সমুখিত হইয়া, দীপ্তাসা পল্লব-
গণের সহিত প্রাত্যক্ষগোচর হইলেন। তিনি দেখিতে হিংস্র
বৈদূর্য্যের ন্যায়। এবং জাম্বুদ্বীপ ভূষণ, রত্নমালা ও অহর
পরিধান করিয়াছেন। তাঁহার লোচনযুগল পদ্মপত্রদৃশ, মস্তকে
মর্কটপুঙ্গব দিব্যমালা, অলঙ্কার সকল সুর্য্যগয় ও তপ্তকাক্ষন

ময় ; এবং আপনার উদরজাত রত্নখচিত উৎকৃষ্ট ভূষণ সকল পরিধান করাতো, বিবিধ দাতুমণ্ডিত হিমালয়ের ন্যায়, তাঁহার শোভা প্রাচুর্য্যভূত হইয়াছে। তিনি ঘূর্ণমান তরঙ্গ, মেঘমালা, বায়ু, এবং গঙ্গা সিন্ধুপ্রদান নদী সকলে সমারত হইয়া, নিকটে আগমন ও প্রাণমেই আগজ্ঞ করিয়া, কৃতাজলিপুটে শরপাণি রামক্রে কঠিতে লাগিলেন, রাঘব ! পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও জ্যোতি এই সকল পদার্থ বিদ্যাবিহিত মর্যাদা অবলম্বন পূর্ব্বক স্ব স্ব ভাবে অবস্থিতি করে। স্মৃতরাং, আমিও যে অগাপ ও অপার হইয়াছি, ইহা আমার স্বভাব। আর, ঐরূপ না হওয়াই আমার পিকার বা স্বভাববিরুদ্ধ ধর্ম্ম। এই জন্য আপনাকে উপায় বলিতেছি। হে পার্থিবাজ্ঞ ! কাম, লোভ, ভয় বা রাগবশতঃ কখনো আমি এই নক্রসংকুল মলিল স্তম্ভিত করিতে পারি না। যাহা হউক, আপনি যে উপায়ে লঙ্কায় গমন করিতে পারেন, আমি তাহা বিধান ও সমুদায় সহ্য করিব। বানরগণ যাবৎ সমুদ্র পার হইবে, তাবৎ মকরাদি হিংস্র জল-জন্তুরা তাহাদিগের অনিষ্ট করিবে না। আমি বানরগণের পার হইবার জন্য স্থলও বিধান করিব।

রাম কহিলেন, বরুণালয় ! আমার এই মহাবাহ্য ব্যর্থ হইবার নহে ; অতএব কোন্ স্থানে ইহা মোচন করি, বল।

রামের বাক্য শ্রবণ ও উল্লিখিত শর সন্দর্শন করিয়া, পরম-তেজস্বী মহাসাগর তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যেমন লোকমধ্যে পরমপ্রসিদ্ধ, আমার উত্তরে দ্রুমকূল্য নামে সেইরূপ বিখ্যাত পরম পবিত্র কোন স্থান আছে। জাতীরপ্রমুখ উগ্রকর্ম্মী উগ্রদর্শন পাপাচার বহুনংখ্য দম্বা মদীয় মলিল পান করত ঐ প্রদেশে অবস্থিতি করে। সেই পাপকর্ম্মাদিগের পাপ-সংস্পর্শ আমার সহ্য হয় না। অতএব রাম ! আপনি এই অমোঘ শররত্ন তথায় মোচন করুন।

রঘুনন্দন সাগরের এই কথা শুনিয়া, তদীয় উপদেশানুসারে

সেই প্রাদীপ্ত সায়ক ঐ স্থানে মোচন করিলেন । বজ্রাশনি-
সমপ্রভ উল্লিখিত বাণ যেস্থানে নিপতিত হইল, সেই স্থান তন্নি-
বন্ধন পৃথিবীতে মরুকাস্তার নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিল । তত্রত্য
বসুগতী শরপীড়িত হইয়া, শব্দ করিয়া উঠিলেন । এবং তৎক্ষণাৎ
শরমুখ দ্বারা রসাতল হইতে গলিল সমুৎপত্তিত হইল । তৎকালে
এক কূপও সমুদ্ভূত হইল । উহা ঐকূপ নামে বিখ্যাত । ঐকূপে
সর্বদাই সমুদ্রের ন্যায়, প্রভূত সলিল সমুখিত হইতেছে, দেখিতে
পাওয়া যায় । ঐ সময়ে যে দারুণ ভূ-বিদারণশব্দ উখিত হইল,
তাহাতে এবং বাণপাত করিয়া, রাম ঐ প্রদেশের কুক্ষিস্থ তাবৎ
গলিল শোষণ করিলেন । তদবধি ঐ স্থান মরুকাস্তার বলিয়া
ত্রিভুবনে বিখ্যাত হইয়াছে । অমরবিক্রম দশরথাক্ষরাম
কুক্ষিশোষণান্তর ঐ মরুকে বর দিলেন, তুমি পশুগণের হিতকর,
রোগশূন্য, ফলমূলরসসম্পন্ন, এবং বহু স্নেহ, বহু ক্ষীর, বিবিধ
ঔষধি ও শুগন্ধ ইত্যাদিতে অলঙ্কৃত হইবে । এইরূপে রামের
বরদানপ্রাপ্ত ঐ মরু ঐ সকলে সংযুক্ত এবং সুশোভন দেশ রূপে
পরিণত হইয়াছে ।

সরিৎপতি সমুদ্র উল্লিখিত প্রদেশে কুক্ষিমধ্যে অবস্থান
পূর্বক সর্পশাস্ত্রজ্ঞ রামকে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন, সৌম্য !
এই শ্রীমান্ নল বিশ্বকর্ম্মার ঔরসে জন্মগ্রহণ ও তাঁহার নিকট
বর লাভ করিয়াছে । এবং তোমার প্রীতি প্রীতিমান্ । এই
মহোৎসাহ কপি আমার উপরে সেতু বন্ধন করুক । আমি ঐ
সেতু ধারণ করিব । পিতা বিশ্বকর্ম্মার ন্যায়, এই নলও সেতু-
বন্ধনবিষয়ে সর্দধা শক্তিসম্পন্ন । এই বলিয়া সমুদ্র অন্তর্কান
করিলে, বানরশ্রেষ্ঠ নল তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, মগাবল
রামকে কহিল, মহোদপি যথার্থই বলিয়াছেন, আমি পিতৃদত্ত বর
প্রভাবে এই বিস্তীর্ণ সাগর মধ্য সেতু নিৰ্ম্মাণ করিব । যাহারা
অকৃতজ্ঞ, তাহাদের প্রীতি ক্ষমা, মাস্ত্রবাদ বা দান, এ সকলে
যিক ! এরূপ স্থলে একমাত্র দণ্ডপ্রয়োগ দ্বারা লোকে বিশিষ্টরূপ

কার্য্যমিচ্ছি লাভ করিয়া থাকে। আমার এইপ্রকার প্রীতি আছে। দেখুন, প্রচণ্ডস্বভাব এই সাগর দগুভয়ে ভীত হইয়া, সেতুকার্য্য দর্শনবাগনায়, স্নেহভর হইবেন বলিয়া আপনার নিকটে অঙ্গীকার করিলেন।

যাশ হউক, বানরগণ! মহোদপি যথার্থই বলিয়াছেন; আমিও এই ঘটনায় মনে পড়িল, বিশ্বকর্মা মন্দর পর্ব্বতে আমার জননীকে বর দিয়াছিলেন, দেবি! তোমার পুত্র আমার সঙ্গ হইবে। আমি বিশ্বকর্ম্মার ঔরস পুত্র, সর্দাংশই তাঁহার সমান। তোমরা কেহ এতদিন কোন কথাই আমাকে জিজ্ঞাসা কর নাই, আমিও আত্মগুণ বণন করি নাই। আমি বরুণালয় সাগরে সেতুনিৰ্ম্মাণ করিতে সমর্থ। অতএব বানরপুঞ্জবগণ! অদ্যই তদ্বিষয়ে অনুজ্ঞা প্রদান করুন।

অনন্তর রাম আজ্ঞা করিলে, শত সহস্র বানরপুঞ্জবর হৃষ্টচিত্তে মহারণ্য লক্ষ্য করিয়া উৎপত্তি হইল। সেই সকল পর্ব্বত-প্রান্তম কপিগণ্ডম পর্ব্বত হইতে পাদপপুঞ্জ ভয় করিয়া, সমুদ্রতীরে আকর্ষণ পূর্ব্বক আনয়ন করিতে লাগিল। তাহাদের আনীত ভূরি ভূরি গাল, অশ্বকর্ণ, ধব, বংশ, কুটজ, অর্জুন, তাল, তিলক, তিমিশ, বিষ্ণু, গুণ্ণপর্ণ, কর্ণিকার, চূত ও অশোকরুক্ষে জলনিধি পূর্ণ হইয়া গেল। তাহারা সমূল ও নিমূল রক্ষ সকল উন্মূলন ও ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, উত্তোলন করিয়া, চারিদিক্ হইতে আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। তাল, দাড়িম, নারিকেল, বিভীতক, করীর, বকুল, নিম্ব ইত্যাদি পাদপ সকল তথায় আহৃত হইল। তাহারা যেমন মহাকায় ও মহাবল, সেইরূপ, হস্তুর ন্যায় প্রকাণ্ড পাষণখণ্ড ও পর্ব্বত সকল উৎপাটন পূর্ব্বক যন্ত্র সহায়ে বহন করিতে লাগিল। পর্ব্বত সকল অনবরত প্রক্ষিপ্ত হওয়াতে, সাগরের জল উদ্ধত হইয়া, আকাশে উথিত ও পুনরায় তথা হইতে অধঃপতিত হইতে লাগিল। চারিদিক্ হইতে পর্ব্বত-পাতনে সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়া উঠিল। কোন কোন বানর পক্ষ-

তাদি আকর্ষণ করিবার জন্য সূত্র সকল গ্রহণ করিল। নল নদনদীপতি সাগর মধ্যে শত যোজন ব্যায়ত মহাসেতু নিৰ্ম্মাণে প্ররম্ভ হইলেন। ঘোরকৰ্ম্মা বানরগণ এ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য করিতে লাগিল। তাহাদের মধ্যে কেহ দণ্ড গ্রহণ, কেহ বারুফাদি আহরণ করিতে আরম্ভ করিল। মেঘ ও পদতপ্রতিম শত শত বানর রামের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করত ভূণ, ক্রান্ত ও পুষ্পিতাগ্র পাদপপুঞ্জ দ্বারা সেতুবন্ধনে প্ররম্ভ হইল। সেই সকল বারণসম্বিত বানর পরিতম্বিত পাষণ ও ভূপরশেখর সকল গ্রহণ করিয়া, ইতস্ততঃ দাবমান হইতে লাগিল; দেখিতে পাওয়া গেল। শৈল ও শিলা সকল নিক্ষিপ্ত ও নিপাতিত হওয়াতে, মহানাগরে তুমুল শব্দ সমুখিত হইল। হনুমান হেলায় যে যে মহাশৈল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, নলও হেলায় বামহস্তে সেই সেই পরিত গ্রহণ করিতে লাগিলেন।

মহাকায়, মহাবল, হস্তিনকায়, ভীমাকৃতি, ক্ষিপাকারী ও মহাবেগ কপিগণ ছষ্টচিত্তে এই রূপে প্রথম দিনে চতুদশ যোজন, দ্বিতীয় দিনে বিংশতি যোজন, তৃতীয় দিনে একবিংশতি যোজন, চতুর্থ দিনে দ্বাবিংশতি যোজন, এবং পঞ্চম দিনে ত্রয়োবিংশতি যোজন সেতু বন্ধন করিল। বিশ্বকৰ্ম্মার পুত্র বানরশ্রেষ্ঠ বলবানু জীগানু নল পিতার ন্যায় সাগরগর্ভে সেতু নিৰ্ম্মাণ করিলেন। নল কর্তৃক নিৰ্ম্মিত উল্লিখিত সুভগ ও শ্রীমান সেতু, আকাশে ছায়াপথের ন্যায়, মকরালয় সমুদ্রমধ্যে শোভা পাঠিতে লাগিল।

অনন্তর দেব, গন্ধৰ্ব্ব, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ ছষ্টচিত্তে সমাগত হইয়া, আকাশে অবস্থান করত, সেই দশ যোজন বিস্তীর্ণ শত যোজন ব্যায়ত সূত্ৰকর অদ্ভুত সেতু দেখিতে লাগিলেন। বানরগণও প্লবন, আপ্লবন ও গর্জ্জন করিতে করিতে উহা অবলোকন করিতে আরম্ভ করিল। ঐ সেতুর গঠনপ্রণালী চিন্তা করিয়া, স্থির করা যায় না। উহা নিৰ্ম্মাণ করাও কাহার সাধ্য নহে। এবং উহা দর্শন করিলে, শরীর লোমাঞ্চিত হয়। সমুদায় প্রাণী

মাগরমধ্যস্থ সেই সেতু দর্শনে প্ররুত হইল । সহস্র সহস্র কোটি কোটি পরমতেজস্বী বানর মাগরে সেতুবন্ধন করত তাহা পার হইতে লাগিল । তৎকালে সেই সুরভ, সুভূমি, সুমমাহিত, বিশাল, জীমান্ মহাসেতু মাগরে সীমন্তবৎ বিরাজমান হইল । এ দিকে, বিভীষণ রাক্ষসগণের নামাদি নিবেদন জন্য গদা হস্তে মল্লিগণের সহিত মাগর পারে অধিষ্ঠান করিলেন । অনন্তর সুগ্রীব নত্যা-পরাক্রম রাগকে কহিলেন, আপান হনুমানের ও লঙ্কণ অঙ্গদের পৃষ্ঠে আরোহণ করুন । হে বীর ! এই মকরালয় সমুদ্র অতি বিস্তৃত । হনুমান ও অঙ্গদ ইহারা দুই জনেই আকাশে গমন করিতে সমর্থ । ইহারা আপনাদের দুই জনকে বহন করিবে ।

দম্মায়া শ্রীমান্ রাম শরামন হস্তে সুগ্রীব ও লঙ্কণের সহিত সৈন্যগণের অগ্রসর হইলেন । অন্যান্যেরা কেহ মধ্য, কেহ পার্শ্বে ও কেহ বা মালিনমধ্যে গমন করিতে লাগিল । কেহ কেহ পথ না পাইয়া, সুপর্ণের ন্যায়, আকাশ পথে মাগর পার হইতে লাগিল । ভয়ঙ্কর বানরসৈন্য সমুদ্র তরণে প্ররুত হইলে, তাহাদের উমুল কোলাহলে গরিৎপতির অহাচ্ছ ভীষণ নিঘোষ অন্তর্হিত হইয়া গেল । অনন্তর বানরসৈন্য মাগরোপরে নলনির্মিত সেতুপার হইলে, রাজা সুগ্রীব তাহাদিগকে সমুদ্রের ফল, মূল ও মন্ডিভূমিষ্ট পরতীরে সন্নিবিষ্ট করিলেন । দেবগণ রামের এই অত্যাশ্চর্য্য দুষ্করকাৰ্য্য মন্দর্শন পূর্ব্বক সিদ্ধ, চারণ ও মহর্ষিগণের সহিত তৎক্ষণাৎ তথায় সমাগত হইয়া, পরম পবিত্র মণিলে সেই নরদেবদ্বন্দ্বত রামের অভিষেক ক্রিয়া সমাধান করিলেন এবং হে নরদেব ! তুমি শত্রু জয় করিয়া, চিরকাল সমাগরা বসুন্ধরার পালন কর, ইত্যাদি বিবিধ শুভ বাক্যে তাঁহার পূজা করিলেন ।



ত্রয়োবিংশ সর্গ ।

অনন্তর নিমিস্তজ্ঞ রাম নিমিস্ত সকল দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণকে
 গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণ ! সুশীতল জল
 ও ফলভূষিষ্ঠ অরণ্য আশ্রয় এবং সৈন্যদিগকে বিভাগানুসারে
 ব্যাহিত করিয়া আমাদিগকে অবস্থিতি করিতে হইবে। এই দেখ,
 লোকক্ষয়কর ভয়ঙ্কর ভয়নিমিস্ত উপস্থিত হইয়াছে। রাক্ষ, বানর,
 ও রাক্ষসবীরগণের বিনাশ হইবে। এই দেখ, সমীরণ রক্তোভারে
 মলিন হইয়া প্রাবাহিত, পৃথিবী কম্পিত, পাদতশেখর সকল বিচ-
 লিত ও পাদপপুঞ্জ পতিত হইতেছে। হৃদ্র ও গোমায়ু প্রভৃতির
 ন্যায় ধূসর বর্ণ ক্রুর মেঘ সকল দৃষ্টি প্রাতিহত করিয়া, ঐতিকটু
 নিনাদে শোণিত বিন্দু মিশ্রিত ক্রুর বর্ষণ করিতেছে। সঙ্ঘা
 রক্তচন্দনবৎ প্রাতিভা বিস্তার করত মর্ত্যের দারুণ ভাবে আদিত্য-
 মণ্ডল হইতে প্রাজ্বলিত পাবকমণ্ডলে প্রাপতিত হইতেছে। চতু-
 দিকেই ক্রুর মুগ সকল নিরতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া, ব্যাকুল-
 ভাবে ক্ষীণ স্বরে সূর্য্যের অভিমুখে শব্দ করিতেছে। এই দেখ,
 চন্দ্র যেন প্রালয় কালে সমুদিত ও অপ্রকাশিত হইয়া, সকলের
 সম্ভাপ সমুদ্ভাবন করিতেছেন। ইহার পর্য্যন্ত প্রদেশ ক্রমলোহিত
 বর্ণ অংশুমণ্ডলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ ! বিমল আদিত্য-
 মণ্ডলেও হ্রস্ব, রক্ষ, সূক্ষ্ম দৃশ্যমান ও লোহিত বর্ণ পরিবেশ
 এবং নীল চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। নক্ষত্র সকল নিভাস্ত
 মলিন হওয়াতে, রাত্রিযোগে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।
 লক্ষ্মণ ! অবলোকন কর, নক্ষত্রগণের এই প্রকার ঘটনায় বোধ
 হইতেছে যেন, প্রালয় উপস্থিত হইবে। কাক, শোন ও গৃধ্রগণ
 সর্বদাই অধঃপতিত হইতেছে। গোমায়ুগণ কর্কশস্বরে নিরতি-
 শয় ভয়ানক শব্দ করিতেছে। পৃথিবী অচিরে কপি ও রাক্ষস-
 গণের বিমুক্ত শৈল, শূল ও খড়্গাপরম্পরায় পরিণত ও মাংস-
 পোণিতে কর্দমাক্ত হইবেন। আমরা অদ্যই কালবিগম্য পরি-

হার পূর্বক সমস্ত বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া, রাবণরক্ষিত
ভূক্ৰম লঙ্কায় মবেগে অভিনির্ঘাণ করিব। সংগ্রামদর্শণ ধর্মী রাম
এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পূর্বক সকলের অগ্রণী হইয়া, লঙ্কার
অভিমুখে প্রয়াণ করিলেন। তখন সুপ্রীতহামুখ বানরশ্রেষ্ঠগণ
গভীর গর্জনে পুরঃসর তাঁহার অনুগামী হইল। নিরতিশয় বীৰ্য্য-
বিশিষ্ট বানরগণ রামের শিয়ানুষ্ঠান জন্য তৎকালে যে কার্য্য ও
চেষ্টা করিয়াছিল, তদ্বশনে রঘুনন্দন মনুষ্টে হইলেন।

—:—

চতুর্নিশং সর্গ।

শরৎ সময়ে শশাঙ্কসোপসহকারে স্তিমিল নক্ষত্রশালিনী
পৌর্ণমাসী নিশীথিনীর যেমন শোভা হয়, রাম কর্তৃক ব্যবস্থিত
তৎকালে, বানরবাহিনীও তদ্রূপ বিরাজমান হইল। সাগরমদশ
অনিপুল সৈন্যে পৈড্যমান হইয়া বসুমতী ভীত ও মবেগে কম্পিত
হইয়া উঠিলেন। অনন্তর বানরবল লঙ্কায় পদার্পণ পূর্বক ভেরী
ও মুদঙ্গনিদানক্রুর, তুমুল লোমহর্ষণ চীৎকার ধ্বনি শ্রবণ
করিল। বানরযুগপত্তিগণ এই শব্দ শ্রবণে অতিমাত্র আক্সাদিত
ও অসহমান হইয়া, নিরতিশয় উচ্চৈঃস্বরে নিদাদ করিতে
লাগিল। আকাশে শব্দায়মান উদ্দাম জলদমণ্ডলীর ন্যায়, বানর-
গণের উল্লিখিত গর্জনে শব্দ রাক্ষসদিগের কর্ণকুহরে প্রবেশ
করিল।

দশরথনন্দন রাম বিচিত্রদরুপভাকামালিনী লঙ্কানগরী
দর্শন করিয়া, দৃশ্যমানহৃদয়ে জ্ঞানকৌকে স্মরণ করিতে লাগিলেন।
ভাবিলেন, রাবণ এই খানেই সেই যুগশাবলোচনা জ্ঞানকৌকে
রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। অস্বারক গ্রহ কর্তৃক অভিভূত
রোহিণীর ন্যায়, তাঁহার শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে।
অনন্তর বীর্ষাশালী রাম দীর্ঘ উষা নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, লঙ্কণের
প্রতি দৃষ্টিপাত করত আপনাতত্ত্ব তৎকালবর্তিত বাক্যে কহিতে

লাগিলেন, লক্ষ্মণ ! অবলোকন কর, লক্ষ্য সমুদ্রত গিরে যেন
আকাশ আলিঙ্গন করিতেছে । বিশ্বকর্মা যেন মনের দ্বারাই এই
নগশেখরে ইহার রচনা করিয়াছেন । সপ্ততল প্রাসাদপর-
ম্পন্ন পরিব্যাপ্ত হওয়াতে, পাণ্ডুরবর্ণ ঘনগুণী সমাচ্ছাদিত
বিশুপদ আকাশের ন্যায়, ইহার সুসমা সমুদ্ভূত হইয়াছে ।
এ দেখ, নানাজাতীয় বিহঙ্গমসমূহে ফলপুষ্পবিশিষ্ট চৈত্ররূপম
সুন্দর কাননসমূহে লঙ্কানগরী বিরাজমান হইতেছে । সুশীতল
সমীরণ সত্ত বিহঙ্গম, ভ্রমর ও কোকিলকুলসমকুল পাদপপুষ্প
প্রাকম্পিত করিয়া, প্রবাহিত হইতেছে ।

দাশরথি রাম লক্ষ্মণকে এই প্রকার কহিয়া, শাস্ত্রদৃষ্ট বিধানা-
নুসারে বল বিভাগ ও তাহা হইতে স্বয়ং গ্রহণ পূর্বক সেই
কপিসেনাকে আদেশ করিলেন, দুর্জয় অঙ্গদ নীলের সচিৎ এই
বানরবাহিনীর হৃদয়ে, সমস্ত বানরসমূহে পরিবৃত্ত হইয়া, ইহার
দক্ষিণ পাশ্বে, এবং গন্ধহস্তীর ন্যায় দুর্দ্ব্যুত্তরসী গন্ধমাদন
ইহার সন্মুখক্কে, অবস্থান করুক । আগি লক্ষ্মণের সহিত সান-
ধানে ইহার শীর্ষ আশ্রয় করিয়া রহিব । জাম্ববান, শুষ্কেন ও
বেগদর্শী এই তিন মহাত্মা স্বক্শেপে ইহার কুক্ষি, এবং তেজঃপুঞ্জ-
শরীরী প্রাচৈতা যেমন পাশ্চিম দিক, সেইরূপ, কপিরাজ সুগ্রীব
এই বানরসৈন্যের জঘনদেশ রক্ষা করুন । এইরূপে সুবিশাল
বৃহৎবিভাগপুরঃসর প্রদান প্রদান বানরগণ রক্ষা করিতে লাগিলে
সেই অনীকিনী, জলদপটলপুটকিত গগনপদবীর ন্যায়, বিরাজ-
মান হইল । বানরগণ প্রকাণ্ড পাদপ ও পর্বতশেখর সমস্ত
গ্রহণ করিয়া, লক্ষ্য বিনাশ করিবার বাসনায় তথায় সমাগত
হইল । এবং কপিশ্রেষ্ঠগণ শিখরসমূহে বা মুষ্টি প্রহারে লক্ষ্য নিপা-
ত্তিত করিব, এইপ্রকার সংকল্প করিল ।

অনন্তর পরমতেজস্বী রাম সুগ্রীবকে কহিলেন, সৈন্য সকল
সুনিভক্ক হইয়াছে । এক্ষণে এই রাত্বে চর শুককে ছাড়িয়া
দাও । মহাবল সুগ্রীব রামের কথা শুনিয়া, তদীয় আদেশে

শুককে ছাড়িয়া দিলেন । বানরগণ কর্তৃক নিপীড়িত শুক রামের আশ্রয় মুক্তিলাভ করিয়া, নিরতিশয় শক্তিত হইয়া, রাবণের গোচরে গমন করিল । রাবণ হাসিতে হাসিতে তাহাকে জিজ্ঞাসিলেন, কি জন্য তে'মার পক্ষদয় বন্ধ ও ঈষৎ দেখিতেছি । তুমি ত সেই চঞ্চলচিত্ত বানরগণের বশীভূত হও নাই ?

রাবণ এই প্রকার কহিলে, ভয়সংবিগ্ন শুক প্রত্যুত্তর করিল, রাক্ষসরাজ ! আমি সাগরের উত্তর তীরে অবস্থান পূর্বক সুমধুর বাক্যে সুগ্রীবকে সাস্তুনা করিয়া, আপনার আজ্ঞামত সমস্ত কথা বলিলে, বানরগণ আমার দর্শনমাত্র ক্রোধভরে উৎপলবন পূর্বক আমাকে গ্রহণ করিয়া, মুষ্টিগ্রাহার ও পক্ষচ্ছেদনে প্ররত্ত হইল । তাহারা স্বভাবতঃ কোপন ও তীক্ষ্ণ ; সুতরাং তাহাদের সহিত সম্ভাষণ করা যেরূপ দুঃসাধ্য, সেইরূপ কোনরূপ বিচার না করিয়াই, তাহারা আমার পরিভবে প্ররত্ত হইল । যাহা শুউক, খর, বিরাধ ও কবন্ধ এই সকলের হস্তা রাম সুগ্রীবের সহিত সীতার অবস্থিতি স্থান অন্বেষণ করিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন । তিনি সাগরে সেই বন্ধন, লবণার্ণব উত্তরণ ও রাক্ষসদিগকে ভূগবৎ ভুঙ্ধ করিয়া, অবস্থিতি করিতেছেন । মেঘ ও পর্শতপ্রাতিম সহস্র সহস্র ঋক্ষবানরমৈন্যে বসুমন্তী আচ্ছন্ন হইয়াছে । দেব ও দানবের ন্যায়, রাক্ষস ও বানরবলের সন্ধি হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই । তাহারা পুরপ্রাচীরে উপনীত হইবার পূর্বেই তুমি নব্বর হইয়া, হয়, সীতাকে প্রত্যাপণ, না হয় যুদ্ধ, একতর অনুষ্ঠান কর ।

শূকের কথা শুনিয়া রাবণ রোষারণচিত্তে যেন দন্ধ করত কহিতে লাগিলেন, যদি দেব, দানব ও গন্ধর্বে'রা প্রতিযোদ্ধা হয় এবং সকল ব্রহ্মাণ্ডও ভয় প্রদর্শন করে, তথাপি, সীতাকে দিব না । বসন্তকালে জমরগণ মত্ত হইয়া পুষ্ণিত রক্ষে যেমন ধাবমান হয়, কতদিনে আমার শর সকল তেমনি রামে ধাবমান হইবে । উচ্চ দ্বারা হস্তীকে যেমন, তেমনি আমি কতদিনে প্রদীপ্ত কার্ম্মক-বিমুক্ত শরপরম্পরায় রক্তাক্তকলেবর রামকে আদীপিত করিব ।

উদীয়মান দিবাকর যেমন সমুদায় জ্যোতিঃপুঞ্জের প্রভা হরণ করে, তেমনি আমি কবে বিপুল বলে পরিবৃত্ত হইয়া, রামের বল হরণ করিব। মাগরের ন্যায়, আমার বেগ এবং পবনের ন্যায়, আমার বল। রাম ইহা জানে না বলিয়াই, আমার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছে। রাম যুদ্ধে আমার তুণীর মধ্যস্থ সবিশ্ব আশীষিষ মদুশ শর সকল দর্শন করে, নাহি, সেই জন্য আমার সহিত যুদ্ধোদ্যত হইয়াছে। ফলতঃ, সে পূর্ণে কখনও আমার বীৰ্য্য অবগত হয় নাই। আমি নদীর ন্যায় বিপুলায়ত শত্রুসেনাক্রম মহারক্ষে প্রবেশ করিয়া, শরক্লপ বাদনদণ্ডে বাদিত চাপময়ী বীণা বাদন করিব। জ্যাশব্দ এই বীণার তুণুল শব্দ, আর্চনাদ উহার গীতরূপ মহাধ্বনি, এবং নারাচতল উহার মল্লাদ। মহত্স্র লোচন ইন্দ্র, বরুণ, যম বা কুবের, কেহই আগায় জয় বা শরানলে ধ্বংস করিতে সমর্থ নহেন।

পঞ্চদশ সর্গ।

দশরথাক্ষরাম সাগর পার হইলে, শ্রীমান্ দশানন শুক ও সারণ নামক দুই সন্তিকে কথিলেন, রাম সাগরে সেতু বন্ধন ও সমগ্র বানরবল দুত্তর বারিদি উত্তরণ করিয়াছে, পূর্বে কখনো এরূপ হয় নাই। ফলতঃ, সাগরে সেতু বন্ধন কোনরূপে বিশ্বাস করিতে পারি না। অধুনা বানরসৈন্যের সংখ্যা করা অবশ্য কর্তব্য হইয়াছে। অতএব তোমরা দুই জনে অলক্ষিতে বানরসৈন্যে প্রবেশ করিয়া, তাহাদের পরিমাণ, বীৰ্য্য, তাহাদের মধ্যে কাহারো মুখ্য, কাহারো রাম ও স্ত্রীকীর্ত্তির মজী, কাহারো বিশেষ শৌর্য্যশালী ও সকল কার্য্যেই অগ্রসর, সাগরে সেতু কি রূপে বন্ধ হইয়াছে, মহাক্ষা বানরগণ কি রূপে শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে, রামের ব্যবসায়, বীৰ্য্য ও আয়ুস সমস্ত, বীর কঙ্কণেরও তত্ত্ব-বিষয় এবং পরমতেজস্বী বানরগণের মধ্যে কোন ব্যক্তি সেনানী

হইয়াছে, এই সকল সপাত্ত অসংগত হইয়া, সত্তর আগমন কর ।

দশানন এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, বীর শুক ও সারণ উভয়ে বানররূপ ধারণ করিয়া, বানরসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল । কিন্তু সেই অচিন্ত্য ও লোমহর্ষণ কপিসৈন্য সংখ্যা করিতে পারিল না । এই কপিসৈন্য পর্বতগুহা, নিকর, গুহা, সাগরতীর, বন ও উপবন ইত্যাদি বিবিধ প্রদেশে আশ্রয় করিয়াছিল । কেহ সাগর পার হইতেছিল, কেহ পার হইয়াছে এবং কেহ বা পারের উপক্রম করিতেছে । কিয়দংশ সৈন্য শিবির সন্নিবেশ করিয়াছে । এবং কেহ বা তাহার আয়োজন করিতেছে । শুক ও সারণ এবং বিধ ভীমবল ভীমবাদ ও অক্ষোভ্য বানরারণ্য সন্দর্শন করিল ।

পরমতেজস্বী বিভীষণ সেই ছদ্মবেশী শুক সারণকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ গ্রহণ পূর্বক রামের নিকট নিবেদন করিলেন, হে পরপুরুষবিজয়িন্ ! ইহারা রাক্ষসরাজ রাবণের মন্ত্রী শুক ও সারণ, লঙ্কাপুর হইতে এখানে সমাগত হইয়াছে । ইহারা রাবণের চর ।

শুক সারণ রামকে দর্শনগোচর করিয়া, ব্যথিত ও প্রাণে হতাশ হইয়া, ক্লান্তাঙ্গুলপুটে সভয়ে কহিতে লাগিল, সৌম্য ! আমরা রাবণের প্রেরণায় এখানে আসিয়াছি । হে রঘুনন্দন ! আপনার সৈন্যের সংখ্যা করাই আমাদের উদ্দেশ্য ।

সদভূতহিতৈরত দশরথনন্দন তাহাদের কথা শুনিয়া, সহাস্য আনন্দে কহিলেন, যদি সমুদায় সৈন্য পরিদর্শন এবং আমাদেরও বলবীর্য্যাদি যথাযথ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে ; ফলতঃ, রাবণ যাহা বলিয়া দিয়াছে, যদি তোমাদের তদনুরূপ কার্য্যসাধন হইয়া থাকে, তাহা হইলে, ইচ্ছানুসারে প্রত্যাগমন কর । আর, যদি কিছু দেখিতে বাকী থাকে, তাহা হইলে, পুনরায় নিজে তাহা দেখিতে পার, না হয়, বিভীষণ তৎসমস্ত দর্শন করাইবেন ।

তোমাদিগকে ধরিয়াছে বলিয়া, তোমরা প্রাণের প্রতি কোন ভয় করিও না। তোমরা দূত, সুতরাং তোমাদিগকে কোনরূপে বধ করা উচিত নহে। তোমরা যদি দূত না হইয়া অন্য কেহ হইতে, তাহা হইলে, তোমাদের যখন নিরাস্ত্র অাবস্থায় গ্রহণ করা হইয়াছে, তখন কোন ক্রমেই বধ করা হইতে পারে না। অতএব বিভীষণ! ইহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। ইহারা দু'বিণের ছদ্মবেশী চর এবং সুগ্রীবের সহিত আমার ভেদ্বাদিসাধনে মত্ত তৎপর। হে শুক সারণ! তোমরাও লঙ্কায় প্রবেশ পূর্বক ধনদানুজ রাবণকে আমার কথামতে বলিবে, তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া আমার জ্ঞানকীকে হরণ করিয়াছ, মনোহর ও সবাঞ্ছন ইচ্ছানুসারে সেই বল প্রদর্শন কর। তুমি প্রাতঃকালেই অবলোকন করিবে, তোমার রাজধানী লঙ্কাপুরী সমুদায় প্রাকার, তোরণ ও রাক্ষসবলের সহিত মদীয় শরে বিধ্বংসিত হইয়াছে। রাবণ! বজ্রধর ইন্দ্র দানবগণে যেমন বজ্র প্রয়োগ করেন, আগামী কল্য প্রাতেই আমিও তেমনি মৈত্র্য সহিত তোমার উপর ভয়ংকর ক্রোধ মোচন করিব।

ধর্মাবৎসল রাম এই প্রকার প্রতিশোধ প্রদান করিলে, শুক ও সারণ উভয়ে জয় হউক বলিয়া তাঁহার প্রতিশ্রুতি করত লঙ্কায় প্রত্যাগত হইয়া, রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, রাজন্! বিভীষণ বদার্থ আমাদের গ্রহণ করিলে, অপারিসীমতেজস্বী ধর্মাত্মা রাম দর্শনমাত্র আমাদের পরিত্রাণ করিলেন। দশরথ-নন্দন শ্রীমান্-রাম, লক্ষ্মণ, বিভীষণ ও মহেশ্ব তুল্য পরাক্রান্ত পরমতেজীয়ান্ সুগ্রীব এই চারিজন পুরুষশ্রেষ্ঠ একত্র মিলিত হইয়াছেন। ইহারা লোকপাল সদৃশ, শূর, ক্রতাজ্ঞ ও দৃঢ়বিক্রম। ইহারা প্রাকার ও তোরণ সহিত সমুদায় লঙ্কা উৎপাটন করিয়া পুনরায় প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম; বাণরগণ সকলে অবস্থান করুক। ফলতঃ, রামের যে প্রকার প্রহরণ ও মাদৃশ রূপ, তাহাতে, তিনি একাকী লঙ্কানগরী ধ্বংস করিবেন; অন্য তিন

জনের আবশ্যক নাই । রাম, সুগ্রীব ও লক্ষ্মণ কর্তৃক রক্ষিত হও-
য়াছে, বানরবাহিনী সমস্ত সুরাসুরগণেরও নিতান্ত দুর্দর্শ হই-
য়াছে ! মহাত্মা বানরগণ সকলেই সংশ্রুতি সংগ্রাম করিতে
ইচ্ছুক । তাহাদের অনীকিনীষু যোদ্ধাগোত্রের নিরতিশয় হর্ব-
বিশিষ্ট উঠিয়াছে । অতএব আপনি বিরোধ না করিয়া, শান্তি-
বিধানের দ্বারা রামকে জ্ঞানকৌ সংশ্রুত করুন ।

ষড়বিংশ সর্গ ।

সারথের অভিহিত সত্য ও অক্লীব বাক্য শ্রবণ করিয়া,
রাজা রাবণ কহিতে লাগিলেন, দেব, দানব ও গন্ধর্বগণও যদি
আমার বিপক্ষে অভ্যুত্থিত হয়, এবং যদি সমস্ত লোকও আমায়
বিভীষিকা প্রদর্শন করে, তাহা হইলেও, আমি সীতাকে দিব না ।
সৌম্য ! তুমি বানরগণ কর্তৃক পীড়িত ও নিতান্ত অসুখভাবাপন্ন
হইয়াছ, সেই জন্য এই মুহূর্ত্তেই সীতার প্রতিশ্রুতি তোমার
প্রাপ্ত কল্প বোধ হইতেছে । দেখ, কোন শত্রু যুদ্ধে আমায়
প্রাজয় করিতে পারে ?

রাক্ষসরাজ শ্রীমান্ রাবণ এই প্রকার পরম বাক্য প্রয়োগ
করিয়া, বানরসৈন্য পবিদর্শন মানসে বহুতালমুন্নত তিমিগৌর
প্রাসাদে আরোহণ করিলেন । তিনি কোম্পে মুচ্ছিত হইয়া,
সকল সারথের সহিত তথায় আরোহণ পূর্বক সমুদ্র, পর্বত ও
অরণ্য সর্বত্র দৃষ্টিসঞ্চারণ করিয়া দেখিলেন, অপার, অসংখ্য ও
সুবিপুল বানরবল সমগ্র পৃথিবী আচ্ছন্ন করিয়া শয়ন করিয়াছে ।
তদ্বশনে তিনি সারথকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ইহাদের মধ্যে
কাহার প্রদান, কাহার শূর, কাহার মহাবল, কাহার অগ্রী,
কাহার মহোৎসাহসম্পন্ন, সুগ্রীব কাহাদের কথা শুনে, এবং
কাহারাই বা যুগপৎগণের যুগপতি, হে সারথ ! ইহাদের প্রভাবই
বা কিরূপ, আমার নিকট সবিস্তর কীর্তন কর ।

বানরগণের মধ্যে কাহারো প্রধান, সারথী তাহা অবগত হইয়াছিল। রাক্ষসরাজ রাবণ জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার কথা শ্রবণ করিয়া, বানরগণের মধ্যে প্রধানগণের পরিচয় দিয়া সে কহিতে লাগিল, এই যে বানর লঙ্কার অভিমুখে আগিয়া গর্জ্জন করিতেছে, শত সহস্র যুগপতি বানর যাহাকে বেষ্টন করিয়া আছে, যাহার অত্যাচাৰ্য্য নিনাদে প্রাকার, তোরণ শৈল, কানন ও বল সম্বন্ধিত সমগ্র লঙ্কা প্রতিহত হইতেছে এবং সমুদায় বানরগণের রাজা মহারাজা সুগ্রীব যাহাকে সেনানী করিয়াছেন, ইহার নাম যুগপতি বীর নীল। এই যে বীর্যবান বানর মানুষের ন্যায় বাহু উদ্যত করিয়া, পদভরে পৃথিবীতে গমন, লঙ্কার অভিমুখে কোপভরে সঙ্গদা জুম্ভা বিগর্জ্জন, অতিমাত্র রোষে ঝাংঝাং লাঙ্গুলাক্ষোড়ন পূর্বক তাহার শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত এবং তোমাকে যুদ্ধে আহ্বান করিতেছে, ইহার নাম অঙ্গদ। বানর-রাজ সুগ্রীব এই গিরিশৃঙ্গ প্রতীকাশ ও কমলকিঙ্করগণ বানরকে যৌবরাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন। এই অঙ্গদ বালীর সদৃশ পুত্র, সুগ্রীবের নিত্য প্রীতিভাজন এবং ইন্দ্রার্থে বরুণের ন্যায়, রামের অর্থে পরাক্রান্ত। রামের হিতৈষী বেগবান্ হনুমান, যে জনকাজ্ঞাকে দেখিয়া গিয়াছে, সে সকলই এই অঙ্গদের বুদ্ধি। বীর্যবান্ অঙ্গদ রাজা সুগ্রীবের অধীন বহুসংখ্য যুগ ও স্বকীয় অনীকিনী সমভিব্যাহারে গিয়া, আপনারে বিনাশ করিবার জন্য অভিযানে প্রস্তুত হইয়াছে। যে সকল বানরযুগপতি গাত্র বিষ্টক করিয়া, ক্ষেড়ন ও নর্দন এবং আহ্বান পূর্বক জুম্ভা ত্যাগ করিয়া থাকে, শক্রগণ যাহাদের বলবীর্য্যাদি সহ্য করিতে পারে না, যাহাদের স্বভাব ও পরাক্রম উভয়ই প্রচণ্ড, সেই এই চন্দনবাগী অষ্টশত সহস্র দশকোটি বীর বানর এই নলের অনুগামী হইয়াছে। এই নলও স্বীয় বাহিনী সহায়ে লঙ্কানগরী বিনাশ করিতে ক্রতোৎসাহ হইয়াছে। রক্তসঙ্কশ ভীমবিক্রম এই বানর শ্বেত শূর বলিয়া তিন লোকেই বিখ্যাত।

এই দেখুন, খেত বানরবাহিনী বিভক্ত ও প্রহরিত করিয়া, কার্য্য-
বশতঃ সুগ্রীবের সকাশে আসিয়া পুনরায় গমন করিতেছে।
যে বানর পূর্বে গোমতীতীরে রমানামক পর্ব্বত প্রদক্ষিণ করিত,
সেই এই যুথপতি কুমুদ বিবিধ পাদপূর্ণ সংযোতন পর্ব্বতে
রাজ্যশাসন করিয়া থাকে। সহস্র শত সহস্র বানর ইহার
অধীনঃস্বাহার দীর্ঘনাঙ্গুলনমাশ্রিত কেশর সকল বলবান আয়ত,
তাম্র পীত শ্বেত ও সিত বর্ণে লাক্ষিত, ইত্যন্তঃ বিক্ষিপ্ত ও ঘোর-
দর্শন, সেই এই অদীনস্বভাব চণ্ড সংগ্রাম আকাজক্ষায় অবস্থান
করিতেছে এবং স্বকীয় অনৌকিনীসহায়ে লক্ষা বিনাশ করিতে
উদ্যত হইয়াছে। এই যে সিংহসংকাশ, কপিলবর্ণ, দীর্ঘকেশর
কপি দৃষ্টিপাতে সেন লক্ষা দক্ষ করত একাএচিন্তে তাহার দিকে
চাহিয়া আছে, এবং বিক্রা, কৃষ্ণগিরি, সহ্য ও সুদর্শন এই সকল
পর্ব্বতে সত্তত অদিষ্ঠান করে, ইহার নাম যুথপতি সরভ। ঐ দেখ
ত্রিশং শতসহস্র হাচণ্ডস্বভাব হাচণ্ড প্রকৃতি ঘোরদর্শন বানর-
পুঙ্গব বল পুঙ্গব লক্ষা বিনাশ করিবার জন্য সরভকে পরিবেষ্টিত
করিয়া, ইহার অনুগমন করিতেছে। এই যে বানর বারংবার
জুগুতাগসহকারে কর্ণযুগল বিরত করিতেছে, মৃত্যু হইতেও
সাহার ভয় নাই, যে একাকীই যুদ্ধ করিতে সমুৎসুক যে, রোষভরে
প্রাক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় তির্য্যগ্দ্ৰষ্টি নিক্ষেপ ও লাক্কুলবিক্ষেপ
অবলোকন করত গভীর গর্জন করিতেছে, ইহার নাম রস্ত। এই
রস্ত রস্তজাতীয় বানরযুথের নিয়ন্তা। এবং নিরতিশয় তেজ-
প্রকাশ পুরঃসর নির্ভয়ে সর্ষদা সাশ্রয় ও রম্যপর্ব্বতে অবস্থিতি
করে। রাজনু! চঞ্জিশলক্ষ বিহার নামক বলবান যুথপতি
বানর এই রামের অনুগত। ঐ যে বানর মেঘের ন্যায়, আকাশ
আবরণ পূর্ব্বক সুরগণের মধ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, বানরবীরগণের
মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে, এবং সাহার ভেরীসদৃশ উপনিদাদ
সংবাদী যুদ্ধাভিলাষী কপিশ্রেষ্ঠগণের শব্দ সহিত কর্ণকূহরে প্রবেশ
করিতেছে, ইহার নাম যুথপতি পনস। এই পনস যুদ্ধে নিষ্ঠা

দ্রুম্ভুসহ এবং অনুপম পারিষাত্র পূর্নতে বাস করে । যাহাদের
প্রত্যেকের অধীনে এক এক দল বানর আছে, তাহারা যুগপতি
পঞ্চাশ লক্ষ বানর এই পনসের উপাসনা করিয়া থাকে । ঐ যে
বানর সাগর তীরে প্রতিষ্ঠিত ভয়ংকর প্রাবল্গিত চমূর শোভা
সমুদ্ভাবন পূর্বক দ্বিতীয় সমুদ্রের ন্যায়, অবস্থান করিতেছে, এবং
যাহার কলেবর দর্দূরগিরির ন্যায় প্রকাণ্ড, ইহার নাম যুগপতি
বিনত । এই বিনত যষ্টি লক্ষ বানরের নেতা এবং সরিষরা
বেণা নদীর সলিল পান করত বিচরণ করে । ঐ দেখুন, ক্রধন-
নামক বানর যুদ্ধের জন্য আপনাকে আহ্বান করিতেছে । বল-
বিক্রমবিশিষ্ট বহুসংখ্য যুগপতি বানর ইহার অধীন । যাহার
কলেবর গৈরিক বর্ণগন্নিভ এবং যে সর্ষদা বলদর্পিত হইয়া বানর-
গণের কাহাকেও গ্রাহ্য কর না ; ঐ সেই তেজস্বী গবয় ক্রোধ
ভরে আপনার অপেক্ষা করিতেছে । যুগপতি লক্ষ বানর
ইহার পরিচর্যা করে । এই গবয়ও স্বীয় অধীক সহায়ে লক্ষা
বিনাশে উৎসুক হইয়াছে । ফলতঃ, এই সকল যুগপতিশ্রেষ্ঠ যুগ-
পতিগণ সকলেই বীর ও দ্রুম্ভুসহ । তাহাদের সংখ্যা নাই ।

— :: —

সপ্তবিংশ সর্গ ।

রাজনু ! আপনি যুগপতিগণের পরিদর্শনে প্ররত হইয়া-
ছেন । আমি আপনার নিকট তাহাদের বিষয় বর্ণন করিব ।
তাহারা সকলেই রাসের জন্য পরাক্রম প্রকাশে উদ্যত হইয়াছে ;
লক্ষাপুরে কাহাকেও জীবিত রাখিবে না । যাহার দীর্ঘলাঙ্গুল-
সমাপ্তিত কেশরসমূহ বহু ব্যাম বিস্তৃত, স্নিগ্ধ ও ইতস্ততঃ বিক্লিষ্ট,
তাত্র পীত সিত ও কৃষ্ণবর্ণে অলঙ্কৃত, উৎক্লিষ্ট সূর্য্যগগৌচর ন্যায়
প্রকাশমান এবং পৃথিবীতে অনুরুদ্ধ হইয়া থাকে, ঐ সেই তার
নামক বানর । শত সহস্র কপি সহসা লক্ষারোহণে তৎপর
হইয়া, রক্ষ উদ্যত করত ইহার অনুগমন করিতেছে । ঐ দেখুন,

বানররাজ সুগ্ৰীবের যুগপতি কিংকর সকল সমুপস্থিত হইয়াছে । ইহার নীল মহাগেঘের ন্যায়, আপনার দর্শনবিষয়ে বিরাজমান হইতেছে । ইহার সকলেই অসিতাঞ্জনগন্নিভ ও যুদ্ধে সত্যপরা-ক্রম । সাগরের পরপারসংস্থিত রেণু রাশির ন্যায়, ইহাদের সংখ্যা বা নির্দেশ করা দুঃসাধ্য । পর্শত, নদী ও জনপদবাসী এই সেই সুদারুণ ঋক্ষগণ সকলেই আপনার অপেক্ষা করিতেছে । রাজন্ ! ইহাদের মধ্য ঐ ভীমান্ধ ভীমদর্শন কপি সমস্তাৎ জীমূত পরিবেষ্টিত পর্জনোর ন্যায় বিরাজ করিতেছে, ইহার নাম ধৃত্ব । এই ধৃত্ব সমুদায় ঋক্ষের রাজা এবং নস্মদা-সলিল পান করত গিরিবন ঋক্ষবান্ পর্শতে বাগ করে । অবলোকন করুন, ঐ পর্শতাকৃতি জাম্ববান ইহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা । জাম্ববান অতি শাস্ত্রস্বভাব, গুরুর আজ্ঞানুবর্তী ও যুদ্ধ অমর্য্য এবং ভ্রাতার সমান সৌন্দর্য্যবিশিষ্ট হইলেও, পরাক্রমে তাহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । অনেক মহাযুগপতি ইহার অধীন । দেবাসুর যুদ্ধে ধীমান্ জাম্ববান দেবরাজ ইন্দ্রের বিশিষ্টরূপ সাহায্য করিয়া অনেক বর প্রাপ্ত হইয়াছে । ইহার অধীনে অনেক সৈন্য আছে । তাহার পর্শতে আরোহণ করিয়া, শেখর হইতে মহাভবিপুল শিলা সকল নিক্ষেপ ও গভীর গর্জ্জন করিয়া থাকে ; মৃত্যু হইতেও উদ্বিগ্ন হয় না, রাক্ষস ও পিশাচের ন্যায় ক্রুর স্বভাব এবং অপরিমিত তেজঃপ্রকাশ পুরঃসর বিচরণ করিয়া থাকে । ইহাদের শরীর রোমে আচ্ছাদিত । ঐ যে বানর লীলাবশে কখনও লক্ষ প্রদান, কখনও বা অবস্থান করিতেছে, এবং বানরগণ একদৃষ্টে বাহাকে দেখিতেছে, ইহার নাম দম্ব । এই যুগপয়ুগপতি দম্ব অতি বলবান্ এবং সৈন্য সমভিব্যাহারে মহস্রলোচন ইন্দ্রের পরিচর্যা করিয়া থাকে । গমন সময়ে একযোজন ব্যবহিত পর্শত বাহার শরীরপার্শ্বে প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং বাহার কলেবর উর্দ্ধেও এক যোজন ব্যাপ্ত করিয়া, তত্রস্থ বহুজাত স্পর্শ করিয়া থাকে, সাহা অপেক্ষা ভয়ংকর রূপ চতুষ্পদ প্রাণীতে নাই, সম্ভা-

নায়ক

মন নামে বিখ্যাত এই সেই বানরগণের পিতামহ, অবলোকন করুন। পূর্বে এই যুধপয়ুধগ নীমান্ সন্ন্যাসন ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াও, পরাজয় প্রাপ্ত হয় নাই। শত্রুর সদৃশ পরাজ্যে এই বানর বিক্রমপ্রকাশে প্রস্তুত হইয়াছে, অগ্নি দেবাসুরযুদ্ধে দেবগণের সাহায্য করিবার জন্য গন্ধর্ব্বীর গর্ভে ইহাকে উৎপাদন করিয়াছেন। রাক্ষসনাথ! আপনার ভ্রাতা কুবের যে পর্ষতে জম্বু মেবা করেন, যে পর্ষতে বহুকিন্নরসেনী পর্ষতেন্দ্র গণের রাজা এবং আপনার ভ্রাতার নিত্য বিহারস্থল সংবিধান করে, সেই কৈলাস পর্ষতে এই শ্রীমান্ বলবান বানরোত্তম বাস করে। ইহার নাম ক্রপন। যুদ্ধে ইহার আত্মপ্রাণের লেশমাত্র নাই। এ দেখুন, ক্রপন কোটি সহস্র বানরবীরের পরিরত ও যথাবিধানে আসীন হইয়া স্বীয় অনৌক সহায়ে আপনার লক্ষা পুরী বিনাশ করিবার জন্য আক্রমণ করিতেছে! রাজান্ এ প্রমাথীনামক বানর বানরের নেতা ও যুধপতি, অবলোকন করুন। এই প্রমাথী হস্তী ও বানরগণের পূর্ববৈর স্মরণ পূর্বক গজযুধদিগকে বিভ্রাণিত করিয়া, ভাগীরথীর সমীপে পরিক্রমণ করে, গিরিগুহায় শয়ন পূর্বক গর্জন ও আরণ্য পাদপ সকল ভগ্ন করিয়া হস্তীদিগকে রুদ্ধ করিয়া থাকে, এবং গজার সমীপস্থ উগীর বীজ নামক পর্ষত ও মন্দরগিরি আশ্রয় করিয়া, স্বর্গে স্বয়ং ইন্দ্রের ন্যায়, বিহার করে। বানরবাহিনীর মধ্যে ইহার বিশেষ প্রাদান্য আছে। ইহাকে ধারণ করা দুর্ঘট। দশ কোটি বানর ইহার পরিচর্যা করে। তাহার। সকলেই বীৰ্য্য-বিক্রমদীপিত, সকলেই বিশিষ্টরূপ বাহুবলবিশিষ্ট এবং সকলেই গর্জনশীল। এ দেখুন, প্রমাথী, বায়ুবেগসমুদ্ভূত মেঘের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছে। এ দেখুন, পরমতেজস্বী বানরবাহিনী সংরক্ত হইয়া, ধূস্রবর্ণ ধূলিপটল সমুখিত করিতেছে। এ ধূলিরাশি বায়ুবেগে সমস্তাৎ সঞ্চালিত হইয়া, প্রমাথীর সমীপে বানরবান বিক্ষিপ্ত হইতেছে।

মহারাজ ! এই শ্বেতমুখ ভয়ংকর মহাবল শতলক্ষ গোলা-
 দুল সেতুবন্ধ দর্শন পূরক গবাক্ষ নামক যুধপতি গোলাদুলকে
 বেষ্টন করিয়া লঙ্কা বিনাশ করিবার জন্য গতেজে গর্জ্জন করি-
 তেছে । যেখানে ভয়ংকর সকল সর্ষদা বিচরণ ও রক্ষ সকল সকল
 কালেই ফল প্রাপ্য করে, যাহার বর্ণ দিবাকর সদৃশ, ও দিবাকর
 যাহাকে প্রদক্ষিণ করে, মুগপক্ষিগণ যাহার প্রভায় তৎসদৃশ বর্ণ-
 বিশিষ্ট হইয়া সর্ষদা প্রতিভাত হয়, মহাত্মা মহর্ষিগণ যাহার প্রস্থ-
 দেশ পরিত্যাগ করেন না, যত্রত্যা পাদপগণ সকলেই কামফল ও
 ফলপুষ্পসম্বিত, এবং যাহাতে রাশি রাশি মহামূল্য মধু সমুৎপন্ন
 হয়, সেই রমণীয় মহামেরুতে এই কপিমুখ্য মুখ্য যুধপতি
 কেশরী সর্ষদা বিহার করিয়া থাকে । হে অনঘ ! তুমি যেমন
 রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ ষষ্টিসহস্র গিরিগণের মধ্যে প্রদান
 সানর্পি মেরু নামে এক পর্বত আছে । ঐ পর্বতস্থ অস্তিমগিরিতে
 কপিল, শ্বেত, তাম্রান্য, মধুপিঙ্গল, তীক্ষ্ণদংষ্ট্র ও নখায়ুধ বানরগণ
 বাস করে । তাহারা সকলেই সিংহ, ব্যাঘ্র, বৈশ্বানর, আশীবিষ,
 মত্ত মাতঙ্গ, মহাগিরি ও মহামেঘ এই সকলের সদৃশ ; সকলেই
 দৌষাধিত লাঙ্গুলসম্পন্ন, রতপিঙ্গললোচনবিশিষ্ট এবং অতীব
 ভয়ংকর গতি ও শব্দসমাস্বত । তাহারা সকলেই লঙ্কার প্রতি
 দৃষ্টিপাত করিয়া, উহাকে সেন মর্দন করত অবস্থিতি করিতেছে ।
 ঐ দেখ, তাহাদের এই অদিপতি তাহাদের মধ্যে বিরাজমান
 হইতেছে । রাজন্ ! ইহার নাম পৃথিবী বিখ্যাত শতবলি ।
 বীষ্যবান্ শতবলি সর্ষদা রাজ্যাবধী হইয়া আদিত্যের উপাসনা
 করে । এবং স্বীয় অলীকসহায়ে ত্রদীয় রাজধানী ধ্বংস করিতে
 সমুৎসুক হইয়াছে । মহারাজ ! এই শতবলি বলবিক্রমশৌর্য্য-
 সম্পন্ন, স্বীয় পৌরুষে ব্যবস্থিত এবং রামের শ্রিয়ানুষ্ঠান জন্য
 ধানের মায়া পরিহার করিয়াছে । রাজন্ ! গয়, গবাক্ষ, নল,
 গীল, গজ ইহারা প্রত্যেকেই দশ দশ কোটি যোদ্ধার নায়ক ।
 তাস্ত্র, বিক্র্যপর্বতনিবাসী অন্যান্য অনেক প্রদান বানরসম-

বেত হইয়াছে। বহুতথ্যযুক্ত তাহাদের সংখ্যা করা দুঃসাধ্য। মহারাজ ! তাহারা সকলেই চম্পুক্রম, সকলেই মহাপ্রভাব, সকলেই মহাশৈলমদূশ কলেবর এবং সকলেই ক্ষণমধ্যে পৃথিবীর পূর্বত সকল বিশ্বস্ত ও বিকীরণ করিতে পারে।

অষ্টাবিংশতি সর্গ ।

সারণ এইরূপে সৈন্যানির্দেশ পূর্বক ভূষণীস্তাব অবলম্বন করিলে, শুক তাহার কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিল, মহারাজ ! এই যে সকল বানর মন্ত মহাগজ, গন্ধাতটোৎপন্ন বট রক্ষ অপবা হিমালয়জাত সাল তরুর ন্যায়, বসিয়া আছে, দেখিতেছেন, ইহারা সকলেই দুষ্সহ, মহাবল ও কামরূপী এবং দৈত্যদানবসন্কাশ ও যুদ্ধে দেবপরাক্রম। ইহাদের সংখ্যা শত-রন্দ, সহস্রশঙ্কু ও একবিংশতি সংস্রকোটি। ইহারা সকলে সুগ্রী-বের সচিব, সর্গদা কিক্ষিক্যায় বাস ও ঠেছানুসারে বিবিধ রূপ ধারণ করিয়া থাকে এবং দেব ও গন্ধর্ষ ইহাতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এ যে সমানাকৃতি ও দেবরূপী দুই জনকে দেখিতেছেন, ইহাদের নাম মৈন্দ ও দ্বিবিদ। যুদ্ধে ইহাদের প্রতিযোগী নাই। ইহারা ব্রহ্মা কতৃক অনুজাত হইয়া, অমৃত পান করিয়াছেন। এক্ষণে নিরতিশয় তেজঃপ্রকাশ পূর্বক লঙ্কা বিনাশ করিতে আশংসা করিতেছে।

এ যে বানর, মদমন্ত মহাগজের ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছে, দেখিতেছেন, ত্রুদ হইলে, বল পূর্বক মহামাগরও ক্ষুদ্র করিতে পারে। এই বানর আপনার ও জ্ঞানকীর অশ্বেষণ প্রসঙ্গে লঙ্কায় আগমন করিয়াছিল। পূর্বে ইহাকে দেখিয়াছেন, এক্ষণে আবার আসিয়াছে; দেখুন, এট কপি কেশরির জ্যেষ্ঠ পুত্র, পবননন্দন ও হনুমান নামে বিখ্যাত। এবং সাগর লঙ্ঘন

করিয়া, লঙ্কায় আসিয়াছে। পিতা পবনের ন্যায়, ইহার গতি অনিবার্য্য। এইরূপ বিখ্যাত আছে, বলবান্, রূপবান্, কামরূপ, হরিশ্চৈষ্ঠ এই পবনাজ্জ বাল্যকালে বুভুক্ষিত হইয়া, উদীয়মান ভাস্করদর্শনে ত্রিযোজন সহস্র পথ অবতরণ পূর্বক, আসি এতাদিত্যকে ভক্ষণ করিব, নতুবা আমার ক্ষুধানিবৃত্তি হইবে না, মনে মনে এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলদর্পিত হইয়া, লক্ষ্য প্রাপ্ত করিয়াছিল। কিন্তু দেব, আমি ও রাক্ষসগণেরও অতিশয় অনাধৃষ্য ভাস্করদেবকে প্রাপ্ত না হইয়া, উদয়গিরিতে পতিত হইয়া শিলাতলে পতিত হওয়াতে, আঘাত লাগিয়া ইহার এক চক্ষু হইয়া হনু কিঞ্চিৎ ভগ্ন হইয়া গেল। তদবধি এই দৃঢ়হনু নামের হনুমান নামে বিখ্যাত হইয়াছে। রাজন্! আমি এই ইতিবৃত্ত সমেত হনুমানকে বিশেষ বিদিত আছি। ইহার বল, রূপ, প্রভাব বর্ণন করা সাধ্য নহে। হনুমান একাকীই সমস্ত লক্ষ্য বিনাশে উৎসাহী হইয়া থাকে। এই হনুমান সেদিন আপনার লঙ্কায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত ও নিহিত করিয়াছিল, আপনি কিরূপে ইহাকে বিম্বৃত হইবেন?

• হনুমানের অব্যবহিত পরেই ঐ যে শৌর্য্যশালী, শ্যামলদেহ, পদ্মপলাশলোচন পুরুষ আসীন রহিয়াছেন, যিনি ইক্ষ্বাকুগণের মধ্যে অতিরথ ও লোকবিখ্যাত-পৌরুষ, যাহাঁতে ধর্ম্ম কখনো বিচলিত ও অতিবর্ত্তিত হয় না, যিনি সমস্ত বেদ ও ব্রহ্মাস্ত্র অবগত আছেন, এবং সমুদায় বেদবিদগণের অগ্রগণ্য, যাহাঁর বাণে গগনমণ্ডল ও মেদিনীমণ্ডল উভয়ই বিদীর্ণ হইয়া থাকে, মৃত্যুর ন্যায় যাহাঁর ক্রোধ, ইন্দ্রের ন্যায় যাহাঁর পরাক্রম, আপনি জনস্বান হইতে যাহাঁর ভার্য্যা হরণ করিয়া আনিয়াছেন, এই সেই রাম; রাজন্! আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিযুখীন রহিয়াছেন।

রামের দক্ষিণ পার্শ্বে ঐ যে বিশুদ্ধ জাম্বুনদপ্রভ, বিশাল-বক্ষা, তাম্রলোচন, নীলকুণ্ডিত-কেশকলপাবিশিষ্ট মহাপুরুষ বসিয়া আছেন, ইহার নাম লক্ষণ। ইনি জ্ঞাতার প্রিয়হিতনিরত,

যুদ্ধে ও নীতিতে নিপুণ, সমুদায় শস্ত্রধরগণের শ্রেষ্ঠ, অমরী, দুর্জয়, জেতা, বিক্রান্ত ও বলদর্পিত, এবং ইনি রামের দক্ষিণ বাহ ও নিত্য বহিস্চরপ্রাণ স্বরূপ । রামের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । ইনিও সমুদায় রাক্ষসংহারে আশংসা করিতে-
ছেন ।

ঐ যে পুরুষ রামের সব্য পক্ষ আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, ইনি রাক্ষসগণপরিক্ষিপ্ত রাজা বিভীষণ । রাজরাজ ক্রীমান্ রাম ইঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিয়াছেন । ইনিও সংরক্ষ হইয়া, আপনাত প্রতিকূলে যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছেন ।

ঐ বাহাকে অচলভূধরের ন্যায়, অবস্থিত দেখিতেছেন, এই বানর সমুদায় শাখামৃগেশ্বরের অধিপতি অসীমতেজস্বী সুগ্রীব । তেজ, যশ, বুদ্ধি, বল, অভিজন; সকল বিষয়েই কপিদিগকে অতিক্রম করিয়া, পর্বতরাজ হিমালয়ের ন্যায়, ইঁহার শোভা হইয়াছে । এই সুগ্রীব প্রদান প্রদান যুগপতির সঙ্কীর্ণ গহনক্রমবিশিষ্ট পর্বতদুর্গস্থ দুর্গম কিঙ্কিয়া গুহাতে বাস করে । শতপুঙ্ক-শালিনী কাঞ্চনময়ী মালা ইঁহার গলদেশে লম্বমান । এই মালা দেবমনুষ্য সকলেরই মনোহর ও স্মরণ লক্ষী উহাতে প্রতিষ্ঠিত আছেন । রাম বালিকে বধ করিয়া এই মালা, তারা ও শাখত কপিরাজ্য সুগ্রীবকে প্রদান করিয়াছেন ।

মনীষিগণ বলিয়া থাকেন, শত শত সহস্র এককোটি, শত-কোটসহস্রে, শকু, শতশকুসহস্রে, মহাশকু, মহাশকুসহস্রে, শতবৃন্দ, শতবৃন্দসহস্রে, মহাবৃন্দ, মহাবৃন্দ সহস্রে, শত পদ্ম, শতপদ্মসহস্রে, মহাপদ্ম, মহাপদ্মসহস্রে, শত খর, শতখর সহস্রে, মহাখর, মহাখর সহস্রে, সমুদ্র এবং শত সমুদ্র সহস্রে, এক মহৌষ্য হয় । বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ কোটি সহস্র, শংকুশত, মহাশংকুসহস্র, বৃন্দশত, মহাবৃন্দ সহস্র, পদ্মশত, মহাপদ্মসহস্র, খরশত, এক সমুদ্র ও এক মহৌষ্য সৈন্য লইয়া বীর বিভীষণ ও সচিবগণে পরিবারিত হইয়া, আপনাত সহিত

বুদ্ধার্থ অভিযুক্ত হইয়াছে । এই সুপ্রবীণ মহাবলব্রত ও মহাবল পরাক্রম । মহারাজ ! প্রজ্বলিত গ্রহোপম এই উপস্থিত বানরবাহিনী সন্দর্শন করিয়া, যাহাতে জয় হয় ও শত্রুগণ পরাভব করিতে না পারে, তদনুরূপ পরম প্রযত্ন বিধান করুন ।

উনত্রিংশ সর্গ ।

শুক এই প্রকার নির্দেশ করিলে, দশানন সমুদায় বানরযুগ্ম-পতিদিগকে দর্শন এবং রামের দক্ষিণ বাহনরূপ নিকটে উপবিষ্ট মহাবল লক্ষ্মণ, ভ্রাতা বিভীষণ, সকল বানরের রাজা ভীমবিক্রম সুপ্রবীণ, বালীর পুত্র বলবান্ জ্ঞানদ, বিক্রমশালী হনুমান, দুর্জয় জাম্ববান, প্লবগর্ভত সুশেণ, কুমুদ, নীল, নল, গজ, গবাক্ষ, শরভ, মৈন্দ ও দ্বিবিদ ইহাদিগকে অবলোকন করিয়া, কিঞ্চিৎ উদ্বেগ-চিন্তা ও জাতক্ৰোধ হইয়া, বীর শুক সারণ উভয়কেই ভৎসনা করিতে লাগিলেন । তাহার প্রণতি পূরক অধোমুখ হইয়া রহিল । অনন্তর রাবণ রোষগদ্যাদ সক্রোধ পরুষবাক্যে তাহাদিগকে কহিলেন, নিগ্রহ অনুগ্রহে সমর্থ রাজার সম্মুখে ঈদৃশ বিশ্রিয়বাদ প্রয়োগ করা অনুজীবী মন্ত্রিগণের কখনই উচিত হয় না । আমি জিজ্ঞাসা করি নাই, তথাপি তোমরা দুই জনেই বুদ্ধার্থ অভিযুক্ত প্রতিকূল শত্রুগণের ভব করিলে, ইহা কি তোমাদের অনুরূপ হইয়াছে ? বুঝিলাম, তোমরা আচার্য্য, গুরু ও ব্রহ্মগণের বৃথা পরিচর্যা করিয়াছ । রাজশাস্ত্রের বাহা সার এবং বাহা গ্রহণ করিতে হয়, তোমরা তাহা গ্রহণ কর নাই, অথবা, গ্রহণ করিয়া থাকিলেও, বিস্মৃত হইয়া গিয়াছ । সেই জন্য তোমাদের অজ্ঞানবাহুল্য সংঘটিত হইয়াছে । আমার অত্যন্ত সৌভাগ্য, সেই জন্যই তোমাদের ন্যায় ঈদৃশ মুর্থ মন্ত্রিগণের যোগেও আজিও রাজপদে প্রতিষ্ঠিত আছি । দেখ,

আমি সকলের শাসনকর্তা এবং আমার বাক্যমাজে লোকসকলের অনুগ্রহ নিগ্রহ হইয়া থাকে। অতএব আমাকে পরুষ কথা বলিতে তোমাদের কি মৃত্যুভয় হয় না? অরণ্যমধ্যে পাদপগণ অগ্নিস্পর্শ করিয়াও একদিন বাঁচিতে পারে, কিন্তু রাজদ্রোহী অপরাধিগণ কখনই বাঁচিতে পারে না। তোমরা পূর্বে অনেক উপকার করিয়াছ; সেই জন্য আমার ক্রোধ যদি মৃদুত্বাব অবলম্বন না করিত, তাহা হইলে, শত্রুপক্ষের প্রাণসাপরায়ণ পাপাজ্ঞা তোমাদের দুই জনকেই সংহার করিতাম। তোমরা আমার নিকট হইতে দূর হও, আর আমার প্রত্যক্ষে আসিও না। তোমাদের কৃত উপকার সকল আমার মনে পড়িতেছে। সেই জন্য তোমাদের সংহারে আমার অভিলাষ হইতেছে না। অথবা তোমরা যখন কৃতঘ্ন ও আমার প্রতি স্নেহ হীন, তখন আপনা হইতেই হত হইয়াছ।

শুক মারণ উভয়ে এই কথা শুনিয়া, লজ্জিত হইয়া, রাবণকে জয় হউক বলিয়া, প্রতিনন্দন করত তথা হইতে বিনিঃসৃত হইল। তাহারা প্রস্থান করিলে, দশানন সমীপস্থিত মহোদরকে কহিলেন, শীঘ্র চারদিগকে উপস্থিত কর। মহোদর যে আজ্ঞা বলিয়া তৎক্ষণাৎ চারদিগকে তথায় আসিতে আজ্ঞা করিলে, তাহারা অবিলম্বেই রাজার আজ্ঞানুসারে তথায় সমাগত এবং তাঁহাকে জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক সংবন্ধিত করিয়া, কৃতাজলিপুটে তাঁহার সমীপস্থ হইল। তাহারা চারদিকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বিশ্বস্ত, নির্ভীক ও শৌর্য্যাম্পন্ন। রাক্ষসরাজ রাবণ তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, রামের অভিপ্রায় পরীক্ষার জন্য তোমাদিগকে গমন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তি মন্ত্রণাবিশয়ে রামের পরম অন্তরঙ্গ ও প্রীতিভরে তাঁহার সহিত সমাগত হইয়াছে এবং রাম কিরূপে শয়ন ও জাগরণ করেন এবং অস্ত্র তিনি কিরূপ অনুষ্ঠান করিবেন, ইত্যাদি সমস্ত বিষয় নিপুণতাসংকারে সবিশেষ জানিয়া আইস। চারকর্তৃক শত্রু পরী-

ক্লান্ত হইলে, বুদ্ধিমান নরপতিগণ যুদ্ধে স্বল্পায়ুসেই তাহাকে আক্রমণ পূর্বক নিরস্ত করিয়া থাকেন।

চারগণ যে আজ্ঞা বলিয়া পরম আজ্ঞাদিত হইয়া, শার্দূলকে পুরোবর্তী করিয়া, মহাত্মা রাক্ষসসত্তম রাবণকে প্রদক্ষিণ করত রাম লক্ষ্মণ যেখানে তথায় প্রস্থান করিল। তাহারা প্রচ্ছন্নবেশে সুবেল শৈলের সমীপদেশে সমাগত হইয়া, বিভীষণ ও সুগ্রীবের সহিত রাম, লক্ষ্মণ ও বানরবাহিনী দর্শন করিল। দর্শন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া উঠিল। ধর্ম্মাত্মা রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ তাহাদিগকে দেখিতে পাইয়া, নিগূণীত করিলেন। তিনি তাহাদের মধ্যে শার্দূলকে অতিদ্রুত ভাবিয়া, বানরগণ সহায়ে গ্রহণ করিলে সেই কপিগণ তাহাকে গ্রাহার করিতে লাগিল। পরম দয়ালু রাম তাহাকে ও তাহার সহচর অন্যান্য রাক্ষসদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন। তাহারা লঘুবিক্রম ও বিক্রমশালী বানরগণ কর্তৃক অর্দ্ধিত ও হতচেতন হইয়া, নিষ্শ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে পুনরায় লক্ষায় সমাগত হইল। তাহারা পরব্রতান্ত পরিজ্ঞান-বাসনায় সর্বদা পররাষ্ট্রবিভাগে বিচরণ করিয়া থাকে। সুবেল শৈলের সমীপদেশে অবস্থিত দশাননের নিকটস্থ হইয়া, ঐ সকল মহাবল নিশাচর চর নামের সৈন্যব্রতান্ত নিবেদন করিল।

—:—

ত্রিংশ সর্গ।

অনন্তর চারগণ লক্ষাধিপতিকে সংবাদ দিল, রাম চূর্ণকর্ষ সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে সুবেল শৈলে সেনানিবেশ করিয়াছেন। মহাবল রাম উপস্থিত হইয়াছেন, চারমুখে এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ কিঞ্চিৎ উদ্ভিগ্ন হইয়া শার্দূলকে কহিলেন, নিশাচর! তোমার বাক্য স্পষ্ট নহে; তুমি কাতরও হইয়াছ; ক্রুদ্ধ শত্রুদিগের হস্তে ত পাত্ত হও নাই?

ভয়বিধুর শার্দূল এইরূপ দিঙ্গাসিত হইয়া কণীবচনে রাজস-
 শার্দূলকে নিবেদন করিল, রাজন্ ! চার দ্বারা আপনি বানর-
 শ্রেষ্ঠদিগকে অবগত হইতে পারিবেন না ; তাহার বিক্রমশালী
 ও বলবান্ ; এবং রাম তাহাদিগকে রক্ষা করিতেছেন । তাহা-
 দিগের সহিত আলাপ করিবারই যোগ্যতা নাই ; সুতরাং
 কোন প্রসন্ন করা দুঃসাধ্য । পর্ত্তপ্রমাণ বানরগণ সত্ত্ব পথ
 রক্ষা করিতেছে । বলনির্দ্ধারণার্থ আমি তন্মধ্যে প্রাবষ্ট হইবা-
 মাত্র বিভীষণ প্রভৃতি রাক্ষসগণ আমাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া
 নানা পথে বিচরণ করাইল ; এবং অসহিষ্ণুস্বভাব বলবান্
 বানরগণ জানু, মুষ্টি, দস্ত ও করতল দ্বারা অতিশয় প্রহার করিতে
 করিতে আমার পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল । সর্ব্বত্র পরিচয়
 প্রদান করিয়া অবশেষে রামের সভায় লইয়া উপস্থিত করাইল ।
 তখন আমার অবশ অঙ্গ হইতে রুধির স্রাব হইতেছিল ; আমি
 বিহ্বল হইয়াছিলাম, আমার ইন্দ্রিয় বিচলিত হইয়াছিল । বানর-
 গণ আমায় বধ করিত ; কেবল আমি কৃতাজ্জলিপুটে প্রার্থনা
 করাতেই ভাগ্যবলে রোগ, না, না, বলিয়া আগায় মুক্তি দান
 করিলেন । রাম এই শৈল ও শিলা দ্বারা মহার্ঘব পূরণ করিয়া
 লঙ্কার দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক সশস্ত্র অবস্থিতি করিতেছেন । গরুড়-
 বাহ রচনা করিয়াছেন ; বানরগণ তাহার চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া
 আছে । আমাকে পরিত্যাগ করিবার পরেই মহাক্ষা লঙ্কার
 দিকেই অগ্রসর হইতেছেন । অগ্রে প্রাকারদেশে আগমন করি-
 বেন । ইতিমধ্যে আপনি সত্ত্ব দুইয়ের এক কাজ করুন ; হয়
 সীতাকে প্রত্যর্পণ না হয় যুদ্ধ দান করুন ।

রাবণ সেই কথা শ্রবণ ও মনোমধ্যে আন্দোলন করিয়া
 শার্দূলকে অতি মহাবাক্য বলিলেন, দেবতা, দানব ও গন্ধর্ব্বগণ
 একত্রিত হইয়া যদি আমায় আক্রমণ করে, আমি তথাপি সীতা
 প্রত্যর্পণ করিব না ; নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের ভয়েও প্রদান করিব
 না ।

মহাতেজা রাবণ এই কথা বলিয়া পুনর্বার বলিলেন, তুমি চার ভাবে সমস্ত সেনার পরিচয় পাইয়াছ ; এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি তস্মধ্যে কোন্ কোন্ বানর শূর । হে সৌম্য ! বানরগণের মধ্যে যাহারা দুর্দ্বিষ, তাহাদিগের ঋভা করুণ ; আকৃতিই বা করুণ ; তাহারা কাহার পুত্র ; কাহারই বা পৌত্র ; হে সুব্রত ! স্মৃতি করিয়া বল । তাহাদিগের বলাবল জ্ঞাত হইয়া কর্তব্য নির্দ্ধারণ করিব । যে ব্যক্তি যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে, শত্রুর বলাবল নির্ণয় করা তাহার অবশ্য কর্তব্য ।

উত্তম চর শার্দূল রাবণ কর্তৃক এইরূপ জিজ্ঞাসিত হইয়া, তৎ-সম্মুখান্নে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিতে আরম্ভ করিল, জাম্ববান নামে যুদ্ধে অজেয় বীর ঋক্ষরাজার ঔরসপুত্র এবং গদগদের ক্ষেত্রজ পুত্র । ধৃত ও গদগদের পুত্র । কেশরী রুহম্পতির পুত্র ; তাহারই পুত্র একাকী শত শত রাক্ষস বিনাশ করিয়াছিল । ধর্ম্মাশ্রা বীর্ষবান্ সুমেন ধর্ম্মের পুত্র । রাজন্ ! সৌম্যদর্শন বানর দদিমুখ চন্দ্রের নন্দন । নিশ্চয়ই বিধাতা সাক্ষাৎ মৃত্যুকে সুমুখ, দুর্ম্মুখ ও বেগদর্শী বানররূপে নির্মাণ করিয়াছেন । নীল অগ্নির পুত্র ; সেই সেনাপতি । বিখ্যাত হনুমান বাবুর তনয় । বলবান্ যুবা অদ্ভুত ইন্দ্রের পৌত্র । বলশালী মৈন্দ আর দ্বিবিদ দুই অশ্বিনীকুমারের অপত্য । কালাম্বুকোপম গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ ও গজ্জমাদন, এই পঞ্চবানর যমের পুত্র । দশকোটি বীর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী ক্রীমান বানর দেবগণের পুত্র । অপরের পরিচয় বলিতে পারি না ।

দুষণ, খর এবং ত্রিশিরাকে যিনি নিপাত করিয়াছেন, তিনি দশরথের পুত্র, নাম রাম ; রামের গঠন সিংহের ন্যায় এবং বয়স যৌবন । ভূমণ্ডল মধ্যে বিক্রমে তাঁহার সমান কেহই নাই । তিনি যমসম বিরাধ ও কবন্ধকে সংহার করিয়াছেন । পৃথিবীতে কোন মানব রামের গুণ বর্ণন করিতে পারে না । তিনি জনস্থানবাসী সমুদায় রাক্ষস বিনাশ করিয়াছেন । ধর্ম্মাশ্রা

লক্ষ্মণ যেন গজরাজ, তাঁহার বাণপথে পতিত হইলে ইন্দ্রও বাঁচিতে পারেন না ।

সেনামধ্যে শ্বেত আর জ্যোতির্ম্মুখ নামে দুই বানর সবিতার আশ্রয় । বানর হেমকূট বক্রণের পুত্র । বানরশ্রেষ্ঠ বীর নল ঐশ্ব-কর্ষ্মার পুত্র । বিক্রমশালী বেগবান দুর্জয় বহুর নন্দন । আপ-নার ভ্রাতা রাক্ষসগণের শ্রেষ্ঠ বিভীষণ লঙ্কারাজ্য প্রাপ্ত হইয়া রাঘবের হিতসাধনে নিযুক্ত হইয়াছেন ।

সুবেল পূর্ব্বতে সন্ন্যাসি নিখিল বানর সৈন্যের পরিচয় আপনাকে এই নিবেদন করিলাম । শেষ কর্তব্য এখন আপনার অধীন ।

একত্রিংশ সর্গ ।

চারগণ আসিয়া সংবাদ দিল, রাম দুর্জয় সৈন্যসমভিব্যাহারে লঙ্কামধ্যে সুবেল পূর্ব্বতে সন্ন্যাসি হইয়াছেন । মহাবল রাম আগমন করিয়াছেন, চারমুখে এই বার্তা শ্রবণ করিয়া রাক্ষস কিঞ্চিৎ উদ্ভ্রম হইয়া মন্ত্ৰিদিগকে কহিলেন, মন্ত্ৰিগণ ! অবহিত-চিন্তে শীঘ্র আগমন কর ; আমাদিগের মন্ত্ৰণার বথার্থ সময় উপস্থিত হইয়াছে ।

তাঁহার সেই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মন্ত্ৰিগণ সত্ত্বর নিকটে আগ-মন করিল । তখন রাবণ মন্ত্ৰী রাক্ষসগণের সহিত মন্ত্ৰণা করি-লেন ; এবং কর্তব্য কার্য স্থির করিয়া মন্ত্ৰিদিগকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নিজ আলয়ে প্রবেশ করিলেন । তদনন্তর মহামায়ী দশ-ভৌব মহাবল মায়াবী বিদ্যাজ্জিহ্ন নামক রাক্ষসকে সর্দে লইয়া গীতা যে স্থানে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় প্রবিষ্ট হইলেন । এবং মায়াবিৎ বিদ্যাজ্জিহ্নকে কহিলেন, আমরা মায়ী দ্বারা জনক-নন্দিনী গীতাকে মোহিত করিব । হেনিশাচর ! রাঘবের মায়াময়

মুণ্ড এবং এক মায়ায় মণরপন্থ হইয়া আমার নিকট আগমন কর। এই কথা শ্রবণ করিয়া নিশাচর বিদ্যাভিজ্ঞান বলিল, যে আজ্ঞা । এবং অবিলম্বেই রাবণকে সেই পরিপাতি মায়া প্রদর্শন করিল। রাজা তাহার শক্তি ভুঞ্জে হইয়া অলঙ্কার পুরস্কার করিলেন । পরে মহাবল রাক্ষসাদিপতি সীতাদর্শনলালন হইয়া অশোক বনে প্রবিষ্ট হইলেন । পুণিষ্ট হইয়া কুবেরানুজ দর্শন করিলেন, অশোকবন-মধ্যে দুঃখের অযোগ্য সীতা দুঃখিতা ও শোকপরায়ণা হইয়া অপেক্ষে স্বামীকে ভাবনা করিতেছেন । সন্নিকটে ঘোরা রাক্ষসী সকল উপবেশন করিয়া আছে । ভুঞ্জে দর্শন নিকট-বর্তী হইয়া আনন্দ ধনি করিয়া কহিতে লাগিল, ভদ্রে ! এ পম্পাস্ত আমি তোমায় নানা অনুনয় বিনয় করিলেও তুমি যাহাকে আশ্রয় করিয়া, কোন কপাই গ্রাস কর নাই, খরের বিনাশকর্তা তোমার সেই স্বামী সমরে নিহত হইয়াছে । আমি তোমার আশার মূলচ্ছেদ এবং তোমার দর্প নাশ করিয়াছি । সীতে ! এখন তুমি বিপদগ্রস্ত হইয়া অগত্যা আমার ভার্য্যা হইবে । মূঢ় ! যে অভিপ্রায় করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহা পরিত্যাগ কর, মৃত লইয়া আর কি করিবে । ভদ্রে ! তুমি আমার সকল ভায়ার অদীশ্বরী :ও । হে অল্লবুদ্ধে ! হে নষ্টসংকল্পে ! হে পণ্ডিত-মানিনি সীতে ! রুদ্র বধের ন্যায় স্বামিবধ সম্বাদ শ্রবণ কর । রাঘব আমাকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত বানররাজসংগৃহীত মহা-সৈন্য সমভিব্যাহারে সাগরতীরে উপস্থিত হয় । শেষে দিবা-কর অস্তগমন করিলে মহাসৈন্যের সহিত সাগরের উত্তরতীরে সন্নিবেশ করে । প্রথমতঃ অর্দ্ধর ত্রি সময়ে আমার চারগণ দেখিয়া আইসে, সমস্ত সৈন্য পথশ্রান্ত হইয়া গাঢ় নিদ্রা যাই-তেছে । পরে গ্রহস্ত আমার মহতী সেনা সংগ্রহ করিয়া, যথায় রাম লক্ষণ অবস্থিতি করিতেছিল, তথায় গমন করিয়া, রামের সৈন্য নাশ করিয়াছে । রাক্ষসগণ বানরগণের উপর উপযুপরি পি উৎ, পরিঘ, চক্র, ঋষ্টি, দণ্ড, বাণজাল, ভাস্কর শূল, কূট, মুদ-

গর, যষ্টি, তোমর, পাশ, চক্র ও মুষল প্রভৃতি মহাজ্ঞ সৰুল
 নিক্ষেপ করিয়াছিল । অবশেষে রণে স্রুত প্রহস্তু মহা বজ্র দ্বারা
 নিদ্রিত রামের মস্তক ছেদন করে । বিভীষণ পলায়ন করিতে
 যাইয়া, গৃহীত হইয়াছে । লক্ষ্মণ অবশিষ্ট বানরসৈন্যের
 সহিত কোণায় পলায়ন করিয়াছে । বানররাজ সুগ্রীব ভয়-
 গ্রীব হইয়া শয়ন করি। অহা । নাহা ! রাক্ষসগণ হনু
 মানকে বিনাশ করিয়াছে, তাহার চনু ভগ্ন হইয়া গিয়াছে । জাম্ব-
 বান দুই জানুতে উখিত হইতেছিল ; এই সময়ে যুদ্ধ ভূমিতে
 নিহত এবং বহু পট্টিশ দ্বারা পাদপের ন্যায় খণ্ড খণ্ড হইয়াছে।
 বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদ শোণিতে লিপ্ত হইয়া দীর্ঘ শিশু
 ত্যাগ ও ক্রন্দন করিতে করিতে পিনষ্ট হইয়াছে ; সেই দুই
 শত্রুনিষুদন অগ্নি দ্বারা মধ্যভাগে ছিন্ন হইয়া পতিত আছে ।
 পনস পনসের ন্যায় ভূপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিতেছে । দরৌমুখ বহু
 নারাচ দ্বারা ছিন্ন হইয়া দরৌতে শয়ন করিয়া আছে । মহাতেজা
 কুমুদ চিচিকুচি শব্দ করিয়া বাণ দ্বারা নিহত হইয়াছে । রাক্ষস-
 গণ আক্রমণ করিয়া বহু শর দ্বারা অঙ্গদকে বিনাশ করিয়াছে ।
 অঙ্গদ ভূমিতে পতিত হইয়া সর্কাদ্দে রুধির উদ্‌গার করিতেছে ।
 বায়ুবেগমণ্ডিত বারিধরের ন্যায়, অপরাপর বানর কতক নাগগণ
 কতক বা বাণজাল দ্বারা মর্দিত হইয়া, শয়ন করিয়া আছে, কতক
 কতক আহত ও ভীত হইয়া ইতস্ততঃ পলায়ন করিয়াছে । সিংহ
 মহাগজের ন্যায়, রাক্ষসগণ তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত
 হইয়াছিল । কতক সাগরে পতিত হইয়াছে ; কতক আকাশ-
 মার্গে পলায়ন করিয়াছে । ঋক্ষগণ বানরগণের সহিত মিশ্রিত
 হইয়া নানা রূক্ষে আরোহণ করিয়াছে । পিঙ্গলাক্ষ বহুতর
 বানর বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণের হস্তে সাগরের তীরে, শৈলে ও
 বন সকলে বিনাশ পাইয়াছে । আমার সৈন্য এই প্রকারে
 তোমার স্বামীকে সসৈন্যে বিনাশ করিয়াছে । এই দেখ, তাহার
 রূপিরাক্ত ধলিমুক্ত মস্তক আনীত হইয়াছে ।

এই কথা বলিয়া দুর্জয় রাক্ষসরাজ রাবণ সীতার শ্রবণগোচরে এক রাক্ষসীকে আজ্ঞা করিলেন, যে স্বয়ং সমরস্থলী হইতে রামের মস্তক আহরণ করিয়াছে, সেই ক্রুরকর্মা বিদ্যাজ্জিহ্ব রাক্ষসকে আনয়ন কর । পরে বিদ্যাজ্জিহ্ব ঐ মস্তক ও শরাসন লইয়া, রাবণকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । তখন রাজা সমীপে দণ্ডায়মান মহাজিহ্বানম্পন্ন রাক্ষস বিদ্যাজ্জিহ্বকে কহিলেন, দাশরথির মুণ্ড শীঘ্র সীতার সম্মুখে রক্ষা কর, রূপণা ভর্তার অস্তিম দশা স্পষ্টে প্রত্যক্ষ করুক ।

এই বাক্য শ্রবণে রাক্ষস সেই শিয়দর্শন মস্তক সীতার সমীপে নিক্ষেপ করিয়া মহর অদৃশ্য হইল । রাবণও এই রামের শরাসন বলিয়া, সেই ত্রিলোকবিখ্যাত ভাস্কর মহৎ শরাসন নিক্ষেপ করিলেন । কহিলেন, এই সেই তোমার রামের সজ্জ শরাসন, প্রহস্ত সেই মানুষকে বিনাশ করিয়া ইহা এই স্থানে আনয়ন করিয়াছে ।

রাবণ বিদ্যাজ্জিহ্বের সঙ্গে সঙ্গেই সেই মুণ্ড ও শরাসন ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া যশস্বিনী বিদেহরাজনন্দিনীকে কহিলেন, আগার বণবর্তিনী হও ।

—০*০—

দ্বাত্রিংশ সর্গ ।

সেই মুণ্ড ও শরাসন দর্শন ; অনুমান স্ত্রীবেদে সহিত যে বকুতের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা স্মরণ ; এবং স্বাগীর নয়নযুগল, মুখবর্ণ, সেই প্রকার মুখ, কেশ, কেশাস্ত, ও সুন্দর চূড়ামণি ; এই সকল অভিজ্ঞান দ্বারা চিনিতে পারিয়া, সীতা নিরতিশয় দুঃখিতা হইয়া কুরুরীয় ন্যায় ক্রন্দন করিতে করিতে কৈকয়ীকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন, কৈকেয়ী । তোমার মনস্কামনা পূর্ণ হইল ; বংশধর নিহত হইলেন । কলহস্থভাবা

তোমা হইতে সমস্ত কুল উৎসন্ন হইল। আর্য্য রাম কৈকেয়ীর কি অনিষ্ট করিয়াছিলেন, যে তিনি চীর বসন দান করিয়া, আমার সহিত তাঁহাকে বনে নির্দাসন করিলেন।

তপস্বিনী বালা বিদেহনন্দিনী এই কথা কহিয়া, ছিন্না কদম্বীর ন্যায়, কাম্পিতকলেবরে ভূমিতে পতিত হইলেন। ক্ষণপরেই আশ্বাস ও চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, আয়তলোচনা সেই মন্তুক নিকটে স্থাপন করিয়া দিলাপ করিতে লাগিলেন, হা মহাবাহো! হা পিতৃনত্যাথাত্মিনাক! আমি হত হইলাম; তোমার মরণে আমি এই শেষ দশা প্রাপ্ত হইলাম; আমি বিধবা হইলাম। স্বামীর মরণ নারীর প্রধান বিপদ; তুমি ত আমাকে সচ্চরিত্র দর্শন এবং নিজ সচ্চরিত্র প্রকাশ করিয়া আমার অগ্রেই প্রস্থান করিলে। আমি মহদ্ধুঃখ প্রাপ্ত হইয়া শোক সাগরে নিমগ্ন হই-
রাছি; একমাত্র যিনি আমার উদ্ধার করিতে উদ্যোগী হইয়া-
ছিলেন, সেই তুমিও নিপাত্ত হইলে। রাখব! তুমি আমার শ্বশুর
কৌশল্যার একমাত্র পুত্র; বৎসলা গভীর ন্যায় তিনি তোমার
প্রতি স্নেহবতী ছিলেন; এক্ষণে তোমার মরণে বিনৎসা হই-
লেন। রাখব! দৈবজ্ঞগণও বলিয়াছিলেন, তুমি দীর্ঘায়ু; কিন্তু
তাঁহাদিগের বাক্য মিথ্যা; রাখব! তুমি অল্পায়ু। আহা,
এতদূশ বিজ্ঞ হইয়া তোমারও এইরূপ বুদ্ধি লোপ হইল যে
অসাবধানে নিদ্রিত হইলে! অথবা, কালই প্রাণিদিগের কেশ্বর;
তিনি যেরূপ করান, প্রাণী সেইরূপই করে। তুমি নীতিশাস্ত্রবিৎ,
বিপৎপ্রত্যকারের উপায় জানিতে, সুতরাং বিপদ নিবারণ
করিতে বিলক্ষণ পটু ছিলে; তথাপি পূর্বে না জানিয়া মৃত্যু-
প্রাপ্ত হইলে! হে কমললোচন! আমি ভীষণ নিষ্ঠুর, কাল-
রাত্রি; তোমায় এরূপ বল পূর্বক আশ্বিন করিয়া আকর্ষণ
করলাম, যে তুমি নষ্ট হইলে! হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! তপস্বিনী
আমাকে পরিত্যাগ পূর্বক, প্রিয়া নারীর ন্যায় পৃথিবীকে আলি-
ঙ্গন করিয়া কোথায় শয়ন করিয়া আছে। বীর! এই তোমার

সুবর্ণবিভূষিত শরাসন, আমি ইহাকে ভাল বাসিতাম এবং অতি যত্ন পূর্বক গন্ধমাল্য দ্বারা ইহার অর্চনা করিতাম। হে অনন্স ! তুমি স্বর্গে নিশ্চয়ই আমার অশ্রুত তোমার পিতা দশরথ এবং সমুদায় পিতৃদিগের সহিত মিলিত হইয়াছ। তুমি যে মহৎ কৰ্ম্ম করিয়াছ, তাহা আকাশে নক্ষত্র স্বরূপ হইয়াছে ; সেই জন্যই কি নিজ শ্রিয় পুত্র রাজবংশ পরিত্যাগ করিয়া গমন করিলে ? রাজনু ! আর দেখিতেছ না কেন ? আমার সহিত আলাপ করিতেছ না কেন ? আমি বালিকা, তুমিও বালক অবস্থাতেই আমায় সহচারিনী ভাব্যা করিয়াছিলে। পাণ্ডিত্যকালে তুমি প্রীতিজ্ঞা করিয়াছিল যে, আমার সহিত মম্মাদি আচরণ করিবে, হে কাকুৎস্থ ! তাহা স্মরণ কর। সেই জন্যই দুঃখিতা আমাকেও লইয়া যাও। হে গতিমৎশ্রেষ্ঠ ! দুঃখিতা আমাকে এই লোকোপরি পরিত্যাগ করিয়া, তুমি।ক জন্য গমন করিলে ? তোমার মঙ্গলময় মনোরম গাত্র, আমিই কেবল আধিজন করিতাম ; এক্ষণে নিশ্চয়ই ক্রব্যাদগণ সেই শরীর ইতস্ততঃ আকর্ষণ করিতেছে। তুমি অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ করিয়া দক্ষিণান্ত করিয়াছিলে, তথাপি তুমি বৈতান অগ্নি দ্বারা সংস্কার লাভ করিলে না কেন ? শোকলালসা কৌশল্যা প্রবাসগত তিন জনের মধ্যে কেবল লক্ষ্মণকেই প্রত্যাগত দর্শন করিবেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলে পর, লক্ষ্মণ তাঁহাকে নিশাকালে রাক্ষসসৈন্য দ্বারা তোমার মিত্রসৈন্যের এবং তোমার নিজেরও বিনাশের কথা কহিবে। অসুখি অবস্থায় তুমি বিনষ্ট হইয়াছ, আমি রাক্ষসগৃহে বাস করিতেছি জানিয়া তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে ; তিনি আর থাকিবেন না। নির্দোষ নৃপনন্দন রামচন্দ্র সাগর পার হইয়া আমারই দোষে গোপ্পদে নিহত হইলেন ! দাশরথি কুণপাংসনৌ আমাকে পতিপরায়ণা জানিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, কিন্তু ভার্য্যাই আৰ্য্যপুত্র রামের মুত্যা হইল। আৰ্য্য ! আমি নিশ্চয়ই অন্য জন্মে উত্তম দানে বাদ্য দিয়াছিলাম ; সেই জন্যই সর্পা-

তিথিপ্রিয়ের ভাৰ্য্যা হইয়াও আমায় এই প্রকারে শোক করিতে হইল । রাবণ ! তুমি আমাকেও রামের শরীরের উপর বিনাশ কর । পত্নীকে পতির সহিত মিলিত করাইয়া অনুত্তম পুণ্যসঞ্চয় কর । আমার মন্তক ইঁহার মস্তকের, এবং আমার শরীর ইঁহার শরীরের সহিত যোজনা কর ; রাবণ ! আমি মহাত্মা স্বামীর অনুগমন করিব ।

আয়তলোচনা জনকনন্দিনী দুঃখে মস্তপ্ত হইয়া এই প্রকারে বিলাপ এবং স্বামীর মুণ্ড ও পদ দর্শন করিতে লাগিলেন ।

সীতা এই প্রকার বিলাপ করিতেছেন, ইতিমধ্যে দ্বাররক্ষক রাক্ষস কৃতঞ্জলিপুটে প্রভুর নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল । এবং স্বামীর জয় হউক বলিয়া অভিবাদন ও স্তুত করিয়া নিবেদন করিল, সেনাপতি প্রহস্ত আগমন করিয়াছেন । প্রভো ! সকল অমাত্যের সহিত প্রহস্ত আপনার নিকট আগমন করিয়াছেন, এবং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করিয়া আমায় প্রেরণ করিয়াছেন । মহারাজ ! অবশ্যই রাজ্যসংক্রান্ত কোন গুরুতর বার্য্যা আছে ; অতএব আপনি ক্ষমা করিয়া, তাঁহা-দিগকে দর্শন দান করুন ।

রাক্ষসের নিবেদিত বাক্যে এই সংবাদ শ্রবণ পূৰ্ব্বক দশানন অশোক বন পরিত্যাগ করিয়া অমাত্যদিগকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন । এবং রামের বিক্রম জ্ঞাত হইয়াও মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া সভায় প্রবেশ করত কর্তব্যের অনুষ্ঠান করিলেন । রাবণ বহির্গত হইবার পরেই সেই মুণ্ড ও সেই কার্ম্মক অন্তর্দ্বান হইল ।

এদিকে রাক্ষসরাজ রামসম্বন্ধে কর্তব্যকার্য্য বিষয়ে ভীমবিক্রম মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিলেন । পরে নিকটস্থিত সমস্ত হিতৈষী সেনাধাক্ষদিগকে কালোচিত আদেশ প্রদান করিলেন ; কহিলেন, দণ্ডাহত উচ্চ ভেরী শব্দে তোমরা আমার সৈন্য-দিগকে একত্র কর ; কোন কারণ ব্যক্ত করিবে না ।

যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী দূতগণ যে আজ্ঞা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ মহাগৈর্য্য
একত্রিত করিয়া স্বামীকে সংবাদ দিল।

— :: —

ত্রয়স্বিংশ সর্গ ।

প্রাণয়িনী সখী রাক্ষসী সরমা জনকনন্দিনী শিয়া সীতাকে
অভিভূতা দর্শন করিয়া তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল। তাঁহাকে
রাক্ষসরাজ কর্তৃক বঞ্চিতা এবং নিতান্ত দুঃখিতা দর্শন করিয়া
মুদুভাষিনী সরমা আশ্বাস দান করিতে লাগিল। দৃঢ়ব্রতা দয়ালু-
হৃদয়া সরমা রক্ষা কার্য্যে নিযুক্তা হইয়া রক্ষমাণা সীতার সহিত
সখিতা করিয়াছিল। সরমা দেখল, সীতা জ্ঞানশূন্যা হইয়া বড়
বার ন্যায় নিলুপ্তন করিয়া ধূলিধূসরিত গাত্রে উত্থান করিয়াছেন।
তখন সে সখীস্নেহপ্রযুক্ত সেই সুব্রতাকে আশ্বাস দান করিতে
লাগিল। কহিল, রাবণ তোমাকে দাও বলিয়াছে, এবং তুমি
তাঁহাকে যে প্রত্যাভ্যর্থন করিয়াছ, ভীক্ৰ ! আমি সখীস্নেহবশতঃ
তোমার জন্য নিঃসর্জন গহন বনমধ্যে লুক্কায়িত হইয়া, রাবণের
ভয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদায় শ্রবণ করিয়াছি, রাবণ হইতে
আমার ভয় নাই। আর রাক্ষসেশ্বর রাবণ যে কারণে অস্ত্রে
ব্যস্তে বহির্গমন করিয়াছে, হে মৈথিলি ! আমিও বহির্গত হইয়া
সে সমস্ত অবগত হইয়াছি। রাম জিতচেতা ; তাঁহাকে নিদ্রিতা-
বস্থায় আক্রমণ করা অসম্ভব। সেই পুরুষব্যগ্রকে বধ করাও
অসম্ভাবিত। একরূপ, পাদপযোদী বানরদিগকে বিনাশ করাও
অসাধ্য ; ইন্দ্র যেমন দেবতাদিগকে, রাম তেমনি তাঁহাদিগকে
সাবধানে রক্ষা করিতেছেন। সুগোলদীর্ঘবাহু, বিশালবক্ষা,
প্রতাপশালী, বশ্মিতগাত্র, ধন্যাত্মা ক্রীমান্ রাম ভূবনে বিখ্যাত।
তিনি বিক্রমশালী, এবং সতত নিজের ও পরের রক্ষাকর্ত্তা।
শাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ পণ্ডিত ; প্রাতঃলক্ষ্যের সহিত তিনি কুশলে
আছেন। তাঁহার বল পৌরুষ অচিন্ত্য ; তিনি শত্রুগৈর্য্যের

নিহতা । সীতে ! শত্রুজ্যেষ্ঠা শ্রীমান্ রাঘব নিহত হন নাই । সর্বভূতের বিরোধী অনুচিতবুদ্ধি অন্যায়কন্মা ক্রুরস্বভাব মায়াবী রাবণ তোমার প্রতি মায়া প্রয়োগ করিয়াছে । তোমার শোক দূর হইয়া মঙ্গল উপস্থিত হইয়াছে , নিশ্চয়ই মৌভাগ্য তোমার ভজনা করিতেছে ; তোমার শিয়সংবাদ শ্রবণ কর । রাম বাণরসেনার নগ্নিত নাগর পার হইয়া নাগরের দক্ষিণ তীরে আনিয়া সন্ধিবেশ করিয়াছেন । নাগরহাস্তস্থিত সেনা তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে । রাবণ যে সকল ক্ষিপ্ৰগামী রাক্ষসদিগকে প্রেরণ করিয়াছিল, তাহারা সংবাদ আনিয়াছে, রাম নাগর পার হইয়াছেন । বিশালাক্ষি ! সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, রাক্ষস-ধিপতি রাবণ সচিবগণের সহিত মন্ত্রণা করিতেছে ।

সরমা সীতাকে এই সকল কথা কহিতেছে, ইতিমধ্যে সে ও সীতা সর্বোদ্‌যোগসম্পন্ন সৈন্যদিগের ভীমনাদ শ্রবণ করিলেন । দণ্ডাভিত ভেরীর মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া ক্ষুরভাবণী সরমা সীতাকে কহিল, হে ভীক ! এই ভেরী যুদ্ধ ঘোষণা করে ; মেঘ শব্দের ন্যায় এই ভেরীর শব্দ শ্রবণ কর । মত্ত মাতঙ্গ সকল সাজ্জিত, রথুরঙ্গ সকল যোজিত এবং তুরঙ্গারুঢ় প্রাসংস্ত মহত্ত নহস্ত যোদ্ধা দৃষ্ট হইতেছে । স্থানে স্থানে মহত্ত মহত্ত কবচ ধারী সৈনিক একত্রিত হইতেছে । বেগবান্ জলরাশি দ্বারা নাগরের ন্যায়, অদ্ভুতদর্শন সৈন্যগণ দ্বারা রাজপথ পূর্ণ হইয়া উঠিতেছে । রাক্ষসেন্দ্রের অনুচারি কৃষ্ণাস্তঃকরণ বেগবান্ রাক্ষস এবং রথ বাজি ও হস্তী সকলের মহামন্ত্রম উপস্থিত হইয়াছে । ঐশ্বর্য্যবলে বনদক্ষকারী দিবাংকের ন্যায়, দেখ এই শাবিত নিম্মল অশ্ব শস্ত্র এবং চন্দ্র ও বস্ম সকলের নানাবর্ণের আভা বহির্গত হইয়াছে । ঘণ্টার ধ্বনি, রথ চক্রের নির্ঘোষ, অশ্ব সকলের হ্রেষা এবং তূর্য্যধ্বনি শ্রবণ কর । উদ্যত-আম্বুদধারী ; রাক্ষসেন্দ্রের অনুচারী রাক্ষসগণের লোমহর্ষণ তুমুল মন্ত্রম উপস্থিত হইয়াছে । হে কমলপদ্মাক্ষি ! শোকনাশক মৌভাগ্য তোমার

ভজনা করিতেছে, আর বাসব হইতে দৈত্যাদিগের ন্যায়, রাম হইতে রাক্ষসদিগের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। তোমার জিতক্রোধ অচিন্ত্যরাক্ষসস্বামী রাবণকে সমরে জয় ও বিনাশ করিয়া তোমাকে লাভ করিবেন। শত্রুর বাসব বিষুর সমভি-
ব্যাহারে যেমন শত্রুদিগের প্রাতি, তোমার স্বামী লঙ্কণের সমভি-
ব্যাহারে তেমনি রাক্ষসদিগের প্রাতি বিক্রমপ্রকাশ করিবেন। শীঘ্রই শত্রুনিপাত হইলে পর আমি দর্শন করিব, তুমি কৃতকর্মী হইয়া আগত রামের কোড়ে উপবেশন করিয়াছ। জানকি ! তুমি মিলনলাভ করিয়া আলিঙ্গিত হইয়া গেইশালবন্ধার বক্ষঃ-
স্থলে আনন্দজনিত অশ্রুপাত করিবে। গীতে ! বহুকাল তুমি যে একবেণী ধারণ করিয়াছ, অবিলম্বেই মহাবল রাম তোমার সেই জঘনবিলম্বিত বেণী মোচন করিবেন। দেবি ! সর্পিণী যেমন নিম্নেরীক পরিত্যাগ করে, তুমি তেমনি তাঁহার সেই পূর্ণ-
চন্দ্রের ন্যায় উদিত মুখ দর্শন করিয়া শোকজন্য অশ্রুবারি পরি-
ভ্যাগ করিবে। মৈথিলি ! আর দিলম্ব নাই ; সুখোচিত রাম-
চন্দ্র সমরে রাবণকে সংহার করিয়া প্রিয়তমার সহিত সুখলাভ করিবেন। সুরষ্টি প্রাপ্ত হইয়া মেদিনী যেমন শস্যে প্রফুল্লিত হয়, মহাত্মা রামের আদর পাইয়া তুমি তেমনি আনন্দিত হইবে। দেবি। অশ্বের ন্যায় গণ্ডলগতিতে যিনি সত্ত্বর মেরুর চতুর্দিক্ বেষ্টিত করেন, এক্ষণে সেই দিবাকরের শরণাগত হও ; যেহেতু ইনি প্রজাদিগের ঈশ্বর।

চতুস্ত্রিংশ সর্গ।

রাবণের সেই বাক্যে বঞ্চিতা শোকসন্তপ্তা জানকীকে সরমা জল দ্বারা উত্তপ্তা মহীর ন্যায় এই প্রকারে শাস্ত করিল। অনন্তর কালজ্ঞা সখী সখীর হিতসাধন করিতে ইচ্ছা করিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্বক যথাকালে এই কথা কহিল, হে অসিতলোচনে ! আমি

ইচ্ছা করিয়াছি, গুপ্তভাবে যাইয়া রামকে কুশল সংবাদ দান করিয়া আবার গুপ্ত ভাবেই প্রত্যাগমন করি। আগি নিরাদম্বন আকাশপথে গমন করিলে, বায়ু কি গরুড়ও আমার অনুগমন করিতে পারে না।

সরমা এই কথা বলিলে পর গীতা পূর্বে শোকাধিত, কিন্তু এক্ষণে সুস্পষ্ট মধুর বাক্যে সরমাকে কাহিলেন, তুমি আকাশে বা পাতালেও গমন করিতে পার, কিন্তু উপস্থিতে তোমায় আমার যে কার্য্য করিতে হইবে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। যদি আমার ইষ্টে তোমার কর্তব্য হয়, যদি তদ্বিষয়ে তোমার স্থির নিশ্চয় থাকে তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, তুমি রাবণের নিকটে যাইয়া জানিয়া আইন, রাবণ কি করিতেছে। সেই মায়াবী দুষ্টক্কা শক্রভীষণ ক্রুর স্বভাব রাবণ, গীতা মদ্যের ন্যায়, আমার জ্ঞানলোপ করে। সে আত্মভীষণ রাক্ষসীদিগকে আমার রক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত রাখিয়া ইন্দ্রদিগের দ্বারা আমাকে নিত্য তর্জন ও বার বার ভৎসনা করিতেছে। আগি উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়াছি; আমার মন সুস্থ নহে। অশোক বনে স্থাপিত হইয়া আগি তাহার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়াছি। যদি তুমি আমার মুক্তিবিষয়ে তাহার কোনরূপ কথা অথবা তাহার যাহা স্থির সিদ্ধান্ত, আমাকে তাহার সংবাদ আনিয়া দিতে পার, তাহা হইলে, আমার প্রতি নিতান্ত অনুগ্রহ করা হয়।

গীতা এই কথা বলিলে পর মুদুভাষিনী সরমা তাঁহার বাস্পবিধুর বদন ধারণ করিয়া কহিল, জানকি! যখন তোমার এইরূপ অভিপ্রায়, তখন আগি চলিলাম। মৈথিলি! শক্রর অভিপ্রায় অবগত হইয়া, এখনই প্রত্যাগমন করিব। এই কথা বলিয়া সরমা রাবণের নিকটে গমন করিয়া, রাবণ ও তাঁহার মন্ত্রিগণের কথোপকথন শ্রবণ করিল। দুরাক্কা রাবণের অভিপ্রায় শ্রবণ করিয়া তাহার সিদ্ধান্ত জ্ঞাত হইয়া সরমা পুনর্বার সুন্দর অশোক বনে সত্বর আগমন করিল। দেখিল, জানকী, পদ্মীনা লক্ষীর

ন্যায় উপবেশন করিয়া, তাহারই অপেক্ষা করিতেছেন। মৃত্যুমিণী সরমা প্রাত্যগমন করিয়াছে, দর্শন করিবামাত্র, গীতা অলিঙ্গন করিয়া, স্বচক্ষে তাহাকে আসন দান করিলেন। এবং কহিলেন, এই আসনে উপবেশন করিয়া, তুমি সেই ভবান্বিত ক্রুর-স্বভাব রাবণের স্থির সিদ্ধান্ত উল্লেখ কর। সরমা এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ ও তাঁহার মন্ত্রীগণের কথোপকথন সমস্ত উল্লেখ করিল। বলিল, নৈদেহি! তোমায় মুক্ত করিবার জন্য জননী এবং অতি বিশ্বাসী রক্ত মন্ত্রী, উভয়ে উৎকৃষ্ট চিন্তাপদেশ দান করিয়াছিলেন। কহিয়াছিলেন, বিদগত উপহারা দি প্রদান পূর্বক নরনাথ রামকে মৈথিলী প্রত্যাৰ্পণ কর; জনস্থানে তুমি তাঁহার পরাক্রমের বিলক্ষণ নিদর্শন পাইয়াছ। হনুমানের সাগর লঙ্ঘন ও গীতাগন্দর্শন ও মনে কর। মানুষ হইলেই বা কে যুদ্ধে রাক্ষস বিনাশ করিতে পারে। মাতা এবং সেই রক্ত মন্ত্রী এই প্রকারে অনেক বুঝাইয়াছিল। কিন্তু যেমন দনপরায়ণ বাক্তি ধন ত্যাগ করে না, সে তেমনি তোমার মুক্তিদান করিতে ইচ্ছা করিল না। মৈথিলি! যুদ্ধে না মরিয়া তোমায় মুক্ত করিতে তাহার অভিপ্রায় নাই। অমাত্যগণের সহিত নির্ভুরেব এই নিশ্চয় হইয়াছে। মৃত্যুলোভে তাহার এই বুদ্ধি উপস্থিত হইয়াছে, যে যুদ্ধে যাবতীয় রাক্ষসগণের ও নিজের বিনাশ দ্বারা নিরস্ত না হইলে, কেবল রামের ভয়ে তোমার মুক্তি দান করিতে পারে না। হে অসিতলোচনে! রাম শাপিত শরণ্যে দ্বারা সবংশে রাবণকে বিনাশ করিয়া তোমায় অযোধ্যা লইয়া যাইবেন।

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে, ইতিমধ্যে সৈন্যগণের ভেরী ও শঙ্খমিশ্রিত কোলাহল শব্দ যেদিনী কম্পিত করিয়া কর্ণনিবরে প্রসিষ্ট হইল। বানরসৈন্যের সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কাস্থিত রাক্ষসরাজের ভৃত্যবর্গের তেজ হ্রাস এবং চিত্তের উৎসাহভঙ্গ হইল। রাজার দোমে তাহার আত্ম পরিভ্রাণ দেখিতে পাইল না।

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ।

শব্দের সহিত ঐ ভেরীর শব্দ করিয়া, মহাবাহু শত্রুপুংজিত
রামচন্দ্র লক্ষ্মী আক্রমণ করিবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন।
রাক্ষসরাজ রাবণ সেই শব্দ শ্রবণ পূর্বক মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া
মন্ত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিলেন। পরে সকলকে সম্ভাষণ
পূর্বক সভা প্রতিস্থাপিত করিয়া জগৎসমুদায় মহাবল ক্রুর
রাক্ষসরাজ রাবণ সকলকে ভিরঙ্কার করিতে করিতে কহিলেন,
সাগরলঙ্ঘন, এবং রামের বিক্রম ও বলপৌরুষবিষয়ে তোমরা
যাহা বলিলে, আমি তাহা শ্রবণ করিলাম। কিন্তু আমি জানি,
যুদ্ধে তোমাদিগের বিক্রম কখনই বার্থ হয় না। তবে এক্ষণে
রাগের বিক্রম জাত হইয়া সকলে বাক্য রোধ করিয়া পরস্পরের
মুখাবলোকন করিতেছ কেন ?

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভঁাহার মাতামহ অতি প্রাজ্ঞ
মালাবানু নামে রাক্ষস কহিল, রাজন ! যে রাজা চতুর্দশ বিদ্যায়
শিক্ষিত এবং নীতিমার্গের অনুগামী, তিনিই চিরকাল ঐশ্বর্য-
ভোগ এবং শত্রুদমন করিতে পারেন। উপযুক্ত সময়ে শত্রুর
সহিত সন্ধি এবং উপযুক্ত সময়ে যুদ্ধ করত যে রাজা স্বপক্ষ রক্ষি
করেন, তিনিই অক্ষয় ঐশ্বর্য্য ভোগ করেন। ক্ষীয়মাণ এবং
সমান শত্রুর সহিত সন্ধি করা কর্তব্য ; অয়ং প্রবল হইলে যুদ্ধ
করিবে। ফলতঃ শত্রুকে কখনই অবজ্ঞা করিবে না। অতএব
রাবণ ! আমার অভিরূচি তুমি রামের সহিত সন্ধি কর।
বাহার জন্য রাম তোমায় আক্রমণ করিয়াছেন, তুমি সেই সীতা
রামকে প্রত্যর্পণ কর। দেব, ঋষি ও গন্ধর্বগণ, সকলেই রামের
জয়াজ্ঞী ; অতএব রামের সহিত বিরোধ করিও না ; সন্ধি
কর। ভগবান্ ব্রহ্মা দেবতা, আর অশুরদিগের জন্য দুইটি পক্ষ
করিয়াছেন ; ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম ঐ দুই পক্ষের আশ্রয়। শুনা

যাহ, ধর্ম্মমণ্ডালা দেবতাদিগের পক্ষ ; আর অধর্ম্ম অমুর এবং
 রাক্ষসগণের পক্ষ । যখন সত্যযুগ ছিল, তখন ধর্ম্ম অধর্ম্মকে গ্রাস
 করিত ; যখন অধর্ম্ম ধর্ম্মকে গ্রাস করে, তখনই কলিযুগ হয় ।
 তুমি দিগ্বিজয় ক্রমে পর্য্যটন করিয়া সেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মনাশ, এবং
 অধর্ম্ম উপার্জন করিয়াছ ; সেই জন্যই শত্ৰুগণ আমাদিগের
 অপেক্ষা অধিক বলবান হইয়াছে । তোমার দুর্ব্বুদ্ধি হেতু বর্জিত
 হইয়া অধর্ম্ম আমাদিগকে গ্রাস করিতেছে, আর দেবতারা
 যাহার অনুষ্ঠান করেন, লেই ধর্ম্ম দেবতাদিগের পক্ষ বিবর্জন
 করিতেছে । বিষয়ে একান্ত আসক্ত হইয়া তুমি যাহা ইচ্ছা
 করিয়া, অগ্নিকল্প ঋষিদিগের মহা উদ্বেগ জন্মাইয়াছ । তাঁহা-
 দিগের প্রভাব প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় দুর্দ্ধব । তাঁহাদিগের
 চিত্ত তপস্যা দ্বারা শুদ্ধীকৃত ; তাঁহারা ধর্ম্মরক্ষায় নিরত । এই
 সকল ব্রাহ্মণেরা বিবিধ মুখ্য যজ্ঞের অনুষ্ঠান, বিধানানুসারে
 অগ্নিতে হোম এবং বেদাধ্যয়ন করিয়া থাকেন এবং রাক্ষসদিগকে
 অভিভব করিয়া বেদমন্ত্র উচ্চারণ করেন । সেই বেদশব্দে,
 ঐত্মকালীন মেঘের ন্যায়, রাক্ষস সকল দশ দিকে ধাবিত হয় ।
 অগ্নিকল্প ঋষিদিগের অগ্নিহোত্রসমুখিত ধূম রাক্ষসদিগের তেজ
 আবরণ পূর্ব্বক দশদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া উত্থিত হয় । নানা পুণ্যস্থানে
 নিয়মাচারী ঋষিদিগের আচরিত কঠোর তপস্যা রাক্ষসদিগকে
 তাপিত করে । তুমি দেব, দানব ও যক্ষদিগের হস্তে মরিবে
 না, এই বরই লইয়াছ । কিন্তু মনুষ্য, এবং মহাবল দৃঢ়বিক্রমশালী
 বানর, ঋক্ষ ও গোলাঙ্গুলগণ আগমন করিয়া গর্জন করি-
 তেছে । বহুবিধ বিবিধাকার ঘোর বহু উৎপাত দর্শন করিয়া,
 আমি সমস্ত রাক্ষসের বিনাশ অনুমান করিতেছি । কর্কশরাবী
 অতি ভয়ংকর মহামেঘ সকল লঙ্কার সর্ব্বত্র উষা শোণিত বর্ষণ
 করে । রোক্রয়মাণ বাহন সকলের নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দু পতিত
 হয় । ধূলীতে আচ্ছন্ন হইয়া নগরীর আর তাদৃশ শোভা নাই ।
 মাংসাদ গোমাংস এবং গৃধ্রগণ লঙ্কার আরাম মধ্যে প্রবেশ করিয়া

ভয়ানক চীৎকার করে, এবং দলবদ্ধ হয় । নিদ্রাকালে মহা-
কালী স্ত্রী সকল গৃহসামগ্রী আহরণ করত সম্মুখে দণ্ডায়মান
হইয়া সম্ভাষণ ও শুল্ক দত্ত প্রদর্শন পূর্বক হাস্য করে । কুকুর
সকল গৃহস্থিত পূজাসামগ্রী দৃষ্টিত করিতেছে । গাভীর গর্ভে
মূষিক উৎপন্ন হইতেছে । মার্জার ঘীপীর, শূকর কুকুরের
এবং কিল্লরগণ রাক্ষস ও মানুষের সহিত সহবাস করিতেছে ।
পাণ্ডুরবর্ণ লোহিতচরণ কপোত পক্ষী সকল কালধোরিত হইয়া
রাক্ষসগণের বিনাশের নিমিত্ত গৃহমধ্যে বিচরণ করিতেছে ।
গৃহস্থিতা সারিকা সকল কলহাকাঙ্ক্ষী অন্য পক্ষী কর্তৃক নির্জিত
ও এণিত হইয়া পতিত হইতেছে । মুগপক্ষিগণ সূর্য্যের দিকে
মুখ ফিরাইয়া ক্রন্দন করিতেছে । বিকলাঙ্গ মুণ্ডিতকেশ কৃষ্ণ-
পিঙ্গলবর্ণ করাল কাল পুরুষ সকলের গৃহে দৃষ্টি ফেপ করি-
তেছে ।

এই সকল এবং অন্যান্য নানাধকার উৎপাত আবির্ভূত
হইয়াছে । নোপ করি রাম বিষ্ণু, মানুষ মৃতি ধারণ করি-
য়াছেন । এতাদৃশ দৃঢ়বিক্রমশালী রাজন ! যিনি সমুদ্রে তাদৃশ
অদ্ভুত সেতু বন্ধন করিয়াছেন তিনি মানুষ নহেন । রাজন !
ভূমি মানুষরাজ রামের সহিত সন্ধি কর । জাণিয়া শুনিয়া,
স্থির করিয়া, শেষে যাহা উত্তরকালে চিত্তসামক হয়,
এরূপ কর্ম কর ।

সর্বোত্তম পৌরুষশালী বলবান্ মালাবান্ রাজনকে এই কথা
বলিয়া, তাঁগদিগের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাঁহার মন বুঝিয়া
ভূমীস্থাব অবলম্বন করিলেন ।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ।

কালের বশবর্তী হওয়ায়, মালাবানের সেই হিতবাক্য রাব-
ণের সহ্য হইল না । তিনি ক্রোধের অধীন হইয়া ললাটে জ্বকুটী

করিয়া কোপভরে ঘূর্ণিতলোচনে মালাবানকে কহিলেন, তুমি শত্রুর প্রবলতা স্বীকার করিয়া হিতবোধে আগায় যে অহিত বাক্য বলিলে, আমি তাহা কর্ণমাত্রে গ্রহণ করিলাম। রাম মানুষ, তাহাতে আমার পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া বন-বাসে প্রেরণ করিয়াছে; সুতরাং সে দুঃবস্থা-গ্রস্ত হইয়া বানরের আশ্রয় লইয়াছে, তুমি তাহাকে কি ভাবিয়া সমর্থ জ্ঞান করিতেছ। আমি রাক্ষসগণের ঈশ্বর; দেবগণ আগায় ভয় করে, কোনপ্রকার বিক্রমেই আমি ভীত নহি। কি দেখিয়া তুমি আগায় হীন বোধ করিতেছ? বুঝিলাম, আমি বীর, সেই জন্য তুমি আমার ঘেম করিয়া, অথবা শত্রুর প্রতি পক্ষপাতী হইয়া না হয় আমার উত্তেজন করিবার জন্য আগায় নানা পরুষ বাক্য বলিলে। উত্তেজনার্হ না হইলে কান্ শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি পদস্থ প্রভুকে পরুষ বাক্য বলিতে পারে। পদ্মহীনা লক্ষ্মীর ন্যায় গীতাকে বন মধ্য হইতে আনয়ন করিয়া, আমি কি জন্য রামের ভয়ে প্রত্যর্পণ করিব? দেখিবে, কয়েক দিনের মধ্যেই আমি বানরকোটিপরিণত সূত্রী ও লক্ষ্মণের সহিত রামকে পিনাশ করিয়াছি। যুদ্ধে সস্তু দেবগণ ও সাধারণ প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া অবস্থিতি করিতে পারে না; সেই কারণে কি জন্য যুদ্ধে ভয় প্রাপ্ত হইবে, বরং দ্বিধা ভয় হইব, তথাপি নত হইব না। এই আমার প্রাকৃতিক দোষ, দুস্ত্যজ স্বভাব। যদিই রাম যদৃচ্ছাক্রমে সাগরে নেতু বঞ্জন করিয়া থাকে, তাহাতেই বা আশ্চর্য্য কি যে, সেই জন্য তুমি ভীত হইয়াছ? রাম সাগর পার হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, রাম বানরসেনাসমভিব্যাহারে জীবিত থাকিয়া ফিরিতে পারিবে না।

রাবণ এই কথা বলিলে পর, মালাবান তাহাকে ক্রুদ্ধ ও বিচলিত জানিয়া লজ্জিত হইয়া আর কোন উত্তর করিলেন না। যথোচিতরূপে জয় শব্দ দ্বারা আশীর্বাদ ও স্তুতি করিয়া, মালা-

আম, ভাষার অনুবর্তি লইয়া নিজ আলয়ে গমন করিলেন।
 রাবণ অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা ও কার্য পর্যালোচনা
 করিয়া লঙ্কার রক্ষা করাইলেন। পূর্নদ্বারে হস্ত রাক্ষস,
 দক্ষিণ দ্বারে মহাবীৰ্য্য মহাপাশ্ব ও মহোদর আর পশ্চিম দ্বারে
 বহুরাক্ষসপরিবৃত মহামায়ী পুত্র ইন্দ্রজিংকে প্রেরণ করিলেন ;
 এবং শুকসারকে উত্তর দ্বারে প্রেরণ করিয়া মন্ত্রিদিগকে বলি-
 লেন, নিজেও তথায় গমন করিবেন। মহাবীৰ্য্যশালী বিরূপাক্ষ
 রাক্ষসকে বহু রাক্ষসের সহিত মধ্যস্থলবর্তি সেনানিবেশে স্থাপন
 করিলেন।

কালপ্রেরিত রাক্ষসপুত্র রাবণ এই প্রকারে লঙ্কার ব্যবস্থা
 করিয়া, আপনাকে ক্রান্তকার্য্য বোধ করিলেন। নগরীর রক্ষা-
 বিধান আভ্যাস করিবার পর মন্ত্রিদিগকে বিদায় করিয়া, অন্তঃ-
 পুর মধ্যে প্রবেশ করিলেন ; মন্ত্রিগণ জয়াশীর্কাদ দ্বারা তাঁহার
 ভর্জনা করিলেন।

—:—

সপ্তত্রিংশ সর্গ।

নররাজ ও বানররাজ, বায়ুপুত্র হনুমান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান,
 রাক্ষস বিভীষণ, বালিপুত্র অঙ্গদ, সুগিত্রাতনয়, শরভ বানর,
 বকুগণ সহিত সুষেণ, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, কুমুদ, নল, এবং
 পনস, শক্রর অধিকারে উপস্থিত হইয়া, সকলে একত্র মন্ত্রণা
 করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণপালিতা লঙ্কানগরী এই ত
 দৃষ্ট হইতেছে ; অশুর, নাগ ও গন্ধর্ভগণ সকলে একত্রিত হইয়াও
 এই নগরী জয় করিতে পারে না। অতএব কায্যনিদ্ধি লক্ষ্য
 করিয়া সকলে কর্তব্যবিষয়ে মন্ত্রণা কর ; জানিবে, রাক্ষসা-
 দিপতি রাবণ নিয়ত এই নগরীতে বর্তমান।

তাঁহারা এই কথা বলিলে পর, রাবণের কনিষ্ঠ বিভীষণ
 সাধুশুদ্ধাখিত পরিপূর্ণার্থ বাক্যে কহিলেন, আমার অমাত্য

অনল, পনস, সমগতি ও প্রমত্তি লক্ষ্মানগরীতে গমন করিয়া প্রত্যা-
গমন করিয়াছে। তাহারা পক্ষিরূপ ধারণ করিয়া, শত্রুসৈন্য-
মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। যেরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহা
দর্শন করিয়া প্রত্যাগমন করিয়াছে। রাম! তাহারা ব্যবস্থার কথা
যেরূপ বলিয়াছে, বলিতেছি সমুদায় শ্রবণ করুন। প্রহস্তু মগৈন্যে
পূর্দ্বদ্বারে উপনীত হইয়া অবস্থিতি করিতেছে; মহাবীর্যশালী
মহাপার্ষ্ব ও মহোদর দক্ষিণ দ্বার, এবং পিণ্ড, অগ্নি, ধনু, শূল, মুদ্-
গর ও অন্যান্য নানা শস্ত্রধারী শূর রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া রাবণ
পুত্র ইন্দ্রজিৎ পশ্চিম দ্বার রক্ষা করিতেছে। আর মল্লিগাবিৎ রাবণ
নিতান্ত উদ্ভিগ্ন হইয়া, বহুমহত্স রাক্ষসসমভিব্যাহারে স্বয়ং উত্তর
দ্বারে অবস্থিতি করিয়াছে। বিরূপাক্ষ শূল খড়্গ ও ধনুর্ধারী
মহামৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া রাক্ষসগণের সহিত সম্যাস্থিত সেনা-
সম্মিলন রক্ষা করিতেছে। এই প্রকার সেনাসম্মিলন সমস্ত
দর্শন করিয়া আমার অমাত্যগণ প্রত্যাগমন করিয়াছে। দশ
মহত্স গজ, দশ মহত্স রথ, বিংশতি মহত্স অশ্ব এবং এক কোটি
কয়েক লক্ষ রাক্ষস যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়াছে। এই সকল রাক্ষস
বিক্রমশালী, বলবান্, যুদ্ধে সর্বপ্রকারে আক্রমণকারী এবং রাক্ষস-
রাজের প্রিয়। রাজন্! মহত্স রাক্ষস যুদ্ধকালে এই অনেক
লক্ষ রাক্ষসের প্রত্যেকের অনুগমন করে। মহাবাহু বিভীষণ
মল্লিগণনিবেদিত লক্ষ্যের এই সংবাদ দান করিয়া, ঐ চারি রাক্ষ-
সকে দেখাইয়া দিলেন। এবং ঐ মল্লিচতুষ্টয় দ্বারা রামকে
লক্ষ্যের সমস্ত রস্তান্ত্র অবগত করাইলেন। পরে ক্রীমান্ রাবণা-
নুজ রামের প্রিয়সামনেচ্ছায় কমলপদ্মাক্ষ রামকে কহিলেন, আমি
জানি যখন রাবণ কুবেরের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত যাত্রা
করে, তখন ষষ্টি লক্ষ রাক্ষস তাহার অনুগমন করিয়াছিল;
এ সকল রাক্ষস পরাক্রম, বীর্য, তেজ, বল ও দর্পে দুৰাত্মা রাবণে-
রই সদৃশ। কিন্তু ইহাতে আপনি ভয়োগ্যসাহ হইবেন না।
আমি আপনাকে ভীত করিতেছি না, বরং আপনার কোপোৎ-

পাদনই করিতেছি। আপনি বিক্রম দ্বারা দেবগণেরও দণ্ড করিতে পায়েন। অতএব আপনি চতুরঙ্গবলসম্বিত এই বানর-সৈন্যের বাহ্যনিষ্কাশ করিয়া রাবণকে সংহার করুন।

রাবণানুজ এই কথা বলিলে পর, রাবণ শত্রুপ্রাতিরোধার্থ এই কথা কহিলেন—বানরশ্রেষ্ঠ নীল বহুবানরে পরিবৃত্ত হইয়া লঙ্কার পূর্ব দ্বারে প্রবেশের প্রাতিদ্বন্দ্বী হউন। বাশিপুত্র অঙ্গদ বহুদৈনিক সমভিব্যাহারে দাক্ষণ দ্বারে মহাপার্ষ ও মহোদরকে রোধ করুক। অপ্রমেয়স্বরূপ অনুমান বহু বানরে পরিবৃত্ত হইয়া পশ্চিম দ্বার নিলোড়ন করিয়া প্রবেশ করুক। যে ক্ষুদ্র রাক্ষসরাজ দৈত্যদানবগণ ও মহাত্মা স্বামগণের অপকার করিতে ভালবাসে, যে অধিবাসিবর্গকে সম্ভ্রান্ত করিয়া সমস্ত লোক আক্রমণ করিতেছে, আমি প্রথম তাহার বদার্থ উদ্ধাক্ত হইব। লঙ্কণের সমভিব্যাহারে আমি নগরের উত্তর দ্বার নিপীড়িত করিয়া, যথায় রাবণ সর্বদা অবস্থিতি করিতেছে, তথায় প্রবেশ করিব। বলবান্ বাণরবাক, বীরাবান্ ভল্লকরাজ আর রাক্ষস-বাজের অনুজ, ইহারা মধ্যভাগস্থিত যেনানিবেশ রোধ করুন। যুদ্ধে বানরগণ প্রকার মানুসরূপ দারণ করিবে না। আমরা বানররূপ দেখিয়াই বানরসৈন্য বলিয়া জানিব। অপক্ষনিয়-পক্ষে বানররূপই ভ্রামাদিগের চিহ্ন হইবে। কেবল আমরা সাতজনই মানুসরূপে শত্রুর সম্বিত যুদ্ধ করিব। আমি এবং আমার মহাতেজা ভ্রাতা লঙ্কণ, আর আমার সখা বিভীষণ ও তাঁহার চারিজন মন্ত্রী আমরা এই সাত জন।

বুদ্ধিমান্ হাডু বামচন্দ্র কাৰ্গ্যাদিক্রির জন্য বিভীষণকে এই কথা বলিয়া, স্তবেলগিণির তট গতি রমণীয় দর্শন করিয়া স্নবেলে আরোহণের নিমিত্ত মন করিলেন। অনন্তর মহাত্মা শত্রুসংহাবে অভিপ্রায় করিয়া, মহাসৈন্যে সমস্ত ভূমি আচ্ছাদন পূর্বক, প্রকৃষ্ট কলেবরে লঙ্কাভিনুখে সাত্রা করিলেন।

অষ্টদ্বিংশ মর্গ ।

লক্ষ্যমানুচর রামচন্দ্র সুবেলারোহণে মন করিয়া সুগ্রীব এবং ধর্মজ্ঞ, মজ্ঞজ্ঞ, বিদিজ্ঞ, অনুরক্ত নিশাচর বিভীষণকে স্নিগ্ধ বাক্যে কহিলেন, চল আমরা শত শত রক্ষ ও দাতুপরিবাণ্ড সুন্দর সুবেল শৈলে আরোহণ করি ; অদ্য রাত্রি এই পর্বতে বাস এবং সেই রাক্ষসের নিবাস স্থান লক্ষ্য অনলোকন করিব ; যে দুরাজ্ঞা রাক্ষস মরণের জন্য আমার ভায়া অপহরণ করিয়াছে ; যে দার্দ্র, মচ্ছরিষ ও কুলের অনুরোধ রাখে নাই ; এবং নীচ রাক্ষসী বুদ্ধিক্রমে যে ঐ নগর নিন্দিত কার্য্য করিয়াছে । এই রাক্ষসাধমের নাম করায়, উহার প্রতি আমার ক্রোধ বৃদ্ধি হইতেছে । এই নীচের অপরাধে আমি নিশ্চয়ই রাক্ষসকূলের বিনাশ দর্শন করিব । এক ব্যক্তি কালপাশের বশবত্তী হইয়া পাপ করে, আর সেই দুরাজ্ঞার দোষে নগর বংশ নিপাত্তিত হয় ।

রাবণের প্রতি ক্রোধান্বিত হইয়া রামচন্দ্র এই প্রকার মজ্ঞতা করিতে করিতে, বাসার্থ বিচিহ্ন মানুষসম্বিত সুবেল শৈলে আরোহণ করিলেন । পশ্চাতে মহাবিক্রমনিরত লক্ষ্মণ শর শরাসন হস্তে অতি সাবদানে গমন করিলেন । তাঁহার পশ্চাতে সুগ্রীব ও অমাত্যসহিত বিভীষণ এবং চনুমান, অঙ্গদ, নীল, মৈন্দ্র, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ, গন্ধমাদন, পনস, কুমুদ, তার, রক্ত, জাম্ববান, সুষণ, শতবলি ও দুশ্মখ প্রভৃতি বেগগামী বানর সকল আরোহণ করিল । বায়ুবেগগামী ক্ষিত্চিরী ঐ সকল বানর শত শত সংখ্যায় সুবেল পর্বতে আরোহণ করিতে লাগিল, যথায় রাম অবস্থিতি করিতেছিলেন ।

সুবেলে আরোহণ করিবার পর রামচন্দ্র এক নগর সুন্দর শৃঙ্গে বানরগণের সহিত বসতি করিলেন । দেখিলেন, লক্ষ্য ঐ পর্বতের শিখরেই স্থাপিতা, যেন আকাশে লগ্ন হইয়াছে । বানর-যুগপতিগণও ঐ প্রকাণ্ডতোরণ প্রাস্তপ্রাকার-শোভিতা সুন্দর

লঙ্কানগরী দর্শন করিল। লঙ্কা রাক্ষসগণে পরিপূরিতা; নীলবর্ণ রাক্ষসগণ প্রাকারের উপর অবস্থিতি করিয়া যেন আর এক প্রাকার করিয়াছে। যুদ্ধাকাজ্ঞী ঐ সকল রাক্ষসকে দর্শন করিয়া বানরগণ সকলে বিবিধ প্রকার শব্দ করিতে লাগিল; রাম দেখিতে লাগিলেন।

অনন্তর সূর্য্য সন্ধ্যারাগে রঞ্জিত হইয়া অন্তঃগমন করিলেন; এবং পূর্ণচন্দ্রপ্রতিভাসিতা রজনী উপস্থিত হইল।

অনন্তর বানরবাহিনী পতি রাম লক্ষ্মণ ও যুথপতিগণের সমভিব্যাহারে যথাস্থখে সুবেল পর্ত্তে বান করিলেন; বিভীষণ অভিনন্দন করিয়া তাঁহার অচ্চনা করিলেন।

উনচত্বারিংশ সর্গ ।

ঐ রাত্রি যাপন করিয়া, বানরগণ পর দিন লঙ্কার বন ও উপবন সকল দর্শন করিল। সকল গুলিই সমান সুন্দর, মনোরম ও বিশাল। দৃষ্টিমনোরম ঐ সমস্ত বন ও উপবন দর্শন করিয়া বানরেরা অত্যন্ত আশ্চর্য্যাব্বিত হইল। চম্পক, অশোক, বকুল, সাল, তাল, তমাল, পনস ও পুন্নাগ রক্ষা সমাচ্ছিন্না লঙ্কা পুষ্পিতা গ্রন্থামণ্ডিত চিস্তাল, অর্জুন, নীপ, শতপর্ণ, তিলক, কর্ণিকার ও পলাশ প্রভৃতি বিবিধ রক্ষ, বিচিত্রকুসুমযুক্ত রক্তপল্লব, কোমল নীলবর্ণ শাদ্রল এবং বিচিত্র বনরাজি দ্বারা ইন্দ্ৰের অমর্য্যবতীর ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। তথায় রক্ষ সকল উৎকৃষ্ট গন্ধসম্বিত মনোরম পুষ্প ও ফল সকল ধারণ করিতেছিল, যেমন মনুষ্যগণ ভুষণ ধারণ করে। সেই চৈত্ররথসঙ্কাশ মন্দনোপম সর্পর্ভকুসুমশোভিত ভ্রমরবাণ্ড বন দাত্তাহ, কোষটি, ষট্পদ ও নৃত্যকারী সমূরগণ দ্বারা শোভিত হইয়াছিল। বনের নিব্বরণাদেশে কোকিলের শব্দ মন হরণ করিতেছিল। কামরূপী বীর বানরগণ

জানন্দিত হইয়া ঐ বন সকলে প্রবেশ করিল । ঐ সকল বনে নিয়ত মত্ত বিহঙ্গম ও ভ্রমরগণ বিচরণ করিতেছিল ; রক্ষ সকল কোকিলকূলে আকুল হইয়াছিল ; পক্ষী সকল কলরব এবং ভৃঙ্গ-রাজ সকল গান করিতেছিল । অন্যান্য যুথপতি বানরগণ স্নগ্ধীবের অনুমতিক্রমে পতাকাশোভিতা লঙ্কাভিমুখে গমন করিল । যাইবার সময় স্ব স্ব শব্দে খেচরদিগকে বিভ্রাসিত, মুগপক্ষিদিগকে ভ্রাসিত এবং লঙ্কা কম্পিত করিয়া তুলিল । মহাবেগশালিকপিগণ চরণ দ্বারা পৃথিবী নিপীড়ন করিল । তাহা-দিগের চরণাঘাতে সহস্রা ধূলিপটল উর্দ্ধে উথিত হইল । ভল্লুক, সিংহ, মহিষ, গজ, মুগ ও পক্ষিগণ ঐ পাদশব্দে ভীত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল ।

ত্রিকূট পর্বতের এক সুবর্ণসঙ্কাশ স্নিগ্ধকাস্তি বিমলপ্রভ সুন্দর-দর্শন পুষ্পবেষ্টিত অথগু শতযোজনবিস্তীর্ণ উচ্চ শিখর গগন স্পর্শ করিয়াছে । পক্ষীরাও উহাতে আরোহণ করিতে পারে না ; বাস্তবিক আরোহণ করা দূরে থাকুক, মনুষ্যগণ মনোদ্বারাও উহাতে আরোহণ করিতে সমর্থ নহে । রাবণপালিতা লঙ্কা উহারই উপর অবস্থাপিত । নগরী দশ যোজন বিস্তীর্ণ এবং বিংশতি যোজন দীর্ঘ । উহার শ্বেতজলধরসঙ্কাশ সিংহদ্বার সকল অতীব উচ্চ । নগরী সুবর্ণ ও রজতশৈল দ্বারা শোভা পাইতেছে । বিবিধ প্রাসাদ ও বিমান সকলে লঙ্কা, গ্রীষ্মাব-সানে মেঘমণ্ডল দ্বারা আকাশের ন্যায় লক্ষিত হইতেছে । নগরী মধ্যে সহস্রস্তুস্তোপরি বিনির্মিত এক প্রাসাদ কৈলাসশিখরের ন্যায় আকাশ বিলিখন করিতেছে । ঐ প্রাসাদ রাজসরাজের যজ্ঞ ভবন ; নগরীর ভূমণ স্বরূপ হইয়া আছে ; এক শত রাজস-নিয়ত ঐ প্রাসাদ রক্ষা করে । সর্দোপায়সম্পন্ন লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণা-ঞ্জ নানাবিহঙ্গমনিবাদিতা নানামুগনিষেবিতা নানাকুম্ভমে সমা-চ্ছিন্না নানা রাক্ষসে অধিবাসিতা স্বর্গের ন্যায় দর্শনীয় নগরী দর্শন করিয়া অতীব আশ্চর্যান্বিত হইলেন । বহু উপকরণ-

সম্পন্ন রত্নে পরিচরিত। প্রাসাদমালায় অলংকৃত। মহাযজ্ঞকবাট-
সম্পন্ন। ঐ নগরী রামচন্দ্র মহতীদেনাসমভিব্যাহারে দর্শন
করিতে লাগিলেন ।

চত্বারিংশ সর্গ ।

অনন্তর রামচন্দ্র দুই যোজন পরিমিত সুবেলশিখরে বানর-
যুথ ও সুগ্রীবের সমভিব্যাহারে আরোহণ করিলেন । মুহূর্ত্তকাল
তথায় অবস্থিতি করিয়াই দশদিক অবলোকন পূর্ব্বক দেখিলেন,
রম্যকাননশোভিতা লঙ্কা ত্রিকূটের মনোরমশিখরে অতি সুন্দর
ভাবে স্থাপিত রহিয়াছে, বিশ্বকস্মা ঐ পুরী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি-
লেন । ঐ নগরীতে সিংহদ্বারের প্রাসাদশিখরে তুরাক্রমা রাক্ষস-
রাজ উপবেশন করিয়া আছেন ; তাঁহার দুই পার্শ্বে চ'মর ব্যঞ্জন
এবং মস্তকে ছত্র শোভা পাইতেছে । তাঁহার গাত্রে রক্তচন্দন
লিপ্ত এবং ভূষণ সকল রক্তবর্ণ । তিনি দেখিতে নীল মেঘের
ন্যায় ; তাঁহার বসনে সুবর্ণ খচিত ; বক্ষস্থলে ঐরাবতের দস্তা-
ঘাত বিদ্রু রহিয়াছে, পরিধান রক্তবসন, যেন সক্ষারাগরঞ্জিত
মেঘপুঞ্জ ।

বানরেন্দ্রগণ ও রামচন্দ্র এইপ্রকারে দর্শাননকে দর্শন করি-
তেছেন, ইতিমধ্যে সুগ্রীব হঠাৎ উখিত হইলেন এবং ক্রোধযুক্ত
হইয়া সাহস ও বলপূর্ব্বক শৈলাগ্র হইতে লক্ষ হাদান করিয়া
সিংহদ্বারে পতিত হইলেন । তথায় মুহূর্ত্তমাত্র অবস্থিতির পর,
রাক্ষসরাজকে তুণের ন্যায় তুচ্ছ জ্ঞান করিয়া নির্ভয়চিত্তে
দুর্দাক্য বলিতে লাগিলেন, রাক্ষস ! আমি লোকনাথ রামের
সখা ও দাস । আজ তুই সেই নরনাথের তেজে আমার হস্তে
মুক্তি পাইবি না ।

এইকথা বলিয়া সংসা তিনি লক্ষহাদান করিয়া বিখ্যাত বিচিত্র
মুকুট আকর্ষণ পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিলেন, এবং পুনরায়

আক্রমণার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন নিশাচর রাবণ তাঁহাকে কহিলেন, সুগ্রীব যত কাল তুই আমার দৃষ্টি পথে পতিত হই নাই, তোর গ্রীবা তত কাল সুন্দর ছিল; এক্ষণে তোর গ্রীবা ভগ্ন হইবে। এই কথা বলিয়া উত্থান পূর্বক তুই বাহুতে ধারণ করিয়া সুগ্রীবকে ভূতলে নিক্ষেপ করিলেন। পরক্ষণেই সুগ্রীব উখিত হইয়া তুই হস্ত দ্বারা তাঁহাকে যেন কন্দুকের ন্যায় নিক্ষেপ করিলেন। ক্রমে উভয়ের কণেবর ঘর্ষ্ম সিঙ ও শোণিতে রক্ত হইয়া উঠিল। শাল্মলী ও কিংশুক রক্ষের ন্যায় পরস্পরে জড়িত হইয়া কেহই নড়িতে পারিলেন না। মুষ্টাঘাত, চপেটাঘাত, অরভ্রিরাঘাত ও নখাঘাত দ্বারা রাক্ষসরাজ ও বানররাজ উভয়ে অসহ্যরূপ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উগ্রবেগশালী উভয়ে উভয়ের দেহ অবনমন পূর্বক কিছু কাল বাহুযুদ্ধ করিয়া পাদ-বিক্ষেপহেতু ভূমিতে পতিত হইলেন। তথায় পরস্পরকে নিপীড়ন করিতে করিতে আলিঙ্গিত গাত্রে উভয়ে প্রাকারপরিহার মদ্যো নিপতিত হইলেন। পরে ভূমিতল স্পর্শ পূর্বক উত্থান করিয়া মুহূর্ত্ত কাল অবস্থিতি পূর্বক নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। পুনঃ পুনঃ বাহুপাশে আলিঙ্গন করিয়া বাহুপাশ দ্বারাই উভয়ে উভয়কে বন্ধন এবং ক্রোধ, শিক্ষা ও বল অনুসারে সমর স্থলীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। জাতদন্ত শাদ্দুল ও সিংহের ন্যায়, পরস্পর জড়িতদেহ তুই গজরাজ পোতের ন্যায়, উভয়ে জড়িত ও বাহু দ্বারা পরস্পরকে বন্ধন করিয়া একত্রে ধরাতেল পতিত হইলেন। পরেই উখিত হইয়া পরস্পর তিরস্ক'র করিতে করিতে যুদ্ধস্থলে বহুপ্রকার বিচরণ করিতে লাগিলেন। উভয়েই ব্যায়ামে শিক্ষিত এবং বলবান্ ও বীর। কেহই ক্লান্ত হইলেন না। বারণসঙ্কশ উভয়ে পরবারণনিবারণ তুই বারণের ন্যায় পরস্পরকে নিবারণ পূর্বক অনেকক্ষণ ভূমূল যুদ্ধ করিয়া মণ্ডলপথে শীজগতিতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। পরে পরস্পরকে ধারণ করিয়া পরস্পরের বিনাশকামনায়, আগিমের জন্ত মার্জ্জার-

দ্বয়ের নায়, বার বার প্রতীক্ষা করিয়া রহিলেন । যুদ্ধসার্বভৌম-
রদ রাক্ষসরাজ ও বানররাজ পরস্পর বিচিত্র মণ্ডলগতি, বিবিধ-
প্রকারে অবস্থিতি, গোমূত্ররেখাকার গমনাগমন, বক্রগতি, চক্র-
গতি, প্রহার হইতে আত্মরক্ষা, শত্রুর চেষ্টা বিফল করিয়া প্রহার,
সহসা সম্মুখে ধারণ, থাকিয়া থাকিয়া গমন, অবরোধ করিয়া
সম্মুখে অবস্থিতি, পশ্চাদ্গমন, অবনত শরীরে ধাবন, পাদপ্রহা-
রার্থ ধাবন, বিপক্ষ হস্ত ধারণ করিতে না পারে এই জন্য শ্রীয়া
বক্ষঃস্থলে হস্ত স্থাপন, এবং বিপক্ষের হস্তধারণ জন্য হস্ত প্রসারণ
পূর্বক, বিচরণ করিতে লাগিলেন । ইতিমধ্যে রাক্ষস শ্রীয়া মায়া-
বল অবলম্বন করিবার উপক্রম করিলেন, জানিয়া জিতভয় জিত-
শ্রম বানররাজ আকাশে উথিত হইলেন ; রাক্ষসরাজ বানর-
রাজ কর্তৃক বঞ্চিত হইয়া সেই স্থানেই দণ্ডায়মান রহিলেন ।

সূর্য্যানন্দন বানররাজ এইরূপে সংগ্রামে যশোলাভ, যুদ্ধে
রাক্ষসরাজকে পরিশ্রান্ত ও বিশাল গগনতল লঙ্ঘন করিয়া অব-
শেষে বানরসৈন্যमध्ये প্রত্যাগমন করিলেন ।

পবনগতি প্রভাকরভনয় কপীশ্বর এই প্রকার কার্য্য করিয়া
আনন্দিত হইয়া, রঘুবার রাজপুত্রের যুদ্ধোৎসাহ বর্দ্ধন পূর্বক
প্রবেশ করিলেন ; বানরগণ সকলে তাঁহার পূজা করিল ।

একচত্বারিংশ সর্গ ।

লক্ষ্মণাশ্রয় রাম সূর্য্যোবের কলেবরে রক্তপ্রভৃতি যুদ্ধচিহ্ন দর্শন
করিয়া, তাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি
আমার সহিত মঙ্গলনা করিয়াই এই দুঃখ্যবসায় প্রারম্ভ হইয়াছ ।
কিন্তু নরপতিগণ ঐশ্বর্য্য সাহসের কার্য্যে প্ররম্ভ হয়েন না । বীর!
তুমি সাহসশিয় । আমাকে, সৈন্যদিগকে ও বিভীষণকে সংশয়ে
ফেলিয়া, এই ক্লেশজনক সাহসের কার্য্য করিয়াছ । হে অরিন্দম!
এক্ষণে আর এরূপ করিও না । কোনরূপে তোমার কিছু অব-

মাননাদি হইলে, মীতায় আগার ধায়ে জন কি ? হে মগবাহ !
হে শক্রস্ব ! তাহা হইলে, ভরত, শক্রস্ব, লক্ষ্মণ, অধিক কি, আগার
শরীরেও কাজ কি ? তুমি মৎস্য ও বরাণের ন্যায়, বিক্রম-
বিশিষ্ট, ইহা আমি জানি । তথাপি তুমি না আগার পূর্বে
আমি এই প্রকার স্থির করিয়াছিলাম, যদি তোমার বিপদ
দেটে, তাহা হইলে, আমি রাবণকে যুদ্ধে সমুদ্রবলবাহনে সংহার,
বিভীষণকে লঙ্কায় অভিব্যক্তি ও ভরতকে রাজ্যপদ প্রদান করিয়া
স্বয়ং দেহত্যাগ করিব ।

রাম এই প্রকার কহিলে, সুগ্রীব প্রতিবচনপ্রদান করিয়া
কহিলেন, রাঘব ! রাবণ আপনার ভার্য্যা হরণ করিয়াছে ।
আমিও নিজেব বিক্রম জানি । এক্ষণ অবস্থায় তাহাকে দেখিয়া
কিরূপে ক্ষমা কবিতো পারি ?

রাম অবস্থিৎ বাক্যপ্রয়োগপ্রসূত সুগ্রীবকে অভিনন্দন করিয়া
লক্ষ্মীসম্পন্ন লক্ষ্মণকে কহিলেন, ভাই ! সুশীতল মলিল ও ফলবানু
অরণ্য সকল আশ্রয় এবং মৈন্যদিগকে যথাস্থ বিভাগ ও বাহিত
করিয়া, আগাদিগকে থাকিতে হইবে । ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষস-
বীরগণের বিনাশজনক এবং সকল লোকের ক্ষয়কারক ভীষণ
ভয়নিমিত্ত উপস্থিত হইয়াছে, দেখিতেছি । ঐ দেখ, বায়ু অশুখ-
স্পর্শ হইয়া প্রবাহিত, বসুন্ধরা কম্পিত, শৈলশিখর সমস্ত বেণিত
ও পর্জন্ত সকল শব্দিত হইতেছে । গৃধ্র ও গোমায়ুর ন্যায় ধূমর
বর্ণকূর মেঘ সকল দৃষ্টি প্রাতিহত করিয়া, শ্রুতিকটু নিনাদে
শোণিতবিন্দুগিশ্রিত কূর বর্ষণ করিতেছে । সন্ধ্যা রক্তচন্দনের
ন্যায় প্রাতিভা বিস্তার করিয়া, অতীব দারুণ ভাবে আদিত্যমণ্ডল
হইতে প্রাক্লিভ গাবকমণ্ডলে প্রাতিহত হইতেছে । চতুর্দিকেই
কূর মুগ সকল নিরতিশয় ভয় সমুদ্ভাবন করিয়া, ব্যাকুলভাবে
ক্ষীণ স্বরে সূর্য্যের অভিমুখে শব্দ করিতেছে । ঐ দেখ, চন্দ্র যেন,
প্রায় কালে সমুদ্রিত ও অপ্রকাশিত হইয়া, সকলের সম্ভাপ সমু-
দ্ভাবন করিতেছেন । ইহার পর্য্যাপ্তপ্রদেশে কৃষ্ণলোহিতবর্ণ

অংশুমলে সমাচ্ছন্ন হইয়াছে। লক্ষ্মণ! বিমল সূর্য্যাস্তলেও
 ব্রহ্ম, রক্ষ, অস্পষ্ট দৃশ্যমান ও লোহিতবর্ণ পরিবেশ এবং নীল-
 চিহ্ন লক্ষিত হইয়া থাকে। নক্ষত্র সকল নিতান্ত মালিন হওয়াতে
 রাত্রিযোগে আর দেখিতে পাওয়া যায় না। লক্ষ্মণ! অব-
 লোকন কর, নক্ষত্রগণের এই প্রকার ঘটনায় বোধ হইতেছে, যেন
 প্রায় উপস্থিত হইবে। কাক, শোন ও গৃধ্রগণ সৰ্বদাই অধঃ-
 পতিত হইতেছে। গোমায়ুগণ কর্ণশ শব্দে নিরতিশয় ভয়াবহ
 শব্দ করিতেছে। পৃথিবী অচিরে নাক্ষত্রবানরের প্রযোজ্য
 শৈল, শূল ও বজ্রপরাশরায় পরিবৃত্ত হইবে। আমরা কাল-
 বিলম্ব পরিহার পূর্ব্বক অদ্যই সমস্ত বানরসৈন্যে পরিবেষ্টিত হইয়া,
 বারংবার দুর্দ্ধব লঙ্কায় সবেগে অভিগমন করিব। মহাবল
 বীর লক্ষ্মণাশ্রয় লক্ষ্মণকে এইপ্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ সেই পর্ব্বত-
 শেখর হইতে অবতরণ করিলেন। ধন্বান্না রঘুনন্দন পর্ব্বত-
 হইতে অবরোধ করিয়া, শত্রুগণের পরম দুর্দ্ধব সূর্য্য সৈন্য-
 সম্মর্শন করিলেন। অনন্তর সেই কালজয়ী রাম সূর্য্যের সহিত
 মিলিত হইয়া, সুবিপুল বানরসৈন্য সমাক্রমে সুরক্ষিত করিয়া,
 যথাকালে যুদ্ধের জন্য প্রেরণ করিলেন। তদনন্তর মহাবাহু
 রাঘব ধনুঃপ্রহণ পূর্ব্বক মহৎ সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া, যুদ্ধযোগ্য
 অবসরে সকলের অগ্রে লঙ্কার অভিমুখে প্রস্থান করিলে, বিভীষণ
 সূর্য্যব, হনুমান, জাম্ববান, নল, ঞ্জরাজ, নীল ও লক্ষ্মণ ইহারা
 তাঁহার অনুগামী হইলেন। তদর্শনে ঞ্জবানরগণের সুবিপুল
 বাহিনী সুবিশাল মেদিনী আচ্ছন্ন করিয়া, শত শত শৈলশৃঙ্গ ও
 প্রকাণ্ড পাদপপুঞ্জ গ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিতে
 লাগিল। বানরগণ সকলেই শত্রুদমন এবং সকলেই হস্তী সদৃশ
 প্রকাণ্ডাকৃতি।

এইরূপে রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাই অল্প কাল মধ্যে রাবণের
 রাজধানী উদ্যানবনশালিনী পতাকামালিনী মনোহারিণী লঙ্কা
 প্রাপ্ত হইলেন। উহার বশ বিচিত্র এবং ভোরণ ও প্রাকার

উন্নত । শাখামুগগণ রামবাক্যধোদিত হইয়া, আদেশানুরূপে সুরগণেরও চূর্ধ্ব ও নিতান্ত দুস্প্রাণ্য লঙ্কা রুদ্ধ করিয়া, সন্নিবিষ্ট হইল । লঙ্কার উত্তর দ্বার শৈলশৃঙ্গসদৃশ সমুন্নত । ধর্ম্মী রাম অনুজের সহিত ঐ দ্বার বোধ করিয়া, স্বীয় সেনা রক্ষা করিতে লাগিলেন । দশানন স্বয়ং উত্তর দ্বারে অবস্থিতি করেন । দশ-রথনন্দন বীর রাম লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া, উল্লিখিত দ্বার আক্রমণ পূর্ব্বক রাবণের পালিত লঙ্কাপুরে উপনিবিষ্ট হইলেন । রাম ব্যতিরেকে আর কেহই ঐ দ্বার রক্ষা করিতে সমর্থ নহে । রাবণাধিষ্ঠিত উল্লিখিত ভয়ানক দ্বার আয়ুধধারী ভয়ংকর রাক্ষস-গণ সমন্বয় রক্ষা করিয়া আছে । দানবগণ কর্তৃক সুরক্ষিত পাতালের ন্যায়, ঐ দ্বার অল্লবীর্য্যগণের ভয় উৎপাদন করে । উহাতে যোদগণের নানাজাতীয় বহুসংখ্য আয়ুধজাল ও কবচ সকল বিন্যস্ত রহিয়াছে ।

সেনাপতি নীল মৈন্দ ও দ্বিবিদের সহিত পূর্ব্ব দ্বার, পরম মহাবল অঙ্গদ প্রবত, গবাক্ষ, গবয় ও গজের সহিত দক্ষিণ দ্বার, এবং বলবান্ হনুমান প্রজজ্ঞ, তরস ও অন্যান্য বীরগণের সহিত মিলিত হইয়া, পশ্চিম দ্বার আক্রমণ পূর্ব্বক সন্নিবিষ্ট হইলেন । স্বয়ং সুগ্রীব সুপর্ণ ও পবনসদৃশ চরিশ্রেষ্ঠগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, মধ্যম গুপ্ত আশ্রয় করিয়া রহিলেন । বানরগণের মধ্যে যাহারা বিখ্যাত যুধপতি, তাহাদের সংখ্যা ষট্‌ত্রিংশৎকোটি । তাহারা লঙ্কা অবরোধ করত উপনিবিষ্ট হইল । সুগ্রীব, লক্ষ্মণ ও বিভীষণ রামের আদেশানুসারে যথাবিধি সন্নিবেশ করিলেন । প্রত্যেক দ্বারেই কোটি কোটি বানর অবস্থিতি করিল । জাম্ব-বান্ সহিত সুষেণ রামের পশ্চিমে অদূরে মধ্যম গুল্মে বহুবলে পরিরূত হইয়া, সন্নিবেশ করিল । শাদ্দুলের ন্যায় দংষ্ট্রীসম্পন্ন এই সকল বানরশাদ্দুল রাশি রাশি পর্যন্ত ও পাদপ গ্রহণ করিয়া ক্রষ্টেচিত্তে যুদ্ধের জন্য উদ্ভাজ হইয়া রহিল । তাহারা সকলেই বিকৃতলাঙ্গুল, সকলেই নখদংষ্ট্রীযুগ, সকলেই বিকৃতপ্রাক ও

সকলেই বিকৃতানন। কাহারো দশ হস্তীর বল, কাহারো শত হস্তীর, কাহারো সহস্র হস্তীর, কাহারো অমোঘসংখ্যক হস্তীর ও কাহারো শতগুণ অমোঘ হস্তীর পরাক্রম এবং কাহারো বা বলের সীমা নাই।

এইরূপে লঙ্কানগরে শলভসমূহের ন্যায়, বানরসৈন্যের অদ্ভুত বিচিত্র সমাগম হওয়াতে, উপনিবিষ্ট ও উৎপত্তিত কপিগণে পৃথিবী ও আকাশ যুগপৎ পূর্ণ হইয়া গেল। তৎকালে এককোটি বানর লঙ্কা দ্বারে সমাগত এবং অবশিষ্টেরা যুদ্ধের জন্য ইতস্ততঃ গমন করিল। তাহাদের সমাগমে ত্রিকূট গিরি চতুর্দিকেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। অদ্ভুত সহস্র বানর লঙ্কার অভিমুখ আশ্রয় করিয়া রহিল। বলবান বানরগণ রক্ষ হস্তে চতুর্দিক আরত করিতে, লঙ্কানগরে বায়ুরও প্রবেশ রুদ্ধ হইল। রাক্ষসগণ মহা নিতান্ত নিপীড়িত হওয়াতে, বিস্ময়ান্বিত হইল। বানরগণ সকলেই মেঘসঙ্কাশ ও সকলেই শত্রু সদৃশ পরাক্রম-সম্পন্ন। সাগরের সেতু ভগ্ন হইলে, জলের বেক্রপ শব্দ হয়, তৎকালে বানরগণ শিবিরসন্নিবেশে প্রারম্ভ হইলে, সেইরূপ তুমুল শব্দ হইতে লাগিল। সেই তুমুল শব্দে প্রাকার, তোরণ, পর্বত, কানন ও উপবন সহিত সমস্ত লঙ্কা বিচলিত হইয়া উঠিল। তৎকালে রাম, লক্ষ্মণ ও স্ত্রীমণ্ডল সমাগুণিধানে রক্ষা করিতে, বানরসৈন্য সুরাসুরগণেরও স্তুত্ব কর্য হইল।

সামাদি উপায় সমস্ত যথাক্রমে প্রয়োগ করিলে, যেরূপ চেষ্টাপত্তি হয়, রাম তাহা বিশেষরূপ নিদিত ছিলেন। রাক্ষসগণের বধার্থ স্বীয় সৈন্য সন্নিবিষ্ট করিয়াই, তিনি বিভীষণের মতানুবর্তী হইয়া, অতঃপর বাণী করিতে হইবে, তৎসাধনমানসে মন্ত্রিগণের সহিত পুনঃ পুনঃ মন্ত্রণানন্তর কার্য নিশ্চয় ও রাজধর্ম্ম স্মরণ করত বালিতনয় অঙ্গদকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সৌম্য! তুমি নির্ভয়ে ও নিরাকুলচিত্তে লঙ্কাপুরী লঙ্ঘন করিয়া, আমার বচনানুসারে রাবণকে গিয়া বল, যে নিশাচর! তুমি হইতে স্বর্ঘ্য,

হতচেতন ও গরিতে অভিলষী হইয়াছ। হে রাজস! তুমি
মোহবশতঃ অহঙ্কৃত হইয়া, ঋষিগণ, দেবগণ, গন্ধর্ব্বগণ, অঙ্গরোগণ,
নাগগণ, যক্ষগণ ও নরপতিগণ, ইঁহাদের অনিষ্টে করিয়া, যে
পাপ সংঘয় করিয়াছ, অধুনা সেই পাপের ছুনিবার পরিণাম
উপস্থিত হইয়াছে এবং পিতামহের বরে তোমার যে অহঙ্কার
জন্মিয়াছিল, অধুনা তাহাও বিনষ্ট হইয়াছে। এ বিষয়ে কিছু-
মাত্র সংশয় নাই। আমি দারাহরণকর্ষিত হইয়া, তোমার দণ্ড-
ধর রূপে দণ্ড পারণ পূর্ব্বক লঙ্কাদ্বারে অবস্থিতি করিয়াছি। তুমি
ঔর্য্যাসহকারে যুদ্ধ করিলে, পূর্ব্বের যে সকল দেবতা, মহর্ষি ও
রাজর্ষিগণের প্রাণ সংহার করিয়াছ, তাহাদের পদবী গমন
করিবে। হে রাজসাদম! সে বল ও গায়া আশ্রয় করিয়া,
আমার অসমক্ষে গীতাকে হরণ করিয়াছ, অধুনা সেই বল ও
গায়া প্রদর্শন কর। যদি তুমি গীতাকে লইয়া, শরণ গ্রহণ না
কর, তাহা হইলে, আমি নিশ্চিত শরণমূহে সমস্ত লোক রাজস-
শূন্য করিব। দম্মাশ্রা রাজসশ্রেষ্ঠ এই বিভীষণ আমার সমী-
পস্থ হইয়াছেন। এই শ্রীমান নিশ্চয়ই লঙ্কার নিফণ্টক ঐশ্বর্য্য
প্রাপ্ত হইবেন। তুমি অদম্ম করিয়া, পাপাত্মা ও অবিদিতাত্মা
মূর্খ মন্ত্রীর সহায়ে ক্ষণমাত্রও রাজ্যভোগে সমর্থ হইবে না। অত-
এব হে নিশাচর! তুমি দৈর্য্য ও শৌর্য্য অবলম্বন পূর্ব্বক যুদ্ধ
কর; তাহা হইলে, পরম পবিত্রভাবাপন্ন হইবে। যদি তুমি
পক্ষী হইয়া ত্রিলোকে প্রবেশ কর, তাহা হইলেও, আমার দৃষ্টি-
মার্গে পতিত হইয়া, তোমায় জীবিতশরীরে ফিরিতে হইবে না।
আমি তিত কথাই বলিতেছি, তোমার প্রাণ আমার হস্তে;
আর তোমায় বাঁচিতে হইবে না। অতএব দানাদি পারলৌকিক
কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়া, এই বেলা লঙ্কায় সন্তোষ বিধান
কর।

অক্লিষ্টকম্মারাম এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, তারানন্দন
অদ্ভদ, মূর্ত্তিমান হতাশনের ন্যায়, আকাশে অবগাহন পুন্দক

গমন করিতে লাগিলেন। তিনি সবেগে গমন করিয়া, মুহূর্ত্ত মধ্যেই রাবণের মন্দির ও মন্দিরগণসহিত সমাগীন স্বয়ং রাবণকে দর্শন করিলেন। অনন্তর কনকময় অঙ্গদমণ্ডিত হরিশ্ৰেষ্ঠ অঙ্গদ রাবণের অতিদূরে নিপতিত হইয়া, প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায় উপবেশন পূর্ব্বক আপনিই আপনার পরিচয় দিয়া, রাগের সেই অনুমানতিরিক্ত উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করাইয়া, মন্দিরসমবেত দশা-ননকে কহিতে লাগিলেন, আমি অক্লিষ্টকৰ্ম্মা কোশলপতি রাগের দূত ; বাণির পুত্র, নাম অঙ্গদ। বোধ হয়, আমার নাম তুমি শুনিয়া থাকিবে। কোশলানন্দবর্দ্ধন রাম তোমায় বলিয়াছেন, রে নৃশংস ! তুমি পুরীর বহির্গত হইয়া, প্রাতিযুদ্ধ প্রদান পূর্ব্বক পুরুষকার প্রদর্শন কর। আমি তোমায় জ্ঞাতি, বান্ধব, পুত্র ও অমাত্য সহিত সংহার করিব। তুমি হত হইলে, তিন লোক নিরুদ্ধিগ্রস্ত হইবে। তুমি দেব, দানব, যক্ষ, গন্ধৰ্ব্ব, উরগ, রাক্ষস ও ঋষিগণের শত্রু ও কণ্টক। অদ্য সেই কণ্টক উদ্ধার করিব। সংকার ও প্রাণিপাত পূর্ব্বক বৈদেহীকে প্রদান না করিলে, তোমায় বধ করিয়া, বিভীষণকে লঙ্কার আদিপভো প্রাতিষ্ঠিত করিব। হরিশ্ৰেষ্ঠ অঙ্গদ এই প্রকার পুরুষ বাক্য প্রয়োগে প্ররুষ্ট হইলে, নিশাচরগণেশ্বর রাবণ অসহমান হইয়া উঠিলেন। অনন্তর তিনি রোষবশ হইয়া, সচিদ্রিগকে বারংবার আজ্ঞা করিতে লাগিলেন, তোমরা ঐ দুৰ্দ্ধম্বান বানরকে গ্রহণ ও বধ কর।

রাবণের কথা শুনিয়া চারিজন প্রচণ্ডস্বভাব নিশাচর প্রজ্বলিতপাবকপ্রতিম অঙ্গদকে ধারণ করিল। আত্মবান্ বীর তারানন্দন রাক্ষসদিগকে বীর্য্য প্রদর্শন করিবার বাসনায় আপনিই আপনাকে ধারণ করাইলেন। রাক্ষসগণ তদীয় বাহুযুগল ধারণ করিলে, তিনি তাহাদিগকে লইয়াই পতঙ্গবৎ তৎক্ষণাৎ শৈল-সংকাশ প্রাসাদে উৎপতিত হইলেন। তদীয় উৎপত্তনবেগে নিধূত হইয়া, চারি জন রাক্ষসই রাজ্য রাবণের সাক্ষাতে

ভূমিতে পতিত হইল। অনন্তর প্রাতাপবান্ বালিশ্রুত রাবণের পৰ্ব্বতশিখরসদৃশ অতুলিত এই প্রাসাদশিখর আক্রমণ করিলে, উহা তৎক্ষণাৎ তাঁহার সমক্ষে শত খণ্ডে বিশীর্ণ হইয়া গেল। পূর্বে হিমালয়ের শৃঙ্গ বজ্রাঘাতে এইরূপ বিদারিত হইয়াছিল। বালিপুত্র প্রাসাদশিখর ভগ্ন ও আত্মনাম সকলের শ্রবণগোচর করিয়া, গভীর গর্জন পুরঃসর আকাশপথে উৎপাতিত এবং সমুদায় রাক্ষসকে বাধিত ও বানরদিগকে হর্ষিত করিয়া, কপিগণ-মধ্যে রামের পাশ্বে সমাগত হইলেন।

প্রাসাদ ভগ্ন হওয়াতে রাবণ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং ভাবী বিনাশ চিন্তা করিয়া, দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। রাম সহর্ষে গর্জনশীল বহুনংখ্য বানরে সৈষ্ঠিত হইয়া, শত্রুবধ আকাজক্ষায় যুদ্ধের জন্য অভিমুখ হইয়া রহিলেন। গিরিকূটাকৃতি মহাবীর দুর্দ্বর্ষ সুরেণ সুর্য্যবের আদেশে কামরূপী বানরবলে পরিবৃত্ত হইয়া, লঙ্কার দ্বার সকল রোধ করিয়া, নক্ষত্রগণ যেমন চন্দ্রকে, তদ্রূপ প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। সাগরের অভিমুখে লঙ্কায় উপনিবিষ্ট বানরগণের শত অক্ষৌহিণী মল্লধন করিয়া, রাক্ষস-গণকেহ নিস্মিত, কেহ শংকিত ও কেহবা যুদ্ধপ্রীতিবশতঃ হর্ষাবিষ্ট হইল। প্রাকার ও পরিখাস্তর সমস্তই বানরগণ কর্তৃক পরিব্যাপ্ত হইয়াছে এবং তাহার। স্বয়ং প্রাকার রচনা করিয়াছে, দেখিয়া রাক্ষসগণ দীনভাবাপন্ন ও ভীত হইয়া, হাহাকার করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজধানী লঙ্কানগরে বানরগণের মহাভয়ংকর কোলাহল উথিত হইলে, নিশাচরগণ মহাযুধ সমস্ত গ্রহণ করিয়া প্রায়ঃপবনের ন্যায়, বিচরণ করিতে লাগিল।

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

অনন্তর এই সকল রাক্ষস রাবণের মন্দিরে গমন করিয়া, নিবেদন করিল, রাম বানরগণের সহিত লঙ্কা রোধ করিয়াছেন।

পুরী রুদ্ধ হইয়াছে শুনিয়া দশানন জাতক্রেপ হইয়া, সম্যকরূপে দ্বার সকলের রক্ষাবিধান পূর্বক প্রাসাদে আরোহণ করিলেন এবং দেখিলেন, বানরগণের সংখ্যা নাই । তাহার শৈলবনকাননসমুদ্রে রাক্ষসপরিপূর্ণ সমুদায় পুরীই আরত করিয়াছে । এবং লঙ্কার ভূমি তাহাদের অধিষ্ঠানপ্রায়ুক্ত করিলবর্ণ হইয়াছে । তদর্শনে দশগ্ৰীব যে উপায়ে তাহাদিগকে বধ করিবেন, তাহা চিন্তা করিতে লাগিলেন । বিশাললোচন দশানন দৈর্য্যমহকারে অনেকক্ষণ এইরূপ চিন্তা করিয়া, রাম ও বানরযুগপতিদিগকে দর্শন করিলেন ।

এদিকে রাম মমৈনো হর্ষানিষ্টে হইয়া, প্রাকারসমীপে গমন করিয়া দেখিলেন, লঙ্কানগরী নিশাচরগণে পরিবৃত্ত ও সমাগ্নি-বিদানে সুরক্ষিত হইয়াছে । বিচিত্ররজপতাকাশালিনী লঙ্কা দর্শন করিয়া, জনকনন্দিনী রামের ধঃখত অদয়ে পদগ্রহণ করিলেন । তিনি তাঁহাকে স্মরণ করিয়া, কণ্ঠিতে লাগিলেন, যুগ-শাবলোচনা জনকাকুজা আমারই জন্য শোকসমুদ্র ক্লেশ শরীরে সৃষ্টিতে শয়ন করত রাক্ষসপুরে দারুণ যজ্ঞাভোগ করিতেছেন । ধর্ম্মাত্মা রাম এইরূপ নিপীড়্যমান জানকীকে স্মরণ করিয়া, বানরাদিগকে নব্বর শত্রুসংহারে আজ্ঞা করিলেন ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রাম এই প্রকার আজ্ঞা করিলে, বানরগণ পরস্পর স্পর্শমান হইয়া, গিঃহশব্দে দশাদিক পরিপূরিত করিল । এবং তাহাদের যুগপতিগণ, হয় শিখরাবাহতে, না হয়, মুষ্টিপ্রহারে লঙ্কা চূর্ণ করিব, এই প্রকার সংকল্প করিয়া, সুবিশাল গিরিশিখর ও শৃঙ্গ সকল গ্রহণ এবং নানাজাতীয় পাদপ সমুৎপাটন পূর্বক অবাস্থতি করিতে লাগিল । অনন্তর তাহার রামের প্রিয়কামনায় লঙ্কায় আরোহণ করিল । রাম প্রাসাদে আরোহণ পূর্বক তাহাদিগকে দোষিতে লাগিলেন । সেই তাত্ত্রবদন, স্বর্ণবর্ণ ও মাল পরিত্যোদী বানরেরা রামের জন্য প্রাণত্যাগে ক্লেশ-সংকল্প হইয়া, লঙ্কায় আরোহণ পূর্বক রাণি রাণি পাদপ, পরিত-

শেখর ও মুষ্টিব আঘাতে অসংখ্য ভোজন ও প্রাকারশিখর ভগ্ন করিয়া ফেলিল, এবং ভূরি ভূরি ভূদনশেখর, ভূগ কাষ্ঠ ও পাংশু বর্ষণ পূর্বক সূনিস্থ লঙ্কামণ্ডপ পরিখা সকল পূর্ণ করিল ।

অনন্তর অন্যান্য সহস্রযুগ, কোটিযুগ, শতকোটি যুগপতি বানর সকল লঙ্কায় আরোহণ করিল এবং কাঞ্চনময় ভোজন সকল প্রামদ্বিত ও ঐকলানশিখরমদন গোপুর সকল প্রামদিত করিয়া, কখনো অঙ্গুলি, কখনো প্রবন, কখনো গর্জন করিতে করিতে মত্ত মাতঙ্গবৃক্ষের ন্যায়, লঙ্কার অভিমুখে পাবমান হইতে লাগিল । প্রবলপরাক্রম রামের জয়, মহাবল লঙ্কণের জয় এবং রামের পরিণালিত রাজ্য সূত্রীবেদ জয়, এই প্রকার ঘোষণা পূর্বক গর্জন করিতে করিতে কামরূপ বানরগণ লঙ্কার প্রাকারোপরি পাবমান হইল । বীবসাত, সুবাত, পনম ও নল এই সকল বানরযুগপতি লঙ্কার প্রাকার রোদ করত উপনিবিষ্ট হইয়া, এবং সহিংসপ্রাকার ভগ্ন করিয়া সেনাপ্রবেশময়ে স্ফটাবার স্থাপন করিল । কুমুদ জয়মদে গমিত ও দশকোটি বানরে পরিবৃত্ত হইয়া, পূর্ব দ্বার রুদ্ধ করত অবস্থান করিল । পনম ও প্রবত বানরগণে পরিবেষ্টিত হইয়া, তাহার সাহায্য নিমিত্ত তথায় সন্নিবিষ্ট হইল । বীর ও বলবান্ শতবলি বিংশতিকোটি বানরে পরিবৃত্ত হইয়া, দক্ষিণ দ্বার আবরণ পূর্বক অবস্থান করিল । তারার পিতা বলবান্ সুষেণ কোটি কোটি বানরে বেষ্টিত হইয়া, পশ্চিম দ্বার রোদ করত সন্নিবিষ্ট হইল । স্বয়ং রাম মহাবল লঙ্কণ ও সূত্রীবেদ সহিত উত্তর দ্বারে আগমন পূর্বক তাহা রোদ করিয়া রহিলেন । মহাকায় মহাবীৰ্য্য ভীমদর্শন গোলাঙ্গুল গবাক্ষ এককোটি বানর ও মহাবীর শক্রনিবহণ পুত্র এককোটি ভীমকোপ স্ফেব সহিত রামের পাশ্বে এবং মহাবীৰ্য্য বিভীষণ সম্যাক্রূপে অবস্থিতিচিহ্ন সজ্জিগণে পরিবৃত্ত হইয়া, কবচ পরিধান ও গদা গ্রহণ পূর্বক রাম যেখানে তথায় অবস্থান করিলেন । গজ, গবাক্ষ, গবয়, শরভ,

ও গন্ধমাদন ইহারা চতুর্দিকে পরিভ্রমণ পূর্বক বানরবাহিনী রক্ষা করিতে লাগিল ।

এদিকে, রাক্ষসরাজ রাবণ রোষপরীতচিত্তে আজ্ঞা করিলেন, সৈন্যগণ সকলে সত্ত্বর যুদ্ধে যাত্রা করুক । এই বাক্য শ্রবণ মাত্র রাক্ষসগণ সংসা ভীমনির্ঘোষে শব্দ করিয়া উঠিল । এবং চতুর্দিকে হেমময় বাদনদণ্ড সহকারে চত্বের ন্যায় পাণ্ডুরবর্ণমুখ-বিশিষ্ট ভেরী সকল বাজাইতে আরম্ভ করিল । তাহাদের মুখ-মারুতে পরিপূরিত হইয়া, শত সহস্র শব্দ মহাঘোষে শব্দ করিতে লাগিল । রাক্ষসগণ স্বভাবতঃ শুকের ন্যায়, নীলবর্ণ । শব্দ ধারণ করাতে, বিদ্যাম্বালামণ্ডিত সবলাক জলদপটলের ন্যায়, তাহাদের শোভা হইল । অনন্তর রাবণের আদেশানুসারে সৈন্যগণ হুষ্ঠেচিত্তে যণাসময়ে, পূর্য্যমাণ মহামাগরবেগের ন্যায়, বিনিক্ষিপ্ত হইল । ঐ সময়ে বীরগণেয় গভীর নিনাদে মলয়-পর্কত গান্ধ, গ্রাস ও কন্দরের সহিত একবারেই পরিপূরিত হইয়া উঠিল । তেজস্বী বীরগণের সিংহনাদ ও শব্দছন্দুভিনির্ঘোষ হস্তিগণের রংহিত, অশ্বগণের হ্রৈমিত, রথসকলের চক্রশব্দ ও রাক্ষসগণের পদনিশ্বন এই সকলের সহিত মিলিত হইয়া পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও সাগর প্রান্তিস্থানিত করিল ।

এই অবসরে পূর্বকালীন দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায়, রাক্ষস ও বানরগণের ভুমুল সংগ্রাম সমুপস্থিত হইল । নিশাচরগণ স্বকীয় বিক্রম প্রত্যাশন করতঃ হৃদীণ্ড গদা, শক্তি, শূল ও পরশ্বদসমূহ প্রয়োগ করিয়া, বানরগণের সকলকে নিহত করিতে লাগিল । এবং বেগবান্ মহাকায় বানরগণও রক্ষ, পর্কতশেখর, নখ ও দস্ত দ্বারা রাক্ষসদিগকে আঘাত করিতে আরম্ভ করিল । একদিকে, রাজা সুগ্রীবের জয় হউক, অনাদিকে স্ব স্ব নাম কখন পূর্বক, রাজন্ রাবণ ! তোমার জয় হউক, জয় হউক, বলিয়া, ভুমুল শব্দ সমুৎপত্ত হইল । অন্যান্য ভয়ংকর নিশাচরগণ প্রাকার আশ্রয় করিয়া, ভিন্দিপাল ও শূলসমূহের আঘাতে মহীতলগত

বানরদিগকে বিদারিত করিতে লাগিল। পৃথিবীস্থ বানরগণও নিরতিশয় জাতক্রোধ হইয়া, আকাশে উড়ান পূর্বক স্ব-বাহু-সহায়ে প্রাকারস্থিত রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে রাক্ষস ও বানরগণের সেই মাৎস্যধোণিত-কন্দিম ভুল্ল যুদ্ধ অদ্ভুতোপম হইয়া উঠিল।

—

ত্রিচয়ারিংশ সর্গ।

অনন্তর মনস্বী বানর ও নিশাচরগণ যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের বলদর্শনে স্তম্ভাক্রমে রোষে আক্রান্ত হইল। রাবণের জয়াভিলাষী ভীমকন্যা নিশাচরবর্গ কাঞ্চনভূষিত অশ্ব, অগ্নিশিখোপম ধ্বজ, আদিত্যস্ফাশ রণ ও মনোরম কবচ সমূহে সজ্জিত হইয়া, দশ দিক শাস্ত্রায়মান করিয়া, বিনির্গত হইলে, জয়াকাজক্ষী বানরগণের সুবিপুল সৈন্যও সেই ঘোরকন্যা রাক্ষসসৈন্যের অভিমুখে সবেগে গমন করিল। এই অবসরে পরস্পর অভিমুখে দাবমান রাক্ষস ও বানরগণের দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইল। পরমতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ বালিনন্দন অঙ্গদের সহিত যুদ্ধে প্রৱৃত্ত হইলে, বোধ হইল, যেন অন্ধকাসুর মহাদেবের সহিত যুদ্ধ করিতেছে। নিত্যযুদ্ধদুস্মর্ষণ সম্প্রতি প্রজ্জ্বলিত সহিত ও হনুমান জম্বুমালাীর সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। রাবণের অনুজ স্তমহাক্রোধ বিভীষণ তীক্ষ্ণবেগ শত্রুদ্বয়ের সহিত সমরে মগ্ন হইলেন। অনন্তর মহাবল গজ ও নিশাচর তপন, মহাতেজা নীল ও নিকুম্ভ, বানররাজ সুগ্রীব ও হাদ্যম, শ্রীমান্ লক্ষ্মণ ও বিরূপাক্ষ ইঁহারা পরস্পর যুদ্ধে প্রৱৃত্ত হইলে, সুদীর্ঘ অগ্নিকেতু, রশ্মিকেতু, গিঞ্জন্ন ও যজ্ঞকোপ এই চারিজন রাক্ষস রাঘবের সহিত, বজ্রমুষ্টি মৈন্দের সহিত, অশনিপ্রভ দ্বিবিদের সহিত, ঘোরস্বভাব বীর রণদুর্রথ প্রাতপন তীক্ষ্ণবেগ নলের সহিত এবং ধম্মের পুত্র সুবিখ্যাত বলবান্ সূর্য্যেণ বিদ্রাম্যশী নিশাচরের

সহিত সংগ্রাম আরম্ভ করিল। অন্যান্য বলবান বানরেরা অন্যান্য রাক্ষসের সহিত তৎক্ষণাৎ যুদ্ধ করিতে লাগিল।

এইরূপে জয়াভিলাষী বীর রাক্ষস ও বানরগণের রোমহর্ষণ ভূমূল মহাসংগ্রাম উপস্থিত হইলে, তাহাদের দেহ হইতে সমুদ্র-গত শোণিত নদী সকল ইতঃতঃ প্রবাহিত হইতে লাগিল। কেশকলাপ এই সকল নদীর শৈবাল এবং শরীর সকল কাষ্টনিচয়। এই সময়ে ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া, ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা, সেইরূপ গদা দ্বারা শত্রুসৈন্যবিদারণ বীর অঙ্গদকে আঘাত করিল। বেগবান শ্রীমান্ বানর অঙ্গদ সেই গদা গ্রহণ করিয়া, তাহার দ্বারা ইন্দ্রজিতের স্বর্ণবিচিত্রিত রথ অশ্ব ও সারথির সহিত বিনষ্ট করিয়া ফেলিলেন। সম্প্রতি প্রাজ্ঞের শরত্রেয় সমাহত হইয়া, অশ্বকর্ণ রক্ষের আঘাতে তাহাকে সংহার করিল। মহাবল জম্বু-মালী রথে থাকিয়া, ক্রোধভরে শক্তিপ্রহারে হনুমানের স্তনাস্তর বিদারিত করিলে, সেই পবননন্দন তৎক্ষণাৎ রণগ্রহণ পূর্বক ভ্রাম্যমাণে জম্বুমালীর সহিত তাহা প্রামথিত করিলেন। ঘোর-স্বভাব প্রাতপন গর্জ্জন করিতে করিতে নলের প্রতি প্রাণমান হইলে, নল স্বর্ণবিলম্ব ব্যতিরেকে তাহার দুই চক্ষু উৎপাটিত করিলেন। রাক্ষস প্রদ্যম ক্ষিপ্ত হস্তে তীক্ষ্ণ শরসমূহে স্তম্ভীর শরীর ক্ষত বিক্ষত করিয়া, বানরসৈন্য সেন গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে, বানররাজ সবেগে মণ্ডপর্ণ রক্ষের আঘাতে তাহাকে বধ করিলেন। লক্ষ্মণ প্রপণে শরশৃষ্টি করিয়া, ভীমদর্শন বিক্রপাক্ষকে প্রাণীড়িত ও পরে একমাত্র শরে বিনাশ করিয়া ফেলিলেন। ভীষণ অগ্নিকেতু, রাশ্মিকেতু, মিত্রঘ্ন ও যজ্ঞঘ্ন ইহারা শরপরম্পরা দ্বারা রামকে আদৌপিত করিলে, তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া, অগ্নিশিখা সদৃশ ভয়ংকর চার শরে তাহাদের চার জনের মস্তক ছেদন করিলেন। মৈন্দ মুষ্টিপ্রহার পূর্বক বজ্রমুষ্টিকে নিহত করিলে, সে রণ ও অশ্বের সহিত, বিমানের ন্যায় ভূমিতলে পতিত হইল। অংগুমানু সূর্য্য যেমন কিরণমালায় জলধরকে, নিকুন্ত তেমন

ভীক্ষ শরসমূহে নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ নীলকে বিদারিত করিয়া, পুন-
রায় ক্ষিপ্তহস্ততা সহকারে একশত শরে বিদ্ধ করত উচ্চৈঃশ্বরে
হাস্য করিতে লাগিল । নীল, বিষ্ণুর ন্যায়, তাহারই রথচক্র
গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা সারথি সহিত তাহার মস্তক ছেদন করিয়া
ফেলিলেন । বজ্রাশনিগমস্পর্শ দ্বিবিদ সকল রাক্ষসের সমক্ষে
নিশাচর অশনিপ্রভাকে গিরিশৃঙ্গের আঘাত করিলে, সে সেই
ক্রমযোদী বানরৈন্দ্রকে অশনিগমকাশ শরপরস্পরায় বিদ্ধ করিল ।
দ্বিবিদ শরসমূহে সম্যক্ বিদ্ধদেহ ও ক্রোধে মূর্ছিত হইয়া, মাল
রাক্ষসের আঘাতে অশ্ব ও রথের সহিত তাহার প্রাণ সংহার
করিল । বিদ্যাম্বালী রণে থাকিয়া, কাঞ্চনভূষিত বাণ সকল দ্বারা
সুবেণকে তাড়না করিয়া, বারংবার গর্জ্জন করিতে লাগিল ।
বানরশ্রেষ্ঠ সুবেণ তাহাকে রথারূঢ় দেখিয়া, সুরহং পর্শতশৃঙ্গ
দ্বারা তৎক্ষণাৎ ঐ রথ ভূপাত্তিত করিল । ক্ষিপ্তকারী বিদ্যাম্বালী
রথ হইতে মদুর অপক্ৰান্ত হইয়া, গদা হস্তে পৃথিবীপৃষ্ঠে দণ্ডায়-
মান হইল । তদ্বশনে বানরপুঙ্গব সুবেণ জাতক্রোধ হইয়া,
তাহার অভিযুখে গমন করিল । বিদ্যাম্বালী ঐ সময় তাহার
বক্ষস্থলে গদাঘাত করিলে, বানরশ্রেষ্ঠ সুবেণ গদার সেই গুরু-
তর আঘাত কোন মতেই গণনা না করিয়া, তুষ্টীস্থাবে উল্লিখিত
গিরিশৃঙ্গ তদীয় মস্তকে নিপাত্তিত করিল । শিলাপ্রহারে নিতাস্ত
আহত হইয়া, কদয় নিষ্পিষ্ট হইলে, বিদ্যাম্বালী গতাস্থ হইয়া,
ভূপৃষ্ঠে নিপাত্তিত হইল ।

এইরূপে দেবগণ যেমন দৈত্যগণকে, শূর বানরগণ তেমনি
শূর রাক্ষসদিগকে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে বিনাশ করিতে লাগিল । রাশি রাশি
ভল্ল, গদা, শক্তি, তোমর, মায়ক ও সাংগ্রামিক রথ ঈতস্ততঃ
বিক্ষিপ্ত, ভূরি ভূরি অশ্ব, মত্ত হস্তী, রাক্ষস ও বানরসমূহ নিহত
এবং চক্র, অক্ষ, যুগ ও দণ্ড সমস্ত ভগ্ন হইয়া পৃথিবীতে পাত্তিত
হওয়াতে, রণভূমি ভয়ংকর ও গোমায়ুগুণে পরিবৃত্ত হইয়া উঠিল ।
বানর ও রাক্ষসগণের কবন্ধ সকল সমুৎপত্তিত হইতে লাগিল ।

কলতঃ, সেই যুদ্ধ দেবাসুরযুদ্ধের ন্যায়, তুমুল ভাব ধারণ করিল । নিশাচরগণ প্রাধান প্রাধান বানরশ্রেষ্ঠ কর্তৃক নিহন্যমান ও শোণিতগন্ধে মুচ্ছিত হইয়া, দিবাকরের অস্তগমন আকাজ্জক্য পুনরায় সদর্পে ও সতেজে ঘোর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল ।

চতুষ্চত্রিংশ সর্গ ।

এইরূপে রাক্ষস ও বানরেরা যুদ্ধ করিতে লাগিলে, দিবাকর অস্তঃচলচূড়াবলম্বী ও প্রাণহারিণী রজনী সমাগত হইল । তখন ঘোরশব্দাব বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর বদ্ধবৈর ও জিগীষু হইয়া, রাতিযুদ্ধ আরম্ভ করিল । রাক্ষসেরা, তুমি বানর এবং বানরেরা, তুমি রাক্ষস, এই বলিয়া রাত্রির সেই দারুণ অন্ধকারে পরস্পরকে সংহার করিতে লাগিল । বধ কর, বিদীর্ণ কর, আগমন কর, কি জন্য পলাটেতেছ, এইরূপ অভিমাত্র তুমুল শব্দ সৈন্যমধ্যে প্রবৃত্ত হইতে লাগিল । কাঞ্চনময়-কবচধারী রুষ্ণবর্ণ নিশাচরগণ, প্রাদৌণ্ড ওষধি-কানন-সম্মেত শৈলেন্দ্রসমূহের ন্যায়, সেই দারুণ অন্ধকারমধ্যে দৃষ্ট এবং ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া, মহাবেগে বানরদিগকে ভক্ষণ করত দুস্পার অন্ধকার মধ্যে পরিপাতিত হইতে লাগিল । ভীমকোপবানরগণ ও লক্ষপ্রদান পূর্নক সূতীক্স দশনাম্বাতে কাঞ্চনভূষিত অশ্ব ও আশীবিষদশ ধ্বজসকল বিদীর্ণ করিতে লাগিল । এইরূপে বলবান বানরগণ ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া, রাক্ষসী-সেনা স্তম্ভ করিয়া, দশনপ্রায়োগে হস্তী, হস্ত্যারোহী এবং ধ্বজপতাকামালী রথ সকল আকর্ষণ ও দংশন করিতে আরম্ভ করিল ।

রাম ও লক্ষ্মণ দুই জনে আশীবিষদশ শর দ্বারা দৃশ্য ও অদৃশ্য রাক্ষসহাবরগণের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইলেন । তুরগ-খুবিনিস্ত ও রথনেমিসমুখিত পরণীরজ যোদ্ধাগণের কর্ণ ও নেত্র ক্রুদ্ধ করিল । এই প্রকার লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইলে,

রক্তপ্রবাহশালিনী মহাঘোর নদী সকল প্রবাহিত হইল। ভেরী
সুদৃঢ় ও পণবসমূহের সহিত শস্ত্র ও চক্র ধ্বনি মিশ্রিত হইয়া,
অদ্ভুতরূপে পরিণত হইল। গর্জ্জনশীল অশ্ব, রাক্ষস ও বানর-
সমূহ এবং অস্ত্র সকলের দারুণ শব্দ উথিত হইতে লাগিল।
প্রাধান প্রাধান বানরগণ নিহত, রাশি রাশি শক্তি, শূল ও পরশুদ
বিনষ্ট এবং পক্ষতাকৃতি কামরূপ নিশাচরগণ মূর্ত্যুপাতিত হওয়াতে
যুদ্ধভূমি শত্রুরূপ পুষ্পলজ্জায় সজ্জিত দুজ্যেয়, দুর্নিবেশ ও
গোণিতপ্রাপ্যযুক্ত কদমময়ী হইয়া উঠিল। রাক্ষস ও বানর-
গণের জীবিতকারিণী সেই নিশীথিনীও সমুদায় ভূতগণের সং-
হাররজনীর ন্যায়, ভয়ংকর মূর্তি পরিগ্রহ করিল।

অনন্তর রাক্ষসগণা ঘোরতর অন্ধকারে শরদৃষ্টি করিতে
করিতে সংশ্লিষ্ট হইয়া, রামের অভিমুখে দাবমান হইল। তাহারা
ক্রোধভরে গর্জ্জন করিয়া, ঐ রূপে দাবমান হইলে, প্রলয় সময়ে
সপ্ত সাগরের শব্দ সদৃশ ভূমূল শব্দ সমুথিত হইল। রাম অগ্নি-
শিখাসদৃশ ভয়ংকর ছয় শরে তাহাদের মধ্যে ছয় জনকে নিমেষ-
মধ্যেই আহত করিলেন। ঐ ছয় জনের নাম তুর্দ্রক্ষ, যজ্ঞশত্রু, মহা-
পার্শ্ব, মহোদর, মহাকায় বজ্রদংশু, ঋক ও নারদ। ইহারা রামের
শরসমূহে মস্মাহত ও ক্ষীণায়ু হইয়া, যুদ্ধ হইতে অপসৃত হইল।
মহারথ রাম নিগেষাস্তরমাত্রেই অগ্নিশিখাসদৃশ শরসমূহে দিক্
বিদিক্ সমুদায় আলোকিত করিলেন। অন্যান্য যে সকল
রাক্ষসবীর তাহার সম্মুখীন হইয়াছিল, তাহারা সকলেই, পাবক-
পতিত পতঙ্গপ্রচয়ের ন্যায়, বিনষ্ট হইয়া পেল। সুবর্ণপুঙ্খ শর
সকল সমস্তাৎ সম্পত্তিত হওয়াতে, সেই যুদ্ধরজনী, শরৎকালীন
খদ্যোত্তমগুণিত বাজির ন্যায়, বিচিত্র মূর্তি দারণ করিল। পুনশ্চ,
রাক্ষসগণ ও ভেরী সকলের গভীর শব্দের সান্নিধ্যবশতঃ সেই
ঘোর নিশীথিনী আরও ঘোর হইয়া উঠিল। চতুর্দিকেই
অভ্যুচ্চ ভূমূল শব্দ হওয়াতে, কন্দরাকীর্ণ ত্রিকূটপর্বত মুখরিত
হইয়া উঠিল।

অন্ধকারগর্ভ মহাকায় গোলকুল সকল বাল্যযুগে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, রাক্ষসদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। অঙ্গদ শত্রুবিনাশনিমিত্ত সংগ্রামে সমুপস্থিত হইয়া, অশ্ব ও নারথের সহিত ইন্দ্রজিৎকে প্রহার করিলেন। সেই প্রহারে নারথ ও অশ্ব হত হইলে, ইন্দ্রজিৎ রথ ত্যাগ করিয়া, মহামায়া অবলম্বন পূর্বক সেই স্থানেই অস্থির হইল। সমস্ত দেবতা ও মহর্ষি এবং স্বয়ং রাম ও লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা পূজার্থ অন্ধদের এই কার্যের প্রশংসা করিতে লাগিলেন। যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎের প্রভাব প্রাণিমায়েই অবগত ছিল। তজ্জন্য, তাহাকে পরাভূত দেখিয়া সকলেরই আনন্দ হইল। অনন্তর ঋতুকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, স্ত্রীবি ও বিভীষণপ্রমুখ বানরগণ সকলেই মাধু মধু বাক্যে শব্দ করিয়া উঠিল। এবং তাহাদের অস্তিমাত্রই উপস্থিত হইল।

বালীর পুত্র ভীষ্মকর্তা অঙ্গদ যুদ্ধে জয় কৰাতে, রাবণের পুত্র পাপাত্মা রণকর্ষণ ইন্দ্রজিৎের অতিশয় ক্রোধ জন্মিল। সে ব্রহ্মার নিকট বর পাইয়াছিল। ক্রোধে ততজ্ঞান ও অস্ত্রদান পূর্বক অদৃশ্য হইয়া, অশনিগম্বিত শর সকল মোচন করিতে লাগিল। এবং নায়কসমূহে রাম লক্ষ্মণ উভয়েরই মর্দ শরীর বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। সে মায়াবলে লুক্কায়িত ও সকলের অদৃশ্য হইয়া, কূটযুদ্ধে রাম লক্ষ্মণ উভয়কে মোহিত করিয়া, পাশে বন্ধন করিল। বানরগণ মহা মাগন্দর্শন করিল, বীর ইন্দ্রজিৎ জাতক্রোধ হইয়া, পুরুষবাঞ্বে রাম লক্ষ্মণকে মর্পময় শরে বন্ধন করিয়াছে।

রাক্ষসরাজপুত্র ইন্দ্রজিৎ যখন প্রকাশ্যে রাম লক্ষ্মণকে বন্ধন করিতে অসমর্থ হইল, তখন দুবাত্মা মায়াচাযোগে প্ররক্ত হইয়া, তৎপ্রভাবে এই কাব্য সাধন করিল।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ।

প্রতাপবান্ অতিবল রাজপুত্র রাম ইন্দ্রজিতের স্থান অধ্বৈষণ-
জ্ঞান্য বানরাদিপতি নীল, বালিপুত্র অরুদ, তেজস্বী শরভ, মহা-
বল হনুমান, দ্বিবিদ, সানুগ্রহ, ঋষভ, ঋষভকৃষ্ণ এবং সুরমেনের
দুই জাতি, এই দাশমুখপতি বানরকে আজ্ঞা করিলেন । তাহারা
সকলে অতিশয় হর্ষিত হইয়া, দশদিক্ অধ্বৈষণ করত ভয়ংকর
পাদপহস্তে আকাশে প্রবিষ্ট হইল । অশ্ববিন্ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাস্ত্রে
অভিমন্ত্রিত করিয়া, অতিশয় বেগশীল শরজালে সেই বেগবান্
বানরগণের বেগরোধ এবং নারাচসমূহে তাহাদের শরীর ক্ষত-
বিক্ষত করিল । তাহারা মেঘারত সূর্য্যের ন্যায়, অন্ধকারে
তাগকে দেখিতে পাইল না । যুদ্ধজয়ী রাবণন্দন সর্পশরীর-
ভেদী শরজালে রামলক্ষ্মণের কলেবর অতিমাত্র বিদ্ধ করিল ।
সে ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পণরে তাঁহাদিগকে এক্রূপে বিদ্ধ করিল যে,
তাঁহাদের শরীরে কিছুমাত্র স্থান রহিল না । ক্ষতমুখ দিয়া
রাশি রাশি রক্ত বহির্গত হইলে, তাঁহারা উভয়ে কুস্মিত কিংক
রক্তের ন্যায়, শোভমান হইলেন ।

ইন্দ্রজিতের নয়নপ্রাস্ত রক্তর্ণ ও কলেবর ভিন্নাঙ্গনচয়সম্ভিত ।
সে অস্তহিত থাকিয়া, রাম লক্ষ্মণকে বলিতে লাগিল, আমি যুদ্ধে
প্ররুত হইলে, আমার দর্শন পাওয়া অসম্ভব । অথবা, দর্শন পাই-
লেও, স্বয়ং ইন্দ্র আমাকে আয়ত্ত করিতে পারেন না ; তোমা-
দের কথা কি বলিব । দেখ, আমি তোমাদিগকে কঙ্কপত্রবিশিষ্ট
শরজালে বদ্ধ করিয়াছি । এক্ষণে কোপপরীত চিত্তে যমসদনে
প্রেরণ করিব । এই বলিয়া ভিন্নাঙ্গনচয়শ্যাম ইন্দ্রজিৎ দম্ভজ
রাম লক্ষ্মণ উভয় ভ্রাতাকে সুশাগিত শরে বিদ্ধ করিয়া, হাস্য ও
গজ্জর্জন করিতে লাগিল । এবং পুনরায় বিপুল ধনু বিস্ফারিত
করিয়া, ভয়ংকর সায়কসমূহ বিসজ্জর্জন করিতে প্ররুত হইল ।
অনন্তর সম্মুখে রাবণতনয় বীর রাম লক্ষ্মণের সম্মুখদেশে নিশিত

শনজ্জাল নিমজ্জিত করিয়া, বারংবার গজ্জর্ন করিতে লাগিল তাঁহারা দুই ভ্রাতা নাগপাশে বদ্ধ হইয়া, নিমেষমগ্নোই স্তম্ভিত দৃষ্টি হইলেন। তাঁহাদের সর্ক শরীর শর শল্য সমাশ্রিত ও ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। ইন্দ্রজিৎ তাঁহাদিগকে রঙ্কমুক্ত ইন্দ্রধ্বজের ন্যায়, নিতান্ত কম্পাঙ্কিত করিলে, একান্ত বলশালী মহাপন্থ জগৎপতি বীর রাম লক্ষ্মণ সম্মভেদপ্রযুক্ত কণ্ঠিত হইয়া পরাতলে পতিত হইলেন। সন্ম শরীর রুদিরাক্ত ও শরবেষ্টিত, তদবস্থায় তাঁহারা নিতান্ত পীড়িত ও কাতরভাবাপন্ন হইয়া, বীর শয়্যায় শয়ন করিলেন। তাঁহাদের দেহ একপ বিদ্ধ হইল যে, এক অঙ্গুল ও অস্তর রহিল না। এমন কি, করাগ্র পর্য্যন্ত শরসমূহে ছদ্ধ ও বিদারিত হইল। তাঁহারা কামরূপী ক্রুর নিশাচরের আঘাতে অনবরত রুদির ক্ষরণ করিতে লাগিলে, বোধ হইল যেন, প্রাণবৎস্র জলমারা বর্ষণ করিতেছে। রাম সম্মাহত হইয়া প্রথমে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ পূর্বে ক্রুদ্ধ হইয়া, দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় কবিত্যা-ছিল। সে বায়ুকর্ভুক বিস্তীর্ণমাণ ধূলির ন্যায় অবিচ্ছিন্ন পত-মান রুক্মপুত্র প্রসন্নগ্র শরসমূহ এবং রাশি রাশি নারচ, অর্দ্ধ নারচ, ভল্ল, অঞ্জলিক, বৎসদন্ত, সিংহদংষ্ট্র ও ক্ষুর সমস্ত প্রায়োগ পূর্বক রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার শরাঘাতে রামের কোদণ্ড জ্যাহীন এবং তাহার মুষ্টিবদ্ধ ও ছিন্ন হইয়া গেল। ঐ কাম্বুক তিন স্থানে নত এবং সুবর্ণ ভূষিত। তিনি তদবস্থ পন্থ পরিত্যাগ করিয়া, বীরশয়্যায় শয়ন করিলেন। পুরুষর্ষভ রামকে শরশয়্যায় মধ্যে নিপাতিত দর্শন করিয়া, লক্ষ্মণ প্রাণের আশা ত্যাগ করিলেন। অনন্তর তিনি সর্কভূতের শরণ্য ও রণতোষণ পদ্মপলাশশোচন ভ্রাতাকে তদবস্থ অবলোকন করিয়া শোক করিতে লাগিলেন। বানরগণও তদর্শনে নিরতিশয় সমস্ত ও শোকাক্ত হইয়া, অশ্রুপূর্ণলোচনে দারুণ চীৎকার আরম্ভ করিল। হনুমানপ্রমুখ বানরগণ সকলেই তথায় সমাগত হইয়া,

বীরশয্যাশায়ী ভ্রাতৃদ্বয়কে বেষ্টেন পূর্বক অবস্থিতি করিল।
এবং সকলেই নিরতিশয় বিমগ্ন ও ব্যাকুলভাবাপন্ন হইল।

ষট্চত্বারিংশ সর্গ ।

রামগঞ্জস্থ দুই ভ্রাতা শরপরম্পরায় আচ্ছন্ন হইলে, বানরগণ
ভয়বশতঃ আকাশ ও পৃথিবীর চারিদিকে দৃষ্টিপাত করত, তাঁহা-
দিগকে দেখিতে লাগিল। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন বারিবষণ
করিয়া, নিরন্তর হইলেন, তদ্বৎ ইন্দ্রজিৎ কৃতকার্য্য হইয়া, নিরন্তর
হইলেন, সুগ্রীব, বিভীষণ, নীল, দ্বিবিদ, মৈন্দ, অুষেধ, কুমুদ ও
অঙ্গদ ইহারা তথায় আগমন পূর্বক হস্তমানের সহিত মিলিত
হইয়া, দুই ভ্রাতার উদ্দেশে শোক করিতে লাগিল। তাঁহাদেব
উভয়ের স্পন্দনশক্তি শূন্য, নিশ্বাস মুণ্ডভাবাপন্ন, শরীর
শোণিতাক্ত ও শরজ্বলে আচ্ছন্ন, এবং নিতাস্ত্র অবসন্ন। তদ-
বস্থায় তাঁহারা স্বর্ণময় ইন্দ্রধ্বজদ্বয়ের ন্যায়, শরশয্যায় শয়ন
করিয়া, বিক্রমহীন চেষ্ঠাহীন সর্পের ন্যায়, নিশ্বাস পরিত্যাগ
করিতেছিলেন। চতুর্দিকে আপনাদিগের অদীন যুগপতিগণ পরি-
বেষ্টন করিয়া আছে। লোচনযুগল বাষ্পনাশিপরিপূর্ণ। এবং
অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমুদায়ই একপ্রকার অবশ হইয়া গিয়াছে। এইরূপে
তাঁহারা উভয়ে শরজ্বলে সমাচ্ছন্ন হইয়া, বীরশয্যায় শয়ন পূর্বক
ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, দর্শন করিয়া, বিভীষণপ্রমুখ বানর-
গণ সকলেই ব্যথিত হইল। এবং বারংবার অস্ত্রবোক্ষ ও দণ্ড দিক
দেখিতে লাগিল। কিন্তু ইন্দ্রজিৎ মায়ায় আচ্ছন্ন হইয়াছিল।
তজ্জন্য তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। অনন্তর বিভীষণ ইত্যন্ততঃ
দৃষ্টিপাত করত সেই মহামায়াচ্ছন্ন ইন্দ্রজিৎকে সম্মুখে দর্শন
করিলেন। তিনি দেখিলেন, যুদ্ধে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অপ্রতিমকর্ম্মী
রাবণনন্দন পিতামহের বরদানবলে সকলের অলক্ষ্যে অবস্থিতি
করিতেছে।

এদিকে তেজ, যশ ও বিক্রমসম্পন্ন ইন্দ্রজিৎ রামলক্ষ্মণকে বীরশয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়া, আপনার কৰ্ম্ম পর্যালোচনা পূৰ্ব্বক পরমহর্ষিত হইয়া, রাক্ষসগণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া কহিতে লাগিল, ঐ দেখ, খর দুষণের হস্তা রাম লক্ষ্মণ মহাবল দুই ভ্রাতাই আমার শরে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ঋষিগণ-সহিত সমস্ত সুরাসুর সমবেত হইলেও, ইহাদিগকে এই নাগপাশ হইতে মোচন করিতে পারিবে না। পিতা আমার বাহাদেবের জন্য শোকে ও চিন্তায় অভিভূত হইয়া, শয্যাস্পর্শ না করিয়াই ষামনী বাপন করেন এবং বাহাদেবের জন্য সমস্ত লঙ্কানগরী বর্ষাকালীন নদীর ন্যায়, ব্যাকুলভাবাপন্ন হইয়াছে, সেই এই সকলের মূলহর অনর্থস্বরূপে বিদ্যমান রাম লক্ষ্মণকে আমি নিরাক্রান্ত করিলাম। ইহাদের উভয়ের এবং সমুদায় কপিগণের সমস্ত বিক্রম, শরৎকালীন মেঘের ন্যায়, নিষ্ফল হইল। সে, রাক্ষসগণের সকলকে এই প্রকার কহিয়া, তাহাদের সমক্ষেই যুগ্ম-পাতি বানরদিগকে আক্রমণ করিল। নীলকে নয় বাণে আহত করিয়া, মৈন্দ ও দ্বিবিদকে তিন তিন শরে সম্ভ্রান্ত করিল। পরে জাম্ববানের হৃদয়ে বাণ বিদ্ধ করিয়া, বেগবান্ হনুমানের প্রীতি দশ শর-প্রয়োগ করিল। অনন্তর শরভ ও গবাক্ষ এই দুই অমিতবিক্রম বানরকে দুই দুই শরে আঘাত করিয়া, ক্ষিপ্ৰ-হস্ততাসহকারে বালিনন্দন অঙ্গদকে বহু বাণে বিদ্ধ করিল। এই রূপে অগ্নিশিখাসদৃশ শরজালে ঐ সকল বানরকে বিদ্ধ করিয়া, মহাবল মহাসত্ত্ব মহাবেগ মহাধনু অমিত্রয় ইন্দ্রজিৎ গভীর গজ্জর্জন করিতে লাগিল।

বানরদিগকে শরসমূহে ত্রাসিত ও নিপীড়িত করিয়া, মহাবাহু রাবণনন্দন সহস্র আস্র্য রাক্ষসদিগকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, রাক্ষসগণ ! অবলোকন কর, আমি সেনামুখে ভয়ংকর নাগপাশে দুই ভ্রাতাকে একত্রে বন্ধন করিয়াছি। কূটযোধী রাক্ষসগণ সকলেই এই প্রকার অভিহিত হইয়া, এই ব্যাপার

দর্শন পূর্বক পরম হৃষ্ট ও বিস্ময়াবিষ্ট হইল । এবং রাম হত হইয়াছেন, ভাবিয়া, জলদগন্তীর নিনাদে শব্দ করিয়া, ইন্দ্র-জিতের সমুচিত পূজা করিল । তৎকালে, দুই ভ্রাতা স্পন্দ-হীন ও শ্বাসহীন হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিয়াছেন, দর্শন করিয়া, ইন্দ্রজিং মনে করিল, তাঁহাদের মৃত্যু হইয়াছে । তজ্জন্য স্বয়ং আনন্দযুক্ত হইয়া, চরদিগকেও হর্ষিত করিয়া, পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল ।

এদিকে, রাম লক্ষ্মণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমস্তই শরব্যাণ্ড হইয়াছে, দেখিয়া সূর্য্যীবের অন্তঃকরণে ভয়সঞ্চার, বদনমণ্ডল বাষ্প-পূর্ণ, লোচনযুগল ক্রোধে ব্যাকুল এবং নিতান্ত অবসাদ দশার আবির্ভাব হইল । বিভীষণ তদবস্থ সূর্য্যীবকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বানররাজ ! ভয় করিবার আবশ্যকতা নাই । বাষ্প-বেগ নিগৃহীত কর । প্রায়ই লোকের এই প্রকার বিপদ ঘটয়া থাকে । সর্ব্বদা জয় লাভ করাও সাধ্য নহে । হে বীর ! আমাদের যদি কিছুমাত্র ভাগ্যশেষ থাকে, তাহা হইলে, আমি এই মহাবল মহাত্মা রাম লক্ষ্মণকে মুক্ত করিব । এক্ষণে অসহায় আমাকে ও তোমার আপনাকে আশ্বাসিত কর । বাহারা সত্যধর্ম্মে বিশেষ রূপে আগন্তু, তাঁহাদের মৃত্যু জন্য ভয় নাই । এই বিষম সময়ে অতিস্নেহপ্রযুক্ত রোদনাদি ব্যাপারে প্ররক্ত হইলেও, মৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা । অতএব সৰ্ব্বকার্য্যহানিকর বৈক্লব্য ত্যাগ করিয়া, রামপ্রমুখ সৈন্যগণের হিত চিন্তা কর । অথবা, রাম যাবৎ মোহাচ্ছন্ন থাকেন, তাবৎ ইঁহার রক্ষা কর । পরে চৈতন্য হইলে, ইঁহারা উভয়ে আমাদের ভয় ব্যপনীত করিবেন । রামের পক্ষে ইহা কিছুই নহে, তিনি ইহাতে কখনই প্রাণ ত্যাগ করিবেন না । ঐ দেখ, গতায়ু ব্যক্তিগণ বাহা লাভ করিতে সমর্থ হয় না, সেই লক্ষ্মী রামকে ত্যাগ করেন নাই । অতএব আপনাকে ও আপনার সৈন্যদিগকে আশ্বাসিত কর । আমি এই অবগতে সকলকে স্থির করিয়া লই । হে

বানরসত্তম ! এই প্রফুল্লনয়ন কপিগণ ভয়ে আক্রান্ত হইয়া, কর্ণে কর্ণে রামের কথা কহিতেছে। আমি সকলের আশ্বাসনার্থ ইতস্ততঃ দাবমান হইতেছি, দেখিয়া, সৈন্যগণ অতিমাত্র হর্ষিত হইয়াছে। অধুনা, কপিগণ ভুক্তপূর্ব্ব মাল্যের ন্যায়, ভয় পরিহার করুক। রাক্ষসরাজ বিভীষণ সুগ্রীবকে আশ্বাসিত করিয়া, পুনরায় ইতস্ততঃ পলায়মান বানরসৈন্যকে আশ্বাসিত করিলেন।

এদিকে, পরমমায়াবী ইন্দ্রজিৎ সর্পসৈন্যসমায়ত হইয়া, লঙ্কানগরে প্রবেশ ও পিতৃদেব সমীপে গমন করিল। এবং পিতাকে ক্রুতাজলিপুটে অভিবাদন করিয়া, রাম লক্ষ্মণ নিহত হইয়াছেন, এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করিল। রাবণ রাক্ষসগণমধ্যে শত্রুনিপাতরক্তাস্ত্র শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পুত্রকে হৃষ্টচিত্তে আলিঙ্গন এবং প্রীতহৃদয়ে মস্তক আত্মাণ করিয়া, মগস্ত সাবিশেষ জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন ইন্দ্রজিৎ যেরূপে রাম লক্ষ্মণকে নাগপাশে বন্ধন পূর্ব্বক নিশ্চেষ্টে ও নিস্প্রাণ করিয়াছে, তাহা যথাযথ ভাঁহার নিকট নিবেদন করিল। মহারথ পুত্রের ঐ কথা শুনিয়া, রাবণের অন্তরাঙ্গা হর্ষাতিশয়াসম্বিত এবং রাম কর্তৃক সমুখাপিত দারুণ সম্ভাপও বিগলিত হইল। তিনি পরম হৃষ্ট বাক্যে পুত্রের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন।

—:—

সপ্তচত্বারিংশ সর্গ।

রাবণাশ্রয় ইন্দ্রজিৎ ক্রুতার্থ হইয়া, লঙ্কায় প্রবেশ করিলে, হনুমান, অঙ্গদ, নীল, অম্বেন, কুমুদ, নল, গজ, গবাক্ষ, পনস, সানু প্রস্থ, জাম্ববান, ঋষভ, সুন্দ, রম্ভ, শতবলি ও পৃথু এই সকল প্রদান প্রধান বানর, সৈন্যাদিগকে বাহবদ্ধ করিয়া, তিথ্যাক্ উর্দ্ধ সকল দিক সর্ষতোভাবে নিরীক্ষণ করত পাদপ হস্তে সাবধানে

রাজের চারিদিক রক্ষা করিতে লাগিল । তুণ নড়িলেও, রাক্ষস বলিয়া তাহাদের মনে হইতে লাগিল ।

এদিকে রাবণ পুত্র ইন্দ্রজিৎকে হৃষ্ট চিত্তে বিদায় দিয়া, যে সকল রাক্ষসী গীতার রক্ষা করে, তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আশ্রয় করিলেন । ত্রিঙ্কটাপ্রমুখ এই সকল নিশাচরী তদীয় আদেশে তথায় উপস্থিত হইলে, তিনি মহাশয় তাহাদিগকে কহিলেন, তোমরা বৈদেহীকে বল, ইন্দ্রজিৎ রাম লক্ষ্মণকে বধ করিয়াছে । এবং গীতাকে পুষ্পকরণে আরোহণ করাইয়া, এই ব্যাপার প্রদর্শন কর । যাহার আশ্রয়বশতঃ গার্বিত্য হইয়া, জ্ঞানকী আমায় উপেক্ষা করে, তাহার সেই স্বামী রাম আত্মার সহিত সংগ্রামমুখে নিহত হইয়াছে । এই কথা বলিলেই, জ্ঞানকী নির্দিশা, নিরুদ্দিষ্টা, নিরপেক্ষা ও সর্বাভরণভূষিত হইয়া, আমার পরিচর্যা করিবে । ফলতঃ, রাম লক্ষ্মণের সহিত কালের বশতাপন্ন হইয়াছে, দর্শন করিলেই, জ্ঞানকী অনন্যগতি ও হতাশা হইয়া, প্রত্যাগমন পূরক নিজেই আমার উপাসনা করিবে ।

দুরাক্ষা রাবণের এই কথা শুনিয়া, এই সকল রাক্ষসী যে আজ্ঞা বলিয়া, পুষ্পক বিমানসমীপে গমন করিল । অনন্তর তাহার রাবণের আজ্ঞানুসারে পুষ্পক রথ লইয়া, অশোক বনে জ্ঞানকীর নিকট উপস্থিত করিল । গীতা স্বামিশোকে অভিভূতা হইয়াছিলেন । নিশাচরীরা তাহাকে লইয়া, পুষ্পকবিমানে আরোহণ করাইল । অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ ত্রিঙ্কটীর সহিত গীতাকে পুষ্পকে আরোহণ করাইয়া, পতাকাধ্বজমালিনী সমস্ত লক্ষ্য মদ্যে সহর্ষে ঘোষণা করিয়া দিলেন, ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে নিহত করিয়াছেন ; তোমরা সকলে দেখিয়া আইস ।

জনকনন্দিনী ত্রিঙ্কটীর সহিত বিমানযোগে গমন করিয়া দেখিলেন, সমস্ত বানবসৈন্য নিপাত্ত হইয়াছে । তিনি পুনরায় দেখিলেন, রাক্ষসগণ হৃষ্টচিত্ত হইয়াছে এবং বানরগণ দুঃখার্ভ

হইয়া রাম লক্ষ্মণের পার্শ্বে সন্নিবিষ্টে রহিয়াছে । তদনন্তর তিনি অবলোকন করিলেন, রাম লক্ষ্মণ উভয়েই শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন । তাঁহাদের জ্ঞান শূন্য, নিরতিশয় বেদনা উপস্থিত, কবচ বিনষ্ট, শরাসন বিপ্রবিদ্ধ, সর্দাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত ও শরগয় হইয়াছে । তদবস্থায় সেই পুরুষব্রাহ্মণ বীৰ্য্যশালী পুণ্ডরীকলোচন দুই ভ্রাতা ধরাতলে শয়ন করিয়াছেন । বোধ হয়, যেন পাবক-নন্দন কুমারদ্বয় পতিত রহিয়াছেন । গীতা 'তাঁহাদের দুই জনকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া, দুঃখান্বিত হইয়া, নিরতি করুণ বিলাপ করিতে লাগিলেন । এবং তাঁহাদের দুই জনকে ধূলিতে লুণ্ঠিত হইতে দেখিয়া, সেই অনবদ্যাদ্বী অসিতেক্ষণার লোচন-যুগল অশ্রুজলে পূর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি এই রূপে বাষ্প ও শোকে আচ্ছন্ন হইয়া, দেবসুহৃৎসদৃশ প্রভাবসম্পন্ন ভ্রাতৃদ্বয়ের মৃত্যু চিন্তা করিতে করিতে দুঃখান্বিত হৃদয়ে বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন ।

—*—

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ।

মহাবল রাম লক্ষ্মণকে নিহত দেখিয়া, গীতা শোককর্মিণী হইয়া, করুণস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন, সামুদ্রিক পুরুষগণ বলিয়াছিলেন, আমি অবিধবা ও পুত্রের জননী হইব । রাম নিহত হওয়াতে, অদ্য সেই জ্ঞানিগণও মিথ্যাবাদী হইলেন । যাঁহারা বলিতেন, আমি অশ্বমেদাদি যজ্ঞানুষ্ঠাতার মহিষী এবং বিবিধ সত্রকর্তার পত্নী হইবে; অদ্য রামের মৃত্যুতে তাঁহাদেরও বাক্য মিথ্যা হইল । যাঁহাদের জ্ঞান ছিল, আমি রীধি পার্থিব পত্নীগণের মধ্যে পূজা এবং স্বামীর বহুমানভাগিনী, তাঁহাদের কথাও মিথ্যা হইল । অথবা যে সকল জ্যোতিঃ-কৃতান্তবিত্ত জ্ঞানী পুরুষগণ আমার সমক্ষে আমাকে অবিধবা বলিয়া উল্লেখ করিতেন, অদ্য রাম নিহত হওয়াতে, তাঁহারাও

অনন্তবাদী হইলেন। যে লক্ষণ থাকিলে, কৃষ্ণসীরা রাজেন্দ্র-
পতির সন্তিত অদিরাজ্যে অভিষিক্ত হয়, সেই পদ্ধত্রেখা আমার
হস্তপদে বিরাজমান। যে সকল লক্ষণযুক্ত হইলে, নাবী
বিধবা ও দুর্ভাগা হয়, সে সকল অলক্ষণ আমার দেখিতে
পাই না। তথাপি আমার লক্ষণের উপযুক্ত ফল হইল না।
লক্ষণজ্ঞ পুরুষগণ বলিয়া থাকেন, স্রীলোকের পদ্ধত্রেখা কখনই
ব্যর্থ হয় না। 'অদ্য রাম নিহত হওয়াতে, তাহাও মিথ্যা হইল।
আমার কেশকলাপ স্তম্ভ, সম ও নীলবর্ণ, জয়মাল্য অসংখ্য,
জজ্ঞাদ্বয় রত্নভাবাপন্ন ও অলোমশ, দশন সকল বিরল, ললাট-
কলক, নেত্র, কর, পাদ, গুল্ফ ও উরুযুগল সমাধিত, মথ সকল
অনুরক্ত, অঙ্গুলিরাজি স্নিগ্ধ ও সমগদা, স্তনদ্বয় অপরল ও পীন,
চুচকদ্বয় মগ্ন, নাভি গভীর ও পার্শ্বে উৎসিক্ত, দুই পাশ্ব ও বক্ষ-
স্থল উপচিত, বর্ণ মণিমদ্রশ, লোমরাজি মৃদুভাবাপন্ন, এবং
আমার দুই পদের দশ অঙ্গুলি ও তল ভাগ সুপ্রতিষ্ঠ। এইরূপে
কেশাদি পাদপর্যন্ত লক্ষণপরম্পরা পরিদর্শন করিয়া, লোক
আমায় শুভলক্ষণা বলিত। কন্যার শুভাশুভ লক্ষণবেত্তারাও
জামিতেন, আমার পাণিপাদ উভয়ই সমগ্ন মনোমায় লাঞ্ছিত
ও উৎকৃষ্ট বর্ণবিশিষ্ট এবং তাহাদের অঙ্গুলিরাজি পরম্পর সং-
সক্ত। এতদ্ভিন্ন, আমার হায়াও মৃদুস্বন্দ ভাবাধিত। এই সকল
শুভ লক্ষণ-লক্ষ্য করিয়া, জ্যোতিঃশাস্ত্রের সিদ্ধান্তবিশিষ্ট ব্রাহ্মণগণ
নির্দেশ করিয়াছিলেন, আমি স্বামীর সন্তিত ভবিষ্যতে অদি-
রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইব। কিন্তু সে সকলই মিথ্যা হইল। হায়!
জাতৃদ্বয় জনস্থানের কণ্টক উৎপাটন, আমার সংবাদ সংকলন ও
অক্ষোভা সাগর উত্তরণ করিয়া, শেষে গোপ্পদে মগ্ন হইলেন।
তাহারা দুই জনেই বারুণ, আগ্নেয়, ইন্দ্র, বায়ব্য ও ব্রহ্মশির এই
সকল অস্ত্রে প্রতিপন্ন, দুই জনেই ইন্দ্রের সদৃশ এবং দুই জনেই
অনাথা আমার রক্ষাকর্তা। ইন্দ্রজিৎ অদৃশ্য হইয়া, দুই জনকেই
নিহত করিল। শত্রু যদিও মনের ন্যায় বেগবান্ হয়, তথাপি,

রামের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়া, প্রাণ লইয়া ফিরিতে পারে না । কালের পক্ষে কিছুই অতিভার নাই, কৃতান্তকেও জয় করা দুর্ঘট । দেখ, স্বয়ং রামও ভ্রাতার সহিত শত্রুহস্তে নিপাতিত হইয়া, শয়ন করিয়াছেন । তপস্বিনী শ্বশ্রু কৌশল্যার জন্য আমার সেরূপ শোক হইতেছে, আমার নিজের জন্য, জননীর জন্য এবং মহারণ রাম ও লক্ষ্মণের জন্যও সেরূপ হয় না । কেননা, কৌশল্যা নিয়তই চিন্তা করিতেছেন, রামকে কত দিনে গীতা ও লক্ষ্মণের সহিত বনবাসব্রত সমাপ্ত করিয়া, অযোধ্যায় সমাগত দেখিব ।

গীতা এই বলিয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলে, রাক্ষসী ত্রিজটা তাঁহাকে কহিল, দোষ ! বিষয় হইও না । তোমার স্বামীর মূর্ত্তা নাই । আমি ইহার অনুরূপ গুরুতর কারণ সকল নির্দেশ করিব । তুমি প্রাপ্তি পন্ন হইবে, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতার মূর্ত্তা হয় নাই । তপাতি, প্রভু নিহত হইলে, যুদ্ধে যোদ্ধাদের বদনমণ্ডল কখনো কোপযুক্ত ও হর্ষপর্য্যন্ত হইয়া না । হে বৈদেহি ! যদি তুমি প্রাণ ত্যাগ করিতেন, তাহা হইলে, এই পুষ্পকনামক পবিত্র বিমান কখনই তোমাকে ধারণ করিত না । কর্ণধার বিনষ্ট হইলে, নৌকা যেমন জলমধ্যে ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ সকলের প্রদান বীর নিহত হইলে, সেনা সকলও উৎসাহহীন ও উদ্যমহীন হইয়া, রণমধ্যে পরিক্রমণ করে । কিন্তু তুমি দেখ, বানরসেনা নিভীক, নিরুদ্ধেগ ও নিতান্ত তেজোবলসম্বিত হইয়া, রাম লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতেছে । আমি এই জন্য প্রীতিভরে তোমায় জানাইতেছি, রাম লক্ষ্মণ জীবিত আছেন । তুমি এই ভাবী সুখেব নিদানভূত অনুমানপরম্পরায় আমার কথার বিশেষরূপে বিশ্বাসবদ্ধ হইয়া, পৈর্য্য অবলম্বন কর । এবং আমি স্নেহপ্রযুক্ত বলিতেছি, রাম লক্ষ্মণ নিহত হয়েন নাই, অবলোকন কর । হে মৈথিলি ! তুমি পাতিব্রত্যাগে অনায়াসেই লোকের মনে সুখ সম্পাদন কর । সেই জন্য আমার অতিমাত্র গম্ভীর

হইয়াছে । আর, আমিও কখনো মিত্রা বলি নাই এবং বলিবও না । বলিতে কি, ইন্দ্রধামুখ সুরাসুরগণও তাঁহাদের দুই জনকে যুদ্ধে জয় করিতে পারে না । আমিও সৈন্যগণের আকার ইন্দ্রিত লক্ষ্য করিয়া, ইঁহারা জীবিত আছেন, বাঁচিয়াছি । মৈথিলি ! চাহিয়া দেখ, ইহা অতিমাত্র আশ্চর্যের বিষয়, যে, শরাঘাতে সংজ্ঞাহীন ও ভূপতিত হইলেও, তাঁহাদের শ্রী বা কাঙ্ক্ষিত্রি বা মলিন হয় নাই । গতমজ্জ গুপ্তপ্রাণ পুরুষগণের প্রায়ই অতিমাত্র মুখাবিকার লক্ষিত হইয়া থাকে । অতএব জনক-নন্দিনি ! শোক, দুঃখ ও মোহ ত্যাগ কর । ইঁহাদের মুখকাঙ্ক্ষিত্রি বখান স্তান হয় নাই, তখন ইঁহারা বাঁচিয়া না থাকিতে পারেন না ।

অমরসুভাসদশী মৈথিলী তাহার এই কথা শুনিয়া, ক্রতাজলি হইয়া কহিলেন, তুমি যাহা বলিলে, তাহাই চউক । তখন ত্রিঙ্কটা মনের ন্যায় বেগশীল প্রস্পকরণে নন্দিত করিয়া, দীনা সীতাকে লঙ্কায় প্রবেশ করাইলে, রাক্ষসীরা ত্রিঙ্কটার নন্দিত তাঁহাকে রণ হইতে অবরোপিত ও অশোক বনে প্রবেশিত করিল । সীতা রাবণের বিহারভূমি বহুবৃক্ষপূর্ণ অশোককাননে প্রবেশ করিয়া, দশ দিক্ নিরীক্ষণ করত রাম লঙ্কণের দ্বাণে মগ্ন ও নিরতি বিষাদ প্রাপ্ত হইলেন ।

উনপঞ্চাশ সর্গ ।

দশরথনন্দন রাম লঙ্কণ উভয়ে যোবরতর নাগপাশে বদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে শয়ন করিয়া, মর্পের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন । সুগ্রীব প্রভৃতি মহাবল বানরশ্রেষ্ঠ সকল শোকে সমাচ্ছন্ন হইয়া, দুই মহাত্মাকে বেষ্টন করিয়া রহিল । এই অবসরে বীৰ্য্যবানু রাম শরপরম্পরায় দৃঢ়তর বদ্ধ হইলেও, অতীব দৃঢ় শরীর ও নিরতিবলশালিতা প্রযুক্ত প্রতিবৃদ্ধ হইলেন । এবং

জাতা লক্ষ্যকে রূপিরাক্ত, বিষয়, গাঢ়বিদ্ধ ও দীনবদন নিরীক্ষণ করিয়া, আত্মরের ন্যায়, বিলাপ করিতে লাগিলেন, লক্ষ্য যুদ্ধে নিরাক্ত হইয়া, শয়ন করিয়াছেন, যখন দেখিতে হইল, তখন সীতাকে পাইয়া অথবা বাঁচিয়া আমার ফল কি ? লক্ষ্য আমার সহায় ও যুদ্ধে সবিশেষ নিপুণ । পৃথিবীতে অশেষ করিলে, সীতার সমান স্ত্রী মিলিতে পারে, কিন্তু লক্ষ্যের সমান ভাই পাওয়া যাইবে না । সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন যদি পঞ্চদশ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, বানরগণের সমক্ষে প্রাণ ত্যাগ করিব । আমি জননী কৌশল্যা ও কৈকেয়ীকে কি বলিব । এবং পুত্রদর্শনলালসা সুমিত্রাকেই বা কিরূপে কি বলিব । আমি যদি লক্ষ্য বিনা গমন করি, তাহা হইলে, বিবৎসা কুরুর ন্যায় বেপমানা অস্মা সুমিত্রাকে কি বলিয়া আশ্বাস দিব । যশস্বী ভরত ও শত্রুঘ্নকেই বা একথা কিরূপে বলিব, যে, লক্ষ্য আমার সহিত বনে গিয়াছিলেন ; কিন্তু আমি তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি । হায়, সুমিত্রা আগায় যে ভৎসনা করিবেন, তাহা সহিতে পারিব না । এই খানেই দেহ ত্যাগ করিব ; বাঁচিতে আর উৎসাহ নাই । দুষ্কৃতকন্যা অনার্য্য আমায় দিক্ ! দেখ, লক্ষ্য আমারই জন্য শত্রুহস্তে নিপতিত ও শরশয্যায় গতাসু বৎ শয়ন হইয়াছেন । ভাই লক্ষ্য ! আমি বিষয় হইলে, তুমি সৰ্বদা আমাকে আশ্বাস দিয়া থাক । অদ্য আমি অতিমাত্র কাতর হইয়াছি । কিন্তু তুমি গতাসু হইয়া, আমায় সম্ভাষণ করিতে সমর্থ হইতেছ না । অদ্য যুদ্ধে যে পৃথিবীতে তুমি অনেক রাক্ষসকে নিপাত্ত করিয়াছ, নিজে শৌর্য্যশালী হইয়াও, শত্রুগণের বিনিহত হইয়া, সেই পৃথিবীতেই শয়ন করিয়াছ । ভাই ! তুমি শর ও গোপিতময় কলেবরে শরশয্যায় শয়ন করিয়া, অন্ত্যচলগমনোন্মুখ দিবাকরের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিয়াছ । মন্মথল বাণাশ্বাতে নিত্যন্ত আহত হওয়াতে, তোমার কথা কথিবার শক্তি নাই । কিন্তু কথা কহিতে না পারিলেও, দৃষ্টি ও

মুখবর্ণ তোমার আন্তরিক বেদনা সূচনা করিতেছে। আমি বনে আসিলে, এই মহাদ্রুতি লক্ষণ যেমন আমার সঙ্গে আসিয়া-
ছিলেন, আমিও তেমনি হাঁহার সঙ্গে যমালয়ে গমন করিব।
লক্ষণ বন্ধুজনকে গন্তরের সহিত ভাল বাসেন এবং নিত্য আমার
অনুগত। অনায়া আমার দুর্নয় বশত অদ্য হাঁহার এইরূপ
অবস্থা উপস্থিত হইল। আমার মনে পড়ে না, যে, বীর লক্ষণ
অতিমাত্র রুষ্ট হইয়াও, কখনো কাহাকে পরুষ বা বিশ্রিয় কথা
শ্রবণ করাইয়াছেন। যে কার্তবীর্য্য অর্জুন একবেগে পাঁচ
শত বাণ বিসর্জন করিতেন, লক্ষণ সেই কার্তবীর্য্য অপেক্ষাও
অধিক বাণ ও অধিক গুলি এক উদ্যমে প্রয়োগ করিয়া থাকেন।
যিনি অস্ত্র দ্বারা মহাত্মা ইন্দ্রেরও অস্ত্র ছেদন করিতে পারেন,
মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত পাত্র সেই লক্ষণ শত্রুহস্তে
নিহত হইয়া, পৃথিবীতে শয়ন করিতেছেন, আমি বিভীষণকেও
রাক্ষসগণের রাজ্য করিতে পারিলাম না। অতএব, তাঁহাকে
রাজ্য করিব, বলিয়া, যে মিথ্যা প্রলাপ বলিয়াছি, তাহা, নিঃস-
ন্দেহই আমাকে দক্ষ করিবে। সুগ্রীব ! এই মুহূর্ত্তেই তোমার
এখান চাইতে দেশে ফিরিয়া যাওয়া উচিত হইতেছে। কেননা,
আমার সহিত বলহীন তোমায় রাখণ পরাভব করিবে। অত-
এব সুগ্রীব ! তুমি অঙ্গদকে অগ্রে করিয়া, নল, নীল, সমুদায়
সৈন্য ও পরিচ্ছদের সহিত সাগর পার হও। হনুমান, ঋক্ষরাজ,
গোলাঙ্গলগণের অধিপতি, অঙ্গদ, মৈন্দ্রিবিদ, কেশরি, সম্প্রতি,
গবয়, গবাক্ষ, শরভ, গজ, এবং অন্যান্য বানরগণ যুদ্ধে আমার
জন্য জীবিত দান করিয়া, অন্যের দুঃসাপ্য যে ঘোর কার্য্য করি-
রাছে, আমি তাহাতেই ভুষ্ট আছি। হে সুগ্রীব ! দৈব অতিক্রম
করা মনুষ্যের সাধ্য নহে। সুহৃৎ বা বয়স্য যত দূর করিতে
পারেন, সুগ্রীব ! অদম্যভীরু তুমি আমার সে সকলই সুস-
ম্পন্ন করিয়াছ। হে বানরশ্রেষ্ঠসকল ! তোমরাও প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য
করিয়াছ। এক্ষণে আমি অনুজ্ঞা করিতেছি, সকলে যথেষ্ট গমন

করিতে পার। রামের এই বিলাপবাক্য যে সকল বানরের কর্ণ-
কুহরে প্রবেশ করিল, তাহাদেরই চক্ষু হইতে বাষ্পবারি বিনির্গলিত
হইতে লাগিল। ঐ সময়ে বিভীষণ সমুদায় সৈন্য প্রাকৃতিক
করিয়া, গদা হস্তে মহর রামের নিকট সমাগত হইলেন। নীলা-
ঞ্জনচয়সম্ভিত বিভীষণকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, বানরগণ সকলে
রাবণ মনে করিয়া, পলাইতে আরম্ভ করিল।

— ১১০ —

পঞ্চাশ দর্শ ।

তদ্বর্ণনে মহাবল মহাতেজা সুগ্রীব অঙ্গদকে কহিলেন, জল-
মধ্যে প্রতিকূলবায়ুবশে প্রতীহত। নৌকার ন্যায়, বানরসৈন্য
কি জন্য ব্যথিত হইয়াছে? সুগ্রীবের কথা শুনিয়া, বালিপুত্র
অঙ্গদ কহিলেন, আপনি দেখিতেছেন না, দশরথের আত্মজ
বীর্যশালী মহানুভাব মহারথ রাম লক্ষণ উভয়ে শরজালে সমা-
চ্ছন্ন হইয়া, রূপিরাক্ত দেহে শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন
বানররাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে কহিলেন, তুমি যাহা বলিতেছ, তাহা
নহে। আমার বোধ হয়, অন্য কোনো ভয় উপস্থিত হইয়া থাকিলে।
দেখ, বানরগণ এযাবৎ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, বিষম বদনে
এখানে উপস্থিত ছিল, পলায়ন করে নাই। কিন্তু সংপ্রতি
দ্রাস বশত পলায়ন করিতেছে, পরস্পর তজ্জন্য লঙ্ঘিত
হইতেছে না। পৃষ্ঠের দিকেও চাহিয়া দেখিতেছে না এবং
পরস্পরকে আকর্ষণ ও পতিতকে লঙ্ঘন করিয়া ধাবমান
হইতেছে।

এই অবসরে বীর বিভীষণ গদা হস্তে তথায় সমাগত হইয়া,
জয়াশীর্বাদ প্রয়োগ পূর্বক সুগ্রীবের সহিত রামকে সংবদ্ধিত
করিলেন। সুগ্রীব বানর ভীষণ বিভীষণকে দর্শন করিয়া,
নিকটে উপবিষ্ট মহাত্মা ঋক্ষরাজকে কহিলেন, বিভীষণ আসিয়া-
ছেন, দেখিয়া, ইস্রজিৎ মনে করিয়া, এই সকল বানরশ্রেষ্ঠ ভয়ে

পলায়ন করিতেছে। অতএব তুমি, বিভীষণ আনিয়াছে, এই কথা বলিয়া এই সকল পলায়ন ও ভীত বানরদিগকে প্রাকৃতিস্থ কর।

ঋক্ষরাজ জাম্ববান সুগ্রীব কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, পলায়মান বানরদিগকে প্রাতিনিরুত্ত করত ম স্তব্ধা করিলেন। বানরগণ ঋক্ষরাজের কথা শুনিয়া, বিভীষণকে দর্শন করত ভয় ভাগ করিয়া, প্রাতিনিরুত্ত হইল। অনন্তর সম্মীলিত বিভীষণ রাম লক্ষ্মণের সঙ্গে শরীর পরসমাচ্ছন্ন সন্দর্শন করিয়া, ব্যণিত হইলেন এবং অশ্রুসিক্ত হস্ত দ্বারা তাঁহাদের নেত্র মার্জ্জন পূর্বক শোকসংপীড়িত সময়ে এই বলিয়া রোদন ও বিলাপ করিতে লাগিলেন, হাঁহারা উভয়েই সর্বশেষ বল ও বিক্রমসম্পন্ন এবং যুদ্ধে নিবর্তিত প্রাপ্তমান। কুটুম্বাদী রাজসংগণ হাঁহাদেরও ঈর্ষাী অবস্থা মনুষ্যবিত্ত করিল। ভ্রাতার পুত্র দুস্পুত্র দুরাশ্রা মেঘনাদ ক্রুর রাজসৌ বৃদ্ধির পরতন্ত্র হইয়া, ঋজুবাক্রম এই রাম লক্ষ্মণকে বধনা করিল। হাঁহারা রূপিররাশিতে অভিষিক্ত ও পরসমুৎসে সমাচ্ছন্ন হইয়া, পরাতলে শয়ন পূর্বক শল্যকদ্বয়ের ন্যায়, প্রাণীয়মান হইতেছেন। আমি যাহাঁদের বীৰ্য্য আশ্রয় করিয়া, রাজত্বের অভিলাষ করিয়াছিলাম, সেই এই পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ উভয়েই শরীরবিনাশজন্য শয়ন করিয়াছেন। হায়, তদ্য আমি প্রাণ থাকিতেও নিপন্ন ও রাজ্যলোভপ্রাত্যাশায় বঞ্চিত হইলাম। কিন্তু শত্রু বাবণের প্রাহিজ্ঞা ও মনোরথ সকলই পূর্ণ হইল।

সদ্রসম্পন্ন বানররাজ সুগ্রীব এইরূপ বিলাপমান বিভীষণকে আলিঙ্গন করিয়া, কহিতে লাগিলেন, অয়ি পদ্মজ্ঞ! তুমি নিঃসন্দেহই লঙ্কারাজ্যে প্রাতিষ্ঠিত এবং রাবণ সপুত্রে নিশ্চয়ই বঞ্চিত হইবে। আর, এই রাম লক্ষ্মণ উভয়েই গুরুড়াদিষ্টিত, অবশ্যই মোহ ভাগ করিয়া, যুদ্ধে রাবণকে সগণে সংহার করিবেন। বিভীষণকে এইরূপে সান্ত্বনা ও আশ্বাস প্রদান করিয়া তিনি

পার্শ্বোপনিষ্ট শৃঙ্গর সুরেণকে কহিলেন, যাবৎ এই অরিন্দম জাতৃদয় সংজ্ঞা লাভ না করেন, তাবৎ তুমি ইহাদিগকে লইয়া বলবান্ বানরগণের সহিত কিঙ্কিঙ্কায় গমন কর; আমি রাবণকে পুত্র ও বান্ধবের সহিত সংহার করিয়া, ঠেক্ষ যেমন আপনার নষ্ট্রী উদ্ধার করিয়াছিলেন, তদ্রূপ গীতাকে আনয়ন করিব।

সুরেণ সুরীষের এই কথা শুনিয়া, কহিলেন, পূর্বে দেবতা ও অসুরগণের তুমুল যুদ্ধ হইয়াছিল। দেবগণ লক্ষ্যাবেধ ও শস্ত্র প্রয়োগ, উভয়ত্রই সবিশেষ পারদর্শী। দানবগণ মুহুমূর্ত্তমায়াবলে আত্মপ্রাচ্ছাদন পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে আঘাত করিলে, তাঁহারা নিতান্ত ব্যাকুল ও সংজ্ঞাহীন হইয়া, প্রাণত্যাগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তদর্শনে রুহম্পতি মন্ত্রনাত বিদ্যা ও ওষধি বলে তাঁহাদের চিকিৎসায় প্ররত্ত হইলেন। সম্প্রতি ও পনস প্রভৃতি বেগবান বানরগণ সেই সকল ঔষধ সংগ্রহ জন্য ক্ষীরোদ তীরে সত্বর গমন করুক। ঐ ঔষধের নাগ সজ্জীবকরণী ও বিশল্যকরণী। ব্রহ্মাসুর্য উহাদের রচনা করিয়াছেন এবং যেখানে অমৃত মন্ডন হইয়াছিল, সেই ক্ষীরোদ সাগরে চন্দ্র ও দ্রোণ নামক পর্ষতে ঐ দুই ওষধি জন্মিয়া থাকে। বানরগণ এই পরমৌষধি বিদিত আছে। দেবগণ মহোদধিতে উল্লিখিত পর্ষতদ্বয় নিশ্চিত করিয়াছেন। রাজন্! এই বায়ুসুত অনুমান তথ্য গমন করুক।

এই অবসরে বায়ু প্রবাহিত ও গৌদামিনী সন্তিত জলদগটল প্রাদুর্ভূত হইল। এবং সেই বায়ুবেগে সাগরসলিল পর্য্যন্ত পর্ষত সকল কম্পিত, দ্বীপস্থ প্রকাণ্ড পাদপ সকল জলমধ্যে পতিত ও তাগাদের শাখা সকল ভগ্ন, মলয়বাণী মহাকাশ সর্প সকল ত্রস্ত ও সমুদায় যাদোগণ তৎক্ষণাৎ সাগরসলিলে মগ্ন হইয়া গেল। অনন্তর মুহূর্ত্ত পরে বিনতানন্দন মহাবল গরুড় প্রজ্বলিত পাবকের ন্যায়, বানরগণের নয়নপথে নিপতিত হইলেন। যে

সকল মহাবল সর্প শর স্বরূপ হইয়া, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে বদ্ধ করিয়াছিল, তাহার। তাঁহাকে দেখিয়াই পলায়নপরায়ণ হইল । অনন্তর গরুড় তাঁহাদের দুই জনকে দর্শন ও প্রাত্যভিনন্দন করিয়া, পাণিযুগল দ্বারা তাঁহাদের চক্ষুসদৃশ প্রভাসম্পন্ন মুখ-মণ্ডল পরিমার্জন করিলেন । বিনতানন্দনের স্পর্শমাত্র তাঁহাদের ব্রণ সকল নিরাকৃত ও কলেবর তৎক্ষণাৎ স্নিগ্ধ ও মনোহর-কাস্তিবিধিষ্ট এবং তেজ, বল, বীর্য্য, ওজ, মহাগুণ উৎসাহ, বহু-দর্শিতা, যুক্তি ও স্মৃতি দ্বিগুণরূপে প্রাকৃত হইল । পরম-তেজস্বী গরুড় বাসবোপম উভয়কে উত্থাপিত করিয়া, মহর্ষে আলিঙ্গন করিলেন । রাম তাঁহাকে কহিলেন, আপনার প্রমাদে আমরা দুই জনেই ইন্দ্রজিৎপ্রেমিত এই ঘোর বিপদ আতিক্রম ও সহর বললাভ করিলাম । পিতা দশরথ ও পিতামহ অজ্ঞ এই উভয়কে যেমন, আপনাকে তেমনি প্রাপ্ত হইয়া আগার হৃদয় প্রসন্ন হইতেছে । আপনি কে ? আপনার শরীর নিরতিশয় সৌন্দর্য্যাম্পন্ন, দিব্য মাল্য দিব্য অনুলেপন ও দিব্য অভরণে ভূষিত এবং বিমল বস্ত্রে অলংকৃত ।

‘মহাবল মহাতেজা পতঙ্গপতি গরুড় হর্ষপর্য্যাকুল লোচনে মহর্ষ চিত্তে প্রভূভর করিলেন, হে কাকুৎস্থ ! আমি আপনার পরম প্রীতিভাজন সখা ও বহিষ্চর প্রাণ ; আপনাদের সাহায্য নির্মিত আসিয়াছি ; আগার নাগ গরুড় । মহাবীর্য্য অমুরগণ, মহাবল বানরগণ কিংবা ইন্দ্রপুরোগম দেবতা ও গন্ধর্ভগণও এই সুদারুণ নাগপাশ মোচন করিতে সমর্থ নহে । ক্রুরকর্ম্মা ইন্দ্রজিৎ মায়ানলে ইহা প্রণয়ন করিয়াছে । এই কক্রগর্ভসমুৎপন্ন ভীক্ষুদংষ্ট্রি বিষোষণ নাগগণ রাক্ষসের মায়্যপ্রভাবে শর হইয়া, আপনাকে আশ্রয় করিয়াছে । আপনি ধর্ম্মজ্ঞ ও সত্যপরাক্রম । দৈব সমরে শক্রজিৎ ভ্রাতা লক্ষ্মণের সহিত আপনার অনুকূল । আমি এই নাগপাশবন্ধনরত্তান্ত্র শ্রবণ করিয়া, আপনাদের প্রতি স্নেহপ্রযুক্ত সাংখ্যের অনুরোধপরতন্ত্র হইয়া, সহর সমাগত হই-

লাম । এক্ষণে আপনারা ভয়ংকর নাগপাশ হইতে মুক্ত হইলেন । অতঃপর সৰ্ব্বথা সাবধানে থাকিবেন । রাক্ষসগণ স্বভাবতই কূটযুদ্ধপরায়ণ ; কিন্তু আপনাদের ন্যায়, শূর ও শুদ্ধস্বভাব ব্যক্তিগণের সরলতাই বল । অতএব রাক্ষসদিগকে রণাঙ্গনে বিশ্বাস করিবেন না । এই দৃষ্টান্তে স্পষ্টই বুঝিয়া লইবেন, রাক্ষস-গণ নিতাই ক্রুরস্বভাব ।

মহাবল সুপর্ণ তৎকালে রামকে এই কথা বলিয়া, আলিঙ্গন পূৰ্ব্বক মিষ্টবাক্যে বিদায়গ্রহণের উপক্রম করিয়া কহিলেন, সখে ! রাম ! আপনি ধন্যজ্ঞ ও বিপুগণেরও বৎসল ! এক্ষণে অনু-মতি প্রার্থনা করি, যথাসুখে গমন করিব । হে রঘুনন্দন ! আমি যে সখিদের কথা কহিলাম, তদ্বিশেষে কোনরূপ কোতূহল প্রকাশের আবশ্যকতা নাই । বীর ! রণে কৃতকার্য্য হইলে, পরে ইহা জানিতে পারিবেন । আপনি শরসমূহে শত্রু রাবণকে সংহার করিয়া, লঙ্কায় বালক ও রুদ্ধমাত্র অবশিষ্ট রাখিয়া, গীতাকে লাভ করিবেন । শীঘ্রবিক্রম বীৰ্য্যবান্ সুপর্ণ বানর-সভামধ্যে এই কথা বলিয়া, রামকে সুস্থ, প্রদক্ষিণ ও আলিঙ্গন করিয়া, আকাশপথে পবনের ন্যায়, গমন করিলেন ।

বানরযুধপতিগণ রাম লক্ষ্মণকে সৰ্ব্বথা সুস্থ দর্শন করিয়া, লাল্পুল কম্পন সহকারে সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল । অনন্তর তাহারা সকলে নিরতিশয় হর্ষবিশিষ্ট হইয়া, পূর্বের ন্যায়, গভীর গৰ্জন পুরঃসর ভেরী, মৃদঙ্গ ও শঙ্খনাদে প্ররম্ভ হইল । অন্যান্য নগযোদী বিক্রান্ত শতসহস্র বানর আক্ষোটন সহকারে বিবিধ পাদপ উৎপাটন করিয়া, যুদ্ধের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিল । অনন্তর কপিগণ ঘোর গভীর শব্দ ও নিশাচরদিগকে ভ্রাগিত করিয়া, যুদ্ধবাসনায় লঙ্কাদ্বারে সমাগত হইল । ঐশ্রবসান্নে নিশীথসময়ে মেঘ সকল যেরূপ ভয়ংকর শব্দ করে, শাখামৃগ-পতিগণ গৰ্জন করিতে, সেচরূপ সুভীষণ ভুমূল শব্দ সমুখিত হইল ।

একপঞ্চাশ সর্গ ।

তখন সমুদায় রাক্ষসগণ ও রাবণ শব্দায়মান মহাতেজস্বী বানরদিগের ভুমূল শব্দ শ্রুতিতে পাইলেন । সেই স্নিগ্ধ গম্ভীর অদ্ভুত শব্দ শ্রবণ করিয়া রাবণ সচিবদিগের মধ্যে কহিলেন, অজ্ঞানদিগে বহু বানরের যেক্রপ শব্দ উঠিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে, ইহাদিগের মহা সম্ভ্রাব হইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । সেই জন্যই ভুমূল শব্দে লবণার্ণব নিক্ষেপিত হইয়া উঠিয়াছে । রাম লক্ষ্মণ দুই জাতাই ত ভীক্ষণার্থে বদ্ধ হইয়াছে, অথচ এই মহাশব্দ হইতেছে, সেই জন্যই আমার আশঙ্কা হইয়াছে ।

রাক্ষসরাজ মন্ত্রিদিগকে এই কথা বলিয়া সমীপচারী রাক্ষসদিগকে বলিলেন, জানিয়া আইস, এই শোকের সময় বানরদিগের আনন্দের কি কারণ উপস্থিত হইয়াছে ।

এই আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাহারা ব্যস্ত হইয়া প্রাকারে আরোহণ করিয়া মহাত্মা স্ত্রীবিপালিতা সেনা দেখিতে লাগিল । দেখিল মহাভাগ রাম লক্ষ্মণ অতি ঘোর বাণবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উথিত হইয়াছেন । তদর্শনে তাহারা ব্যথিত হইল ; এবং ভীতহৃদয়ে সকলে প্রাকার হইতে অবরোহণ করিয়া বিবর্ণ মুখে রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে সেই অশ্রিয় ঘটনার প্রকৃত সংবাদ দান করিল । কহিল, যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ যে দুই জাতাই রাম লক্ষ্মণকে শরবন্ধনে বন্ধন করিয়া হস্তরোধ করিয়াছিলেন, গজ যেমন রজ্জুচ্ছেদন করে, গজের ন্যায় বিক্রমশালী তাহারা দুই জন তেমনি শর বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রণ স্থলে দৃষ্ট হইতেছে । তাহাদিগের ঐ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ চিন্তিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন ; তাঁহার বদন বিবর্ণ হইয়া উঠিল । কহিলেন, ইন্দ্রজিৎ বহুকাল তপস্যা করিয়া বর স্বরূপে যে সকল বাণ লাভ করিয়াছিল, আশীবিষদশ সূর্যাসকাশ সেই

ସକଳ ବାଣ ଦ୍ଵାରା ସେ ଦୁଇ ଜନକେ ବନ୍ଧନ କରିয়াছিল, ଯଦି ତାହାରା
ସେହି ସକଳ ବାଣେ ବନ୍ଧ ହୁଏତା ଓ ମୁକ୍ତ ହୁଏତା ଥାକେ, ତାହା ହୁଏତେ ଆମି
ଦେଖିତେହି, ଆମାର ସମସ୍ତ ସୈନ୍ୟ ଥାକେ କି ନା ଥାକେ । ସାହାରା
ସୁଦ୍ଧେ ଆମାର ଅଞ୍ଜନିଗେର ଶ୍ରାବଣ ହରଣ କରିଯାହିଲ, ସେହି ସକଳ ଅଗ୍ନିର
ନ୍ୟାୟ ତେଜସ୍ଵୀ ବାଣ ବ୍ୟର୍ଥ ହଇଲ ।

ଧୌମାନ୍ ରାକ୍ଷସରାଜେର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବକ ଧୂଆଁକ୍ଷ ତାହାକେ
ଜ୍ଞାନକ୍ଷିପ୍ତ କରିଯା ବେଗେ ରାଜଭବନ ହୁଏତେ ବହିର୍ଗତ ହଇଲ । ଦ୍ଵାର
ହୁଏତେ ବହିର୍ଗତ ହୁଏତାହି ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷକେ କହିଲ, ଶୀଘ୍ର ସୈନ୍ୟଚାଳନା
କର ; ଆର ବିଳମ୍ବ କେନ, ଆମି ଯୁଦ୍ଧ କରିତେ ଚିହ୍ନା କରିଯାହିଲ ।

ସେନାପରିସ୍ରୁତ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ ଧୂଆଁକ୍ଷେର ଏହି ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ ପୂର୍ବକ
ରାବଣେର ଆଜ୍ଞା ଲେଖା ସନ୍ତର ସୈନ୍ୟସଞ୍ଚା କରାଇଲ । ବଳବାନ୍ ଘୋର-
ରୂପ ରାକ୍ଷସସେନାଗଣ କଟିଦେଶେ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଧନ କରିଯା କ୍ଷୁଦ୍ରଚିତ୍ତେ ସିଂହ-
ନାଦ ଡାକ କରିତେ କରିତେ ଧୂଆଁକ୍ଷେର ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ ଉପସ୍ଥିତ ହଇଲ ।
ହସ୍ତେ ଶୂଳ, ଯୁଦ୍ଧାର, ଗଦା, ପାଟିଶ, ଲୋହଦଣ୍ଡ, ମୁଗଳ, ପାରିସ, ଭିନ୍ଦି-
ପାଳ, ଭଜ୍ଜ, ପାଶ ଓ ପରଶ୍ଵପଦ ଧାରଣ କରିଯା ଘୋର ରାକ୍ଷସଗଣ ଜଳ-
ଦେର ନ୍ୟାୟ ଗର୍ଜନ କରିତେ କରିତେ ନିଶ୍ଵାସ ହଇଲ । କୋନ କବଚୀ
ଅସଞ୍ଜିତ ରଥେ, କେହ କେହ ସୁବର୍ଣ୍ଣଜାଲେ ଅଳଙ୍କୃତ ବିବିଦମୁଖ ଅସ୍ତ୍ରହରେ
କେହ ଅତିଶୀଘ୍ରଗାମୀ ଅସ୍ତ୍ର, କେହ ବା ଗଦାମତ ଗଞ୍ଜେ ଆରୋହଣ
କରିଯା, ରାକ୍ଷସବ୍ୟାସ୍ରଗଣ ଦୂର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାସ୍ରଗଣେର ନ୍ୟାୟ ବହିର୍ଗତ ହଇଲ ।
କେହ କେହ ଅଳଙ୍କୃତ ଧ୍ବଜ ଲେଖା ଚାଲିଲ । ଧରନ୍ତର ଧୂଆଁକ୍ଷ ରକ ଓ
ସିଂହେର ନ୍ୟାୟ ମୁଖ ଓ କନକଭୂଷିତ ଅସ୍ତ୍ରତରଗଣେ ଯୋଜିତ ଦିବ୍ୟରଥେ
ଆରୋହଣ କରଲ ; ଏବଂ ରାକ୍ଷସଗଣେ ପରିସ୍ରୁତ ହୁଏତା ମହାବୀର୍ଯ୍ୟ
ଧୂଆଁକ୍ଷ ହାତ୍ୟାଦେନେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ଵାର ଦିଆ ନିର୍ଗତ ହଇଲ, ସଂଧ୍ୟା ହନୁମାନ୍
ଅବସ୍ଥିତି କରିତେହିଲେନ । ଧରନ୍ତର, ଧରସୁକ୍ତ ମହାରଥେ ଆରୋହଣ
କରିଯା ଭୀଷଣଦର୍ଶନ ଘୋର ରାକ୍ଷସ ଧୂଆଁକ୍ଷ ସାତ୍ରା କରଲେ ପର
ଆକାଶଚାରୀ ଅଶ୍ରୁତ ପକ୍ଷୀ ସକଳ ତାହାକେ ରୋଦ କରିତେ ଲାଗିଲ ।
ସତ୍ୟାଭୀଷଣ ଗୁପ୍ତ ରଥେର ଚୂଡ଼ାୟ ପତିତ ହଇଲ, ଧ୍ବଜାଗେ ଓ ଗୁପ୍ତ ସକଳ
ପରସ୍ପର ଶ୍ରୀକ୍ଷିତ ହୁଏତା ପତିତ ହଇଲ । କୁପିରାଗିତ୍ତ ସ୍ଵେତ କବଚ ଓ

বিকট শব্দ করিয়া ধূম্রাক্ষের সন্নিকটে ভূমিতে পতিত হইল । ইন্দ্র রুদ্রের বর্ষণ করিতে লাগিলেন ; যেদিনী কম্পিত হইতে থাকিল । এবং বায়ু নির্ঘাতের ন্যায় শব্দ করিয়া বগিতে আরম্ভ করিল । দিক্ সকল তিমির রাশিতে আচ্ছন্ন হইয়া অস্পষ্ট হইল ।

ধূম্রাক্ষ রাক্ষসদিগের ভয়ঙ্কর এই সকল ভয়ানক কুলক্ষণ উখিত হইতে দর্শন করিয়া ব্যথিত হইল । ধূম্রাক্ষের অগ্রচারী রাক্ষসগণও ভীত হইল ।

অনন্তর রণোৎসুক বলবান্ সেই ভয়ানক ধূম্রাক্ষ নিশাচরগণে পরিণত হইয়া বহির্গমন পূর্ব্বক রাঘবপালিতা সাগরসদৃশী বহু বানরীসেনা দর্শন করিল ।

—:—

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ।

ভীমবিক্রমশালী ধূম্রাক্ষ বহির্গত হইল দর্শন করিয়া, যুদ্ধা-
কাজ্ঞী বানরগণ আনন্দিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল । অনন্তর
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রক্ষ, আর শূল ও মুদগর দ্বারা বানর আর
রাক্ষসগণের তুল্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল । রাক্ষসেরা বানরদিগকে
চারিদিক্ হইতে গ্রহণ করিতে লাগিল ; বানরেরাও রক্ষাঘাতে
রাক্ষসদিগকে মৃত্তিকার সমান করিল । রাক্ষসগণ অতীব
ক্রুদ্ধ হইয়া, ঘোররূপ কঙ্কপত্রসম্বিত শাণিত বাণজালে
বানরদিগকে গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল । ভীষণ গদা,
পটিউশ, কুট মুদগর ও ঘোর পরিঘদারী রাক্ষসগণ কর্তৃক আহত
হইয়া বানরগণও ক্রোধে অধিকতর উৎসাহী হইয়া নির্ভয়ে অস্ত্র
কাণ্ড করিতে লাগিল । শর দ্বারা অঙ্গে এবং শূল দ্বারা দেহে
বিন্দু হইয়া প্রচণ্ডবেগ বানরযুগপতি সকল রক্ষ ও প্রান্তর ধারণ
করিল । এবং নিজ নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া উচ্চৈঃশব্দ করিতে
করিতে রাক্ষসযোদ্ধদিগকে মন্থন করিতে লাগিল । বানর ও

রাক্ষসগণের এই প্রকার অদ্ভুত ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল । কতক রাক্ষস জিতভয় বানরগণ কর্তৃক বিবিধ শিলা ও বহুসংখ্য রক্ষ দ্বারা মথিত হইল ; কতক রুধির বমন করিতে লাগিল ; কতক পাশে দারিত, কতক রক্ষাঘাতে পিণ্ডীকৃত, কতক শিলা দ্বারা চূর্ণীকৃত, কতক বা দণ্ড দ্বারা বিদারিত হইল । কতক মথিত ভগ্ন ধ্বজ, খড়্গ ও চূর্ণীকৃত রথ দ্বারা বিনষ্ট, আর কতক বা ব্যথিত হইল । পরিতাপের গজেন্দ্র, বানরগণের শিলা ও আরোহী সহিত বিনাশিত অশ্বগণ দ্বারা পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল । কোন ভীমবিক্রমশালী বানরগণ বার বার বেগে স্কন্ধ প্রদান করিয়া নখ দ্বারা রাক্ষসদিগের মুখ বিদারণ করিতে লাগিল । অনেক রাক্ষস শোণিতগন্ধে অজ্ঞান হইয়া বিষয় বদনে বিস্তৃত-কেশে ভূপৃষ্ঠে শয়ন করিল । অন্যান্য ভীষণ বিক্রমশালী রাক্ষস পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রস্পর্শ করতল দ্বারাই বানরদিগকে গ্রহণ করিতে লাগিল । কিন্তু বেগে নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র অধিকতর বেগশালী বানরগণ মুষ্টি, পাদ ও পাদপ দ্বারা তাহা-দিগকে প্রত্যা-ফেলিল ।

সৈন্য ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ধুম্রাক্ষ ক্রোধে যুদ্ধকারী বানরদিগকে বিনাশ করিতে লাগিল । কতক বানর প্রাশ দ্বারা মথিত হইল । কতক রুধির স্রাব করিতে লাগিল । কতক যুদ্ধগর দ্বারা আহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে পতিত হইল । কতক পরিষ দ্বারা মথিত ; কতক ভিন্দিপাল দ্বারা বিদারিত ; কতক পাঁউশ দ্বারা মথিত হইয়া বিচ্ছল ও মরমর হইল । কতক বানর নিহত হইয়া রুধিরাজ্জ্বলনবরে ভূতলে শয়ন করিল, কতক বা ক্রুদ্ধ রাক্ষসগণ কর্তৃক আহত হইয়া পলায়ন পূর্বক নিরুদ্ধ হইল । কতক বক্ষস্থলে বিদ্ধ হইয়া এক পাশে শয়ন করিল । ত্রিশূল দ্বারা বিদারিত হইয়া কতক বানরের নাড়ী বহির্গত হইয়া পড়িল । এই প্রকারে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র এবং শিলা ও পাদপ দ্বারা রাক্ষস ও বানরের ভূমূল সকল যুদ্ধ হইল । যুদ্ধ যেন

গীতিসংগ্রহাদয়ের ন্যায় প্রকাশ পাইল, ধনুর ক্ষা উহার মধুর তন্ত্রী; অশ্বের হ্রেষা উহার তাল; এবং গভীর শব্দ উহার গীত। ধুম্রাস্ত্রাণি ধুম্রাস্ত্র রণ স্থলে হাসিতে হাসিতে শরশৃঙ্গ করিয়া বানরদিগকে দশ দিকে বিদ্রাবিত করিতে লাগিল।

ধুম্রাস্ত্র সৈন্য আকুল করিয়া ভুলিল দর্শন করিয়া, পবননন্দন অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাশ প্রস্তর গ্রহণ পূর্বক তাহার নিকটবর্তী হইলেন। তিনি তাঁহার পিতার তুল্য পরাক্রমশালী, ক্রোধে তাঁহার লোচনযুগল দ্বিগুণতর পিঙ্গলবর্ণ হইয়া উঠিল। ঐ শিলা তিনি ধুম্রাস্ত্রের রথোপরি নিক্ষেপ করিলেন। শিলা বেগে আগিতেছে দর্শন করিয়া, ধুম্রাস্ত্র গদা উত্তোলন পূর্বক বেগে রথ হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া, পরাতলে দণ্ডায়মান হইল। শিলাও চক্র, কুবর, অশ্ব, ধ্বজ ও শরাগণের সহিত তাহার রথ চূর্ণ করিয়া ভূতলে পতিত হইল। হনুমান তাহার রথ পরিত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র সহিত রক্ষ দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে লাগিলেন। রাক্ষসগণ ভয়মস্তক হইয়া রক্তাক্ত কলেবরে পরশী-তলে শয়ন করিল; কতক রক্ষাঘাতে মথিত হইল। পবন-নন্দন হনুমান এইরূপে রাক্ষসসৈন্য বিদ্রাবিত করিয়া, এক গিরি-শৃঙ্গ লইয়া ধুম্রাস্ত্রের প্রাতি ধাবিত হইলেন। বীৰ্য্যবান্ ধুম্রাস্ত্র ও গদা উত্তোলন পূর্বক সহসা চীৎকার করিয়া হনুমানের প্রাতি ধাবিত হইল, এবং রোষভরে ক্রুদ্ধ হনুমানের মস্তকে সেই লৌহকণ্টকাণ্ডী গদা প্রহার করিল। কিন্তু পবনের ন্যায় বলশালী পবননন্দন ঐ ভীমবেগ গদার আঘাত গ্রাহ্যও করিলেন না। ধুম্রাস্ত্রের মস্তকে গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। গিরিশৃঙ্গ দ্বারা আহত হইয়া ধুম্রাস্ত্রের সর্বাঙ্গ বিস্রষ্ট হইল; সে চূর্ণীকৃত পর্ক-তের ন্যায় সহসা ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। ধুম্রাস্ত্র নিহত হইল দর্শন করিয়া, হতাবশিষ্টে নিশাচর সকল ভীত হইয়া লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল; বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল। মহাজ্ঞা পবননন্দন শত্রুদিগকে সংহার এবং শোণিতে বিবিধ নদী উৎ-

পাদন করিয়া শত্রুবধজনিত আয়াসে শ্রান্ত হইলেন ; কিন্তু বানরগণ তাঁহার পূজা করায় তিনি আনন্দানুভব করিলেন ।

ত্রিপঞ্চাশ সর্গ ।

এদিকে ধূস্রাক্ষ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ মহাক্রুদ্ধ হইয়া সর্পের ন্যায় গজ্জন করিতে লাগিলেন । ক্রোধে বিবর্ণ হইয়া দীর্ঘ উষ্ণ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ক্রুরকর্মা মহাবল বজ্রদংষ্ট্র নামক রাক্ষসকে কঠিনেন, বীর ! তুমি গমন কর ; রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হও ; দাশরথি নাগ ও বানরগণের সহিত সূর্য্যবকে বিনাশ কর ।

রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মায়াবী বজ্রদংষ্ট্র য আজ্ঞা বলিয়া, বজ্রসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া, নির্গত হইল । শত শত নাগ, অশ্ব, অশ্বতর, উষ্ট্র, এবং বিচিত্র ধ্বজ ও পতাকা সহিত অনেক সৈন্যাদ্যক্ষ অনুগমনার্থ সজ্জিত হইল । অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র বিচিত্র কেয়ুর ও মুকুট ভূষণ পরিধান এবং বর্ম্ম বন্ধন করিয়া মত্তর নির্গত হইল । সেনাপতি পতাকালঙ্কৃত তপ্তকাঞ্চনভূষিত সমুজ্জ্বল রথ প্রদক্ষিণ করিয়া তরুপরি আরোহণ করিল । বিচিত্রবাসা প্রদান প্রদান পদাতি সকল ঋষি, বিচিত্র তোমর, সমুজ্জ্বল মুষল, ভিন্দিপাল, ধনু, শক্তি, পিউশ, খড়্গ, চক্র, গদা ও শাণিত পরা প্রভৃতি অস্ত্র শস্ত্র ধারণ করিয়া নির্গত হইল । যুদ্ধনিপুণ মদোৎকট সাহসী গজ সকল তোমরাক্ষুধারী যোদ্ধাদিগকে পৃষ্ঠে লইয়া জঙ্গম পর্ব্বতের ন্যায় বহির্গত হইল । অন্যান্য সুলক্ষণযুক্ত মহাবল নাগসকলও বীরদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া নির্গত হইল । সেই ঘোর রাক্ষসসৈন্য যাইতে যাঁতে বর্ষাকালীন গর্জ্জায়মান বিদ্যুৎসংকৃত মেঘের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । এই সমস্ত সৈন্য, অঙ্গদ যথায় সৈন্যাদ্যক্ষ নিযুক্ত হইয়াছিলেন, সেই দক্ষিণ দ্বার দিয়া বহির্গত হইল । বহির্গমন সময়ে তাহা

দিগের বিবিধ অঙ্গুল দর্শন হইল । আকাশ চইতে দুর্দর্শ উজ্জ্বল এবং জ্বলন্ত অঙ্গুর সকল পতিত হইতে লাগিল । ভীষণ শিবা, অগ্নিশিখা উদ্গীরণ করিয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল ; মৃগগণ রাক্ষসদিগের বিনাশ বলিয়া দিতে লাগিল । মৈন্যগণ গাইতে বাইতে স্থলিতপাদ হইয়া দারুণ আহত হইল ।

এই সকল উৎপাত দর্শন করিয়াও মহাবল তেজস্বী বজ্রদংশ্ট্রৈর্দৈর্ঘ্যাবলম্বন পূর্বক উৎসুক হইয়া বহির্গত হইল । তাহাদিগকে বহির্গত হইতে দর্শন করিয়া, জিতেন্দ্রিয় বানরগণ দশ দিক্ পূর্ণ করিয়া অতি উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল । তদনন্তর পরস্পর বধাকাজ্জী ঘোররূপ ভীষণ বানর ও রাক্ষসগণের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মহা উৎসাহ সহকারে পরস্পর আক্রমণ করিয়া ভয়দেহ, ভয়গন্তক, এবং সর্দাঙ্গে রুদিরলিঙ্গ হইয়া ধননীতে পতিত হইতে লাগিল । পরিত্যক্ত সমরে অপরাঙ্কুখ কতক বীর পরস্পর আক্রমণ করিয়া, বিবিধ শস্ত্র নিক্ষেপ করিতে থাকিল । যুদ্ধস্থলে রক্ষ, শিলা ও নানা অস্ত্র শস্ত্রের হৃদয়ভেদী মহাশব্দ শ্রুত হইতে লাগিল । রথনেমির শব্দ, ধনুঃশব্দ, এবং শঙ্খ, ভেরী ও মৃদঙ্গের শব্দে তুমুল শব্দ হইতে লাগিল । কতক অস্ত্র-শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বাহুযুদ্ধে প্রৱৃত্ত হইল । যুদ্ধভূমিদ বানরগণ চপেটাঘাত করিয়া কতক রাক্ষসের দেহ ভগ্ন করিল । বজ্রদংশ্ট্রৈর্ এই ব্যাপার দর্শন করিয়া, সৃষ্টি সংহার কালে পাশহস্ত অস্ত্রকের ন্যায়, যাবতীয় বানরদিগকে বিজ্ঞপ্ত করিয়া বিচরণ করিতে লাগিল । বলবান্ অস্ত্রপণ্ডিত নানাস্থদারী রাক্ষসগণ ক্রোধে মুচ্ছিত হইয়া, বানরমৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল ।

রাক্ষসগণ বানরদিগকে বিনাশ করিতেছে, দর্শন করিয়া, বালিনন্দন অঙ্গদ দ্বিগুণতর ক্রোধাবিষ্ট হইয়া রণস্থলে যুগান্ত-কালীন অগ্নির ন্যায় লক্ষিত হইলেন । ইন্দ্রতুল্য পরাক্রম ক্রোধরক্তলোচন বীৰ্য্যবান্ অঙ্গদ রক্ষ উত্তোলন করিয়া, সিংহ ক্ষুদ্র মৃগদিগের ন্যায়, বিস্তর রাক্ষস বিনাশ করিলেন । অঙ্গ-

দেব আঘাতে ভয়গস্তক হইয়া, ভীষ্মবিক্রম রাক্ষসগণ ছিন্ন
পাদপের ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল । বিচিত্র রথ, ধ্বজ,
অশ্ব এবং বানর ও রাক্ষসগণের দেহ ও রূপিরে আচ্ছন্ন হইয়া,
তৎকালে ভূমি ভয়ঙ্করী হইয়া উঠিল । হার, কেয়ূর, বস্ত্র ও শস্ত্রে
অলঙ্কৃত হইয়া রণস্থলী শারদীয়া নিশার ন্যায় প্রকাশ পাইল ।
অঙ্গদেব বেগে তৎকালে সেই মহা রাক্ষসসৈন্য বায়ুবেগে মেঘের
ন্যায় চালিত হইতে লাগিল ।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ।

নিজসৈন্যের বিনাশ আর অঙ্গদেবের বেগ দর্শন করিয়া মহা-
বল বজ্রদংষ্ট্র রাক্ষস ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল ; এবং ইন্দ্রশরাসনের
ন্যায় প্রভাশালী শরাসন বিস্ফারণ করিয় শরশিষ্ট বর্ষণ পূর্বক
বানরবাহিনী সমাচ্ছন্ন করিল । তখন রথারূঢ় নানা অস্ত্রশস্ত্র-
ধারী বীর রাক্ষসেরাও যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল । এদিকে
বানরশ্রেষ্ঠ বানরবীরগণও শিলা হস্তে করিয়া চতুর্দিকে সমবেত
হইয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । রাক্ষসেরা রণস্থলে বানরদিগের উপর
সহস্র সহস্র অস্ত্র পরিত্যাগ করিল । মত্তবারণমক্কাশ বানর বীর-
গণও রাক্ষসদিগের উপর অতি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রক্ষ ও শিলা
সকল নিক্ষেপ করিল । সমরে অপরাঞ্জুখ বীর রাক্ষসগণ তুমুল
যুদ্ধ করিতে লাগিল । কত শত বানর ও রাক্ষস কেহ ভয়শিরা
কেহ ছিন্নপাদ, কেহবা ছিন্নবাহু ও শস্ত্রাদিত হইয়া শোণিত লিপ্ত
কলেবরে ভূতলে শয়ন করিল । পৃথিবী কঙ্ক, গৃধ্র ও বলাকাগণে
পরিপূর্ণ এবং গোমায়ুগণে ব্যাপ্ত হইয়া উঠিল । ভীরুজনের ভয়-
ঙ্কর শত শত কবন্ধ উৎখিত হইতে লাগিল । বানর ও রাক্ষসগণ
ছিন্নভুজ, ছিন্নপাণি, ছিন্নগস্তক ও ছিন্নদেহ হইয়া ভূতলে পতিত
হইতে থাকিল । অনন্তর বানরসৈন্য কর্তৃক হন্যমান হইয়া
সমস্ত রাক্ষসসৈন্য বজ্রদংষ্ট্রের সমক্ষেই রণে ভঙ্গ দিল ।

রাক্ষসগণ বানরগণ কর্তৃক হন্যমান হইয়া অতীব ত্রস্ত হইয়াছে দর্শন করিয়া প্রতাপশালী বজ্রদংষ্ট্রের চক্ষু রোষে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । সে বানরবাহিনী বিভ্রাসিত করিয়া ধনুর্হস্তে তুম্বোধো প্রবেশ করিল ; এবং ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হইয়া কঙ্কপত্র-সংযুক্ত সরলগামী এক এক বাণে সাত সাত, আট আট, নয় নয়, পাঁচ পাঁচ বানর বিদ্ধ করিতে লাগিল । শরভিন্নদেহ বানরগণ সকলেই ভীত হইয়া, প্রজাপতির নিকট প্রজাগণের ন্যায়, অঙ্গদের নিকট দাবিত্ত হইল ।

বানরগণ ভয় হইল দর্শন করিয়া বালিনন্দন ক্রোধে বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, বজ্রদংষ্ট্রও তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল । অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র আর অঙ্গদ পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । পরম ক্রুদ্ধ হইয়া উভয়ে মত্ত বারণের ন্যায় বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । অনন্তর বজ্রদংষ্ট্র অগ্নিকল্প সহস্র বাণ মহাবল অঙ্গদের মস্তকস্থলে প্রহার করিল । রুধিরাক্ত-কলেবর ভীমপরাক্রম মহাবল বালিপুত্রও বজ্রদংষ্ট্রের প্রতি এক রক্ষ নিক্ষেপ করিলেন । রক্ষ আসিতেছে দর্শন করিয়া রাক্ষস বেগে উহাকে শতপা ছেদন করিল ; রক্ষ খণ্ড খণ্ড হইয়া ভূতলে পতি হইল । বজ্রদংষ্ট্রের সেই বিক্রম দর্শন পূর্বক বানরশ্রেষ্ঠ এক প্রকাণ্ড প্রস্তর লইয়া নিক্ষেপ ও উচ্চৈঃশব্দ করিলেন । শিলা আসিতেছে দেখিয়া বীর্ষবান বজ্রদংষ্ট্র বেগে রথ হইতে লক্ষ্যপ্রদান করিয়া গদাহস্তে দণ্ডায়মান হইল । এদিকে অঙ্গদনিক্ষিপ্ত প্রস্তর রণস্থলে উপস্থিত হইয়া, চক্র, কুবর ও অশ্বের সহিত রথ চূর্ণ করিল । অনন্তর অন্য এক রক্ষশোভিত শিখর উত্তোলন করিয়া অঙ্গদ রাক্ষসের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন । সে পরে নৃচ্ছিত হইয়া রুধির বমন করিতে লাগিল । পরে অবিলম্বেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া, পরম ক্রুদ্ধ হইয়া বালিপুত্রের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল । তদনন্তর গদা ত্যাগ করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল । বানর ও রাক্ষস পরস্পর পরস্পরকে

আঘাত করিতে লাগিল । প্রহারে শ্রান্ত হইয়া উভয়ে রুধির বমন এবং অঙ্গারক ও বুদের ন্যায় বিক্রম প্রকাশ করিতে লাগিল । অনন্তর পরমতেজস্বী বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ পুষ্পফলসম- স্থিত এক রক্ষ উৎপাটন করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । পরে উভয়ে কিক্বিনীজালগ্ন কোষমধ্যস্থ বিপুল অগ্নি এবং চর্ম্ম গ্রহণ করিয়া, পরস্পর জয়াকাজ্জী হইয়া বিবিধ মণ্ডলে বিচরণ ও গর্জন করিয়া প্রহার করিতে লাগিলেন । অবনীতে জানু পাতিয়া উভয়ে শ্রমসহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে সঞ্জাত ক্ষত- চিহ্ন দ্বারা দুই কিংশুক রক্ষের ন্যায় শোভিত হইলেন । অনন্তর প্রদীপলোচন কপিকুঞ্জর অঙ্গদ দণ্ডাহত সর্পের ন্যায় নিমিষমধ্যে লক্ষ প্রদান করিলেন ; এবং নিম্নলিখিত সুশাণিত খজা দ্বারা রাক্ষসের মস্তক ছেদন করিলেন । তাহার দেহ রুধিরে সিক্ত এবং খজাচিত্র মস্তক দ্বিধা বিভক্ত হইয়া বিপর্য্যস্তলোচনে পতিত হইল ।

বজ্রদণ্ডে নিহত হইল দর্শন করিয়া রাক্ষসগণ ভয়ে ভীত ও বানরগণ কর্তৃক বধ্যমান হইয়া, বিষয় ও লজ্জানিবন্ধন ঈষৎ অবনত বদনে লঙ্কামধ্যে দাবিত হইল ।

ইন্দ্রভূলাপ্রতাপশালী বালিনন্দন ঐ রাক্ষসকে বিনাশ করিয়া বানরসৈন্য সমূহে মহা আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন । দেব- গণ যেমন ইন্দ্রের, বানরগণ তেমনি চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া মহা- বলের পূজা করিল ।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ।

বাণীশ্চ বজ্রদণ্ডকে বিনাশ করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রতাজ্বলিত পুণ্ড্রপানি দণ্ডায়মান সেনাধ্যক্ষকে কহিলেন, ভীম- বিক্রম রাক্ষস সর্বাঙ্গপণ্ডিত অকম্পনকে অগ্রে করিয়া শীঘ্র যুদ্ধযাত্রা করুক । আমি জানি অকম্পন যুদ্ধে শত্রুর দমনকর্তা ,

এবং নিজগণের রক্ষাকর্তা ও নেতা ; সে নিয়ত আমার হিতৈষী, এবং যুদ্ধপ্রিয় ; ঐ রাম লক্ষ্মণ ও স্নগ্ৰীবকে জয়, এবং অপরাপর ঘোর বানরদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে, তাহাতে সংশয় নাই ।

লঘুবিক্রম মহাবল সেনাধ্যক্ষ রাবণের এই আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া, সৈন্য চালনা করিল । অনন্তর সৈন্যাধ্যক্ষের আদেশ ক্রমে নানাজ্ঞধারী ভীমদর্শন ভীষণলোচন রাক্ষসরূদ্ৰ বহির্গত হইল । তখন মেঘসঙ্কাশ মেঘবর্ণ মেঘরাবী অকম্পন তণ্ডকাধ্বন-ভূষিত বিপুল রথে আরোহণ করিয়া রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিল । মহাযুদ্ধে দেবগণও তাহাকে কম্পিত করিতে সমর্থ হয় নাই, এই জন্য তাহার নাম অকম্পন, আদিত্যের ন্যায় তেজ হেতু বানরগণ তাহার দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করিতে পারিল না । সে ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধ ইচ্ছায় দাবিত হইল ; এই সময় তাহার রথবাহী অশ্বসকল অবসন্ন হইয়া পড়িল । সে যুদ্ধের আগোদে আনন্দিত হইল ; কিন্তু তাহার বাম চক্ষু স্পন্দিত হইতে থাকিল এবং মুখবর্ণ মলিন ও বাক্য গদগদ হইয়া আসিল । পরিস্কার দিবা সহসা মেঘাচ্ছন্ন হইয়া, প্রবল ঝড় বহিতে আরম্ভ করিল ; যুগ পক্ষী সকল অশুভশংসি ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল । কিন্তু সিংহসদৃশ পৃথুক্ষুদ্র শার্দূলসমবিক্রমশালী অকম্পন সে সকল গ্রাহ্য না করিয়া যুদ্ধস্থলে বহির্গত হইল । রাক্ষসগণের সহিত অকম্পন রাক্ষস বহির্গত হইলে পর, যেন মহাসাগর ক্ষোভিত করিয়া মহাশব্দ উথিত হইল । সেই শব্দ শ্রবণ করিয়া, মহতী বানরী-চমু চকিত হইয়া ক্রমশৈল হস্তে লইয়া যুদ্ধার্থ অপেক্ষা করিতে লাগিল । অনন্তর মহাভীষণ সমরে প্রবৃত্ত হইয়া, রাক্ষস ও বানর গণ রাবণ ও রামের জন্য দেহ বিসর্জন করিতে লাগিল । বানর ও রাক্ষস সকলেই অতি বলশালী, সকলেই শূর, এবং সকলেই পর্বতাকার, পরস্পরের প্রাণ হরণ জন্য চেষ্টা এবং মহারোযে গর্জন করিতে থাকিল । আত হইতে লাগিল,

তাহারা বেগে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া মহাক্রোধে গর্জন করিতেছে । বানর ও রাক্ষসগণ কতৃক উত্থাপিত হইয়া অরুণবর্ণ ভয়ংকর বিপুল ধূলি দশ দিক রোধ করিল । রণস্থলে সেই ধূলি দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া প্রাণী সকল কেহ কাহাকেও দেখিতে পাইল না ।

কি ধ্বজ, কি পতাকা, কি গজ, কি বাজী, কি অস্ত্র শস্ত্র, কি রথ, সেই ধূলিবশতঃ কিছুই দৃষ্টিগোচর হইল না । পরস্পর আক্রমণ করিয়া যোধগণ যে মহাশব্দ করিতে লাগিল, কেবল তাহাই শ্রুত হইল, কাহারও রূপ দৃষ্ট হইল না । অন্ধকারে ক্রুদ্ধ বানরগণ বানর ও রাক্ষসগণ রাক্ষসদিগকেই বিনাশ করিতে লাগিল । এই রূপে স্বপক্ষ ও পরপক্ষ বিনাশ করিয়া বানর ও রাক্ষসগণ রুধিরে মেদিনী পঙ্কিল করিয়া তুলিল । অনন্তর রুধিরধারায় গিক্ত হইয়া ধূলি নিবারিত হইল । পৃথিবী শবদেহে সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল । রক্ষ, শক্তি, গদা ; প্রাণ এবং শিলা, পরিঘ ও তোমর দ্বারা রাক্ষস ও বানরগণ পরস্পরকে বেগে বিনাশ করিতে লাগিল । ভীষকস্বর্য্য বানরগণ পরিঘসদৃশ বাহু দ্বারা যুদ্ধ করিয়া পর্ব্বতাকার রাক্ষসদিগকে বধ করিল । প্রাণতোমরধারী রাক্ষসগণও ক্রুদ্ধ হইয়া পরম দারুণ বিবিধ শস্ত্র দ্বারা বানরদিগকে সংহার করিল । রাক্ষসগণের সেনাপতি অকম্পন ক্রুদ্ধ হইয়া, ভীমবিক্রম রাক্ষসদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিল । বানরগণও আক্রমণ পূর্ব্বক অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লইয়া একাণ্ড একাণ্ড প্রস্তর দ্বারা রাক্ষসদিগকে বিনাশ করিতে থাকিল । এই সময়ে বীর কুমুদ, নল ও মৈন্দ বানর মহাযুদ্ধ করিতে লাগিল । এই কয় মহাবীর বানরশ্রেষ্ঠ রাক্ষসগৈর্যের অগ্রভাগে রক্ষ দ্বারা বিস্তর রাক্ষস বিনাশ করিল । অকম্পনের আজ্য বিবিধ শস্ত্রধারী রাক্ষসগণও নানা অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বানরসৈন্য গ্ৰহন করিল ।

মটপঞ্চাশ সর্গ ।

বানরেরা অতি অদ্ভুত কার্য্য করিল দর্শন করিয়া। অকম্পন যুদ্ধে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। শত্রুর কার্য্য দর্শনে ক্রোধপূর্ণ মূর্ত্তিতে প্রাধান পশু কম্পিত করিয়া সারথিকে কহিল, সারথে! ঐ বলবান্ ভীষণকোপ বানরগণ দ্রুগশৈল হস্তে লইয়া আগার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। ঐ সকল যুদ্ধস্বাঘী বানরকে আমি বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; দেখিতেছি, উগরা সমস্ত রাক্ষসগেন্য গম্বন করিতেছে।

অনন্তর সারথি অশ্ব চালনা করিল; অকম্পন রথারূঢ় হইয়া দূর হইতেই শরজাল দ্বারা বানরবাহিনী আচ্ছন্ন করিল। যুদ্ধের কথা দূরে থাকুক, বানরগণ তাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেও পারিল না। অকম্পনের শরে যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া সকলেই পলায়ন করিল।

স্বজাতিদিগকে অকম্পনের শরে কাতর ও মৃত্যুর বশবর্ত্তী দর্শন করিয়া মহাবল হনুমান্ অগ্রসর হইলেন। সেই মহাবলকে দর্শন করিয়া, বীর বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলে একত্রিত হইয়া তাঁহাকে বেষ্ঠন করিল। হনুমান্ আগিয়া দণ্ডায়মান হইলেন, দর্শন করিয়া, বলবানের আশ্রয় পাওয়া তাহাদিগের বল বৃদ্ধি হইল। এদিকে অকম্পন, দ্বারা দ্বারা মহেন্দ্র পর্ব্বতের ন্যায়, শরবর্ষণ দ্বারা হনুমানকে আচ্ছন্ন করিল। মহাবল হনুমান্ শরীরপতিত সেই শরবর্ষণ অগ্রাহ্য করিয়া অকম্পনকে বিনাশ করিবার মন করিলেন। পবননন্দন মহাতেজা হনুমান্ উচ্চৈঃশাস্য পূর্ব্বক যেন যেদিনী কম্পিত করিয়া উহার প্রাতি দাবিত হইলেন। তিনি তেজে প্রদীপ্ত হইয়া যখন শব্দ করিতে লাগিলেন, তখন প্রাঙ্কলিত পাবকের ন্যায় তাঁহার মূর্ত্তি দুষ্পেক্ষ হইয়া উঠিল। বানরশ্রেষ্ঠ আপনাকে নিরস্ত্র দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া বেগে এক শৈল উৎপাটন করিলেন। এক হস্তে ঐ মহাশৈল ধারণ করিয়া

বীৰ্য্যবান্ মারুতি মহাশব্দ পরিত্যাগ পূৰ্ণক ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন । পরে, পুরাকালে বাসব যেমন বজ্রহস্তে নমুচির প্রাতি ধাবিত হইয়াছিলেন, সেইরূপ অকম্পনের প্রাতি দাব-মান হইলেন । অকম্পন দূর হইতে সেই মহাশব্দ দর্শন করিয়াই অর্দ্ধচন্দ্র বাণ দ্বারা উহা বিদারণ করিল । রাক্ষ-গের বাণে বিদারিত গিরিশব্দ আকাশমার্গে বিকীর্ণ ও ভূতলে পতিত হইল দর্শন করিয়া হনুমান কুণ্ঠিত হইলেন । এবং ক্রোধ ও দর্পে এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষের নিকট উপস্থিত হইয়া মহাশৈল সদৃশ সমুন্নত ঐ বৃক্ষ উৎপাটন করিলেন । মহাভ্রাতি হনুমান্ মহা-ক্ষয়মাপ্ত সেই অশ্বকর্ণ দারণ করিয়া পরম আনন্দসহকারে ভ্রমণ করাইতে লাগিলেন , এবং পাদন্যাসে পৃথিবী কম্পিত করিয়া ধাবন পূৰ্ণক বেগে অনেক বৃক্ষ নিপাতন করিলেন । আরোগীর সহিত বিস্তর গজ ; রথীর সহিত বিস্তর রথ এবং বিস্তর ভয়া-নক পদাতিক রাক্ষসকে বিনাশ করিলেন । ক্রমশঃ হনুমানকে সাক্ষাৎ ধাবগামী ক্রুদ্ধ অস্ত্রকের ন্যায় দর্শন করিয়া রাক্ষগেরা পলায়ন করিতে লাগিল ।

অনন্তর বীর অকম্পন রাক্ষসদিগের ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ হনুমানকে আগমন করিতে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং মহাশব্দ করিল । সে দেহবিদারণ চতুর্দশ নিশিত বাণে মহাবীৰ্য্য হনুমানকে নির্দয় রূপে বিদ্ধ করিল । হনুমান নারাচ ও শাণিত শক্তি সকলের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া জাতবৃক্ষ পৰ্ব্বতের ন্যায় লক্ষিত হইলেন । পুষ্পিত অশোক, ও নিধূন পানকের ন্যায় মহাকায় মহাবল মহাবীৰ্য্য মারুতির শোভা হইল । অনন্তর তিনি আর এক বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া মহাবেগে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অকম্পনের মস্তকে আঘাত করিলেন । ক্রুদ্ধ মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ কর্তৃক বৃক্ষ দ্বারা আহত হইয়া রাক্ষসশ্রেষ্ঠ যেমন পড়িল, অমনি গরিল ।

রাক্ষসপ্রধান অকম্পনকে ভূমিপতিত দর্শন করিয়া, রাক্ষসগণ, ভূমিকম্পে বৃক্ষরাজির ন্যায় বিচলিত হইল ; এবং

পরাজিত হইয়া সকলেই অস্ত্র শস্ত্র পরিভ্যাগ পূর্বক লঙ্কামধ্যে ধাবিত হইল ; বানরগণও তাহাদিগের অনুসরণ করিল । ভয়-দূর্ণ ও পরাজিত হইয়া রাক্ষসেরা শ্রমজ্ঞান্য স্বর্গমাকুলেবরে বিপ্রস্ত কেশে ধাবিত হইল ; পরস্পরকে মন্থন করিয়া ভয়ে বিহ্বল হইয়া নগর মধ্যে প্রবেশ করিল এবং বারম্বার পশ্চাতে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিল ।

রাক্ষসগণ এইরূপে লঙ্কায় প্রবেশ করিলে পর মহাবল বানর গণ সকলে একত্রিত হইয়া হনুমানের পূজা করিতে লাগিল । বিজয়ী উদারচেতা হনুমানও অনুকূল হইয়া সকলের প্রতিপূজা করিলেন । বানরগণ, যাহার যত বল ছিল, উচ্চৈঃশব্দ, এবং জীবিত রাক্ষসদিগকেই আকর্ষণ করিতে লাগিল ।

অতুলবলশালী ভীষণ দানবকে সংহার করিয়া বিষ্ণুর ন্যায় হনুমান সেনার অগ্রে বীরশোভা প্রাপ্ত হইলেন । তখন দেবগণ, স্বয়ং রামচন্দ্র, অতিবল লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীবাদি প্রধান প্রধান বানর ও মহাবল বিভীষণ হনুমানের যথেষ্ট সমাদর করিলেন ।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ।

রাক্ষসদের নিধনবার্তা শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং ক্রয়ং স্তান বদনে মন্ত্রিদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন । পরে ক্ষণকাল চিন্তা ও মন্ত্রিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া, রাক্ষসরাজ রাবণ পূর্বাঙ্কে সেনানিবেশ সকল পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত লঙ্কানগরীর চতুর্দিক জমণ করিলেন । দেখিলেন রাক্ষসগণ লঙ্কা রক্ষা করিতেছে ; অনেক স্থানে সৈন্য সংস্থাপিত এবং ধ্বজ পতাকার শ্রেণী সজ্জিত হইয়াছে । কিন্তু নগরী অবরুদ্ধ দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ রণপণ্ডিত প্রহস্তুকে নিজের হিত বাক্য বলিলেন ;—শত্রুগণ অতি নিকটে উপনিবেশ করাতে নগরী সহসা পীড়িত হইয়াছে ; হে রণনিপুণ ! যুদ্ধ ভিন্ন আমি

ইহার উদ্ধারের অন্য উপায় দেখিতেছি না । আমি, কি কুন্ত-
কর্ণ, কি আমার সেনাপতি তুমি, কিম্বা ইন্দ্রজিৎ, কি নিকুন্তই,
এই প্রকার ভার বহন করিতে পারে । অতএব যথায় বানরেরা
অবস্থিতি করিতেছে, তুমি সেনা লইয়া রথারোহণ পূর্বক,
তথায় গমন কর । তুমি বহির্গত হইলেই, গজ্জনকারী রাক্ষসেন্দ্র-
দিগের শব্দ শ্রবণ করিয়া বানরসৈন্য বিচলিত হইয়া পলায়ন
করিবে । বানরগণ চপল, অশিক্ষিত ও অস্থিরমতি ; হস্তী
সিংহশব্দের ন্যায় তোমার গজ্জন সহ্য করিতে পারিবে না । প্রহস্তু
সেই বানরসৈন্য পলায়ন করিলে পর, রাম অবশ্য ও নিরাশ্রয়
হইয়া, লক্ষ্মণের সহিত তোমার বশবর্তী হইবে । যুদ্ধে মৃত্যু
অনিশ্চিত ; কিন্তু ইষ্টে নিশ্চিত ; তোমার যদি অন্যথা বোধ
হয় ত বাজ কর ।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি প্রহস্তু, শুক্রাচার্য্য
সেমন অম্বররাজকে, তেমন রাক্ষসরাজকে বলিল ; রাজন্ !
পূর্বে আমরা ত নিপুণ মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলাম ;
তাহাতে আমাদের বিরোধই কর্তব্য বলিয়া স্থির হইয়াছিল ।
সীতাকে প্রদান করিলে মঙ্গল, আর প্রদান না করিলে যুদ্ধ,
ইহা ত আমি তখনই বলিয়াছিলাম । আপনি দান মান ও
বিবিধ গিষ্ঠে বাক্য দ্বারা নিয়ত আমার সমাদর করিয়াছেন ;
এক্ষণে সমরে আপনার হিতসামন কেন না করিব ? জীবন কি
স্বীপুত্র, কিছুই আমার রক্ষা করা উচিত নহে ; দেখুন, আমি
আপনার জন্য সমরে সমস্ত বিসজ্জন করিব ।

সেনাপতি প্রহস্তু প্রভু রাবণকে এই কথা বলিয়া, সম্মুখস্থিত
বলাধ্যক্ষদিগকে বলিল । শীঘ্র মহতী রাক্ষসীসেনা আমার নিকট
আনয়ন কর । আজ কুবাদ পক্ষিগণ রণস্থলে আমার বাণবেগ
দ্বারা নিহত বানরদিগের মাংস ভক্ষণ করিয়া তৃপ্তি লাভ
করিবে ।

রাজার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বলাধ্যক্ষগণ সজ্জ হইয়া সেই

রাক্ষস ভবনে সৈন্য চালনা করিল। মুহূর্ত্তমধ্যে লক্ষা নানাস্থ-
ধারী হস্তিপ্রেক্ষ্য ভয়ংকর রাক্ষসগণে সমাকুল হইয়া উঠিল।
আক্রমণগণ ভতাশনে আতুতি প্রদান করিয়া নগক্ষার কারিতে লাগি-
লেন ; বায়ু সেই স্বতগন্ধ আতরণ পূর্ব্বক সুগন্ধিত হইয়া প্রবাহিত
হইতে থাকিল। রাক্ষসগণ মস্তপুত বিবিধ মালা গ্রহণ করিতে
লাগিল। এইরূপে যুদ্ধ সজ্জায় সজ্জিত হইয়া, বশ্ম ও কবচধারী
রাক্ষসেরা বেগে আগমন করিয়া, রাজা রাবণকে দেখিয়া প্রহ-
স্তের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল।

অনন্তর প্রহস্ত রাজাকে আমন্ত্রণ ও মহা ভৈরব ভেরী বাদন
করিয়া, সজ্জিত দিব্য রথে আরোহণ করিল। ঐ রথে মহাবেগ
শাণী অশ্বচতুষ্টয় যাজিত ; উহার সারথি অতি নিপুণ ; উহা
সুসংবদ্ধ, মেঘের ন্যায় উহার শব্দ ; সাক্ষাৎ চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায়
দীপ্তি, এবং বরুণ ও অবস্কর অতি স্তন্দর ; সর্পধ্বজ হেতু উহার
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করা দুঃসাধ্য ; উহা কিঙ্কণীজালে বেষ্টিত
হইয়া সৌন্দর্য্য যেন হাস্য করিতেছে।

রাবণের আজ্ঞা পাইয়া প্রহস্ত এইরূপে রথারোহণ পূর্ব্বক
মহাভীসেনাসমভিযাহারে লক্ষা হইতে গভ্বর বহির্গত হইল। সেনা-
পতি যাত্রা করিলে, মেঘের ন্যায় দুন্দুভির শব্দ, বিবিধ বাদ্য
যন্ত্রের শব্দ ও শব্দের শব্দ, যেন পৃথিবী পূর্ণ করিয়া, শ্রুত হইতে
লাগিল। ভীমরূপী মহাকায় রাক্ষস সকল ঘোর শব্দ করিয়া
প্রহস্তের অঙ্গে অঙ্গে যাত্রা করিল। নরাস্তক, কুস্তম্বু, মহানাদ
ও সমুন্নত ; প্রহস্তের এই কয় জন অগাত্য তাহাকে বেষ্টন করিয়া
গমন করিতে লাগিল। গজযুধসঙ্কাশ মহাসৈন্য ভীমব্যাহে
বাহিত করিয়া, প্রহস্ত পূর্ব্ব দ্বার দিয়া বহির্গত হইল। সাগর-
প্রবাহসমিভ মহাসৈন্যে বেষ্টিত হইয়া প্রহস্ত ক্রুদ্ধ কালাস্তক
যমের ন্যায় নির্গত হইল। তাহার নির্য্যাণ শব্দ ও রাক্ষসদিগের
হকার শব্দ, শ্রবণ করিয়া, লঙ্কার যাবদীয় প্রাণী বিকট শব্দ
করিতে লাগিল। মাংসশোণিতভোজী পক্ষী সকল মেঘশৌন

আকাশমণ্ডলে রথের উপরিভাগে বামাবর্তে জমণ করিতে লাগিল । শিবা সকল অগ্নিহালা উদ্ধারণ করিয়া ঘোররবে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল । অন্তরীক্ষ হইতে উজ্জ্বলিত ও প্রচণ্ড বায়ু বহিতে থাকিল । পরস্পরের দ্বারা উপরন্ত হইয়া, গ্রহগণের প্রকাশ রহিল না । মেঘ সকল কর্কশ গজ্জন করিয়া, রাক্ষসের রথের উপর রুধির বর্ষণ এবং উহার অগ্রচারী সৈন্যদিগকে সিদ্ধ করিতে লাগিল । গৃধ্র দক্ষিণ মুখে রথের অগ্রভাগে বিলীন হইয়া নিজদেহের উভয় পার্শ্ব কণ্ঠ্যন করত রাক্ষসের সমস্ত প্রভা হরণ করিল । রণক্ষেত্রে অবগাহনার্থ যাত্রাকারী, অশ্বচালক সারথির হস্ত হইতে অনেক বার রশ্মি পতিত হইল । নির্যাসন সময়ে যে সুদৃঢ় ভাস্কর শোভা হইয়াছিল, মুহূর্ত্তমধ্যেই সমস্ত নষ্ট হইল ; এবং ঘোটক সকলের মুহুমূহু পাদস্থলন হইতে লাগিল ।

অনন্তর প্রখ্যাতবলপৌরুষ প্রহস্তু রণস্থলে উপস্থিত হইলে পর, নানাদ্বারী কপিসেনা যুদ্ধার্থ তাহার প্রতি ধাবিত হইল । তাহার রক্ষ, প্রস্তর ও প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলে, এক ভূমূল কোলাহল উত্থিত হইল । বেগবান, সমর্থ, পরস্পর বধাকাজী উভয় রাক্ষস ও বানরসৈন্য উচ্চৈঃশব্দ করিয়া পরস্পর যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতে আরম্ভ করিল ; তাহাতে এক ভূমূল শব্দ কর্ণগোচর হইতে থাকিল ।

অনন্তর মুমূর্ষু শলভ যেমন অগ্নিমধ্যে, দুস্মৃতি প্রহস্তু তেমনি বিজয়াকাজ্য অতিবেগে বানরীসেনা মধ্যে প্রবেশ করিল ।

অষ্টমোঃ সর্গ ।

অনন্তর রণোদ্যোগী প্রহস্তুকে বহির্গত হইতে দেখিয়া, শত্রুদমন রামচন্দ্র, সহায়্যবদনে বিভীষণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কে এই অতি প্রকাণ্ডশরীর প্রভূত সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া সহাবেগে

আগমন করিতেছে, ইহার বল এবং পৌরুষই বা কিরূপ ? হে মহাবাহো ! আমায় এই বীর্য্যবানু রাক্ষসের পরিচয় দান কর ।

রাক্ষসের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ প্রভূতর করিলেন, এই রাক্ষস রাবণের সেনাপতি, ইহার নাম প্রহস্ত ; লঙ্কায় রাক্ষস-রাজের যত সৈন্য আছে, তাহার তিন ভাগ ইহার সঙ্গে আগমন করিয়াছে । প্রহস্ত বীর্য্যবানু, অস্ত্রজ্ঞ ও শূর ; ইহার পরাক্রম অতীব বিখ্যাত ॥

অনন্তর বানরীগণ রণক্ষেত্রে সমাগত রাক্ষসসৈন্যবেষ্টিত অতি মহাকায় প্রহস্তকে গর্জ্জন করিতে দর্শন করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া প্রতিগর্জ্জন করিতে লাগিল । পরে রাক্ষসগণ বিজয়েচ্ছায় বানরদিগের প্রতি ধাবিত হইলে, তাহাদিগের হস্তে দ্রুত শক্তি, ঋষ্টি, বাণ, শূল, মুষল, গদা, পারশ্ব, প্রাস, বিবিধ পরশু ও বিচিত্র শরাসন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল । বাণেররাও যুদ্ধবাসনার বিবিধ পুষ্পিত পাদপ, গিরি ও বিপুল দীর্ঘ শলা গ্রহণ করিল । পরস্পরেই পরস্পার মিলিত হইয়া, প্রহস্ত ও বাণ বর্ষণ পূর্ব্বক উভয় পক্ষের ভুমূল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । যুদ্ধে বহু বানর বহু রাক্ষসের এবং বহু রাক্ষস বহু বানরের প্রাণ হরণ করিল । কেহ কেহ শূল দ্বারা মণ্ডিত, কেহ কেহ পরিঘ দ্বারা আহত, আর কেহ কেহ চক্র, কেহ কেহ বা পরশু দ্বারা ছিন্ন হইল । কতক স্থানশূন্য হইয়া ভূতলে পতিত, আর কতক বাণক্ষেপ দ্বারা খণ্ডিত হইল । কেহ কেহ খড়্গ দ্বারা দ্বিধাকূত ও ভূপতিত হইয়া উচ্ছ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিল । বানরেরাও ক্রুদ্ধ হইয়া পাদপ ও গিরিশূল দ্বারা দলে দলে রাক্ষসদিগকে ভূতলে পেষণ করিতে লাগিল । অনেক রাক্ষস বজ্রস্পর্শমদশ মুষ্টিও করতল দ্বারা আহত হইয়া প্রভূত রুধির বমন করিতে থাকিল ; তাহাদিগের দর্শনপংক্তি উন্মুক্ত ও চক্ষু বিরক্ত হইয়া পড়িল । বানর ও রাক্ষসগণের আর্তনাদ ও সিংহনাদে রণস্থলে ভুমূল শব্দ হইতে লাগিল । বিরক্তমুখ ক্রূর রাক্ষস ও বানরগণ পরাঙ্গুখ না হইয়া, সাহসের কার্য্য

করিতে থাকিল। নরাস্তক, কুম্ভধনু, মহানাদ ও সমুদ্রত, প্রহ-
স্তের এই কয় অমাত্য সকলেই বানরদিগকে বিনাশ করিতে
লাগিল। তাহারা বেগে আক্রমণ করিয়া বানরদিগকে সংহার
করিতেছে, দর্শন পূর্বক দ্বিবিদ গিরিশূঙ্গ দ্বারা তদ্বাধ্যে নরাস্ত-
কের প্রাণ হরণ করিল। পরে দুর্মুখ বিপুল রাক্ষ হস্তে লক্ষ-
প্রদান করিয়া বিপুল ক্ষিপ্রহস্ত রাক্ষস সমুদ্রতকে পুতিয়া ফেলিল।
তেজস্বী জাহবান ও ক্রুদ্ধ হইয়া এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ
পূর্বক মহানাদের বক্ষঃস্থলে নিক্ষেপ করিলেন। শেষে তার
কুম্ভধনুকে আক্রমণ করিয়া এক সাল রাক্ষের আঘাতে তাহার
প্রাণ পৃথক করিল। এই ব্যাপার সহ্য করিতে না পারিয়া
রথস্থিত ধনুষ্পাণি প্রহস্ত ভরংকররূপে বানরবিনাশ করিতে লাগি-
লেন। তখন উভয়সেনামধ্যে ক্ষুভিত অনন্ত সাগরের আবর্তের
ন্যায় শব্দ উঠিল। রণদুর্মদ প্রহস্ত রাক্ষস ভয়ংকর ক্রুদ্ধ হইয়া
মহাযুদ্ধে অসংখ্য শরধারা বর্ষণ করিয়া বানরদিগকে পীড়ন
করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণের অতিপ্রকাণ্ড শরীরে
ব্যাণ্ড হইয়া ধরাতল পর্বতব্যাণ্ডের ন্যায় লক্ষিত হইল। চৈত্রমাসে
পুষ্পিত পলাশরাক্ষে আচ্ছন্ন হইলে যেরূপ হয়, রুধিরপ্রবাহে আশ্রুত
হইয়া মেদিনীর সেইরূপ শোভা হইল। রণভূমি যমগদনরূপ সাগর
বাহিনী নদীর ন্যায় হইয়া উঠিল; নিহত বীরগণ উহার বেলাভূমি
ভগ্ন অস্ত্র শস্ত্র সকল উহাতে মহারাক্ষ; শোণিতপ্রবাহ উহার
গভীর জল; যকুৎ ও গ্নীহা উহার মহাপক; বিক্রান্ত অস্ত্র সকল
উহার শৈবাল; খণ্ডিত শরীর ও মুণ্ড সকল উহার মীন; অঙ্গ
প্রত্যঙ্গ উহার শাদল; গৃধ্রগণ উহার হংস; কক্কগণ উহার
সারস; মেদ উহার ফেণ ও আর্জুনের চীৎকার উহার কোলা-
হল; ঐশ্বাংগানে গজমুখপতি সকল যেমন হংস সারস-নিষে-
বিতা পদ্মপরাগপূরিতা পদ্মশ্রেণীবিরাজিতা নদী পার হয়, রাক্ষস
ও বানরবীরগণ তেমনি কাপুরুষজনের দুস্তর ঐ অপার নদী
পার হইতে লাগিল।

অনন্তর নীল দেখিলেন, রথাক্রম হঠাৎ বলে বাণজাল বিস্তার করিয়া বানরসেনা বিনাশ করিতেছে । দর্শনমাত্র, আকাশো-
 থিত প্রচণ্ড বায়ু যেমন মেঘের, তিনি তেমনি প্রহস্তের প্রতি
 পাবিত হইলেন । শুদ্ধশনে সেনাপতি দৃষ্টিশ্রোষ্ঠপ্রহস্ত আদিত্য-
 বর্ণ রথযোগে নীলেরই প্রতি ধাপিত হইল, এবং ধনু
 বিস্ফারণ করিয়া শতশত বাণ পরিত্যাগ করিল । স্থিরলক্ষ্য
 মহাবেগ বাণ সকল নীলের দেহে পতিত হইয়া গর্গভেদ
 করিয়া, ক্রুদ্ধ গর্গসকলের ম্যায় ভূতলে প্রবেশ করিল ।
 বীর্য্যবানু মহাকপি নীল, পাবকোপম শাণিত শরসজ্জদ্বারা
 ভাঙিত হইয়া, এক রক্ষ উৎপাটন পূর্ব্বক, আক্রমণ করিয়া দুর্দ্ধর্ষ
 প্রহস্তকে প্রহার করিলেন । তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসশ্রোষ্ঠ
 সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানর সেনাপতির উপর শরবর্ষণ
 করিতে লাগিল । দুরাস্মা রাক্ষসের সেই বাণবর্ষণ নিবারণ করিতে
 না পারিয়া নীল, শরৎ কালে বৃষ যেমন সবেগ বর্ষণ সহ্য করে,
 তেমনি নিমীলিতলোচনে প্রহস্তের ঐ সুদারুণ শরবর্ষণ সহ্য
 করিলেন । সহ্য করতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া মহাবল মহাক্ষা নীল প্রহস্তকে
 এক সালবৃক্ষের আঘাত করিলেন । তদনন্তর দ্বিগুণতর ক্রুদ্ধ
 হইয়া বলে সেই দুরাক্সার ধনুর্ভঙ্গ করিয়া বারম্বার সিংহনাদ
 করিতে লাগিলেন । ধনুর্নিহীন হইয়া সেনাপতি নীল ভয়ংকর
 মুসল ধারণ পূর্ব্বক রথ হইতে চক্ষু প্রদান করিল । অনন্তর
 রূধিরলিঙ্গাক্র দুই বলবান সেনাপতি জাতবৈর হইয়া ভিন্নকট
 দুই গজের ন্যায় পরস্পর অভিমুখে অবস্থিতি করিলেন । পরে
 সিংহশাব্দ বিক্রান্ত সিংহশাব্দ মদ্রশ উভয়ে পরস্পর দৃষ্ট্রা
 দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন । উভয়েই বিজয় প্রাপ্ত ;
 উভয়েই সমরে অপরাধী ; রক্ত ও বাসবের ন্যায় পরস্পর জয়া-
 কাজ্জী হইলেন । অনন্তর পরমোদ্যোগী প্রহস্ত নীলের ললাটে
 মুসলাঘাত করিল ; ললাট হইতে শোণিত প্রাব হইতে লাগিল ।
 মহাকপি নীল সর্বাঙ্গে শোণিতে লিপ্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া, এক মহা-

রক্ষ গ্রহণ পূর্বক প্রহস্তের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিলেন । প্রহস্ত সে প্রহার গ্রাহ্য না করিয়া মহা মুঘল ধারণ পূর্বক বলবান্ নীল বানরের প্রতি দাবিত হইল । তাহাকে ক্রোধভরে বেগে আগমন করিতে দর্শন করিয়া মহাবেগ মহাকপি নীল, এক মহাশিলা গ্রহণ এবং যুদ্ধাকাক্কী মুঘলযোধী প্রহস্ত মুঘলাঘাত না করিতে করিতে ঐ শিলা তাহার মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন । নীলবানরমুস্তা ভাস্বরীমহতী শিলা পতন মাত্র প্রহস্তের মস্তক খণ্ড খণ্ড করিয়া ভগ্ন করিল । প্রহস্ত গতপ্রাণ, গতশ্রীক, গতচেতন ও গতসংজ্ঞ হইয়া, মূলচ্ছিন্ন পাদপের ন্যায়, সহসা ভূমিতে পতিত হইল । তাহার ভগ্নশির হইতে প্রভূত শোণিত প্রাব হইতে লাগিল ; গিরিপদ্রবণের ন্যায় শরীর হইতেও রুধিরদারা সকল প্রবাহিত হইতে থাকিল ।

প্রহস্ত নিহত হইলে পর সেই অশকম্পা রাক্ষসসৈন্যের অবশিষ্ট ভাগ লঙ্কার দিকে দাবিত হইল, সেনাপতির বিনাশে সেতু-ভঙ্গে গলিলের ন্যায় আর অবস্থিতি করিতে পারিল না ।

সেনাপতি প্রহস্ত নিহত হইলে পর রাক্ষসগণ নিরুদ্যম হইয়া রাক্ষসরাজের ভবনে গমন করিল ; এবং তথায় চিন্তাশ্রিত ও বাকশূন্য হইয়া দণ্ডায়মান রহিল, অসহ্য শোকাগ্নবে পতিত হইয়া তাহারা যেন চেতনশূন্য হইয়াছিল ।

এদিকে মহাবল যুধপতি নীল বিজয়ী হইয়া রাম লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইলেন ; রাম লক্ষ্মণ তাহার কার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন ; তাহাতে তাহার আকৃতি আনন্দে প্রকুল্লিত হইয়া উঠিল ।

উনষষ্টি সর্গ ।

বানরসেনাপতি রাক্ষসসেনাপতিকে বিনাশ করিলে পর, ভীষণ অস্ত্র শস্ত্রধারী রাক্ষসসৈন্য সাগরপ্রবাহের ন্যায় বেগে

রাক্ষসরাজের নিকট উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, অগ্নির পুত্র সেনাপতিকে সংহার করিয়াছে । তাহাদিগের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইলেন ।

প্রাপ্ত যুদ্ধে নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া রাবণ ক্রুদ্ধ ও মনো-মধ্যে শোকে পরিপূর্ণ হইয়া, ইন্দ্র যেমন দেবাদিপতিদিগকে, তেমনি রাক্ষসযুগপতিদিগকে কহিলেন, শত্রুরা যখন অমাত্যাদি অনুজ্ঞাবী ও হস্তীর সহিত আমার ইন্দ্রদৈন্যবিনাশন সেনাপতিকে বিনাশ করিয়াছে, তখন আর তাহাদিগকে অবজ্ঞা করা উচিত হয় না । অতএব আর কোন বিবেচনা না করিয়া আমি নিজেই শত্রুবিনাশ ও বিজয়লাভ জন্য সেই অদৃভূত রণক্ষেত্রে গমন করিব । দীপ্তাগ্নি দ্বারা বনের ন্যায় এখনই আমি বাণরাশি দ্বারা সেই বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে দগ্ধ করিব ।

ইন্দ্রশত্রু রাবণ এই কথা বলিয়া উৎকণ্ঠে ঘোটকরাজযোজিত প্রভাশালী প্রস্রবিত পাবককাস্তি রথে আরোহণ এবং যুদ্ধার্থ যাত্রা করিলেন । শত্রু, ভেরী ও পণব বাজিয়া উঠিল ; আক্ষেপন ও ক্ষেড়নের শব্দ ও সিংহনাদ হইতে লাগিল ; বন্দিগণ মঙ্গল স্তুতি পাঠ করিতে লাগিল । রাক্ষসরাজ পর্বত ও মেঘসঙ্কাশ, পাবকের ন্যায় প্রদীপ্তলোচন মাংসাশী রাক্ষসগণে পরিবৃত হইয়া, ভূতগণ-বেষ্টিত দেবদেব রুদ্ধের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন । অনন্তর নগরী হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়া মহাতেজা রাক্ষসেশ্বর দর্শন করিলেন, প্রচণ্ড বানর সৈন্য যুদ্ধার্থ উদ্ভাস্ত হইয়া, রক্ষ ও শিলা ধারণ করিয়া, মহাসাগর ও মেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছে ।

সৈন্যগণ-বেষ্টিত বিপুলকাস্তি ভুজগরাজবাহু শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই অতি প্রচণ্ড রাক্ষসসৈন্য দর্শন করিয়া বিভীষণকে কহিলেন, নানা ধ্বজ, পতাকা ও ছত্র সম্পন্ন, প্রাস, অসি, শূল প্রভৃতি বিবিধ অস্ত্র শস্ত্রধারী নিভীক যোদ্ধগণ সহিত এই অক্ষোভ্য সৈন্য কাহার ?

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইন্দ্রসমবীৰ্য্য বিভীষণ বাগ্য

সেই মহাত্মা স্নানকালশ্রেষ্ঠদিগের মহাসৈন্যের পরিচয় প্রদান করিতে লাগিলেন, রাজনু! ঐ যে নবোদিত ভাস্করের ন্যায় লোহিত-বদন হস্তিশিরা মহাত্মা মেদিনী কম্পিত করিয়া হস্তিপৃষ্ঠে আগমন করিতেছে, উহার নাম অকম্পন । ঐ যে স্নানকালপ্রধান ইন্দ্র-ধনুসদৃশ ধনু কম্পিত করিয়া সিংহধ্বজ রথে অবস্থিতি করিতেছে, যাহার ভীষণ দন্ত বহির্গত হইয়া রহিয়াছে, উহার নাম ইন্দ্রজিৎ । ঐ যে বিজ্ঞা, অস্ত্র ও মহেন্দ্র পরিতের ন্যায় মহাকায় অতিরথ অতিবীর রথে অবস্থিত হইয়া অতুল্যপ্রমাণ শরাসন বিস্ফারণ করিতেছে, উহার নাম অতিকায়, শরীর প্রকাণ্ড বলিয়া উহার এই নাম হইয়াছে । ঐ যে নবোদিত সূর্য্যাসমরক্তলোচন মহাত্মা বীর ঘণ্টানিনাদসম্পন্ন ক্রুরস্বভাব গজে আরোহণ করিয়া গর্জন করিতেছে, উহার নাম মহোদর । ঐ যে সূর্য্যময় আভরণে ভূষিত, সজ্জাজগদ্বিত-গিরিশেক্ষ্য অশ্ব আরোহণ পূর্ব্বক প্রভা-ব্যাপ্ত প্রাসাদ উদ্যত করিয়া আছে, উহার নাম পিণ্ডাচ, উহার বেগ বজ্রের সমান । ঐ যে বিদ্যুৎপ্রভ শাণিত শূল গ্রহণ পূর্ব্বক তুচ্ছীকৃত বজ্রবেগ শশিপ্রভ রথে আরোহণ করিয়া আগমন করি-তেছে, উহার নাম ত্রিশিরা, ত্রিশিরার নাম অতি বিখ্যাত । ঐ যে স্থূলবিস্তৃত বক্ষা দৃঢ়কায় জীমূতসঙ্কাশ তেজস্বী ধনু বিস্ফারণ ও কাম্পিত করিয়া গরুড়ধ্বজ রথে আগমন করিতেছে, উহার নাম কুম্ভ । ঐ যে স্নানকাল সূর্য্য ও মণি রত্নে খচিত উজ্জ্বল সধুম পরিঘ গ্রহণ করিয়া সৈন্যের ধ্বজের ন্যায় আগমন করিতেছে, উহার নাম নিকুম্ভ, উহার বীর্য্য ও কার্য্য অদ্ভুত । ঐ যে ধনু এবং রাশি রাশি বাণে পরিপূরিত, পাবকের ন্যায় প্রদীপ্ত, পতাকামণ্ডিত রথে আরোহণ করিয়া সর্কোপরি লক্ষিত হই-তেছে, উহার নাম নরাস্তক । প্রতিযোদ্ধা প্রাপ্ত না হইলে, নরাস্তক গিরিশৃঙ্গের সহিত যুদ্ধ করিয়া থাকে । ঐ যাহার নেত্র সকল পিরিত, যিনি নানাবিধ ঘোররূপী ব্যাজবদন, উষ্ট্রবদন, সর্পবদন, গজবদন ও অশ্ববদন ভূতগণে বেষ্টিত হইয়া আছেন,

উনি দেবগণেরও দর্পহারক । এই যে স্থানে শশিপ্রভ সূক্ষ্মশলাক
শ্বেতছত্র প্রকাশ পাইতেছে, মহাজ্ঞা রাক্ষসরাজ ভূতগণে পরিবৃত্ত
হইয়া এই স্থানেই অবস্থিতি করিতেছেন । এই কিরীটধারী,
চলকুণ্ডলশোভিতবদন পর্বতরাজ বিষ্ণোর ন্যায় মহাকায় ইন্দ্র
এবং বরুণেরও দর্পহরণকর্তা রাক্ষসাধিপতি এই সূর্য্যের ন্যায়
প্রকাশ পাইতেছেন ।

অনন্তর অরিন্দম রাম বিভীষণকে কহিলেন, অহো, রাক্ষস-
রাজ রাবণের কি অদ্ভুত তেজ ! কি অদ্ভুত দীপ্তি ! রশ্মিজাল
নিবন্ধন সূর্য্যের ন্যায় রাবণের দিকে দৃষ্টিনিষ্ক্ষেপ করা দুঃসাধ্য ।
তেজ্ঞে আচ্ছন্ন হওয়ায় আমি উহার মূর্ত্তি স্পষ্ট দেখিতে পাই-
তেছি না । রাবণের দেহ যে প্রকার প্রকাশ পাইতেছে, আমার
বোধ হয়, দেব ও দানববীরদিগের দেহ এই প্রকার হইবে ।
মহাজ্ঞার সমভিব্যাহারী যোধগণের সকলেই পর্বতসঙ্কাশ ; সক-
লেই পর্বতশৃঙ্গের সহিত যুদ্ধকারী, এবং সকলেই প্রদীপ্ত অস্ত্র-
শস্ত্রধারী । রাক্ষসরাজ মূর্ত্তিমান অন্তকের ন্যায় উজ্জ্বলকান্তি
ভীষণদর্শন ক্রুরকর্মা রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া আছেন । যাহা
হউক, ভাগ্যক্রমে এই পাপাত্মা আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল ।
আজ আমি সীতাহরণজনিত কোপ ইহার উপর পাতিত
করিব ।

এই কথা বলিয়া, রামচন্দ্র লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে, ধনু-
গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে উৎকৃষ্ট বাণ যোজনা করিয়া অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন ।

এদিকে মহাজ্ঞা রাক্ষসরাজ মহাবল রাক্ষসদিগকে আজ্ঞা
করিলেন, তোমরা যাইয়া পুরদ্বার, মহাপথ, প্রাসাদ ও বহিঃ-
প্রাসাদ সকলে নির্ভীকচিত্তে স্মৃখে অবস্থিতি কর । তোমরা
সকলেই আমার সহিত এই স্থানে আগমন করিয়াছ, এই অবসর
জানিতে পারিলে, বানরগণ সমবেত হইয়া দুষ্প্রবেশশূন্যপুরী-
মধ্যে প্রবেশ করিয়া ছিন্ন ভিন্ন করিবে ।

এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ বিশেষ বিশেষ অমাত্যদিগকে বিদায় করিলেন, এবং তাহারা স্ব স্ব কার্য্যে প্রস্থান করিলে পর, বানরসাগরের প্রবাহ ভগ্ন করিতে আরম্ভ করিলেন, যেমন মহাসাগরের বেগ মহাবনসকুল তরঙ্গ সকল ভগ্ন করে ।

শ্রদ্ধীপ্ত-ধনুঃশরধারী রাক্ষসরাজকে যুদ্ধে অগ্রসর হইতে দর্শন করিয়া বানররাজ এক গিরিশৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া, তাহার প্রাতি ধাবিত হইলেন, এবং বহুরক্ষসম্পন্ন ঐ শৃঙ্গ নিশাচরের উপর নিক্ষেপ করিলেন । ঐ শৃঙ্গ আগমন করিতে লাগিল দর্শন করিয়া, রাবণ সুবর্ণপুষ্প বাণগণ দ্বারা সঙ্কর উহা ছেদন করিলেন । বহুপ্রকাণ্ডরক্ষসম্পন্ন শৃঙ্গ বিদীর্ণ হইয়া ভূতলে পতিত হইলে পর রাক্ষসরাজ মহাসর্পসদৃশ যমোপম এক বাণ সঙ্কান করিলেন ; এবং ক্রুদ্ধ হইয়া, সুগ্রীবের বিনাশার্থ বায়ুবেগ সঙ্কুলিত পাবকপ্রাতিম ইন্দ্রাশনিসমবেগ ঐ বাণ সুগ্রীবের প্রাতি নিক্ষেপ করিলেন । কার্ত্তিকেয়নিসিগ্ধ শক্তি যেমন ক্রৌঞ্চপক্ষত বিদারণ করিয়াছিল, রাবণের বাহুভাঙ্গ ঐ বাণ ভেগনি বজ্রের ন্যায় কঠিনদেহ সুগ্রীবকে বিদ্ধ করিল । বীর সুগ্রীব বাণঘাতে কাতর ও অচেতন হইয়া চিচিকুচী শব্দ করিয়া ভূতলে পতিত হইলেন । তাহাকে অচেতন অবস্থায় পতিত দর্শন করিয়া রাক্ষসগণ আনন্দ ধ্বনি করিতে লাগিল । অনন্তর গবাক্ষ, গবয়, সুবেণ, ঋষভ, জ্যোতিষ্মুখ, ও নল এই সকল মহাকায় বানর শৈল উল্লেখন করিয়া রাবণের প্রাতি ধাবিত হইল । রাক্ষস-ধিপতি শাণিতাণ্ড শতবাণ দ্বারা তাহাদিগের প্রহার ব্যর্থ এবং সুবর্ণবিচিত্রিতপুষ্প বাণজাল দ্বারা সেই বানরধিপতিদিগকেও বিদ্ধ করিলেন । তাহারা রাবণের বাণে নিপীড়িত, আহত ও পতিত হইল ; এবং ভয়রূপ শল্যে বিদ্ধ হইয়া আর্তনাদ করিতে করিতে রামের শরণাগত হইল । অমনি ধানুক রামচন্দ্র ধনুর্গ্রহণ করিয়া যাত্রা করিলেন । তখন লক্ষ্মণ কৃতাজলিপুটে সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আগ্রহসহকারে নিবেদন করিলেন, আৰ্য্য ! আপনি

ত এই দুরাঙ্গাকে বধ করিতেই পারিবেন ; কিন্তু আগায় অনু-
মতি করুন ; আমি এই নীচকে সংহার করিব ।

সভাপরাক্রম মহাতেজা রাম তাঁহাকে উত্তর করিলেন, লক্ষ্মণ !
যাও, কিন্তু যুদ্ধে অতি সাবধান হইবে, তাহার ছিদ্র অশ্বেষণ এবং
নিজ ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিবে । সাবধান হইয়া চক্ষু ও ধনু
এই উভয় দ্বারা আপনাকে রক্ষা করিবে । রাবণ মহাবীৰ্য্যশালী ;
রণে উহার পরাক্রম অদ্ভুত । ক্রুদ্ধ হইলে সে ত্রিলোকেরও
অসহ্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ পূৰ্ব্বক সৌমিত্রি তাঁহাকে আলিঙ্গন, পূজা
ও অভিবাদন করিয়া যুদ্ধার্থ গমন করিলেন । দেখিলেন, রাবণের
বাহু হস্তিশুণ্ডাকার, তিনি ভীষণ শরাসন উদ্যত করিয়া, শরজাল
বর্ষণ পূৰ্ব্বক, বানরদিগকে আচ্ছাদন করিতেছেন, বানরদেহ
সকল বিদ্ধ হইয়া বিকীর্ণ হইয়া পড়িতেছে ।

রাবণকে দর্শন করিয়া মহাতেজা পবননন্দন হনুমান, শর-
জাল নিবারণ পূৰ্ব্বক তাঁহার প্রতি ধাবিত হইলেন, এবং রাবণের
রণে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ বাহু উত্তোলন পূৰ্ব্বক, তাঁহাকে ভীত
করিয়া কহিলেন, তুই বর লাভ করিয়াছিগ্ বটে যে দেখ,
দানব, গন্ধৰ্ব, যক্ষ কি রাক্ষসের হস্তে মরিবি না । কিন্তু বানরের
নিকট তোর পরিভ্রাণ নাই । এই আমি পঞ্চপল্লব দক্ষিণ বাহু
উত্তোলন করিয়াছি, বহুকাল তোর দেহে যে অন্তরাত্মা বাস
করিয়াছেন, আজ এই বাহু তোর দেহ হইতে তাঁহাকে দূর
করিবে ।

হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভীষণবিক্রম রাবণের চক্ষু
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি ক্রোধভরে কহিলেন, শীঘ্র নির্ভয়ে
আমায় প্রহার কর, চিরকালের জন্য যশোপার্জন কর, বানর !
অথৈ তোর বিক্রমের পরিচয় লইয়া, পরে আমি তোকে বিনাশ
করিব ।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া পবননন্দন উত্তর করিলেন,

স্মরণ কর্, ইতিপূর্বে আমি ভোর পুত্র অক্ষকে সংহার করিয়াছি ।

এই বাক্য শ্রবণ পূর্বক বীর্য্যবান মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ হনুমানকে চপেটাঘাত করিলেন । হনুমান চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া বারম্বার ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন, এই ভাবে মুহূর্ত্ত-মাত্র অবস্থিতি করিয়াই প্রকৃতিস্থ হইয়া মহামতি ক্রোধভরে অমরশত্রু রাবণকে চপেটাঘাত করিলেন । মহাত্মা বানরের চপেটাঘাত প্রাপ্ত হইয়া, দশগ্রীব ভূকম্পে অচলের ন্যায়, কম্পিত হইতে থাকিলেন । রণস্থলে করতলাহত রাবণকে তাদৃশ দর্শন করিয়া ঋষি, বানর ও সিদ্ধ, এবং সুরাসুর সহিত দেবগণ আনন্দ-ধ্বনি করিয়া উঠিলেন । অনন্তর রাবণ আশ্বস্ত হইয়া কহিলেন, বানর ! সাধু সাধু ; বীর্য্যে তুই আমার প্রশংসনীয় প্রতিদ্বন্দ্বী । রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মারুতি উত্তর করিলেন, রাবণ ! তুই যখন এখনও জীবিত রহিয়াছিস্, তখন আমার বীর্য্যে দিক্ ; রে দুৰ্দ্বন্দ্ব ! রথা আত্মপ্লাব করিতেছিস্ কেন ; এক-বার প্রহার কব ; পরেই আমার মুষ্টি তোকে যমালয়ে লইয়া যাইবে ।

মারুতির বাক্যে রাবণের ক্রোধ প্রজ্বলিত এবং নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল ; বীর্য্যবান্ সযত্নে দক্ষিণ মুষ্টি ঘূর্ণিত করিয়া বানরের বক্ষস্থলে বেগে পাতিত করিলেন । বিশাল বক্ষস্থলে আহত হইয়া হনুমান্ ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন । মহাবল হনুমান্কে বিহ্বল দর্শন করিয়া, অতিরণ রাক্ষসাদিপতি প্রতাপবান্ দশগ্রীব রাবণ রথারোহণে শীঘ্র নীলের প্রাতি ধাবিত হইলেন ; এবং অরাতিমৰ্ম্মবেধন পন্নগোপম বাণগণ দ্বারা বানরসেনাপতি নীলকে প্রদীপিত করিলেন । বানরসেনাপতি নীল শর-জালে বিদ্ধ হইয়া এক হস্তে এক শৈলশিখর রাক্ষসরাজের প্রাতি নিক্ষেপ করিলেন । এদিকে হনুমানও আশ্বস্ত হইয়া, যুদ্ধার্থ সরোষে চতুর্দিক নিরীক্ষণ করত কহিলেন, রাক্ষসরাজ নীলের

সতিত যুদ্ধে প্রারম্ভ হইয়াছে ; অন্যের সতিত যুদ্ধকারীকে আক্রমণ করিতে নাই ।

এদিকে মহাতেজা রাবণ পূর্বোক্ত গিরিশৃঙ্গে সমস্ত ভীক্ষাও বাণ আঘাত করিলেন , শৃঙ্গ চূর্ণীকৃত হইয়া চতুর্দিকে পতিত হইল । গিরিশৃঙ্গ বিপ্রস্তু হইল দর্শন করিয়া শত্রুনিহতা বানর-সেনাপতি কোপে কালাগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন । যুদ্ধস্থলে পুষ্পিত অশ্বকর্ণ, ধব, মাল, চূত ও অন্যান্য বিবিধ রক্ষ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । কিন্তু নিকটে উপস্থিত হইবামাত্র রাবণ সমুদায় ছেদন এবং অগ্নিনন্দনকে বাণবর্ষণ দ্বারা আচ্ছাদন করিলেন । মেঘ হইতে বর্ষণের ন্যায়, ধারাবর্ষণ দ্বারা অভিরূষ্ট হইয়া, মহাবল নীল, দেহ ক্ষুদ্র করিয়া রাবণের ধ্বজাধ্বজে পতিত হইলেন । অনলতনয়কে ধ্বজাধ্বজে অবস্থিত দর্শন করিয়া রাবণ ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন ; নীলও সিংহনাদ করিলেন । লক্ষ্মণ, হনুমান ও রাম নীলকে এই ধ্বজাধ্বজে, এই ধনুকের অঙ্গে, এবং এই কিরীটাধ্বজে দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন । মহাতেজা রাবণও কণির লাঘবদর্শনে বিস্মিত হইয়া গভুত প্রদীপ্ত আগ্নেয়াস্ত্র গ্রহণ করিলেন । বানরগণ যুদ্ধে রাবণকে নীলের লাঘবজন্য ব্যাতি ব্যস্ত দর্শন করিয়া আনন্দের হেতু পাইয়া আনন্দে শব্দ করিতে লাগিল । বানরগণের শব্দে ক্রুদ্ধ হইয়া, রাবণ মনের আবেগনিবন্ধন ইতিকর্তব্যাতাবিমূঢ় হইলেন । অনন্তর আগ্নেয়াস্ত্রযুক্ত শর গ্রহণ করিয়া মহাতেজা রাক্ষসরাজ রাবণ উদ্ধৃদৃষ্টে নীলকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন ; এবং কহিলেন, কপে ! উৎকৃষ্ট মায়াসহকারে বিলক্ষণ লাঘব প্রকাশ করিতে-ছিগ্ ; এক্ষণে বানর ! যদি শক্তি থাকে, জীবন রক্ষা কর । ইচ্ছাগত অনেক রূপ ধারণ করিতেছিগ্ ; তথাপি অস্ত্র সহ-যোগে আমি নিক্ষেপ করিলে পর, এই বাণ, তুই রক্ষা করিতে চেষ্টা করিলেও, তোর প্রাণ বিয়োগ করিবে ।

এই কথা বলিয়া, মহাবাহু রাক্ষসরাজ অস্ত্রে বাণ যোজনা

করিয়া সেনাপতিকে আঘাত করিলেন । অস্ত্রপ্রযুক্ত বাণ দ্বারা বক্ষঃস্থলে তাড়িত ও জ্বালাময় অস্থির হইয়া নীল সহসা ভূমিতলে পতিত হইলেন, কিন্তু পিতার মাহাত্ম্য ও নিজের তেজ হেতু প্রাণে মরিলেন না ; জ্ঞানুদয় পাতিয়া ভূমিতে পতিত হইলেন । বানরকে অচেতন দেখিয়া রণোৎসুক দশগ্রীব মেঘরাবী রথারোহণে লক্ষ্মণের প্রতি দানিত হইলেন । এবং বানরসেনা নিবারণ পূর্বক লক্ষ্মণের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ ধনু বিস্ফারণ করিতে লাগিলেন । তাঁহাকে অপ্রমেয় ধনু বিস্ফারণ করিতে দর্শন করিয়া সৌমিত্র ভীত না হইয়া কহিলেন ; রাক্ষসরাজ ! যুদ্ধার্থ আমারই অশ্বেষণ কর ; বানরদিগের সচিত্র যুদ্ধ করা তোমার উচিত হয় না । রাজা রাবণ তাঁহার প্রতিধ্বনিত বাক্য ও শচণ্ড জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া দণ্ডায়মান সৌমিত্রের নিকট গগনর হইয়া তাঁহাকে রুপ্ত বাক্যে কহিলেন, রাঘব ! ভাগ্যক্রমে আমার দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিস্ ; এখনই বিনাশ প্রাপ্ত হইবি ; তোমার বুদ্ধি বিপরীত হইয়াছে ; অবিলম্বেই আমার বাণজালস্পর্শ করিবামাত্র তুমি যমালয়ে গমন করিবি । সৌমিত্র প্রকাশিত শুভ্রবদন গর্জনকারী রাবণকে গ্রাহ্য না করিয়া উত্তর করিলেন, রাজনু ! যাঁহারা মহাপ্রভাবশালী তাঁহারা গর্জন করেন না, রে পাপকারিশ্রেষ্ঠ ! যথা আত্ম-জ্ঞাঘা করিতেছ কেন ? রাক্ষসরাজ ! আমি তোমার বীর্য্য, বল, প্রতাপ ও পরাক্রম সমস্ত জানি ; আমি ধনুঃশর হস্তে এই দণ্ডায়মান রছিয়াছি, এম ; যথা আত্মজ্ঞাঘা কেন ?

রাক্ষসাদিপাত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কুপিত হইয়া সুপুঙ্খ সপ্ত বাণ নিক্ষেপ করিলেন । লক্ষ্মণ বিচিত্রপুঙ্খ শাণিতাশ্রধর, সাত বাণে ঐ সপ্ত বাণ ছেদন করিলেন । ছিন্নদেহ পরগগণের ন্যায় বাণ সকল ছিন্ন দর্শন করিয়া, লঙ্কেশ্বর সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং আরও বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রামা-নুজ লক্ষ্মণও বাণধৃষ্টি, এবং ক্ষুর, অক্লচক্ষ, কর্ণি, ও ভজ সক-

লেন দ্বারা বাবণের বাণ সকল ছেদন করিতে থাকিলেন । দ্বিতীয় বাণজাগণ্ড বার্ষ্য হটল দশন করিয়া, দেবশত্রু দশানন লক্ষ্মণের হস্তলাঘবে আশ্চর্য্যাব্বিত হইলেন ; এবং আরও শাবিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন । লক্ষ্মণও ঈশ্বরজয়দৃশ দেগাম্পন্ন অগ্নিকল্প শাবিতাগ বাণ সকল শরাসনে সঞ্জন করিয়া রাক্ষসরাজের বিনাশের জন্য পরিভাগ করিলেন । রাক্ষসরাজ সেই সমস্ত বাণ ছেদন করিয়া স্বয়ংভূদত্ত এক কালাগ্নিবমপ্রাভ বাণ দ্বারা লক্ষ্মণের ললাটদেশ বিদ্ধ করিলেন । বাবণের বাণে কাতর হইয়া লক্ষ্মণ শিথিলহস্তে মনুদারণ পূর্ব্বক ঘূর্ণিত হইলেন ; পরে অতিকষ্টে চেতনা লাভ করিয়া, দেবশত্রুর মনুচ্ছেদন করিলেন । মনুচ্ছেদন করিয়া দশবণশ্চন্দন বাবণকে শাবিতাগ তিন বাণ আঘাত করিলেন ; বাণাঘাত হইয়া রাক্ষা ঘূর্ণিত হইলেন , এবং অতিকষ্টে চেতনা লাভ করিলেন ।

শরাসন ছিন্ন হটল, এবং দেহ মেদে সার্ক ও রূপিরসিক্ত হইয়া উঠিল ; এই অবস্থায় প্রচণ্ডশক্তি দেবশত্রু যুদ্ধার্থ সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূদত্ত শক্তি গুণন এবং মধুম পানকমদশী, বানরগণের ভয়ংকরী ; জাজ্বল্যমানা শক্তি সুগিত্রানন্দনের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন । এই শক্তি আগমন কারতেছে দেখিয়া তিনি উহার উপর তত্কাগ্নিকল্প বহু অস্ত্র শস্ত্র ও বাণ আঘাত করিলেন ; তথাপি শক্তি তাঁহার বক্ষস্থলে প্রবিষ্ট হইল । শক্তিমান্ রবুণবীর শক্তি দ্বারা আহত হইয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং ভূমিতে পতিত হইলেন । তিনি অচেতন হইলে পর বাবণ মদ্রর ঘাইয়া বলপূর্ব্বক দুই বাহু দ্বারা তাঁহাকে দারণ করিলেন । বরং হিমালয়, কি মন্দর, কি সুমেরু বা দেবগণের সহিত ত্রৈলোক্যে উত্তোলন করা যায়, তথাপি যুদ্ধপতিত লক্ষ্মণকে উত্তোলন করা অসাধ্য । কেননা, ব্রহ্মদত্ত শক্তি দ্বারা বক্ষঃস্থলে আহত হইয়াও লক্ষ্মণের স্থির স্মরণ হইল যে তিনি বিশ্বর অংশ । তখন দানবদৰ্পকারী দেবকণ্টক বাবণ দুই বাহু দ্বারা বলপূর্ব্বক আকষণ করিয়াও লক্ষ্মণকে

উত্তোলন করিতে পারিলেন না । এই সময় পবননন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণের প্রাতি ধাবিত হইলেন; এবং তাঁহার বক্ষস্থলে বজ্রতুল্য মুষ্টি প্রহার করিলেন । সেই মুষ্টি প্রহারে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দুই জানু পাতিয়া ভূমিতে উপবিষ্ট, ঘূর্ণিত এবং পতিত হইলেন । তাঁহার মুখ, নেত্র ও কর্ণ হইতে বহু রক্তস্রাব হইতে লাগিল । এইরূপে নিস্পন্দভাবে ঘূর্ণিত হইতে হইতে রথের নিকটে যাইয়া উপবেশন করিলেন; চেতনাশূন্য ও মূর্ছিত হইলে, শান্তিলাভ করিতে পারিলেন না । ভীমবিক্রম রাবণ যুদ্ধে অচেতন হইলেন দর্শন করিয়া, ঋষিগণ, বানরগণ, সিদ্ধগণ এবং ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ সকলে আনন্দধ্বনি করিতে লাগিলেন ।

এদিকে তেজস্বী হনুমান রাবণপীড়িত লক্ষ্মণকে দুই বাহুতে উত্তোলন করিয়া রামের নিকট আনয়ন করিলেন । লক্ষ্মণ শত্রুদিগের অচাণ্য হইয়াও, পবননন্দনের সৌহার্দ্য এবং পরম ভক্তি নিবন্ধন তাঁহার পক্ষে লম্বু হইলেন । এদিকে যুদ্ধে নির্জিত লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া শক্তি পুনর্দ্বার রাবণের রথে যাইয়া অস্থানে প্রবিষ্ট হইল । ইতিমধ্যে মহাতেজা রাবণও চেতনা-প্রাপ্ত হইয়া মহাযুদ্ধার্থ মহাদনু ও শাণিত বাণ সকল গ্রহণ করিলেন । শত্রুনিসূদন লক্ষ্মণও আপনারে নিশ্চিত বিষ্ণুর অংশ স্মরণ করিয়া বাণাশূন্য ও স্তম্ভ হইলেন ।

অনন্তর যুদ্ধস্থলে বানরবাহিনীর অনেক বীরকে নিহত দর্শন করিয়া রামচন্দ্র রাবণের প্রাতি বেগে ধাবিত হইলেন । এই সময় হনুমান কহিলেন, বিষ্ণু যেমন গুরুড়ে আরোহণ করিয়া, দেব-শত্রু নাশ করিয়াছিলেন, তেমনি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আপনার রাক্ষস শাসন করা কর্তব্য ।

মনুজাদিপতি রামচন্দ্র হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া সহসা সেই মহাকপির পৃষ্ঠেই আরোহণ করিলেন । এবং দেখিলেন, রাবণ যুদ্ধস্থলে রথোপরি অবস্থান করিতেছেন । তাঁহাকে দেখিয়াই মহাতেজা বেগে তাঁহার প্রাতি ধাবিত হইলেন; যেমন বিষ্ণু

ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন পূর্ব্বক বিরোচননন্দনকে আক্রমণ করিয়াছিলেন । রাম বজ্র নিক্ষেপের ন্যায় কর্কশ তীক্ষ্ণ জাশব্দ করিলেন ; এবং গম্ভীর স্বরে রাক্ষসরাজকে কহিলেন, তিষ্ঠ, তিষ্ঠ, রাক্ষসরাজ আমার অপকার করিয়া তুমি কোথায় পলায়ন করিবে । তুমি যদি আজ ইন্দ্র, যম বা ভাস্কর, কি ব্রহ্মা, অগ্নি বা শকরেরই নিকটে পলায়ন কর, কিংবা দশ দিগ্দিগন্তে ধাবিত হও, তথাপি আজ আমার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ পাইবে না । আজ তোমার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া লক্ষ্মণ শক্তিপ্রহারে বিষন্ন হইয়াছেন ; সেই জন্য আমি প্রতিজ্ঞা করিয়া আগমন করিলাম ; আজ যুদ্ধে পুত্রপৌত্রের সহিত তোমায় বিনাশ করিব । এই দেখ, এ সকল বাণ দ্বারা আমি জনস্থানসাগী উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রধারী অদ্বুতদর্শন চতুর্দিশ সহস্র রাক্ষস বিনাশ করিয়াছি ।

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহাবল রাক্ষসরাজ মণাক্রোধাবিশ্ত হইয়া, পূর্ব্বশত্রুতা স্মরণ পূর্ব্বক, রণে রামচন্দ্রকে বহনকারী মহাবেগ বায়ুপুত্রকে কালানলশিখাসদৃশ প্রদীপ্ত শর সকল আঘাত করিলেন । যুদ্ধে বাণগণ দ্বারা আহত হইয়া, স্বভাবতঃ জ্বরী হনুমানের তেজ বরং বৃদ্ধি পাইল । অনন্তর রাম রাবণকর্তৃক বানরশ্রেষ্ঠ হনুমানকে বিদ্র দর্শন করিয়া, ক্রোধের বশবর্তী হইলেন । এবং রাবণের সম্মুখীন হইয়া, শাণিত শরসমূহ দ্বারা অশ্ব, ধ্বজ, ছত্র, মহাপতাকা, অশানি, শূল, খড়্গ, সারথি ও চক্রের সহিত তাঁহার রণ ছেদন করিলেন । পরে ভগবান পুরন্দর যেমন স্নেহক্রমে বজ্রাঘাত করেন, তেমনি ইন্দ্রশক্ত রাবণের প্রশস্ত মুগঠিত বক্ষস্থলে অশনিকল্প বাণাঘাত করিলেন । যে বীর রাক্ষসরাজ বজ্রাশনিপাতেও ক্ষুব্ধ বা বিচলিত হন নাই, তিনি রামের বাণ দ্বারা আহত হইয়া, অতীব কাতর ও মূর্ণিত হইলেন এবং ধনু ত্যাগ করিলেন । রাক্ষসাদিপতিকে বিস্মল হইতে দর্শন করিয়া মহাত্মা রামচন্দ্র প্রদীপ্ত অঙ্গচন্দ্র বাণ প্রহণ

এবং উদ্ভাৱা সহসা তাঁহার অৰ্দ্ধবৰ্ণ কিরীট ছেদন করিলেন । ছিন্ন-কিরীট ও গভস্ত্রীক হইয়া তিনি নিম্নিষ বিষধর ও শাস্ত্রপ্রভ দিবা-করের ন্যায় সম্যক্ প্রকাশ পাইলেন না । তখন রাম তাঁহাকে কহিলেন, তুমি অতি ভয়ানক মহাকাৰ্য্য সমাধান এবং আমার অনেক প্রদান প্রদান বীরকে বিনাশ করিয়াছ, অতএব তুমি পরিশ্রান্ত হইয়াছ বোধ করিয়া আমি তোমায় বাণাঘাতে বিনাশ করিলাম না । যাও, আমি বুঝিয়াছি, তুমি যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়াছ । রাক্ষসরাজ । লঙ্কায় হাবেশ করিয়া বিজ্ঞান কর, পরে ধন্বী ও রথোদগের সাঁচত আগমন করও, তখন রথস্থ হইয়া আমার বল দর্শন করিবে । চতুর্দর্প, চতুর্হর্ষ, ছিন্নচাপ, নিহতাস্ত্র, নিহত-সারথি, বাণকাতর, ভয়াকিরীট রাক্ষসরাজ এ কথা শ্রবণ করিয়া মত্তর লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিলেন ।

সেই দেব ও ঈশ্বরের শক্তি পলায়ন করিলে পল, সুর, অসুর, ভূতগণ, দিগ্‌গন্তল, সাগর, মরুধি, মহোরগ, এবং ভূচর ও ব-চরগণ সকলেই হত্ব হইলেন ।

বট্ঠিগর্গ ।

রামের বাণভয়ে কাতর ভগ্নদর্প রাজা রাবণ লঙ্কায় হাবেশ করিয়া মনোমধ্যে ব্যথিত হইলেন । সিংহ কর্তৃক মাতঙ্গ এবং গরুড় কর্তৃক মপের ন্যায় রাজা মহাত্মা রাম কর্তৃক আভ-ভূত হইলেন । রামের বিদ্যাচলিতদীপ্তি ব্রহ্মদণ্ডস্বরূপ বাণ সকল স্মরণ করিয়া রাক্ষসরাজ ব্যথিত হইলেন । তিনি কাঞ্চনময় দিবা উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করিয়া রাক্ষসদিগকে অবলো-কন পূর্বক কহিলেন, আমি যে ঘোরতর তপস্যা করিয়াছিলাম, সমস্তই বিফল হইল । আমি মহেশ্বরের সমান হইয়া মানুষের নিকট পরাজিত হইলাম । আমার সমক্ষে ব্রহ্মা যে সেই নিদা-রূপ বাক্য বলিয়াছিলেন, যে, তুমি জানিবে মানুষের হাতেই

তোমার ভয়, এক্ষণে তাহাই উপস্থিত হইয়াছে । দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগদিগের হস্তে আমার মরণ হইবে না, আমি ইহাই যাচঞা করিয়াছিলাম ; মানুষের হস্তে মরণ না হয়, তাহা যাচঞা করি নাই । পূর্বে ইক্ষ্বাকুবংশজাত অনরণ্য আমাকে যে মানুষের কথা কহিয়াছিল, আমার বোধ হইতেছে দশরথনন্দন এই রামই সেই মানুষ । অনরণ্য কহিয়াছিল, রাক্ষসাধম ! আমার বংশে এক পুরুষ উৎপন্ন হইবে । রে রাক্ষসকুলাধম দুর্ভিক্ষে ! সেই তোকে পুত্র, অমাত্য, মৈত্র্য সামন্ত, অশ্ব ও সারথির সচিত্র যুদ্ধে সংহার করিবে । আমি পূর্বে কেশগ্রহণ করিয়া দেবদত্তীর অবমাননা করিয়াছিলাম, বলিয়া সে আমায় অভিশাপ করিয়াছিল । সেই দেবদত্তীই এই মহাভাগা জনক-নন্দিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন । উমা, নন্দী এবং নরুণের কন্যা পুঞ্জিকন্তলী আমাকে যাহা কহিয়াছিলেন, তাহাই উপস্থিত হইল ; যাহাদিগের তপোবল আছে, তাহাদিগের বাক্য কখনও মিথ্যা হয় না । আমার এই সমস্ত মৃত্যুর কারণ অবগত হইয়া, তোমরা, যাহাতে তাহার নিবারণ হয় তদ্বিষয়ে চেষ্টা কর । রাক্ষসগণ প্রাধান প্রাধান পথ ও গোপুর শিখর সকলে গ্রহরী নিযুক্ত হউক্ । এবং সেই দেব দানবের দণ্ডহারী অনুপম গভীর, এক্ষণাপাতিভূত কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করা হউক্ । স্বয়ং পরাজিত হইয়াছেন এবং প্রহস্ত নিহত হইয়াছে, এই উভয় ঘটনা বিবেচনা করিয়া মহাবল রাবণ মহামৈন্যকে আদেশ করিলেন । কহিলেন, তোমরা দ্বার রক্ষায় যত্ন, এবং প্রাকার সকলে আরোহণ কর । নিদ্রাবশবর্তী কুম্ভকর্ণকেও জাগরিত কর । কুম্ভকর্ণ ভোগসুখে অভিভূত হইয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতেছে । এই রাক্ষস নয়, সাত, দশ বা আট মাস নিদ্রা যায় ; মন্ত্রণার পর নয় মাস হইল নিদ্রা যাইতেছে । সর্ব্বরাক্ষসশ্রেষ্ঠ সেই মহাবাহু নিশ্চয়ই সমস্ত বানরদিগকে এবং দুই রাজপুত্রকেও মত্তর বিনাশ করিবে । যুদ্ধে বাহার বীৰ্য্য সর্ব্বোৎকর্ষ প্রকাশ পায়

এবং যে সর্পনাঙ্গসের প্রদান, সেই মূঢ়বুদ্ধি কুম্ভকর্ণ ইতর স্ত্রে অভিরক্ত হইয়া নিয়তই নিদ্রা যায় । এই সুদারুণ সংগ্রামে রাক্ষস আগাকে পরাজয় করিয়াছে ; কিন্তু কুম্ভকর্ণ জাগরিত হইলে আর আমার শোক থাকিবে না । এতাদৃশ ঘোর বিপদে যদি তাহার সাহায্যপ্রাপ্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে, সে ঈশ্বরতুল্য বলবান হইলেও তাহাকে লইয়া আমার কি ফল হইল ?

রাক্ষসগণ রাক্ষসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অস্ত্রে ব্যস্তে কুম্ভকর্ণের আশ্রয়ে গমন করিল । রাবণের আজ্ঞা পাঠিয়া মাংসশোণিতাহারী নিশাচর সকল গন্ধ, মাংস ও প্রচুর ভক্ষ্য সামগ্রী লইয়া বেগে যাত্রা করিল । এবং চতুর্দিকে এক যোজন বিস্তৃত মহাদ্বারসম্পন্ন, পুষ্পগন্ধোদগারি মনোরম কুম্ভকর্ণভবনে উপস্থিত হইয়া কুম্ভকর্ণের নিশ্বাস প্রাণ্যে আকৃষ্ট ও অপসারিত হইতে লাগিল । পরে যত্ন পূর্বক অতি নষ্টে স্থির হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল । সেই রত্ন ও কাঞ্চনময় কুঁটুমসম্পন্ন মনোরম গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া, রাক্ষসবাসুগণ দর্শন করিল, ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ শয়ন করিয়া আছে । তখন সকলে একত্রিত হইয়া বিকীর্ণ পর্শভের ন্যায় শয়ান মহানিদ্রাবিকৃতাকার কুম্ভকর্ণকে জাগরিত করিতে লাগিল । উর্ধ্বরোমবাণুলেবর ভীমবিক্রম কুম্ভকর্ণ শয়ান হইয়া গণের ন্যায় নিশ্বাস ত্যাগ এবং নিশ্বাসদ্বার জামিত করিতেছিল ; তাহার নাগাপুট ভীষণ এবং মুখবিল পাভালসদৃশ, সর্পাঙ্গ শয্যায় নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে । এবং গাত্র হইতে মেদ ও রূপিরের গন্ধ বহির্গত হইতেছে । তাহার অঙ্গে অঙ্গ নিবদ্ধ । কীরীটের প্রভায় তাহার যেন সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তি হইয়াছে । রাক্ষসগণ এতাদৃশ কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিল ।

পরে এই সকল মহাবল রাক্ষস কুম্ভকর্ণের ভূষ্টিসাধন জন্য তাহার সম্মুখভাগে বিবিধ জীবের পর্শতাকার রাশি, যুগ্ম মহিষ ও বরাহের রাশি ও অশ্বের অন্তুত রাশি করিল । তদনন্তর শত শত শোণিতের কুম্ভ ও বিবিধ মাংস স্থাপন করিল ।

পরন্তপ কুস্তকর্ণের গাত্রে উৎকৃষ্ট চন্দন লেপন ও বিবিধ সুগন্ধি সুমাল্য দ্বারা তাহার ভূঙ্গিমাধন ও ধূপের গন্ধ বিস্তার করিতে লাগিল । এদিক্ ওদিক্ করিয়া রাক্ষসেরা জলদের ন্যায় শব্দ করিতে আরম্ভ করিল ; শশাঙ্কসদৃশ শব্দসকল বাদন করিতে থাকিল ; অগহিষু হইয়া এক সঙ্গে এক কালে তুমুল চীৎকার করিতে লাগিল ; বাহ্মাস্ফোটন উচ্চৈঃশব্দ এবং হস্ত দ্বারা তাহায় কেহ চাঞ্চনা করিতে থাকিল । কুস্তকর্ণের জাগরণার্থ নিশাচরগণ বিপুল শব্দ করিতে আরম্ভ করিল । ভেরীর শব্দ, শঙ্খের শব্দ, পণবের শব্দ, আস্ফোটন শব্দ, ক্ষেলিত শব্দ এবং সিংহনাদ শ্রবণ করিয়া, পক্ষী সকল সহসা উড়ডীন হইয়া, নভো-গুণ্ডল আচ্ছাদন পূর্বক দশদিকে দানিত হইল ।

যখন দেখিল যে সেই বিপুল শব্দেও নিদ্রিত মহাবল কুস্তকর্ণ জাগরিত হইল না, তখন রাক্ষসগণ সকলে ভূষণ্ডী, মুষল ও গদা গ্রহণ করিল ; এবং প্রাদান প্রাদান রাক্ষসেরা সুখপ্রশস্ত কুস্তকর্ণের বক্ষস্থলে শৈলশৃঙ্গ, মুষল, গদা ও নুষ্টির আঘাত করিতে লাগিল । কিন্তু কুস্তকর্ণের নিশ্চয়সমারুতে বলবান রাক্ষসেরাও তাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না । তদনন্তর ভীমবিক্রমশালী দশসহস্র রাক্ষস দ্রুতর কটিবন্ধন পূর্বক মুদঙ্গ, পণব, ভেরী, শঙ্খ ও কুস্তযন্ত্র সকল বাদন করিতে করিতে চতুর্দিক বেষ্টিত করিয়া, নীলাঞ্জনচয়প্রাতিম কুস্তকর্ণকে জাগরিত করিতে আরম্ভ করিল । আঘাত এবং উচ্চৈঃশব্দ করিতে থাকিল, কিন্তু কিছুতেই কুস্তকর্ণকে জাগরিত করিতে পারিল না । তখন অতি দারুণ গুরুতর চেষ্টা করিতে লাগিল । অশ্ব, উষ্ট্র, গর্দভ, ও হস্তীসকলকে যষ্টি, কশা ও অঙ্কুশাঘাত করিতে আরম্ভ করিল, এবং যত বল ছিল, তদনুসারে ভেরী, শঙ্খ ও মুদঙ্গ সকল বাদন করিতে থাকিল । উহার গাত্রে প্রাণপণে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কাষ্ঠ এবং মুদঙ্গ ও মুষল প্রহার করিতে লাগিল । সেই মহাশব্দে সশৈলকাননা লঙ্কা পরিপূরিত

হইল; তথাপি কুস্তকর্ণ জাগরিত হইল না। তদনন্তর তৎ-
কালীনময় দণ্ড দ্বারা মহত্ৱ ঢক্কা এককালে ও পৃথক্ পৃথক্ বাদিত
হইতে থাকিল।

এই প্রকার বিবিধ চেষ্টা করিলেও যখন শাপাভিভূত অতি-
নিদ্র কুস্তকর্ণ জাগরিত হইল না, তখন নিশাচরেরা ক্রুদ্ধ হইল।
ক্রুদ্ধ হইয়া ভীমপরাক্রমশালী রাক্ষসগণ সকলে একত্রিত হইয়া,
পরাক্রম পূর্বক অন্যপ্রকার চেষ্টা করিতে লাগিল। কতক ঢক্কা
বাদন ও কতক চীৎকার, কতক কুস্তকর্ণের কেশ উৎপাটন,
কতক বাত্যাগ করিয়া দংশন করিতে থাকিল। আর কতক
কুস্তকর্ণের দুই কর্ণ শত শত কুস্ত জল ঢালিয়া দিল। মহানিজ্জার
বশবর্তী কুস্তকর্ণ তথাপি জাগরিত হইল না। কতক বলবান্ রাক্ষস
কুটুম্বদ্বারা হস্তে লইয়া কুস্তকর্ণের মস্তকে বক্ষস্থলে ও মর্দাঙ্গে
তাহার কুটুম্বদ্বারা প্রহার করিতে লাগিল। বজ্রবক্ষনবদ্ধ শতদ্বী
সকলের দ্বারাও মর্দাঙ্গে আঘাত করিতে থাকিল। কিন্তু রাক্ষস
কিছুতেই জাগরিত হইল না। পরে উত্তরশরীরের উপর সহস্র
হস্তী চালাইয়া দিল। তদনন্তর পাশ খোদ্য করিয়া, কুস্তকর্ণ জাগরিত
হইল। নিরন্তর গিরিকান্দ ও এক মন্বরের দ্বারা গুরুতর প্রহার
করা হইতেছিল, রাক্ষস সে সকল প্রহার অগ্রাহ্য করিয়া,
নিদ্রাভঙ্গন্য কাতর হইয়া জুস্ত্র ত্যাগ পূর্বক মহত্ৱ জাগরিত
হইল। রাক্ষসের বজ্র গণেশাও অধিক বলবান্ গিরিশৃঙ্গা-
কার বাতদ্বয় বিক্ষেপ এবং দড়বামুখনদ্বারা মুখ বাদন করিয়া
বিকটরূপে জুস্ত্র ত্যাগ করিল। জুস্ত্র বসয়ে তাহার পাতালনিবর
সদৃশ মুখনিবর স্তনের দ্বারা উদ্ভিত ভঙ্করের ন্যায় লক্ষিত
হইল। নিশাচর জাগরিত হইয়া জুস্ত্র ত্যাগ করিলে পর, পরিত
হইতে বায়ু প্রবাহের ন্যায়, তাহার মুখ হইতে শিখা প্রবাহিত
হইল। গাত্রোধান করিলে তাহার মূর্তি সর্বভূতদিগকে সাক্ষাৎ
কৃতান্তের ন্যায় প্রকাশ পাইল। তাহার দীপ্তাগ্নি সদৃশ, বিদ্যৎ-
সমপ্রভ প্রকাশ মেত্রদ্বয় প্রদীপ্ত দুই অংহর ন্যায় দৃষ্ট হইতে

লাগিল। অনন্তর রাক্ষসেরা বিবিধপ্রকার যত্নের খাতিয়ামাত্র সমস্ত দেখাইয়া দিল, মগাবল ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। ইন্দ্র-শত্রু ক্ষুধাশযুক্ত মাংস ভোজন এবং পিপাসাশযুক্ত কলস কলস মেদ ও মদ্য পান করিল।

অনন্তর সে তৃপ্ত হইয়াছে, বুঝিতে পারিয়া রাক্ষসগণ সম্মুখে গমন পূর্বক ভূমিতে প্রণাম করিয়া, তাহার চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল। নিদ্রায় কুস্তকর্ণের চক্ষু শুভ্র হইয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে মদ্যপানে উহা কলুষিত হইয়া উঠিল; নিশাচর চতুর্দিকে সেই রক্ত চক্ষু চালন করিয়া, উপস্থিত রাক্ষসাদিগকে কহিল। তাহার জাগরণে রাক্ষসগণ সকলেই ভীত হইয়াছিল, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ প্রাথমতঃ তাহাদিগকে সাস্তুনা করিয়া কহিল, তোমরা কিজন্য এত আদর করিয়া আমায় জাগরিত করিলে? রাজার কুশল ত? কোন ভয় ত উপস্থিত হয় নাই? অথবা শত্রু হইতে কোনরূপ ভয় উপস্থিত হইয়াছে; সেই জন্য তোমরা এত ব্যস্ত হইয়া আমায় জাগরিত করিলে। এখনই আমি রাক্ষসরাজের ভয় উন্মূলন করিব; মচেন্দ্র পরিত বিদারণ, না অনলের দাহিকাশক্তি রোধ করিতে হইবে? অল্প কারণে রাক্ষসরাজ কখনও আমাকে জাগরিত করিবেন না। অতএব, যে জন্য আমাকে জাগরিত করিয়াছ, যথার্থ বল।

শত্রুতাপন কুস্তকর্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া এই কথা কহিলে পর, রাজার অমাত্য যুপাক্ষ কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিল, দেবতাদিগের হইতে আগাদিগের কখনও কোনরূপ ভয় নাই। রাজন্! সং-প্রতি মানুষ হইতে আগাদিগের ঘোরতর ভয় উপস্থিত হইয়াছে। রাজন্! মানুষ হইতে আগাদিগের যেরূপ ভয় জন্মিয়াছে, দৈত্য বা দানব হইতে আগাদিগের কখনও মেরূপ ভয় হয় নাই। পরিতাপন বানরসকল লঙ্কা বেষ্ঠন করিয়াছে; গীতাহরণজন্য সমস্ত রাম হইতে আগাদিগের মহাভয় উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্বে একমাত্র বানর মহাপুরী লঙ্কা দক্ষ এবং অমাত্য ও হস্তগৈন্যের

সহিত কুমার অক্ষকে সংহার করিয়াছিল । আদিত্যবর্জ্য রাম দেবকণ্টক পুলস্ত্যানন্দন সাক্ষাৎ লঙ্কাধিপতিকেও, যাও বলিয়া, অনুগ্রহ পূর্বক যুদ্ধে অবতাহতি দান করিয়াছে । দেবতা কি দৈত্য বা দানবগণ সাহা করিতে পারে নাই, আজ রাম তাঁহাকে প্রাণসঙ্কট হইতে মুক্তি দান করিয়া তাহাই করিয়াছে ।

যুপাঙ্গের বাক্য এবং ভ্রাতার পরাজয়ের কথা শ্রবণ পূর্বক কুস্তকর্ণ লোচন বিস্ফারণ করিয়া যুপাঙ্গকে কহিল, যুপাঙ্গ ! এখনই সমস্ত বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে জয় করিয়া, পরে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিব । বানরগণের মাংস ও রুধিরে রাক্ষসদিগকে ভুষ্ট, এবং নিজে রাম লক্ষ্মণের শোণিত পান করিব ।

কুস্তকর্ণের সেই গর্জ এবং রোষনিবন্ধন অযুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া, মহোদর কৃতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল, হে মহাবাহো ! অগ্রে রাবণের বাক্য শ্রবণ এবং দোষগুণ বিবেচনা করিয়া, পশ্চাৎ যুদ্ধে শত্রু জয় করিবেন । মহোদরের বাক্য শ্রবণ পূর্বক মহাতেজ মহাবল কুস্তকর্ণ রাক্ষসগণে বেষ্টিত হইয়া যাত্রা করিল । রাক্ষসগণ ভীমাঙ্গ, ভীমপরাক্রম, ভীমরূপ কুস্তকর্ণের নিজা ভঙ্জ করিয়া সহর রাবণের ভবনে গমন করিল । তথায় উপস্থিত হইয়া সকলেই কৃতাজ্জলিপুটে উৎকৃষ্ট আসনোপ-বিষ্ট দশাননকে নিবেদন করিল, হে রাক্ষসরাজ ! আপনার ভ্রাতা কুস্তকর্ণ জাগরিত হইয়াছেন ; তিনি কি সেই স্থান হইতেই যুদ্ধে গমন করিবেন, না, আপনি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তাঁহাকে এই স্থানে আগমন করিতে আদেশ করেন ?

রাবণ আনন্দিত হইয়া উপস্থিত রাক্ষসদিগকে উত্তর করিলেন, আমি এইস্থানে তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করি ; তোমরা যথাবিধানে তাহার অভ্যর্থনা কর ।

রাবণের আক্সাশাণ্ড রাক্ষসগণ যে আজ্ঞা বলিয়া প্রত্যাগমন পূর্বক কুস্তকর্ণকে বলিল, গর্জরাক্ষসাদিপতি রাজা আপনাকে

দেখিতে ইচ্ছা করিতেছেন ; আপনি গমনে অনুমতি, এবং জ্ঞাতাকে আনন্দিত করুন ।

তখন মহাবীৰ্য্য দুর্ধ্বকৃষ্ণ কুম্ভকর্ণ জাতার আদেশ শ্রবণ করিয়া তথাস্ত্র বলিয়া, শয্যা পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক উত্থিত হইল । আজ্ঞা-দিত হইয়া মুখ প্রাক্ফালন করিল ; তদপেক্ষাও অধিকতর হৃষ্ট হইয়া স্নান করিল ; পরে বলোদ্ধীপন সুরা আনয়ন জন্য রাক্ষস-দিগকে নদ্বর হইতে বালিল । তখন রাবণের আজ্ঞানুবর্তী রাক্ষস-গণ নদ্বর হইয়া অবিলম্বে মদ্য ও বিবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য আনয়ন করিল । কুম্ভকর্ণ দুই সহস্র কলস মদ্য পান করিয়া গমনার্থ উদ্যুক্ত হইল । ঐষৎ মত্ত হইয়া, তাহার বল ও তেজ রুদ্ধি পাইয়া উঠিল, ঐ সময় রুষ্ট হইয়া সে কালাস্তক যমের সমান হইল । এবং দলবলসমভিব্যাহারে জাতার ভবনে যাত্রা করিয়া পাদ-ক্ষেপে মেদিনী কম্পিত করিয়া তুলিল ।

সূর্য্য যেমন কিরণজালে, সে তেমনি দেহপ্রভায় রাজপথ আলোকিত করিয়া, ইন্দ্র প্রজাপতিভবনের ন্যায়, জাতভবনে যাত্রা করিল ; প্রজাগণ কৃতাজ্ঞালিপুটে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চতুর্দিকে দণ্ডায়মান হইল । সে যখন রাজপথে বাহির্গত হইল, তখন বহি-স্থিত বানরগণ তাহাকে দেখিতে পাইল, অপ্রমেয়স্বরূপ গিরিশঙ্ক প্রমাণ তাহাকে দর্শন করিয়া, বানরযুথপতিগণ ভীত হইল । কেহ কেহ শরণ্য রামের শরণ লইল ; কেহ কেহ ব্যথিত হইয়া পতিত হইল ; কেহ কেহ ভীত হইয়া দিগ্দিগন্তে ধাবিত হইল ; কেহ কেহ বা ভয়ে কাতর হইয়া ভূতলে শয়ন করিল । তাহার শরীর গিরিশঙ্কের ন্যায় প্রকাণ্ড ; মস্তকে কিরীট, নিজ তেজে সে যেন আদিত্যকে স্পর্শ করিতেছিল । অদ্ভুত অতিপ্রকাণ্ডমূর্ত্তি তাহাকে দর্শন করিয়া বানরেরা যে যে দিক পাইল, পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ।

একষষ্ঠিতম সর্গ ।

অনন্তর পরগতেজস্বী বীৰ্য্যশালী রাম ধনু গ্রহণ করিয়া, কিরীটভূষিত প্রকাণ্ডাকৃতি কুম্ভকর্ণকে দর্শন করিলেন । পূর্বে আকাশে পাদবিক্ষেপসমুদাত নারায়ণের ন্যায়, সেই পর্কতাকার-দর্শন রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া, তিনি সর্বশেষ সাবধান হইলেন । সুবিপুল বানরবাহিনী কাঞ্চনময় অঙ্গদমণ্ডিত সজলজলদ-সঙ্কাশ কুম্ভকর্ণকে নয়নগোচর করিয়া, পুনরায় পলায়ন করিতে লাগিল । এবং কুম্ভকর্ণও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল । এই উভয় ঘটনা দর্শনে সর্বস্বয়ে রাম বিভীষণকে কহিলেন, লঙ্কামধ্যে পর্কতমদৃশ প্রকাণ্ডাকৃতি, কিরীটভূষিত, কপিললোচন কোন্ বীর ঐ সবিদ্যাজলধরের ন্যায় দৃশ্যমান হইতেছে । পৃথিবীর কেতু-স্বরূপ প্রতীয়মান একমাত্র এই মহাবীরকে দর্শন করিয়া, বানর-গণ সকলেই ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে । প্রতীকমণ্ডল এই ব্যক্তি রাক্ষস কি অসুর নির্দেশ কর । আমি পূর্বে কখনো এবংবিধ প্রাণী দর্শন করি নাই ।

অক্লিষ্টকৰ্ম্মা রাজপুত্র রাম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, মহাপ্রাজ্ঞ বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, অয়ং বম ও ইন্দ্র যংকর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, বিশ্বশ্রবার পুত্র সেই এই প্রতাপশালী কুম্ভকর্ণ । হে রঘুনন্দন ! এই কুম্ভকর্ণ যুদ্ধে সহস্র সহস্র দেবতা, দানব, যক্ষ, ভূজঙ্গ, রাক্ষস, গন্ধকী, বিদ্যাধর ও পন্নগদিগকে পরাভব করিয়াছে । দেবগণ এই শূলপাণি বিরূপাক্ষ মহাবল কুম্ভকর্ণকে মূর্ত্তিমান্ কাল বোধে মোহাজ্বর হইয়া, বধ করিতে সমর্থ হইলেন নাই । অন্যান্য রাক্ষসেশ্বরগণ পিতামহের বর পাইয়া বলশালী হইয়াছে ; কিন্তু এই নিশাচর আপনা আপনিই তেজস্বী ও মহাবল । এই মহাজ্ঞা জাতমাত্রে ক্ষুধার্ত্ত হইয়া, অনেক সহস্র প্রজা ভক্ষণ করিয়াছে । এইরূপ প্রজাভক্ষণে প্রবৃত্ত হইলে, হতাবশিষ্ট প্রজাগণ ভয়ে নিতান্ত অভিভূত হইয়া:

ইহুজের শরণ গ্রহণ পূর্বক এই ব্যাপার নিবেদন করিল । মহেন্দ্র ক্রুপিত হইয়া, সুশাসিত বজ্র দ্বারা ইহাকে আঘাত করিলেন । এই মহাশয় রাক্ষস বজ্রাঘাতনিবন্ধন বিচলিত ও জাতক্রোধ হইয়া ঘোরগভীর শব্দ করিতে লাগিল । ঐ শব্দ শ্রবণে প্রজ্ঞা সকল পুনরায় নিরতিশয় ভয়ময় হইল । তখন মহাবল কুম্ভকর্ণ রুষ্ট হইয়া, ঐরাবতের দন্ত উৎপাটন পূর্বক গ্রহণ করিয়া, তদ্বারা মহেন্দ্রের হৃদয় গ্রাসিত করিল । দেবরাজ সেই প্রহারে অভিভূত ও নিরতিশয় আলাপ্ত হইলে, দেব, দানব ও এক্ষরিগণ সকলেই বিমগ্ন হইয়া পড়িলেন । অনন্তর দেবরাজ সমস্ত প্রজালোকের সহিত পিতামহের সমীপে গমন করিলেন । এবং সকলে সমবেত হইয়া, কুম্ভকর্ণের দৌরাগ্য তাঁহার গোচর করিয়া কহিলেন, কুম্ভকর্ণ প্রজাদিগকে ভক্ষণ, দেবতাদিগকে তিরস্করণ, আশ্রম সকল সংহরণ ও পরস্মী হরণ করিতেছে । এইরূপে এই রাক্ষস নিত্যই প্রজাদিগকে ভক্ষণ করিলে, সমুদায় লোক অল্পকাল মধ্যেই শূন্য হইয়া পড়িবে ।

সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মা এই কথা শুনিয়া, সমুদায় রাক্ষসকে আহ্বান করিয়া, কুম্ভকর্ণকে অবলোকন করিলেন । অবলোকন করিয়াই তাঁহার ত্রাস উপস্থিত হইল । তখন তিনি নিরতিশয় সন্ত্রস্তসংকারে তাহাকে কহিলেন, পৌলস্ত্য নিশ্চয়ই লোকবিনাশের জন্য তোমাকে সমুদ্ভাবন করিয়াছেন । অতএব আজি হইতে তুমি মৃতের ন্যায়, শয়ন করিয়া থাকিবে । কুম্ভকর্ণ পিতামহের এই শাপে অভিভূত হইয়া, তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইল । তদ্বশনে দশানন নিরতিসন্ত্রাস্ত হইয়া কহিলেন, প্রজাপতে ! বহুযত্নে বর্দ্ধিত কাঞ্চনতরু ফল কালে ছেদন করিলেন ; স্বীয় নপ্তাকে একরূপ শাপ দেওয়া উচিত হয় নাই । দেখুন, আপনার কথা কখনো মিথ্যা হয় না । সুতরাং কুম্ভকর্ণ নিশ্চয়ই শয়ন করিয়া থাকিবে । এক্ষণে ইহার শয়ন ও জাগরণের কোনরূপ সময় নির্দ্ধারিত করুন । পিতামহ রাবণের কথা শুনিয়া কহি-

লেন, এই ব্যক্তি ছয় মাস নিজা যাইবে এবং এক দিন জাগিবে ।
 ঐ এক দিনেই এই বীর বুভুক্ষিত হইয়া, ব্যাদিত বদনে পৃথিবীতে
 বিচরণ করত প্রবল প্রস্থলিত পাবকের ন্যায়, লোক সকল ভক্ষণ
 করিবে । রাজা রাবণ সংগ্রহীত আপনার পরাক্রমে ভীত ও
 বিপদগ্রস্ত হইয়া, অকালে ইহাকে জাগরিত করিয়াছেন । ঐ
 গেই ভীমবিক্রম বীর কুন্তকর্ণ শিবির হইতে বিনির্গত ও অতিমাত্র
 জাতক্রোধ হইয়া, বানরদিগকে ভক্ষণ করত সবেগে ধাবমান
 হইতেছে । ইহাকে দেখিয়াই বানরেরা ভয়ে পলায়ন করিয়াছে ;
 কিরূপে নিবারণ করিবে ? অধুনা, বানরদিগকে এই কথা বলা
 হউক, যে, রাবণ বিভীষিকা প্রদর্শন জন্য যত্নবিশেষ নিম্মাণ
 করিয়াছেন, নতুবা এ কোন প্রাণী নহে । এইরূপ অবগত
 হইলে, বানরেরা নির্ভয় হইতে পারিবে ।

বিভীষণ বানরগণের সুখসম্পাদনকামনায় এই প্রকার যুক্তি-
 যুক্ত উপদেশ করিলে, রাম তাহা শ্রবণ করিয়া, সেনাপতি নীলকে
 কহিলেন, অগ্নিকুমার ! তুমি সহর গমন পূর্বক সৈন্য সকল
 বাহিত এবং লঙ্কার দ্বার ও সংক্রম সকল রোধ করিয়া, অবস্থিতি
 কর । ফলতঃ, তোমরা সকল বানর সমবেত হইয়া, শৈলশৃঙ্গ,
 রক্ষ ও শিলাসমূহ সংগ্রহ করত আয়ুধ উদ্যত করিয়া, সন্নিবিষ্ট
 হও ।

কপিকুঞ্জর সেনাপতি নীল রামের আদেশ পাইয়া, তদনুরূপ
 অনুষ্ঠানে বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন । তখন গণাক, শরভ,
 হনুমান, অঙ্গদ, ইহারা শৈলশৃঙ্গ সকল গ্রহণ করিয়া, লঙ্কাদ্বারে
 সমাগত হইল । অন্যান্য বিজয়গর্ভিত বানরগণ রামের আজ্ঞা
 পাইয়া, পাদপত্রহারপুরঃসর বিপক্ষবাহিনী সংহার করিতে
 লাগিল । তৎকালে অভ্যাগত বানরসৈন্য রক্ষ ও পর্বতহস্তে
 যুদ্ধোদ্যত হইয়া, ভূধরের সমীপস্থ প্রচণ্ড মহামেষমালার ন্যায়
 শোভা ধারণ করিল ।

দ্বিযষ্টিতম সর্গ ।

পরমতুর্জয় বিপুলবিক্রম রাক্ষসশাদ্দুল কুস্তকর্ণ নিদ্রামদে সমাকুল ও সহস্র সহস্র নিশাচরে পরিবৃত্ত হইয়া, পরমশোভা-সম্পন্ন রাজপথে গমন করিতে লাগিলে, পার্শ্ববর্তী ভবনসমূহ হইতে পুষ্পরুষ্টি হইয়া, তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া তুলিল। সে রাক্ষসরাজ রাবণের ভানুভাস্বরদর্শন, হেমজালমণ্ডিত, পরম-মনোহর, সুবিশাল নিবেশন সন্দর্শন করিল। এবং সূর্য্য যেমন মেঘমালা মধ্যে প্রবেশ করেন, সেইরূপ ঐ গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া, ইন্দ্র যেমন আগনস্থ স্বয়ংভূকে, তেমনি দূর হইতে অগ্রজ রাবণকে সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিতে পাইল। রাক্ষসদিগের সহিত ভ্রাতৃভবনগমনসময়ে কুস্তকর্ণের পাদবিন্যাসে পৃথিবী কম্পাশ্বিত হইয়া উঠিলেন। সে ভ্রাতৃগৃহে গমন ও কক্ষামধ্যে প্রবেশ করিয়া অবলোকন করিল, অগ্রজ রাবণ উদ্বিগ্নচিত্তে পুষ্পকবিমানে আগীন রহিয়াছেন।

দশগ্রীব তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ গাত্রোখান করিয়া, সহর্ষে সন্নিহর্ষে আগমন করিলেন। তখন মহারথ কুস্তকর্ণ পর্যাঙ্কে উপবিষ্ট জ্ঞাতা রাবণের চরণবন্দনান্তে, কি করিতে হইবে, বলিলে, দশানন পুনরায় সহর্ষে সমুখিত হইয়া তাহাকে গাঢ় আলিঙ্গন ও যথাবিধানে অভিনন্দন করিলেন। তখন মহাবল কুস্তকর্ণ উৎকৃষ্ট দিব্য আগনে উপবেশন করিয়া রৌষকলুষিত নয়নে রাবণকে কহিলেন, রাজনু! আপনি যত্ন পূর্ব্বক কিজন্য আমাকে জাগরিত করিয়াছেন? বলুন, কোন্ ব্যক্তি হইতে আপনার ভয় উপস্থিত হইয়াছে; এবং কোন্ ব্যক্তি পরলোকে গমন করিবে?

দশানন এই কথায় ক্রোধভরে নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত করিয়া, জাতরৌষ কুস্তকর্ণকে কহিলেন, মহাবল! তুমি অনেককাল নিদ্রায় যাপন করিয়াছ। এবং দীর্ঘকাল সুখে সুমাইয়াছিলে, এই জন্য

জানিতে পার নাই,রাম হইতে আমার বিপদ উপস্থিত হইয়াছে। দশরথনন্দন শ্রীমান্ বলশালী রাম সুগ্রীবের সহিত সাগর লঙ্ঘন করিয়া, আমাদের বংশনাশে প্ররত্ত হইয়াছেন। হায়, চাহিয়া দেখ, লঙ্কার বন, উপবন সকলই নষ্টপ্রায় হইয়াছে। এবং বানর-গণ সেতুপথে অনায়াসে আগমন করিয়া, সমুদায় একাধিব করিয়াছে। প্রদান প্রধান রাক্ষসগণ সকলেই যুদ্ধে বানরের হস্তে বিনষ্ট হইয়াছে,কিন্তু আমি কোনরূপেই বানরগণের ক্ষয় দেখিতে পাই না। হে মহাবল! এই উপস্থিত ভয়ে আমাদের পরিত্রাণ কর। এই জন্যই অদ্য তোমাকে জাগাইয়াছি। আমার সমস্ত কোষ ক্ষয় পাইয়াছে। এবং লঙ্কারও বালকরুদ্ধমাত্র অবশেষ হইয়াছে। অতএব অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে ও সমুদায় লঙ্কা-পুরী রক্ষা কর। আমি মহাবাহো! ভ্রাতার জন্য তোমাকে এই সুত্বকর কার্য্য করিতে হইবে। পরন্তুপ! আমি পূর্বে কখনো কোন ভ্রাতাকেই এইরূপ কহি নাই। তোমাতে আমার স্নেহ ও সনিশেষ কার্য্যনিদ্ধির প্রত্যাশা আছে। হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! তুমি অনেক বার দেবাসুরযুদ্ধে প্রতিবাহুবিধানপূর্বক দেবতা ও দানবদিগকে জয় করিয়াছ। হে ভীমপরাক্রম! অধুনা, তুমি বিক্রম-প্রদর্শন পুরঃসর এই সকল অনুষ্ঠান কর। তোমার সমান বল-বানু প্রাণিগণমধ্যে আর কাহাকেও দেখিতে পাওয়া যায় না। হে রণপ্রিয়! হে বান্ধববৎসল! প্রবল পবন প্রবাহিত হইয়া যেক্রপ শরতের মেঘ ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ তুমি বিপক্ষবাহিনী স্ততেজে ব্যুধিত করিয়া, নিজপ্রীতি অনুগারে আমার এই উৎকৃষ্ট প্রিয় হিত বিধান কর।

ত্রিষষ্টিতম সর্গ।

রাক্ষসরাজ রাবণের এই খেদোক্ত প্রবণ করিয়া, বুদ্ধক উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া কহিতে লাগিল, আমরা পূর্বে মন্ত্রনিশ্চয়

সময়ে যে দোষ দর্শন করিয়াছিলাম, আপনি হিতভাবী ব্যক্তি-
গণের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া, সেই দোষে পতিত হইয়াছেন ।
দুষ্কৃতকারীর নরকপতন যেমন আশু সংঘটিত হয়, আপনিও
ভোগনি শীঘ্র পাপ কর্মের ফল প্রাপ্ত হইলেন । মহারাজ ! প্রথমে
আপনি এই উপস্থিত সর্ম্মনাশের বিষয় চিন্তা করেন নাই । এবং
কেবল বীৰ্য্যদর্পবশতই পৌরীপৌর্য্য বিচারও পরিহার করিয়া-
ছেন । যে ঐশ্বর্য্যবান্ পুরুষ পূর্ব্বকার কার্য্য পশ্চাৎ এবং পশ্চাত্তের
কার্য্য পূর্ব্বক করে, তাহার নয়ানয়জ্ঞান নাই । অসংস্কৃত অগ্নিতে
আছতি দান করিলে, যেমন অনিষ্টোপত্তি হয়, সমুচিতদেশকাল-
রহিত কার্য্য সকল অনুষ্ঠান করিলে ভোগনি বিপরীতবৎ দুঃখ
সমুদ্ভাবন করিয়া থাকে । যে ব্যক্তি মন্ত্রিগণের সহিত বিপৎপ্রতি-
কার ও কার্য্যসিদ্ধি ইত্যাদি পঁাচ প্রকারে প্রয়োগসাধন বিচার
করিয়া, ক্ষয়, বৃদ্ধি ও স্থিতি এই ত্রিবিধ কর্ম্মযোগ প্রাপ্ত হয়, সেই
ব্যক্তিই সম্যকরূপ নীতিমার্গের অনুসারী । যে রাজা নীতিশাস্ত্র
অতিক্রম না করিয়া, মন্ত্রিগণের সহিত ক্ষয়াদি-কালসমুচিত
সামাদি-কর্ম্মবিচারে অভিলাষী হয়েন এবং বৃদ্ধি পূর্ব্বক সূহৃদগণের
পরীক্ষা করেন, তাহারই কর্ম্মব্যাকর্ম্মব্যবিবেকবুদ্ধি প্রাচুর্য্য হইয়া
থাকে । হে রাজগশ্রেষ্ঠ ! পুরুষ-স্বধাকালে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম
এই তিনটি পৃথক্ পৃথক্ কিংবা এক বাত্রে এই সমুদায়
অথবা দুইটী দুইটী করিয়া, ভজনা করিবেন । এই তিনের
মধ্যে ধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ । যে রাজা বা রাজপুত্র চৈহা শুনিয়াও
বুঝিতে না পারেন, তাহার জ্ঞয়োজ্ঞান ব্যর্থ হইয়া থাকে ।
হে রাজগশ্রেষ্ঠ ! যে ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইয়া, মন্ত্রিগণের
সহিত বিচার পূর্ব্বক স্বধাকালে নাম, দান, ভেদ, বিক্রম,
উল্লিখিত পঞ্চবিধ প্রয়োগসাধন, সূহৃদগণ নয়ানয় এবং ধর্ম্ম,
অর্থ ও কাম এই সকলের সেবা করে, তাহার কখনো বাসন
উপস্থিত হয় না । প্রত্যুত, সর্দার্থতত্ত্বজ্ঞ বুদ্ধিজীবী মন্ত্রিগণের
সহিত শুভ ভাবিফল আলোচনা করিয়া, আত্মকার্য্যের অনুষ্ঠান

করিলে, প্রকৃত রাজপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে। পশুবুদ্ধি পুরুষগণ শাস্ত্রার্থ অবগত না হইয়া, প্রকৃত মন্ত্রণা পরিহার পূর্বক কেবল প্রাগলভ্যবৃত্ত বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত এবং ইহাৎ বিপুল জীলাভে সমুৎসুক হয়। অতএব অর্থশাস্ত্রের অনভিজ্ঞ ও অশাস্ত্রবিশ্বস্তাদৃশ ব্যক্তিগণের অতিহিত বাক্যে কার্য্য করা কর্তব্য নহে। যাহারা দৃষ্টতাবশতঃ অহিতকে হিতরূপে প্রখ্যাপন করে, তাহারা কার্য্যদুষক। তাহাদিগকে অবশ্যই মন্ত্রণাসময়ে দূরীকৃত করিবে। কোন কোন মন্ত্রী বিশেষরূপবুদ্ধিজ্ঞানবিশিষ্ট শত্রুবর্গের সহিত মিলিত হইয়া, স্বীয় প্রভুর সর্বনাশ এবং কেহ বা বিপরীত কার্য্য সকলের অনুষ্ঠান করে। প্রভু মন্ত্রনিষ্কয়সময়ে ব্যবহার দ্বারা সেই সকল শত্রুবশীভূত মিত্ররূপী অমিত্র মন্ত্রিদিগকে জানিয়া লইবেন। যে ব্যক্তি চঞ্চল অর্থাৎ আপাতমুখজনক বাক্যেই সন্তুষ্ট, সুতরাং কোনরূপ বিচার না করিয়াই কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, পক্ষিগণ যেমন ক্রৌঞ্চ পক্ষতের, শত্রুগণ ভূতমনি সত্ত্বর তাহার রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি শত্রুকে অবজ্ঞা করিয়া, আপনাকে রক্ষা না করে, সে অনর্থপরম্পরায় আক্রান্ত ও অপদপরিজ্ঞষ্ট হইয়া থাকে। মন্দোদরী ও বিভীষণ উভয়ে ইতিপূর্বে আপনাকে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই আমাদেরও হিত বাক্য। এক্ষণে আপনার যেমন অভিরুচি হয়, করুন।

দশানন কুন্তকর্ণের এইবাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া, সজ্জতজে কহিলেন, আমি তোমার গুরু ও আচার্য্যের ন্যায়, মান্য। তুমি কি আমার অনুশাসন করিতেছ? এরূপ বাক্য শ্রম করিয়া, ফল কি? যাহা কর্তব্য হয়, বিধান কর। নিতান্ত ক্রম, চিন্তামোহ অথবা বলবোধের আশ্রয়প্রযুক্তই হউক, পূর্বে তোমাদের যে হিত বাক্য প্রাহ্য করি নাই, এক্ষণে পুনরায় সে বিষয়ের উল্লেখ করায় কোন কলই হইবে না। উপস্থিত সময়ের যাহা কর্তব্য, অধুনা তাহারই চিন্তা কর। যাহা গিয়াছে, তাহা ত গিয়াছেই। কোন ব্যক্তি সত্ত্ব বিষয়ের অনুশোচনা করে না। যদি আমার প্রতি স্নেহ ও

তোমার নিজের বিক্রম থাকে এবং যদি আমার এই কার্য
নিশিষ্টরূপে অনুষ্ঠানযোগ্য বলিয়া, তোমার হৃৎপ্রাণীতি হয়, তাহা
হইলে, বিক্রম প্রকাশ পূর্বক আমার দুর্নীতিজনিত দুঃখ দূর কর ।
যে ব্যক্তি সর্বকার্য্যপরিজ্ঞে দীনের প্রাতি অনুগ্রহ করে, সেই
সুহৃৎ এবং যে ব্যক্তি নীতিমার্গবহিস্থিত লোকদিগের সাহায্যার্থ
কৃতচি্ত্ত হয়, সেই বন্ধু । রাবণ এই প্রকার দীর দারুণ বাক্য
প্রয়োগ করিলে, কুম্ভকর্ণ, তাঁহার ক্রোধ হইয়াছে, জানিতে
পারিয়া, ধীরে ধীরে মধুর বাক্যে সবিশেষ সাস্তুনা করিয়া কহিল,
অগ্নি রাক্ষসরাজেশ্বর ! আপনার আর সম্ভ্রু হইবার প্রয়োজন
নাই । রোষ ত্যাগ করিয়া, প্রকৃতিস্থ হউন । হে পার্থিব !
আমি জীবিত থাকিতে, আপনার এরূপ দৈন্য মনে করা উচিত
হয় না । যাহার জন্য আপনার পারিতাপ, সেই রামকে আমি
নিধন করিব । তবে সকল অবস্থাতেই আপনাকে আমার হিত
কথা বলা অবশ্য কর্তব্য । রাজন্ ! আমি বন্ধুতা ও ভ্রাতৃত্বসেহ-
প্রযুক্তই এরূপ কথা বানয়াছি । ঈদৃশ সময়ে সিন্ধু বন্ধুর যাহা অনু-
ষ্ঠান করা শোভা পায়, দেখুন, আমি যুদ্ধে শত্রুদিগের তদনুরূপ
নিপীড়নকরিতেছি । মহাবাহু ! অদ্য আপনি দেখুন, আমি রণ-
শিরে রামকে জ্বাতার সহিত নিধন করিলে, বানরসৈন্য দশদিকে
পলায়ন করিতেছে । অদ্য আমি যুদ্ধে রামের মৃত্যুক আনয়ন করি-
য়াছি, দেখিয়, আপনি সুখী ও গীতা দুঃখিত হইবে । যাহাদের
বন্ধুবান্ধব নিহত হইয়াছে, সেই এই লঙ্কাবাসী সমস্ত রাক্ষস অদ্য
রামের পরম অতীষ্ট বনশ অবলোকন করুক । আত্মীয়গণের
বিনাশ বশতঃ যাহারা শোকে আচ্ছন্ন হইয়াছে, অদ্য যুদ্ধে শত্রু-
বিনাশ দ্বারা সেই সকল রাক্ষসের নয়নজল মুছাইয়া দিব । অদ্য,
পর্বতসঙ্কাশ সুজীব শোণিতে পরিপ্লুত হইয়া, সূর্যাসন্নিত মেঘের
ন্যায়, বিকীর্ণ হইয়াছে, দেখিতে পাইবেন । হে অনঘ ! আমি
এবং এই সকল রাক্ষস, আমরা সকলেই রামকে বিনাশ করিতে
উদ্যত হইয়া, আপনাকে বারংবার সাস্তুনা করিতেছি, তথাপি

আপনি কি জন্য ব্যথিত হইতেছেন ? আরও দেখুন, রাম অঙ্কে আমাকে বধ করিয়া, পরে আপনাকে সংহার করিবেন। হে রাক্ষসনাথ ! আমি নিজের জন্য সত্ৰাপ করি না। অতএব হে পরতপ ! আপনি ইচ্ছামত আমাকে আদেশ করুন। হে অভুলবিক্রম ! যুদ্ধের জন্য আপনাকে আর কাহারো মুখাপেক্ষা করিতে হইবে না। আমিই আপনার মহাবল শত্রুদিগকে উৎসাদিত করিব। শক্র, যম, অগ্নি, মরুৎ, কুবের, বা বরুণও যদি আগমন করেন, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করিব। আমার দেহ পর্ত্ত তুলা ও দংষ্ট্র। তীক্ষ্ণ। এই অবস্থায় আমি সুশাণিত শূল হস্তে গজ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, পুরন্দরেরও নিরতি ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। অথবা, আমি অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ বিক্রমবলে শত্রুসংহারে প্ররুত হইলে, বাহার প্রাণের আশা আছে, তাদৃশ ব্যক্তি কখনো আমার প্রতিমুখে ভিত্তিতে পারে না। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, শক্তি দ্বারা নহে, খড়্গ দ্বারা নহে, অথবা সুশাণিত সায়ক সকলের দ্বারাও নহে, একমাত্র হস্তবয়ের সাহায্যেই ইন্দ্রসহিত রাসকে বধ করিব। অদ্য রাম যদি আমার মুষ্টিবেগ সহ্য করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাঁহার শরসমূহ সদৌরুধির পান করিবে। রাজন্ ! আমি থাকিতে, আপনি কি জন্য চিন্তাবশে পরিতপ্ত হইতেছেন ? আমি আপনার শত্রুবিনাশার্থ যুদ্ধে বাইতে উদ্যত হইয়াছি। আপনি রামের ভয় পরিহার করুন। তাঁহাকে যুদ্ধে বধ করিব। অধিক কি, মহাবল রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব, লঙ্কাদাহকারী রাক্ষসবিনাশী হনুমান্ এবং যুদ্ধে সম্পূর্ণহস্ত অন্যান্য বাহুরগণ সকলকেই আমি ভক্ষণ করিব। আপনার অসামান্য বিপুল যশ বিধান করিতে আমার অভিলাষ হইয়াছে। রাজন্ ! যদি ইন্দ্র বা পিতামহ হইতেও আপনার ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে দিবাকর যেমন নৈশ অন্ধকার নিরাস করেন, আমিও তেমনি সেই ভয় নিরাকৃত করিব। আমি ক্রুদ্ধ হইলে, দেবগণও মহীভূলে শয়ন করিবেন। আমি যমকেও

বিনাশ, অগ্নিকেও ভক্ষণ, নক্ষত্র সম্বিত সূর্য্যকেও নিপাতন, ইন্দ্রকেও সংহার, সাগরকেও পান, পর্ব্বত সকলকেও চূর্ণ এবং পৃথিবীকেও বিদারণ করিব। কুম্ভকর্ণ দীর্ঘকাল ঘুমাইয়াছিল। অদ্য সে সকলকে ভক্ষণ করিতে প্ররস্ত হইলে, তাহার। তাহার বিক্রম অবলোকন করুক। সমস্ত স্বর্গলোকও আমার পধ্যাপ্ত আহার হয় না। বাহা হউক, আমি দাশরথিকে সংহার করিয়া, উত্তর কালে আপনার অধিকসুখজনক সুখ সম্পাদনার্থ প্রস্থান করিতেছি। লক্ষ্মণসম্বিত রামকে বধ করিয়া, সমুদায় প্রদান প্রধান বৃধপতি বানরকেই ভক্ষণ করিব। রাজন! আপনি অদ্য বাকুণী পান, যথাসুখে বিহার, কার্য্য সকল সম্পাদন ও সকল দুঃখ পরিবর্জন করুন। রাম আমার হস্তে যমভবন দর্শন করিলে, মীত ও চিরকালের জন্য আপনায় বশীভূত হইবে।

— :: —

চতুঃষষ্টিতম সর্গ।

দৌর্দণ্ডতাপশালী প্রকাণ্ডাকৃতি মহাবল কুম্ভকর্ণের এই কথা শুনিয়া, মহোদর উত্তর করিল, কুম্ভকর্ণ! তুমি মহৎশে জন্মিয়াছ, বটে, কিন্তু তুমি অতিশয় অহঙ্কৃত, ধৃষ্ট ও প্রাকৃতদর্শী এবং সর্ব্বত্র কার্য্য পরিজ্ঞানে অসমর্থ। রাজা রাবণ বিশিষ্টরূপেই নয়ানয় বিদিত আছেন। তুমি কেবল বালকতাপ্রযুক্ত ধৃষ্টতা করিয়া, এই প্রকার বলিতে উদ্যত হইয়াছ। কি রূপে অবস্থান ও আত্মপক্ষের বুদ্ধি এবং পরপক্ষের ক্ষয় করিতে হয়, দেশকাল-বিভাগবিৎ রাজা রাবণ তাহা বুঝিয়া থাকেন। যাহার বুদ্ধি অতি সামান্য এবং যে ব্যক্তি বুদ্ধগণের সেবা করে নাই, সে শুদ্ধ বলপূর্ব্বক যাহা করিতে না পারে, কোন রাজা তাৎক্ষণিক কার্য্যে প্ররস্ত হয়েন? তুমি যে পরম্পরবিরুদ্ধ ধর্ম্ম, অর্থ ও কামের বিষয় উল্লেখ করিলে, প্রাকৃতরূপে তাহাদের পরিজ্ঞান করিতে তোমার সামর্থ্য্য নাই। কখনই সমস্ত কারণের উৎপা-

দক। কি শুভ, কি অশুভ, কার্য্যমাত্রেরই ফল হইয়া থাকে। ধর্ম্ম ও অর্থে যেমন নিঃশ্রেয়স ফল লাভ হয়, সেইরূপ স্বর্গ ও অভ্যাদয় ফলও প্রাপ্ত হওয়া যায়। নিত্যধর্ম্মের লোপ হইলে, অধর্ম্ম ও অনর্থ সংঘটিত হয়। এবং অধর্ম্ম ও অনর্থের সংঘটনায় প্রত্যাবায় জন্য ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ ইহলোকে দরিদ্র ও পরলোকে নরকযাতনাদি ভোগ করিতে হয়। পুরুষার্থসিদ্ধি উদ্দেশ্য করিয়া, যতপূর্ব্বক কস্ম্যানুষ্ঠান করিলে, সাক্ষাৎ শুভ ফল লাভ হইয়া থাকে। রাজা রাবণ আমাদের মত লইয়াই এ বিষয় কর্তব্য বলিয়া মনে মনে নিশ্চয় করিয়াছেন। আর, বলবান্ ব্যক্তি যদি শত্রুর প্রতি সাহস প্রদর্শন করেন, তাহাতেই বা তাঁহার কি অপনীত হইবার সম্ভাবনা? তুমি একাকী অভিযান করিবে বলিয়া যে হেতু প্রদর্শন করিলে, তাহাযে তোমার যে অযৌক্তিকতা ও অসাড়তা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাও উল্লেখ করিব। যে রাম পূর্বে জনস্থানে নিরতি বলবান্ বহুসংখ্য রাক্ষস সংহার করিয়াছেন, তাঁহাকে তুমি কিরূপে একাকী জয় করিবে? যে সকল রাক্ষস তৎকর্তৃক জনস্থানে পরাজিত হইয়া, লঙ্কাপুরে গলাইয়া আসিয়াছে, আজিও তাহাদের ভয় দূর হয় নাই, দেখিতে পাঠিতেছ না? দশরথনন্দন রামকে সংক্রুদ্ধ সিংহ ও সুগুপ্ত সর্পের ন্যায়, জানিয়াও, জাগাইতে সমুৎসুক হইয়াছ? রাম যত্নের ন্যায় নিত্য তেজে প্রজ্বলিত ও ক্রোধে ছুরাক্রম্য এবং অসত্য। কোন ব্যক্তি তাঁহার ত্রিগীমায় বাইতে পারে? এই রূপে যখন শত্রুর সম্মুখবস্থানে সমস্ত বল সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে, তখন একাকী গমন করা আমার একান্ত অনিচ্ছমত। কোন ব্যক্তি অসহায় হইয়া, স্ত্রীম প্রাণ ভূগীকৃত করিয়া, সহায়শালী শত্রুকে প্রাকৃতবৎ বশ করিতে অভিলাষী হয়? • হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ! ত্রিলোকে যাহার সমকক্ষ নাই, ইন্দ্র ও বিবস্বানের তুল্যকক্ষ সেই রামের সহিত যুদ্ধ করিতে কিরূপে উৎসুক হইতেছ?

মহোদর রাক্ষসসভামধ্যে ক্রোধভরে কুন্তকর্ণকে এই প্রকার
 কহিয়া, পরে লোকরাবণ রাবণকে কহিতে লাগিল, আপনি
 জানকীকে লাভ করিয়াও, কিজন্য তাহাকে ভোগ করিতে বিলম্ব
 করিতেছেন ? আপনি ভোগ করিতে ইচ্ছা করিলে, সীতা
 এতদিন আপনার বশীভূতা হইত। সীতা বাহাতে আপনার
 অনুকূলবর্ত্তিনী হইতে পারে, এরূপ কোন উপায় আমার বিদিত
 আছে। রাক্ষসরাজ ! ঐ উপায় নির্দেশ করিতেছি, শ্রবণ করুন।
 শ্রবণ করিয়া, স্বীয় বুদ্ধি সহারে বিশেষ পর্যালোচনা পূর্ব্বক রুচি
 অনুসারে উহার অনুগারী হউন। আমি, দ্বিজিহ্ব, সংহ্রাদী, কুন্ত-
 কর্ণ ও বিত্তর্দন, আমরা এই পাঁচজন রামের বধনিমিত্ত নির্গমন
 করিতেছি, এই প্রকার ঘোষণা করিরা দিন। অনন্তর আমরা
 গমন করিয়া, রামের সহিত বড় পূর্ব্বক যুদ্ধ করিব। এবং তাহাকে
 জয়ও করিব। রাম পরাজিত হইলে, সীতা আপনা হইতেই
 বশীভূতা হইবে। তখন আর অন্য উপায়ের আবশ্যক হইবে
 না। পক্ষান্তরে, যদি রাম যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ না করেন, এবং
 আমরাও বাঁচিয়া থাকি, তাহা হইলে, মনে মনে যথা বিবেচনা
 করিয়া স্থির করিয়াছি, অবশেষে তাহাই অবলম্বন করিব।
 অর্থাৎ তাহা হইলে, রামনামাক্ষিত শরপরম্পরায় ক্ষত দিক্ষিত ও
 রুদিরাক্ত কলেবরে যুদ্ধস্থল হইতে প্রত্যাহৃত হইয়া, এই বলিয়া
 আপনার চরণ বন্দনা করিব, যে, আমরা রাম লক্ষ্মণকে ভক্ষণ
 করিয়াছি ; আপনি আমাদিগের সংবর্দ্ধনা করুন। হে পার্শ্বিব !
 তখন আপনি, রাম লক্ষ্মণ সৈন্যে বিনষ্ট হইয়াছে, এই কথা পুর-
 মধ্যে সর্ব্বত্র গজঙ্কজে ঘোষণা করিয়া, শ্রীতচিহ্নে ভূতাদিগকে
 বিবিধ কাম, ভোগ ও দাসদাসী প্রভৃতি প্রদান করিবেন। এবং
 যোদ্ধাদিগকে নানাবিধ মাণ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার, অনুলেপন ও পের-
 প্রভৃতি বহু পরিমাণে বিতরণ করিয়া, নিজেরও সমুদ্রচিহ্নে পান
 করিবেন। অনন্তর, রাক্ষসেরা রামকে সবাঙ্কবে ভক্ষণ করি-
 য়াছে, এই সংবাদ বহুলীভূত ও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়া, সীতার

কর্ণগোচর হইলে, আপনি অশোকবনে প্রবেশ পূর্বক জানকীকে নির্জনে আশ্বাসিত ও সান্ত্বনা করিয়া, অভিমত ধন, ধান্য ও রত্নরাশি প্রদান দ্বারা প্রলোভিত করিবেন । রাজন্ ! এই প্রকার বঞ্চনায় সীতার নিরতিশয় শোকানুবন্ধ সংঘটিত হইবে । তাহা হইলে, সে, ইচ্ছা না থাকিলেও, অনাথা হইয়া, অগত্যা আপনাকে ভজনা করিবে । কণতঃ, মনোমত স্বামী বিনষ্ট হইয়াছে, জানিতে পারিলে, সীতা নিরাশ হইয়া, স্বীকৃত্যবশত লঘুতা ক্রমে আপনার বশীভূতা হইবে । সে যেমন সুখভোগের যোগ্য পাত্রী, তেমনি পূর্বেও অনেক সুখ সম্ভোগ করিয়াছে । সুতরাং এক্ষণে দুঃখকর্ষিতা হইয়া, আপনার অদীনে থাকিলে, সুখসম্ভাবনা, জানিয়া, নিঃসন্দেহই আপনার বশ্যতা স্বীকার করিবে । আমি বুদ্ধিপূর্বক এই প্রকার নিশ্চয় করিয়াছি । রামের সহিত দেখা হইলেই, অনর্থ ঘটবে । অতএব তাহার সাগত সাক্ষাৎ করিতে উৎসুক হইবেন না । আপনি যুদ্ধ না করিয়া, পুরমধ্যে অবস্থিতি করিলে, নিরতিসুখ লাভ করিবেন । যে রাজা বিনাযুদ্ধে শত্রুজয় করেন, তাহার সৈন্য বিনষ্ট ও সংশয়দশা উপস্থিত হয় না । প্রত্যুত, তাহার মুখ, যশ, মহত্ত্ব, শ্রী ও কীর্তি চিরস্থায়ী হইয়া থাকে ।

—*—

পঞ্চমটিতম সর্গ ।

কুম্ভকর্ণ এই প্রকার অভিহিত হইয়া, মহোদরকে অনুযোগ করিয়া, রাক্ষসরাজ জ্ঞাতা রাবণকে কহিল, আমি অদ্য দুরাঙ্গী রামকে বধ করিয়া, আপনার ঘোর ভয় নিরাকরণ করিব । আপনি বৈরিশূন্য ও সুখী হউন । শূরগণ, নির্জল মেঘের ন্যায় রথা গর্জন করেন না । অতএব, আমি যে গর্জন করিয়াছি, যুদ্ধে কার্য্য দ্বারা তাহা সার্থক করিবা দেখুন, শৌর্য্যশালী পুরুষগণ আপনা আপনি স্লামা করা মহ্য করিতে পারেন না । এবৎ

বিনা আড়ম্বরেই তুচ্ছ কার্য্য মাপন করেন। মহোদর! বুদ্ধি-
হীন, নাসিদ্ধাধীন, পণ্ডিতাভিমানী রাজ্জারাই তোমার ন্যায়
লোকের কথা নরুদা শুনিয়া থাকেন। অপিচ কি, তোমার
ন্যায়, শ্রিয়বাদী কাপুরুষগণ যুদ্ধে রাজ্জার অনুগমন করিলে,
সকল কার্য্যই অষ্টে হইয়া যায়। দেখ, লঙ্কায় রাজা মাত্র শেষ
হইয়াছেন, কোশ ক্ষয় পাঠিয়াছে এবং সমুদায় বল বিনষ্টে হই-
য়াছে। এই রূপে এই রাজ্জাকে পাঠিয়া তোমরা মিত্রতা জ্বলে
অগ্নিত্রের কার্য্য করিয়াছ। এই আমি যুদ্ধে উদাত্ত হইয়া, শত্রুর
জয় এবং তোমাদের দুর্নীতির সমীকরণ জন্য অভিনির্বাণ
করিতেছি।

দীমান্ কুস্তকর্ণ এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, রাজ্জ-
রাজ রাবণ হাস্য করিয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, মহোদর! আমার
ভয়ে আক্রান্ত হইয়াছে, নন্দেহ নাই। হে যুদ্ধবিশারদ! সেই
জন্য যুদ্ধে ইহার মত্ত হইতেছে না। তাত্ত কুস্তকর্ণ! কি
মৌহর্দ্ব, কি বল, কোন বিষয়ে কেহই আমার তোমার সমান
নহে। অধুনা, তুমি শত্রুর সংহার ও বিজয় জন্য গমন কর।
তুমি সুমাইয়াছলে, আমি কেবল বৈরিবিনাশজন্য তোমাকে
জাগাইয়াছি। হে অরিন্দম! রাজ্জগণের এই যুদ্ধ করিবার
সুপ্রশস্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতএব তুমি শূল গ্রহণ
করিয়া, পাশহস্ত অস্ত্রকের ন্যায়, গমন পূর্ব্বক আদিত্যের ন্যায়,
ভেজস্বী দুই ভাইকে বানরগণের সহিত ভক্ষণ কর। বানরগণ
তোমার আক্রান্ত দেখিয়াই পলায়ন করিবে এবং রাম লক্ষ্মণেরও
হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। মণ্ডাত্রেজা রাবণ মহাবল কুস্তকর্ণকে
এইপ্রকার কহিয়া, আপনাকে যেন পুনর্জাত বোপ করিলেন।
তিনি কুস্তকর্ণের বল ও পরাক্রম বিশেষ বিদিত ছিলেন। এই
জন্য চন্দ্রের ন্যায় নিম্নল ও মুদিত মূর্ত্তি ধারণ করিলেন।

রাজা রাবণ এই প্রকার কহিলে, মহাবল কুস্তকর্ণ সংকুপ্ত হইয়া,
নির্গত হইল এবং তাঁহার কথা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য উদ্বোধন

করিতে লাগিল। সেই শত্রুনিহরণ নিশাচর বেগভরে নিশিত শূল গ্রহণ করিল। ঐ শূল, সর্কীবয়বে কালায়ননিম্বিত, সান্তি-শয় নীপ্তিসম্পন্ন, তপ্তকাঞ্চনে ভূষিত, ইন্দ্রের অশনির ন্যায় প্রভা-বিশিষ্ট, বজ্রতুল্য গৌরবসম্বিত, দেব দানব ঈশ্বর যক্ষ ও পন্নগ-গণের বিনাশন, রক্তমণ্ডো সমলঙ্কৃত এবং স্বয়ং উহাতে অগ্নি, সমুদ্রাত হইতেছে। পরমভৈরবী রাবণানুজ্ঞ শত্রুর শোণিতে রঞ্জিত সেই সুবিশাল শূল গ্রহণ করিয়া, দশাননকে কহিতে লাগিল, আমি একাকী গমন করিব; সৈন্য সকল এখানে থাক্। আমি ক্ষুধিত হইয়াছি, অদ্য ক্ষোদ ভরে বানরদিগকে ভক্ষণ করিব।

দশগ্রীব ভাঙার কথা শুনিয়া কহিলেন, শূল ও মুদগরপানি সৈন্যসমূহে পরিবৃত হইয়া গমন কর। কেননা, বানরেরা মহাত্মা, শূর ও অদ্যবসায়সম্পন্ন। তুমি একাকী প্রস্তুত হইয়া গমন করিলে, তাহাদের হস্তে বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। অতএব হে পরম দুর্ধর্য! সৈন্য সঞ্চিত গমন কর। এবং রাক্ষসগণের অহিতকারী সমুদায় শত্রুপক্ষ ক্ষয় কর। অনন্তর পরমভৈরবী রাবণ আসন হইতে উত্থিত হইয়া, মধ্যভাগে মণিখচিত কাঞ্চন-ময়ী মালা, ভদ্রদ, অঙ্গুলিদেষ্ঠে, শশিমন্দিত হার, দিব্য সুগন্ধি মালা দাম, উৎকৃষ্ট আভরণ সমস্ত এবং কুণ্ডলযুগল স্বহস্তে গ্রহণ করিয়া, কুম্ভকর্ণের ঘণাস্থানে পরাইয়া দিলেন। কাঞ্চনময় ভদ্রদ, কেয়ূর, নিক ও অন্যান্য আভরণে ভূষিত হওয়াতে, রত্ন-কর্ণ কুম্ভকর্ণ, সুহৃত অগ্নির ন্যায়, বিরাজমান হইল; পরমশোভ-মান সুবিশাল কৃষ্ণবর্ণ কটিসূত্র ধারণ করাতে, অমৃতমন্ডনসময়ে বাসুকিবদ্ধ মন্দর পর্বতের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিল; এবং আত্মপ্রভায় সমুজ্জ্বলিত, সৌদামিনীসমপ্রভ, কাঞ্চননিম্বিত, ভার-মহ, চূড়ৈদ্য বর্ষ্ম পরিধান পূর্ণক, সঙ্খ্যাত্মগবীত অঙ্গিবাজের ন্যায়, প্রতীয়মান হইল। এই রূপে মহাবল কুম্ভকর্ণ সর্কীক্সে সকল প্রকার আভরণ ও হস্তে শূল ধারণ করিয়া, পাদজয়বিন্যাসে

কৃতোৎসাহ নারায়ণের ন্যায়, বিরাজমান হইয়া, ভ্রাতাকে অব-
নত মস্তকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও গাঢ়তর আলিঙ্গন পূর্বক প্রস্থান
করিল। রাবণ সুপ্রশস্ত আশীর্বাদ প্রায়োগ পূর্বক শত্রুদ্রুতি-
নির্ঘোষ, নৈন্য, উৎকৃষ্ট আয়ুধ, গজ, অশ্বদানিস্বন রথ ইত্যাদি
সমভিবাহারে তাহাকে প্রেরণ করিলেন। মহাজ্ঞা রাক্ষসবীরগণ
রথ, গর্প, উষ্ট্র, খর, সিংহ, দ্বিপ, মুগ ও বিহঙ্গমসমূহে আরোহণ
করিয়া, রথশ্রেষ্ঠ মহাবল ভয়ংকরপ্রকৃতি কুন্তকর্ণের অনুগমন
করিল। চতুর্দিকে পুষ্পরষ্টি হইয়া তাহাকে আচ্ছন্ন করিয়া
ভুলিল এবং তাহার মস্তকে আতপত্র প্রিয়মাণ হইল। দানবদেব-
শত্রু প্রচণ্ডপ্রকৃতি ঐ নিশাচর শিত শূল হস্তে করিয়া, শোণিত-
গন্ধে মত্ত হইয়া, এই রূপে বিনির্গত হইল। ভীমাঙ্গ, ভীমদর্শন
শস্ত্রপাণি, মহাবল, মহানাদ, লোহিতলোচন, বহুব্যামদীর্ঘ, নীলা-
ঞ্জনচয়সম্ভিত বহুসংখ্য পদাতি নিশাচর সুশাণিত শূল, খড়্গ, পর-
শুধ, ভিন্দিপাল, পরিষ, গদা, মুঘল, সুবিপুল তালক্ষক এবং চুরা-
সদ ক্ষেপণীয় সকল গ্রহণ করিয়া, তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে
লাগিল।

অনন্তর মহাবল মহাতেজ্জ কুন্তকর্ণ অন্যতর ঘোরদর্শন দারুণ
মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, নিষ্পতিত হইল। ঐ মূর্তির বিশালতা
শত ধনু, উচ্চতা ছয় শত ধনু, পরিমাণ মহাপর্কতের ন্যায় এবং
নেত্রদ্বয় শকট চক্র সদৃশ। এই রূপে মহাবক্র মহাকায় কুন্তকর্ণ, দক্ষ
শৈলের ন্যায়, সন্নিপতিত হইয়া, মহাস্য আমো্য রাক্ষসদিগকে
কহিল, পাবক বেরূপ পতঙ্গদিগকে, আমি সেইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া,
প্রধান প্রধান বানরদিগের যুগ সমস্ত বিভাগক্রমে অদ্য দক্ষ
করিব। বনচারী বানরগণ ইচ্ছা পূর্বক আমাদের নিকট অপ-
রাধী হয় না। বিশেষতঃ তাহারা অস্বদ্বিধ ব্যক্তিগণের পুরো-
দ্যানের অলঙ্কার স্বরূপ। রামই লক্ষ্মণের সহিত নগরবাসের
মূল। তাহাকেই যুদ্ধে বধ করিব। সে ব্যক্তি হস্ত হইলে, আর
সকলেই বিনষ্ট হইবে।

সে এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, মহাযোদরাক্ষসগণ সাগর-
 কেও কম্পিত করিয়া যেন শব্দ করিতে প্ররম্ভ হইল । তৎক্ষণাৎ
 ধীমান্ কুম্ভকর্ণ পুরীর বাহির হইলে, ঘোররূপ নিমিত্ত সকল চতু-
 র্দ্দিকেই প্রাচুর্ভূত হইল । গর্দভের ন্যায় ধূম্রাৰ্ণ ঘেঘ সকল উজ্জা-
 ও অশনির সহিত আকাশ আবরণ করিল । সাগর ও অরণ্য
 সহিত সমগ্র পৃথিবী কম্পিত হইয়া উঠিল । ঘোররূপ শিবা
 সকল অঙ্গারপিণ্ডসম্বিত বদন বিস্তার করিয়া, শব্দ করিতে
 লাগিল । বিহঙ্গসগণ নাম দিক্ দিয়া মণ্ডলগতিতে গগন করিতে
 আরম্ভ করিল । গমনসময়ে পাণিমধ্যে কুম্ভকর্ণের শূলে গৃধ্র
 নিপতিত হইল । উহার বাম বাহ ও বাম নেত্র প্রক্ষুরিত হইতে
 লাগিল । প্রস্থলিত উজ্জা ভৌমনিম্ননে উহার অগ্রে পতিত হইল ।
 সূর্য্যের প্রভা তিরোহিত হইয়া গেল । এবং স্তম্ভসেন্য সমীরণ
 রুদ্ধভাবাপন্ন হইল । এই সকল মহোৎপাত দর্শন করিলে শরীর
 রোমাঞ্চ হয় । কিন্তু কুম্ভকর্ণ কালবলে ধোরিত হইয়াছিল । সেই
 জন্য সে সকল মনেও না করিয়া, নির্গত হইল ।

অনন্তর পার্শ্বতাক্রুতি ঐ নিশাচর প্রাকার লঙ্ঘন করিয়া,
 মেঘসন্নিভ অদৃভূত বানরসৈন্য সন্দর্শন করিল । বানরগণ সেই
 পার্শ্বতপ্রতিম রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়াই, পবনপরিচালিত
 পয়োদহাচয়ের ন্যায়, দশ দিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল । অতীব
 প্রচণ্ড বানরসৈন্যের তদবস্থা দর্শন করিয়া, জলদগন্নিভ ঐ নিশা-
 চর সহর্ষে মেঘের ন্যায়, গর্জ্জন করিতে লাগিল । আকাশে
 মেঘগর্জ্জনের ন্যায়, তাহার ঘোর শব্দ শ্রবণ করিয়া, বানরগণ
 অনেকেই, ছিন্নমূল শালরক্ষের ন্যায়, ধরাভূলে পতিত হইল ।
 তাহার শরীর প্রকাণ্ড এবং হস্তে বিপুল পরিঘ । স্তূতরাং যুগান্তে
 সংহারসাধন কালদণ্ড দারণ করিয়া কালাগ্নি রুদ্ধের ন্যায়, সে
 শত্রুগণের বিনাশার্থ বহির্গত হইলে, কপিগণ দারুণ ভয়ে আক্রান্ত
 হইল ।

স্টম্ভটিভম সর্গ ।

গিরিকূট সদৃশ মহাকাশ মহাবল রানগানুজ এইরূপে প্রাকার
লঙ্কান করিয়া, নগর হইতে সত্তর বিনির্গত হইল এবং সমুদ্র প্রান্তি-
প্রস্রিত করিয়া, মহানাদে শব্দ করিতে লাগিল ; সেই শব্দে
যেন নির্ধাতুমুহ সমুদ্র'বিত ও পর্কিত সকল যেন বিদগিত হইয়া
উঠিল । যম, বরুণ বা ইন্দ্রও তাহাকে বধ করিতে পারেন না !
এবং তাহার নয়নযুগল অতীব ভীষণ । তাহাকে আসিতে
দেখিয়া, বানরগণ ইতস্ততঃ পলায়নপর হইল । তদ্বশনে বালি-
পুত্র অঙ্গদ মহাবল নল, নীল, গবাক্ষ ও কুমুদকে কহিলেন, তোমরা
অতি ইত্তর বানরের ন্যায়, আপনার বীৰ্য্য ও আভিজাত্য বিস্মৃত
হইয়া, ভয়ে অভিভূত হইয়া, কোথা যাইতেছ ? অতএব সর্পথা
বিনিরস্ত হও । রথ প্রাণ রক্ষা করিয়া, কি হইবে ? এই
নিশাচর মহতী বিভীষিকামাত্র, আমাদের সহিত যুদ্ধ করিতে
পারিবে না । আমরা বিক্রমবলে এই বিভীষিকা নিরাকৃত
করিব । অতএব সকলে নিরস্ত হও । এই বলিয়া তিনি অতি-
কণ্ঠে বাঘরদিগকে অশ্বাসদান পূর্বক চতুর্দিক হইতে আনয়ন
করিয়া, একত্রিত করিলেন । তাহারা সকলে রক্ষ গ্রহণ করিয়া,
রণাঙ্গনে প্রস্থান করিল । অনন্তর তাহারা সকলে প্রতিনিরস্ত
হইয়া, পরমক্রোধে সদগন্ত মাতঙ্গের ন্যায়, কুম্ভকর্ণকে প্রহার
করিতে লাগিল । কিন্তু রাশি রাশি শিলা, পুষ্পতশেখর পাদপ
ও অভ্রাচ্চ গিরিশৃঙ্গের আঘাত করিয়াও, তাহাকে কম্পিত
করিতে পারিল না । তাহার গাত্রে লাগিবামাত্র সুনিশাল শিলা
সকল ভগ্ন ও পাদপ সকল চূর্ণ হইয়া, ধরাতল আশ্রয় করিল ।
তখন সেই নিশাচরও পরম ক্রুদ্ধ ও প্রযত্নবান্ হইয়া, সমুখিত
অগ্নি অরণ্যের ন্যায়, মহাবল বানরবল সম্বন করিতে লাগিল ।
প্রধান প্রধাম বানরগণ অনেকেই নিরস্ত ও রুধিরাক্ত কলেবরে
ভূপতিত হইয়া শয়ন করিল । বোধ হইল, যেন ত অগ্নি পাদপ

সকল ধরাতল আশ্রয় করিয়াছে । বানরগণ অগ্র পশ্চাৎ না চাহিয়াই, দ্রুতবেগে ধাবন ও অতিক্রম করিতে লাগিল । কেহ সাগরে পতিত ও কেহ অরণ্যে প্রাণিষ্ট হইল ।

এইরূপে বীর রাবণানুজ অবলীলাক্রমে বধ করিতে আরম্ভ করিলে, বানরবীরগণ যেন পথে সাগর পার হইয়াছিল, সেই পথে স্থলভাগে পলায়নপর হইল । কেহ ভয়ে বিবর্ণাদন হইয়া, নিম্ন প্রদেশ আশ্রয় করিল । ঋক্ষগণ কেহ রক্ষে ও কেহ বা পর্বতে অধিরূঢ় হইল । বানরগণ কেহ যুদ্ধার্থ সমাগত ও কেহবা অস্থির-ভাবাপন্ন হইল । এবং কেহ ভূমিতে নিপতিত ও কেহবা সুপ্ত ও মৃতপ্রায় হইল ।

অঙ্গদ বানরদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া কহিতে লাগিলেন, তোমরা পলায়ন করিও না, নিরুত্ত হও, সকলে মিলিয়া যুদ্ধ করিব । সমস্ত পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াও এমন স্থান দেখিতে পাই না, যেখানে তোমরা রণে ভঙ্গ দিয়া অবস্থান করিতে পারিবে । অতএব সকলে নিরুত্ত হও । কি জন্য প্রাণ রক্ষা করিতেছ ? হে অসঙ্গতিপৌরুষ বানরগণ ! তোমরা অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিয়া, পলায়ন করিলে, স্ব স্ব স্ত্রীর নিকট উপহাসিত হইবে । জীবিতদেহে স্ত্রীর উপহাস, মৃত্যু অপেক্ষাও তোমাদের অধিক দুঃখ সমুৎপাদন করিবে । বিশেষতঃ, সকলেই সুবিখ্যাত মহদংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । অতএব ভয়ে ভীত হইয়া, সামান্য বানরের ন্যায়, কোথায় পলায়ন করিতেছ ? তাহারা বীৰ্য্যত্যাগ পূর্বক ভীত হইয়া পলায়ন করে, তাহারা নিশ্চয়ই অনার্য্য । তোমরা পূর্বে লোকসমাজে স্ব স্ব উদগ্রতা-প্রতিপাদক ও স্বামীর হিতজনক যে আত্মসম্মতি করিতে, আজি তোমাদের তাহা কোথায় গেল ? ভীকুদিগের উদ্দেশে এইরূপ প্রবাদ শুনিতে পাওয়া যায় যে, যে ব্যক্তি দিক্‌বৃত্ত হইয়া, জীবন দারণ করে, তাহাব সেই জীবনে দিক্ । অতএব তোমরা ভয় ত্যাগ করিয়া, সংপুরুষদেবিত পথের পথিক হও । সক-

রই জীবন কিছুকালের জন্য। যদি নিহত হইয়া পূর্ণিবীতে শয়ন করি, তাহা হইলে, কুমোদিগণের দুস্প্রাণ্য এক্সলোকে গমন করিব। অথবা, যুদ্ধে শত্রুসংহার করিতে পারিলে, কীর্ত্তিলাভ করিব, কিম্বা নিহত হইলে, বীরলোকের যাবতীয় সম্পত্তি ভোগ করিব। রামের সহিত সাক্ষাৎ হইলে, কুন্তকর্ণও জীবিত শরীরে গমন করিতে পারিবে না। প্রজ্বলিত পাবকে পাতত হইলে, পতঙ্গ কখনো পরিভ্রাণ পাইতে পাটো না। আমরা সকলেই মহাবীর বলিয়া বিখ্যাত। এবং অনেকে একত্র সমবেত হইয়াছি। অতএব একাকী রাক্ষস কর্তৃক ভয় হইয়া, পলায়ন পূর্বক যদি প্রাণ রক্ষা করি, তাহা হইলে, আমাদের কলঙ্ক রাখিতে স্থান হইবে না।

কনকাদদ শূর অঙ্গদ এইপ্রকার বলিতে লাগিলে, পলায়নপরায়ণ বানরগণ শূরগণের বিগহিত বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিল, রাক্ষস কুন্তকর্ণ আমাদের নিরতিশয় নির্যন্ত্রণ করিয়াছে। এখানে থাকার আর কাল নাই। বিশেষতঃ, জীবন আমাদের প্রিয়তর। সেই জন্য গমন করিতেছি। এই বলিয়া তাহারা ভীমাঙ্গ ভীম-প্রকৃতি রাবণানুজকে আনিতে দেখিয়া, সকলেই দশ দিকে দাবমান হইল। তদ্রশনে দীমানু অঙ্গদ সাস্তুনা সহকারে নাগপাশ-মুক্তি প্রভৃতি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া, ঐ সকল পলায়মান বানর-বীরদিগকে প্রতিনিবৃত্ত করিলেন। তাহারাও প্রাহষ্ঠচিত্তে যুদ্ধানুজ্ঞা প্রতীক্ষা করত অবস্থিতি করিল। অনন্তর স্বমভ, সরভ, গৈন্দ, ধৃত, নীল, কুমুদ, সুষেণ, গবাক্ষ, রক্ত, তার, দ্বিবিদ, পনস ও বায়ুপুত্রশমুখ বানরবীরগণ রণাভিমুখে অবিততর প্রস্থান করিল।

সপ্তমষ্টিতম সর্গ ।

তৎকালে অঙ্গদের কথা শুনিয়া, মহাকায় বানরগণ সকলেই স্থির বুদ্ধি আশ্রয় করিয়া, সংগ্রাম বাসনায় প্রাতিনিবৃত্ত হইল । অনন্তর বলীয়ান্ অঙ্গদ কর্তৃক পর্য্যবস্থাপিত হইয়া, বীৰ্য্য ও বিক্রম প্রদর্শন সহকারে মরণে সংকল্প করত মহর্ষে সংগ্রামে গমন ও জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া, ভ্রমূল যুদ্ধ-আরম্ভ করিল । এবং থকাণ্ড পাদপ ও মানুসকল গ্রহণ করিয়া, সহস্র কুস্তকর্ণের অভিমুখে দাবমান হইল । তদ্রূপে ঐ বীৰ্য্যশালী নিশাচর নিরতি ক্রুদ্ধ হইয়া, গদা সমুদাত করিয়া, শত্রুদিগকে দখিত ও সমস্তাৎ বিক্ষিপ্ত করিতে লাগিল । তাহাতে এককালে শত, সপ্ত, অষ্ট ও সহস্র বানর ভূমিতে শয়ন করিতে আরম্ভ করিল । সে কখনো বা এককালে ষোড়শ, অষ্টদশ, বিংশ ও ত্রিশ বানরকে বাত্বদয়ে দারণ পূরক ভক্ষণ করিতে করিতে দাবমান হইলে, বোধ হইল, যেন গুরুড় নিরাতক্ৰোদভরে পন্নগদিগকে ভক্ষণ করিতেছেন । অতিকষ্টে আশ্রয় প্রদান পূরক চতুর্দিক চাইতে একত্র সংশ্লিষ্ট করিলে, বানরেরা রক্ষ ও পরিত হস্তে সংগ্রামশিরে অবস্থান করিল ।

অনন্তর বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ পরিত উৎপাটন করিয়া, জলভারে বিলম্বিত জলপত্রের ন্যায়, গিরিশে খরসদৃশ কুস্তকর্ণের সমীপে বেগে গমন এবং তাহার উদ্দেশে পরিত প্রয়োগ করিল । কিন্তু উচা ঐ নিশাচরকে না পাইয়া, তাহার নৈন্যামধ্যে পতিত হইল । তাহাতে, অশ্ব, গজ ও রথ সকল চূর্ণ হইয়া গেল । অনন্তর দ্বিবিদ অন্যান্য রাক্ষসদিগকে লক্ষ্য করিয়া, আর এক গিরিশৃঙ্গ নিষ্ক্ষেপ করিলে, তাহার বেগে অভিহত হইয়া, নিশাচরগণের মহৎ আয়োজন হতাশ, হতমতি ও রূপিরে পরিপূর্ণ হইল । বানবেন্দ্রগণ গজজন করিতে আরম্ভ করিলে, ভীমনিম্নন রথী রাক্ষসগণ কালাস্তকসদৃশ শরসদৃশের আঘাতে তাহাদিগকে মস্তকহীন

করিল । মহাকায় বানরেরাও মহাজ্ঞম উৎপাটিত করিয়া, রথ, অশ্ব, গজ, উষ্ট্র ও রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল ।

হনুমান আকাশ আশ্রয় করিয়া, কুস্তকর্ণের মস্তকে বিবিধ শৈলশৃঙ্গ, শিলা ও পাদপ বর্ষণ করিতে লাগিলেন । মহাবল নিশাচর শলাগ্রসহায়ে ঐ সকল পর্দত শৃঙ্গ বিদারিত করিয়া, রক্ষরাশি ভগ্ন করিয়া দিল । অনন্তর সে নিশিত শূল গ্রহণ করিয়া, প্রচণ্ড বানরবাহিনীর উদ্দেশে ধাবমান হইলে, হনুমান প্রকাণ্ড পর্দতশৃঙ্গ হস্তে তাহার সম্মুখে অবস্থান করিয়া, কোপভরে মহাবেগে তাহাকে সেই ভীমকায় শৃঙ্গের আঘাত করিলেন । তাহাতে অভিভূত হইয়া, নিশাচরের মেদাদ্র' গাত্র রক্তে অভিষিক্ত ও নিরতিক্ষোভ উপস্থিত হইল । তখন ঐ রাক্ষস, পর্দত যেমন প্রস্থলিত অগ্নিশৃঙ্গ, সেইরূপ তড়িৎসবর্ণ শূল আবিষ্কার করিয়া, কার্ত্তিকেয় যেমন উগ্রশক্তি দ্বারা ত্রৌঞ্চ পর্দত, তদ্রূপ হনুমানের বাহুদ্বারে আঘাত করিল । সুবিশাল ভুজমধ্য শূলাঘাতে পিঙ্গীর্ণ হইলে, হনুমান নিতান্ত বিহ্বল হইয়া, শোণিত বমন করিতে করিতে, রোমভরে সেই মহাযুদ্ধে যুগান্তকালীন মেঘস্তমিতশব্দবৎ ভয়ংকর শব্দ করিয়া উঠিলেন । রাক্ষসগণ তাহাকে ব্যথিত দেখিয়া, প্রজুষ্ট হইয়া, তৎক্ষণাৎ চীৎকার করিতে লাগিল । বানরগণ ব্যথিত ও ভয়ান্ত হইয়া, কুস্তকর্ণ হইতে দূরে পলায়ন করিল ।

অনন্তর বলবান্ নীল সৈন্যদিগকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, রাবণানুজের উদ্দেশে শৈলশৃঙ্গ প্রক্ষেপ করিলেন । শৈলশৃঙ্গ বেগে আসিতেছে দেখিয়া, নিশাচর তৎক্ষণাৎ মুষ্টির আঘাত করিল । মুষ্টির আঘাতে অভিহত হইয়া, উহা ভগ্ন হইয়া গেল । এবং শিখা ও ক্ষুলিঙ্গ সকল বিস্তার পূর্বক মহীতলে পতিত হইল । তদর্শনে ঋষভ, শরভ, নীল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, এই পাঁচ প্রদান বানর মহাকায় নিশাচরের সমীপস্থ হইয়া, চতুর্দিক হইতেই তাহাকে পর্দত, পাদপ, পাদ, মুষ্টি ও তলপহার করিতে লাগিল ।

কিন্তু সে, ঐ সকলের প্রহার, মালাদিম্পর্শপ্রায় জ্ঞান করিয়া, ব্যথিত না হইয়া, মহাবেগ স্বভবকে বাহুদ্বয়ে আলিঙ্গন করিল। বানরবর্ষভ স্বভব রাক্ষসের ভুজনিপীড়িত হইয়া, মুখে রক্ত উঠিয়া, ভূমে পড়িয়া গেল। অনন্তর ইন্দ্রশক্র রাবণাভুজ মুষ্টি দ্বারা শরভকে, জানু দ্বাবা নীলকে, এবং তল দ্বারা গবাক্ষকে আঘাত করিল। তাহারা সকলেই প্রহারব্যথায় আক্রান্ত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া, রক্তাক্ত কলেববে ছিন্নমূল কিংলুকসমূহেয় ন্যায়, ধরাতল আশ্রয় করিল।

এই রূপে ঐ সকল মহাত্মা বানরমুখ্য নিপাতিত হইলে, মহত্স মহত্স বানর কুস্তকণের সমীপে মবেগে সমাগত হইল। তখন ঈশলগ্নিভ উল্লিখিত বানরশ্রেষ্ঠগণ ঈশলগ্নিভ ঐ নিশাচরের উপরে সমাক্রান্ত ও সমুৎপত্তিত হইয়া, দংশন এবং নখ, দস্ত, মুষ্টি ও বাহুর আঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষসশাব্দুল রাবণাভুজ স্বভাবতই পরিত্যক্তিম। মহত্স মহত্স বানরে পূর্ণরব্যাপ্ত হইয়া, পাদপপ্রাকীর্ণ পরিত্যক্তের ন্যায়, বিরাজমান হইল। অনন্তর ঐ মহাবল নিশাচর বাহুযুগলের সাধারণতায় সমুদায় বানরকে গ্রহণ করিয়া, গরুড় পক্ষগের ন্যায়, মহাক্রোধে ভক্ষণ করিতে উদ্যত হইয়া, আপনার পাতালসম গভীর বক্ত্রে নিক্ষেপ করিলে, বানরেরা তাহার ভূই নাগারক্স ও কর্ণপথযোগে বহির্গত হইতে লাগিল। সেই পরিত্যক্তিম নিশাচর মহাক্রোধে অনেক বানরকে ভক্ষণ ও অনেকের অস্থিগঞ্জর ভগ্ন করিয়া ফেলিল। এবং সাংসর্গোণিতে রণভূমি বিশেষরূপে ক্লিন্ন করিয়া, প্রাবল প্রাক্ষলিত কালাগ্নির ন্যায়, বানরগৈন্যে বিচরণ করিতে লাগিল। সেই শূলহস্ত মহাবল নিশাচর, বজ্রহস্ত ইন্দ্র ও পাশহস্ত অস্ত্রকের ন্যায় রণমধ্যে শোভমান হইল। ঐক্সকালে অগ্নি যেমন লুক্ক বন দহন করে, রাবণাভুজও তেমনি বানরগৈন্য দক্ষ করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরগণ তৎকর্তৃক বধ্যমান ও হতযুগ হইয়া, ভয়-সংগিহ্ন হৃদয়ে বিকৃত স্ববে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল।

অনেকে বাধিত ও ভিন্নচিত্ত হইয়া, রাগের শরণাগত হইল । অঙ্গদ বানরদিগকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া, বেগভরে কুস্তকর্ণের অভিমুখে ধাবমান হইয়া, মহাযুদ্ধে প্রৱৃত্ত হইলেন এবং সুবিশাল শৈলশৃঙ্গ গ্রহণ ও বারংবার গজ্জর্জন করিয়া, কুস্তকর্ণের পদানুগ সমুদায় রাক্ষসকে ত্রানিত করত, রাবণানুজের মস্তকে সেই শৈল-শেখর নিক্ষেপ করিলেন । সে শৃঙ্গাহত হইয়া, মহাক্রোড়ে প্রস্থলিত ও সবেগে অমর্য্যী বালিপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল । এবং গভীর গজ্জর্জনে সমুদায় বানরকে বিভ্রান্ত করিয়া, রোষভরে অঙ্গদের উদ্দেশে শূল বিসজ্জর্জন করিল । যুদ্ধমার্গবিশারদ বল-বান্ বানরর্ষভ অঙ্গদ লাভবশতঃ পতনসময়েই ঐ শূল পরিহার করিলেন । অনন্তর সবেগে উৎপত্তিত হইয়া, তাহার বক্ষস্থলে তলপ্রহার করিলে, পর্শভোপম সেই নিশাচর সেই আঘাতে অভিহত হইয়া, মোহাচ্ছন্ন হইল । পরে চেতনালাভ হইলে, মহাবলে মুষ্টিসংগ্রহ করিয়া, অপহাস মহাকারে শূল নিক্ষেপ করিল । অঙ্গদ তাহার আঘাতে হতচেতন ও পতিত হইলেন ।

ঔবগশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ পতিত হইলে, রাবণানুজ সেই শূল গ্রহণ করিয়া, সবেগে সুগ্রীবের অভিমুখে ধাবমান হইল । তদর্শনে বানররাজ সুগ্রীব উৎপত্তিত হইয়া, পর্শতশৃঙ্গ উৎক্ষেপণ ও মহাবলে উদ্যত করিয়া, বেগভরে তাহার সম্মুখে গমন করিতে লাগিলেন । নিশাচর তাহাকে আনিতে দেখিয়া, সর্পাঙ্গ বিবর্ত করিয়া, তাহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইল । তাহার কলেবর বানরগণের রক্তে পরিপূর্ণ । সে সেই অবস্থায় একাণ্ড একাণ্ড বানরদিগকে ধরিয়া, ভক্ষণ করিতেছে । সুগ্রীব তাহাকে সম্মুখে দাঁড়াইতে দেখিয়া, কহিতে লাগিলেন, তুমি অনেক বীরকে সংহার ও সৈন্যসকল ওক্ষণ করিয়া, সুদৃষ্টির কার্য্যের অন্তষ্ঠান পূর্ব্বক পরম যশ লাভ করিয়াছ । আর ইতর জনের গহিত যুদ্ধ করিয়া কি করিবে ? অতএব এই ক্ষুদ্র দুর্ব্বল বানরসৈন্য

ছাড়িয়া দিয়া, আমার এই পর্ত্তের এক আঘাত সহ্য কর । বানররাজের এই সহধৈর্য্যাসম্বিত্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, রাক্ষস-শাঙ্গীল উত্তর করিল, তুমি প্রজাপতির পৌত্র ও ঋক্ষরাজের পুত্র । এং ধৈর্য্য ও পুরুষকার সম্পন্ন । সেই জন্যই গজ্জন করিতেছ ।

সুগ্রীব রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া, পর্ত্ত উত্তোলন পূৰ্ব্বক তৎক্ষণাৎ মোচন এবং বজ্রাশনির ন্যায় তদ্বাঙ্গ্য তাহার হৃদয় আহত করিলেন । কিন্তু রাক্ষসের সুবিশাল ভুজাস্তরে পতিত-মাত্র ঐ শৈলশৃঙ্গ চূর্ণ হইয়া গেল । তদ্রশনে বানরেরা সহসা বিমগ্ন হইলে, রাক্ষসগণ আচ্ছাদে চীৎকার করিতে লাগিল । রাবণাশুঙ্গ শৈলশৃঙ্গের আঘাত প্রযুক্ত কুপিত হইয়া, সরোষে গজ্জন পুরঃসর, বিরক্ত বদনে বিদ্রাংসন্নিভ শূল ব্যাবিদ্ধ করিয়া, বানররাজের বদার্থ বিক্ষেপ করিল । অনিলাশুঙ্গ ইনুমান্ সঙ্ঘর সমুৎপত্তনপূৰ্ব্বক বিসারিত বাহ্যগলে কুস্তকর্ণের কল্পপ্রাণুয় কাঞ্চন-দামমণ্ডিত ঐ সুশাণিত শূল ধারণ করিয়া, বেগভরে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন । তিনি সহস্র ভার-কালায়স-নির্ম্মিত মহৎ শূল জ্ঞানুতে আরোপণ পূৰ্ব্বক ভগ্ন করিয়া, অতিমাত্র আচ্ছাদিত হইলেন । ইনুমান কর্তৃক শূল ভগ্ন হইল, দেখিয়া, বামরবাহিনী আচ্ছাদে বারংবার গজ্জন করিয়া, ইতস্ততঃ দ্রুতবেগে সঞ্চরণ করিতে লাগিল । অনন্তর তাহারা অতিমাত্র আচ্ছাদভরে সিংহনাদ করিয়া, পবননন্দনের পূজা করিল ।

মহাত্মা রাক্ষসপতি, শূল ভগ্ন হইতে দেখিয়া, ক্রোধভরে লঙ্কাস্থ মলয়পৰ্ব্বত হইতে শৃঙ্গ উৎপাটন করিয়া, সবেগে সুগ্রীবের সমীপে যাইয়া, তাঁহাকে উহার আঘাত করিল । বানর-রাজ শৃঙ্গপ্রহারে মূচ্ছিত ও ভূপতিত হইলেন । রাক্ষসেরা সুগ্রীবকে সংজ্ঞাহীন ও ধরাশায়ী দেখিয়া, অতিহর্ষে শব্দ করিতে লাগিল । অনন্তর কুস্তকর্ণ ঘোর ও অদ্ভুতবীৰ্য্যবিশিষ্ট সুগ্রীবকে গ্রহণ করিয়া, তথা হইতে অন্যত্র লইয়া গেল । বোধ হইল,

প্রচণ্ড বায়ু যেন মহামেষকে অপসারিত করিল। তৎকালে মেরুপ্রতিমকলেবর সেই নিশাচর মহামেষমূর্ত্তি বানরপতিকে উর্দ্ধে ধারণ করিয়া, গমন করত, সমুচ্ছ্রিত-স্বোর শব্দ মেরুর ন্যায়, শোভমান হইল। অনন্তর ঐ রাক্ষসেন্দ্র কুন্তকর্ণ বানরেন্দ্র স্ত্রীকে গ্রহণ করিয়া, প্রস্থান করিলে, রাক্ষসেরা তাহার স্তব এবং দেবগণ এই ব্যাপার দর্শনে বিস্মিত হইয়া, তাহার সমক্ষে শব্দ করিতে লাগিলেন। তৎকালে ইন্দ্রশত্রু ও ইন্দ্রবীৰ্য্য ঐ রাক্ষসেন্দ্র ইন্দ্রোপম বানরেন্দ্রকে গ্রহণ করিয়া, মনে করিল, এই ব্যক্তি নিহত হইলে, রামের সহিত এই বানরসৈন্য সমুদায় বিনষ্ট হইবে।

অনন্তর, বানরেরা ইতস্ততঃ পলায়মান এবং স্বয়ং রাজা রাক্ষসের আয়ত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, মতিমান হনুমান চিন্তা করিতে লাগিলেন, স্ত্রীকে ধৃত হইয়াছেন; আমার কি করা কর্তব্য। আমার যাহা করা ন্যায়সঙ্গত, তাহা আমি নিঃসন্দেহই করিব। পর্ত্তকলেবর হইয়া আমি এই রাক্ষসকে বিনাশ করিব। এই মহাবল রাক্ষস আমার মুষ্টিপ্রহারে বিশীর্ণদেহ ও বিনষ্ট হইলে, সমগ্র বানরবল হর্ষান্বিত হউক। অথবা, রাজা স্বয়ংই আপনাকে মুক্ত করিবেন। রাক্ষসগণের কথা কি, দেব, দানব ও উরগগণও সমবেত যত্নে ইহাকে গ্রহণ করিয়া, বদ্ধ করিতে পারেন না। পর্ত্তপ্রহারে ইহার চৈতন্য লোপ হইয়াছে। বোধ হয়, সেই জন্যই আপনাকে বদ্ধ বলিয়া এখনো বুঝিতে পারেন না। মুহূর্ত্তমধ্যেই চৈতন্য লাভ করিয়া, আপনার ও বানরগণের সর্কধা হিতকর অনুষ্ঠান করিবেন। আমি মোচন করিলে, এই মহাজ্ঞা স্ত্রীকে অশ্রুতি ও শাস্ত্রী অকীৰ্ত্তি হইবে। অতএব ইনি মুক্তিলাভ করিয়া, কিরূপ বিক্রম প্রকাশ করেন, তাহা প্রতীক্ষা করিব। এক্ষণে ত্রিভিন্ন বানরবাহিনীকে আশ্রয় করি। পবন-নন্দন হনুমান এইপ্রকার চিন্তানন্তর সেই সুবিশাল বানরসৈন্য সংগৃহীত করিলেন।

এদিকে কুম্ভকর্ণ ক্ষুধ্ৰ্ভিগান সুগ্ৰীবকে গ্রহণ করিয়া, লঙ্কানন্দ্য প্রবেশ করিলে, তত্রতা লোকমকল বিমান, চর্যাগৃহ ও গোপুর হইতে রাশি রাশি উৎকৃষ্ট কুম্ভক বর্ষণ করিয়া, তাহার পূজা করিতে লাগিল । এই সময়ে মহাবল সুগ্ৰীব লাজগিশ্রিত গন্ধ-জলরুষ্টিতে শনৈঃ শনৈঃ গিচ্যমান হইয়া, রাজপথের শৈত্য-সম্পর্কে সংজ্ঞা লাভ করিলেন । অতিমাত্রাবলশালী রাবণানুজ তাঁহাকে আপনার ভুজমধ্যে নিহিত করিয়াছিল । সেই অবস্থায় মহাত্মা সুগ্ৰীব অতিকষ্টে সংজ্ঞা লাভ করিয়া, রাজপথ নিরীক্ষণ করত ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন, আমি রাক্ষসের আয়ত্ত হইয়া পড়িয়াছি । কিরূপে সম্যক প্রতিবিদানে সমর্থ হইব । যাহাতে বানরগণের ইষ্টাপত্তি ও উপকারের সম্ভাবনা, আমাকে এখন তাগাই করিতে হইবে । এই প্রকার চিন্তা করিয়াই তিনি মহনাথর নখরগ্রহারে ইন্দ্রশক্র কুম্ভকর্ণের দুই কর্ণ, দশনাঘাতে নাসিকা এবং পাদনখযোগে তাহার দুই পার্শ্ব ছিন্ন ও বিদৌর্ণ করিয়া ফেলিলেন । নাসাকর্ণ ছিন্ন ও পার্শ্বদেশ বিদৌর্ণ হইয়া সর্ঙ্গশরীর রক্তাক্ত হওয়াতে, রাক্ষস রোষাভিভূত হইয়া, সুগ্ৰীবকে তৎক্ষণাৎ নিক্ষেপ করিয়া, ভূমিতে পেষণ করিল । বানররাজ ভীমবল রাক্ষসরাজ কর্তৃক ভূতলে নিষ্পিষ্ট ও অন্যান্য সুরশক্র নিশাচরের বাণে হন্যমান হইয়া, মবেগে কন্টকবৎ আকাশে উত্থান এবং পুনরায় রামের মস্থিত সমাগম বিধান করিলেন । মহাবল রাবণানুজ কর্ণনানাবহীন হইয়া, শোণিতরাশি উদ্ধারণ করত, প্রাপ্তবয়স্কপরিবৃত পর্কতের ন্যায় বিরাজমান হইল । তাহার শরীর অতি প্রকাণ্ড ও ভীমদর্শন এবং নীলজ্বনরাশির ন্যায়, প্রভাবিশিষ্ট । সে, শোণিতাদ্র তাদৃশ কলেবরে অমর্ষভরে শোণিতভার উদ্ধারণ করত, সঙ্ক্যাকালীন জলধরের ন্যায়, শাভা বিস্তার করিল । এবং পুনরায় যুদ্ধের জন্য ক্রতচিন্ত ইল । সুতরাং, সুগ্ৰীব প্রস্থান করিলেই, সে ক্রোধভরে যুদ্ধ-নগ্নে দ্রুতপদগধারে গমন করিতে লাগিল । এবং আপনাকে

নিরাযুধ বিবেচনা করিয়া, ঘোর যুদ্ধের গ্রহণ করিল। অনন্তর তৎক্ষণাৎ পুরী হইতে বহির্গত হইয়া, সুবিশাল বানরদৈন্য ভক্ষণ করিতে লাগিল। বোধ হইল, যেন যুগান্তাঘি প্রাচুর্ভূত হইয়া, প্রজাকুল সংহার করিতেছে। সে ক্ষুধান্ন হইয়াছিল। শোণিত-মাংসলোভে বানরদৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, মোহনশব্দঃ রাক্ষস, বানর, পিশাচ ও ঋক্ষদিগকে ভক্ষণ করিতে লাগিল। এবং ক্রোধভরে সহস্রতাসহকারে এক, দুই, তিন বা একবারে অনেক বানরকে রাক্ষসদিগের সম্মিত এক হস্তেই গহণ করিয়া, মুখমধ্যে নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল।

বানরেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পর্কতথায়োগে প্রহার করাতে, তাহার শরীর হইতে অনবরত মেদ ও রক্ত বিনিঃসৃত হইতে লাগিল। সে তাহাতে দৃকপাত না করিয়া, ভূরি ভূরি বানর ভক্ষণ করিয়া ফেলিল। বানরেরা ভক্ষ্যমাণ হইয়া, রামের পরম-পন্ন হইল। অনন্তর কুন্তকর্ণ নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া, তাহাদিগকে ভক্ষণ করত দাবমান হইল। এবং একবারে শত, শত, ত্রুট, বিংশৎ বা ত্রিংশৎ বানরকে সুবিদারিত বাহ্যযুগলে দারণ করিয়া, মুখে দিতে আরম্ভ করিল। তাহার দাষ্ট্র্য সুতীক্ষ্ণ, সর্ঙ্গশরীর মেদ বস ও শোণিতে পরিলিপ্ত এবং কণে অজ্ঞানিমিত্ত মালা দোহলায়মান। সেই অবস্থায় সে, যুগান্তকালপ্রাচুর্ভূত বলবান্ কালের ন্যায়, বারংবার শূলথায়োগে প্রবৃত্ত হইল।

এ সময়ে সুমিহ্রার পুত্র পরবলাদীন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া, গোপা-ঙ্গুলিত্র দারণ করিয়া, যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। তিনি কুন্তকর্ণের শরীরে শত শর নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় অন্যান্য শর সকল গ্রহণ পূর্ষক বিনর্জ্জন করিতে লাগিলেন। রাক্ষস পীড়্যমান হইয়া, অস্ত্রাস্তর দ্বারা তৎসমস্ত নিরাকৃত করিল। তদর্শনে বলবান লক্ষ্মণ কুপিত হইয়া, শরজাল বিস্তার পূর্ষক, বায়ু যেমন নাক্ষ্য মেঘকে, সেইরূপ তাহার জাম্বুনদময় শুভ্র সুন্দর কবচ প্রচ্ছাদিত করিলেন। নীলাঞ্জনারাশিগণিত ঐ পিশাচের লক্ষ্মণের কাঞ্চনভূষিত

শরপরম্পরায় আপীডামান হইয়া, জলদপটলপরিবৃত্ত অংগমানু-
সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইল ।

অনন্তর সেই নিশাচর সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণকে অবজ্ঞা
করিয়া, জলদগন্তীর নিনাদে কহিতে লাগিল, আমি যুদ্ধে বিনা-
কষ্টে অস্ত্রকেও জয় করিতে পারি । সুতরাং, আমার সহিত
নির্ভয়ে যুদ্ধ করিয়া, তুমি বীরত্ব খ্যাপন করিয়াছ । আমি আশুধ
গৃহণ করিয়া, মৃত্যুর ন্যায়, মহাযুদ্ধে ধরত হইলে, আমার সহিত
যুদ্ধ করা দূরে থাক, আমার সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিলেও, আমি
তাহাকে পূজার যোগ্য বিবেচনা করি । ঐরাবতে অধিরূঢ় ও
সমস্ত দেবগণে নেপ্টিত হইয়া, পরম শক্তিমান স্বয়ং ইন্দ্রও পূর্বে
কখনো যুদ্ধে আমার সম্মুখীন হইতে পারেন নাই । হে নৌমিত্রে !
অদ্য আমি তোমার বল ও পরাক্রমে সন্তুষ্ট হইয়াছি । এক্ষণে
তোমার অনুগতি লইয়া, রামের নিকট যাইতে ইচ্ছা করি ।
যেহেতু, তুমি বল, বীৰ্য্য ও উৎসাহ দ্বারা আমাকে সন্তুষ্ট করি-
য়াছ ; সেইহেতু, একমাত্র রামকেই বিনাশ করিতে আমার
অভিলাষ হইতেছে । রাম বিনষ্ট হইলে, সকলেই বিনাশ
পাইবে । ফলতঃ, রাম আমার হস্তে নিহত হইলে, আর বাহারা
থাকিলে, আমি সকললোকপ্রমাথী স্বকীয় বলে তাহাদের সহিত
যুদ্ধ করিব ।

কুন্তকর্ণ স্তুতিসহকারে এইপ্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে,
লক্ষ্মণ সচাস্য আস্যে ঘোরতর বাক্যে উত্তর করিলেন, বীর !
তুমি যে পুরুষকারপ্রভাবে শক্রাদি দেবগণেরও অমহ্য হইয়াছ,
ইহা সত্য, মিথ্যা নহে । যেহেতু অদ্য তোমার পরাক্রম প্রত্যক্ষ
করলাম । এই দাশরাথি রাম, অদ্রিহ ন্যায়, অচলভাবে অব-
স্থিতি করিতেছেন ।

মহাবল নিশাচর এই কথা শুনিয়া, লক্ষ্মণকে অনাদর ও
অতিক্রম করিয়া, মেদিনী কল্মিষ করত রামের অভিমুখে ক্রত-
পদে ধাবমান হইল । তদদর্শনে দাশরাথি রাম রৌদ্রাঙ্গ যোজনা

করিয়া, তাহার হৃদয়ে নিশিত শর সকল প্রয়োগ করিলেন । অভিযুখে ধাবনসময়ে রামের শরে বিদ্ধ হইয়া, ক্রোধ প্রযুক্ত তাহার মুখ হইতে অঙ্গারমিশ্র শিখা সকল নির্গত হইতে লাগিল । সে, রোদভরে গভীর গর্জন বিমর্জন করিয়া, বানরদিগকে বিজ্ঞা-
দিত করত, অভিযুখে ধাবমান হইল । এই সকল বহিপত্র শর
হৃদয়ে মগ্ন হইবাগাত্র, তাহার হস্ত হইতে গদা ভ্রষ্ট হইয়া, পুণি-
বীতে পতিত এবং সমস্ত অস্ত্র শস্ত্রও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া
পড়িল । সেই মহাবল নিশাচর যখন আপনাকে নিরাশ্রয় বোধ
করিল, তখন মুষ্টি ও কর প্রহার পূর্বক ভূমল হত্যাকাণ্ডে প্রবৃত্ত
হইল । সে বাণে বাণে অতিবিদ্রাঘ ও রক্তে পরিপূর্ণ হইয়া,
পর্যন্ত প্রস্রবণের ন্যায়, রুধির ক্ষরণ করিতে লাগিল । এবং তীব্র-
কোপ ও রক্তশ্রাব, এই উভয় কারণে মুচ্ছিত হইয়া, ঋক্ষ, বানর
ও নিশাচরদিগকে ভক্ষণ করত ইতস্ততঃ ধাবমান হইল । অন-
ন্তর সেই ভীষণপরাক্রম, মহাবল, অস্ত্রকোপন নিশাচর ভয়ংকর
অদ্রিশৃঙ্গ উত্তোলন করিয়া, রামের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিল ।
রাম পুনরায় কাশ্মুকসন্ধান পূর্বক নগ্ন বাণ যোজনা করিয়া, ঐ
শৃঙ্গ আগিতে না আগিতেই, মধ্যপথে ছেদন করিয়া ফেলি-
লেন ।

অনন্তর দর্শনাত্মা ভরতাম্বুজ কাঞ্চনচিত্রাঙ্গ শরজালে তাহার
বিশাল বশ্ম ছেদন করিলেন । মেরুশিখরাকার ঐ বশ্ম স্বয়ং
তীতে যেন বিদ্যোতিত হইয়া, পতনসময়ে দুই শত প্রদান বান-
রকে নিপাত্ত করিল । এই সময়ে দর্শনাত্মা লক্ষ্মণ সবিশেষ মনো-
যোগ সহকারে কুম্ভকর্ণবধের নানাপ্রকার উপায় পরিকলন
পূর্বক রামকে কহিলেন, রাজন্ ! এই রাক্ষস শোণিতগন্ধে মত্ত
হইয়াছে, রাক্ষস বা বানর কিছুই ইহার জ্ঞানগম্য নাই । এই
জন্য আশ্রয় নকলকেই ভক্ষণ করিতেছে । প্রদান প্রদান বানর
ও যথামুখ্য যুগপতিগণ চতুর্দিক হইতে ইহার উপর আরোহণ
করুক । তাহা হইলে, এই দুর্দ্দান্ত ক্রমে ক্রমে বানরগণের ভারে

প্রাণীড়িত হইয়া, ইত্যন্ততঃ বিচরণ পূর্বক অন্যান্য বানরদিগকে আর সংহার করিতে পারিবে না ।

ধীমান্ রাজপুত্র সৌমিত্রির এই কথা শুনিয়া, মহাবল বান-
রেয়া তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধকর্ণের উপরে আরোহণ করিল । তদদর্শনে
সে সাতিশয় জাতক্রোধ হইয়া, দুষ্টে হস্তী যেমন হস্ত্যারোহীদিগকে,
তেমনি তাহাদিগকে সবেগে বিঘূর্ণিত করিলে, রাগ, তাহার
ক্রোধ হইয়াছে, অনুমান করিয়া, বেগভরে উৎপত্তিত হইয়া, উৎ-
কৃষ্টে শরাসন গ্রহণ করিলেন । ক্রোধবশতঃ তাহার লোচনযুগল
রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । তখন তিনি চক্ষু দ্বারা ঐ রাক্ষসকে যেন
দৃষ্ট করিয়া, তৎক্ষণাৎ বেগভরে তাহার অভিমুখে ধাবমান হই-
লেন । তদদর্শনে ক্রুদ্ধকর্ণের বলাদ্বিত বানরযুগপতিগণ সকলেই
হর্ষাবিষ্ট হইল । অনন্তর দাশরথি দৃঢ়তর গুণবিশিষ্ট, তপনীয়-
বিচিত্রিত, প্রচণ্ড, ভুজগকল্প ধনু ধারণ করিয়া, সমুদায় বান-
রকে আশ্বাসিত করত সমুৎপত্তিত হইলেন । এইরূপে তিনি
উৎকৃষ্ট ভূগ ও বাণ সকল বন্ধন পূর্বক পরম দুর্জয় বানরবলে
পরিবৃত হইয়া, প্রস্থান করিলে, মহাত্মা লক্ষ্মণ তাহার অনুগামী
হইলেন । অনন্তর দাশরথি অবলোকন করিলেন, অরিন্দম মহা-
বল ক্রুদ্ধকর্ণ কীরীট মস্তকে, শোণিতপরিপ্লুত লোহিতলোচনে
ক্রোধভরে প্রবলপ্রত্যাপ, রোষাবিষ্ট দিগ্গজের ন্যায়, রাক্ষস-
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া, বানরগণের অশ্বেষণ করত তাহাদের
সকলের অভিমুখে ধাবমান হইতেছে । সে দেখিতে বিজ্ঞা ও
সন্দর পর্কতের ন্যায় এবং কাঞ্চনগয় অঙ্গদে ভূষিত । তাহার মুখ
হইতে রুদ্রিরথবাহিনির্গত হইতেছে, বোধ হয় যেন বর্ষমেঘ
সমুখিত হইয়াছে । তাহার সূক্ষ্ম শোণিতে অভিষিক্ত । সে,
জিহ্বা দ্বারা তাহা বারংবার লেহন করিয়া, কালাস্তক বগের ন্যায়,
বানরবল মর্দিত করিতেছে ।

পুরুষোত্তম রাম প্রাজলিতপানকপ্রতিগ তদবস্থ রাক্ষস-
প্রার্থকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ শরাসন বিস্ফারণ করিলেন ।

রাক্ষসরাজ সেই বিস্ফারশব্দে কুপিত হইয়া, তাহা সহ্য করিতে না পারিয়া, সবেগে নামের অভিমুখী হইল। এই রূপে সেই ধরণীধরাত রাক্ষসরাজ, বাতোদ্ধত মেঘের ন্যায়, আপতিত হইলে, ভুজগরাজের উৎকৃষ্ট ভোগসদৃশ বাহুবিশিষ্ট রাম তাহাকে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! বিষয় হইও না, আগমন কর, আমি শরাসন গ্রহণ করিয়া, তোমার অপেক্ষা করিতেছি। তুমি জানিও, আমি রাক্ষসবংশের বিনাশকর্তা। অতএব তোমাকেও মুহূর্ত্ত পরে সমালয় দর্শন করিতে হইবে।

কুন্তকর্ণ এই কথায়, তাঁহাকে রাম, জানিতে পারিয়া, বিকৃত-
স্বরে হাস্য করিয়া, সাতিশয় ক্রোধভরে বানরবল বিদ্রাবিত
করিতে করিতে, অভিমুখে দাবমান হইল। অনন্তর ঐ পরম-
তেজস্বী নিশাচর ভয়ংকর মেঘগর্জনবৎ বিকৃত স্বরে উচ্চৈঃ হাস্য
করিয়া, সমুদায় বানরগণের হৃদয় বিদারিত করত রামকে
কহিল, তুমি জানিবে, আমি বিরোধ নহি, কবন্ধ নহি, খর নহি,
বাণী নহি অথবা মারীচও নহি। আমি কুন্তকর্ণ, তোমার
নিকট আসিলাম। আমার এই সর্বকালায়স ভয়ংকর প্রকাণ্ড
মুদগর অবলোকন কর। পূর্বে আমি ইহারই প্রভাবে দেব ও
দানবদিগকে জয় করিয়াছিলাম। কর্ণ ও নাসা ছিন্ন হইয়াছে
বলিয়া, তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিও না। কেননা, কর্ণ নাসার
ছেদনপ্রযুক্ত আমার স্বল্পমাত্রও পীড়া উপস্থিত হয় নাই। আমি
ইক্ষুকুশাদ্বীল! অগ্রে তুমি আমার গাত্রে স্বকীয় বীর্য প্রদর্শন
কর। তোমার পৌরুষ ও বিক্রম দর্শন করিয়া, পরে তোমাকে
ভক্ষণ করিব।

রাম রাক্ষসের এই কথা শুনিয়া, বজ্রসমন্বিতবেগশালী
সুপুঙ্খ শর সকল মোচন করিলেন। তাহা দ্বারা আহত হইয়াও,
তাহার ক্ষোভ বা বেদনা বোধ হইল না। রাম যে সকল শরে
প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড শালবৃক্ষ ছেদন ও বাণীকে সংহার করিয়াছেন,
সেই সকল বজ্রোপম বাণও তাহার শরীর ব্যথিত করিতে পারিলে

না। মহেন্দ্রশত্রু ঐ নিশাচর রারিধারার ন্যায়, তৎসমস্ত সায়ক শরীরসহায়ে পান করিয়া, উল্লিখিত ঐচণ্ড মৃদগর ব্যাবিদ্ধ করিয়া, রামের শরবেগ পরাহত করিল। অনন্তর দেবসৈন্য-বিত্রাসন ক্ষতজোক্ষিত রাক্ষসরাজ সেই মৃদগর দ্বারা বানর-বাহিনী বিদ্রাবিত করিতে লাগিল। তদ্বশে রাম বায়ব্যানামক উৎকৃষ্ট অস্ত্র গ্রহণ করিয়া, তাহার উদ্দেশে নিষ্ফেপ করিলে, তদ্বারা কুন্তকর্ণের মৃদগরসহিত বাহু ছিন্ন হইয়া গেল। বাহু ছিন্ন হইলে, সে তুণুল চীৎকার করিয়া উঠিল। অনন্তর গিরিশৃঙ্গকল্প উল্লি-খিত বাহু মৃদগর সহিত রামবাণে ছিন্ন ও বানরসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া, অনেকের প্রাণ সংহার করিল। হতাবশিষ্ট বান-রেরা রণে ভঙ্গ দিয়া, বিবাদভরে নিপীড়িত কলেবরে একপার্শ্ব আশ্রয় পূর্বক, নররাজ ও ঋক্ষরাজ উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল। বাহু ছিন্ন হওয়াতে, ছিন্নশৃঙ্গ অদ্রিরাজের ন্যায়, ঐ রাক্ষস অপর হস্তে রক্ষ উৎপাটন পূর্বক রাক্ষস অভি-মুখে দাবমান হইল। দাশরথি জাম্বুনদবিচিত্রিত ঐন্দ্রাজ্যযুক্ত বাণ প্রায়োগ পূর্বক তাহার সেই পন্নগভোগকল্প সমুদায় বাহু রক্ষের সহিত ছেদন করিয়া ফেলিলেন। উহা পর্শ্বভেদে ন্যায়, ভূপতিত ও বিলুপ্তিত হইয়া, অনেক রক্ষ, শৈল, শিলা, বানর ও রাক্ষস সংহার করিল। অনন্তর রাম কুন্তকর্ণকে গর্জ্জনপূর্বক ছিন্ন হস্তে সহসা নস্মুখে আনিতে দেখিয়া, দুই নিশিত অর্দ্ধচন্দ্র গ্রহণ করিয়া, তাহার দুই পা কাটিয়া দিলেন। দিক্, বিদিক্, মহার্ঘব, লঙ্কা, এবং কপি ও বানরসৈন্য, সমুদায় প্রাতিক্ষণিত করিয়া, ঐ পদদ্বয় পরাতল আশ্রয় করিল। হস্তপাদ ছিন্ন হইলে, সে বড়বামুখসন্নিভ সুবিশাল বদন ব্যাদিত করিয়া, গর্জ্জন করিতে করিতে, অন্তরীক্ষে রাক্ষ চন্দ্রের ন্যায়, রামের নিকট সহসা ক্ষততর গমন করিল। তিনি হেমমণ্ডিতপুষ্প শিতাগ শর-জালে তাহার মুখ পরিপূর্ণ করিলে, সে আর কথা কহিতে না পারিয়া, যেমন কুঞ্জন করিল, তেমনি মূচ্ছিত হইল। অনন্তর

রাম সূর্য্যামরীচি, ব্রহ্মদণ্ড, অস্তক ও কাল এই সকলের তুল্য, শক্র-
গণের অশুভকর, সুন্দরপুঙ্খ ও মারুতসম বেগবিশিষ্ট, নিশিত
ঐচ্ছান্ত্র গ্রহণ করিলে । প্রদীপ্ত সূর্য্য ও অগ্নির ন্যায় প্রকাশ-
শীল, মহেশ্বরের বজ্র ও অশনির ন্যায় বেগবান এবং স্বর্ণ ও হীরক-
মণ্ডিত সুন্দরপুঙ্খ বিশিষ্ট উল্লিখিত অস্ত্র রাক্ষসের উদ্দেশে তিনি
নিষ্ক্ষেপ করিলে, উহা তদীয় বাহু হইতে প্রাণোদিত হইয়া, বিধুম
ছত্ৰাশনের ন্যায়, ভয়ংকর দৃশ্য ধারণ পূর্ব্বক স্বকীয় তেজে দশ-
দিগ্‌ আলোকিত করিয়া, ইশ্বের অশনির ন্যায়, প্রবল বিক্রমে গমন
করিতে লাগিল । পূর্বে প্রসন্নর যেমন রত্নের মস্তক ছেদন
করিয়াছিলেন, তেমন দাশরথি উল্লিখিত শরে কুন্তলকর্ণের সূচরু
কুণ্ডল ও বিরহতদন্ত্রা বিশিষ্ট, প্রকাণ্ড পর্কতকূট তুল্য শির কর্ষণ
করিলেন । রজনীতে আদিত্য উদিত হইলে, মধ্যস্থ চন্দ্রের
যেমন শোভা হয়, রাক্ষসের কুণ্ডলমণ্ডিত প্রকাণ্ড মস্তকের তদ্বৎ
শোভা হইল । উহা রামবাণে অভিহত ও পর্কতের ন্যায়,
পতিত হইয়া, অনেক চর্যাগৃহ, গোপুর ও উচ্চতম প্রাকার নিপা-
তিত করিল ।

তৎকালে ছেদনবেগে বিলুপ্ত হইয়া, হিমালয়সদৃশ প্রকাণ্ড-
কলেবর ঐ নিশাচর সাগরে পতিত হওয়াতে, ভূরি ভূরি রহৎ
মকর, কুম্ভীর, মৎস্য ও ভুজগ সমস্ত মর্দিত এবং ভূমি সগাবিষ্ট
হইল । ব্রাহ্মণ ও দেবগণের শত্রু মহাবল রাবণানুজ এই রূপে
যুদ্ধে নিপতিত হইলে, অচল সকলও বিচলিত ও পৃথিবী কম্পিত
এবং দেবগণ সহর্ষে তুমুল শব্দ করিয়া উঠিলেন । আকাশবিহারী
দেবর্ষিগণ, মহর্ষিগণ, পল্লগগণ, সুরগণ, ভূতগণ, সূপর্ণগণ, গুহ্যক-
গণ, যক্ষগণ ও গন্ধর্ভগণ, সকলেই রামের পরাক্রমে নিতরাৎ
হর্ষিত হইলেন । রাক্ষসরাজ রাবণের বাহুবলক্ষীর মনস্বী নিশা-
চরগণ কুন্তলকর্ণের নিধন ও রাগকে সন্দর্শন করিয়া, সিংহদর্শনে
মাতঙ্গগণের ন্যায়, ব্যথিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে
লাগিল । সূর্য্য যেমন রাহুমুখ হইতে মুক্ত হইয়া, অন্ধকার নিরা-

করণ পূর্বক আকাশমধ্যে বিরাজমান হয়েন, রামও ভেগনি
রাক্ষসরাজকে বিনাশ করিয়া, বানরসৈন্যমধ্যে বিরাজ করিতে
লাগিলেন । ভীমবল শত্রু নিপাতিত হইলে, বহুসংখ্য বানর অতীব
হর্ষিত হইয়া, প্রফুল্লপদ্ম প্রতিম বিকসিত বদনে নৃপাঞ্জলি গিদ্ধকাম
রামের সবিশেষ পূজা করিল । পূর্বে অনেক মহাযুদ্ধ হইয়াছিল,
কিন্তু কেহ কখনো সুরসৈন্যমর্দন কুস্তকর্ণকে জয় করিতে পারে
নাই । ভরতায়ুজ্ঞ তাহাকে নিহত করিয়া, মহাসুর বৃত্তবধে
অসরাধিপের ন্যায়, হর্ষাবিষ্ট হইলেন ।

—:—

অষ্টষষ্টি সর্গ ।

মহাজ্ঞা রাম কর্তৃক কুস্তকর্ণকে হত হইতে দেখিয়া, রাক্ষসেরা
রাবণকে গিয়া বলিল, রাজন ! কালসন্ধায় কুস্তকর্ণ কালদাম্যের
বশবর্তী হইয়া, বানরসৈন্য বিদ্রাবিত, বানরদিগকে ভক্ষণ ও
মুক্তকাল বিক্রম প্রকাশ পূর্বক পরিশেষে রামের শরে এক-
কালেই নিক্ষেপ প্রাপ্ত হইয়াছেন । তাঁহার দেহ ভীমদর্শন সাগ-
রের অর্দ্ধাংশ পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে ; নাগাকর্ণ ছিন্ন হইয়াছে,
সর্ষ শরীরে রুদ্ধিরক্ষরণ হইতেছে এবং তদীয় মস্তকে লঙ্কার দ্বার
রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে । এই রূপে আপনার জাতা রামের শরে
পীড়িত এবং হস্ত পাদ ও মস্তকাদিবিহীন হইয়া, নগ্ন দেহে দাব-
দক্ষ ক্রমের ন্যায়, পতিত হইয়াছেন ।

মহাবল কুস্তকর্ণ নিহত হইয়াছে শুনিয়া, রাবণ শোকসন্তপ্ত
ও মুচ্ছিত হইয়া, পতিত হইলেন । দেবাস্তক, নরাস্তক, ত্রিশিরা
ও অতিকায় ইহার পিতৃব্যের নিধনবর্তী অবশে শোকপীড়িত
হইয়া, রোদন করিতে লাগিল । অক্লিষ্টকর্ম্মী রাম জাতাকে
সংহার করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, মহোদর ও মহাপাশ্ব উভয়ে
শোকাক্রান্ত হইল ।

অনন্তর অতিকষ্টে জ্ঞান লাভ হইলে, রাবণ আহবধপ্রযুক্ত

নিভাস্ত কান্তর হইয়া, ব্যাকুল হৃদয়ে বিলাপ করিতে লাগিলেন, হা বীর ! হা রিপুদর্শন ! হা মহাবল কুন্তকর্ণ ! দৈববশতঃ তুমি আমায় ত্যাগ করিয়া, সমভবনে গমন করিলে ! আমি মহাবল ! আমার ও বান্ধবগণের শল্য উদ্ধার না করিয়া, শত্রু-সৈন্য সস্তাপিত করত আমাকে ত্যাগ করিয়া, একাকী কোথায় গমন করিতেছ ? অধুনা আমি মৃতপ্রায় হইলাম । যেহেতু, আমার দক্ষিণ বাহু পতিত হইল । এই বাস্তব আশ্রয়ে সুরাসুর কাহাকেও আমি ভয় করিতাম না । দেব ও দানবগণের দর্প-হারী, কালাঘ্নি-কল্প এবংবিধ বীরকেও রাম কি রূপে অদ্য নিহত করিলেন । ভাই ! তুমি যে বজ্রনিষ্পেষেও কিছুমাত্র বিপন্ন হইতে না । আজি কেন রামবাণে আর্ষ হইয়া, ধরাভূলে প্রসুপ্ত হইলে ! ঐ দেবগণ ঋষিগণের সহিত গোপনে অবস্থান পূর্বক, তোমাকে নিহত দেখিয়া, সহর্ষে নিনাদ করিতেছে । বানরগণ অদ্য নিশ্চয়ই অবসর পাইয়া, আজ্ঞাদ-ভরে লঙ্কার দ্বার ও দুর্গ সকলে আরোহণ করিবে । কুন্তকর্ণ বিনা রাজ্যে আমার কার্য্য নাই ; সীতাকে লইয়া আর আমি কি করিব এবং আমার বাঁচিতেও আর মন নাই । যদি আমি ভ্রাতৃ-হস্তা রামকে যুদ্ধে বধ করিতে না পারি, তাহা হইলে, আমার এই রূপা জীবনে প্রয়োজন কি ? মরণই একমাত্র শ্রেয় । যেখানে আমার অনুজ কুন্তকর্ণ, অদ্যই আমি সেখানে যাইব । ভ্রাতৃগণকে ত্যাগ করিয়া, ক্ষণমাত্রও বাঁচিয়া থাকিতে আমার ইচ্ছা হয় না । আমি পূর্বে অনেক অপকার করিয়াছি ; সুতরাং, দেবগণ এক্ষণে আমাকে দেখিয়া হাস্য করিবে । ভাই কুন্তকর্ণ ! তুমি প্রাণ-ত্যাগ করিয়াছ । আর আমি কিরূপে ইন্দ্রকে জয় করিব । মহাজ্ঞা বিভীষণ যে হিতকথা বলিয়াছিল, তাহা আমার ঘটিল । আমি কিন্তু অজ্ঞানপ্রযুক্ত সে কথা গ্রাহ্য করি নাই । যে অবধি কুন্তকর্ণ ও প্রহস্তের দারুণ বিনাশ সংঘটিত হইয়াছে, সেই অবধি বিভীষণের কথা মনে পড়িয়া, আমার লজ্জা জন্মিয়া থাকে ।

আমি যে স্ত্রীমান্ ধার্মিক বিভীষণকে নিরস্ত করিয়াছি, সেই কর্মের এই শোককর পরিণাম উপস্থিত।

ইক্ষ্বাকু অনুজ কুল্কর্ণ হত হইয়াছে, জ্ঞানিয়া, দশানন অতি-শয় আর্জ ও আকুলচিত্ত হইয়া, এইরূপে অতীব করুণস্বরে তাহার উদ্দেশে বহুবিধ বিলাপ করিয়া, পরে নিপতিত হইলেন।

উন্নতি মর্গ।

চরাচর রাবণ শোকে অভিভূত হইয়া, এইরূপ বিলাপ করিতে লাগিলে, ত্রিশিরা তাহা শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে বলিল, আমাদের তাত্তম্যম এবং বিদ্যমহাবীরা কুল্কর্ণ নিহত হইয়াছেন। কিন্তু আপনার ন্যায়, সংযুক্তসংগণ বিলাপ করেন না। অয়ি প্রভো! আপনি ত্রিভুবনপরাভয়েও সমর্থ। কিজনা, সামান্য লোকের ন্যায়, শোক করিতেছেন? আপনার ব্রহ্মদেব শক্তি, কবচ, সায়ক, ধনু এবং সহস্র ধর সংযুক্ত মেঘনিম্বন রূপ আছে। আপনি অনেকবার বিনা শস্ত্রে দেবদানবদিগকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সর্দার্যুদগম্পন্ন হইয়া, রাঘবকে শাসন করুন। মহারাজ! আপনি যথেষ্ট অবস্থিতি করুন। আমিই একাকী যুদ্ধে নির্গমন ও গুরুত্ব পন্নগের ন্যায়, আপনার সমস্ত শত্রু সমুচ্চরণ করিব। দেবরাজ যেমন শম্বরকে ও বিষুৎ যেমন নরককে, আমি তেমনি অদ্য যুদ্ধে রামকে নিপাত্তিত ও পরাশায়িত করিব।

রাক্ষসাদিপ রাবণ ত্রিশিবার কথা শুনিয়া, কালতোষিত হইয়া আপনাকে পুনর্জন্ম বোধ করিলেন। এবং দেবাস্তক, নরাস্তক ও অতিকায় ইগারা যুদ্ধনিমিত্ত হনযুক্ত হইল। অনন্তর রাবণের পুত্র তুল্যপরাক্রম বীর রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ সকলেই, আমি অগ্রে, আমি অগ্রে, এইরূপে পরস্পর স্পর্ধাসহকারে গজ্জর্জন পুরঃসর জলদীপ্ত উদ্ভিত হইল। তাহারা সকলেই সামান্যমানের সক-

লেই ত্রিদশদর্পণ, সকলেই সমরতুম্বাদ, সকলেই সাতিশয় বল-
শালী, সকলেই বিস্তীর্ণকীৰ্ত্তিসম্পন্ন, সকলেই সমরে অবতীর্ণ হইয়া
দেব, গন্ধৰ্ব, কিন্নর বা মহোরগ কাহারই নিকট পরাজিত হই-
য়াছে, শুনিতে পাওয়া যায় না, সকলেই অস্ত্রবিৎ বীর,
সকলেই যুদ্ধবিশারদ, সকলেই উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট, এবং
সকলেই বর লাভ করিয়াছে। রাজা রাবণ শত্রুগণের বল-
বিনাশন ভাস্করতুল্যদর্শন তাদৃশ পুত্রগণে পরিবৃত্ত হইয়া, মহা-
জ্ঞানবদর্পসংহরণ অমরগণে বেষ্টিত ইন্দ্রের ন্যায়, বিরাক্ষমান
হইলেন। এবং পুত্রাদিগকে আলিঙ্গন ও অলঙ্কৃত করিয়া, প্রাশস্ত
আশীর্বাদ প্রয়োগ পুরঃসর সংক্রাম্য প্রেরণ করিলেন। তাহা-
দের রক্ষণার্থ মহাপার্শ্ব ও মহোদর এই দুই ভাইকেও পাঠাই-
লেন।

তখন দেবাস্তক, নরাস্তক, ত্রিশিরা, অতিকায়, মহাপার্শ্ব ও
মহোদর এই ছয় মহাকায় মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লোকরাবণ মহারাজা
রাবণকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সৰ্ব্বপ্রকার মন্ত্র ও ওষ-
ধিতে সমালঙ্ক ও কালপ্রেরিত হইয়া, যুদ্ধাভিলাষে বিনির্গত
হইল। তন্মধ্যে মহোদর ঐরাবতকুলোৎপন্ন, নীলজীমূতগরিভ,
সুদর্শন নামক হস্তীতে আরোহণ করিল। সৰ্ব্বপ্রকার আয়ুধ ও
ভূগীরসমূহে অলঙ্কৃত হইয়া, হস্তীতে আরোহণ পূৰ্ব্বক, অস্ত্রশিখর-
সমিহিত ভাস্করের ন্যায়, তাহার শোভা হইল। অনন্তর রাবণ-
নন্দন ত্রিশিরা ত্বরদ্ভুসমায়ুক্ত ও সৰ্ব্বায়ুধপরিব্যাগু রথশ্রেষ্ঠে
আরোহণ করিল। দম্বহস্তে রথে অধিষ্ঠিত হইয়া, উজ্জ্বা, বিদ্যাৎ,
ইন্দ্রদনু ও শিখাপরম্পরাসমস্থিত অশ্বদেব ন্যায়, তাহার সুষমা
প্রাচুর্ভূত হইল। তাহার তিন মন্তকে তিন কিরীট। তদবস্থায়
উৎকৃষ্ট রথে অধিষ্ঠান করিয়া, কাঞ্চনশিখাভ্রয়সম্পন্ন শৈলরাক্ষ
হিমাচলের ন্যায়, ত্রিশিরা শোভা বিস্তার করিল। অনন্তর সকল
ধনুর্ধরের শ্রেষ্ঠ, অতীবতেজস্বী, রাক্ষসরাজপুত্র অতিকায় উৎ-
কৃষ্ট রথে সমিবিষ্ট হইল। এই রথের চক্র ও অক্ষ সুন্দর এবং অশ্ব

সকল সুসংযুক্ত । অতিকায় বিচিত্র কাঞ্চনকিরীট ও ভূষণ সমস্ত ধারণ পূৰ্ণক ভূণ, শরাসন, প্রাস, অগ্নি, পরিঘ, অনুকর্ষ ও কুবর এই সকলে অলংকৃত উল্লিখিত রথে আরোহণ ও স্বীয় প্রভাষ দশ দিক আলোকিত করিয়া, সুমেরুর ন্যায় শোভমান এবং প্রধান প্রধান নিশাচরগণে পরিবৃত্ত হইয়া, অমরগণবেষ্টিত দেবরাজের ন্যায়, বিরাজমান হইল । অনন্তর নরাস্তক, মনের ন্যায় বেগ-শীল, কনকভূষিত, উচ্চৈঃশ্রবাসদৃশ শ্বেত অশ্বে, অধিকৃত হইল । তাহার হস্তে উল্কাসমিভ প্রাস । বোধ হইল, তেজস্বী কার্তিকেয় যেন শক্তিপ্রদ করিয়া, ময়ূরে আরোহণ করিলেন । অনন্তর দেবাস্তক তেমনিপুত্র পরিঘ গ্রহণ করিয়া, সমুদ্রমন্ডনসময়ে বাহু-দ্বয়ে অমরগণদিগের বিকুর অনুকরণ করিতে লাগিল । অনন্তর মহাবীৰ্য্য মহাতেজা মহাপার্ষ গদা গ্রহণ করিয়া, কুবেরের ন্যায়, বিরাজমান হইল ।

এইরূপে মহাকায় নিশাচরগণ, অমরাবতী হইতে দেবগণের ন্যায়, লঙ্কা হইতে প্রস্থান করিল । তদ্বশনে অন্যান্য রাক্ষসেরা উৎকৃষ্ট আশ্রয়হস্তে অশ্ব, গজ ও মেঘনিব্বন রথারোহণে তাহাদের অনুগামী হইল । সূর্যাসমতেজস্বী মহাজ্ঞা জীমান্ এই সকল কুমার কিরীট ধারণ করিয়া, অম্বরবিহারী প্রদীপ্ত গ্রহগণের ন্যায়, বিরাজ করিতে লাগিল । তাহাদের হস্তস্থিত শারদাজসদৃশ সুন্দর শস্ত্র-রাজি, হংসরাজির ন্যায় শোভা ধারণ করিল । হয় মরিব, না হয়, শত্রুজয় করিব, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, বীরগণ যুদ্ধাভি-লাষে প্রস্থান করিল । তাহারা সকলেই যুদ্ধচুর্মদ এবং রণযাত্রা করিয়া, গজ্জর্জন, নিন্দন, শত্রুর প্রতি আক্ষেপোক্তি প্রযোজন ও সায়ক সকল গ্রহণ করিতে লাগিল । তাহাদের ক্ষৌড়িত ও আক্ষেপিত শব্দে পৃথিবী যেন কম্পিত এবং সিংহনাদে আকাশ যেন ক্ষোভিত হইল ।

অনন্তর মহাবল এই সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সহর্ষে বিনিগত হইয়া, অবলোকন করিল, বানরগৈর্য শিলা ও বৃক্ষ সকল হস্তে করিয়া,

বুদ্ধপ্রতীক্ষা করিতেছে বানরেরাও দর্শন করিল, রাক্ষসবল
হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ, শত শত কিকিণীশব্দে প্রাতিধ্বনিত
এবং চতুর্দিকেই প্রদীপ্ত অগ্নি ও ভাস্করপ্রতিন নিশাচরণে পরি-
বৃত্ত হইয়া, সুবিশাল আয়ুধ সমুদ্র্যত করিয়া, নীলমেঘমালার ন্যায়,
শোভা পাইতেছে। তদর্শনে লক্ললক্ষ বানরবল মগধশৈল সমুদ্র্যত
করিয়া, বারংবার উচ্চৈঃস্বরে শব্দ এবং রাক্ষসদিগকে গণনা না
করিয়াই, প্রাতিনাদে প্রবৃত্ত হইল। বানরযুথপতিরা উচ্চৈঃশব্দ
আরম্ভ করিলে, রাক্ষসেরা তাহা শ্রবণ করিয়া, তাহাদের উৎকট
হর্ষাতিশয় সহ্য করিতে না পারিয়া, মহাবলে অতীব ভয়ংকর
গজ্জর্জন করিতে লাগিল।

অনন্তর বানরযুথপতিরা সমুদ্র্যত শৈল হস্তে ভয়ংকর রাক্ষস-
সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সশৃঙ্গ পর্কভসমূহের ন্যায়, বিচরণ
করিতে আরম্ভ করিল। ক্রম ও শিলা তাহাদের আয়ুধ। তাহা-
দের মধ্যে কেহ নিরতিক্রোধভরে আকাশে আরোহণ এবং
কেহবা বিপুলক্ষকবিশিষ্ট রক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া, পৃথিবী আশ্রয়
করত শত্রুবলে সঞ্জন করিতে লাগিল। বানর ও রাক্ষসগণের
মেই যুদ্ধ ভয়ংকর হইয়া উঠিল। ভীমবিক্রম কপিগণ রাক্ষস-
দিগের শরজালে প্রতীহত হইয়া, এক্রপে শিলা, শৈল ও রক্ষ
সকল বর্ষণ করিতে লাগিল, যে, তাহার তুলনা হয় না। উভয়
পক্ষেই সিংহনাদ আরম্ভ করিল। বানরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া কবচা-
ভরণপরিবৃত্ত, গজবাজিরথাক্রুত বীর রাক্ষসদিগকে শিলাঘাতে
চূর্ণ ও নিহত করিতে লাগিল। বানরদিগের মুষ্টিপ্রহারে লোচন-
যুগল বিনির্গত ও শৈলশব্দে সর্ব শরীর পরিব্যাপ্ত হওয়াতে,
রাক্ষসেরা কম্পিত, পতিত ও আর্তনাদে প্রবৃত্ত হইল। প্রদান
প্রদান বানরগণও রাক্ষসদিগের সুতীক্ষ্ণ শরজালে ছিন্ন ভিন্ন এবং
শূল, যুগ্মগদা, খড়্গ, প্রাস ও শক্তির আঘাতে নিহত হইতে
লাগিল। এইরূপে উভয়পক্ষেই পরস্পরকে নিপাতিত করিতে আরম্ভ করিয়া।

অনন্তর পৃথিবী বানর ও রাক্ষসগণের বিমুক্ত পর্বত ও খণ্ড-
পরম্পরায় মুহূর্তমধ্যে আরত ও রক্তপ্রবাহে অভিষিক্ত এবং বানর
গণ কর্তৃক অভিমর্দিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত যুদ্ধমদাঙ্কিত পর্বত-
কার রাক্ষসগণে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিলেন। বানরদিগের হস্তস্থিত
শৈলসমস্ত ভগ্ন হইয়া গেলে, তাহাদের হস্তপদাদি গ্রহণে
আক্ষিপ্ত ও ক্ষিপ্যমান হইয়াও, রাক্ষসেরা আগ্রহ হইয়া, যুদ্ধ
করিতে লাগিল। অনন্তর রাক্ষসগণ বানর দ্বারা বানরদিগকে
ও বানরগণ রাক্ষস দ্বারা রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে আরম্ভ
করিল। এবং রাক্ষসেরা বলপূর্বক বানরগণের হস্তস্থ শিলা ও
শৈল সমস্ত গ্রহণ করিয়া, উদ্ধারা তাহাদিগকে যেমন বিনাশ
করিতে প্ররম্ভ হইল, বানরেরাও রাক্ষসদিগের শস্ত্র সমস্ত আচ্ছিন্ন
করিয়া, তাহাদিগকে সংহার করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানর
উভয় পক্ষই পরস্পরকে নিহত ও ছিন্ন ভিন্ন করিয়া, সিংহনাদ
আরম্ভ করিল। রাক্ষসেরা বানরগণ কর্তৃক ছিন্নবস্ত্র, ছিন্ন-
তনুত্র ও নিহত হইয়া, রক্ষ নির্ধাসের ন্যায়, রুদ্ধির ক্ষরণ করিতে
লাগিল। কোন কোন বানর রথ দ্বারা রথ, গজ দ্বারা গজ, ও
অশ্ব দ্বারা অশ্ব বিনষ্ট করিল। এবং রক্ষ ও পর্বতের আঘাতে
রাক্ষসদিগকে সংহার করিতে লাগিল। এইরূপে রাক্ষসবানর-
সঙ্কুল সেই যুদ্ধ ভয়ংকর হইয়া উঠিল।

নিশাচরগণ ক্ষুরপ্রা, অর্দ্ধচন্দ্র, ভল্ল ও নিশিত শরপ্রহারে
বানরগণের শিলা ও রক্ষ সকল ছেদন করিয়া দিল। বশুমতী
ছিন্ন ক্রম, পর্বত ও অস্ত্র শস্ত্র এবং নিহত কপি ও রাক্ষসগণে
আকীর্ণ ও দুর্গম হইয়া উঠিলেন। অদীনসত্ত্ব বানরগণ বিবিধ
আবুধ গ্রহণ ও ভয় পরিহার করিয়া, গর্জিত ও হৃষ্টচিত্তে সংগ্রামে
অবগাহন পূর্বক রাক্ষসদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। এই-
রূপে ভূমূল যুদ্ধ উপস্থিত, বানরগণ নিরতিশয় আক্লাদিত, এবং
রাক্ষসেরা নিপাতিত হইলে, দেব ও মহর্ষিগণ সহর্ষে শব্দ করিতে
লাগিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ্যক পবনতুলা বেগবান্ তুরদমে আরো-

ছপ ও নিশিত শক্তি গ্রহণ করিয়া, মীন মহার্ণবের ন্যায়, প্রচণ্ড বানরসৈন্যে প্রবেশ করিল। এই বীর মহাত্মা ইন্দ্রশক্র নিশাচর একাকী প্রদৌণ্ড প্রাসের আঘাতে ক্ষণমধ্যেই সপ্তশত বানরকে বিনির্ভিন্ন করিয়া, কপিকুঞ্জরগণের সৈন্য সংহার করিতে লাগিল। নিদাধর ও মহর্ষিগণ অবলোকন করিলেন, মহাত্মা নরাস্তক হয়-পূষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বানরসৈন্যমধ্যে বিচরণ করিতেছে। তৎকালে তাঁহারা ইহাও দর্শন করিলেন, যে, যুদ্ধক্ষেত্রে তদীয় গমন-পথ রণনিহত পর্ত্তাকৃতি বানরগণে পরিবৃত্ত ও মাংস শোণিতে কদমময় হইয়াছে। বানরশ্রেষ্ঠগণ যাবৎ বিক্রমপ্রকাশে কৃতবুদ্ধি হইল। নরাস্তক তাবৎ তাহাদিগকে অতিক্রম করিয়া ছিন্ন ভিন্ন ও অগ্নি বনের ন্যায় তাহাদের সৈন্য সকল দহন করিতে লাগিল। বানরেরা রক্ষ ও পর্ত্ত সকল উৎপাটন করিতে না করিতেই, প্রাস অস্ত্রে নিহত হইয়া, বজ্রনিপাতিত অচলরাজির ন্যায়, মহা পতিত হইল। বলবান্ নরাস্তক প্রজ্বলিত প্রাস সমুদাত ও সর্ষতো-ভাবে প্রমদিত করিয়া, প্রারুটকালীন অশনির ন্যায়, যুদ্ধে সকল দিকে বিচরণ করিতে লাগিল। বানরবীরগণ ধাবন, স্পন্দন বা অবস্থান, কিছুই করিতে পারিল না। বীর্য্যবান্ নরাস্তক কি উৎপত্তিত, কি স্থিত, কি ধাবমান, সকলকেই বিদ্ধ করিতে লাগিল। তাহার হস্তস্থিত অস্ত্রক সদৃশ, সূর্য্যগমতেজস্বী এক মাত্র প্রাসের আঘাতে বানরবাহিনী ভগ্ন ও পৃথিবীতে পাতিত হইতে লাগিল। কপিগণ তাঁহার এই বজ্রনিম্পেষসদৃশ প্রাস-প্রহার সহ্য করিতে না পারিয়া, মহাশব্দে চীৎকার আরম্ভ করিল। বানরবীরগণ তাহার আঘাতে পতিত হইয়া, বজ্র-ভিন্নাঙ্কুট পতমান পর্ত্তরাজির ন্যায়, বিরাজমান হইল। অদ্ভুত প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা বানরশ্রেষ্ঠ পূর্বে কুন্তকর্ণ কর্ত্তক নিশা-তিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা স্বস্থিতিতে স্রষ্ট্রীবের সকাশে সমাগত হইলেন।

স্রষ্ট্রীব ইতস্ততঃ দৃষ্টিসঞ্চালন করিয়া দেখিলেন, হরিবাহিনী

নরাস্তকভয়ে ভীত হইয়া, ইতস্ততঃ পলায়ন করিতেছে। তিনি তদবস্থ সৈন্যদিগকে অবলোকন করিতেছেন, এমন সময়ে দর্শন করিলেন, নরাস্তক প্রাণ গ্রহণ ও অশ্ব আরোহণ করিয়া, আগমন করিতেছে। তদদর্শনে পরমতেজস্বী বানররাজ সুগ্রীব শঙ্ক-
ত্বলাপরাক্রম বীয়াশালী কুমার অঙ্গদকে কহিলেন, এই যে বীর নিশাচর অশ্বারোহণে বানরসৈন্য বিজ্রাবিত করিতেছে, তুমি সত্বর গমন করিয়া, ইহাকে সংহার কর।

শৈলসংঘাতসদৃশ কপিশ্রেষ্ঠ বীর অঙ্গদ প্রভুর কথা শ্রবণমাত্র তৎক্ষণাৎ মেঘসংকাশ সৈন্যমধ্য হইতে সূর্য্যের ন্যায় বিনিক্রান্ত হইলেন। এবং দিব্য অঙ্গদ পরিধান পূর্বক, ধাতুমান্ পর্বতের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন। তাঁহার আয়ুধ নাই; একমাত্র নখদংষ্ট্রসহায়েই সেই পরমতেজস্বী অঙ্গদ নরাস্তকের অভিযুধান হইয়া, কহিলেন, এই স্থানেই অবস্থিতি কর; এই সকল সামান্য বানরের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তোমার কি হইবে? আমারই এই বক্ষস্থলে বজ্রসমস্পর্শ প্রাণ নিক্ষেপ কর।

নরাস্তক শব্দদের কথা শুনিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, দশন দ্বারা ওষ্ঠ দংশন ও সর্পবৎ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া, সরোষে তাঁহার অভি-
মুখে গমন এবং তৎক্ষণাৎ সমুজ্জ্বলিত প্রাণ ব্যাবিক্র করিয়া, বালি-
পুত্রের উদ্দেশে বিনজ্জন করিল। অঙ্গদের বজ্রসদৃশ হৃদয়ের প্রতিঘাতে ঐ প্রাণ ভগ্ন ও তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইল। বোধ হইল, গরুড় যেন উরগভোগ কর্তন করিয়া ফেলিলেন। প্রাণ ভগ্ন হইতে দেখিয়া, বালিনন্দন তল সমুদ্যত করিয়া, নরাস্তকের অশ্বের মস্তকে আঘাত করিলেন। সেই আঘাতে পদচুষ্টয় এক-
বারেই ভগ্ন, অক্ষিতারক স্ফুটিত, জিহ্বা বহির্গত, এবং মস্তক বিকীর্ণ হইয়া গেল। অশ্ব, অচলের ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ধরাশায়ী হইল। মহাপ্রভাব নরাস্তক অশ্বকে হত ও পাতিত নিরীক্ষণ করিয়া, ক্রোধের বশীভূত হইয়া, মুষ্টি উদ্যত করিয়া, অঙ্গদের মস্তকে আঘাত করিল। মুষ্ট্যঘাতে মস্তক বিদীর্ণ হওয়াতে,

বালিনন্দন অত্যাশীতরূপে বর্ষণ করিতে লাগিলেন । এবং মুহূর্ত্তকাল বিজলিত ও মোহাচ্ছন্ন হইয়া রহিলেন । পরে সংজ্ঞা-লাভ হইলে, বিস্ময় প্রাপ্ত হইলেন । অনন্তর মহাক্ষা অঙ্গদ মৃত্যু-সমান বেগবান্ গিরিশৃঙ্গসদৃশ মুষ্টি সংবর্ত্তিত করিয়া, তৎক্ষণাৎ নরাস্তকের বক্ষস্থলে নিপাতিত করিলেন । তাহাতে, তাহার বক্ষস্থল নির্ভিন্ন ও নিমগ্ন হইয়া গেল । তখন নিশাচর রুদিরাক্ত গাত্রে জ্বালাপরম্পরা বমন করিয়া, বক্ষ নিপাতভগ্ন অচলের ন্যায় ধরাতলে পতিত হইল । এই রূপে তিনি উৎকৃষ্টবীৰ্য্যবিশিষ্ট নরাস্তককে নিহত করিলে, অস্তরীক্ষে প্রধান প্রধান দেবগণের ও মহাপুৰুষে বানররন্দের ভূমূল শব্দ সমুখিত হইল ।

অনন্তর ভীমকম্মা অঙ্গদ রামের হৃদয়ানন্দসাধন সুদৃষ্কর বিক্রমকৃত্য বিধানপুস্কক বিস্মিত ও হর্ষিত হইয়া, পুনরায় যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইলেন ।

সপ্তত্বিতম সর্গ ।

দেবাস্তক, ত্রিশিরা ও মহোদর এই সকল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ নরাস্তককে নিহত দেখিয়া, চীৎকার আরম্ভ করিল । অনন্তর বেগবান্ মহোদর মেঘভূল্য হস্তিরাজে আরোহণ করিয়া, মহাবীৰ্য্য বালিপুত্রের অভিমুখে ধাবমান হইল । তদর্শনে জাতুবাসন-সম্ভগ্ন বলবান্ দেবাস্তক ঘোর পরিঘ গ্রহণ করিয়া, তাহার অনু-গমন করিল । এবং বীর ত্রিশিরাও পরমাশ্বপরিচালিত আদিত্য-সন্কাশ রথে আরোহণ করিয়া,সবেগে অঙ্গদের অভিমুখীন হইল । দেবদর্পণ তিন জন রাক্ষসেশ্বর ঐরূপে অভিধাবন করিলে, অঙ্গদ বিশালবিটপীবিশিষ্ট রক্ষ উৎপাটন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ইন্দ্র যেমন প্রজলিত অশনি, সেইরূপ সেই প্রকাণ্ডশাখাশালী মহারক্ষ দেবাস্তকের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন । ত্রিশিরা আশীবিধসদৃশ শরপরম্পরা প্রয়োগ করিয়া, উহা ছেদন করিয়া ফেলিল । অঙ্গদ

রুক্মিণী হইতে দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ উৎপত্তি হইলেন । এবং রাণি রাণি রুক্মিণী ও শিলা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । ত্রিশিরা নিরতি ক্রুদ্ধ হইয়া, নিশিত শরসমূহ সঞ্চান করিয়া, সে সকল ছেদন এবং মহোদর পরিষাঙ্গ সহায়ে ভগ্ন করিয়া ফেলিল । অনন্তর ত্রিশিরা সায়কসমূহসহায়ে গজ্জ নশীল বীর অঙ্গদের অভি-
মুখে ধাবমান হইলে, মহোদর গজারোহণে তাহার অনুগামী হইয়া, নিরতিক্রোধভরে তাহার বক্ষস্থলে বজ্রসম তোমরের আঘাত করিল । বেগশীল দেবাস্তকও অতিমাত্র ক্রোধে নিকটস্থ হইয়া, পরিষাঙ্গহার করিয়াই তৎক্ষণাৎ তথা হইতে অতিক্রম করিল ।

এইরূপে তিনজন প্রধান রাক্ষস এককালে অভিমুখে ধাবমান হইলে, পরমতেজস্বী প্রতাপবান্ বালিপুত্র অঙ্গদ ব্যাধত হইলেন না । প্রত্যুত, সেই পরমদুর্জয় বেগবান্ বালিপুত্র সমগ্ররূপে সমভিভূত হইয়া, তল দ্বারা মহোদরের মণ্ডাগজকে আঘাত করিলেন । সেই প্রকারে নাগরাজের নয়নদ্বয় নিপতিত হইলে, সে চীৎকার করিয়া উঠিল । তখন বালিপুত্র তদীয় বিষণ্ণ নিক্ষেপণ করিয়া, দেবাস্তকের অভিমুখে ধাবন পূর্বক, তাহাকে তাড়না করিলেন । তেজস্বী দেবাস্তক বাতোকৃত ক্রমের ল্যায়, বিহ্বল হইয়া, মুখ হইতে লাক্ষারসবর্ণ রুদ্ধির প্রাব করিতে লাগিল । অনন্তর পরমতেজস্বী বলশালী দেবাস্তক অতিক্রমে আশ্বস্ত হইয়া, সনেগে পরিষ সমুদাত করিয়া, তৎক্ষণাৎ অঙ্গদকে আঘাত করিল । বানরেজ্ঞানন্দন পরিষ দ্বারা অভিহত হইয়া, জানুদ্বয়ের সাহায্যে ভূপতিত ও পুনরায় তৎক্ষণে উখিত হইলেন । তিনি উখিত হইতেছেন, এমন সময়ে ত্রিশিরা অজিহ্মগামী তিন বাণে তাহার ভয়ংকর ললাটদেশে গুরুতর আঘাত করিল ।

এইরূপে হিররাজপুত্র অঙ্গদ তিন জন প্রধান রাক্ষস কর্তৃক পরিক্রান্ত হইয়াছেন, জানিয়া, হনুমান ও নীল উভয়ে প্রস্থান

করিলেন । তদনুযায়ী নীল ত্রিশিরার উদ্দেশে শৈলাগ্র নিষ্ক্ষেপ করিলে, সেই দীমান্ন যাবৎমুত নিশিত শরসমূহে তাহা বিদীর্ণ করিয়া ফেলিল । তদীয় বাণশব্দে নির্ভিন্ন এবং শিলাস্তল বিদীর্ণ হওয়াতে, ঐ পর্কভেদে শৃঙ্গ ক্ষুণ্ণ ও শিখানমূহ বিস্তার করিয়া, নিপতিত হইল ।

বলশালী দেবাস্তক ত্রিশিরার এই বিজয়বিলাস মন্দর্শনে হর্ষিত হইয়া, পুণিবা গ্রহণ করিয়া, মারুতাক্ষ হনুমানের অভিধাবন করিল । কপিকুঞ্জর হনুমান্ তাহাকে আগিতে দেখিয়া উৎপত্তিত হইয়া, বজ্রকল্প মুষ্টি দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিলেন এবং বল ও বীৰ্য্য সহকারে মস্তকে আঘাত করিয়া, রাক্ষসদিগকে গজেন্দ্রপুংগবর কম্পিত করিয়া তুলিলেন । অনন্তর সেই মুষ্টির আঘাতে মস্তক নিষ্পিষ্ট ও বিভিন্ন, দস্ত ও অগ্নি-বহিনির্গত এবং জিহবা বিলম্বিত হওয়াতে, রাক্ষস-রাজপুত্র দেবাস্তক গতাস্থ হইয়া, পুণিদীতে পতিত হইল ।

রাক্ষসযোদ্ধা দেবাস্তক দেবাস্তক নিহত হইলে, ত্রিশিরা জাতক্রোধ হইয়া, নিশিত অস্ত্র ও বাণ বর্ষণ পূর্বক নীলের বক্ষস্থল আহত করিল । তদনুযায়ী মহোদর ক্ষুব্ধ হইয়া, পুনরায়, ভাস্কর যোজন মন্দর পার্শ্বভে, সেইরূপ পর্কতোপম মাতঙ্গে তৎক্ষণাৎ আরোহণ করিয়া, নীলের বক্ষস্থলে রাশি রাশি বাণবর্ষণে প্রবৃত্ত হইল । বোম হইল, ইন্দ্রদনুনিষিষ্টে যে যে পর্কতোপরি তড়িচ্চক্র বর্ষণ করিতেছে । মহাবল মহোদরের শরমুষ্টিতে কপিসৈন্যপতি নীলের মদ শরীর ভাঙ ও হত বিক্ষত, এবং নমুদায় পরাক্রম রুদ্ধপ্রায় হইল । অনন্তর তিনি পুনরায় সংজ্ঞা লাভ করিয়া, বক্ষবল্লভিত পর্কত উৎপাটন পূর্বক, মহোগ্রবেগে নমুৎপত্তিত হইয়া, শুদ্ধারা মহোদরের মস্তকে আঘাত করিলেন । মহোদর সেই পক্ষতপতনে হস্তির মত ভয়দেহ ও ব্যপোখিত এবং গতাস্থ হইয়া, বজ্রবিপাটিত পর্কভেদে ন্যায়, ভূমিতলে পতিত হইল ।

ত্রিশিরা পিতৃব্যকে নিহত দেখিয়া, ধনুর্গ্রহণ পূর্বক অস্ত্র-
মাত্র রোষভরে নিশিত শরে হনুমানকে বিদ্ধ করিতে লাগিল।
বান্দনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া, পক্ষতশূঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন। বলশালী
ত্রিশিরা সুশাগিত শরনমূহে তাহা বহুখণ্ড করিয়া ফেলিল।
গবননন্দন পর্দতশিখর ব্যর্থ হইতে দেখিয়া, তাহার বিরুদ্ধে ক্ষম-
বৃষ্টি আরম্ভ করিলেন। প্রতাপবান ত্রিশিরা আকাশপথে সেই
ক্ষমবৃষ্টি আগতিত হইতে দেখিয়া, নিশিত শরজাল সকান পূর্বক
তৎক্ষণাৎ ছেদন করিয়াই চীৎকার করিতে লাগিল। তদর্শনে
হনুমান সমুৎপত্তিত হইয়া, ক্রোধভাবে সিংহ গজেন্দ্রের ন্যায়,
নখর প্রহারে ত্রিশিরার গম্বুকে বিদারিত করিলেন। অনন্তর
অস্ত্রক যেমন কালরাশি, সেইরূপ শক্তি গ্রহণ করিয়া, রাবণারাজ
ত্রিশিরা তাহার উদ্দেশে প্রয়োগ করিল। ত্রিশিরা বলবান-
রাজ স্বর্গচ্যুত উদ্ধার ন্যায়, সেই অবিচলিত শক্তিগুণ শক্তি গ্রহণ
করত, তৎক্ষণাৎ ভগ্ন করিয়াই চীৎকার করিতে লাগিলেন।
হনুমান্ কর্তৃক সেই ঘোরদাশ শক্তি ভগ্ন হইতে দেখিয়া, বান-
রেরা নিরতিহর্ষিত হইয়া, জলদপটলের ন্যায় গজ্জন করিয়া
উঠিল। তদর্শনে রাক্ষসোত্তম ত্রিশিরা খড়্গ উদ্যত করিয়া,
জদয়ে আঘাত করিলে, হনুমান্ সেই প্রহারে অতিমাত্র আহত
হইয়া, বীৰ্য্যভরে রাক্ষসের বক্ষস্থলে তল দ্বারা আঘাত করিলেন।
সেই প্রহারেই ত্রিশিরার হস্ত ও বস্ত্র ভগ্ন হইয়া পড়িল। তখন সে
মূর্ছিত হইয়া ভূমিতল আশ্রয় করিল। পতনসময়ে মহাকপি
তাহার হস্ত হইতে বলপূর্বক খড়্গ গ্রহণ করিয়া, সমস্ত রাক্ষস-
বর্গের দ্রাস সমুৎপাদন পূর্বক গজ্জন করিতে লাগিলেন। নিশা-
চর ত্রিশিরা সেই গজ্জনশব্দ সহ্য করিতে না পারিয়া, উৎপত্তিত
হইল এবং উৎপত্তিত হইয়া, তাহাকে মৃষ্টির আঘাত করিল।
মহাকপি সেই আঘাতে জাতক্রোধ হইয়া, তাহার কিরীট ধারণ
করিলেন এবং ধারণ করিয়াই, নিশিত অগ্নির আঘাতে মক্রোধে
তাহার কিরীট ও কুণ্ডলমণ্ডিত তিন মস্তকই ছেদন করিয়া ফেলি-

লেন। পূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র এইরূপে বৃত্রের মস্তক ছেদন করিয়া-
ছিলেন। প্রাঙ্কলিত পাবক তুলা সমুজ্জ্বল ও সুবিশাললোচন
সম্পন্ন পর্কতমন্নিভ সেই মস্তকপরম্পরা, আকাশভ্রষ্ট জ্যোতি-
ষ্কের ন্যায়, ধরাতে পতিত হইল।

ইন্দ্রতুলাপরাক্রম হনুমান্ দেবরিপু ত্রিশিরকে নিহত
করিলে, বানরগণ শব্দ করিতে লাগিল, পৃথিবী কম্পিত হইয়া
উঠিলেন, এবং রাক্ষসেরা ইতস্ততঃ পলায়নপরায়ণ হইল। এই-
রূপে ত্রিশিরা, দেবাস্তক, নরাস্তক ও মহাদেব চারি জনেই হত
হইল, দেখিয়া, পরমামণী রাক্ষসমন্তম মহাপাশ্ব জাতক্রোধ হইয়া,
পরমদৌণ্ডিশালিনী সর্কায়সবিনিম্বিতা গদা গ্রহণ করিল। ঐ
গদা মেঘপটপরিষ্কিণ্ড, মাংসশোণিতফেলি, নিরতিশয় বিপুল ও
বিরাজমান এবং শক্রশোণিতে পরিভূণ্ড, রক্তমাণ্ডে বিভূষিত ও
তেজঃপ্রভাবে উহার অগ্রভাগ প্রাঙ্কলিত হইতেছে। ঐরাবত মহাপদ্ম
ও নার্সভৌগ ইত্যাদি দিগ্গজগণও ঐ গদা দেখিয়া ভীত হইয়া
থাকেন। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহাপাশ্ব সতিমাত্র ক্রোধভরে উল্লিখিত
গদা গ্রহণ করিয়া, প্রাঙ্কলিত প্রলয়াগ্নির ন্যায়, বানরবলের অভি-
মুখে সবেগে ধাবমান হইল। তদর্শনে বানর ঋষভ সমুৎপত্তন
ও রাবণানুজ প্রহস্তের সমীপে গমন পূর্বক তাহার অগ্রে সবেগে
দণ্ডায়মান হইল। মহাপাশ্ব পর্কতোপম ঋষভকে সম্মুখে অব-
স্থিত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, তাহার বক্ষস্থলে বজ্রতুলা গদার
আঘাত করিল। বানরঋষভ ঋষভ তাহার আঘাতে বিদীর্ণহৃদয়
ও সমাধৃত হইয়া, রুধিররাশি বর্ষণ করিতে লাগিল। অনন্তর
অনেক ক্ষণ পরে সংজ্ঞালাভ হইলে, বানরেশ্বর ক্রোধভরে ওষ্ঠ
বিস্কুরণ করিয়া, মহাপাশ্বের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপন করিল। তদন-
ন্তর শৈলসদৃশকলেবর বেগশালী বানরবীরশ্রেষ্ঠ ঋষভ সবেগে
সমুৎপত্তিত হইয়া, মুষ্টিসংবর্জনপূর্বক তৎক্ষণাৎ মহাপাশ্বের
ভুজান্তরে আঘাত করিল। সে সেই আঘাতে রুধিরাক্রকলে-
বরে ছিন্নমূল হৃক্ষের ন্যায়, যমদণ্ডসদৃশী ভয়ঙ্কর গদা গ্রহণ পূর্বক

তৎক্ষণেই ধরাতে পতিত হইল। এবং চীৎকার করিতে লাগিল। অনন্তর সুহৃৎকাল মৃতকল্প থাকিয়া, চৈতন্য লাভ হইলে, সেই মক্ষাভ-সমবর্ণ সুরারি নিশাচর উখিত হইয়া, ঋষভকে আঘাত করিল। ঋষভ মুচ্ছিত হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল। অনন্তর মুহূর্ত্ত কাল মধ্যে নংজালাভ ও উত্থান করিয়া, তাহারই সেই অজিবরাজকল্প গদা ব্যাবিক্র করিয়া, তাহাকে আঘাত করিল। ঐ প্রচণ্ড গদা দেব, বজ্র ও ব্রাহ্মণগণের শত্রু প্রচণ্ডাকৃতি রাক্ষসের শরীরে নিক্ষেপিত হইয়া, ক্ষুদ্র বিদীর্ণ করিলে, সে, অজিরাজের পাতিপারার ন্যায়, রুধির স্রবণ করিতে লাগিল। অনন্তর ঋষভ সেই গদা গ্রহণ ও পুনঃ পুনঃ ব্যাবিক্র করিয়া, সবেগে পাবমান হইল। অকীয় গদার আঘাতে দশন ও লোচন বিশীর্ণ এবং শরীর ভঙ্গ হইলে, মহাপাশ্বিন্দ্রোক্ত অচলের ন্যায়, পতিত হইল। সে গভবত ও গভাপুত্র হইয়া, বিশীর্ণ নেত্রে ধরাতে আশ্রয় করিলে, রাক্ষসদৈন্য প্ৰায়মুগ্ধ হইল। সেই অর্ববসন্ধাশ রাক্ষসকল সম্মুখস্থ ত্যাগ করিয়া, কেবল প্রাণ-রক্ষার্থ ভিন্নার্গবের ন্যায়, পলায়ন করিতে লাগিল।

একশতত্ৰিংশদশমঃ ।

নিজদৈন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে ; ইত্যতুল্যপরাক্রমশালী ভাতৃগণ সকলেই বিনষ্ট হইল ; দুই পিতৃব্য পরম্পর প্রাণী মুক্তোন্মত্ত এবং মত্তও রণস্থলে শয়ন করিল, এই সমস্ত দর্শন করিয়া লঙ্কায় দানবদর্পণস্থা, মহাতেজা পর্কটাকার ইন্দ্রশত্রু অভিধায় রণস্থলে জুড় হইয়া উঠিল ; এবং এতদ্ব পিণ্ডীভূত সংজসূর্য্য-সদৃশ প্রভাসম্পন্ন রথে আরোহণ করিয়া, বানরগণের প্রতি ধাবিত হইল। মুঠ কুণ্ডল ও কিরীটধারী ঐ মহাবীর শতাসন বিষ্কারণ পূর্ব্বক নিজনাম শ্রবণ করাইল। এবং ভীমস্বরে সিংহ-নাদ করিতে লাগিল। সেই সিংহনাদে, নামঘোষদশকে

এবং জ্যার শব্দে বানরদিগের ত্রাসোৎপাদন করিল। তাহার প্রকাণ্ড দেহ দর্শন পূর্বক কুস্তকর্ণ উত্থান করিয়াছে, মনে করিয়া, বানরগণ ভয়ে কাতর হইয়া পরস্পর পরস্পরের আশ্রয় লইল। বিষ্ণুর যেমন ত্রিবিক্রম মূর্তি, নিশাচরের তেমন মূর্তি দর্শন করিয়া, ভয়ে বানর সকল যুখে যুখে ইতস্ততঃ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল। অতিক্রমে দর্শন করিয়া বানরদিগের বুদ্ধিজ্ঞান লোপ পাইল, সকলেই বাইয়া শরণ-দাতা লক্ষ্মণপ্রভের শরণাগত হইল।

অনন্তর রামচন্দ্র দর্শন করিলেন, রথোপরিস্থ পর্কতোপম
অতিকায় দনুর্কারণ পূরক কালমেঘের ন্যায় গর্জন করিতেছে।
মহামায়াবী নেই রাক্ষসকে দর্শন করিয়া রাবণ আশ্চর্য্যাব্বিত
হইলেন, এবং বানরদ্বিগকে নাস্ত্বনা করিয়া বিভীষককে কহি-
লেন; হয়মহাত্মক! বিশাল রথের দনুর্জাণি পিঙ্গললেচন ঐ
কোন্ বীর পরাক্রমমাণ লক্ষিত হইতেছে? উহার চতুর্দিকে
শত শত নিশি ও শূল ও শত শত স্থতীন্দ্র প্রাস ও মুদগর রহি-
য়াছে; তাহাতে সন্দেহ হইতেছে, যেন সাক্ষাৎ মহাদেব ভাস্কর-
মূর্ত্তি ভূতগণে বেষ্টিত রহিয়াছেন। রথোপরি স্থাপিত কাল-
জিহবার ন্যায় প্রকাশমান শক্তি সকলে পরিবৃত্ত হইয়া, এই বীর
বিদ্যামণ্ডিত পয়োপনের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে। ইন্দ্রদনু
যেমন আকাশমণ্ডল ভূষিত করে, ইহা হেমমণ্ডিত পৃষ্ঠে নজ্জ
শরাসন সকল তেজস্বি উহার রথের চতুর্দিক শোভিত করিয়াছে।
রথিশ্রেষ্ঠ এই রাক্ষসশার্দূল রণভূমি অলঙ্কৃত করিয়া, আদিত্য-
কান্তি রথযোগে আগমন করিতেছে। সূর্য্যারশ্মিসমগত শর-
নিকরে দশ দিক্ উদ্ভাসিত করিয়া ধ্বজপ্রতিষ্ঠিত রাহুমূর্ত্তি দ্বারা
প্রকাশ পাইতেছে। উহার হস্তাংকৃত ত্রিস্থান মত মেঘসমরাবী
অবর্ণমণ্ডিতপৃষ্ঠ অলঙ্কৃত ইন্দ্রশরাসনপ্রাক্ষ্য শরাসনও প্রকাশ
পাইতেছে। উহার ধ্বজপতাকাশোভিত মহারথের শব্দ
মেঘগর্জনের নদৃশ; চারিজন সারথি ঐ রথ চালনা করিতেছে।

রথের উপরে অষ্টত্রিংশৎ ভূবীর এবং কয়েক খান ভীষণ শরাসন ও সুবর্ণপিঙ্গল জ্যামকল রহিয়াছে । দুই পাশ্বে দুই খান ভাস্কর খড়্গও ইহার পাশ্বে শোভা সম্পাদন করিতেছে । এই দুই খড়্গের মুষ্টিপ্রদেশ চতুর্হস্ত ও বিস্তার স্পষ্ট দশ হস্ত । এই যোর্মূর্তি মহাপর্ষতাকার রাক্ষসের গলদেশে রক্তমালা এবং ইহার বর্ণ কৃষ্ণ ও রক্তবর্ণ বদনবিদর কালের মুখের সদৃশ অতি প্রকাণ্ড ; বোধ হইতেছে যেন ভাস্কর সেদবক্ষে অবস্থিতি করিতেছেন । ইহার দুই কাঞ্চনাদদভূষিত বাহু দেখিলে বোধ হয়, যেন পর্ষতরাজ হিমাচল উদ্ধৃৎ শৃঙ্গদ্বয় উন্নত করিয়া আছে । ইহার সুলোচনসম্মান মুখমণ্ডল কুণ্ডলদ্বয় ধারণ করিয়া দুই পুনর্কেশ্বর সদাশ্রিত পূর্ণমণ্ডল চন্দ্রমার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে । মহাবাহো ! ওই যে রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়া বানরগণ সকলেই ভয়ে অস্থির হইয়া দশ দিকে ধাবিত হইয়াছে, তুমি আনয় ইহার পরিচয় প্রদান কর ।

অগিততেজস্বী রাজপুত্র রাম এই কথা জিজ্ঞাসা করিলে পর, মহাতেজা বিভীষণ তাঁহাকে কহিলেন, কুসেরানুজ রাক্ষসরাজ রাবণ মহাতেজস্বী ও মহাবল, এবং তাঁহার কায়া অতি ভীষণ । এই রাক্ষস তাঁহার পুত্র ; দান্যামালিনীর গর্ভনস্তুত ; ইহার নাম অতিকায় । অতিকায় বীৰ্য্যবান ; এবং যুদ্ধে রাবণের সমান ; নিয়ন্ত রক্তজনের পরামর্শ গ্রহণ করে । শাস্ত্রে ইহার বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি । নিশাচর মর্কটবিদগ্ধের চুড়ামণি এবং অশ্বারোহণ, রথারোহণ, গজারোহণ, বজ্রাচালন, ধনুর্দ্ধারণ ও পাশাদি ক্ষেপণে বিলক্ষণ পটু । সান, দান, ভেদ, নীতি এবং মন্ত্রণা বিষয়েও ইহার প্রাধন্য আছে । ইহার বাহুবলের আশ্রয় পাইলে লঙ্কার সমস্ত বিপদ দূর হয় ।

এই অতিকায় তপঃশুদ্ধচিত্তে ব্রহ্মার আরাধনা করিয়া অস্ত্র সকল লাভ ও শত্রুদিগকে পরাজয় করিয়াছে । ব্রহ্মা ইহাকে বর দান করিয়াছেন যে, সুরাসুর ইহাকে বধ করিতে পারিবে

না ; এই দিব্য কবচ এবং এই সূর্য্যাস্ত ভাস্কর রথও ব্রহ্মাই ইহাকে প্রদান করিয়াছেন । এই অতিকায় শত শত বার দেবতা-দিগকে পরাজয় করিয়া রাক্ষসদিগকে রক্ষা করিয়াছে ; অনেক বীর যক্ষদিগকেও বিদ্রবিত কাবরাছে । যে রাক্ষস অস্ত্রগণ দ্বারা ইন্দ্রের নগ্ন স্তম্ভিত এবং যুদ্ধে বরুণের পাশ বিফল করিয়াছিল, এই সেই রাবণপুত্র, দেবদানবদৰ্পস্তু মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় । অতএব পুরুষমণ্ড ! অতিকায় বাণ দ্বারা বানরনৈন্য ক্ষয় করিতে না কবিত্তে আপনি মহুর নিবারণের চেষ্টা করুন ।

এদিকে বলবান্ অতিকায় বানরনৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া শরাসন বিস্ফারণ ও বার বার সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে লাগিল । রথিশ্রেষ্ঠ রথস্থিত মহাকায় অতিকায়কে দর্শন করিয়া বানরগণের মধ্যে যাহারা প্রদান ছিল, তাহারা সকলে তাহার প্রতিদ্রবিত হইল । কুমুদ, দ্বিবিদ, মৈন্দ, নীল ও শরভ রক্ষ ও গিরিশৃঙ্গ লইয়া একত্রে দাবমান হইল । অম্পবিশ্রেষ্ঠ মহাতেজা মহাকায় যুদ্ধনিপুণ অতিকায় কনকভূষিত শরনিকর দ্বারা তাহাদিগের দুক্ষ ও শৈল সকল ছেদন ও তাহাদিগের সকলকেই দিঙ্গ করিল । তাহারা বাণ বর্ষণ দ্বারা ভিন্নগাত্র ও পরাজিত হইয়া অতিকায়কে নিবারণ করিতে সমর্থ হইল না । যৌবনদৰ্পিত সিংহ যুগচূপের ন্যায়, রাক্ষস বানরবীরগণের সমস্ত নৈন্য ত্রাসিত করিয়া তুলিল । বানরগণ আর কেহই যুদ্ধে অগ্রসর হইল না । তখন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় আর কোন বানরকে না মারিয়া পনুর্হস্তে রামের নিকট অগ্রসর হইয়া গর্জিত বচনে কহিল, আমি পনুশর চক্ষে রণোপরি অবস্থান করিতেছি ; আমি সামান্য কাহারও নাগত নুদ্র করি না । যাহার শক্তি থাকে, সে এখনই উদ্যোগী হইয়া আমাকে যুদ্ধ দান করুক ।

রাক্ষসের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রবিনাশন সুগিত্রানন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন , এবং অনর্নিমিত্ত হইয়া অগ্রসর ও ঈষৎ হাস্য করিয়া শরাসন গ্রহণ করিলেন । ক্রোধাধ্বিত নৌমিত্রি অগ্রবর্তী

হইয়া তুণ হইতে বাণ উত্তোলন পূর্বক অতিকায়ের সম্মুখে মগ-ধনু বিস্ফারণ করিলেন । তাঁহার অতিকঠোর জ্যাশব্দ সমস্ত পৃথিবী, আকাশ, সমুদ্র ও মৰ্কটদিগ্‌ পরিপূর্ণ করিয়া রাক্ষসদিগকে ভ্রাসিত করিল । মৌমিহির ভয়ংকর জ্যাশব্দ শ্রবণ করিয়া মহাতেজা রাবণনন্দন মহাবল অতিকায় বিস্মিত হইল ।

তখন অতিকায় লক্ষ্মণকে উদ্ভূত দর্শন করত কুপিত হইয়া নিশিত শর গ্রহণ পূর্বক কহিল, মৌমিজ্যে! তুমি বালক ; বিক্রমপ্রকাশেও তুমি অপটু ; অন্তর্য্য নিবৃত্ত হও ; রথ্য কেন কালাস্তক নদুণ আমার সম্বিত যুদ্ধ করিবে । হিমালয়, কি অন্তরীক্ষ, বা পৃথিবীও আমার বাতনিকিণ্ড বাণেব বেগ সহ্য করিতে সাহস করে না । কালামি নির্দোষ অবস্থায় রহিয়াছে, তুমি তাহাকে প্রস্থালিত করিতে ইচ্ছা করিতেছ । অতএব ধনু ফেলিয়া ফিরিয়া যাও ; আমার সম্বিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া প্রাণ হারাইও না । অথবা দেখিতেছি, তুমি অসম্মতিমানী ; ফিরিয়া যাইতে তোমার ইচ্ছা নাই ; তবে দাঁড়াও ; প্রাণ হারাইয়া যমাগমে গমন করিবে । এই দেখ, আমার হস্তকাঞ্চনভূষিত শাণিত বাণ সকল মাঞ্চান্ধ ক্রোধের দিশূলের ন্যায় নিখরুণের প্রাণহংসারক । ক্রুদ্ধ যুগরাজ যেমন খচ্ছরাজের, আমার এই আশীনিমগ্নদশ বাণ তেমনি তোমার শোণিত পান করিবে । এই কথা বলিয়া অতিকায় শরাসনে শর সঞ্চার করিল ।

পৃথ্বীমহাবল মনসী রাজপুত্র লক্ষ্মণ যুদ্ধে অতিকায়ের সেই সরোম গর্ষিত বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইলেন ; এবং কহিলেন, কেবল বাহ্মাজ্যেই তুমি প্রদান হইতে পার না । আত্মশ্লাঘা করিলেই লোক প্রদান হয় না । ভ্রাতৃহনু ! আমি এই পনুদাণ ধারণ করিয়া অবস্থিতি করিতেছি ; তুমি নিজবল প্রদর্শন কর । কৰ্ণের দ্বারা নিজ পরিচয় প্রদান কর ; আত্মশ্লাঘা করা তোমার উচিত হইতেছে না । বাণের পৌরুষ আছে, তাহাকেই বীর বলা যায় । তুমি ধন্য, রণোপরি অবস্থান করিতেছ ; মৰ্কট-

প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ও ভোগ্যাদি নিকট রাখিয়াছে ; অতএব শর দ্বারা পার, অস্ত্র দ্বারা পার, নিজ পরাক্রম প্রদর্শন কর । তাহার পরে বায়ু যেমন কালপক্ক তাল ফলকে পাতিত করে, আমি তেমনি শাণিত শর দ্বারা তোমার গন্তক পাতিত করিব । আজ আমার কাণ্ডনভূষিত সায়ক সকল তোমার গাত্রে বাণাক্ত হইতে বিনিঃসৃত শোণিত পান করিবে । এ বালক, এই বলিয়া আগায় অবজ্ঞা করিও না , বালকই হই, আর বুদ্ধই হই, জানিবে যুদ্ধে আমি তোমার অস্তক । বালক বিষু তিন পদ দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলেন ।

অতিকায় লক্ষ্মণের যুক্তিসঙ্গত মহার্থনাম্পন্ন বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রুদ্ধ হইল এবং এক উৎকৃষ্ট বাণ গ্রহণ করিল । তৎকালে বিদ্যাধর, ভূত, দেব, দৈত্য, মহর্ষি ও মহাজ্ঞা গুচ্যাকগণ এই যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর অতিকায় কুপিত হইয়া শরাসনে শর সন্ধান পূর্বক যেন আকাশকে দূরে নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি পরিত্যাগ করিল । শক্রঘাতী লক্ষ্মণ আপত্তি আশীবিষমদৃশ এই শর অন্ধ-চন্দ্রশর দ্বারা ছেদন করিলেন । ছিন্নদেহ নর্পের ন্যায় সেই ছিন্ন বাণ দর্শন করিয়া নিশাচর অতিকায় নিরন্তিক্রুদ্ধ হইয়া পঞ্চবাণ গ্রহণ এবং এই পঞ্চবাণ লক্ষ্মণের প্রতি নিক্ষেপ করিল । ভরতানুজ রিপুঘাতী লক্ষ্মণ নিকটে না আসিতে আসিতেই শাণিত শরগণ দ্বারা এই পঞ্চ বাণ ছেদন করিয়া এক প্রাঞ্জলিত শাণিত শর গ্রহণ করিলেন । শর গ্রহণ পূর্বক, ধনুঃশ্রেষ্ঠে যোজনা করিয়া বেগে আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিলেন । আকর্ষণ আকর্ষণ পূর্বক পরিত্যাগ করিলে পর, আনন্তপর্শ বাণ রাক্ষস-শ্রেষ্ঠের ললাট বিদ্ধ করিল । ভীষণ রাক্ষসের ললাটদেশে মগ্ন ও শোণিতে সিক্ত হইয়া এই বাণ অচলবিলনিমগ্ন ভুজঙ্গের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিল । রাক্ষসও লক্ষ্মণের বাণে প্রপীড়িত হইয়া, রক্তবাণাহত ঘোর ত্রিপুর-গোপুরের ন্যায় কম্পিত হইতে থাকিল ।

এবং ক্ষণ পরে আশ্বস্ত হইয়া মনে মনে বলিতে লাগিল, সাধু লক্ষণ ! তুমি যে বাণক্ষেপ করিয়াছ, তাহাতে জানিলাম, তুমি আমার সমযোগ্য শত্রু ।

মনোমধ্যে এইরূপ চিন্তা করিয়া অতিকায় রাক্ষস মহা-ভুজদ্বয় অবনমন করত রথপ্রান্তে উপবিষ্ট হইয়া মুখ ব্যাদান পূর্বক দিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে বিচরণ করিতে থাকিল, এবং এক, তিন, পাঁচ বা সাত বাণ গ্রহণ করিয়া সঙ্কান, আকর্ষণ ও পরিত্যাগ করিতে লাগিল । রাক্ষসেশ্বরের শরাসন-নির্ম্মুক্ত কালান্তকোপম সুবর্ণপুঙ্খ সূর্য্যসঙ্কাশ বাণ সকল আকাশ-তল প্রদীপিত করিল ।

অনন্তর রাঘবানুজ বহু শাণিত শর দ্বারা অবলীলাক্রমে রাক্ষসনিক্ষিপ্ত ঐ বাণসমূহ ছেদন করিলেন । যুদ্ধস্থলে ঐ সমস্ত বাণ হিন্ন হইল দেখিয়া দেবশত্রু রাগনন্দন কম্পিত হইল এবং এক শাণিত শর গ্রহণ করিল । গ্রহণ করিয়া সঙ্কান পূর্বক ঐ বাণ সম্মুখপাতী গৌমিত্রির বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল । গৌমিত্রি যুদ্ধস্থলে অতিকায় কর্তৃক আহত হইয়া, মদমত্ত হস্তী যেরূপ মদ ধারা, সেইরূপ সবেগে রুধির ধারা প্রাব করিতে লাগিলেন । ক্ষণপরেই বিভূ আত্মাকে বেদনাশূন্য করিয়া এক তীক্ষ্ণ শর গ্রহণ পূর্বক আগ্নেয়াস্ত্র মস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিলেন । অগ্নি ঐ বাণ এবং ধনুও প্রাক্কলিত হইয়া উঠিল । মহাতেজা অতিকায়ও রৌদ্রাস্ত্র গ্রহণ করিয়া ভুজদ্বয়তম সুবর্ণপুঙ্খ ঐ বাণ শরাসনে যোজনা করিল । অন্তক যেমন দণ্ড, লক্ষণ তেমনি দিব্যাস্ত্রে অভি-মন্ত্রিত পুরোক্ত বাণ অতিকায়ের প্রাতি নিক্ষেপ করিলেন । নিশাচরও আগ্নেয়াস্ত্রে অভিমন্ত্রিত বাণ দর্শন করিয়া সূর্য্যাস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া রৌদ্র বাণ ক্ষেপণ করিল । আকাশতলে তেজঃপ্রদীপ্তা ঐ উভয় বাণ ভুজদ্বয়ের নায় পরস্পরকে অভি-ঘাত করিতে লাগিল ; পরে পরস্পর দক্ষ, শিখাশূন্য ও ভস্মসাৎ হইয়া পৃথিবীতলে পতিত হইল, আর প্রকাশ পাইল না । অনন্তর

অতিকায় ক্রুদ্ধ হইয়া ভৃষ্টদেবতাক ঐমিকান্ত্র নিক্ষেপ করিল ।
যীৰ্য্যবান্ সৌমিত্রি ঐক্ষ্মাস্ত্রে উহা ছেদন করিলেন । ঐমি-
কান্ত্র ছিন্ন হইল দেখিয়া কুগার রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া
যাম্যাত্র মস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া লক্ষ্মণের প্রতি বাণ ভ্যাগ
করিল । লক্ষ্মণ বায়ব্যাস্ত্রে ঐ অস্ত্র নিবারণ করিলেন, এবং
মেঘ যেমন ধারা বর্ষণ দ্বারা পৰ্ব্বতকে আচ্ছন্ন করে, ক্রুদ্ধ
হইয়া রাবণনন্দনের উপর সেইরূপ শরদ্বারা বর্ষণ করিলেন । ঐ
সকল শর রাবণনন্দনের বজ্রগণ্ডিত বস্ত্রে প্রতিহত হইয়া সহসা
ভূমিতলে পতিত হইল । শত্রুহস্তা মহাযশা লক্ষ্মণ বাণসমূহকে
ব্যর্থ দর্শন করিয়া এককালে সচস্র বাণ বর্ষণ করিলেন । কিন্তু
কবচক্ষিত দেহ অতিকায় বাণবর্ষণে অভিরূষ্ট হইয়াও ব্যথিত
হইল না । যখন নরোত্তম লক্ষ্মণ যুদ্ধে তাহাকে ব্যথিত করিতে
পারিলেন না । তখন পবনদেব তাঁহার কর্ণে আসিয়া কহিলেন, ব্রহ্মা
ইহাকে বর দান করিয়াছেন যে ইহার কবচ কিছুতেই ছিন্ন
হইবে না ; অতএব আপনি ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারাই কবচ ছেদন করুন ;
অনাথা পারিবেন না । কবচধারী এই বলবান্ অন্য অস্ত্রের
অবধ্য ।

ইন্দ্রসমানবীৰ্য্য সৌমিত্রি পবনের বাক্য শ্রবণ করিয়া উগ্র-
বেগ ব্রহ্মাস্ত্র সঙ্ধান করিলেন । সুমিত্রানন্দন শাণিত শ্রেষ্ঠ বাণের
অগ্রভাগে ঐ ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিবামাত্র দশ দিক্, সূর্য্য চন্দ্র
প্রভৃতি মহাগ্রহ সকল, আকাশ ও পৃথিবী শব্দিত হইয়া উঠিল ।
বাণে ব্রহ্মাস্ত্র যোজনা করিয়া লক্ষ্মণ ঐ বজ্রকম্প, যমদূত সদৃশ
বাণ যুদ্ধে ইক্ষ্মারিপুত্র অতিকায়ের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ।
অতিকায় দেখিল, ঐ লক্ষ্মণবিসৃষ্ট সূবর্ণ ও বজ্রবিচিত্রিত-পুঙ্খ
বায়ুবেগ বাণ প্রবুদ্ধবেগে আগমন করিতেছে । দেখিয়া অতি-
কায় উহার উপর সহসা অনেক শাণিত বাণ নিক্ষেপ করিল ;
কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না ; বাণ উহার নিকটে উপ-
স্থিত হইল । তখন অতিকায় ঐ প্রদীপ্ত কালান্তকল্প বাণে

শত শত শক্তি, ঋষি, কুঠার শূল ও শর আঘাত করিতে লাগিল, কিন্তু বাণ সমস্ত অদ্ভুতাকার অস্ত্র শস্ত্র ব্যর্থ করিয়া, সহসা অতিকায়ের কিরীটভূষিত মস্তক হরণ করিল। তাহার শিরজ্ঞান সহিত মস্তক লক্ষ্মণের বাণে ছিন্ন হইয়া, হিমাচলের শৃঙ্গের ন্যায়, সহসা ভূতলে পতিত হইল। তাহার উষ্ণীশ ও আভরণভূষিত মস্তক ভূমিতলে পতিত হইল, দর্শন করিয়া, হতাবশিষ্ট সমস্ত নিশাচরই নিরতি ব্যথিত হইল। বারম্বার প্রাণে সকলেই শ্রাস্ত হইয়াছিল, এক্ষণে আবার অতিকায়ের মস্তক ছিন্ন হইল দেখিয়া, সকলেই কাতর ও বিষন্নবদন হইয়া বিবিধ স্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। এইরূপে সেনাপতি নিহত হইলে পর রাক্ষসগণ আর কেহ কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ভয়ে দাবগান হইয়া নগরাভি মুখেপ্রস্থান করিল।

এদিকে আনন্দে বানরগণের বদন প্রফুল্ল পদ্মের ন্যায় শোভা ধারণ করিল। দুর্জয় শত্রুর নিধন হওয়ায় তাহারা লক্ষ্মণের পূজা করিতে লাগিল।

—০ঃ০—

দ্বিসপ্ততি সর্গ ।

লক্ষ্মণ অতিকায়কে সংহার করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া রাক্ষস-রাজ উৎকণ্ঠিত হইলেন, এবং কহিলেন, পরমক্রোধন-স্বভাব শস্ত্রধারিশ্রেষ্ঠ ধূম্রাক্ষ, অকম্পন, প্রহস্ত এবং কুস্তকর্ণ, ইহারা মহাবলবান্, বীর ও শত্রুসৈন্যের জেতা ; সতত যুদ্ধের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইত, কখনও কোথাও পরাজিত হয় নাই ; কিন্তু অক্লিষ্টকর্মা রাম এক এক করিয়া ইহাদিগের সকলকেই সংহার করিল। এতদ্বিত্ত সে অন্যান্য মহাকায়, নানাশস্ত্রবিশারদ, মহাবল, মহাশূর বিস্তর রাক্ষসকে বিনাশ করিয়াছে। আমার পুত্র বিখ্যাতবলপৌরুষ ইন্দ্রজিৎ সেই বললব্ধ বাণ দ্বারা দুই জাতাকে বন্ধন করিয়াছিল, সমস্ত মহাবল সুর কি অশুর, গন্ধর্ব্ব কি বক্ষ, কি পন্নগ, কেহই সে বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কিন্তু

জানি না, রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতা কি স্ব স্ব প্রভাব, না ঈশ্বরজাল
বলেই সেই শরবন্ধন হইতে মুক্তি পাইল ! আমার আজ্ঞানুসারে
যে সমস্ত বীর রাক্ষস যুদ্ধাথ বহির্গত হইয়াছিল, স্তম্ভাবল বানর-
গণ তাহাদিগের সকলকেও সংহার করিয়াছে ! অতএব বীর
সুগ্রীব ও বিভীষণ এবং সৈন্যসহকৃত রাম লক্ষ্মণকে শাসন করে,
আমি আর একরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না । অহো, রামের
বল অতি অদ্ভুত ! তাঁহার অস্ত্রেরও বল আশ্চর্য্যজনক ! তাঁহার
বিক্রমের স্পর্শমাত্র পাইয়া রাক্ষসগণ নিহত হইল ! অতএব
বোধ হয় বীর রাম সাক্ষাৎ অনাময় নারায়ণ ; তাহা না হইলে
তাঁহার ভয়ে লঙ্কার দ্বার ও গোপুর সকল বন্ধ রাখিতে হইবে
কেন ! যাগী হউক, সমুদায় সেনানিবেশকে অতি সাবধান
হইয়া নগরী রক্ষা করিতে হইবে । সীতা যথায় অবস্থিতি করি-
তেছে ; সেই লোকবনেরও সম্যক রক্ষা বিধান করা কর্তব্য ।
রাক্ষসগণ ! নিষ্ক্রমণ বা প্রবেশ কালে সকলকারই বিলক্ষণ অনু-
সন্ধান লইবে ; বিশেষ সেনানিবেশ স্থলে বার বার এইরূপ
করিবে । সৰ্ব্বত্র সৈন্য বেষ্টিত হইয়া অবস্থিতি করিবে । প্রদোষ
কালেই হউক, অর্দ্ধ রাত্রি সময়েই হউক, আর প্রভাত্য কালেই
হউক, বানরদিগের গমনাগমন লক্ষ্য করিবে । কখনও বানর-
দিগের প্রতি তাক্ছিল্য করিবে না । শত্রু সৈন্য যুদ্ধার্থ উদ্ভাস্ত
হইয়াছে, কি লঙ্কার দিকে আগমন করিতেছে, কি যেস্থানে ছিল
সেই স্থানেই রহিয়াছে, এই সকল অতি মনোযোগ পূর্ব্বক দর্শন
করিবে ।

লঙ্কাধিপতির বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল রাক্ষসগণ যথোক্ত
সাধন করিতে প্ররম্ভ হইল । রাক্ষসনাথ রাবণও রাক্ষসদিগকে
আজ্ঞা প্রদান করিয়া প্রদীপ্ত শোকশলা বহন করত নিজ আলয়ে
প্রবেশ করিলেন ।

অনন্তর রাক্ষসরাজের কোপাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ;
এবং তিনি নিভান্ত কাতর হইয়া, পুত্রের মৃত্যু বিষয় চিন্তা

করিতে করিতে বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ।

—(.)—

ত্রিসপ্ততি তম সর্গ ।

অনন্তর হস্তাবশিষ্ট রাক্ষসগণ বেগে আগমন করিয়া রাবণকে সংবাদ দিল, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ অতিকায় ও দেবাস্ত্রকাপি নিহত হইয়াছে । তাহারা নিহত হইয়াছে, সহসা এই বার্তা শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ অশ্রুপূর্ণ লোচনে মোহ প্রাপ্ত হইলেন, পরে ঘোর জাহ্নবধ ও পুত্রবধ ভাবনা করিয়া দীর্ঘ চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন ।

তখন রাজাকে কাতর ও চিন্তাগগরে নিমগ্ন দর্শন করিয়া, রাজকুমার মহারথ ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, পিতঃ ! ইন্দ্রজিৎ জীবিত থাকিতে আপনি একুপ কাতর হইবেন না । হে রাক্ষসাদিপতে ! একুপ কেহই নাই যে সমরে ইন্দ্রজিৎের বাণ দ্বারা আতত হইয়া জীবিত থাকিতে পারে । এখনই দেখিবেন, আমার বিচিত্র বাণ-সমূহে সর্বাঙ্গে ব্যাপ্ত ও বিদ্ধ হইয়া রাম লক্ষ্মণ দেহ বিকিরণ পূর্বক ভূমিতলে শয়ন করিয়াছে । হে ইন্দ্রশত্রো ! নিজ সহজ বল ও ব্রহ্মদত্ত বরের বল অনুসারে আমি এই নিশ্চয় প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে আমি এখনই অমোঘ শরসমূহ দ্বারা রাম লক্ষ্মণের যুদ্ধপিপাসা চিরকালের জন্য শান্ত করিব । আজ ইন্দ্র, যম, বিষ্ণু, রুদ্র, সাধ্যগণ, অগ্নি, চন্দ্র, ও সূর্য্য বলির যজ্ঞ স্থলে বিষ্ণুর প্রচণ্ড বিক্রমের ন্যায় আমার অগ্রগেয় পরাক্রম দর্শন করিবেন ।

মহাবল ইন্দ্রজিৎ এই কথা কহিয়া রাজার অনুমতি লইয়া, দেবধনু ও দেব খড়্গাদি অস্ত্র শস্ত্রে পরিপূর্ণ বায়ুবেগ রথে আরোহণ করিল । অরিন্দম মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্ররথসদৃশ এইপ্রকার রথে আরোহণ করিয়া, বেগে যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল । মহাক্ষা ইন্দ্রজিৎ যাত্রা করিলে, উৎকৃষ্ট দনুর্হস্ত সহস্র সহস্র মহাবল রাক্ষস সহস্র চিহ্নে তাহার অনুগামী হইল । ভীমবিক্রম

নিশাচরগণ প্রাণ, মুদগর, শূল, পরশু, গদা, ভুজঙ্গি, যষ্টি, শতশ্রী ও পরিঘাদি ধারণ করিয়া কেহ গজ্জে, কেহ অশ্বে, কেহ ব্যাঘ্রে, কেহ রশ্মিকে, কেহ মার্জ্জারে, কেহ গর্দভে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ ভুজঙ্গে, কেহ বরাহে, কেহ ভঙ্গুকে, কেহ সিংহে, কেহ পরিতা-কার জম্বুকে, কেহ কাকে, কেহ হংসে, কেহ কেহ বা ময়ূরে আরোহণ পূর্বক, যাত্রা করিল। বীৰ্য্যবান্ ইন্দ্রজিৎ সহস্র সহস্র পরিপূরিত শস্যের শব্দ ও ভেরীর শব্দের সহিত যুদ্ধস্থলে যাত্রা করিল। শশিসমবর্ণ শব্দ ও ছত্র দ্বারা শত্রুসূদন ইন্দ্রজিৎ পূর্ণমণ্ডল চন্দ্র দ্বারা নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইল। সর্ষ-ধনুষ্কারিশ্রেষ্ঠ সেই বীরের পার্শ্বে সুবর্ণদণ্ডসম্পন্ন সুবর্ণবিভূষিত চামর সকল বীজিত হইতে থাকিল। তৎকালে সূর্য্যাসমকাস্তি ইন্দ্রজিৎের দ্বারা লক্ষা নগরী, ভাঙ্করকাস্তি ভাঙ্কর দ্বারা আকাশ-তলের ন্যায় শোভা ধারণ করিল।

অনন্তর মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ জয়সাদন হোমভূমি নিকুন্তিল স্থানে উপস্থিত হইয়া রথের চতুর্দিকে রাক্ষসী সেনা স্থাপন করিল। তদনন্তর অগ্নিসমপ্রভ প্রতাপশালী রাক্ষসরাজপুত্র উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক যথা বিধানে অগ্নিতে আহুতি দান করিতে প্রবৃত্ত হইল। গন্ধমালা সংকৃত লাজ দ্বারা অগ্নির পূজা করিয়া অগ্নিতে হব্য সামগ্রী সমর্পণ করিতে আরম্ভ করিল। অস্ত্র সকল এই যজ্ঞের শরণপ্রদ, রক্তবস্ত্র সকল বিভীতক সমিধ, এবং কাৰ্য্যায়স নিৰ্ম্মিত শস্ত্র সকল স্তব হইল। ইন্দ্রজিৎ এই স্থানে অগ্নিস্থাপন করিয়া তোমরাত্তরূপ শরণপ্রদ দ্বারা সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগমুণ্ড ছেদন করিল। এবং জীবিত থাকিতে থাকিতেই মুণ্ড ও কলশের সহিত এই স্থানে আহুতি দান করিল। অগ্নি ছত্ৰাশন নিধূম শূল শিখা বিস্তার পূর্বক জ্বলিত হইয়া বিজয়সূচক সমুদায় চিহ্ন প্রকাশ করিলেন। হতভুক কাঞ্চন সমবর্ণ ধারণ করত দক্ষিণাবর্তে স্মরণ উখিত হইয়া এই হব্য গ্রহণ করিলেন। তখন অস্ত্রবিশারদ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্ম মন্ত্রে স্বীয় অস্ত্র শস্ত্র অভিমন্ত্রিত

করিল ; ধনু, রথ এবং কবচও মস্তপুত করিয়া লইল । এইরূপে অস্ত্র শস্ত্র অভিমন্ত্রিত ও অগ্নিতে আহুতি প্রদত্ত হইলে পর সূর্য্যপ্রহ চন্দ্র ও নক্ষত্র মণ্ডল সহিত নভস্থল বিদ্রম্ব হইয়া উঠিল । অচিন্ত্য-বীৰ্য্য পাবকসমভেজা মহেন্দ্রসম প্রভাব ইন্দ্রজিৎ এইরূপে বস্ত্র সমাপন করিয়া ধনু, রথ, অগ্নি, অশ্ব ও শূল লইয়া আকাশে অন্তর্ধান করিল । অনন্তর রথাস্থমাকীর্ণ ধ্বজপতাকা শোভিত রাক্ষস সৈন্য যুদ্ধাকাজ্জ্বায় সিংহনাদ করিতে করিতে যাত্রা করিল । তাহারা যুদ্ধ স্থলে তোমর, অকুশ প্রভৃতি বিবিধ ধরবেগ সুভূষিত অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল । রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া নিশাচরদিগের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূর্ব্বক করিল, তোমরা বানরদিগকে সংহার করিবার জন্য হস্তোত্তঃকরণে যুদ্ধ কর । তখন তাহারা সকলে জয়াকাজ্জ্বায় গর্জ্জন করিতে করিতে ভীষণ বানরদিগকে শরশ্রুতি দ্বারা বর্ষণ করিতে লাগিল । ইন্দ্রজিৎ ও রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া নালীক, নারীচ, গদা ও মুষণ সমূহ দ্বারা বানরদিগকে যুদ্ধ স্থলে ছেদন করিতে লাগিল । রক্ষসোধী বানরগণও আহত হইয়া রাবণ-নন্দনের উপর বৈগে বৃক্ষ বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল । তখন মহাতেজা মহাবল রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বানরগণের দেহ ছিন্ন ভিন্ন করিতে লাগিল । রাক্ষসদিগের হর্ষোৎপাদন পূর্ব্বক, এক এক বাণে নয়, পাঁচ ও সাত সাত বানরকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল । সুজর্জয় বীর সুবর্ণবিভূষিত সূর্য্য-সংকাশ বাণগণ দ্বারা যুদ্ধে বানরদিগকে মন্থন করিতে থাকিল । বানরগণ বিন্দুকলেবর ও শরপীড়িত হইয়া সুরগণ দ্বারা মহাসুর-দিগের ন্যায়, যেন মথিত হইয়া পতিত হইতে লাগিল । ইন্দ্র-জিৎ প্রস্থলিত বাণ রূপ কিরণজানে যুদ্ধভূমিতে যেন ঝলিতে ছিল, বানরশ্রেষ্ঠগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ধাবমান হইল । কিন্তু অবিলম্বে তাহারা সকলেই বিদ্ধদেহ, বিচেতন, ব্যথিত ও সর্বাঙ্গে শোণিতাক্ত হইয়া পলায়ন করিতে লাগিল । রামের

জনা পরাক্রম প্রকাশ করিয়া শাখাযুগ সকল সময়ে জীবন ত্যাগ করিতে থাকিল। পরাবৃত্ত হইয়াও তাহারা শিলাধারণ পূর্বক গর্জন করিতে লাগিল। দৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক যুদ্ধস্থলে অবস্থিতি করিয়া রাবণনন্দনের উপর রক্ষ, পর্ত্তশৃঙ্গ ও শিলা-সকল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু মহাতেজা সমরজয়ী রাবণনন্দন বাণপ্রতিরোধক ঐ মহারক্ষ ও শিলাবর্ষণ সমস্ত নিবারণ করিল, অগ্নিসংকাশ আশীবিষসদৃশ বাণসমূহ দ্বারা নিখিল বানরীসেনা বিদ্ধ করিতে লাগিল; অষ্টাদশ তীক্ষ্ণ শরে গন্ধমাদনকে বিদ্ধ করিয়া দুরস্থিত নলকে নয় বাণে বিদ্ধ করিল। এইরূপ মর্ষবিদারণ সাত বাণে মৈন্দ্র, পঞ্চ বাণে গজ, দশ বাণে জাম্ববানু, ত্রিংশৎ বাণে নীল, এবং বরপ্রাপ্ত বাণগণ দ্বারা সুগ্রীব, ঋষভ, অঙ্গদ ও হিবিদকে বিদ্ধ করিয়া নিষ্কর্জীব করিয়া ফেলিল। কালাগ্নির ন্যায় কোণে পরিপূর্ণ হইয়া অন্যান্য প্রধান প্রধান বানরদিগকেও বহুশরে বিদ্ধ করিল। এইরূপে সুনিষ্কিণ্ড সূর্য্য-সকাশ শীতগতি শরনিকর দ্বারা মহারণে বানরবাহিনীকে নিশ্চ-খিত করিতে লাগিল; এবং শরজাল পীড়িতা বানরবাহিনীকে ব্যাকুলিতা ও রুধিরগিত্তা দেখিয়া মহানন্দে নিরীক্ষণ করিতে থাকিল। অনন্তর মহাতেজা বলবানু রাবণনন্দন ইন্দ্রজিৎ পুংস্কায় দারুণ বাণ বর্ষণ ও অস্ত্রবর্ষণ করিয়া চতুর্দিকে বানরদিগকে মর্দন করিতে আরম্ভ করিল। নীল জলধর বেমন জলধারা বর্ষণ করে, রাক্ষসরাজকুমার ভেমনি, অদৃশ্য হইয়া, বানরবাহিনীর সম্বকোপরি হইতে উদ্ধে উখিত, পরক্ষণেই আবার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া ভয়ঙ্কর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিল। অঙ্গি-সঙ্কাশ বানরগণ, ইন্দ্রজিৎের বাণ দ্বারা ছিন্ন ভিন্ন ও মারায় মোহিত হইয়া, বিকট স্বরে চীৎকার করিতে করিতে বজ্রাহত মহাপর্যন্তের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল। রণস্থলে তাহারা কেবল শাণিতাঙ্গ শরসমূহ দর্শন করিতে লাগিল; কিন্তু মার্য্য-প্রজ্বর ইন্দ্রশক্ রাক্ষস ইন্দ্রজিৎকে দেখিতে পাইল না।

অনন্তর সেই মহাবল রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সূর্যাসমপ্রভ শাণিতাঞ্জন বাণ-
গণ দ্বারা দশ দিক্ আচ্ছাদন ও প্রধান প্রধান বানরদিগকে
বিদারণ করিতে আরম্ভ করিল। সে বানরসৈন্যমধ্যে অতি
প্রাচীণ অনলসমিভ শূল, নিখিংশ ও পরশু সকল নিক্ষেপ করিতে
লাগিল ; ঐ সমস্ত শূলাদি হইতে সঙ্কুলিঙ্গ বহিঃ নির্গত হইতে
থাকিল। বানরমুখপতিসকল ইন্দ্রজিতের পাবকসঙ্কাস বাণ
সমূহে বিদ্ধ হইয়া প্রাক্কটিত কিংকরুক্ষের শোভা ধারণ করিল।
তাহারা রাক্ষসশ্রেষ্ঠের বাণে নিরতিশয় বিদ্ধ হইয়া ভীমস্বরে
চীৎকার করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরের নিকট উপস্থিত
হইয়া পতিত হইতে লাগিল। কেহ কেহ ইন্দ্রজিৎকে দেখিবার
জন্য আকাশের দিকে উর্দ্ধদৃষ্টি করিযামাত্র, নয়নে আহত হইয়া,
পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া ভূতলে পতিত হইতে
থাকিল। রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ প্রাস, শূল ও শাণিত বাণসমূহ
দ্বারা বানরশাট্ঠল হনুমান, সুগ্রীব, অঙ্গদ, গন্ধমাদন, কাম্ববানু,
সুবেণ, বেগদশী, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, গবাক্ষ, গবয়, কেশরী,
হরিলোমা, বিভ্রান্ট, সূর্য্যানল, জ্যোতিষ্মুখ, দধিমুখ, পাবকাক্ষ,
নল ও কুমুদকে বিদ্ধ করিল।

রাবণনন্দন এইরূপে গদা ও সুবর্ণবর্ণ বাণসমূহ দ্বারা বানর-
দিগকে পেষণ ও বিদ্ধ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণের উপর সূর্য্যকিরণ-
সঙ্কাস শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। পরমাত্তুতীক
রামচন্দ্র বাণবর্ষণে অভিরূষ্ট হইয়া, জলধারার ন্যায় অনায়াসে
উহা সহ্য করিয়া, লক্ষ্মণের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ পূরক কহিলেন,
লক্ষ্মণ ! রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মাঙ্গ অবলম্বন পূরক বানরসৈন্য
নাশ করিয়া আগাদিগেরও উপর অজস্র ব্রহ্মময়পুত অস্ত্রসমূহ
বর্ষণ করিতেছে। ভীমকায় মহাবল ইন্দ্রজিৎ ব্রহ্মার নিকট বর
লাভ করিয়াছে, এবং অদৃশ্যভাবে আকাশে অবস্থিতি করি-
তেছে, সুতরাং ইহাকে দেখিতে না পাইলে কি করিয়া বিনাশ
করা যাইবে। আর যিনি এই বিধের সৃষ্টি ও সংহার কর্তা ;

এই অস্ত্র সেই অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্ স্বয়ম্ভূত ; অতএব হে ধ্যান-সম্পন্ন ! তুমি বুদ্ধে মনঃসংযোগ পূর্ব্বক হিরচিত্তে আমার সহিত এই বাণপতন সহ্য কর । এই রাক্ষসজ্যেষ্ঠ বাণরুষ্টি করিয়া, দশ দিক আচ্ছন্ন করিয়াছে ; প্রধান প্রধান বীর নিপতিত হওয়ায় স্ত্রীদিবের সেনার আর সে শোভা নাই । এক্ষণে যদি আমরা হর্ষরোষশূন্য হইয়া যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া বিচেতনের ন্যায় ভূমিতে শয়ন করি, তাহা হইলে আমাদেরিগকে তাদৃশ দর্শন করিয়া ইন্দ্রজিৎ স্তূতরাং জয়লক্ষী প্রাপ্ত হইলাম ভাবিয়া লক্ষ্যসম্যে প্রবেশ করিবে । এইরূপ পরামর্শ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎের অস্ত্রক্ষেপে তৎকালে অতীব বাধিত ও চেতন শূন্য হইলেন । ইন্দ্রজিৎও তাঁহাদিগকে তদবস্থ করিয়া আনন্দে যুদ্ধস্থলে গিহনাদ করিতে লাগিল ।

এইরূপে যুদ্ধস্থলে বানরসৈন্য এবং রাম ও লক্ষ্মণকে বিচেতন করিয়া ইন্দ্রজিৎ বেগে রাবণপালিতা নগরী মধ্যে প্রবেশ করিল ; রাক্ষসগণ স্তব করিতে করিতে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন করিল । পুরীসম্যে প্রবেশ করিয়া ইন্দ্রজিৎ পিতাকে যুদ্ধবৃত্তান্ত লম্বা নিবেদন করিল ।

চতুঃসঙ্কতিতম সর্গ ।

রণস্থলে রাম ও লক্ষ্মণ বিচেতন হইলে পর সমস্ত বানরসৈন্যও বিমোহিত হইল ; স্ত্রীদিব, নীল, অঙ্গদ, এবং জাম্ববানেরও চেতনা রহিল না । এই প্রকার সকলকেই বিচেতন দর্শন করিয়া বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ বিভীষণ কালোচিত উৎকৃষ্ট বাক্যে বানরবীরদিগকে আশ্বাস দান পূর্ব্বক কহিলেন, ভয় নাই, ভয় নাই ; রাম লক্ষ্মণ বিচেতনপ্রায় হইরাছেন বলিয়া, বিষম হইবার কোন কারণই নাই ; বুদ্ধমস্ত্রের মান রক্ষা করা অবশ্য কর্তব্য, এই জন্যই

ভাঁহারাই ইচ্ছাজিহের অন্তর্ভুক্ত প্রায় হইয়াছেন। স্বয়ং বুদ্ধা ইচ্ছাজিহকে অমোঘবীৰ্য্য বুদ্ধান্ত্র প্রদান করিয়াছেন; বুদ্ধ স্থলে সেই অস্ত্রের মান রক্ষা করিবার জন্যই, প্রভু রাম ও লক্ষ্মণ ভূমিতলে শয়ন করিয়াছেন; অতএব বিবাদের হেতু কি?

তখন বিভীষণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক ধীমান্ হনুমান্ বুদ্ধা-স্ত্রের মান রক্ষা করা সকলেরই কর্তব্য, এই কথা বলিয়া বিভী-ষণকে কহিলেন, অস্ত্রনিহত বলবান্ এই বানরসৈন্য মধ্যে বাহারাই এখনও প্রাণ ধারণ করিতেছে, আম্র, তাহাদিগের অনুসন্ধান করি। এই বলিয়া হনুমান্ ও বিভীষণ উভয়ে একত্রে উচ্চা হস্তে লইয়া সেই রাত্রিকালে রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ভান্বরশরজালনিপাত্তিত পর্ত্তাকার বানরবীরগণে বনুষ্করা সমাচ্ছন্ন হইয়া আছে; কাহারও লাদুল, কাহারও হস্ত, কাহারও উরু, কাহারও পাদ, কাহারও অঙ্গুলি, কাহারও বা ঐবা ভগ্ন হইয়াছে। সকলেরই গাত্র হইতে অজস্র রুধিরধারান্বিত হই-তেছে। ভাঁহারাই দেখিলেন, সুগ্রীব, অঙ্গদ, নীল, শরভ, গঙ্-গাদন, জাম্ববান্, সুষণ, বেগদর্শী, মৈন্দ, নল, জ্যোতিষ্মথ ও বিবিদ বানর, সকলেই রণে নিহত হইয়াছে। সাময়িকাল মধ্যে সম্ভবষ্টি কোটি বলবান্ বানর বুদ্ধান্ত্রে নিহত হইয়াছে।

সাগর সমান বানরসৈন্য সমস্ত বাণমখিত হইয়াছে দর্শন করিয়া হনুমান্ ও বিভীষণ জাম্ববানের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। প্রজাপতিনন্দন জাম্ববান্ একে রুদ্ধ ও জরাগ্রস্ত; তাহাতে আবার শত শরে সর্সাদে বিদ্ধ হইয়া যেন নির্দোষপুংখ অনলের ন্যায় হইয়াছেন। দর্শন করত নিকটে গমন করিয়া বিভীষণ কহিলেন, আৰ্য্য! তীক্ষ্ণ শত বাণে বিদ্ধ হইয়া এখনও ত আপ-নার প্রাণ বিয়োগ হয় নাই?

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ পূর্বক ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববান্ অতিক্রান্তে বাণ্ড্ৰিন্দ্ৰি করিয়া কহিলেন, হে মহাবীৰ্য্য রাক্ষসরাজ! আমি কেবল কথায় তোমাকে চিনিতে পারিতেছি; কিন্তু নিশ্চিত

শরমিকরে বিদ্ধ হইয়া চক্ষে তোমার দেখিতে পাইতেছি না । বাহা হউক, হোঁস্বত ! যাঁহাকে পুত্র লাভ করিয়া অঞ্জনা সৎ-পুত্রবতী ও ভগবান্ বারু সৎপুত্রবান্ হইয়াছেন, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান কি জীবিত আছে ?

জাম্ববানের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ উত্তর করিলেন, আপনি এতু রাম লক্ষ্মণের কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া হনুমানের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছেন কেন ? আৰ্য্য ! আপনি হনুমানের প্রতি যেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন, রাজা সুগ্ৰীব, অঙ্গদ, বা রাম লক্ষ্মণের প্রতি সেরূপ স্নেহ প্রদর্শন করিতেছেন না ।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া জাম্ববান্ কহিলেন, হে রাক্ষসশার্দূল ! আমি যে পবননন্দনের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার কারণ বলিতেছি শ্রবণ কর । এই বীর যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলে বানরসৈন্য মরিলেও মরে নাই ; আর এই হনুমানের যদি জীবন ত্যাগ হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমরা জীবিত থাকিলেও মরিয়াছি । তাত ! বীৰ্য্যে অনলের সদৃশ পবনভূল্য পবননন্দন যদি জীবিত থাকে, তাহা হইলেই আমরা জীবনের আশা করিতে পারি । তখন পবননন্দন হনুমান রক্ত জাম্ববানের নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার চরণযুগল ধারণ পূর্বক বিনীতভাবে কহিলেন, আমি হনুমান প্রণাম করিতেছি । হনুমানের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্যাকুলেন্দ্রিয় ঋক্ষশ্রেষ্ঠ জাম্ববানের বোধ হইল, যেন তিনি তৎকালে পুনর্জন্ম লাভ করিলেন । অনন্তর মহাতেজা জাম্ববান্ হনুমান্কে কহিলেন, এস, বানরশ্রেষ্ঠ, বানরদিগকে পরিভ্রাণ কর । তোমার ন্যায় পরাক্রম আর কাহারও নাই, তুমিই বানরদিগের পরম সখা । তোমারই পরাক্রম প্রকাশের সময় উপস্থিত হইয়াছে ; অন্য আর কাহাকেও দেখিতেছি না । তুমি ঋক্ষ ও বানরবাহিনীর চৰ্য্যোৎপাদন কর ; রামলক্ষ্মণও বিচেষ্টন হইয়াছেন ; তুমি তাঁহাদিগের শল্যোদ্ধার কর । উপর্যুপরি সাগর পার হইয়া, অতি দূর পথ

অতিক্রম পূর্বক পর্বতরাজ হিমাচলে গমন করিবে। হে অগ্নি-
নিস্ফদন! তাহার পর অদ্যন্ত পর্বতশ্রেষ্ঠ ঋষভ ও কৈলাস
পর্বত দর্শন করিবে। বীর! সেই দুই পর্বতের শিখরের
মধ্যস্থলে সন্ধ্যোষধিসমাম্বিত সমুজ্জ্বল ওষধি পর্বত দেখিতে পাইবে।
হে বানরশ্রেষ্ঠ! দেখিবে, ঐ পর্বতের অগ্রভাগে চারিধাকার
ওষধি জন্মিয়াছে; এই চারি ওষধি স্ব স্ব প্রভাৱ দশ দিক উদ্-
ভাসিত করিয়া আছে। উহাদিগের নাম যুতসঞ্জীবনী, বিশল্য-
করণী, সুবর্ণকরণী, এবং সঙ্কানকরণী। হনুমান্! এই ওষধি-
চতুষ্টয় লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন কর। হে পবননন্দন। বানর-
দিগকে প্রাণ দান করিয়া আশ্বস্ত কর।

বানুবেগে সাগর যেমন স্ফীত হয়, জাহ্নবানের বাক্য শ্রবণ
করিয়া হনুমান্ তেমনি বলরুদ্ধি করিয়া স্ফীত হইলেন। তিনি
বখন পর্বতাগ্রে অবস্থিতি করিয়া পর্বতকে নিপীড়ন করিতে
লাগিলেন, তখন তাঁহাকেও আর এক পর্বতের ন্যায় বোধ
হইতে লাগিল। বানরের পাদপীড়িত হইয়া ঐ পর্বত নিমগ্ন
হইতে থাকিল, নিরতি নিপীড়িত হইয়া, আর যথাস্থানে অব-
স্থিতি করিতে পারিল না। বানরের বেগ হেতু উহার প্রান্তর
সকল ভূমিতে পতিত ও পরস্পর সংঘটিত হইয়া স্থলিত হইল।
হনুমান্ পীড়ন করাতে উহার শৃঙ্গ সকলও বিশীর্ণ হইল। পবন-
নন্দনের নিপীড়নে বৃক্ষ ও শিলাপটু ভগ্ন হইয়া, পর্বত ঘূর্ণিতে
লাগিল; স্তম্ভরাং তরুপার অবস্থিতি করা বানরদিগের পক্ষে
কঠিন হইয়া উঠিল। লঙ্কার মহাদ্বার সকলও ঘূর্ণিত হইতে থাকিল;
এবং গৃংগোপুর সকল ভগ্ন হইয়া পতিত হইতে লাগিল;
সমস্ত লঙ্কা ভয়ে আকুল হইয়া পড়িল; বোধ হইল যেন লঙ্কা
রাত্রিতে নৃত্য আরম্ভ করিয়াছে। অচলসঙ্কশ পবননন্দন এই-
রূপে অচলকে নিপীড়ন করিয়া সাগরসহিতা পৃথিবীকে বিচলিত
করিয়া তুলিলেন। তিনি পাদদ্বয়ে পর্বত চাপিয়া, বড়বার
ন্যায় মুখ ব্যাদান পূর্বক, রাক্ষসদিগের জ্রাসোৎপাদন করত

ভীমদ্বয়ে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিলেন । মারুতি শব্দ করিতে আরম্ভ করিলে, সেই মহাশব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কাবাসী রাক্ষস সকল ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; ভয়ে একস্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে পারিল না । অনন্তর ভীমপরাক্রম শত্রুনিশূদন পবননন্দন রামকে নমস্কার করিয়া, রামের জন্য অসাধ্য কার্য সাধন করিতে উদ্যুক্ত হইলেন । ভুজঙ্গাকার লাদল উত্তোলন, পৃষ্ঠদেশ আনত, কর্ণযুগল আকুঞ্চিত এবং বড়বামুখাকৃতি মুখ ব্যাদান করিয়া প্রচণ্ডবেগ ধারণ পূর্বক আকাশে লক্ষ প্রদান করিলেন । বেগে তিনি বৃক্ষযণ্ড, শৈল, শিলা এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বানর সকলকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন ; ক্ষীণবেগে ঐ সকল বানর বাহু এবং উরুর বেগে আকৃষ্ট হইয়া সাগরজলে পতিত হইল । গরুড়সবানবীৰ্য্য বায়ুনন্দন ভুজঙ্গভোগসদৃশ বাহুদ্বয় প্রসারণ পূর্বক যেন দশদিক্ আকর্ষণ করিয়া পর্বতরাজ হিমাচলের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন । বিষ্ণুহস্তনিক্ষিপ্ত চক্রের ন্যায় তিনি ভীমবেগে গমন করিতে লাগিলেন ; যাইতে যাইতে দর্শন করিলেন, সাগরের তরঙ্গমালা ঘূর্ণিত হইতেছে ; এবং ঐ ঘূর্ণিত জলবেগে সমুদায় জলচর প্রাণীও ঘূর্ণমান হইতেছে । স্বীয় পিতার সমান বেগশালী হনুমান্ এইরূপে কত শত পর্বত, বৃক্ষ, সরোবর, নদী, তড়াগ, উৎকৃষ্ট নগর তু স্তম্ভুজ জনপদ সকল দর্শন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলেন । পিছুভূতাপরাক্রমসম্পন্ন বীর হনুমান সূর্য্যের পথ অবলম্বন করিয়া অতিবেগে অক্লেশে যাইতে থাকিলেন । বানরশ্রেষ্ঠ শব্দে দশদিক্ প্রতিধ্বনিত করিয়া, বায়ুর ন্যায় মহাবেগে গমন করিতে লাগিলেন ।

এইরূপে জাহ্নবানের বাক্য মনোমধ্যে ধারণ পূর্বক গমন করিয়া ভীমবিক্রম মহাকপি হনুমান অবশেষে হিমালয় দর্শন করিলেন । তিনি নানা প্রস্তর সমন্বিত, বহুবন্দরভূষিত, খেতাজয়গঙ্গাশ চারুদর্শন শিখর এবং বিবিধ বৃক্ষগণে পরি-

শোভিত নগরাজে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । অতীত স্মরণ
 হেমশূদ্র পরিমণ্ডিত নগরাজে উপস্থিত হইয়া, মারুতি সুরোত্তম-
 বৃন্দপারিশোভিত বিবিধ পুণ্যাস্রম দর্শন করিলেন । ভগবান্
 হিরণ্যগর্ভের স্থান, ভগবান রক্তভান্ডারের স্থান, ইন্দ্রালয়, যেন্মানে
 দণ্ডায়মান হইয়া উমাপতি ত্রিপুর সংহার জন্য শরক্ষেপ করিয়া-
 ছিলেন, সেই রক্তশর-মোক্ষ স্থান, নৃসিংহদেবের স্থান, ব্রহ্মা
 দেবতার স্থান, এবং রক্তকিরণগণের সমুজ্জ্বল স্থান, দেখিতে
 পাইলেন । এতদুভিন্ন অগ্নির আলয়, কুবেরালয়, সূর্য্যাসমপ্রভ
 সূর্য্যানিবেশ স্থান ; চতুর্মুখ ব্রহ্মার স্থান, গিনাকান্তের স্থান
 এবং ভূমণ্ডলের নাভি স্থান দর্শন করিলে । বিঘ্ননাশন নন্দিকে-
 শ্বর এবং দেবগণপরিবৃত্ত বড়াননকেও দেখিতে পাইলেন । আরও
 দেখিলেন, দুরধিগম্য উমা কন্যাকাগণে পরিবৃত্ত হইয়া দর্শকের
 ত্রাসোৎপাদন করিতেছেন । অতীত কৈলাস এবং মহাদেব
 যে স্থানে উপবেশন করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন, হিমালয়ের
 সেই শিলাপটুও দর্শন করিলেন । অনন্তর পবননন্দন, জাম্ববান
 যে সর্লৌষধি পর্ব্বতের কথা বলিয়া দিয়াছিলেন, সেই সমুজ্জ্বল
 পর্ব্বত দেখিতে পাঠলেন । ঐ পর্ব্বত প্রদীপ্ত সর্লৌষধিসমূহে
 জ্বলিতেছিল । অনলরাশির ন্যায় প্রদীপ্ত ঐ পর্ব্বত দর্শন করিয়া
 বায়ুপুত্র বিস্ময়াগ্নিত হইলেন । এবং লক্ষপ্রদান পূর্ব্বক উহাতে
 আরোহণ করিয়া ওষধির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । মহাকপি
 মারুতি উক্তরূপে সহস্রযোজন পথ অতিক্রম করিয়া দিব্যৌষধি-
 সমুৎপাদক পর্ব্বতে যাইয়া অনুসন্ধান করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 কিন্তু ঐ পর্ব্বতে যে যে ওষধি ছিল, হনুমান অনুসন্ধান করিতে
 আসিয়াছেন, জানিয়া ভৎসমস্তই অদর্শন হইল । মহাত্মা হনুমান
 ওষধি সকলকে দেখিতে না পাইয়া ক্রুদ্ধ হইয়া ভীষণ শব্দ করিতে
 লাগিলেন এবং নিতান্ত অসচ্ছন্দ হইয়া পড়িলেন ; তাঁহার
 চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । এইরূপে তিনি পর্ব্বতশ্রেষ্ঠকে কহি-
 লেন, নগেন্দ্র ! তুমি মনে করিয়াছ কি ? নামের প্রতি তুমি

অনুকম্পাশ্রদ্ধা দর্শন করিতেছ না ? দেখ, তুমি এখনই আমার বাহুবলে আকৃষ্ট হইয়া বিশীর্ণ হইয়া পড়িবে। এই বলিয়া মহাবল মারুতি নাগ, কাঞ্চন, সহস্র প্রকার ধাতু ও শিলাপটু সহিত পরিতপ্ত উৎপাটন করিলেন; পরন্তোত্তম শূঙ্গ সকল বিকীর্ণ হইয়া পড়িল এবং মানুষসকল জ্বলিতে লাগিল। এইরূপে পরিতপ্ত উৎপাটন করিয়া হনুমান্ আকাশে উথিত হইলেন এবং সুর ও অসুরেস্ত্রগণ সহিত ত্রিলোক বিত্রাণিত করিয়া গুরুড়ের সমান প্রচণ্ড বেগে গমন করিতে লাগিলেন, বিবিধ খেচরেরা তাঁহার স্তব করিতে থাকিল। সূর্য্যাসঙ্কাশ মহাকবি সূর্য্যাসমগ্রভ পরিতপ্ত গ্রহণ করত সূর্য্যের পথে উপস্থিত হইয়া, সূর্য্যের সন্ধিকটে দ্বিতীয় সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইলেন। বিষ্ণু যেমন হস্তধৃত সহস্রদ্বার চক্রদ্বারা শোভিত হন, পরিতপ্তপ্রতিম পবননন্দন ঐ শৈল ধারণ করিয়া সেই-রূপ নিরতি শোভিত হইলেন।

অনন্তর বানরেরা তাঁহাকে দর্শন করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল; তিনিও তাঁহাদিগকে দেখিয়া আনন্দে শব্দ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহাদিগের অভ্যুচ্চ শব্দ শ্রবণ করিয়া লঙ্কার বানর সকল প্রাতিশব্দ করিতে লাগিল।

পরক্ষণেই মহাত্মা হনুমান্ পরিতপ্তপৃষ্ঠস্থিত বানরসৈন্য মধ্যে অবতীর্ণ হইলেন; এবং ভূগিষ্ঠ হইয়া মাননীয় বানরদিগকে প্রণাম করিয়া বিভীষণকে আলিঙ্গন করিলেন।

মহৌষধির গন্ধ প্রাপ্ত হইবামাত্র রাম লক্ষণ বেদনাশূন্য হইয়া উভয়েই গাত্রোথান করিলেন; বানরবীরগণও উৎখিত হইল। ক্ষণকাল মধ্যেই সকলেই যাতনা ও বেদনা শূন্য হইয়া উঠিল; যে সকল বানরবীর নিহত হইয়াছিল, দিব্যৌষধির গন্ধ পাইয়া, তাহারা যেন স্বচ্ছন্দে নিদ্রাসুখ অনুভব করিয়াই গাত্রোথান করিল। যে অবধি লঙ্কায় বানর ও রাক্ষসের যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল, বানরগণ নিহত রাক্ষসের সংখ্যা করিতে না

পারে, এই অভিপ্রায়ে নিহত হইবামাত্র রাক্ষসগণ রাবণের আজ্ঞা ক্রমে সাগরজলে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল ; সুতরাং মৃত রাক্ষসদিগের মধ্যে আর কেহই প্রাণ পাইল না ।

অনন্তর প্রচণ্ডবেগ বায়ুনন্দন হনুমান্ সেই ওষধি পর্ত্তকে পুনর্রার হিমাচলেই রাখিয়া অবিলম্বেই রামের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন ।

—(•)—

পঞ্চ সপ্তত মর্গ ।

অনন্তর মহাভেজা বানররাজ সুপ্রীত শেষ কর্তব্য বিজ্ঞাপন করিয়া, হনুমান্কে কহিলেন ; কুন্তকর্ণ এবং রাজকুমার সকল নিহত হইয়াছে ; অতএব রাবণ এক্ষণে যুদ্ধে বিশ্রাম দান করিবে, কিন্তু তাহাকে বিশ্রাম করিতে দেওয়া, আমাদিগের উচিত হয় না । অতএব, যে সকল লঘুবিক্রম মহাবল বাহুরবীর আছে, তাহারা প্রদীপ্ত উক্স হস্তে লইয়া লঙ্কা আক্রমণ করুক ।

বানররাজের এই প্রকার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, বানরবীরগণ সূর্যাস্তের পর প্রদোষ সময়ে উক্স হস্তে লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিল । উক্সহস্ত বানরগণ চতুর্দিকে আক্রমণ করিলে, দ্বাররক্ষক বিরূপাক্ষ রাক্ষসগণ সহসা পলায়ন করিল । বানরেরা আনন্দিত চিত্তে গোপুর, বিবিধ রথ্যা ও পথ এবং প্রাসাদসকলে অগ্নিপ্রদান করিল । তখন হত্যাশন রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র গৃহ দক্ষ করিতে থাকিলেন । পর্ত্তাকার প্রাসাদ সকল ধরণীপৃষ্ঠে পতিত হইতে লাগিল । তন্মধ্যে অগরু, সুগন্ধি চন্দন, মৌক্তিক, মণি, স্নিগ্ধবর্ণ বস্ত্র, প্রবাল, সুশোভন ক্ষৌম কোশেয়, মেঘলোমনির্মিত ও অন্যান্য বিবিধ উর্ণা নির্মিত বস্ত্র, সুবর্ণময় গৃহসামগ্রী, অস্ত্র শস্ত্র, বিচিত্র-নির্মিত অশ্বশৃঙ্গা, গজের গলবন্ধন পট, সুরচিত রথালঙ্কার, বোধগণের তনুজাগ, হস্তাশ্বের দেহাবরণী, খড়্গা, ধনু, জ্যা, বাণ, তোমর, অঙ্কুশ, ও শক্তি সকল দক্ষ হইতে থাকিল । হত্যাশন

বিবিধ কঞ্চল, চামর, ব্যাজ্জচর্ম্ম, মৃগমদাদি অশুভ্র দ্রব্য, এবং মণি-
মুক্তা বিচিহ্নিত নানাবিধ প্রাসাদ, অস্ত্র শস্ত্র, বিচিত্র গৃহ সকল
ও সুবর্ণচিহ্নিতবর্ষধারী মালালঙ্কারবিভূষিত সুশোভনপরি-
চ্ছদপরিহিত গৃহগৃধ্রু রাক্ষসগণের আবাস সকল দক্ষ করিতে
লাগিলেন। কোন কোন রাক্ষসের চক্ষু সীধুপানে ঘূর্ণিত হইতে
ছিল; শত্রুভয়ে ভীত হইয়া তাহারা স্থলিত গতিতে পলায়ন
করিতে লাগিল; প্রেয়সী সকল তাহাদিগের বস্ত্রশাস্ত্র ধারণ
করিয়া চলিল; কোন কোন রাক্ষস গদা, শূল ও অসি হস্তে যুদ্ধ
সজ্জায় সজ্জিত ছিল; কেহ কেহ ভোজন করিতে ছিল, কেহ
কেহ দণ্ডামান হইয়া অগ্নিকাণ্ডে নিরীক্ষণ করিতে ছিল; কেহ
কেহ বা প্রিয়ার সহিত শয্যায় শয়ান ছিল; কেহ কেহ বা ভীত
হইয়া পুত্রদিগকে লইয়া সত্তর পলায়ন করিতেছিল; ছত্ৰাশন
লঙ্কাবাসী এই প্রকার রাক্ষসগণের সহস্র সহস্র গৃহ দাহ করিয়া
উত্তরোত্তর প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকিলেন। ঐ সকল গৃহ সুদৃঢ়
ভিত্তিসম্পন্ন, অনেক কক্ষাদি নিবন্ধন দুস্প্রবেশ্য, সুবর্ণময় চন্দ্র ও
অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শোভিত, প্রশস্তশিরোগৃহসমন্বিত, সুবর্ণবিচিহ্নিত
গবাক্ষ দ্বারা সমলঙ্কৃত, বিবিধ গৌধহর্ম্ম্যসংকৃত; ও মণি-
বিজ্ঞপ্ত দ্বারা বিচিহ্নিত; এবং এত উচ্চ যে বোধ হয় যেন দিবা-
করকে স্পর্শ করিবার অভিপ্রায়ে উর্দ্ধে উৎখিত হইয়াছে।
পূর্নতাকার ঐ সমস্ত গৃহের মধ্যে ক্রৌঞ্চ ও ময়ূর সমবর্ণ ভূষণ
সকলের নিয়ত নিশ্চন হইতেছিল। হতভুক্ এতাদৃশ গৃহ সমস্ত
দক্ষ করিতে লাগিলেন। ভোরণ সকল অনলে পরিব্যাপ্ত হইয়া;
ঐশ্বকালীন বিদ্যুৎপরিমণ্ডিত মেঘমালার ন্যায় প্রকাশ পাইতে
থাকিল। গৃহ সকল ও সর্গতঃ পাবকপরিবেষ্টিত হইয়া দাবাগ্নি
প্রদীপ্ত গিরিশিখরের আভা ধারণ করিল। দিব্যাজনা সকল
প্রাসাদশিখরে সুবৃন্ত ছিল; দহ্যমান হইয়া সর্সাদেয় ভূষণ
পরিভ্যাগ পূর্নক হা হা শব্দে চীৎকার করিতে থাকিল। ভবন
সকল পাবকপরিব্যাপ্ত হইয়া ইন্দ্রবজ্রহত মহাগিরির শৃঙ্গের

ন্যায় পতিত হইতে লাগিল । দূর হইতে দহ্যমান গৃহ সকলকে দর্শন করিয়া বোধ হইল যেন হিমাচলের শিখর সকল সর্বতঃ প্রদীপ্ত হইয়াছে । রাত্রিকালে হৃৎযাত্র সমস্ত অগ্নিশিখায় প্রজ্বলিত হইয়া দহ্যমান হইতে থাকিলে বোধ হইল যেন লঙ্কাময় কিংক পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে । অগ্নি হইতে পরিভ্রাণ করিবার জন্য, হস্তিপকেরা হস্তী, এবং অশ্বপালেরা অশ্ব সকল ছাড়িয়া দিল, তাহাতে লঙ্কা যুগান্তকালীন প্রাজ্ঞপ্রাহ মহাসাগরের ন্যায় হইয়া উঠিল । কোথাও ভীত হস্তী বন্ধনমুক্ত অশ্বকে দর্শন করিয়া তদভিমুখে ধাবিত হইল, কোথাও ভীত হস্তীকে দর্শন করিয়া ভীত অশ্ব তদভিমুখ হইতে পলায়ন করিতে লাগিল । দহ্যমান লঙ্কার ছায়া সাগরজলে পতিত হইল, বোধ হইল যেন লবণোদধি লোভিত জলে পরিপূর্ণ হইয়াছে । এই প্রকারে বানরগণ কর্তৃক দাহ্যমান হইয়া লঙ্কা নগরী মুহূর্তকাল মধ্যে, ভয়ঙ্কর যুগান্ত সময়ে প্রদীপিতা বসুন্ধরার ন্যায় হইয়া উঠিল । পূর্বে পরিব্যাপ্ত এবং অনলে দহ্যমান নারীকূলের চীৎকার ধ্বনি শত যোজন হইতে শ্রবণগোচর হইতে লাগিল । কতক রাক্ষস দক্ষ শরীরে লঙ্কার বাহির হইয়া পড়িল, অগ্নি বানরগণ যুদ্ধাকাঙ্ক্ষায় তাহাদিগকে প্রচণ্ড বেগে আক্রমণ করিল । বানরগণের সিংহনাদ এবং রাক্ষসগণের চীৎকারে দশদিক্, সমুদ্র ও পৃথিবী প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল ।

এদিকে মহাত্মা রাম ও লক্ষ্মণ উভয়েই বিশ্রাম হইয়া, অসং-প্রান্তচিত্তে দুই জনে দুই দিব্য শরাসন গ্রহণ করিলেন । অনন্তর রামচন্দ্র শরাসন বিস্তারণ করিতে আরম্ভ করিলে রাক্ষসগণের ভয়াবহ ভুমূল শব্দ হইলে থাকিল । শরাসনবিস্তারণ সময়ে রামচন্দ্র, যুগান্ত সময়ে বেদময় শরাসন আকর্ষণকারী ভগবান্ রুদ্রের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিলেন । রামের জ্যাশব্দ, বানরগণের চীৎকার অতিক্রম করিয়া কর্ণগোচর হইতে থাকিল । বানরযূথের সিংহনাদ, রাক্ষসগণের চীৎকার, আর রামের জ্যা-

শক্ষ, এই তিন শব্দে দশ দিক্ পরিপূর্ণ হইল । রামের শরাসন-নিষ্পৃক্ত শরসমূহদ্বারা আহত হইয়া লঙ্কানগরীর কৈলাসশৃঙ্গাকার সিংহদ্বার সকল বিশীর্ণ হইয়া ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল । প্রতি গৃহে ও প্রতিধামাদে রামের শরসমস্ত দর্শন করিয়া রাক্ষসেন্দ্রগণ ভীষণ উদ্যোগ আরম্ভ করিল । তাহারা উদ্যোগে প্রবৃত্ত হইয়া সিংহনাদ করিতে থাকিলে, তাগদিগের পক্ষে রাত্রি কালরাত্রির ন্যায় হইয়া উঠিল । অনন্তর মহাজ্ঞা স্ত্রীম বানরবীরদিগকে আজ্ঞা করিলেন, বানরগণ ! তোমরা লঙ্কার দ্বারদেশে অবস্থিতি করিয়া যুদ্ধ করিবে । দ্বারাবরোধী গুল্মের মধ্যে যে কোন বানর পলায়ন করিবে, রাজ্যজ্ঞানজনদোষনিবন্ধন তোমরা তাহাকে বধ করিবে ।

স্ত্রীমের আজ্ঞাক্রমে বানরগণ উচ্চহস্তে দ্বারাবরোধ করিয়া অবস্থিতি করিলে পর, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । ক্রোধভরে জ্বস্তা ত্যাগ করিলেন, জ্বস্তাশব্দে দশদিক ব্যাপ্ত হইল । রুদ্রের ন্যায় তাঁহার সর্ঙ্গগাত্রে মূর্তিমান্ ক্রোধ প্রকাশ পাইল । এইরূপে ক্রুদ্ধ হইয়া তিনি বহুরাক্ষসসমভিব্যাহারে কুম্ভকর্ণের দুই পুত্র কুম্ভ ও নিকুম্ভকে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যুপাক্ষ, শোণিতাক্ষ, প্রাজ্ঞ, এবং কম্পন রাক্ষস কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়ের সহিত যুদ্ধ যাত্রা করিল । রাক্ষসরাজ মহাবল রাক্ষসদিগের সকলকেই আদেশ করিলেন, রাক্ষসগণ ! সিংহনাদ পরিত্যাগ পূর্বক এখনই যুদ্ধ যাত্রা কর ।

রাক্ষসাদিপতির আজ্ঞামাত্র এই সকল রাক্ষস ভাস্কর অস্ত্রশস্ত্র ধারণ পূর্বক সিংহনাদ পরিত্যাগ করিতে করিতে লঙ্কা হইতে বহির্গত হইল । তৎকালে তারাপতির আভা, তারাগণের আভা, এবং কুম্ভকর্ণের পুত্রদ্বয়ের আভরণপ্রভা একত্রে প্রজ্বলিত হইয়া আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিল । চন্দ্রের আভা, ভূষণের আভা এবং স্বলিতগৃহরাজীর আভায় বানর ও রাক্ষসসৈন্য সমস্ত সুস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল । চঞ্চল তরঙ্গাকুল সাগরসলিলে অঙ্গ-

প্রজ্বলিত গৃহসকলের আভা পতিত হইল; তাহাতে সাগরের অতি অপূর্ণ শোভা হইয়া উঠিল। ক্রমে সূর্য্য রাক্ষসসৈন্য বানরগণের দৃষ্টিগোচর হইল, সৈন্য মধ্যে ধ্বজপতাকা উড়্‌ডীন হইতেছিল; উৎকৃষ্ট অসি ও পরশুধ সকল প্রকাশ পাইতেছিল, ভীষণঅশ্ব, গজ, রথ ও পদাতিকগণের ইয়ত্তা ছিল না; তন্মধ্যে অসংখ্য গদা, খড়্গ, প্রাস, তোমর ও কাম্বুক সকল জ্বলিতেছিল; সৈনিকেরা সকলেই ঘোর বিক্রম ও পৌরুষ প্রকাশ করিতেছিল, এবং প্রাসসকল জ্বলিতেছিল। যোদ্ধৃগণের ভুজদণ্ডসকল সূর্য্যপ্রভায় পরিব্যাপ্ত, সৈন্যমধ্যে পরশুধ ও মহাশস্ত্র সকল ঘূর্ণিত হইতেছিল; শরাসনে বাণ যোজনা করা ছিল; সৈনিকদিগের গজ, মাল্য ও আগবগন্ধে বায়ু আগোদিত করিয়াছিল এবং অসংখ্য শূর যোদ্ধা সৈন্য মধ্যে নিবিষ্ট ছিল। এই প্রকার ভীষণ সৈন্য মহামেঘের ন্যায় শব্দ করিতেছিল।

এতাদৃশ মহতী রাক্ষসসৈন্য আগমন করিতেছে দেখিয়া, বানরসৈন্যও উচ্চৈঃশব্দ করিয়া, অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিল। তখন, সেই বিপুল রাক্ষসসৈন্য অনলাভিমুখে শলভ সজ্জের ন্যায়, বেগে শক্রসৈন্যের অভিমুখে ধাবমান হইল। যোদ্ধৃগণ হস্তে পরশু ঘূর্ণিত করাতে রাক্ষসসৈন্যের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইল। তখন বানরগণ যুদ্ধেচ্ছায় যেন মত্ত হইয়া, রাক্ষসদিগকে আক্রমণ এবং শৈল ও মুষ্টি দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল। ভীমবিক্রম রাক্ষসেরাও নিশিতশরসমূহ দ্বারা বানরগণের মস্তক হরণ করিতে লাগিল। বানরেরা দস্তাঘাতে কত রাক্ষসের কর্ণ ছেদন; মুষ্ঠাঘাতে কত রাক্ষসের মস্তক ভগ্ন এবং শিলা প্রহারে কত শত রাক্ষসের সর্বাঙ্গ চূর্ণ করিয়া দিল; রাক্ষসেরাও তেমনি নিশিত শরজাল দ্বারা কত বানরবীর সংহার করিল। বানরেরাও আবার কত শত রাক্ষস বীরের প্রাণ হরণ করিল। একজন আর এক জনকে বিনাশ এবং সে অমনি তাহাকেও বিনাশ করিল। একজন অপরকে নিপাত্ত, সে অমনি

তাহাকে নিপাতিত করিল, একজন আর একজনের উপর গালি বর্ষণ, সেও অগ্নি তাহার উপর গালি বর্ষণ করিতে লাগিল; এক জন অপরকে দস্তাঘাত, সেও অগ্নি তাহাকে দস্তাঘাত করিল। কেহ বলিতে লাগিল যুদ্ধ দেও, আর এক জন বলিল, দিতেছে। অপর একজন বলিল দিতেছি। পরস্পর বলিতে লাগিল, আর কেন জ্বালাতন করিস, দাঁড়া। কাহারও অস্ত্র বার্থ হইল, কাহারও কবচ ও অস্ত্র-খসিয়া পড়িল, কেহ মহাশ্বাস উদাত্ত করিল; কেহ মুষ্টি, কেহ শূল, কেহ বা কুস্ত লইয়া গ্রাহার করিতে লাগিল। এইরূপে বানর ও রাক্ষসগণের ঘোর যুদ্ধ হইতে লাগিল। এক এক রাক্ষস রণে সাত সাত, দশ দশ বানরকে সংহার করিল; এক এক বানরও সাত সাত, দশ দশ রাক্ষসের শ্বাণ হরণ করিল। শেষে বানর সৈন্য রাক্ষস সৈন্যকে নিবারণ করিল।

ষট্‌সপ্তত সর্গ।

যীর জনের ক্ষয় কায়ক এইপ্রকার তুমুল যুদ্ধ হইতে লাগিল; ইতিমধ্যে রণে রণোৎসুক অঙ্গদ ও কম্পন বীরের পরস্পর সাক্ষাৎ হইল। দর্শনমাত্র কম্পন অঙ্গদকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করত বেগে ধাবমান হইয়া গদা দ্বারা তাহাকে আঘাত করিল। আহত হইয়া অঙ্গদ ঘূর্ণিত হইতে থাকিলেন। পরক্ষণেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া, তেজস্বী অঙ্গদ এক গিরিশৃঙ্গ নিক্ষেপ করিলেন; কম্পন শৃঙ্গ গ্রাহারে কাতর হইয়া ভূমিতলে পতিত হইল।

রণে কম্পন নিহত হইল, দর্শন করিয়া, শোণিতাক্ষ নিভীক চিত্তে রথারোহণে সত্তর অঙ্গদের নিকট উপস্থিত হইল; এবং অঙ্গদের উপর শরীরবিদারণ কালাগ্নিসদৃশ বহু শাণিত সূতীক্ষু ক্ষুর, ক্ষুরধ্ব, নারাচ, বৎসদন্ত, কর্ণি, শল্য ও বিপাট প্রভৃতি বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। প্রতাপশালী বলবান বালিপুত্র সর্দাদে বিদ্ধ হইয়া বেগে শোণিতাক্ষের ভীষণ ধনু,

রথ ও বাণ সকল ভগ্ন করিলেন । তৎক্ষণমাত্রে শোণিতাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া অসি চর্ম্ম গ্রহণ পূর্ব্বক দিগ্‌বিদগ্‌জ্ঞান শূন্য হইয়া অঙ্গদের প্রাতি ধাবমান হইল । কপিকুঞ্জর অঙ্গদ অতি মত্তর লক্ষ্য হাদান পূর্ব্বক তাহার অসি ধারণ করিয়া হস্ত দ্বারা অসি ভগ্ন করত সিংহনাদ করিয়া উঠিলেন ; এবং নিশাচরের স্বক্ষ দেশে ঐ অসি গ্রহণ করিয়া, যজ্ঞোপবীতাকারে উহার দেহ ছেদন করিয়া ফেলিলেন । পরে ঐ খড়্গ ধারণ করিয়া, বালিনন্দন রণশিরে অন্যান্য শত্রুদিগের প্রাতি ধাবমান হইলেন ।

অনন্তর বলবান্ সুপাক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাজ্ঞের সমভিব্যাহারে রথারোহণে মহাবল বালিপুত্রের প্রাতি ধাবিত হইল । ইতি মধ্যে কনকাক্ষদধারী বীর শোণিতাক্ষ ও সূক্ষ্ম হইয়া লৌহময়ী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক অঙ্গদকেই আক্রমণ করিল । শোণিতাক্ষ ও প্রাজ্ঞের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিয়া কপিশ্রেষ্ঠ অঙ্গদ বিনাশধয়ের মধ্য-বর্ত্তী পূর্ণ চন্দ্রমার ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন । মৈন্দ ও দ্বিবিদ বানর অঙ্গদের পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল , তাহারা তাঁহার নিকটে অবস্থিতি করিয়া স্ব স্ব অনুরূপ যোদ্ধা পরীক্ষণ করিতে থাকিল ।

অনন্তর মহাকায় রাক্ষসেরা, অতি সাবধান হইয়া, মহারোষে গদাহস্তে বানরদিগকে আক্রমণ করিল । তখন তিন বানরের সহিত তিন রাক্ষসের পরস্পর অতি ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । যুদ্ধে বানরেরা রক্ষ সকল উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিল ; মহাবল প্রাজ্ঞ বাণসমূহ দ্বারা ঐ সকল রক্ষ প্রাতি নিক্ষেপ করিল । বানরেরা রথ, অশ্ব, রক্ষ ও শৈল সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল ; মহাবল সুপাক্ষ শরময় দ্বারা সমস্ত ছেদন করিতে লাগিল । মৈন্দ ও দ্বিবিদ রক্ষসকল উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিল, বীৰ্য্যবান্ প্রতাপশালী শোণিতাক্ষ মধ্য পথে গদা দ্বারা ঐ সমস্ত রক্ষ চূর্ণ করিয়া ফেলিল । প্রাজ্ঞ শত্রুগণ-বিদারণ প্রকাশে খড়্গ লইয়া বেগে বালিনন্দনের প্রাতি ধাবিত

হইল । যেমন নিকটে গিয়া উপস্থিত হইল, অগ্নি মহাবল বান-
রেন্দ্র বালিতনয় এক অশ্বকর্ণ বৃক্ষ দ্বারা তাহাকে আঘাত ; এবং
তাহার খড়্গসহিত বাহুতে মুষ্ঠাঘাত করিলেন । বালিপুত্রের
আঘাতে খড়্গ ভূমিতলে পতিত হইল । মৃষলসন্নিভ খড়্গ
ভূমিতে পতিত হইল দেখিয়া মহাবল মহাতেজা প্রজ্ঞান বজ্রতুল্য
মুষ্টিবন্ধন, এবং বানরশ্রেষ্ঠ অঙ্গদের ললাটে এই মুষ্টি প্রহার করিল ;
অঙ্গদ মুহূর্ত্তকাল ঘূর্ণিত হইলেন । পরক্ষণেই সংজ্ঞা লাভ করিয়া
প্রতাপশালী তেজস্বী বালিতনয় এক মুষ্টির আঘাতে প্রজ্ঞার
দেহ হইতে মস্তক পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন ।

তখন পিতৃব্যকে রণনিহত দর্শন করিয়া, যুগাক্ষ অশ্রুপূর্ণ-
লোচনে সত্তর রথ হইতে অবতীর্ণ হইল । তাহার বাণ আর
ছিলনা ; সুতরাং খড়্গ গ্রহণ করিল । যুগাক্ষকে আগমন
করিতে দেখিয়া, দ্বিবিদ ক্রোধভরে সত্তর অঙ্গুর হইয়া তাহার
বক্ষঃস্থলে মুষ্ঠাঘাত করত তাহাকে ধারণ করিল । জাতাকে
ধারণ করিল, দর্শন করিয়া, মহাবল মহাতেজা শোণিতাক্ষ দ্বিবি-
দের বক্ষঃস্থলে আঘাত করিল । আহত হইয়া মহাবল দ্বিবিদ
ঘূর্ণিত হইল । এই সময় শোণিতাক্ষ পুনর্বার প্রহার করিবার
জন্য গদা উত্তোলন করিল ; কিন্তু দ্বিবিদ তাহা কাড়িয়া লইল ।
ইত্যবসরে মৈন্দ দ্বিবিদের নিকট উপস্থিত হইল ; এই সময়
দ্বিবিদ নখদ্বারা শোণিতাক্ষের মুখ বিদারণ করিল । অনন্তর
বলবান্ শোণিতাক্ষ এবং যুগাক্ষ বানর দ্বিবিদ ও মৈন্দের সহিত
ষোরতর রূপে বাহু যুদ্ধে প্রৱৃত্ত হইয়া পরস্পর আকর্ষণ ও উত্থান
করিতে লাগিল । বানরশ্রেষ্ঠ বীর্যবান্ মৈন্দ ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্ব্বক
যুগাক্ষকে ভূমিতলে চাপিয়া নিষ্পেষণ করিতে আরম্ভ করিল ।
অবিলম্বেই যুগাক্ষ নিহত হইয়া ধরাপৃষ্ঠে শয়ন করিল ।

প্রধান প্রধান বীর সকল নিহত হওয়াতে কাতর হইয়া বাক্ষ-
সীসেনা, কুম্ভকর্ণনয়ের নিকট ধাবমান হইল । সেনা বেগে
দৌড়িয়া আসিতেছে দর্শন করিয়া কুম্ভ উহাদিগকে আশ্বাস দান

করিল ; কিন্তু দেখিল গৈর্য্যমধ্যে প্রধান প্রধান বীর সকলেই নিহত হইয়াছে । তদর্শনে ক্রুদ্ধ হইয়া, কুম্ভ রণস্থলে অতি দ্রুত কর্ষ আরম্ভ করিল । দ্বিষ্ষ্ট্রেষ্ঠ কুম্ভ শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক, অতি সাবধান হইয়া, আশীবিষাকার দেহবিদারণ বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিল । তাহার অভূৎকৃষ্ট ধনু, বিদ্যাদগ্নি ও ঐরাবত সংসর্গে ইন্দ্র ধনুর ন্যায় অতীব শোভা পাইতে লাগিল । কুম্ভ আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া এক বাণ ভ্যাগ করিল, পশুত্রিপত্রসম্পন্ন সুবর্ণপুঙ্খ ঐ বাণ দ্বারা আহত হইয়া বানরশ্রেষ্ঠ দ্বিবিদ পাদদ্বয় প্রদারণ পূর্ব্বক উচ্ছ্বাস পরিত্যাগ করিতে, করিতে পর্ব্বতের ন্যায়, পতিত হইল । মহাযুদ্ধে ভ্রাতা পরাজিত হইল দর্শন করিয়া, মৈন্দ এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ পূর্ব্বক বেগে ধাবমান হইল ; এবং নিশাচরের প্রতি ঐ শিলা নিক্ষেপ করিল । কিন্তু কুম্ভ বেগানিক্ষিপ্ত পঞ্চ বাণ দ্বারা ঐ শিলা খণ্ড খণ্ড করিল । এবং অন্য এক শাণিতাগ্র আশীবিষকল্প বাণ যোজনা করিয়া মৈন্দের বক্ষঃস্থলে প্রহার করিল । তদ্বারা মন্দস্থলে আহত হইয়া, বানরযুধপতি মৈন্দ মুচ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । মহাবল মাতুলদ্বয় ব্যধিত হইলেন, দর্শন করিয়া অঙ্গদ উদাত্তশরাসন কুম্ভের প্রতি ধাবিত হইলেন । তোমর দ্বারা যেমন মাতঙ্গকে বিদ্ধ করে, কুম্ভ তেমনি অভিমুখে ধাবমান অঙ্গদকে প্রথমত লৌহময় পঞ্চ, পশ্চাৎ শাণিত তিন শরে বিদ্ধ করিল । এইরূপে কুম্ভ অঙ্গদকে উপযু্যপরি অকুষ্ঠধার কনকভূষিত বহু শাণিত শর দ্বারা বিদ্ধ করিল । কিন্তু বালিপুত্র অঙ্গদ তাদৃশ বিদ্ধ হইয়াও বিচলিত হইলেন না ; নিশাচরের মস্তকোপরি শিলা ও পাদপ সকল বর্ষণ করিতে লাগিলেন । কুম্ভও বারম্বার রক্ষ সকল ছেদন ও শিলা সমস্ত বিদারণ করিতে থাকিল । অঙ্গদ বেগে আগমন করিতেছেন, দেখিয়া কুম্ভ, উজ্জ্বা দ্বারা গজপতির ন্যায়, ঐ বানর যুধপতির জ্বরয় বিদ্ধ করিল । ক্ষত স্থান হইতে রুধির প্রাব হইতে লাগিল ; এবং অঙ্গদের চক্ষু যুগল মুদিত হইল । অঙ্গদ

এক হস্তে দুই রুধিরমিশ্র চক্ষু আবরণ করিয়া অপর হস্তে স্নিহিত এক শালরক্ষ ধারণ করিলেন। এবং ঐ রক্ষের ক্ষন্দ ভাগ বক্ষঃস্থলে স্থাপন পূর্বক উহার শাখা সকল অবনত করিয়া ভগ্ন করিলেন ; পরে ইন্দ্রধ্বজপ্রতিম মন্দরগন্ধাশ ঐ রক্ষযশু সর্ব রাক্ষসের উপর বেগে নিক্ষেপ করিলেন। কুন্ত শরীরবিদারণ শাণিত বাণে ঐ রক্ষযশু ছেদন করিল। অঙ্গদও পুনঃ পুনঃ বিদ্র হওয়াতে অবিলম্বেই মূর্ছিত হইয়া পতিত হইলেন।

দুর্দ্রব্য অঙ্গদ সাগরে নিমজ্জমান ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইলেন দর্শন করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠগণ বাইয়া রামচন্দ্রকে সংবাদ দিল।

মহাবল বালিনন্দন ব্যথিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া, রামচন্দ্র জাম্ববানু প্রভৃতি বানরদিগকে আজ্ঞা করিলেন। রামের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠগণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উদ্যতশরাসন কুন্তের প্রতি দাবমান হইল। কোপ-সংরক্ত লোচন বানরপুঙ্গব সকল ক্রমশৈল হস্তে করিয়া, অঙ্গদকে রক্ষা করিবার জন্য দাবিত হইল। জাম্ববানু, সুমেধ ও বেগদশী বানর ক্রুদ্ধ হইয়া বীর কুন্ত-কর্ণনন্দনের প্রতি দাবমান হইল। মহাবল বানরেন্দ্রদিগকে আগমন করিতে দেখিয়া কুন্ত, শিলা দ্বারা জলপ্রবাহের ন্যায় ; শরসমূহ দ্বারা তাহাদিগকে নিবারণ করিল। সাগরপ্রবাহ যেমন বেলা অতিক্রম করিতে পারে না, কুন্তের বাণপথ প্রাপ্ত হইয়া তেমনি মহাবল বানরেন্দ্রগণ আর অগ্রসর হইতে সমর্থ হইল না।

ঐ সকল বানর শরবর্ষণ দ্বারা পীড়িত হইল দর্শন পূর্বক বানররাজ সুগ্রীব অঙ্গদকে পশ্চাতে রাখিয়া রণস্থলে কুন্তকর্ণনন্দনের অভিযুখীন হইলেন। যেমন কেশরী শৈলসামুচর হস্তীকে বেগে আক্রমণ করে, অভিযুখীন হইয়া, মহাকপি সুগ্রীবও তেমনি অশ্ব-কর্ণাদি বিবিধ প্রকার বহু রক্ষ উৎপাটন করিয়া নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন ; দুর্নিবার রক্ষ বর্ষণে আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল।

কুন্তকর্ণনন্দন কুন্ত স্বীয় সুশাগিত বানগণ দ্বারা সত্ত্বর ঐ বৃক্ষ সমস্ত ছেদন করিল। বৃক্ষ সকল প্রাতিহত হইয়া ঘোর শতঙ্গী সকলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে থাকিল।

বৃক্ষবর্ষণ নিবারিত হইল দর্শন করিয়াও মহাবল মহাবীৰ্য্য বানররাজ ক্রীমান্ সুগ্রীব বিচলিত হইলেন না। শরবর্ষণ সহ্য করিয়া পরে বৃক্ষ প্রদান পূর্বক কুন্তের ইন্দ্রধনুখতিম ধনু কাড়িয়া লইয়া ভ্রম করিলেন। বানররাজ এতাদৃশ দৃশ্যের কৰ্ম সাধন করিয়া, ভগ্নদন্ত ক্রুদ্ধ গজদংশ কুন্তকে কহিলেন, নিকুন্ত-প্রজ! তোমার বীৰ্য্য ও বাণবেগ অতি অদ্ভুত। স্বজন-প্রাণতা এবং প্রতাপ তোমাতে আর রাবণেতেই আছে। তুমি প্রজ্ঞাদ, বলি, ইন্দ্র, কুবের ও বরুণের সমান। মহাবল পিতার অনুরূপ এক তুমিই জন্মগ্রহণ করিয়াছ। ব্যাধি সকল যেমন জ্বিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে অভিভূত করিতে পারে না, শূল হস্তে তুমি একাকীমাত্র যুদ্ধ করিলে দেবগণ তেগনি তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হন না। এক্ষণে মহাযুদ্ধে বিক্রম প্রকাশ কর; আমারও কৰ্ম্ম সকল দর্শন কর। তোমার জ্যেষ্ঠ ভাত প্রজ্ঞার নিকট বরপ্রাপ্ত হইয়া দেবগণকে পরাজয় করিতে পারিয়াছেন; কিন্তু তোমার পিতা কুন্তকর্ণ স্বীয় বীৰ্য্যবলেই সুরাসুরদিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তুমি ধনুর্দ্ধারণে ইন্দ্রজিৎ, এবং প্রতাপে রাবণের সমান; অতএব বর্তমানে এক তুমিই বলবীৰ্য্য রাক্ষস-গণের মধ্যে সর্বপ্রধান। আজ রণভূমিতে সর্ব প্রাণী, ইন্দ্র ও শঙ্করাসুরের ন্যায়, তোমার ও আমার অদ্ভুত যুদ্ধ দর্শন করুক। তুমি অসাধারণ কৰ্ম্ম করিয়াছ; অস্ত্রনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছ; এই সকল ভীষণবিক্রম বানরদিগকে নিপাত্তিত করিয়াছ। নিন্দার ভয়ে আগি এতক্ষণ বল প্রকাশ করিয়া তোমাকে সংহার করি নাই, অনেক যুদ্ধ করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছ, অতএব বিশ্রাম কর, তাহার পর আমার বল দর্শন করিবে।

সুগ্রীব এই প্রকার অবমাননাগর্ভ বাক্যে সম্মান দান করিলে

পর, স্বভাবভিত্তিক পাবকের ন্যায় কুস্তের তেজ সহসা বর্জিত হইয়া উঠিল। তখন কুস্ত সুগ্রীবকে চুই বাহু দ্বারা ধারণ করিল। কুস্ত ও সুগ্রীব দুই মদমত্ত গজের ন্যায় গর্জন করিতে লাগিলেন। পরস্পর পরস্পরের গাত্রে ঘাতিত হইয়া পরস্পরকে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। শ্রম জন্য উভয়ের মুখবিবর হইতে সধূম অগ্নিশিখা বহির্গত হইতে থাকিল। উভয়ের পাদাঘাতে পৃথিবী নিগম্ব হইয়া পড়িল, এবং বিক্ষোভিত হওয়াতে মহাসাগরের তরঙ্গ সকল ঘূর্ণিত হইতে লাগিল। অনন্তর সুগ্রীব কুস্তকে উদ্ধে উত্তোলন করিয়া সাগরজলে নিক্ষেপ করিলেন ; কুস্ত সাগরের তলদেশ পর্য্যন্ত দর্শন করিল। বিক্রা ও মন্দর পর্কতের ন্যায় কুস্তের নিপাতনিবন্ধন তরঙ্গ সকল উখিত হইয়া চতুর্দিকে বিস্তীর্ণ হইয়া পড়িল।

অনন্তর কুস্ত উত্থান করিয়া সুগ্রীবের নিকটে যাইয়া সুগ্রীবের বক্ষঃস্থলে বজ্র সদৃশ মুষ্টি গ্রাহার করিল। তাহাতে সুগ্রীবের চক্ষু ফাটিয়া শোণিত প্রবাহিত হইতে থাকিল। সুগ্রীবের অস্থিতে লাগিয়া মুষ্টির বেগ প্রতিহত হইল ; তাহাতে বেগনিবন্ধন মহা অগ্নি বহির্গত হইল, যেমন বজ্রনিষ্পেষ হেতু মহাগিরির গাত্র হইতে অগ্নি বহির্গত হইয়া থাকে। মহাবল বানররাজ সুগ্রীবও ঐ মুষ্টি দ্বারা আহত হইয়া, বজ্র সদৃশ মুষ্টি বন্ধন করিয়া কিরণসহস্রপরিব্যাপ্ত রবিগণ্ডলকাস্তি ঐ মুষ্টি কুস্তের বক্ষঃস্থলে নিপাতিত করিলেন। ঐ মুষ্টির প্রহারে নিরতি পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া কুস্ত, নির্মাণপ্রাপ্ত পাবকের ন্যায়, ভূতলে শয়ন করিল। মুষ্টি দ্বারা আহত হইয়া নিশাচর সহসাপরিভ্রষ্ট প্রদীপ্ত অদারকপ্রহের ন্যায় পতিত হইল। বক্ষস্থল ভঙ্গ হইয়া কুস্ত যখন পতিত হইল, তখন তাহার মূর্তি রুদ্ধনির্ভিন্ন গগনপরিভ্রষ্ট সূর্য্য মূর্তির ন্যায় প্রকাশ পাইল।

রণস্থলে ভীষণপরাক্রম বানররাজের হস্তে কুস্ত নিহত হইলে পর, পৃথিবী বন ও পর্কত সকলের সহিত কম্পিত

হইয়া উঠিলেন ; এবং রাক্ষসদিগের অধিকতর ভয় উপস্থিত হইল ।

—০ঃ০—

সপ্তমস্তম সর্গ ।

স্বর্গীয় জাতাকে সংহার করিল, দেখিয়া নিকুম্ভ কোপে যেন
প্রাঙ্কলিত হইয়া বানররাজের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে থাকিল ।
তদনন্তর এক সুমেরুশিখরাকার মালাদাগবিভূষিত মণিবজ্র-
খচিত যমদণ্ডাকার ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিল । এই পরিঘ পঞ্চা-
ঙ্গুল পরিমিত কালায়ন পটু সকলে পরিহৃত এবং সুবর্ণ পটে
পরিমণ্ডিত । ভীষণপরাক্রম নিকুম্ভ এই পরিঘ ঘূর্ণিত করিয়া,
মুখবামান পূর্বক উচ্চঃ শব্দ করিতে লাগিল । বক্ষাবিলম্বিত
নিক, ভুজস্থিত অঙ্গদ, কর্ণবিলম্বিত বিচিত্র কুণ্ডলমালা, এবং
পরিঘ, এই সকলের দ্বারা নিকুম্ভ বিদ্যামণ্ডিত ~~জর্জন~~কারী মেঘের
ন্যায় লঙ্কিত হইতে লাগিল । পরিঘের অগ্রভাগ হইতে বায়ু-
প্রোতঘাতজনিত শব্দ হইতে থাকিল ; এবং নিধূম অগ্নির ন্যায়
অগ্নি প্রাঙ্কলিত হইতে লাগিল । পদ্মকর্নগরীর অহাস্তম গৃহ সকল
অগরাবতীর সমস্ত ভবন, এবং তারা ও নক্ষত্রগণের সহিত নভো-
মণ্ডলও নিকুম্ভের ঘূর্ণমান পরিঘের সহিত যেন ঘূর্ণিত হইতে
থাকিল । হালরাগ্নির ন্যায়, নিকুম্ভরূপ অগ্নি আবির্ভূত হইল ;
পরিঘ ও আভরণের আভা উহার দীপ্তি, এবং ক্রোধ উহার
ইন্দ্রন । কি বানর, কি রাক্ষস, কেহই ভয়ে নড়িতে চড়িতে
পারিল না ; কেবল হনুমান বিশাল বক্ষঃস্থল বিমারণ করিয়া
উহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । অনন্তর পরিঘো-
পমবাহ বলবান্ নিকুম্ভ ভাঙ্গনপ্রাপ্তিগেই পরিঘ বলবান্ হনু-
মানের বক্ষঃস্থলে পাত্তিত করিল ; কিন্তু তাঁহার অবিচলিত
বিশাল বক্ষঃস্থলে আহত হইয়া পরিঘ শতদা চূর্ণ হইয়া আকাশ-
তলে শত উকার ন্যায় ; চতুর্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়িল । ভূমি

কম্পে অচল যোগেন বিচলিত হয় না, পরিচয় দ্বারা আহত হইয়া মহাকপি হনুমানও তেমনি বিচলিত হইলেন না। তাদৃশ আহত হইয়া মহাবল মহাত্ত্বজা বায়ুবিক্রম বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ গুপ্তি বন্ধন পুরক উদ্যত করিয়া, বেগে নিকুম্ভের বক্ষঃস্থলে পাতিত করিলেন। তাহাতে নিকুম্ভের চন্দ্র ফাটিয়া শোণিতদারা নির্গত হইতে থাকিল; মেঘে বিদ্যুতের ন্যায় মুগ্ধাঘাতে তাহার গাত্র চইতে অগ্নিও উদগত হইল। তাদৃশ আহত হইয়া নিকুম্ভ ঘূর্ণিত হইল; পরক্ষণেই আবার সংজ্ঞা লাভ করিয়া মহাবল হনুমান্কে ধারণ করিল। নিকুম্ভ মহাবল ভীষণ হনুমান্কে তুলিয়া লইয়া চলিল, দেখিয়া লঙ্কানিবাসী রাক্ষসগণ আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিল।

এদিকে মারুতনন্দন হনুমান্ স্বন্ধের উপরে থাকিয়াই নিকুম্ভকে এক বজ্র ভূগ্ন গুপ্তিগ্রহার করিলেন; এবং আপনাকে মুক্ত করিয়া, বক্ষঃপ্রদান পুরক ভূমিতলে অবতীর্ণ হইলেন। পাতিত হইয়াই নিকুম্ভকে মাথত করিতে আরম্ভ করিলেন; ভূমিতলে নিক্ষেপ করিয়া পেদন করিতে লাগিলেন; শেষে বক্ষঃপ্রদান করিয়া উহার বক্ষঃস্থলে চাপিয়া বসিলেন; এবং দুই বাহুতে ধারণ করিয়া, উহার কক্ষর গোচড়াইয়া মস্তক উৎপাটন করিলেন; ঐ সময় নিশাচর বিকট চীৎকার করিতে লাগিল।

চীৎকার করিতে করিতে নিকুম্ভ পবননন্দনের হস্তে নিহত হইলে পর, খরের পুত্র মকরাক্ষ ও রামচন্দ্রের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল।

নিকুম্ভের জীবন বহির্গত হইলে পর, বানরগণ পরমানন্দিত হইয়া শব্দ করিতে লাগিল, তাহাতে দশদিক্ প্রান্তিস্থিত হইয়া উঠিল; পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিলেন; আকাশ যেন পতিত হইল, রাক্ষসকুল নিরতিশয় ভীত হইয়া পড়িল।

অষ্টম সপ্তত মর্গ ।

নিকুন্ত নিহত ও কুন্ত নিশাতিত হইয়াছে শুনিয়া, রাবণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া, অনলের ন্যায় জ্বলিয়া উঠিলেন । রাক্ষসরাজ ক্রোধ এবং শোকে পরিপূর্ণ হইয়া, খরের পুত্র বিশাললোচন মকরাক্ষকে আদেশ করিলেন ; পুত্র ! আমি আদেশ করিতেছি, তুমি সেনাসমভিব্যাহারে যুদ্ধে গমন করিয়া রাম, লক্ষ্মণ এবং সেই দুই বাগরকে সংহার কর ।

বীরাভিগামী বলবান্ খরনন্দন মকরাক্ষ রাক্ষস রাবণের আজ্ঞা শ্রবণ পূর্বক দৃষ্ট হইয়া উত্তর করিল, যে আজ্ঞা । এই বলিয়া দশাননকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া, সুধাধবলিত প্রাসাদ হইতে বহির্গত হইল । পরে খরভনয় সমীপস্থ সেনাধ্যাক্ষকে আজ্ঞা করিল, শীঘ্র রথ ও সেনা আনয়ন কর ।

তাহার সেই আদেশ শ্রবণ করিয়া সেনাধ্যাক্ষ নিশাচর অবিলম্বেই রথ ও সেনা আনয়ন করিল । তখন রাক্ষস প্রদক্ষিণ পূর্বক রথে আরোহণ করিয়া সারথিকে আজ্ঞা করিল, শীঘ্র রথ চালনা কর । পরে রাক্ষসদিগকে কহিল, রাক্ষসগণ ! তোমরা আমার অগ্রবর্তী হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিবে । রাক্ষসরাজ রাবণ রাম লক্ষ্মণ দুই জনকেই বিনাশ করিবার জন্য আমায় আজ্ঞা করিয়াছেন । নিশাচরগণ ! আজ আমি উৎকৃষ্ট দিব্যাস্ত্র সমূহ দ্বারা রাম, লক্ষ্মণ, এবং সুগ্রীব ও অন্যান্য বানরদিগকে সংহার করিব । অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠ দগ্ধ করে, আজ আমি তেমনি শূল দ্বারা যুদ্ধে সমাগত সমস্ত বানর সৈন্য দগ্ধ করিব । নানা-স্বধারী কামরূপী বিকীর্ণকেশ মহাদেহী পিঙ্গললোচন বলবান ক্রুরস্বভাব ভয়ঙ্কর রাক্ষস সকল মকরাক্ষের বাক্য শ্রবণ পূর্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া খরনন্দনকে বেষ্টন করত, মাতঙ্গ যুধের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে মেদিনী কল্পিত করিয়া যাত্রা করিল । চতুর্দিকে সহস্র সহস্র শব্দভেদী বাজিতে লাগিল, এবং বীরগণ

গর্জ্জন ও আক্ষোভন করিতে থাকিল ; এই সকল শব্দ মিশ্রিত হইয়া এক ভূমূল শব্দ হইয়া উঠিল । এই সময় সারথির হস্ত হঠাৎ রশ্মি স্থগিত এবং রথধ্বজ সহসা ভূমিতে পতিত হইল । রথবাহক অশ্ব সকল নিস্তেজ হইয়া স্থগিত পদে অশ্রুপূর্ণ মুখে দীনভাবে গমন করিতে লাগিল । বায়ু ধূলিরাশি উৎখাপিত করিয়া ঋরম্পর্শ ও হাচগু ভাবে বহিতে আরম্ভ করিলেন ।

এই সমস্ত দৃশ্যমিত দর্শন করিয়াও অতিবীর্য্যশালী রাক্ষসগণ গ্রাহ্য না করিয়াই, রাম লক্ষ্মণের উদ্দেশে যাত্রা করিল । সমরে বহুবার শত্রুর গদা ও অগ্নিবারা ভিন্নদেহ মেঘবর্ণ, হস্তিবর্ণ, ও মহিষবর্ণ যুদ্ধনিপুণ রাক্ষস সকল, অহম্পূর্ব্ব স্বরে গর্জ্জন করিতে করিতে গমন করিতে লাগিল ।

উনাশীত সর্গ ।

মকরাক্ষ যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল দর্শন করিয়া, বানরশ্রেষ্ঠ সকল লক্ষ্য পদান পৃথক যুদ্ধাপেক্ষায় দণ্ডায়মান হইল । অবিলম্বেই দেব ও দানবগণের ন্যায়, বানর ও রাক্ষসগণের ভীষণ যুদ্ধ আরম্ভ হইল । রক্ষ ও শূলাঘাত এবং গদা ও পরিঘাঘাত দ্বারা বানর ও রাক্ষসগণ পরস্পর পরস্পরকে মর্দন করিতে লাগিল । রাক্ষসেরা শক্তি, ঋড়ং, গদা, কুস্ত, তোমর, পাউশ, ভিন্দিপাল, বাণ, পাশ, মুদার, দণ্ড, ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা অনেক বানর নিপাত করিল । বানরেরা বাণসমূহে নিপীড়িত, ব্যাকুলচিত্ত ও ভীত হইয়া পলায়ন আরম্ভ করিল । বিজেতা রাক্ষসগণ বানরদিগকে পলায়ন করিতে দর্শন করিয়া, সিংহের ন্যায় সদর্পে গর্জ্জন করিতে থাকিল ।

বানরগণ পলায়ন করিতে আরম্ভ করিলে, রামচন্দ্র বাণবর্ষণ দ্বারা রাক্ষসদিগকে নিবারণ করিলেন । রাক্ষসগণ নিবারণ হইল দেখিয়া মকরাক্ষ রাক্ষস ক্রোধানলে প্রদীপিত হইয়া রমকে

কহিল; দাঁড়া, রাম! আজ তোর সহিত আমার দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হইবে। আজ আমি শরাসননির্ম্মুক্ত শাণিত শরসমূহ দ্বারা তোর প্রাণ হরণ করিব। যে দিন দণ্ডকারণ্যে তুই আমার পিতাকে বিনাশ করিয়াছিস্, সেই দিন হইতেই তোর উপর আমার ক্রোধ বর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। দুরাহ্ন! সেই ক্রোধে নিয়ত আমার শরীর দগ্ধ হইতেছে। কি বলিব যে সে দিন তোর সহিত আমার সাক্ষাৎ হয় নাই। মাথা হউক, আজ সৌভাগ্যবলে আমি এই যুদ্ধ ভূমিতে তোর দর্শন পাইলাম। ক্ষুধার্ত সিংহ যেমন ক্ষুদ্র পশুর আকাঙ্ক্ষা করে, আমি তেমনি এতদিন তোর অপেক্ষা করিতেছিলাম। তুই যে সকল বীরকে বিনাশ করিয়াছিস্, আজ আমার বাণবেগে ফালায়ে গমন করিয়া তুই তাহাদিগের সহিত মিলিত হইবি। আর অধিকই বা কি বলিব; রাম! শোন; আজ ত্রিলোক রণস্থলে তোকে ও আমাকে দর্শন করুক। অস্ত্রদ্বারাই হউক, গদা দ্বারাই হউক, বাত্বদ্বারাই হউক, অথবা তোর যে অস্ত্রে অভ্যাগ আছে, সেই অস্ত্র দ্বারাই হউক, তুই যাহাতে সমর্থ হইবি, তাহাতেই যুদ্ধ কর।

মকরাঙ্কের বাক্য শ্রবণ করিয়া দশরথনন্দন রামচন্দ্র উচ্চৈঃস্বাণ্য করিয়া উত্তর করিলেন, রাক্ষস! রথ কেন ক্ষুদ্র মুখে কতকগুলি রহৎ কথা কহিতেছিস্। যুদ্ধ ভিন্ন কেবল বাক্যবলে জয়লাভ করা যায় না। দণ্ডকারণ্যে আমি একাকী তোর পিতাকে, ত্রিশিরাকে, দুষণকে, এবং চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসকে সংহার করিয়া মাংস দ্বারা গৃধ্র, গোমায়ু ও বায়সগণের ভূক্ষি সাধন করিয়াছি। রে পাপাত্মন! আজিও তেমনি তীক্ষ্ণ নখ, তীক্ষ্ণতুণ্ড মাংসাদ পক্ষী সকল রুধিরার্দ্ৰমুখ ও রক্তপক্ষ হইয়া আগ্নেয় চিহ্নে আকাশসমুদ্রে ও পৃথিবীতলে বিচরণ করিবে।

যুদ্ধ ভূমিতে রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল মকরাঙ্ক তাহার উপর শরসমূহ নিক্ষেপ করিল। রামচন্দ্র শর-

বর্ষণ করিয়া ঐ সমস্ত বাণ খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন । সুবর্ণ পুঙ্খ সুপত্র বাণ সকল ছিন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হইল । মকরাক্ষ ও রামচন্দ্র পরস্পর অতীব সন্নিহিত হইয়া মহাবল প্রকাশ পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । আকাশে মেঘশব্দের ন্যায় তাঁহাদিগের তলবারের শব্দ চইতে থাকিল । উভয়ের ধনুঃশব্দ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া কর্ণগোচর হইতে লাগিল ! দেব, দানব, গন্ধর্ব ও মহোরগ সকল যুদ্ধদর্শনার্থ অস্তরিক্ষে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । পরস্পরের গাত্রে পরস্পরের ধনু বিদ্ধ হওয়াতে উভয়েরই তেজঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকিল । পরস্পর পরস্পরের অস্ত্র শস্ত্র নিবারণ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস রামনির্মুক্ত শরসমূহ ছেদন করিল : রামও রাক্ষসনির্মুক্ত বাণজাল খণ্ড খণ্ড করিলেন । বাণসমূহে রুদ্ধ ও আচ্ছন্ন হইয়া দিক্, বিদিক্ ও পৃথিবী আর দৃষ্টিগোচর হইল না ।

অনন্তর মহাবাহু রামচন্দ্র রাক্ষসের শরাসন ছেদন করিয়া, অষ্ট নারাচে সারথিকে বিদ্ধ করিলেন । পরে কতিপয় বাণদ্বারা রথ ভগ্ন করিয়া অশ্বদিগকে বিনাশ করিলেন । তখন মকরাক্ষ রাক্ষস রথহীন হইয়া ভূমিতলে দণ্ডায়মান হইল ; এবং হস্তে এক সর্ষভভূতভয়ঙ্কর কালাগ্নিসমপ্রভ শূল গ্রহণ করিল । রুদ্ধদন্ত দুষ্প্রাপ্য ঐ ভয়ঙ্কর শূল দ্বিতীয় সংহারাত্মকের ন্যায় শূন্যমার্গে জ্বলিতে থাকিল ; দর্শন করিয়া দেবতা সকল ভয়ে আকুল হইয়া দশদিকে পলায়ন করিলেন । নিশাচর মকরাক্ষ ঐ প্রজ্বলিত মহাশূল জ্বলন করাইয়া ক্রোধভরে মহাবল রামের প্রতি নিক্ষেপ করিল । খরপুত্রের হস্ত হইতে নিষ্ফল হইয়া শূল জ্বলিতে জ্বলিতে আসিতে লাগিল দেখিয়া রাম চারি বাণে আকাশপথে উহা ছেদন করিলেন । রামবাণে প্রতিহত ও খণ্ডে খণ্ডে ছিন্ন হইয়া দিব্য সুবর্ণমণ্ডিত শূল মহোৎকার ন্যায় শিখী হইয়া ভূতলে পতিত হইল । অক্লষ্টকৰ্ম্মা রাম ঐ মহাশূল ছেদন করিলেন দর্শন করিয় আকাশস্থিত প্রাণী সকল মাধু মাধু শব্দ করিতে থাকিল ।

শূল ছিন্ন হইল দেখিয়া, মকরাক্ষ রাক্ষস মুষ্টি উত্তোলন পূর্বক রাঘবকে কহিতে লাগিল, দাঁড়া, দাঁড়া । তাহাকে ধাবমান দর্শন করিয়া রঘুনন্দন উচ্চৈঃস্বাস্য করত শরাসনে আশ্রয়ান্ব সন্ধান করিয়া ঐ অস্ত্র দ্বারা বল পূর্বক ঐ নিশাচরকে সংহার করিলেন ; নিশাচর হৃদয়ে বিদ্ধ হইয়া পড়িল, আর মরিল ।

মকরাক্ষ নিহত হইল দেখিয়া রাক্ষসগণ রামের ভয়ে ভীত হইয়া লঙ্কাভিমুখে ধাবিত হইল ।

তখন দেবগণ আনন্দিত হইয়া রামচন্দ্রের বাণবৈগনিহত মকরাক্ষকে বজ্রাঘাত পর্বতের ন্যায় বিশীর্ণ দশন করিতে লাগিলেন ।

—:(-):—

অশীত সর্গ ।

মকরাক্ষ নিহত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধজ্যেষ্ঠা দশানন ক্রোধান্বিত হইয়া দস্তে দস্তে কটকটা শব্দ এবং কিংকর্ষণ্য চিহ্ন করিতে লাগিলেন । অনন্তর কোণে পরিপূর্ণ হইয়া পুত্র ইন্দ্রজিৎকে আদেশ করিলেন, দীর ! তুমি যাউয়া মহাবীৰ্য্যসম্পন্ন রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ কর ; দৃশ্য হইয়াই যুদ্ধ কর, আর অদৃশ্য হইয়াই যুদ্ধ কর, তুমি নিশ্চয়ই বলে তাহাদিগকে পরাজয় করিতে পারিবে । তুমি অশ্রুতিমক্সা পুরন্দরকে যুদ্ধে জয় করিয়া থাক ; তবে কি মানুষ বলিয়া অগ্রাহ্য করিয়াই তাহাদিগকে বিনাশ করিতেছ না !

পিতা রাক্ষসরাজ এই প্রকার কহিলে পর, ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞভূমিতে অগ্নির অর্চনা করিতে প্ররত্ত হইল । নিশাচর হোম কার্য্যে প্ররত্ত হইলে রক্তোষীষধারিণী পরিচারিকা রাক্ষসী সকল তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হইল । শস্ত্রসকল ঐ যজ্ঞে শরপত্র, লোহিত বস্ত্র বিভীষিক সন্নিধি, এবং কাষ্যায়সনির্মিত শস্ত্র সমস্ত অগ্ন হইল । ইন্দ্রজিৎ শরপত্র সকল বিস্তার পূর্বক অগ্নি স্থাপন

পূৰ্বক তোমর দ্বারা সজীব কৃষ্ণবর্ণ ছাগমুণ্ড ছেদন করিয়া লইল। শরহোমে পরিবর্জিত হইয়া অগ্নি নির্দ্গম মহাশিখা বিস্তার পূৰ্বক প্রজ্বলিত হইয়া বিজয়শূচক সমুদায় চিহ্ন প্রদর্শন করিলেন। পাবক স্তবর্ণকাস্তি ধারণ পূৰ্বক দক্ষিণাবর্তে উৎখিত হইয়া স্বগন্তে হব্য গামগ্রী গ্রহণ করিলেন। ইন্দ্রজিৎ অগ্নিতে হোম, এবং দেব, দানব ও রাক্ষসগণের তৃপ্তিসাধন করিয়া, অন্তর্দান-গামী দিব্য রথে আরোহণ করিল। সে অশ্বচতুষ্টয়যোজিত নিশিত বাণসজ্জাপরিপূরিত আরোপিত-শরাসন রথে আরোহণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিল। ঐ ভাস্কর রথ স্তবর্ণে ঋচিত; উহার বৈদূর্য্য-বিচিত্রিত, স্তবর্ণ-বলয়দেষ্টিত ধ্বজদণ্ড পাবকের ন্যায় জ্বলিতে ছিল; এবং উহাতে বিবিধ যুগ, চন্দ্র, ও অর্দ্ধচন্দ্রের প্রতিক্রম সকল অঙ্কিত ছিল। মহাবল ইন্দ্রজিৎ ঐ রথোপরে সূর্য্যসন্ধাশ ব্রহ্মান্ত্রে রক্ষিত হইয়া অধুবা হইয়া উঠিল।

পূর্বোক্ত প্রকারে রাক্ষস সন্ত্রে অগ্নিতে আহুতি প্রদান পূৰ্বক ইন্দ্রজিৎ নগরের বর্জিত হইল, এবং কহিল, আজ আমি রথ্য বনবাসাগত সেই রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া, পিতার হস্তে রণোপার্জিত জয়লক্ষ্মী প্রদান করিব। আজ আমি পৃথিবীকে বানর শূন্য্য করিয়া, পিতার পরম প্রীতিসাধন করিব, এই কথা বলিয়া অন্তর্দান হইল।

অনন্তর প্রচণ্ডপ্রকৃতি ইন্দ্রজিৎ ক্রোধভরে রণস্থলে উপস্থিত হইয়া দেখিল, মহাবীর রাম লক্ষ্মণ বানরসেনামধ্যে ত্রিশিরা ভুজ-দ্বৈর ন্যায় দণ্ডায়মান রিয়াছেন। তখন উহাদিগকে স্পষ্ট চিনিতে পারিয়া, রাবণনন্দন শরাসনে জ্যারোপণ করিল। তাহার রথ অন্তরিক্ষে লুক্কায়িত, সে নিজেও লুক্কায়িত হইয়া রাম লক্ষ্মণের উপর শরক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল। রুষ্টিপাতবৎ তদীয় শরণাতে ক্রমশঃ চতুর্দিক্ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। রাম লক্ষ্মণও দিগন্ত আচ্ছাদন করিয়া দিব্যাস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু উহাদিগের শর ইন্দ্রজিৎকে স্পর্শ করিতেও পারিল

না । ইন্দ্রজিৎ মায়াবলে ধূমান্বকার সৃষ্টি করিল ; তাহাতে চতুর্দিক্ নীহারে আচ্ছন্ন হইয়া দুর্ভ্রীক্ষ্য হইয়া পড়িল । তাহার জ্যাঘাতধ্বনি, রথচক্রের রব, বা অশ্বের খুর শব্দ কিছুই শ্রুতিগোচর হইল না । সে নিজেও দৃষ্টিগোচর হইল না ; ক্রোধাবিষ্ট হইয়া, ঐ ঘনান্বকার মধ্যে বরলব্ধ সূর্য্যপ্রাথর শরে রামকে বিদ্ধ করিতে লাগিল । পন্দতোপরি রষ্টিপাতের ন্যায় সর্কাদ্বে শরপাত দর্শন করিয়া রাম লক্ষ্মণও শরক্ষেপ করিতে থাকিলেন । তাঁহাদিগের স্মৃতীক্ষশর সকল অন্তরিক্ষে ইন্দ্রজিৎকে বিদ্ধ করিয়া, রক্তাক্ত দেহে ভূমিতলে পতিত হইতে লাগিল । যে দিক্ হইতে শরক্ষেপ হইতেছিল, রাম লক্ষ্মণ সেই দিক্ লক্ষ্য করিয়া শরক্ষেপ করিতে থাকিলেন । উহাদিগের লঘুগন্ততা অতীব আশ্চর্য্যজনক । ইন্দ্রজিৎ অন্তরীক্ষের চতুর্দিক্ পর্য্যটন করিয়া শরপ্রহার করিতেছিল ; মহাবীর রাম ও লক্ষ্মণ অনতি পিলষেই ইন্দ্রজিতের শরে বিদ্ধ হইয়া রক্তাক্ত হইয়া উঠিলেন ; এবং শোণিত প্রভায় কুসুমিত কিংশুক পাদপের ন্যায় দৃষ্ট হইতে লাগিলেন । আকাশঃ মণ্ডল মেঘজালে পরিব্যাপ্ত হইলে যেমন সূর্য্যের কোন অংশই দৃষ্টিগোচর হয় না, তৎকালে কেহই তেমনি ইন্দ্রজিতের বেগগতি মূর্ত্তি, ধনু বা শর কিছুই দেখিতে পাইল না । বিস্তর বানর ইন্দ্রজিতের স্মৃতীক্ষশরে রণশায়ী হইতে লাগিল । ইতিমধ্যে লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, আর্য্য ! রাক্ষসজাতির উচ্ছেদ জন্য আজ আমি ব্রহ্মাস্ত্র পরিত্যাগ করিব । রামচন্দ্র কহিলেন, বৎস ! একজনের নিমিত্ত সমস্ত রাক্ষসজাতিকে উচ্ছেদ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে না । সংগ্রামে পরাভূত, ভয়ে লুপ্তায়িত, কৃতাজলিপুটে শরণাগত, এবং প্রমত্ত ব্যক্তিকে বিনাশ করা তোমার উচিত নহে । অতএব আইন, এক্ষণে আমরা কেবল ইন্দ্রজিতেরই বিনাশে চেষ্টা করি । ইন্দ্রজিৎ মায়াবী ও ক্ষুদ্র, এবং উহার রথ অদৃশ্য । সে দৃষ্ট হইলে বানরেরাই উহাকে অগ্ন্যায়গে বিনাশ করিতে পারিত ; কিন্তু এই অদৃশ্য বধ কেবল

আমাদিগেরই সাধ্যায়ত্ত । এক্ষণে সেই ছুরায়া ভূর্গর্ভেই লুকায়িত
হউক, কি অন্তরীক্ষে বা রসাতলেই প্রবেশ করুক, আমার শস্ত্রে
অবশ্যই নিহত হইবে ।

মহাবীর রামচন্দ্র এই বলিয়া বানরগণের সহিত সেই ক্রূর-
কর্ম্মা ভীষণ ইন্দ্রজিতের বধোপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

একাশীত সগ ।

মহাত্মা রাঘবের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, ইন্দ্রজিৎ উপ-
স্থিত যুদ্ধে ক্ষান্ত দিয়া, লঙ্কামধ্যে প্রবেশ করিল । এবং কুন্তকর্ণ
প্রভৃতি বীরগণের মৃত্যু স্মৃতিপথে সমুদিত হওয়াতে, ক্রোধে
কষায়িতলোচনে পুনরায় পুরীর বণিগত হইল । সেই দেবকণ্টক
মহাবীর্য্য রাবণন্দন রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া, পশ্চিম দ্বার দিয়া
বিনির্গমন করিল । এবং তথায় রাম লক্ষ্মণ দুই ভ্রাতাকে যুদ্ধের
জন্ম সমুদাত্ত দেখিয়া, মায়া আবিষ্কারে প্ররত্ত হইল । সে মায়া-
ময়ী সীতাকে রথে স্থাপন ও সুবিশাল সৈন্যে তাঁহাকে আনয়ন
পূর্ব্বক তদীয় নিধনে সংকল্প করিল । অনন্তর সেই সুদৃশ্যভি
নিশাচর সকলের মোহনার্থ কৃতবুদ্ধ হইয়া, সীতাসংহারে
সংকল্প করিয়া, বানরগণের অভিমুখে প্রস্থান করিল । তদনন্তে
বানরগণ সকলেই সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া, যুদ্ধমানসে শিলাহস্তে
উৎপত্তিত হইল । কাপিকুঞ্জর হনুমান্ তাহাদের সকলের অগ্রণী
হইলেন । তাঁহার হস্তে দুরাসদ সুবিশাল পর্ব্বত শৃঙ্গ । তিনি
অবলোকন করিলেন, সীতা ইন্দ্রজিতের রথে রহিয়াছেন ।
তাঁহার আনন্দের লেশ নাই, মস্তকে একমাত্র বেণী, অবস্থা অতি
হীন, বদনমণ্ডল উপবাসে ক্লান্ততাপন্ন, একমাত্র বসন, তাহাও
অতি মলিন, এবং তাঁহার সর্কশরীর রজোমলে পরিলিপ্ত ও অমা-
র্জিত । অল্পকাল হইল, হনুমান্ জানকীকে দেখিয়া আসিয়াছেন,
অতএব মুহূর্ত্তমাত্র নিরীক্ষণ করিয়াই, তাঁহাকে সীতা বলিয়া,

জানিতে পারিলেন। তদবস্থা জানকীকে রথোপরি দর্শন করিয়া হনুমানের মুখমণ্ডল বাষ্পভারে আচ্ছন্ন ও নিরতি বিষাদ উপস্থিত হইল। অনন্তর তিনি শোকাক্তা, নিরালম্বা, তপস্বিনী জানকীকে ঈদ্রজিহ্বের অদীনে নিতান্ত ব্যাকুল অবস্থায় রথে অবস্থিতি করিতে দেখিয়া, মনে মনে ঈদ্রজিহ্বের অভিপ্রোভ বিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন, এবং বানরদিগকে কহিলেন, এই নিশাচর কি অভিপ্রায়ে সীতাকে রথে আনয়ন করিয়াছে? এই বলিয়াই তিনি সগচর বানরশ্রেষ্ঠগণের সহিত রারণনন্দনের অভিমুখে দাবমান হইলেন।

ঈদ্রজিৎ বানর বল সন্দর্শনে ক্রোধে মূচ্ছিত হইয়া কোষ হইতে অসি নিষ্কাশন পূর্বক সীতার মস্তক আকর্ষণ করিল, এবং তাহাদের সমক্ষেই তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল। ঐ মায়া সীতা বারংবার রামের নাম করিয়া, উচ্চৈশ্বরে চীৎকার করিতে আরম্ভ করিল। মারুভাস্কজ হনুমান্ রাক্ষসকে সীতার কেশপাশ গ্রহণ পূর্বক আঘাত করিতে দেখিয়া, নিরতিশয় ব্যাকুল হইয়া, শোকভরে নেত্রজল মোচন করিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি রামের সেই চারুসন্দ্যাকী শিয়ন্তমা মহাবীর প্রাতি দৃষ্টিপাত করিয়া, ক্রোধভরে পরস্ব রাক্ষো ঈদ্রজিৎকে কহিলেন, রে দুরা-
ত্মনু! তুই যখন দেবীর কেশপাশ স্পর্শ করিয়াছিস্, তখন নিশ্চয়ই বিনষ্ট হইবি। তুই ব্রহ্মবিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া, রাক্ষসযোনি আশ্রয় করিয়াছিস্, সেই জন্য স্ত্রী বধে সমুদ্যত হইয়াছিস্। তুই অতি পাপাত্মা, তাকে দিক্! রে বৃথাৎ! রে অনার্য্য! রে দুর্বৃত্ত! রে ক্ষুদ্র! রে পাপপরাক্রম! রে নিদ্বন্দ্ব! স্ত্রী বিষয়েও তোর ঘৃণা হয় না! সেই জন্যই দুরাত্মা তুই ঈদ্রশ ব্যাপারে প্ররত হইয়াছিস্, তাকে দিক্! এই মৈথিলী রাজ্য হইতে, গৃহ হইতে ও স্বামীর হস্ত হইতে ভ্রষ্টা হইয়াছেন। রে নির্দয়! ইনি তোর কি অপকার করিয়াছেন, যে, ইহাকে এইরূপে হত্যা করিতেছিস্। রে বদার্থ! তুই যখন আমার হস্তগত হইয়াছিস্,

তখন দেবী জানকীকে বধ করিয়া, তাকে কোনমতেই অধিক-
ক্ষম জীবন ধারণ করিতে হইবে না। স্ত্রীহত্যা করিলে, যে সকল
লোক লাভ হয়, চৌরাদিরাও অতীব ক্লেষজনক ভাবিয়া, যাহা
দূরে পরিহার করে, তাকে মরণান্তে সেই সকল লোক লাভ
করিতে হইবে। হনুমান্ এই কথা বলিয়াই নিতান্ত জাত-
ক্রোধ ও আযুধহস্ত বানর বলে বেষ্টিত হইয়া, নবদেবে ইন্দ্রজিতের
প্রতি 'দুঃখাবমান' হইলেন। ইন্দ্রজিৎ ভীমকোপে রাক্ষসগৈর্য
সহায়ে সেই আপত্তনোন্মুখ মহাবীর্যশালী বানরগৈর্যের গতি
রোপ করিল। এবং সহস্র সহস্র শরে উহাকে বিক্ষোভিত
করিয়া, হরিশ্চৈষ্ঠ হনুমানকে কহিতে লাগিল, তুই, স্মগ্রীব ও
রাম, যাহার জন্য এখানে আসিয়াছিস্, সেই গীতাকে এখনই
তোমার সাক্ষাতেই বধ করিব। রে বানর! গীতাকে সংহার
করিয়া, পরে রাম, লক্ষ্মণ, স্মগ্রীব ও সেই অনার্য্য বিভীষণকে বধ
করিব। এবং তোমারও প্রাণ বিনাশ করিব। রে প্লবঙ্গম!
তুই বলিতেছিস্, স্ত্রীহত্যা করিতে নাই। কিন্তু যাহাতে বিপক্ষ
পক্ষের পীড়া জন্মে, সেইরূপ কার্য্য করাই কর্তব্য। রাম পূর্বে
কি জন্য তাড়কার প্রাণ বিনাশ করিয়াছিল? আমিও সেই
দৃষ্টান্তে তদীয় মহাবী জানকীকে সংহার করিতেছি। ইন্দ্রজিৎ
হনুমানকে এই কথা বলিয়া, তৎক্ষণাৎ স্বহস্তে রোদনপরায়ণা
জানকীকে শিতধার খড়্গদ্বারা যজ্ঞ সূত্রের পথানুগারে ছেদন
করিল। হিরণ্যমাত্র প্রিয়দর্শনা পৃথুশ্রোণী তপস্বিনী জানকী পৃথি-
বীতে পতিত হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ এইরূপে স্ত্রীহত্যা করিয়া, হনুমানকে কহিল, এই
দেখ, রামপ্রিয়া জানকী বিনষ্ট হইল। আমি ইহাকে খড়্গাঘাতে
ছেদন করিলাম, তোদের পরিশ্রম নিষ্ফল হইল। জানকীকে খড়্গা-
ঘাতে সংহার করিয়া, এই কথা কহিয়াই ইন্দ্রজিৎ হৃষ্টচিত্তে
স্বীয় রথে আরোহণ পূর্ব্বক ঘোর গভীর গর্জ্জন করিয়া উঠিল।
বানরেরা অদূরে অবস্থান পূর্ব্বক সেই শব্দ শ্রবণ করিল। ইন্দ্রজিৎ

খেচর রূপ দুর্গ আশ্রয় করিয়া ব্যাদিত বদনে ঐরূপ শব্দ করিতে লাগিল । ঐরূপে জ্ঞানকীকে সংহার করিয়া, দুঃস্বপ্নে সাতিশয় প্রফুল্লচিত্ত হইল । তাহার সেই প্রফুল্ল মূর্তি দর্শনে বানরেরা বিমল হৃদয়ে বেগে দাবমান হইল ।

— ১০৬ —

দ্ব্যশীত্বিতম সর্গ ।

ইন্দ্রজিতের শক্রাশনি সমস্ত্রে সেই ভয়ঙ্কর গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, বানরেরা সকলেই দশদিব্ নিরীক্ষণ করত ক্রতবেগে পলায়ন করিতে লাগিল । তাঁহারা নিতান্ত ভীত হইয়া, পরস্পরকে ত্যাগ করিয়া, বিমল বদনে পলায়নপর হইলে, মারুত-নন্দন হনুমান্ তাহাদের সকলকে সম্বোধন করিয়া, কহিলেন, বানরগণ ! তোমরা যুদ্ধোৎসাহ ত্যাগ করিয়া, কি জন্য বিমল বদনে পলায়ন করিতেছ ? তোমাদের শূরত্ব কোথায় গেল ? যুদ্ধে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিও না, সক্ষমা অগ্রসর হও । সদবংশে জন্মিয়াও শৌর্য্যশালী হইয়া, যুদ্ধে নিরস্ত হওয়া উচিত হয় না ।

ধামানু বায়ুপুত্র এই প্রকার কহিলে, তাহারা সকলেই নিতান্ত রুষ্ট ও একান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, রক্ষ ও শৈলশৃঙ্গ সমূহ গ্রহণ করিল । এবং হনুমানকে দেখেন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন করত গর্জ্জন করিতে করিতে রাক্ষসদিগের অভিমুখে সমাগত হইল । হনুমান্ উল্লিখিত প্রদান প্রদান বানরগণে সর্ব্বতোভাবে বেষ্টিত হইয়া, অর্চ্ছমান্ ভূতার্শনের ন্যায়, শক্রবাহিনী দক্ষ করিতে লাগিলেন । তিনি বানর সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া, কালান্তক যমের ন্যায়, অনেক রাক্ষস বিনাশ করিলেন । তিনি যুগপৎ শোকে ও ক্রোধে সাতিশয় অভিভূত হইয়া, ইন্দ্রজিতের রথে এক রহৎ শিলা নিপাতিত করিলেন । ইন্দ্রজিতের রথে যে সকল অশ্ব সংযোজিতে ছিল, তাহারা উত্তম রূপে সারথির বশীভূত । সূতরাং, শিলা পতিত হইতে দেখিয়াই, সারথি তৎক্ষণাৎ তথা

হইতে দূরে রথ অপবাহিত করিল। ঐ শিলা সারথির সহিত রথস্থ ইন্দ্রজিতকে না পাইয়া, ব্যর্থ উদ্যত হইয়া, পৃথিবী ভেদ করত প্রবেশ করিল। শিলা পতিত হইলে, রাক্ষসবাহিনী ব্যথিত হইয়া উঠিল। কেন না, তাহার আঘাতে অনেক রাক্ষস নিতান্ত মণিত হইল। তদর্শনে শত শত মহাকায় বানর গিরিশৃঙ্গ ও রক্ষ সকল সমুদাত করিয়া, গর্জ্জন পুরঃসর ইন্দ্রজিতের অভিধান করিল। এবং ভয়ঙ্কর বিক্রমে রাশি রাশি রক্ষ ও শৈল বর্ষণ পূর্বক তাহাকে তিরস্কার করিতে লাগিল। তৎকালে তাহারা বিবিধ স্বরে শব্দ করিয়া, শত্রুগণের সংহার করিতে আরম্ভ করিলে, ঘোররূপ নিশাচরগণ সেই সকল প্রচণ্ডকৃতি বানরগণের বল পূর্বক নিষ্কিঞ্চ রক্ষ সমূহের আঘাতে রণস্থলে বিলুপ্তিত হইতে লাগিল।

ইন্দ্রজিৎ স্বীয় সৈন্য বানর কৰ্ত্তৃক মণিত হইতে দেখিয়া, আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, ক্রোধ ভরে শত্রুগণের অভিমুখে গমন করিল। এবং স্বকীয় সৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া, প্রবল পরাক্রমে শূল, অশনি, ঘড়া, পিটুশ ও কুটুমুদগর ইত্যাদি শরজাল বিস্তার করিয়া, অনেক কপিশাদুলের প্রাণ সংহার করিল। ঐ সকল বানরও ইন্দ্রজিতের অনুচরদিগকে বধ করিতে লাগিল। মহাবল হনুমান একাকী স্কন্ধ, বিটপ, শৈল ও শিলাসমূহ প্রয়োগপূর্বক ভীমকৰ্ম্ম। রাক্ষসদিগের অনেককে নিহত করিলেন। এবং তিনি শত্রুসৈন্যে পর্য্যুদস্ত করিয়া, অনুচর বানরদিগকে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলে যুদ্ধে ক্ষান্ত দাও। আমাদের এই সৈন্য বিনাশ করাও অনর্থক। আমরা প্রাণত্যাগ পূর্বক চেষ্টা করিয়া, রামের প্রিয়কামনায় বাহরজন্য যুদ্ধ করিতেছি, সেই জনকচরিতা নিহতা হইয়াছেন। রাম ও স্ত্রীকে এই বিষয় বিজ্ঞাপিত করিয়া, তাহারা যাহা প্রতিবিধান করিবেন, তাহাই করা যাইবে, চল। বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান এই বলিয়া, সমস্ত বানরদিগকে প্রতিবেদন করিয়া নিৰ্ভয়ে ধীরে ধীরে সৈন্যে যুদ্ধে পরিহার দিলেন।

এদিকে, দুরাশা ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে রামের নিকট প্রস্থান করিতে দেখিয়া, হোম করিবার আশয়ে নিকুন্ডিলা দেবালয়ে গমন ও তথায় অধিষ্ঠান পূর্বক হুতাশনে আহুতি দান করিল। সে মজ্জভূমিতে গমন করিয়া, হোম করিতে প্ররম্ভ হইলে, হোম-শোণিত ভুক হুতাশন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলেন। তিনি হোম-শোণিতে পরিতৃপ্ত ও জ্বালাপরম্পরায় সম্যক্ বর্জিত হইয়া, নিতান্ত তীব্ররূপে সমুপিত হইলে, সক্ষ্যাগত আদিত্যের ন্যায়, প্রতীয়মান হইলেন। অনন্তর বিধিজ্ঞ ইন্দ্রজিৎ রাক্ষসগণের সঙ্গলের জন্য যথাবিধানে হোম কার্য্য সমাধা করিল। মহাযুদ্ধসমূহে কৃত্য্য-কৃত্য্যতত্ত্বজ্ঞ নিশাচরগণ তদ্রূপে বিশেষরূপে সন্নিবিষ্ট হইল।

— ০ : ০ —

ব্রাহ্মীহিতম সর্গ ।

এদিকে, রঘুনন্দন রাক্ষস ও বানরগণের বিপুল যুদ্ধনির্ব্বোধ শ্রবণ করিয়া, জাম্ববানুকে কহিলেন, সৌম্য! হনুমান নিশ্চয়ই সুদ্রুত কার্য্যে প্ররম্ভ হইয়াছে। কেননা, ভয়াবহ ভৃগু যুদ্ধ-নির্নাদ শ্রবণগোচর হইতেছে। অতএব ভূমি স্বকীয় সৈন্যে সম্মারম্ভ হইয়া, সহর গমন করিয়া, যুদ্ধপ্ররম্ভ করিবে হনুমানের সাহায্য কর।

ঋক্ষরাজ জাম্ববানু যে আজ্ঞা বলিয়া, স্বীয় সৈন্যে পরিব্রজ হইয়া, হনুমান যেখানে, সেই পশ্চিম দ্বারে গমন করিলেন। দেখিলেন, কৃতযুদ্ধ বানরগণ সকলেই নিশ্চয় ভাগ করিতেছে; হনুমান তাহাদের সমাগত হইয়া, আগমন করিতেছেন। অনন্তর পবননন্দন পশ্চিমদ্যে নীলমেঘসমিত যুদ্ধোদাত ভয়ঙ্কর ঋক্ষ-সৈন্য দর্শন করিয়া, তাহাদিগকে সন্নিবর্তিত করিয়া, আপনিও নিব্রজ হইলেন। এবং সেই সৈন্যের সঙ্গিত রামের নিকটে আসিয়া, তৎস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, সমরে যুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের সমক্ষেই ইন্দ্রজিৎ গীতাকে সংহার করিয়াছে।

অরিন্দম ! তদর্শনে মন উদ্ভ্রান্ত ও বিষন্ন হওয়াতে, আমি আপনাকে ঐ রক্তাক্ত জানাইহার জন্য আসিয়াছি ।

হনুমানের কথা শুনিয়া, রাম শোকে মুচ্ছিত হইয়া, ছিন্নমূল তরুর ন্যায়, তৎক্ষণাৎ ভূপতিত হইলেন । দেবসন্কাশ রাম ভূমিতে পতিত হইয়াছেন, দেখিয়া, বানরসন্তমগণ চতুর্দিক্ হঠতে সমুৎপত্তিত হইয়া, তাঁহার নিকটে আগমন করিল । এবং তাঁহাকে অনিবার্য্যবেগে সহসা সমুখিত প্রদহনশীল অগ্নির ন্যায়, দর্শন করিয়া, উৎপলস্তুগন্ধিগলিণ্যযোগে অভিষেক করিতে লাগিল । লক্ষ্মণ নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, প্রসারিত বাহুবুগলে গীতাবিয়োগবিধুর রামকে আলিঙ্গন করিয়া, চেতু ও অর্থযুক্ত বাক্যে কহিলেন, আর্ঘ্য ! আপনি ইন্দ্রিয় সকল বিশেষরূপে জয় করিয়াছেন এবং সন্দদা ধর্ম্মপথে অবস্থান করেন, তথাপি ধর্ম্ম আপনাকে অনর্থ হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ হইল না । অত-এব প্রকৃত পক্ষে ধর্ম্মের কোন অর্থই নাই । আর দেখুন, বৃষ্টিতে পারা যায় যে স্থাবর পশ্বাদি ইতর জন্তুর সুখ জ্ঞান আছে ; কিন্তু তাহাদিগের ধর্ম্ম জ্ঞান আছে বলিয়া বোদ হয় না ; অতএব আমার মতে ধর্ম্ম পদার্থই নাই । স্থাবর ও পশ্বাদির সুখ আছে, কিন্তু ধর্ম্ম নাই, আর আপনাদিগের ধর্ম্ম আছে অথচ সুখ নাই, ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে, ধর্ম্ম আদৌ নাই । পুনশ্চ অধর্ম্মে প্রারক্ত হইলেই যদি একান্তই দুঃখগ্রস্ত হইতে হয়, তাহা হইলে, রাবণের নিশ্চয়ই দুঃখাপত্তি হইত । এবং আপনিও ধার্ম্মিক হইয়া কখনই বিপদে পড়িতেন না । রাবণ অধর্ম্ম করিয়া নিরাপদে আছে, এবং আপনি ধম্মানুষ্ঠান করিয়াও, সন্দদা বিপদে পড়িয়াছেন । সুতরাং যাহা ধর্ম্ম, তাহাই অধর্ম্ম, এবং যাহা অধর্ম্ম, তাহাই ধর্ম্ম । এইরূপে ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের পরস্পর বিরুদ্ধ অর্থপ্রতিপত্তি হইয়াছে । অধিক কি, যদি ধর্ম্মে সুখ ও অধর্ম্মে অসুখ হইত, তাহা হইলে, রাবণাদি যে সকল ব্যক্তি

সর্বদা অধর্ম পথে বিচরণ করে, তাহারা অবশ্য অসুখী হইত । এবং অধর্মে বাহাদের রুচি নাই, তাহারা অবশ্যই সুখ ভোগ করিত, ও ধর্মানুষ্ঠান দ্বারা ধর্ম ফল প্রাপ্ত হইত । যেহেতু, বাহারা অধর্মের আশ্রয়, তাহাদের সুখসমৃদ্ধি বর্ধিত ও ধর্মশীল পুরুষগণ অসুখী হইয়া থাকে, সেই হেতুই ধর্ম ও অধর্ম পরস্পর বিপরীত ফল প্রদান করে । হে রাজব ! পাপকর্ম্য পুরুষগণ অধর্ম দ্বারা যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, সেই বধ কর্ম্য দ্বারা স্বয়ং অধর্ম, বিনষ্ট হইয়া থাকে । বিনষ্ট বস্তুর অন্যকে বিনষ্ট করা কি রূপে সম্ভব হইতে পারে । অথবা যদি অন্যের বিহিত কর্মের অনুষ্ঠান সহায়ে কোন ব্যক্তি নিহত হয়, কিংবা সে স্বকীয় অদৃষ্টকে সহায় করিয়া যদি অপরের প্রাণ বিনাশ করে, তাহা হইলে, সেই কর্ম্যানুষ্ঠানজাত অদৃষ্টই পাপ কর্ম্য লিপ্ত হয় ; কর্ম্যানুষ্ঠান পুরুষ কিছুতেই লিপ্ত হয় না । তথাপি, পুত্র পিতা হইতে জন্মিয়াছে বলিয়া, পুত্রকৃত হত্যা পাপ পিতাকে কখন স্পর্শ করিতে পারে না । ধর্ম অচেতন বস্তু, আপনার অনুষ্ঠেয় শত্রুপ্রতিকার বিষয়ে ইহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই । অদিক কি, ইহা অব্যক্ত ও অসংস্করণ । অথবা, ইহার সম্ভা স্বীকার করিলেও, ইহা দ্বারা শত্রুপ্রতিকার রূপ স্বাভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা নাই । হে নৃপুরুষশ্রেষ্ঠ ! যদি সংকর্ম্য অন্য অদৃষ্ট থাকিত, তাহা হইলে, আপনাকে কোন ক্রেশেই পতিত হইতে হইত না । কিন্তু আপনি যখন ঐদৃশ দুর্নবস্থায় পড়িয়াছেন, তখন, ঐরূপ অদৃষ্ট আছে, বলিয়া কোনমতেই উপপন্ন করাইতে পারে না । অথবা, ধর্মের স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া, কোন রূপ অর্থ সাধনে ক্ষমতা নাই ; ইহা সর্বথা অকিঞ্চিৎকর । এইজন্য সহকারিতাশ্রয় পুরুষকারের অপেক্ষা করে । আমার মতে এই প্রকার অকিঞ্চিৎকর ও সুখসাধনক্ষমতা শূন্য ধর্মের সেবা করা একবারেই অনুচিত । এইরূপে ধর্ম যদি পৌরুষসাপেক্ষ বলিয়া, পৌরুষেরই অন্যতর গুণ হয়, তাহা হইলে, সর্ব প্রযত্নে ধর্ম প্রাধান্য

পরিহার করিয়া, পুরুষকারও অবলম্বন করুন। পরন্তুপ ! অথবা, পিতার অঙ্গীকার বাক্যরূপ সত্য পরিপালন করাকেই যদি আপনি ধর্ম বিবেচনা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে, আদৌ তাহাই বা করিলেন না কেন ? দেখুন, পিতা যখন আপনাকে রাজ্যে অভিষেক করিবেন বলিয়া সত্য করিয়াছিলেন, কিন্তু সে সত্য প্রতিপালন করিতে অসমর্থ, সুতরাং মিথ্যা পাপে দূষিত হইয়া, মিথ্যা জন্যই পরলোক গমন করিলেন, তখন তাহার সেই সত্য পরিপালন করা কি আপনার কর্তব্য ছিল না ? অথবা, যদি একমাত্র ধর্ম, কিংবা একমাত্র পৌরুষই অনুষ্ঠেয় হয়, তাহা হইলে, শতক্রতু ইন্দ্র বিশ্বরূপ মূর্খের প্রাণ বিনাশ করিয়া, যজ্ঞানুষ্ঠান করিতে ন। কেন না, যাহার প্রাধান্য, তাহারই অনুষ্ঠান কর্তব্য হইয়া থাকে। শত্রু বিনাশ করিতে হইলে, পুরুষকার ও ধর্ম উভয়েরই এক যোগে আশ্রয় করা কর্তব্য। হে কাকুৎস্থ ! মানুষ মাত্রেই স্বকায় সাধন কল্লা উভয়েরই সেবা করিয়া থাকে। তাত ! আমিও এই প্রকার মনে করি যে, ইহাই ধর্ম। কিন্তু আপনি অর্থমূল রাজ্য ত্যাগ করিয়া, ধর্মমূল একবারেই ছিন্ন করিয়াছেন, এইজন্য ক্লেশভাগী হইতেছেন। পরন্তু হইতে নদী যেমন বিনিস্মৃত হয়, সেই রূপ দিগ্দিগন্ত হইতে সমাহৃত প্রবন্ধ অর্থ হইতে বিবিধ ক্রিয়ার অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ঐশ্বকালে স্বল্পজলা নদী যেমন বিচ্ছিন্ন হয়, অর্থ হীন ক্ষুদ্রপ্রাণ মানুষের তেমনি সকল কার্য্যই অবসন্ন হইয়া থাকে। অর্থ ব্যতীত সুখকামনায় পাপাচারে প্রযুক্তি ও তজ্জন্য বিবিধ দোষের উৎপত্তি হয়। ফলতঃ, যাহার অর্থ, তাহারই মিত্র, তাহারই বান্ধব, যাহার অর্থ নেই পুরুষ, সেই পণ্ডিত, সেই বলবান, সেই বুদ্ধিমান, সেই মহাবীর ও সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা গুণী। আমি অর্থ ত্যাগের বিবিধ দোষ বর্ণন করিলাম। আপনি রাজ্য গ্রহণ না করিয়া কি কারণে অর্থের অবমাননা করিয়াছেন, আমার বোধগম্য হইতেছে না।

সাহার অর্থ, তাহারই ধর্ম্যকাম প্রয়োজনীয়, তাহারই সমস্ত অনু-
কূল । সাহার অর্থলাভে ইচ্ছা আছে, তাঁদশ নিধন পুরুষ
পৌরুষ ব্যক্তিরেকে কখনই অর্থলাভে সমর্থ হয় না । হর্ব, কাম,
ক্রোধ, দর্প, ধর্ম্ম, শাস্তি ও ইন্দ্রিয়সংযম, সমস্তই অর্থের অধীন ।
ধর্ম্ম নিষ্ঠ তাপসগণ যে অর্থভাবে ঐহিক পুরুষার্থে বঞ্চিত হইয়া
থাকেন, যেহেতু তঁদ্বিনে গ্রহ যেমন দেখিতে পাওয়া
যায় না, সেইরূপ সেই অর্থও আপনাতে দৃষ্ট হইতেছে না ।
আপনি পিতার আজ্ঞা শিরোপার্য্য করিয়া, অরণ্যে আগমন
করিলে, রাক্ষস কর্তৃক আপনার প্রাণদিকা ভায়া অপহৃত
হইয়াছে । অতএব উত্থান করুন, অদ্য আমি স্বীয় পুরুষকার
সহায়ে ইন্দ্রজিতের প্রেরিত সমস্ত ক্রেশের অবসান করিব ।
আপনিও কি নিজের মাহাত্ম্য বৃদ্ধিতেছেন না ? মন্ত্র উখিত
হউন । আজ আমি সীতাবিনাশজনিত রোষভরে হস্তী, অশ্ব,
রথ ও বারণের সম্বিত সন্মুদায় লক্ষা এই মুহূর্ত্তেই বিদ্রমিত
করিব ।

চতুর্থশীতিলম সর্গ ।

ভ্রাতৃপ্রিয় লক্ষণ রামকে আশ্বাস দিতেছিলেন । ঐ সময়ে
বিভীষণ স্বস্থানে গুল্মান্যাস করিয়া, তথায় সমাগত হই-
লেন । অঞ্জনরাশির ন্যায় ক্লবঃপর্ণ যুথপতি মাতঙ্গমকঙ্ক
অমাত্যচতুষ্টয় শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বেষ্টিত করিয়া আসিল ।
বিভীষণ সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, রাম লজ্জাস্বত ও
শোকে মোহিত হইয়া, লক্ষণের ফোড়ে শয়ন করিয়া আছেন ।
এবং বানরগণও বাস্পাকুল নয়নে রোদন করিতেছে । তদ্রূপে
বিভীষণ দুঃখভরে কহিতে লাগিলেন, এ কি ? লক্ষণ বিভীষণকে
বিষম অবলোকন করিয়া কহিলেন, মৌম্য ! ইন্দ্রজিৎ দেবী জান-
কীকে সংহার করিয়াছে । হনুমানের প্রামুখ্য এই সংবাদ প্রাপ্ত

হইয়া, আৰ্য্য নামের জ্ঞান চৈতন্য শূন্য হইয়াছে। তখন লক্ষ-
ণের বাক্য শেষ না হইতেই, বিভীষণ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া,
নামকে কহিলেন, অনুমান আসিয়া ব্যাকুলভাবে যাহা কহিয়া-
ছেন, সাগরশোষণের ন্যায়, ঐ ঘটনা আমার একান্ত অসম্ভব
বোধ হয়। দুৰাশ্বা রানব যে অভিপ্রায়ে জ্ঞানকীকে রক্ষা করি-
য়াছে, আমার তাহা বিশক্ষণ বিদিত আছে। সেই কুঅভিপ্রায়
সত্ত্বে জ্ঞানকীকে সে কখনো হত্যা করিবে না। আমি তাঁহার
হিতকামনাবশত্বত্ব হইয়া, জ্ঞানকীকে পরিত্যাগ করিতে বারম্বার
উপদেশ করিয়াছিলাম; কিন্তু আমার কথা তাঁহার গ্রাহ্য হয়
নাই। জ্ঞানকীকে সংহার করা দূরে থাক, সাম, দান, ভেদ বা
যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন উপায়েই কেহ তাঁহার দর্শনলাভে সমর্থ হয়
না। ইন্দ্রজিৎ যাহাকে সংহার করিয়া, বানরগণের মোহ সমুৎ-
পাদিত করিয়াছে, নিশ্চয় জানিবেন, সে মায়ামীতা। অদ্য
ঐ দুৰাচার নিশাচর নিকুন্তিলায় আভিচারিক হোমে প্রায়স্ত
হইবে। স্বয়ং দেব ভূতাসন দেবগণের সম্মিত তথায় সমাগত
হইয়াছেন। এই কার্য্যে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, ইন্দ্রজিতকে বধ
করা দ্রুত হইয়া উঠিবে। যাহাতে বানরগণ উপস্থিত কার্য্যে
কোনরূপ বিঘ্ন করিতে সমর্থ না হয়, সে এই প্রকার অভিপ্রায়েই
মায়াপ্রয়োগপূর্ব্বক সকলের মোহ সমুৎপাদন করিয়াছে। অত-
এব আভিচারিক হোম সমাপ্ত না হইতেই, আমরা সগৈশ্বে তথায়
গমন করি, চলুন। রথ সজ্জিত হইবেন না। আপনাকে সজ্জিত
দেখিয়া, সমস্ত সৈন্যের বিষাদ উপস্থিত হইয়াছে। আপনি
সুস্থ চিত্তে ও উৎসাহসহকারে এই স্থানে অবস্থিতি করুন।
আমরা সগৈশ্বে নিকুন্তিলায় গমন করি, লক্ষ্যকে আগাদের
সহিত প্রেরণ করুন। এই মহাবীর ইন্দ্রজিতের যজ্ঞবিঘ্ন সম্পা-
দনে সমর্থ হইবেন। মায়াসিদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিলেই, আমরা
তাঁহাকে বধ করিতে পারিব। লক্ষ্যের সুতীক্ষ্ণ শর ক্রুরবিহঙ্গ-
মের ন্যায়, নিশ্চয়ই তাহার রক্ত পান করিবে। অতএব দেবরাজ

ইন্দ্র যেমন শক্রর বধার্থ বজ্র প্রয়োগ করেন, আপনি তেমনি লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের সংহারে নিযুক্ত করুন। ইন্দ্রজিতের বিনাশে আজি আর কালবিলম্ব করিবেন না। ঐ দুরাত্মা আভিচারিক কার্য্যসিদ্ধি করিতে পারিলেই, সকলের অদৃশ্য হইয়া, দেবগণেরও প্রাণ সংহার করিতে পারে।

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ।

রাম শোকে আচ্ছন্ন ছিলেন, তজ্জন্য এই সকল কথার মর্ম্মাবধারণে সমর্থ হইলেন না। অনন্তর কিঞ্চিৎ পৈয়্যাবলম্বন করিয়া, বিভীষণকে সকলের সাক্ষাতে কহিলেন, রাক্ষসরাজ! তোমার কথা সমস্ত পুনরায় শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি; তোমার বক্তব্য কি আছে, নির্দেশ কর।

বিভীষণ কহিলেন, আমি কালবিলম্ব না করিয়া, আপনার আদেশমত গুল্ম সন্নিবেশ করিয়াছি। তদনুসারে সমুদায় বানর-সৈন্য চতুর্দিকে বিভক্ত ও যুগপতিরা সর্ব্বথা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে। অতঃপর, আমার আরও কিছু বক্তব্য আছে, শ্রবণ করুন। আপনি অকারণ খোকে ব্যাকুল হইয়াছেন, দেখিয়া, আমাদের অন্তঃকরণ বিষন্ন হইয়া উঠিয়াছে। এক্ষণে এই রূপা শোক ত্যাগ করিয়া, হর্ষিত ও ক্রতোদ্যম হউন এবং শক্রর আনন্দজনক চিন্তা পরিহার করুন। যদি গীতার উদ্ধার ও রাক্ষস-সংহারে অভিলাষ থাকে, আমার একটী হিতকর কথা শুনুন। দুরাত্মা ইন্দ্রজিৎ এক্ষণে নিকুন্ডিলায় গমন করিয়াছে। লক্ষ্মণ তাহাকে তথায় বধ করিবাব জন্য আমাদের সমভিব্যাহারে গমন করুন। পিতামহের বরে কামগানী অশ্বের সহিত একশির অস্ত্র ইন্দ্রজিতের হস্তগত হইয়াছে। সে এখন সসৈন্যে নিকুন্ডিলায় প্রবেশ করিয়াছে। তাহার আভিচারিক হোম নির্ব্বিঘ্নে সমাপ্ত হইলে, নিশ্চয় জানিবে, আমরা আজি তাহার হস্তে

বিনষ্ট হইবে। সৰ্বলোকপতি ব্রহ্মা বরদানকালে তাহাকে বলিয়া-
ছিলেন, তুমি নিকুন্তিলায় প্রবেশ করিয়া যজ্ঞে প্ররক্ত হইয়াছ,
উহা সমাপ্ত হয় নাই, এই অবস্থায় কেহ তোমায় সশস্ত্রে আক্রমণ
করিলেই, তোমার মৃত্যু হইবে। রাম! ব্রহ্মা এইরূপে তাহার
বপের উপায় করিয়া দিয়াছেন। অতএব আপনি মহাবল লক্ষ্ম-
ণকে নিয়োগ করুন। ইন্দ্রজিৎ ইহার হস্তে বিনষ্ট হইলে, জানি-
বেন, রাবণ সবাক্ষবে বিনষ্ট হইয়াছে।

রাম কহিলেন, বিভীষণ! প্রচণ্ডস্বভাব ইন্দ্রজিতের মায়া-
বল আমার বিলক্ষণ বিদিত আছে। ব্রহ্মার বরে ব্রহ্মশির অস্ত্র
লাভ করিয়া, তদ্বারা দেবতাদিগকেও সে জয় করিয়াছে, ইহাও
আমি বিলক্ষণ অবগত আছি। আকাশ ঘোরতর ঘনঘটাম
আচ্ছন্ন হইলে, দিবাকর যেমন অদৃশ্য হয়েন, ইন্দ্রজিৎ রথা-
রোহণে আকাশে বিচরণ করিতে প্ররক্ত হইলে, তাহার গতি
তেমনি কিছুমাত্র দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাও আমার পরি-
জ্ঞাত আছে।

অনন্তর রাম কীর্তিমান লক্ষ্মণকে কহিলেন, বৎস! তুমি
মহাবীর অনুগান, ঋক্ষরাজ জাম্ববান প্রভৃতি যুধপতি ও সমস্ত
বানরগৈন্যের সহিত মায়াবী দুর্ভাতা ইন্দ্রজিতকে সংহার করিয়া
আইস। মায়াবোধে বিচক্ষণ ও সক্ষম বিভীষণ মন্ত্রিগণের
সহিত তোমার অনুগামী হইবেন।

ভীমবিক্রম লক্ষ্মণ “যে আজ্ঞা” বলিয়া, অন্য এক উৎকৃষ্ট
শরাসন গ্রহণ করিলেন। তাহার শরীর বস্মে আচ্ছাদিত,
বাম হস্তে ধনু, তুলীয়ে শর ও পৃষ্ঠে খড়্গ। তিনি রামের পদ-
স্পর্শ পূর্বক সহর্ষে কহিলেন, হংসেরা যেমন জলাশয়ে পতিত
হয়, অদ্য আমার শর শরাসন হইতে চ্যুত হইয়া তেমনি
লঙ্কাতে গিয়া পড়িবে। আজ নিশ্চয়ই আমার শরে সেই প্রচণ্ড
রাক্ষসের দেহ বিদীর্ণ হইবে। এই বলিয়া তিনি রামকে প্রদ-
ক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন। এবং জয়লাভার্থ তাহার আশীর্বাদ গ্রহণ

করিয়া, ইন্দ্রজিতকে বধ করিবার জন্য নিকুন্তিলায় যাত্রা করিলেন । চারি জন মন্ত্রির সহিত বিভীষণ ও মহাবীর পবননন্দন লক্ষ-
ণের সমভিব্যাহারে চলিলেন । লক্ষণ গমনসময়ে পথিমধ্যে নিরী-
ক্ষণ করিলেন, একস্থানে ঝঙ্কসৈন্য সমবেত রহিয়াছে । পরে
কিয়দূর যাইয়া অদূরে দেখিলেন, রাক্ষসসৈন্য ব্যাহত রহিয়াছে ।
লক্ষণ মায়াবী ইন্দ্রজিতকে ত্রাসার নির্দেশক্রমে জয় করিবার বাস-
নায় বিভীষণ, অঙ্গদ ও হনুমানের সহিত তথায় দণ্ডায়মান হই-
লেন । রাক্ষসসৈন্য বিবিধ নিম্নল অস্ত্র শস্ত্রে দীপ্তিমান, রথ ও
ধ্বজদণ্ডসমূহে নিতান্ত সঙ্কুল ও অতীব ভীষণ । মহাবীর
লক্ষণ গভীর অন্ধকারবৎ উল্লিখিতরূপ শত্রুসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট
হইলেন ।

যড়শীতিতম সর্গ ।

এই অবসরে রাক্ষসপতি বিভীষণ লক্ষণকে শত্রুর অহিতকর
কার্য্যসাধক বাক্যে কহিতে লাগিলেন, ঐ যে অদূরে মেঘের
ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ নিশাচরসৈন্য দেখিতেছেন, শীঘ্র বানরদিগের
সহিত উগাদের যুদ্ধপ্ররতি বিধান করুন । এবং আপনিও ইহা-
দের বিদারণে কৃত্যবত্ব হউন । সৈন্য ছিন্ন ভিন্ন হইলে, ইন্দ্রজিৎ
নিশ্চয়ই দৃশ্য হইবে । এক্ষণে যাবৎ আভিচারিক হোম সম্পন্ন না
হইতেছে, তাবৎ আপনি ইন্দ্রাশনিসমপ্রেক্ষা শরনিকরে অবকীর্ণ
করিয়া, সত্ত্বর বিপক্ষপক্ষের প্রাতি দাবমান হউন । ইন্দ্রজিৎ
মায়াবী, অপার্মিক, ক্রুরকর্মা, সর্বলোকভয়াবহ ও দুরাশ্রা ।
বীর ! আপনি তাগকে সংহার করুন ।

শুভলক্ষণ লক্ষণ বিভীষণের কথা শুনিয়া, রাক্ষসরাজপুত্র
ইন্দ্রজিতের উদ্দেশে শরবর্ষণে প্রারম্ভ হইলেন । ঝঙ্ক ও শাখা-
মুগেরা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাদপ লইয়া যুদ্ধ করিতে করিতে, একত্রে
তথায় ব্যূহবদ্ধ রাক্ষসসৈন্যের প্রাতি দাবমান হইল । রাক্ষসেনাও

তাহাদের বিনাশবাসনায় শাণিত শর, অগ্নি, শক্তি ও ত্রোমর লইয়া, মহাবেগে অভিমুখে প্রস্থান করিল। অনন্তর রাক্ষস বানরে তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, মহাশব্দে লঙ্কার চারি দিক্ প্রাতিধ্বনিত হইয়া উঠিল। এবং বিবিধাকার শাণিত শস্ত্র, বাণ, পাদপ ও গিরিশৃঙ্গসমূহে আকাশ আচ্ছন্ন হইল। বিকৃতানন বিকৃতবাহু নিশাচরগণ বানরগণে অস্ত্রাঘাত করিয়া, নিরাতিশয় ভয় সমুৎপাদন করিল। বানরেরাও বিভীষিকা প্রদর্শন পূর্বক গিরিশৃঙ্গ ও রক্ষসদ্বারা উহাদিগকে হত ও আহত করিতে লাগিল।

এই রূপে মহাবল মহাকায় ভল্লুক ও বানরশ্রেষ্ঠদিগের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, রাক্ষসেরা নিতান্ত শঙ্কিত হইয়া উঠিল। ইন্দ্রজিৎ, স্রীয সৈন্য শত্রু কর্তৃক নিপীড়িত ও বিষয় হইয়াছে, শ্রবণ করিয়া, হোম সমাপ্ত না হইতেই, গাত্রোথান করিল এবং ক্রোধভরে নিকুন্তলাস্থ ঘনসন্নিবিষ্ট পাদপরাজির অঙ্ককার হইতে বিনির্গত হইয়া, রথে অধিরূঢ় হইল। রথ পূর্ণ হইতেই যোদ্ধিত, সজ্জিত ও সম্যকবিধানে সংযত ছিল। ইন্দ্রজিতের কলেবর কৃষ্ণাঞ্জনচয়সন্নিভ, হস্তে ভয়ানক শর ও শরায়ন এবং নয়নযুগল ও বদনমণ্ডল রক্তবর্ণ। সাক্ষাৎ সর্পসংহর মূর্তার ন্যায়, তাহার শোভা হইল।

তাহাকে রথে আরোহণ করিতে দেখিয়া ভয়ঙ্কর-বেগবিশিষ্ট রাক্ষসসৈন্য লক্ষণের সহিত যুদ্ধাভিলাষে সম্যক বিধানে সন্নিবিষ্ট হইল। এই অবসরে ধরণীধর সদৃশ অরিন্দম হনুমান্ সুদুরাগদ রক্ষ সমুদ্যত করিয়া, প্রলয়কালীন পাবকের ন্যায়, ঐ রাক্ষসসৈন্য লক্ষ ও বারংবার রক্ষাঘাতে তাহাদিগকে হতচেতন করিতে লাগিলেন। তিনি বলপূর্বক শত্রু বিনাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া, সহস্র সহস্র রাক্ষস তাহাকে শরজালে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। এবং শূলধারীরা শূল, অগ্নিদারীরা অগ্নি, শক্তিধারীরা শক্তি ও পাণ্ডিত্যধারীরা পাণ্ডিত্যসমূহে তাহাকে আঘাত করিতে লাগিল। অনন্তর সকলে মিলিয়া চারি দিক্ হইতে পর্বতোপম

হনুমানকে আক্রমণ করিয়া, শত শত গদা, পরিষ, কুট, শতদ্রী, লৌহমুদ্রার, ভয়ঙ্কর পরশু, ভিন্দিপাল, বজ্রবেগ মুষ্টি ও অশনি-সম তল গ্রাহার করিতে আরম্ভ করিল। তিনি নিরন্তিক্রোধভরে তাহাদের তুমুল হত্যা কাণ্ডে প্ররম্ভ হইলেন।

ইন্দ্রজিৎ দূর হইতে অবলোকন করিল, অচলোপম অরিন্দম কপিশ্রেষ্ঠ হনুমান্ শত্রুদিগকে সংহার করিতেছেন। তদ্রশনে সারথিকে কহিল, যেখানে ঐ বানর, তথায় রথ চালন কর। উপেক্ষা করিলে, এই কপি আমাদের পক্ষীয় নিশাচরগণের ক্ষয় করিবে। সারথি এইপ্রকার অভিহিত হইয়া পরমদুর্দ্ধব ইন্দ্রজিতকে লইয়া, হনুমানের অধিষ্ঠিত প্রদেশে গমন করিল। ইন্দ্রজিৎ তথায় সমাগত হইয়া, হনুমানের মস্তক লক্ষ্যে রাশি রাশি শর, খড়্গ, পিউশ, অগ্নি ও পরশু বর্ষণ করিতে লাগিল। পবন-নন্দন সেই সকল ভয়ঙ্কর শস্ত্র প্রতিগ্রহ করিয়া, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া, বক্ষাগণ বাক্যে কহিলেন, রে দুর্দৃষ্টি রাবণাজ্ঞ! যদি শূর হও, যুদ্ধ কর। পবনাজ্ঞের সঙ্গাসন্ন হইয়া, জীবিত শরীরে তোমায় ফিরিতে হইবে না। রে দুর্দৃষ্টি রাক্ষসাদম! যদি দ্বন্দ্ব-দানের অভিলাষ থাকে, বাহ্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, আমার বেগ সহ্য কর।

ইতাবসরে বিভীষণ লক্ষ্মণকে কহিলেন, ঐ দেখুন, ইন্দ্রজিৎ শরাসন সমুদাত করিয়া, হনুমান্কে মারিতে উৎসুক হইয়াছে। এই ইন্দ্রজিৎ সুরাসুর সকলের জয় করিতে সক্ষম। রথারোহণে পুনরায় হনুমানকে বধ করিতে ইচ্ছা করিতেছে। অতএব লক্ষ্মণ! আপনি জীবিতনাশন, শত্রুনিবারণ, ভয়ঙ্কর ও অনুপম শরসমূহে ইহার প্রাণ সংহার করুন।

অরাতিভীষণ বিভীষণ এই প্রকার কহিলে, মহাত্মা লক্ষ্মণ পরীতাকৃতি, ভীমবল, দুর্গাসদ ও রথাদিক্রুত ইন্দ্রজিতের প্রতি দৃষ্টি সঞ্চালন করিলেন।

সপ্তাশীতিতম সর্গ।

বিভীষণ ধনুষ্পাণি লক্ষ্মণকে এই কথা বলিয়া, ক্রোধভরে তাঁহারে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্বরে প্রস্থান করিলেন। অনন্তর কিয়দূর গমন করিয়া, মহাবনে প্রবেশ পূর্বক লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিতের যজ্ঞস্থান প্রদর্শন করিলেন। তদনন্তর নীলমেঘগগ্নিভ ভীমদর্শন বটবৃক্ষ, তাঁহাকে প্রদর্শন করিয়া, কহিলেন, বলশালী ইন্দ্রজিৎ এই বৃক্ষতলে ভূতগণের উদ্দেশে বলি প্রদান করিয়া থাকে। বলিপ্রদান করিয়া, পরে সংগ্রামে গমন করে। সে এই বলিপ্রদানবলেই সকলের অদৃশ্য হইয়া, সমরে শত্রুগণের বধ ও বন্ধন করে। ঐ বীর এখনও বটমূলে প্রবেশ করে নাই, এই বেলা আপনি প্রদীপ্ত শরজ্বলে অশ্ব, রথ ও মারথির সহিত উশাকে নিধন করুন।

পরমতেজস্বী সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ এই কথায় বিচित्र ধনু বিষ্কারণ পূর্বক তথায় দণ্ডায়মান হইলেন। এমন সময়ে বলবান্ রাবণা-জ্ঞান ঋতুগ বস্ম ধারণ পূর্বক অগ্নিবর্ণধারোহণে তাঁহার দর্শন-বিষয়ে পতিত হইল। লক্ষ্মণ অপরাজিত ইন্দ্রজিতকে দর্শন করিয়া কহিলেন, আমি তোমায় যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতেছি, সম্যক রূপে আগায় যুদ্ধ প্রদান কর।

লক্ষ্মণ এই কথা কহিলে, সপাতেজা মনস্বী রাবণকুমার তথায় বিভীষণকে দর্শন করিয়া, পরুষবাক্যে কঠিতে লাগিল, রাক্ষস! তুই আমাদের বংশে জন্মিয়াছিস্, তুই আমার পিতার সাক্ষাৎ জাতা ও আমার পিতৃব্য এবং আমি তোমার জাতপুত্র। তবে তুই কিরূপে আমার অনিষ্ট করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। রে হুমতে! রে ধর্মঘাতক! জাতিত্ব, জাত্যভিমান, গোদর্শ্য, গোহর্দ ও ধর্ম, কিছুই তোমার আচরণের মধ্যে নহে। রে চরমুদ্র! তুই সর্বথা শোচনীয় ও সাপুংগের নিন্দনীয়। যেহেতু তুই স্বজনকে ত্যাগ করিয়া, পরের দাগত্ব স্বীকার করিয়াছিস্।

নে নীচ! তোর ভাল মন্দ বুঝিবার ক্ষমতা নাই। সেই জন্য কোথায় স্বজন আশ্রয়ে বাস, আর কোথায় বা পরের দাসত্ব, এই উভয়ের যে বর্তল অন্তর, তাহা বুঝিতে পারিঙ্গ না। গুণবান্ পর, আর নিগুণ স্বজন এই উভয়ের মধ্যে নিগুণ স্বজনই শ্রেষ্ঠ। কেননা, পর যে, সে পরই। যে ব্যক্তি অপক্ষ ত্যাগ করিয়া, পরপক্ষ আশ্রয় করে, অপক্ষের ক্ষয় হইলে, পরপক্ষ দ্বারা তাহার বিনাশ সাধিত হয়। রে নিশাচর!, তুই আমাদের স্বজন। কিন্তু তুই ভিন্ন আর কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতি একরূপ নির্দয়তা প্রকাশ ও আমার বধে একরূপ যত্ন করিতে পারে?

ভাতৃপুত্র এই প্রকার কহিলে, বিভীষণ প্রত্যুত্তর করিলেন, রে রাক্ষস! তুমি আমার স্বভাব যেন জান না; রখা কেন শ্লাঘা করিতেছ? রে অসাধু রাবণকুমার! আমি তোমার পিতৃব্য - অন্ততঃ এই গৌরসেও এই রক্ষ ভাব ত্যাগ করা তোমার অবশ্য কর্তব্য। আমি ক্রুরকর্মা রাক্ষসদিগের বংশে জন্মিয়াছি, বটি; কিন্তু তাহাদের ন্যায় কোন দারুণ কার্য বা অধর্ম করিয়া, আমার আত্মা জন্মে না। যাহা হউক, তুমি আমার স্বজনত্যাগী বলিলে; কিন্তু ভ্রাতা নিম্নস্বভাব হইলেও, ভ্রাতা কি তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে? যে ব্যক্তি ধর্মবিরুদ্ধস্বভাব ও পাপে আসক্তচিত্ত, তাহাকে, হস্তস্থিত সপের ন্যায়, ত্যাগ করিতে পারিলেই সুখ। শাস্ত্রকারেরা বলিয়াছেন, পরস্বাপহারী ও পরদারগামী দুর্নাম্য ব্যক্তিকে দহ্যমান গৃহের ন্যায় ত্যাগ করাই উচিত। কেননা, পরস্বাপহরণ, পরদার দূষণ ও সুহৃদগণের আত্মাত্ম ভয়, এই তিন দোষ বিনাশ সাধন করিয়া থাকে। ভয়ঙ্কর ঋষিহত্যা, সমস্ত দেবতার সহিত বিবাদ, অভিমান, ক্রোধ, বৈরিতা ও প্রতিকূলতা, এই সকল দোষে ভ্রাতা রাবণকে ধনে প্রাণে বিনষ্ট হইতে হইবে। জলদগুণল যেরূপ পর্বত প্রচ্ছাদিত করে, সেইরূপ এই সকল

দোষ ভাঁহার সমস্ত গুণ আচ্ছন্ন করিয়াছে । এই সকল দোষের আশ্রয় প্রযুক্তই আমি তোমার পিতা ভ্রাতা রাবণকে ত্যাগ করিয়াছি । এই লক্ষা, ভুগি ও রাবণ তোমরা সকলেই বিনষ্ট হইবে । রে রাক্ষস ! তুমি বালক, দুর্কিনীত ও অভিমानी । তাহাতে আমার মৃত্যুপাশে বদ্ধ হইয়াছ, অতএব যাহা ইচ্ছা বলিয়া লও । তুমি পূর্বে আমায় পরুষোক্তি করিয়াছিলে । সেই কারণেই অদ্য তোমার এই বিপদ উপস্থিত হইয়াছে । রে রাক্ষসাদম ! আর তুমি বটমূলে যাইতে পারিতেছ না । রামকে দর্শিত করিয়া, বাঁচিয়া থাক ও তোমার পক্ষে অসমর্থ । এক্ষণে নরদেব লক্ষ্মণের সহিত যুদ্ধ ও ইহাঁর বেগ সহ্য কর । ইহাঁর হস্তে নিহত হইয়া, নগালয়ে গিয়া, দৈবকার্যের সাধন করিবে । এক্ষণে তুমি আত্মবল প্রদর্শন সহকারে সমস্ত আয়ুধ ও শর বায় কর । লক্ষ্মণের বাণ-পথে পতিত হইলে, তোমায় আর সমৈন্যে জীবিত দেহে কিরিতে হইবে না ।

অষ্টাশীতিতম সর্গ ।

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণের কথা শুনিয়া, ক্রোধে মূচ্ছিত হইয়া, কটুক্তি প্রয়োগ পূর্বক রোষভরে প্রাতোথান করিল । অনন্তর কলাম্বুকোপম মহাবল সেই রাক্ষস খড়্গ ও অন্যান্য অস্ত্র উদ্যত করিয়া, কৃষাশ্বযুক্ত সুসজ্জিত রথে অধিরোহণ এবং বিপুল, বেগবান্, মহাপ্রমাণ, সুদৃঢ়, ভয়ঙ্কর ধনু ও শত্রুনাশন শর সকল গ্রহণ করিল । এইরূপে মহাবল মহাদনু অগিত্রয় রাবণাশ্রয় অলঙ্কৃত ও রণস্থ হইয়া, অবলোকন করিল, মহাবীর লক্ষ্মণ সুসজ্জিত হইয়া, হনুমানের পৃষ্ঠদেশে আরোহণ পূর্বক উদয়াচলস্থ দিবাকরের ন্যায়, বিরাজমান হইতেছেন । তদর্শনে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মণকে, বিভীষণকে ও প্রদান প্রাধান বানরদিগকে কণ্ঠিতে লাগিল, আজ তোমরা আমার পরাক্রম অবলোকন এবং

মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায়, আমার কাম্যুকোৎসৃষ্ট ছুরাগদ শরশ্রুতি গহ্য কর । অগ্নি যেমন তুল দগ্ধ করে, সেইরূপ আজি আমি তোমাদের সকলকে শরানলে দগ্ধ করিব । আজি আমি শূল, শক্তি, ঋণি ও সুভীক্ষ শর সহায়ে তোমাদিগকে সমালয়ে পাঠাইয়া দিব । আমি লঘুহস্ততা প্রদর্শন পূর্ব্বক শরবর্ষণে প্ররম্ভ হইয়া, মেঘের ন্যায়, বারংবার গম্ভীর রবে গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিলে, তোমাদের মধ্যে কার সাধ্য, আগার সম্মুখে অবস্থান করে ? রে লক্ষ্মণ ! পূর্ব্বের তোরা দুই ভাই বিনাযুদ্ধে আমার বজ্রসম শরে হতচেতন হইয়া, সপরিবারে সমরে শয়ন করিয়াছিলি, তাহা তোর মনে নাই, বোধ হইতেছে । যাহা হউক, তুই যখন সপ্নসদৃশ ক্রোধাবিষ্টে আমার সহিত যুদ্ধে প্ররম্ভ হইয়াছিলি, তখন নিশ্চয়ই সমালয়ে গমন করিবি । রঘুনন্দন লক্ষ্মণ রাক্ষসরাজ ইন্দ্রজিতের এইপ্রকার গর্জ্জন শ্রবণ করিয়া, নির্ভীক বদনে রোষভরে কহিলেন, রাক্ষস ! তুমি যে শত্রুবধের কথা মুখে বলিলে, কাজে তাহা করা সহজ নহে । যে ব্যক্তি কোন বিষয় কাজে করিতে পারে, সেই বুদ্ধিমান । রে দুর্মতে ! তোর ক্ষমতা নাই । সেই জন্য কেবল কথামাত্রে দুঃসাপ্য বিষয়ে আপনাকে কৃতকার্য্য বোধ করিতেছিস্ । তুই তখন লুকায়িত হইয়া যে কাজ করিয়াছিলি, তৎকরেরাই সেইরূপ করিয়া থাকে ; বীরগণ কখন তাহাতে প্ররম্ভ হয়েন না । রে রাক্ষস ! আমি তোর বাণপথ প্রাপ্ত হইয়া অবস্থিতি করিলাম ; তুই আজ আমায় নিজেই তেজ প্রদর্শন কর । বাক্যে কেন গর্ষ করিতেছিস্ । মহাবল ইন্দ্রজিৎ এই প্রকার অভিহিত হইয়া, ভয়ঙ্কর ধনু আকর্ষণ পূর্ব্বক শাণিত শরজাল পরিত্যাগ করিল । সপ্নবিষ-সদৃশ, মহাবেগ শর সকল পরিত্যক্তমাত্র লক্ষ্মণের গাত্রে সংলগ্ন হইয়া, নিশ্বাসশালী সপ্নসমূহের ন্যায়, পতিত হইল । বেগবান্ রাবণরাজ ইন্দ্রজিৎ এইরূপে অতি মহাবেগ শরসমূহে শুভলক্ষণ লক্ষ্যণকে বিদ্ধ করিল । সুমিত্রানন্দন শ্রীমান্ লক্ষ্মণ শরপরম্পরায়

নিভাস্ত বিদ্ধ ও শোণিতাক্ত হইয়া, বিধুম পাবকের ন্যায়, শোভা ধারণ করিলেন । ইন্দ্রজিৎ আপনার এই বীরকার্য্য দর্শন পূর্ব্বক সিংহনাদসহকারে লক্ষ্মণকে কহিল, রে লক্ষ্মণ ! আজ এই প্রাণবিনাশকর খরপার শরনিকর তোর প্রাণ বিনাশ করিবে । আজ শোন, গৃধ্র ও শৃগালেরা তোর মৃতদেহে নিপতিত হইবে । তুই ক্ষত্রিয়ের অধম ও নীচ । এবং দুৰ্ম্মুদ্রি রামের ভক্ত ও অনু-রক্ত ভ্রাতা । সে তোরে আজই আমার বাণে বিনষ্ট দেখিবে । এবং তোর কবচ বিধ্বস্ত, শরাসন ভ্রষ্ট ও মস্তক ছিন্ন হইয়াছে, অবলোকন করিবে ।

ইন্দ্রজিৎ এই প্রকার পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিলে, লক্ষ্মণ নিভাস্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, রে দুৰ্ম্মতে ! রে ক্রুরকন্মণ ! বাগ্‌বল ত্যাগ কর্ । বৃথা কেন বাক্য বায় করিতেছিস্ ? কার্য্যে পুরুষকার প্রদর্শন কর্ । তুই কার্য্যে পৌরুষ প্রদর্শন না করিয়া, কিঙ্কণ্য বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতেছিস্ । রে রাক্ষস ! তুই এরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান কর্, যাহাতে, তোর এই আত্মশ্লাঘায় আমার অজ্ঞা হইতে পারে । রে নিশাচর ! আমি কিছুমাত্র পরুষ বাক্য প্রয়োগ বা তিরস্কার অথবা আত্ম-শ্লাঘা না করিয়া, তোরে বধ করিব, দেখ্ ।

এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ সুশাণিত পঞ্চ নারাচ আকর্ণ সন্ধান পূর্ব্বক মহাবেগে ইন্দ্রজিতের বক্ষস্থলে নিক্ষেপ করিলেন । ঐ সমস্ত নারাচ, প্রস্থলিত পন্নগের ন্যায়, পতিত হইয়া, তদীয় বক্ষে রবিরশ্মির ন্যায়, বিরাজমান হইল । ইন্দ্রজিৎ শরপর-স্পরায় আতত হইয়া, অতিমাত্র ক্রোধভরে সুহৃদ্যুক্ত শরদ্রয়ে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিল । তখন উভয়ে পরস্পর জিগীষাপরবশ হইয়া, অতীব ভয়কর তুমুল যুদ্ধবিমর্দে প্রবৃত্ত হইলেন । উভয়েই বিক্রান্ত ও বলসম্পন্ন, উভয়েই পরম দুৰ্জ্জয় ও অতুল্যবলতেজ-বিশিষ্ট । তৎকালে ভাঁহারা উভয়ে নভোগত গ্রহদ্বয়ের ন্যায়, ইন্দ্র ও নৃত্যাসুরের ন্যায়, এবং দুই সিংহের ন্যায়, যুদ্ধ করিতে

লাগিলেন । দুই জনেই মহাত্মা ও যুদ্ধে দুষ্সম্ভ্রম্য এবং দুই জনেই অবস্থান পূর্বক রাশি রাশি শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । লক্ষ্মণ যেমন মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রজিৎ তেমনি রাক্ষসের প্রধান । তাঁহারা উভয়ে হর্ষাবিষ্ট হইয়া, শংবর ও ইন্দ্রের ন্যায়, যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন এবং দুই মেঘের ন্যায়, পরস্পরের প্রতি শরবর্ষণ পুরঃসর মহাবলে পরস্পরকে বারংবার ব্যথিত করিতে লাগিলেন ।

একোননবত্ৰিতম সর্গ ।

অনন্তর শত্রুসুদন লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া, সপের ন্যায়, নিশ্বাস-ভার পরিহার করিয়া, ইন্দ্রজিতের প্রতি শর সকল সন্ধান পূর্বক প্রয়োগ করিলেন । রাক্ষসরাজ ইন্দ্রজিৎ তাঁহার জ্যাতল শব্দ শ্রবণ করিয়া, স্তান বদনে তাঁহার দিকে চাফিয়া রহিল । ইন্দ্রজিতকে বিষণ্ণবদন নিরীক্ষণ করিয়া, বিভীষণ যুদ্ধপ্রবৃত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, বীর । আমি এই রাবণনন্দনের মুখমালিন্য প্রভৃতি যে সকল দুর্নিমিত্ত লক্ষ্য করিতেছি, তাহাতে, আপনি একটু সহ্য করুন ; ইন্দ্রজিৎ নিঃসন্দেহ ভগ্ন হইয়াছে ।

তখন লক্ষ্মণ তীক্ষ্ণদিশ আশীদিশ মদন শর সকল সন্ধান পূর্বক ইন্দ্রজিতের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের শকাশনিসমস্পর্শ শরসমূহে আহত হইবাগাত্র মুহূর্তকাল জ্ঞানশূন্য হইয়া রহিল । উহার ইন্দ্রিয় সকল অবসন্ন হইয়া উঠিল । অনন্তর সে লক্ষ্মণের নিকটে আনিয়া রোষাক্রণ লোচনে কঠোর বাক্যে পুনর্বার কহিতে লাগিল, আমি যে সেই প্রথম যুদ্ধে পরাক্রম প্রদর্শন পূর্বক তোকে তোর জাতার সহিত নাগ-পাশে বদ্ধ করিয়াছিলাম, তাহা কি তোর মনে পড়ে না ? তুই আবার কোন্ সাহসে আজ যুদ্ধ করিতেছিন্ ? আমার বজ্রগম শর সকল যুদ্ধে তোদের দুই জনকে ভূতাবর্গের সহিত যে হত-

জ্ঞান ও ভূশায়ী করিয়াছিল, তাহা বোধ হয় তোর মনে নাই। অপবা, স্পষ্টই বোধ হইতেছে, যমালয়গমনে তোর ইচ্ছা হইয়াছে। সেইজন্য আজ যুদ্ধে আমাকে ধৰ্ষিত করিতে উদ্যত হইয়াছিস্। যদি সেই প্রথম যুদ্ধে আমার পরাক্রম না দেখিয়া থাকিস্, দাঁড়া, অধুনা তাহা দেখাইতেছি। এই বলিয়া মহাবীর ইন্দ্রজিৎ সাত শরে লক্ষ্মণকে, দশ শরে হনুমানকে এবং শত শরে দ্বিগুণ ক্রোধে বিভীষণকে বিদ্ধ করিল।

লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের অনুষ্ঠিত এই কার্য্য সামান্য বোধে উপেক্ষা করিয়া, হান্য করিতে করিতে কহিলেন, ইহা কিছুই নহে। এই বলিয়া তিনি ভয়ঙ্কর শরনিকরে গ্রহণ পুরঃসর তৎসমস্ত মোচন করিয়া, ক্রোধভরে নিভীক বদনে তাহাকে কহিলেন, রে নিশাচর! তোর শর সকল লঘু, স্বল্পবীৰ্য্য ও সুখহাদ। বীরগণ রণস্থলে এক্রপ শর প্রহার করেন না। এবং যুদ্ধাকাজক্ষী হইয়াও কখন এক্রপে যুদ্ধ করেন না। ধন্য লক্ষ্মণ এই কথা বলিতে বলিতে তাহার উপর শরষ্টি করিতে লাগিলেন। তদীয় বাণে তাহার কাঞ্চনময় বিপুল কবচ বিধ্বস্ত হইয়া, আকাশ হইতে পরিভ্রষ্ট তারকাস্তবকের ন্যায়, রথোপস্থে স্থালিত হইয়া পড়িল। এই রূপে বর্ষা বিধৃত ও মর্দাদ ব্রণাচ্ছন্ন হইলে, সে রক্তাক্ত কলেবরে প্রাতঃকালীন সূর্য্যবৎ শোভা ধারণ করিল। অনন্তর সে নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরসম্ভ্রমোচন পূৰ্ব্বক ভীমবিক্রম লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করিলে, তাহার শরীর হইতে রক্তে দিব্য কবচ বিশীর্ণ হইয়া পড়িল। তখন পরস্পর পরস্পরের প্রতি অভিক্রত ও পরস্পর ক্রুতপ্রতিকারে প্রবৃত্ত হইয়া, বারংবার দীর্ঘ নিশ্বাস পরিহার পূৰ্ব্বক ভূমূল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভয়েরই সন্দ শরীর শরাঘাতে ছিন্ন ভিন্ন ও মর্কস্বেভাবে রূপিরোক্ষিত হইল। উভারা উভয়েই মহাক্কা, উভয়েই রণকর্ম্মবিশারদ, উভয়েই ভীমপরাক্রম এবং উভয়েই আত্মজয়ে ক্রতযত্ন হইয়া, নিশিত শর প্রয়োগ পুরঃসর সুদীর্ঘকাল পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। উভ-

সেই শরজালে আচ্ছন্ন, ছিন্নকবচ ও ছিন্নধ্বজ হইয়া, উৎশোণিত
 প্রাব করিতে আরম্ভ করিলেন । বোধ হইল, যেন দুইটা প্রাস্রবণ
 হইতে জলধারা বিনির্গলিত হইতেছে। গগনগুণ্ডে স্নানবিড় নীল
 গর্ঘে যেমন ভয়ংকর শব্দে গলিল বর্ষণ করে, তাঁহারা উভয়ে
 তেমনি সিংহনাদ সহকারে অজস্র শররষ্টি আরম্ভ করিলেন ।
 তাঁহাদের শরজালে আকাশ আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । তাঁহারা উভয়ে
 অনেকক্ষণ ধরিয়া যুদ্ধ করিলেন । কিন্তু কেহই ক্লান্ত বা যুদ্ধে
 পরাজুখ হইলেন না । তাঁহারা উভয়েই অস্ত্রবিদগুণের বরিষ্ঠ,
 বারংবার বিবিধ অস্ত্র প্রদর্শন পূর্বক উচ্চাবচ শরজালে আকাশ
 যেন বদ্ধ করিয়া ফেলিলেন । তাঁহারা উভয়েই লঘুশস্ত্রতা, দোষ
 শূন্যতা, বিচিত্রতা ও সম্যাককারিতা সহকারে অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ
 করিয়া, ঘোর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের পৃথক
 পৃথক ভয়ংকর তুমুল শব্দ শ্রুত হইতে লাগিল, উহা শুনিলে সাত্তি-
 শয় কম্প উপস্থিত এবং বোধ হয়, যেন ঘোর দারুণকর্মে নিৰ্ঘাত
 পাত হইতেছে । তাঁহারা উভয়েই সমরমত্ত হইয়াছিলেন । আকাশে
 অতিভীষণ মেঘগজ্জ্বলনবৎ, তাঁহাদের ঐ শব্দ সাত্তিশয় বিরাজ-
 মান হইল । তাঁহারা উভয়েই কীর্তিমান, জয়শীল ও মহাবল,
 সুবর্ণপুঙ্খ নান্নাচসমূহে পরস্পরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া, রূধির
 বর্ষণ করিতে লাগিলেন । রণস্থলে রুক্ষপুঙ্খ শর সকল তাঁহাদের
 পরস্পরের গাত্রে পতিত ও রক্তলিপ্ত হইয়া, ধরাতল আশ্রয়
 করত ভূগর্ভে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল । তাঁহাদের অন্যান্য
 শর সকল আকাশে সুশাণিত শস্ত্রসমূহে প্রাতিহত, ভগ্ন ও ছিন্ন
 হইয়া গেল । যজ্ঞে অগ্নিহবের সম্পর্কে যেমন কুশের রাশি সন্নি-
 হিত হয়, তদ্রূপ রণস্থলে উভয়ের বাণ সকল একত্র রাশীভূত
 হইয়া উঠিল । ঐ রাশি দেখিতে ভয়ংকর । তাঁহাদের উভয়েরই
 দেহ ব্রণাক্রান্ত হইয়া, অরণ্য মদ্যো কুমুদভূষিত নিম্পত্র কিংকর
 ও শাল্মলী রক্ষের ন্যায়, শোভা বিস্তার করিল । তাঁহারা পর-
 স্পর বিজিগীষু হইয়া, বারংবার ঘোর তুমুল যুদ্ধ করিতে লাগি-

লেন । লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতকে ও ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে, এই রূপে পরস্পর পরস্পরকে অবিশ্রামে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন । কাহারই ক্লান্তি বোধ হইল না । শর সকল শরীর মধ্যে গাঢ়তরমগ্ন হওয়াতে, সেই মহাবীর ও মহাতেজস্বী দুই জনে, রক্ষবিশিষ্ট পর্শ্বতের ন্যায়, বিরাজমান হইলেন । তাঁহাদের সর্কশরীর রুধি-রাক্তও শরসংরূত হইয়া, প্রজ্বলিত পাবকরাশির শোভা ধারণ করিল । এই রূপে বহুক্ষণ যুদ্ধ হইলেও, তাঁহাদের কেহই পরিশ্রান্ত বা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইলেন না ।

সমরমুখে অজিত লক্ষ্মণের সমরপরিশ্রম বিনাশ ও প্রিয়া-হিত উপপাদন বাসনায় মহাত্মা বিভীষণ রণস্থলে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ।

— :: —

নবতিতম সর্গ ।

তাহারা উভয়ে মদমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, পরস্পর জিগীষাপর-বশ হইয়া, প্রসক্তচিত্তে যুদ্ধ করিতেছেন, দেখিয়া, রাবণের ভ্রাতা শৌর্য্যশালী বলবান্ বিভীষণ যুদ্ধদর্শনলালসায় উৎকৃষ্ট শরাসন হস্তে রণস্থলে আগিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং মহৎ ধনু বিস্ফা-রণ পূর্ব্বক তীক্ষ্ণাঘ্র মহাশর সকল রাক্ষসগণের প্রতি বিসর্জন করিতে লাগিলেন । বজ্র যেমন মহাগিরি বিদারিত করে, উল্লিখিত অগ্নিসম্পর্শবিশিষ্ট শরসমূহ সুসঙ্কিত ও নিপতিত হইয়া, রাক্ষসদিগকে তেমনি বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল । বিভী-ষণের অনুচরগণও শূল, অসি ও পটিউশ প্রয়োগ পূর্ব্বক রণস্থলে বীর নিশাচরগণের ছেদনে প্রবৃত্ত হইল । তৎকালে বিভীষণ উল্লিখিত অনুচরবর্গে বেষ্টিত হইয়া, উদ্ভাস হস্তশাবকসমূহের মধ্যস্থিত মাতঙ্গের ন্যায়, শোভমান হইলেন ।

অনন্তর কালজ্ঞ রাক্ষসশ্রেষ্ঠ বিভীষণ রাক্ষসবধপ্রিয় বানর-

দিগকে সবিশেষ উৎসাহিত করিয়া, তৎকালগমুচিত্ত বাক্যে কহিলেন, রাক্ষসরাজ রাবণের এই একমাত্র আশ্রয় অবশিষ্ট আছে। আর, এই দুষ্যমান সৈন্যই তাহার শেষ বল। অতএব তোমরা সকলে কিজন্য নিরুদ্যম রহিয়াছ? এই পাপাত্মা রাক্ষস নিহত হইলে, রাবণ ব্যতিরেকে লঙ্কায় আর কেহই বীর রহিল না। প্রহস্ত, নিকুম্ভ, কুম্ভকর্ণ, কুম্ভ, ধুম্রাক্ষ, জম্বুগালী, মহাগালী, তীক্ষ্ণবেগ, অশনিপ্রভ, সুগুপ্ত, যজ্ঞকোপ, বজ্রদণ্ড, সংহ্রাদী, বিকট, অরিস্ত, তপন, মন্দ, প্রযাস, প্রযগ, প্রজ্ঞ, জ্ঞ, অগ্নিকেতু, দুর্ধ্ব, রশ্মিকেতু, বিদ্যাজ্জিহ্ব, সূর্য্যশত্রু, তাকম্পন, সুপাশ্ব, চক্রগালী, কম্পন, সম্ভবস্ত, দেবাস্তক, নরাস্তক এবং অন্যান্য মহাবল বীর রাক্ষসগণ, সকলকেই তোমরা সংহার করিয়া, বাহুবল্যের সাহায্যে নাগর লঙ্ঘন করিয়াছ, এক্ষণে এই অতিশুদ্ধ গোম্পদ লঙ্ঘন কর। হে বানরগণ! অন্যান্য বলাদ-পিত্ত রাক্ষসগণ সকলেই নিহত হইয়াছে। এক্ষণে এক মাত্র অবশেষ আছে, ইহাই তোমাদিগকে জয় করিতে হইবে। ইন্দ্র-জিত আমার ভ্রাতৃপুত্র, ইহাকে নিজে বিনাশ করা আমার উচিত হয় না। তথাপি, রামের জন্য দ্বন্দ্ব ত্যাগ করিয়া, ইহাকে সংহার করিব। আমি ইহাকে বধ করিতে বাসনা করিতেছি, কিন্তু অশ্রুজলে আমার দৃষ্টিরোধ হইতেছে। অতএব মহাবাহু লক্ষ্মণই ইহাকে সংহার করিবেন। বানরগণ! তোমরা সকলে মিলিত হইয়া, ইহার সমীপস্থ ভূতাদিগকে বধ কর।

পরমযশস্বী বিভীষণ এইপ্রকার উত্তেজিত করিলে, বান-রেন্দ্রগণ হর্ষাবিষ্ট হইয়া, বারংবার লাজুল কম্পন পুরঃসর ঘেঘ দশনে ময়ূরগণের ন্যায়, নানাপ্রকার শব্দ করিতে লাগিল। জাম্ববানু স্বীয় ঋক্ষসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া, তথায় উপস্থিত হইলেন। তদীয় সৈন্যগণ নখ, দস্ত ও শিলা দ্বারা রাক্ষসদিগকে তাড়না করিলে, স্বয়ং জাম্ববানু তাহাতে যোগ দান করিলেন।

তখন বিবিধাযুধধারী মহাবল রাক্ষসবল নির্ভয়ে তাঁহাকে ভৎসনা করিয়া, রাশি রাশি সূতীক্ষ্ম শর, পরশু, পাঁ উশ, যষ্টি ও তোমর দ্বারা তাঁহারে আঘাত করিতে লাগিল। রাক্ষস ও বানরগণের সেই যুদ্ধ, দেবাসুর যুদ্ধের ন্যায়, ভয়ঙ্কর ও তুমুল হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে ভীষণ শব্দ করিতে লাগিল। মহামনা হনুমান্ লক্ষ্মণকে পৃষ্ঠ হইতে অবরোপিত ও পর্দত হইতে মান্ত উৎপাটিত করিয়া নিরতি ক্রোধ ভরে মহত্ৰ সহস্র রাক্ষসের প্রাণ সংহার করিয়া ফেলিলেন।

এদিকে পরবীরনিহস্তা মহাবল ইন্দ্রজিৎ পিতৃব্যের সহিত তুমুল যুদ্ধ করিয়া, পুনরায় লক্ষ্মণের প্রতি দাবমান হইল। তখন উভয়ে ঘোরতর যুদ্ধে প্রারম্ভ হইয়া, শরশৃষ্টি সহকারে পরস্পরকে প্রহার করিতে এবং শরজালে পরস্পর বারংবার অদৃশ্য হইতে লাগিলেন। বর্ষারন্তে তরঙ্গী চন্দ্র ও আদিত্য মেঘমালায় এইরূপ অচ্ছিন্নিত হইয়া থাকেন। তাঁহারা কখন আদান, সন্ধান, ও বামে দক্ষিণে ধনুর্ঘর্ষণ, কখন শর সকলের বিভাগ, ঘোচন ও কর্ষণ এবং কখন বা মুষ্টি প্রতিগন্ধান ও লক্ষ্য ভেদ করেন, তাহা জানিতে পারা যায় না। উভয়ে হস্তলাঘবশতঃ এইরূপে অদৃশ্যগত হইয়া, যুদ্ধ করিতে লাগিলে, তাঁহাদের চাপবেগপ্রযুক্ত শরপরস্পরায় আকাশমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। তন্নি বন্ধন, দৃশ্য বস্তু মাত্রেই অদৃশ্যভাবাপন্ন হইল। লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিৎকে ও ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণকে বিশিষ্টরূপে আক্রমণ পূর্বক যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা এইরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলে, তুমুল হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হইল। এবং তাঁহাদের সবেগ সমুৎক্ষিপ্ত সুশাণিত শরপরস্পরায় আকাশমণ্ডল নিরবকাশ ও অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল। ঐ সময়ে তাঁহাদের বহুশত শর পতিত হওয়াতে, দিক্ ও বিদিক্ সকল শরময় এবং সমস্ত অন্ধকারে প্রারম্ভ ও অতীব ভীষণ ভাবাপন্ন হইল। সহস্রাংশু সূর্য্য অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া, অন্তগমন করিলে, সহস্র সহস্র রূপিরপ্রবাহ-

ময়ী মতানদী প্রবাহিত হইল। ভয়কর ক্রবাদগণ বাগিজ্জিন্ন সহযোগে ভৌমনিম্বন বিসর্জন করিতে লাগিল। বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল। অগ্নিও আর প্রজ্জ্বলিত হইলেন না। লোক সকলের মঙ্গল হউক বলিয়া ঋষিগণ জল্পনা করিতে লাগিলেন। গন্ধর্ভগণ চারণদিগের সহিত সভয়ে সংপতিত হইতে লাগিল।

অনন্তর লক্ষ্মণ চারি বাণে ইন্দ্রজিতের ক্রোধবর্ণ কনকভূষিত চারি অশ্ব ছেদন করিয়া, পরে হস্তশাঘববশতঃ অপর শরে রথ-সঞ্চার সময়ে তদীয় সারথির মস্তক দেহ হইতে পৃথক্ করিয়া ফেলিলেন। ঐ শর পীতবর্ণ, সুশানিত, সংপূর্ণ আকর্ষণ পূর্বক বিমুক্ত, সুন্দরপত্রবিশিষ্ট, সুশোভন দ্ব্যতিসম্পন্ন, মহেন্দ্রাশনি সদৃশ এবং জ্যাঘটনশব্দের প্রাতিধ্বনি নংযুক্ত। সারথি বিনষ্ট হইলে, পরমতেজস্বী ইন্দ্রজিৎ স্মরণ সারথি হইয়া পুনরায় শরাসন স্পর্শ করিল। তদ্রশনে যুদ্ধস্থিত ব্যক্তিগাত্রেয়ই গিরতিবিস্ময় সমুদ্ভূত হইল। তৎকালে ইন্দ্রজিৎ অশ্চালনে ব্যগ্রহস্ত হইলে, লক্ষ্মণ নিশিত শরসমূহে তাহাকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন। এবং সে পুনরায় ধুর্দ্ধারণে ব্যস্তভাবাপন্ন হইলে, তিনি তাহার অশ্ব সকলে শরজাল মোচন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিৎ তথাপি ভীত না হইয়া, বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ক্ষিপ্ৰাকারীশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ শরজাল মোচন করিয়া, তন্ত্বে ছিড়ে তাহাকে প্রহার করিতে লাগিলেন। তৎকালে সারথিকে নিহত দেখিয়া, রাবণাজ্ঞের রণোৎসাহ বিচলিত ও বিষাদ সমুপস্থিত হইল। বানরযুথপতিগণ তাহাকে বিষন্নদন নিরীক্ষণ করিয়া, পরম হর্ষাবিষ্ট হইয়া, লক্ষ্মণের পূজা করিতে লাগিল। অনন্তর প্রমাথী, রভস, শরভ ও গন্ধগাদন এই চারি মহাবীর্য্য ভৌমবিক্রম বানরেশ্বর অমুষ্যমাণ ও তৎক্ষণাৎ উৎপতিত হইয়া, ইন্দ্রজিতের প্রধান চারি অশ্বের উপর পতিত হইল। পর্দৈতোপম উল্লিখিত বানরগণের অধিষ্ঠান প্রায়ত্ন অশ্বগণের মুখ হইতে রুধিররাশি বিনির্গলিত হইতে লাগিল। অনন্তর অশ্বেরা মঞ্চিত,

ভগ্ন ও গতাস্থ হইয়া, ধরাতেল আশ্রয় করিল । বানরেরা ইন্দ্র-
জিতের অশ্ব সকল নিহত ও মহারথ ভগ্ন করিয়া, পুনরায় সবেগে
উৎপত্তন পূর্বক লক্ষ্মণের পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইল । ইন্দ্রজিৎ
হতসারথি ও হতাস্থ রথ হইতে অবস্থিত হইয়া, শররষ্টিমহকারে
লক্ষ্মণের অভিধাবন করিল । রাবণনন্দন সুশাণ্ডিত শরোত্তম
সকল বর্ষণ পূর্বক পদব্রজে দাবমান হইলে, ইন্দ্রপ্রতিম সুমিত্রা-
নন্দন বাণৌষ বর্ষণ করিয়া, তাহাকে গুরুতর প্রহার করিতে
লাগিলেন ।

একনবতিতম সর্গ ।

অশ্বগণ নিহত হইলে পর, ক্রোধান্বিত মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ
ভূতলে অবস্থিতি করিয়া তেজে জ্বলিতে লাগিল । উভয় দানুক
বিজয় লাভ ও পরস্পর বদকাগনায় পরস্পরের অভিমুখীন হইয়া
বন মধ্যে দুই গজরাজের ন্যায় যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । রাক্ষস
ও বানরগণ স্ব স্ব অধিমেতাকে পরিত্যাগ না করিয়া, ইতস্ততঃ
পরস্পরকে নিবারণ করিতে থাকিল । ইতিমধ্যে রাবণনন্দন
স্বয়ং হস্ত হইয়া ও রাক্ষসদিগকে হর্ষিত করিয়া, কহিল, নিবিড়
অন্ধকারে দশ দিক আচ্ছন্ন হইয়াছে ; অতএব, রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ !
এস্থলে স্বপক্ষ বা পরপক্ষ জানা যাইতেছে না ; এই সময়
আগি লক্ষ্য প্রবেশ পূর্বক সহর রথে আরোহণ করিয়া আগমন
করিতেছি ; বানরেরা জানিতে না পারে, এই জন্য তোমরা
ঘোরতর যুদ্ধ করিতে থাক । আগি নগরে প্রবিষ্ট হইলে পর,
তোমরা এতাদৃশ যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, যে বানরেরা আর যুদ্ধ
করিতে না পারে ।

অরাতিঘাতন রাবণনন্দন এই কথা বলিয়া, বানরদিগকে
বঞ্চনা করিয়া, রথের জন্য লক্ষ্মণনগরী প্রবেশ করিল । প্রবেশ
পূর্বক সুবর্ণভূষিত প্রাগাগিগরপূরিত, উৎকৃষ্টঅশ্বযোজিত অশ্ব-

বিদ্যাবিৎ বিশ্বস্ত আদেশপ্রতিপালক সারথি দ্বারা পরিচালিত রথ সজ্জিত করিয়া তাহাতে আরোহণ করিল। আরোহণ করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে সন্দোদরৌগভীমসম্মুখ মহাতেজা বীর রাবণনন্দন প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে পরিবৃত্ত হইয়া নির্গত হইল ; কৃতান্ত বল পূর্বক তাহাকে আকর্ষণ করিয়া আনিলেন।

নগর হইতে নির্গত হইয়া ইন্দ্রজিৎ বেগবান্ অশ্বযোগে অতিবেগে বিভীষণ ও লক্ষ্মণের প্রতি ধাবমান হইল। রাবণ-নন্দনকে রথস্থিত দর্শন করিয়া তাহার ক্ষিপ্রকারিতা নিবন্ধন লক্ষণ, মহাবীৰ্য্য বানর ও রাক্ষসগণ, এবং বিভীষণ, সকলেই অতীব আশ্চর্যান্বিত হইলেন। অনন্তর রাবণতনয় নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, বাণসমূহ দ্বারা শত শত, সহস্র সহস্র বানরের প্রাণ হরণ করিতে আরম্ভ করিল। যুদ্ধক্ষেত্রে রাবণনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া শরাসন মণ্ডলীকৃত করিয়া তদ্রুত লঘুহস্ততা প্রয়োগ পূর্বক বানর দিগকে বিনাশ করিতে থাকিল। প্রাণীবর্গ যেমন প্রাজাপতির শরণাগত হয়, ভীমবিক্রম নারীচ সমূহ দ্বারা বধ্যমান হইয়া বানরেরা তেমন লক্ষ্মণের শরণাগত হইল। তখন রঘুনন্দন সমর কোণে প্রাজলিত হইয়া, হস্তলাঘব প্রদর্শন পূর্বক ইন্দ্রজিৎ‌ের শরাসন ছেদন করিলেন। ইন্দ্রজিৎ‌ মত্তর আর এক শরাসন গ্রহণ করিয়া তাহাতে জ্যারোপণ করিল। লক্ষণ তিন বাণে তাহাও ছেদন করিয়া আশীবিধ সদৃশ পঞ্চ বাণে তাহার বক্ষঃস্থল বিদ্ধ করিলেন। মহাশরাসন-বিনিষ্কৃষ্ট ঐ সকল বাণ তাহার দেহ বিদারণ করিয়া রক্তবর্ণ মহাভূজঙ্গের ন্যায় পৃথিবী-তলে পতিত হইল। ছিন্নশরাসন রাবণতনয় মুখ দ্বারা রুধির বমন করিতে করিতে সুদৃঢ় জ্যা সম্পন্ন অন্য এক সুদৃঢ় উৎকৃষ্ট শরাসন গ্রহণ করিল^৭ এবং লঘুহস্ততা প্রয়োগ পূর্বক, লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করিয়া, প্রবন্দর বারিবর্ষণের ন্যায়, শরবর্ষণ করিতে লাগিল। কিন্তু অরিন্দম সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অবিচলিত হইয়া ইন্দ্রজিৎ‌ প্রযুক্ত সেই দুর্বীর শরবর্ষণ নিবারণ করিলেন। মহা-

তেজা রঘুনন্দন এইরূপে রাবণনন্দনকে নিজ পৌরুষ প্রদর্শন করিলেন উহা এক অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল । লক্ষ্মণ রাক্ষস-রাজতনয়কেও শর গ্রাহ্য করিলেন । বলবান্ শত্রুঘাতি শত্রু কর্তৃক নিরতি বিদ্ধ হইয়া, ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্মণের প্রতি অবিরত বহু বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল । কিন্তু শত্রু-নিহন্তা ধর্ম্মাত্মা রঘুনন্দন, নিকটে না আসিতে আসিতেই, ঐ সমস্ত বাণ ছেদন করিয়া, এক আনতপর্ক ভল্ল্য দ্বারা রথচালক মারথির মস্তক হরণ করিলেন । অশ্ব সকল কিন্তু মারথিবিহীন হইয়াও, বিচলিত না হইয়া বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিল ; সেই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার হইল । অনন্তর স্থিরবিক্রম স্মৃতিভ্রানন্দন ক্রোধের বশবর্তী হইয়া, বাণগণ দ্বারা বিদ্ধ করিয়া রণস্থলে অশ্বদিগকে বিতস্ত করিয়া তুলিলেন । তখন বলবান্ রাবণনন্দন লক্ষ্মণের সেই কার্য্য সহ্য করিতে না পারিয়া, দশবাণে মৌগিত্রিকে ভীষণ বিদ্ধ করিল । তাহার সেই বজ্রকল্প সর্পবিষসদৃশ বাণ সকল লক্ষ্মণের কবচে আসিয়া বিলীন হইল ! তখন লক্ষ্মণের কবচ দুর্ভেদ্য দর্শন করিয়া, ইন্দ্রজিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া শরলাঘব প্রদর্শন পূর্ব্বক সুপুঙ্খসম্পন্ন তিন বাণে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিল । রণস্বাঘী রঘুনন্দন ললাটবিদ্ধ ঐ তিন বাণ দ্বারা রণস্থলে ত্রিশূদ্র পর্কতের শোভা ধারণ করিলেন ।

যুদ্ধে রাক্ষস কর্তৃক বাণত্রয় দ্বারা এতাদৃশ নিপীড়িত হইয়াও লক্ষ্মণ পঞ্চ বাণ আকর্ষণ করিয়া ইন্দ্রজিতের সুন্দরকুণ্ডলমণ্ডিত-বদনমণ্ডল বিদ্ধ করিলেন । এইরূপে মহাবল, মহাধনুর্ধর ভীম-পরাক্রম বীর ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণ বাণসমূহ দ্বারা পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । ক্রমে সর্দাদে শোণিতধারায় অভিষিক্ত হইয়া দুই জন রণস্থলে দুই পুষ্পিত কিংশুক রক্তের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন । পরস্পর পরস্পরের নিকটবর্তী হইয়া বিজয় কামনায় পরস্পরকে সর্দাদে বিদ্ধ করিতে থাকিলেন ।

অনন্তর রাবণনন্দন যুদ্ধকোপে পরিপূর্ণ হইয়া, তিন বাণে

বিভীষণের শুভ বদনমণ্ডল বিদ্র কবিল । লৌহমুখ তিন বাণে
রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে বিদ্র করিয়া সমস্ত বানরস্বৰ্ণপতিদিগকে
এক এক করিয়া বিদ্র করিতে লাগিল । তখন মহাতেজা বিভী-
ষণ অতি দুৰাস্তা রাবণনন্দনের প্রীতি অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া গদা
দ্বারা তাহার অশ্বদিগকে বিনাশ করিলেন ।

অনন্তর মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ হতসারথি ও হতাস্ত্র রণ হইতে
অবরোধণ পূৰ্ব্বক পিতৃব্যের প্রীতি এক শক্তি ত্যাগ করিল । ঐ
শক্তি আগমন করিতেছে দর্শন করিয়া সুমিত্রানন্দন শানিত
শরমজ্ব দ্বারা ছেদন করিয়া উহা ভূতলে পাত্তিত করিলেন ।
এদিকে বিভীষণও নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিহতাস্ত্র ইন্দ্রজিতের
বক্ষঃস্থলে বজ্রমস্পর্শ পঞ্চ বাণ প্রহার করিলেন । লক্ষ্যগামী
রক্তপুঞ্জ ঐ সকল বাণ তাহার শরীর ভেদ করত রক্তে অভিষিক্ত
হইয়া রক্তবর্ণ ভুজ্জ্বের ন্যায় দৃষ্ট হইতে থাকিল । ইন্দ্রজিৎও
পিতৃব্যের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া সাক্ষাৎ যমের দত্ত রাক্ষসগণ মণ্ডে
সর্বোৎকৃষ্ট শর গ্রহণ করিল । তাহাকে ঐ বাণ সজ্ঞান করিতে
দেখিয়া মহাতেজা ভীমপরাক্রম লক্ষ্যণও এক বাণ গ্রহণ করি-
লেন । অপরিমিতাশ্রা স্বয়ং কুবের স্বপ্নে ঐ বাণ প্রদান করিয়া-
ছিলেন । উহা দুৰ্জয় এবং ইন্দ্রাদি দেবগণেরও অগম্য । তাহা-
দিগের দুই জনের দুই শ্রেষ্ঠ শরাসন পরিঘোপম বাহু দ্বারা বল
পূৰ্ব্বক আক্রমণ হইয়া, দুই ক্রৌঞ্চের ন্যায় রণ করিতে লাগিল ।
তাহাতে দুই বীর দুই বাণ যোজনা করিয়া আকর্ষণ করিতে
থাকিলে, ঐ দুই বাণ স্ব স্ব প্রভায় জ্বলিতে লাগিল । অনন্তর
নিষ্কিঞ্চ হইয়া বাণ দ্বয় পরস্পর মুখে মুখে প্রাতিহত হইয়া,
আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, বেগে ভূতলে পতিত হইল ।
ঐ ঘোররূপী বাণযুগল পতিত হইল, আর সেই পাতঙ্গনিত
সম্ফুল্লিত সধূম দারুণ অগ্নিও প্রাচুর্য্য হইল । উক্তরূপে দুই
বাণ দুই গ্রহের ন্যায় পরস্পরকে পাত্তিত করিয়া শতদা হইয়া
সংগ্রামস্থলে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল । স্ব স্ব শর ব্যর্থ হইল দেখিয়া,

ইন্দ্রজিৎ ও লক্ষ্মণ উভয়েই লজ্জিত ও ক্রুদ্ধ হইলেন । লক্ষ্মণ অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বারুণাস্ত্র গ্রহণ করিলেন ; স্থিরযোদ্ধা ইন্দ্রজিৎও যৌদ্ধাস্ত্র গ্রহণ করিল ; এই অস্ত্রে বারুণাস্ত্র নিবারিত হইল । অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রা মহাতেজা ইন্দ্রজিৎ যেন ত্রিলোক আকর্ষণ করিয়া, আগ্নেয়াস্ত্র সঙ্কান করিল । লক্ষ্মণ বীর গৌর্য্যাস্ত্রে এই অস্ত্র নিবারণ করিলেন । অস্ত্র নিবারিত হইল দেখিয়া রাবণনন্দন ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শক্রবিদারণ আশুরাস্ত্র গ্রহণ করিল । এই অস্ত্র হইতে জ্বলন্ত কুটুমুদগর, শূল, ভূশুণ্ডী, গদা, খড়্গ ও পরশু সকল নিক্ষেপ্ত হইতে থাকিল । লক্ষ্মণ যুদ্ধ স্থলে এই সর্কশাস্ত্রবিদারণ সর্কভূতের অবাধ্য সুদারুণ ঘোর অস্ত্র দর্শন করিয়া মাহেশ্বরাস্ত্র দ্বারা এই অস্ত্র নিবারণ করিলেন ।

এইরূপে উভয়ের অতিভয়ঙ্কর লোমাঞ্চজনক যুদ্ধ হইতে থাকিল । গগনচারী শ্রাণিবর্গ লক্ষ্মণকে বেষ্টিত করিয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল । ভীষণ চীৎকার সহকারে বানর ও রাক্ষস-গণের যুদ্ধ হইতে থাকিলে, আকাশ বহু বিস্ময়াবহত ভূতগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ পাইতে লাগিল । স্বাধগণ পিতৃগণ, দেবগণ, গন্ধর্ভগণ, উরগগণ এবং গরুড় ও পুরন্দর রণস্থলে লক্ষ্মণকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ।

অবশেষে লক্ষ্মণ জ্বলনসম্পর্শ আর এক বাণ সঙ্কান করিলেন । এই বাণ ইন্দ্রজিৎের পক্ষে অতীব ভয়ঙ্কর ; উহার পত্র অতি সুন্দর ; আকৃতি পূর্ব্বানুক্রমে স্থূল ও সুক্ষ্ম ; পর্কগুলিন সুদৃশ্য ও গঠন সুদৃঢ় । উহা স্বর্ণে বিভূষিত ; বীরদেহনিপাতন ; দুর্কীর ; চন্নিগহ ; রাক্ষসকুলের ভয়াবহ ; আশীবিষবিষ-সদৃশ ; ও দেবগণের অর্চিত । পুরাকালে হরিবাহন মহাতেজ বীর্ষ্যবান্ পুরন্দর দেবাসুর যুদ্ধে এই বাণ দ্বারা অসুরদিগকে জয় করিয়াছিলেন । নরশ্রেষ্ঠ সুমিত্রানন্দন শরাসনশ্রেষ্ঠে যুদ্ধে অপরাজেয় এই শরশ্রেষ্ঠ সঙ্কান করিলেন । লক্ষ্মীবান্ লক্ষ্মণ শর সঙ্কান করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে নিজের কায্যসাধক

বাক্যে কহিলেন, শর ! রাম যদি দশরথের পুত্র, এবং ধর্ম্মাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও পৌরুষে অদ্বিতীয় হন, তাহা হইলে তুমি এই রাবণনন্দনকে বিনাশ কর । এই কথা বলিয়া ঐ সরলপাতী বাণ আকর্ষণ আকর্ষণ পূর্ব্বক ইন্দ্রাস্ত্র মস্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া বীর লঙ্ঘণ যুদ্ধ স্থলে ইন্দ্রজিতের প্রাতি ঐ বাণ নিক্ষেপ করিলেন । বাণ ইন্দ্রজিতের শিরস্ত্রাণগাণ্ডিত জ্বলিতকুণ্ডলবিভূষিত মস্তক শরীর হইতে পৃথক্ করিয়া ভূতলে পাতিত করিল । রাক্ষসতনয়ের মহামস্তক ক্ষুদ্র হইতে ছিন্ন ও রুদিরে অভিষিক্ত হইয়া সুবর্ণ-পিণ্ডের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল । রাবণনন্দন এইরূপে নিহত হইয়া কবচ, শিরস্ত্রাণ ও শরাসনের সহিত ধরাসনে নিপাতিত হইল । রুদ্রবধে দেবগণ যেমন আনন্দ প্রকাশ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে, বিভীষণ ও বানরগণ তেমনি আনন্দধ্বনি করিতে লাগিল । অনন্তর আকাশে মহাত্মা দেবগণ, ঋষিগণ, এবং গন্ধর্ব্ব ও অঙ্গরোগণের জয় শব্দ উৎখিত হইল । ইন্দ্রজিৎ পতিত হইয়াছে, অবগত হইয়া, রাক্ষসীগণ দশ দিকে ধাবমান হইল ; জয়শীল বানরেরা তাহাদিগকে বধ করিতে লাগিল । বানরগণ কর্তৃক বধ্যমান হইয়া রাক্ষসগণ অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিচ্যুত হইয়া লঙ্কার দিকে ধাবিত হইল । পিউশ, অগি ও পরশ্বদ প্রভৃতি আয়ুধ সকল পরিত্যাগ করিয়া ভয়ে সকল নিশাচরই নানাদিকে পলায়ন করিল । বানরগণ কর্তৃক নিপীড়িত ও ভীত হইয়া কেহ কেহ লঙ্কায় প্রবিষ্ট হইল ; কেহ কেহ সমুদ্রে পতিত হইল ; কেহ কেহ বা পক্ষিতে আশ্রয় লইল । ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিল দর্শন করিয়া সহস্র সহস্র রাক্ষসের মধ্যে একজনমাত্রও আর দৃষ্টিপথে অবস্থিতি করিল না । যেমন সূর্যাস্ত হইলে পর রোদ্দ লোপ পায়, তেমনি ইন্দ্রজিৎ নিহত হইলে রাক্ষসেরা সকলেই দিকে দিকে লুপ্তায়িত হইল । মহাবাহু ইন্দ্রজিৎ ইন্দ্রিয়চেষ্টাশূন্য ও গত-জীবিত হইয়া, কিরণহীন দিবাকরের ন্যায়, ও নির্ক্ষাণ প্রাপ্ত পাব-

কের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল । রাক্ষসরাজপুত্র নিহত হইলে ত্রিলোকের বিবিধ পীড়ার শাস্তি ও শত্রুনাশ হইয়া, অতুল আনন্দ জন্মিল । পাপকৰ্ম্মা সেই নিশাচর নিহত হইলে, ভগবান্ দেবরাজ ও মহর্ষিগণের সহিত আনন্দানুভব করিলেন । আকাশে দেবদুন্দুভি সকলের শব্দ স্রুত হইতে লাগিল ; এবং মহাত্মা গন্ধৰ্ব্ব ও অঙ্গরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল ; উহা অতীব আশ্চর্য্য ব্যাপার হইয়া উঠিল । ক্রুরকৰ্ম্মা রাক্ষস নিহত হইলে ধূলি শাস্ত, এবং জল ও আকাশ নিৰ্ম্মল হইল ; এবং দানব ও দেবগণ আনন্দিত হইলেন ।

সৰ্বলোকভয়ংকর সেই ইন্দ্রজিৎ নিপতিত হইলে, দেব, দানব ও গন্ধৰ্ব্বগণ সকলে একত্রে আগমন করিয়া কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে ব্রাহ্মণগণ ভয়হীন ও বিজয় হইয়া বিচরণ করিবেন ।

অনন্তর সেই অপ্রতিদ্বন্দ্বী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রজিৎকে সমরে নিহত দর্শন করিয়া বানরগণ আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল । বিভীষণ, হনুমান্, এবং ভল্লুকযুধপতি জাম্ববান্ জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক অভিনন্দন করিয়া লক্ষ্মণের স্তব করিতে লাগিলেন । লক্ষ-লক্ষ্য বানরগণ ক্ষেড়ন, সিংহনাদ ও গর্জ্জন করিতে করিতে রঘুনন্দন লক্ষ্মণের চতুর্দিক বেষ্টন করিয়া দণ্ডায়মান হইল । এবং লাকুল আঘাত ও বাহ্যাস্ফোটন করিয়া লক্ষ্মণকে শ্রবণ করাইতে লাগিল । লক্ষ্মণের জয়, লক্ষ্মণের জয়, তাহার। হৃষ্টচিত্ত হইয়া পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক লক্ষ্মণের ভাল মন্দ গুণ সকল কীর্ত্তন করিতে লাগিল ।

রণস্থলে প্রিয় সুহৃৎ লক্ষ্মণের সেই দুষ্কর কৰ্ম্ম এবং ইন্দ্রশত্রুকে নিহত দর্শন করিয়া দেবগণ পরমানন্দ লাভ করিলেন ।

দ্বিনবতিতম সর্গ ।

রূপিরাক্ত কলেবর শুভলক্ষণ লক্ষ্যণ যুদ্ধে ঈশ্বরজিতকে বিনাশ করিয়া আনন্দিত হইলেন । অনন্তর মহাত্মা বীর্য্যবান্ লক্ষ্যণ জাম্ববান, হনুমান্ এবং অন্যান্য বনচরদিগের সহিত একত্রিত হইয়া বিভীষণ ও হনুমানের স্কন্ধে ভর দিয়া যেখানে সুগ্রীব ও রামচন্দ্র অবস্থিতি করিতেছিলেন, তথায় গত্বর গমন করিলেন । অনন্তর সুমিত্রানন্দন অগ্রজ রামকে প্রদক্ষিণ ও অভিবাদন করিয়া, ঈশ্বের সমীপে উপেক্ষের ন্যায়, তাঁহার সমীপে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বীর বিভীষণ হৃষ্টবদন ; তিনি তাহাতেই যেন রামচন্দ্রকে সজ্জেকপতঃ ঘোর ঈশ্বরজিত নিবেদন করিলেন । পরে প্রফুল্ল চিত্তে ব্যক্ত করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, মহাত্মা লক্ষ্যণ রাবণনন্দনের মস্তক ছেদন করিয়াছেন । লক্ষ্যণ ইন্দ্র-জিতকে বধ করিয়াছেন, শ্রবণ করিবামাত্র মহাবীর্য্য রাঘব অতুল আনন্দ লাভ করিলেন ; এবং কহিলেন, সাধু লক্ষ্যণ ! আমি তুষ্ট হইয়াছি ; তুমি অতি দ্রুত কৰ্ম্ম সাধন করিয়াছ । নিশ্চয় জ্ঞান, যে, রাবণতনয়ের বিনাশেই আমাদের জয় লাভ হইয়াছে ।

এই কথা বলিয়া বীর্য্যবান্ রাঘব স্নেহবশতঃ লক্ষ্মীবর্জন লক্ষ্মণের মস্তকোদ্ধার পূর্ব্বক বলে ক্রোড়ে লইলেন ; এবং ক্রোড়ে উপবেশন করাইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহভরে পুনঃ পুনঃ দ্রাতা লক্ষ্যণকে দর্শন করিতে লাগিলেন । লক্ষ্যণ শল্যে পীড়িত, অঙ্গশস্ত্রে ক্ষতবিক্ষত ও বেদনায় কাতর হইয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে-ছিলেন ; পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব তদ্রশনে গত্বর তাঁহাকে পুনর্বার আলিঙ্গন করিয়া আশ্বাস দান পূর্ব্বক কহিলেন, তুমি দ্রুত কৰ্ম্ম সাধন করিতে পার, আজ পরমমদলজনক কৰ্ম্ম সম্পাদন করিয়াছ ; আজ পুত্র নিহত হওয়ায় আমি জ্ঞান করিতেছি, যুদ্ধে রাবণ নিহত হইয়াছে । সেই হ্রতাত্মা নিহত হওয়ায় আজ আমি

শত্রুর উপর বিজয় লাভ করিয়াছি। বীর ! আজ তুমি সৌভাগ্য ক্রমে যুদ্ধে রাবণের দক্ষিণ বাহু ছেদন করিয়াছ ; কারণ সেই তাহার আশ্রয় ছিল। বিভীষণ ও হনুমানে রণে মহৎ কৰ্ম্ম করিয়াছেন ; অনেক চেষ্টার পর, তিন দিব্যরাত্রে ইন্দ্রজিত নিপাতিত হইয়াছে ; আজ আমার শত্রু নাশ হইয়াছে ! পুত্র নিপাতিত হইয়াছে শ্রবণ করিলে, রাবণ মহানু সৈন্যবৃহৎ পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া আসিবে। পুত্রবধনিবন্ধন সন্তপ্ত হইয়া, সে বহির্গত হইলে, আমি মহতী সেনা দ্বারা বেষ্টিত করিয়া সেই চর্য্যয় রাক্ষসরাজকে বিনাশ করিব ; লক্ষ্মণ ! তুমি সহায় হইয়া যুদ্ধে সেই ইন্দ্রজিতকে বিনাশ করিলে ; এক্ষণে গীতা ও পৃথিবী আমার আর দুস্প্রাপ্য নহে।

রাম হৃষ্টচিত্তে ভাতাকে এই প্রকার আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া সুবেগে কহিলেন, হে মহাপ্রাজ্ঞ ! মিত্র-বৎসল সৌমিত্রি যাহাতে বিশল্য হইয়া সুস্থ হন, তুমি তাহা কর। মিত্র বিভীষণ ও সৌমিত্রির শল্যোদ্ধার কর। ক্রমযোদী ঋক্ষ ও বানরগণের মধ্যে যাহারা শল্যবিক্ত ও ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে, তাহাদিগেরও আরোগ্য বিধান কর।

মহাত্মা বানরমুখপতি সুবেগে রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের নাগরক্ষেপে পরমৌষধি প্রয়োগ করিলেন। উহার গন্ধ আত্মাণমাত্র লক্ষ্মণ বিশল্য ও বেদনাশূন্য হইলেন, এবং তাহার সমুদায় ক্ষত স্থান শুষ্ক হইল। রামের আজ্ঞাক্রমে সুবেগে বিভীষণ প্রভৃতি বহু এবং অন্যান্য বানরবীরদিগেরও চিকিৎসা করিলেন।

শল্যোদ্ধার, আশ্বস্তি দূর ও বেদনা তিরোহিত হইলে পর সৌমিত্রি তৎক্ষণমাত্রেই প্রকৃতিস্থ হইলেন। তখন সৌমিত্রিকে সুস্থ শরীরে গাত্রোত্থান করিতে দর্শন করিয়া রাম, বানররাজ সুগ্রীব, বিভীষণ, বীর্য্যবানু ঋক্ষরাজ এবং সৈন্যগণ সকলেই অনেকক্ষণ আত্মাদ প্রকাশ করিলেন। মহাত্মা দাশরথি

রাঘব সৌমিত্রির সেই সুদূরকার্যের ভূয়সী প্রশংসা করিলেন ; এবং যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ নিপাত্তিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া সুগ্রীব যথেষ্ট আশ্চর্য্যাদিত হইলেন ।

জিনবত্তিতম সর্গ ।

অনন্তর রাবণের মন্ত্রিগণ ইন্দ্রজিৎ বিনষ্ট হইয়াছে শ্রবণানন্তর গম্ভীর স্বচক্ষে দর্শন করিয়া আসিয়া রাবণকে নিবেদন করিল ; মহারাজ ! সৌমিত্রি বিভীষণকে সহায় করিয়া আপনার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে ; আমরা সকলে দেখিয়া আসিয়াছি । সংগ্রামে অপরাজিত দেবগণ ও পুরন্দরের জেতা আপনার পুত্র শূর ইন্দ্রজিৎ শূর সৌমিত্রির সহিত সমরে প্রারম্ভ হইয়া নিপাত্তিত হইয়াছেন । তিনি শরসমূহ দ্বারা সৌমিত্রির ভূপ্তি সাধন করিয়া বিবিধ মদগতি লাভ করিয়াছেন ।

দশানন যুদ্ধে পুত্র ইন্দ্রজিৎের অতি ভয়ঙ্কর নিদারুণ ভীষণ নিধন বার্তা শ্রবণ করিয়া মুচ্ছিত হইলেন । অনেক কণের পর চেতনা লাভ করিয়া রাক্ষসরাজ পুত্রশোকে আকুল, বিহ্বল ও কাতর হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন , হা রাক্ষস-সেনানীপ্রধান ! হা বৎস ! হা মহাবল ! তুমি শক্রকে জয় করিয়াছিলে ; আজ কি করিয়া সামান্য লক্ষ্মণের নিকট পরাজিত হইলে ! লক্ষ্মণের কথা কি, তুমি ক্রুদ্ধ হইলে নিশ্চয়ই কাল ও অন্তর্য্যক্কে এবং মন্দরের শূক সকলকেও বিদারণ করিতে পারিতে ! হে মহাবাহো ! আজ যমরাজের প্রতি আমার শ্রদ্ধা আরও বদ্ধিত হইল ; সে আজ তোমাকেও মৃত্যু-মুখে পাত্তিত করিতে সমর্থ হইল ! সুযোদ্ধাদিগের পন্থাই এই ; যে ব্যক্তি প্রভুর জন্য প্রাণ দান করে, তাঁহার স্বর্গ লাভ হয়, দেবগণসদ্যোও এই সংস্কার আছে । আজ ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে দর্শন করিয়া, দেবগণ, মহর্ষিগণ এবং লোকপালগণ সকলে

নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইবে । আজ এক ইক্ষুজিৎ বিনা কানন সহিত মেদিনী এবং ত্রিলোক আমার শূন্য জ্ঞান হইয়াছে ! গিরিগঙ্ধরের মধ্যে করেণ্যুখের চীৎকারের ন্যায়, আজ আমার অন্তঃপুরমধ্যে রাক্ষস কন্যাদিগের ক্রন্দনধ্বনি শ্রবণ করিতে হইবে ! হা পরম্প ! তুমি যৌবরাজ্য ও লক্ষ্য এবং আমাকে, তোমার মাতাকে ও স্বীয় ভার্য্যাকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে । বীর ! কোথায় আমার পরলোক হইলে তুমি আমার দাহাদি করিবে ; তাহা না হইয়া তাহার বিপরীত করিলে ! রাম, লক্ষ্মণ এবং সুগ্রীব এখনও জীবিত রহিয়াছে ; তুমি আমার কটকোদ্ধার না করিয়া আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া কোথায় গমন করিলে !

রাক্ষসরাজ এই প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন, ইতিমধ্যে পুত্রনিধনজন্য কোপ, সহসা তাঁহার শরীরে আবিষ্ট হইল । তিনি সহজেই কোপনস্বভাব ; এবং কোপে প্রদীপ্ত ; তাহাতে আবার পুত্র বিনাশ জন্য কোপ ; ঐশ্বর্য্যকালে রশ্মিজাল যেমন সূর্য্যকে তেমনি তাঁহাকে আরও প্রদীপ্ত করিয়া তুলিল । কোপে মুখ-ব্যাদান করিলে পর, রত্নাসুরের মুখের ন্যায়, তাঁহার মুখ হইতে সধূম অগ্নি স্পষ্ট প্রজ্বলিত হইয়া নির্গত হইল । পুত্রবধ সন্তপ্ত রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া, চিন্তা পূর্ব্বক মৈথিলীকে বিনাশ করাই স্থির করিলেন । তাঁহার স্বাভাবিক রক্তবর্ণ নেত্র ক্রোধাগ্নি দ্বারা অধিকতর রক্তবর্ণ হইয়া ভীষণ ভাবে জ্বলিতে লাগিল । তাঁহার মূর্ত্তিও স্বভাবতঃ ভয়ঙ্কর ; এক্ষণে ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ক্রুদ্ধ রুদ্রের ন্যায় সমধিক ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল । তাঁহার দুই নেত্র হইতে অশ্রুবিন্দুসকল, দুই জলন্ত প্রদীপ হইতে শিখাসহিত তৈলবিন্দুর ন্যায় পতিত হইতে লাগিল । তিনি যখন দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে লাগিলেন, তখন সমুদ্রমহনথরুত দানবগণ দ্বারা আক্রম্যমাণ মন্দর পর্ব্বতের শব্দের ন্যায় ভীষণ শব্দ শ্রুত হইতে থাকিল । তাঁহাকে চরাচরভঙ্গেন্দু অন্তকের ন্যায় ক্রুদ্ধ দর্শন

করিয়া, রাক্ষসেরা তাঁহার নিকটে থাকিতে সমর্থ হইল না; চারিদিক্ নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ।

অনন্তর ক্রুদ্ধ রাক্ষসাদিপতি রাবণ রাক্ষসদিগকে যুদ্ধে স্থির রাখিবার জন্য কহিলেন, আমি বিবিধ ব্রহ্ম ক্ষেত্রে সহস্র বৎসর তপস্যা করিয়া ব্রহ্মার তুষ্টি সাধন করিয়াছি । সেই তপস্যার ফলোদয় এবং ব্রহ্মার প্রসাদবশতঃ কদাচ দেবগণ বা অসুরগণ হইতে আমার ভয় নাই । আমার যে আদিত্যসমপ্রভ বন্ধদত্ত কবচ আছে, দেবাসুরসংগ্রামে শত শত শক্তি এবং বজ্র প্রহারেও উহা ছিন্ন হয় নাই । ঐ কবচ পরিধান পূর্বক আমি যুদ্ধস্থলে রথোপরি অবস্থিতি করিলে সাক্ষাৎ পুরন্দরও আমার গম্মুখীন হইতে পারিবে না । দেবাসুরসংগ্রামে প্রসন্ন হইয়া, ব্রহ্মা আমাকে যে সশর শরাসন প্রদান করিয়াছিলেন ; আজ তৃর্ষাশত বাদন পূর্বক আমার সেই ভীষণ শরাসন উত্তোলন কর ; আজ আমি তদ্বারা মহাযুদ্ধে রাম লক্ষ্মণকে বিনাশ করিব । ৬

পুত্রবধনস্তুপে ক্রূরস্বভাব রাবণ ক্রোধের বশবর্তী হইয়া এই কথা বলিয়া চিন্তা করত অগ্রে জানকীকে বধ করাই স্থির করিলেন । অনন্তর কাতরস্বর রাক্ষসদিগের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া ঘোর-দর্শন ঘোরপ্রকৃতি দশানন কহিতে লাগিলেন, আমার পুত্র বানরদিগকে বধনা করিবার জন্য মায়াসীতা কাটিয়া দেখাইয়াছিল, কিন্তু আজ সত্যই সীতাকে কাটিয়া আমার ইষ্টসাধন করিব । বৈদেহী ক্ষত্রিয়াধম রামের অনুগতা, আমি তাহাকে বিনাশ করিব ।

মন্ত্রিদিগকে এই কথা কহিয়া পুত্রশোকে আকুলচেতা নিরতিক্রুদ্ধ দশানন তৎক্ষণমাত্রে নির্ম্মল আকাশসমবর্ণ উৎকৃষ্ট খড়্গ গ্রহণ ও উত্তোলন করিয়া জানকী বধায় অবস্থিতি করিতেছিলেন, তদুদ্দেশে যাত্রা করিলেন, তাঁহার ভার্য্যা ও মন্ত্রিগণ সঙ্গে সঙ্গে চলিল । রাক্ষসরাজ যাত্রা করিলেন দর্শন করিয়া মন্ত্রিগণ সিংহনাদ করিতে আরম্ভ করিল ; এবং

ভাঁহাকে ক্রুদ্ধ দেখিয়া পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিতে লাগিল, আজ ইহাঁকে দর্শন করিয়া রাম লক্ষ্মণ নিতান্ত আকুল হইবে । চারি লোকপাল ইহাঁর নিকট পরাজিত হইয়াছে, ইনি ক্রুদ্ধ হইয়া অন্যান্য অনেক শত্রুকেও যুদ্ধে নিপাতন করিয়াছেন । রাবণ ত্রিলোকের রত্ন আহরণ করিয়া ভোগ করিতেছেন, বিক্রম বা বলে পৃথিবীমধ্যে ইহাঁর প্রাতিদ্বন্দ্বী নাই ।

তাহারা এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে চলিল ; এই সময় রাবণ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া অশোকবনিকাস্থিতা জানকীর উদ্দেশে ধাবমান হইলেন । হিতৈষী মিত্রগণ ভাঁহাকে নিবারণ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন ; আকাশে রোহিণীর প্রাতি ক্রুদ্ধ মঙ্গলগ্রহের ন্যায়, সীতার উদ্দেশে ধাবিত হইলেন ।

রাক্ষসীগণবেষ্টিতা অনিন্দিতা জনকনন্দিনী দেখিতে পাইলেন, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া খড়্গ হস্তে আগমন করিতেছেন । ভাঁহাকে খড়্গহস্ত দর্শন করিয়াই বৈদেহী ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । বিশেষতঃ বন্ধুগণ নিবারণ করিতেছে, কিন্তু রাক্ষসরাজ কিছুতেই নিবারণ মানিতেছেন না, দেখিয়া সীতা দুঃখিত হইয়া বিলাপ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন, আমি অনাথা, কিন্তু দুস্মৃতি রাবণ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া আমার দিকে আগমন করিতেছে, তাহাতে দেখিতেছি অনাথার ন্যায় আমাকে বধ করবে ! আমি পতির অনুব্রতা, তথাপি রাবণ অনেকবার আমাকে বলিয়াছে তুমি আমার ভাৰ্য্যা হও, আমিও অকণটচিত্তে প্রত্যাখ্যান করিয়াছি । আমি স্পষ্ট অস্বীকার করাতেই নিরাশ হইয়া ক্রুদ্ধ হইয়াছে, আমি স্পষ্টই দেখিতেছি, সেই জন্যই আমাকে বিনাশ করিবার জন্য আগমন করিতেছে । অথবা এই অনাৰ্য্য আমার জন্য সেই দুই জ্ঞাতা নরব্যাঘ্র রাম লক্ষ্মণকে সমরে নিপাত করিয়াছে । আমি গুনরাছি অনেক রাক্ষস হস্ত হইয়া, ভীষণ শব্দে ইষ্ট মংবাদ ঘোষণা করিয়াছে । অহো, আমার দিক্ ! আমার

জন্যই দুই রাজপুত্রের মৃত্যু হইল ! অথবা এই পাপাত্মা উগ্রচণ্ড
রাম লক্ষ্মণকে সংহার করিতে পারে নাই বলিয়া পুত্রশোকহেতু
আমাকেই বিনাশ করিবে । আমি ক্রুরচেতা বলিয়াই হনুমানের
সেই বাক্য রক্ষা করি নাই । যদি আমি তখন তাহার পৃষ্ঠে
আরোহণ করিয়া গমন করিতাম, তাহা হইলে এতদিন আমি
স্বামীর অঙ্গে থাকিতাম, সুতরাং আমাকে আর এমন করিয়া
পরাদীন হইয়া শোক করিতে হইত না । একপুত্রা কৌশল্যা
সখন শুনিতে পাইবেন, তাঁহার পুত্র যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন, তখন
নিশ্চয়ই তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ হইবে । তিনি রোদন করিতে
করিতে মহাত্মা পুত্রের জন্ম, শৈশব, যৌবন, ধর্ম, কর্ম পরম্পরা
ও রূপ স্মরণ করিবেন ; অচেতন ভাবে নিহত পুত্রের শ্রাদ্ধ করত,
নিরবলম্বনা হইয়া নিশ্চয়ই অগ্নিতে বা জলে প্রবেশ করিবেন !
পাপবুদ্ধি কুজা মহুরাকে ধিক্ ! তাহার জন্যই কৌশল্যা এই
শোক প্রাপ্ত হইবেন ।

এইপ্রকার বিলপমানা তপস্বিনী গীতাকে, গ্রহগুপ্তা চন্দ্রবির-
হিতা রোহিণীর ন্যায় দর্শন করিয়া, সুপার্শ্ব নামক রাবণের সচ্চ-
রিত্র ধর্মাত্মা বুদ্ধিমান মন্ত্রী রাক্ষসরাজ রাবণকে কহিতে উদ্যত
হইলেন, অন্যান্য মন্ত্রিগণ তাঁহাকে নিবারণ করিল ; কিন্তু তিনি
নিবারণ অগ্রাহ্য করিয়া রাবণকে কহিলেন, রাজনু ! আপনি সাক্ষাৎ
কুবেরের কনিষ্ঠ, আপনি কি করিয়া ক্রোধ বশতঃ ধর্ম পরিত্যাগ
পূর্বক বৈদেহীকে বিনাশ করিতে প্ররত হইয়াছেন ! বীর !
আপনি সমস্ত বেদবিদ্যায় বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়া-
ছেন, চিরকাল অগ্নিহোত্রাদি স্থায় কর্তব্য কর্মেরও অনুষ্ঠান
করিয়া আসিতেছেন ; স্ত্রীবধে আপনার কিরূপে অভিরুচি
হইল ? রূপমস্পর্শা জানকীকে এক্ষণে ক্ষমা করুন । যুদ্ধে আগা-
দিগের সমভিব্যাহারে সেই রামের প্রতিই ক্রোধ পরিত্যাগ
করুন । আজ কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশী, আপনি অদ্য সমস্ত উদ্‌যোগ
করিয়া কল্য অমাবাস্যার সমস্ত মৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধার্থ বহি-

গতি চাইবেন । আপনি শূর, বুদ্ধিমান, ও রণী ; খড়্গধারণ
পুংসক উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করত রামকে বিনাশ করিয়া নৈখি-
লীকে প্রাপ্ত হইবেন ।

দুষ্টচিত্ত বীৰ্য্যবান রাবণ স্কন্ধদেব সেই বাক্য ধর্মসম্বৃত বোধে
গ্রহণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন ; পরে অসাত্য ও মিত্রগণে
পরিবৃত হইয়া পুনর্দার সভায় গমন করিলেন ।

—০ঃ০—

চতুর্নবত গর্গ ।

পরমদুঃখিত কাতরচিত্ত দশানন ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় স্বল্প ঘন
নিশ্বাস ভাগ করিতে কবিত্তে সভায় প্রবেশ করিয়া প্রদান পর-
মাননে উপবেশন করিলেন । পরে পুত্রনিধন জনা দুঃখে নিতান্ত
নিধুর হইয়া ক্রতুঞ্জলিপুটে সমস্ত প্রদান প্রদান যোদ্ধাদিগকে
কহিলেন, যাবদীয় হস্তাশ্বগণপরিবৃত এবং সমস্ত রথ ও পদাতিক-
গণে পরিশোভিত হইয়া আপনারা সকলেই যুদ্ধ যাত্রা করুন ।
একাকী রামকে সকলেই বেঁটেন করিয়া যুদ্ধে নিপাত করুন ;
বর্ষাকাল জলবর্ষণের ন্যায় শরজাল বর্ষণ করুন । অথবা আমি
নিজেই কল্য আপনাদিগের সমভিব্যাহারে ত্রিলোকের সমক্ষে
তীক্ষ্ণ তীক্ষ্ণ শরসমূহ দ্বারা মহাযুদ্ধে রামের গাত্র ক্ষত বিক্ষত
করিয়া তাহাকে বিনাশ করিব ।

রাক্ষসগণ রাবণের এই বাক্য শ্রবণ করত নানাবিধ সৈন্যে
পরিবৃত হইয়া শীঘ্রগামী রথারোহণে বহির্গত হইল । এবং সকলে
মিলিয়া বানরগণের উপর শরীরাস্তকর পরিষ, পটিশ, শর ও
পরশ্বদ সকল নিক্ষেপ করিতে আরম্ভ করিল । বানরগণও
রাক্ষসদিগের প্রতি ক্রম ও শৈল সকল ক্ষেপণ করিতে লাগিল ।
সূর্য্যোদয় কালে রাক্ষস ও বানরগণের এই প্রকার মহাভীষণ
ভুমূল সংগ্রাম আরম্ভ হইল । বানর ও রাক্ষসগণ যুদ্ধে নিচিহ্ন
গদা এবং প্রাণ, খড়্গ, ও পরশ্বদ দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে

আঘাত করিতে লাগিল । এইরূপ সংগ্রাম আরম্ভ হইলে অদ্ভুত ধূলিরাশি উখিত হইল ; কিন্তু রাক্ষস ও বানরগণের ক্রোধের প্রাবে অবিলম্বেই ঐ ধূলিরাশি নিবারণ হইল । শোণিত নদী ছিন্নশরীররূপ কাষ্ঠখণ্ড সকল বহন করিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল ; মাতঙ্গ এবং রথ ঐ নদীর কূল, শর উহার মংসা ; এবং ধ্বজদণ্ড উহার রক্ষ ।

অনন্তর যুদ্ধস্থলে বানরগণ সকলে শোণিতৌঘে পরিপ্লুত হইয়া বারম্বার লক্ষ প্রদান পূর্বক রাক্ষসদিগের ধ্বজ, চর্ম, রথ, অশ্ব ও নানাবিধ অস্ত্র শস্ত ধারণ করিয়া ভজ ও ছেদন এবং ভীক্ষ দর্শন ও নখ দ্বারা কেশ, কর্ণ, ললাট ও নাসিকা বিদারণ করিতে লাগিল । বলবান্ রাক্ষসের প্রতি পক্ষিকুলের ন্যায়, এক এক রাক্ষসের প্রতি শত শত বানর ধাবিত হইল । ঐ সময় পরমতপ্রমাণ রাক্ষসগণও গুপ্তী গদা, প্রাস, খড়্গ ও পরশু দ্বারা ভীষণাকার বানরদিগকে প্রহার করিতে লাগিল ।

এই প্রকারে রাক্ষসগণ কৰ্ত্তৃক বধ্যমান হইয়া মহতী বানরী-সেনা শরণ্য রামের শরণাগত হইল । তখন মহাতেজা বীর্যবান্ রামচন্দ্র রাক্ষসসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলেন । মেঘমধ্যে ভাস্করের ন্যায়, সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রামচন্দ্র শরাগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাক্ষসেরা তাহাকে দেখিতে পাইল না । কখন যে তিনি সুদৃষ্টির কার্য্য-পরম্পরা সাধন করিলেন, তাহা তাহাদিগের লক্ষ্য হইল না ; কার্য্য সম্পাদন হইলে পরই তাহারা দেখিতে পাইল । কাননে যেমন বায়ুর কার্য্য লক্ষিত হয়, কিন্তু বায়ু দৃষ্টিগোচর হয় না, যুদ্ধস্থলে তেমনি রাক্ষসেরা দেখিতে লাগিল । মহাসৈন্য বিচলিত, এবং মহারথ সকল চূর্ণীকৃত হইতেছে, কিন্তু রামচন্দ্রকে তাহারা দেখিতে পাইল না । দেখিল, রাম শরসমূহ দ্বারা সমস্ত সৈন্যকে ছিন্ন, ভিন্ন, দগ্ধ, প্রভগ্ন ও পীড়িত করিয়াছেন, কিন্তু ক্ষিপ্তকারী রামকে দেখিতে পাইল না । শরীরে আঘাত

প্রাণ হইতে লাগিল, কিন্তু লোক যেমন শব্দাদি বিষয়ে অবস্থিত জীবাত্মাকে দেখিতে পার না, তেমনি আঘাতকারী রামের দর্শন পাইল না । গজসৈন্যেরা মনে করিতে লাগিল, রাম এই গজ-সৈন্যই বিনাশ করিতেছেন ; রথী সকল মনে করিতে লাগিল, তিনি রথীদিগকেই সংহার করিতেছেন ; আবার পদাতিগণ মনে করিতে লাগিল তিনি কেবল পদাতি ও সাদীদিগকেই নাশ করিতেছেন ।

এই প্রকার ভাবনা করত ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসগণ যুদ্ধে রামের সদৃশ বোধে পরস্পরকে বিনাশ করিতে লাগিল । রাম সৈন্য দ্বাহ ক্রি়িতেছিলেন, কিন্তু রাক্ষসেরা মহাশক্তিসম্পন্ন গান্ধর্বা দ্বারা মোহিত হইয়া, রামকে দেখিতে পাইল না । তাহারা যুদ্ধ স্থলে সতত সতত রামকে দেখিতে পাইল ; আবার পরক্ষেপে দেখিল, রণস্থলে রাম এক ভিন্ন দুই জন নহেন । তাহারা আবার দেখিতে লাগিল, মহাত্মা রাম-চন্দ্রের শরাসনের কাঞ্চনময় অগ্রভাগ অলাতচক্রের ন্যায় ভ্রমণ করিতেছে, কিন্তু রামচন্দ্রকে দেখিতে পাইল না । লঘুহস্ততা বশত রামের শরাসন নিরন্তর মণ্ডলীকৃতই দৃষ্ট হইতে লাগিল, সুতরাং রামও সেই চক্রাকৃতি শরাসন রূপেই লক্ষিত হইতে থাকিলেন । তৎকালে প্রাণিবর্গ সেই রামচক্রকে কালচক্রের ন্যায় নিরীক্ষণ করিতে লাগিল ; মধ্যদেহ ঐ-চক্রের নাভি ; বল উহার প্রভা ; বাণগণ উহার অর ; কাশ্মুক উহার নেমি ; জ্যা-শব্দ ও তলশব্দ উহার ধ্বনি ; তেজ ও বুদ্ধি উহার দীপ্তি ; এবং দিব্যাত্মশক্তি উহার লৌহময় প্রান্তবেষ্টন ।

যাহা হউক, এইরূপে রাম অগ্নিশিখোপম বাণগণ দ্বারা দিব-সের অষ্টমভাগ মধ্যেই কামরূপী রাক্ষসদিগের দশসহস্র অনীক পরিমিত বায়ুবেগগামী রথ, অষ্টাদশ সহস্র অনীক পরিমিত মহা-বল কুঞ্জর, চতুর্দশ সহস্র অনীক পরিমিত সাদী সহিত তুরঙ্গ এবং পূর্ণ দুই সহস্র অনীক পরিমিত পদাতি সংহার করিয়া ফেলিলেন ।

হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ হতশ, হতরথ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত ও হতদৰ্শ হইয়া, পুনর্বার লঙ্কানগরী মধ্যেই প্রবেশ করিল । নিহত হস্তী, পদাতি ও অশ্বগণে পরিব্যাপ্ত হইয়া তৎকালে সমরস্থলী ক্রোধাবিষ্ট মহাত্মা রুদ্রদেবের আকীড়ভূমির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ।

অনন্তর দেব, গন্ধর্ষ, সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ সাধু সাধু বলিয়া রামের ঐ অদ্ভুত কন্দের স্তব করিতে থাকিলেন । তখন দম্ভাত্মা রামচন্দ্র সুগ্রীব, বিভীষণ, হনুমান্, জাম্ববান্, এবং বানরশ্রেষ্ঠ মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, আমার আর দেব ত্রিলোচনের ভিন্ন এতাদৃশ দিব্য স্তবল অপর কাহারই নাই ।

যাহা হউক, অস্ত্র শস্ত্র বিষয়ে জিতশ্রম পুরন্দরোপম মহাত্মা রামচন্দ্র পূর্বোক্ত রাক্ষসসৈন্য সংহার করিলে পর, দেবগণ পরমানন্দিত হইয়া, তৎকালে তাঁহার স্তব করিতে লাগিলেন ।

গন্ধমবত সর্গ ।

অক্লিষ্টকর্মা রামচন্দ্র তৎকালকল্পিত প্রদীপ্ত শব্দসমূহ দ্বারা এইরূপে রাবণপ্রেরিত সহস্র সহস্র হস্তী, আরোহিত বাজী, ধ্বজগণিত অগ্নিসমবর্ণ রথ, এবং কাঞ্চনধ্বজমালায় বিচিত্রিত গদা পরিঘ যোদী, মহাবীর কামরূপী সহস্র সহস্র রাক্ষসদিগকে সংহার করিলেন । এই ব্যাপার দেখিয়া ও শুনিয়া হতাবশিষ্ট রাক্ষস এবং হতপুত্রা, হতবান্ধবা ও বিধবা রাক্ষসী সকল চিস্তাকুলিত ভাবে দুঃখিত ও কাতর চিত্তে একত্রিত হইয়া বিলাপ করিতে আরম্ভ করিল, আহা ! রক্ষা ভীষণাক্রুতি, নির্ণতোদরী শূর্ণগণা বনমধ্যে কন্দর্পসমরূপী মহাবল রামের নিকট কেনই বা গমন করিয়াছিল । ত্রিলোক যাগকে বধ করিতে চেষ্টা করে, সেই বীনরূপা রাক্ষসী রামকে দেখিয়াই তাঁহার প্রাতি সাভিলাষা হইয়াছিল । সর্কশূন্যহীন দুঃখী নিশাচরী কেনই বা গুণবান সুন্দরবদন মহা-

ভেক্ষী রামকে কামনা করিয়াছিল । বলি-বিসণ্ডিত-দেগ বিকৃত-
রূপা শুভ্রকেশী শূর্ণগথা স্বজনের, রাক্ষসকুলের এবং খর ও দুষ-
ণের বিনাশ জন্যই সৰ্বলোকপিগর্হিত ; উপহাস্য, রামধৰ্ষণরূপ
অকৰ্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিল ! তাহার জন্যই রাবণ এই নিদারুণ
শত্রুতা করিয়াছেন ! দশগ্রীৱ নিজ বিনাশের জন্যই সীতাকে
আনয়ন করিয়াছেন ! দশানন সীতাকে পাইলেনও না ; অথচ
বলবানের সহিত অক্ষয় শত্রুতা করিলেন ! বিরোধ রাক্ষস
সীতাকে কামনা করিয়াছিল, দেখিয়া রাম একাকী তাহাকে
বিনাশ করিয়াছিলেন ; ইহাও কি রামবীর্য্যের যথেষ্ট নিদর্শন
হইল না ! জনস্থানে রামের অগ্নিশিখা ও পাবক প্রাতিম বাগগণ
দ্বারা চতুর্দশ সহস্র ভীমকন্যা রাক্ষস, এবং খর, দুষণ ও ত্রিশিরা
নিপাত্ত হইয়াছিল, ইহাও কি যথেষ্ট নিদর্শন হইল না ! ক্রোধে
বিকটচীৎকারকারী যোদ্ধাবাহু রূপিরামন কবন্ধ রামের
হস্তে নিহত হইয়াছে, ইহাও কি যথেষ্ট নিদর্শন হইল না ! রাম
ইন্দ্রনন্দন মেঘসকাশ মহাবল বালিকে বিনাশ করিয়াছেন, ইহাও
কি পর্যাণ্ত নিদর্শন হইল না ! সুগ্রীব ভগ্নমনোরথ ও কান্তর
হইয়া ঋষামুকে বাস করিতেছিল ; রাম তাহাকে রাজ্য দিয়া-
ছেন ; ইহাও কি পর্যাণ্ত নিদর্শন হইল না ! বিভীষণ সৰ্ব রাক্ষ-
সের হিতসামক সম্মার্থ সংযুক্ত উচিত কথাই বলিয়াছিলেন ; কিন্তু
মোহ বশতঃ দশাননের তাহা মনে লাগে নাই । যদি কুবেরানুজ
বিভীষণের কথা গ্রাহ্য করিতেন, তাহা হইলে আজ এই লঙ্কা
দুঃখে পরিপূর্ণা ও শ্মশান হইত না ! রাম মহাবল কুম্ভকর্ণকে
বিনাশ করিয়াছেন ; লক্ষ্মণ দুন্দব অতিকায়কে সমরে সংহার
করিয়াছেন ; ছায় পুত্র ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে ; এই সকল
শ্রবণ করিয়াও রাবণের চৈতন্য হইতেছে না । পূর্বে হনুমান্
লাঙ্গুলায়ি দ্বারা লঙ্কা দাহ, এবং কুমার অক্ষকে বিনাশ করিয়া-
ছিল ; দর্শন করিয়াও দশাননের জ্ঞান হয় নাই !

রাক্ষস ও রাক্ষণী সকল এই প্রকার বহুবিধ বিলাপ করিতে

লাগিল। রণে আমার পিতা হত হইয়াছেন ; আমার জাতী নিহত হইয়াছে ; আমার ভর্তা নিপাতিত হইয়াছেন ; রাক্ষসী-দিগের গৃহে গৃহে এই প্রকার আর্তনাদ শ্রুত হইতে লাগিল ; তাহারা কহিতে লাগিল, বীর রামের হস্তে নিহত হইয়া সহস্র সহস্র অশ্ব, নাগ ও পদাতি এই ঈতস্ততঃ পতিত রহিয়াছে ! রাম প্রধান প্রধান বীর সকলকেই বিনাশ করিলেন, অতএব আমা-দিগের আর জীবনে আশা নাই। ভয়ের অশ্রু দেখিতেছি না। অনাথ হইয়া আজ আমাদেরকে এই প্রকার বিলাপ করিতে হইতেছে ! দশগ্রীব শূর ; এবং মহাবর লাভ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু হায়, রাম হইতে যে এতাদৃশ প্রাণান্তকর ভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহা তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না ! রুদ্র, না বিষ্ণু না শতক্রতু পুরন্দর, না শ্রবণ অস্তক রাম রূপ ধারণ করিয়া আমাদেরকে সংহার করিতেছেন। কি গন্ধর্ষ, কি শিশাচ, কি রাক্ষস, কেহই দশগ্রীবকে রণে পরাজয় কল্পিতে পারে নাই, কিন্তু রাম তাঁহাকে সংহার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন ; প্রতি যুদ্ধে যে সবল উৎপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে, সমস্তই রামের হস্তে রাবণের বিনাশ সূচনা করে ; পিতামহ তুষ্ট হইয়া দশাননকে বরদান করিয়াছিলেন, যে, দেব, দানব কি রাক্ষসের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইবে না ; কিন্তু দশানন মানুষ হইতে অভয় বাঞ্ছা করেন নাই। এক্ষণে বোধ হইতেছে, নিঃসন্দেহ মানুষের ভয়ই উপস্থিত হইয়াছে ; ইহাতে সমস্ত রাক্ষসগণের ও রাবণের জীবন শেষ হইবে। দেবগণ বরলাভ নিবন্ধন বলবান রাক্ষস দশগ্রীব কর্তৃক পীড়্যমান হইয়া প্রদীপ্ত তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মার অর্চনা করিয়াছিলেন। মহাত্মা ব্রহ্মা তুষ্ট হইয়া দেবগণের মঙ্গলের জন্য সমস্ত দেবতাকে এই মহাবাক্য বলিয়াছিলেন, আজ হইতে দানব ও রাক্ষসগণ ভয়ে ভয়ে ত্রিলোক পর্যাটন করিবে।

অনন্তর দেবতারা সকলে একত্রিত হইয়া ত্রিপুরনিহন্তা ভগবানু হৃষভধ্বজ মহাদেবের আরাধনা করিলেন। মহাদেব প্রগল্ভ

হইয়া দেবতাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য, রাক্ষসকুলের ভয়াবহা এক নারী উৎপন্ন হইবে। পূর্বে সেই নারী ক্ষুদ্রাখা দেবগণ কর্তৃক প্রযুক্ত হইয়া দানবদিগকে ভক্ষণ করিত, সীতা সেই ক্ষুদ্রাখা। রাক্ষসস্বী সীতা রাবণের সহিত আমাদিগের সকলকে ভক্ষণ করিবে; দুর্কিনীত দুঃস্বাদি রাবণের কুনীতি জন্য এই শোকপরিপ্লুত ঘোর বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে! আমরা ভূমণ্ডলে একরূপ কাহাকেও দেখিতেছি না, যে আমাদিগকে আশ্রয় দান করে। যুগান্তকালে কাল কর্তৃক প্রাণিব্রহ্মের ন্যায় আমরা রাম কর্তৃক গ্রস্ত হইয়াছি। আমরা মহাভয়ে পতিত হইয়াছি, অথচ বনমধ্যে দাবান্নিবেষ্টিতা করেণুগণের ন্যায় আমাদিগের কোন আশ্রয় নাই। মহাত্মা বিভীষণ কালোচিত কস্মই করিয়াছেন; যাহা হইতে ভয় দৃষ্ট হইয়াছে তিনি তাহারই শরণাগত হইয়াছেন।

ভয়ভারপীড়িতা রাক্ষসী সকল বাহুদ্বারা পরস্পর পরস্পরকে জালিন করিয়া এইপ্রকার বিলাপ ও সুদারুণ স্বরে আর্তনাদ করিতে লাগিল।

— (:) —

মগ্নবতিতম সর্গ।

রাবণ লঙ্কানগরী মধ্যে গৃহে গৃহে রাক্ষসীদিগের করুণ আর্তনাদ শ্রবণ করিলেন। তখন ভীষণদর্শন দশানন দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সাতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; তাঁহার নয়ন রক্তবর্ণ এবং মূর্তি কালাগ্নির সমান হইয়া উঠিল; রাক্ষসেরাও তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে সমর্থ হইল না।

এইরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষসরাজ দৃষ্টি নিক্ষেপ দ্বারা সেন দক্ষ করিতে করিতে ক্রোধানিরুদ্ধ অর্দ্ধক্ষুট বাক্যে সমীপস্থিত মহোদর, মহাপাশ্ব ও বিরূপাক্ষ রাক্ষসকে কহিলেন, শীঘ্র

যাইয়া সেনাদিগকে বল, আমার আজ্ঞাক্রমে তাহারা এখনই নির্গত হউক ।

রাজার এই বাক্য শ্রবণপূর্বক মত্তর হইয়া সে অব্যাহত রাক্ষস-দিগকে রাজ্যজ্ঞাক্রমে সজ্জিত হইতে বলিল । ভীষ্মদর্শন মহা-বীৰ্য্য রাক্ষসগণ যে আজ্ঞা বলিয়া, স্বস্তায়ন করিয়া সকলে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল ; এবং রাবণের নিকট যাইয়া তাঁহাকে যথানিদি প্রণাম করিয়া, তাঁহার বিজয় কামনা পূর্বক কৃতাজলিপুটে তাঁহার নিকট দণ্ডায়মান হইল । তখন কোণানিষ্টে দশানন উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া মহোদর, মহাপর্শ্ব ও বিরূপাক্ষকে কহিলেন, আজই মনুষ্মতু হালাদিভ্যাগদ্বাশ বাণগণ দ্বারা রাম ও লক্ষ্মণকে সমালয়ে ধোরণ করিব । আজি আমি শক্রবধ করিয়া খরের, কুম্ভকর্ণের, হাচস্তের ও চৈত্ৰজিতের প্রাতিশোধ লইব । আমার বাণজালরূপ মেঘজালে আচ্ছন্ন হইয়া অন্তরীক্ষ, দিগন্তল আকাশ ও সাগর সকল তিরোহিত হইবে । আজ, আমি মনুষ্মতু পত্নত্ৰয়সম্পন্ন বা-জাল দ্বারা হাদান হাদান বানরযুগ-দিগকে খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিব । আজ পবনবেগ রথে আরোহণ করিয়া, শরাসনরূপ সমুদ্রে স্থিত শরোশ্মি দ্বারা বানর সৈন্য বিলোড়িত করিব । গজ যেমন নদীতট ভগ্ন করে, আজ তেমনি পদ্মকিঙ্করবর্ণ বানরদিগের মুখরাজি স্বরূপ পদ্মরাজিপরিবেষ্টিত বানরযুগরূপ তট ভগ্ন করিব । আজ বানরযুগপাতিগণ শরবিদ্ধ বদনশ্রেণী দ্বারা নাল সহিত পদ্মশ্রেণীর ন্যায় পৃথিবী অলঙ্কৃত করিবে । আজ ক্রমযুদ্ধে এক বাণে শত শত ক্রমবোধী প্রচণ্ড বানর বিদ্ধ করিব । যে সকল রাক্ষসীর জাতা বা ভর্তা বা তনয় নিহত হইয়াছে, আজ আমি রিপু বিনাশ করিয়া, তাহাদিগের অশ্রু প্রমার্জন করিব । আজ মদীয় বাণে বিদৌর্ণ নিহত হতচেতন বিহ্বাকর্ণ বানরগণে পৃথিবী এতাদৃশ আচ্ছন্ন হইবে, যে, বিশেষ নিরীক্ষণ করিলেও ভূতল দৃষ্ট হইবে না । আজ শরাহত শক্রর মাংস দ্বারা কাক, গৃধ ও

অন্যান্য মাংসাশী পশুপক্ষীদিগের ভূমিসাধন করিব। সমস্ত
আগার রথ ও শরাসন আনয়ন কর। সুশিক্ষিত মিশাচরগণ
সকলেই আমার সহিত যুদ্ধে গমন করুক।

রাবণের সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাপাশ্ব উপস্থিত বলা-
ধাকদিগকে বলিল, শীঘ্র সৈন্যাদিগকে সজ্জিত হইতে বল। উদ-
যোগী লঘুপরাক্রম বলাধাকগণ তদনুসারে শীঘ্র সজ্জিত হও,
বলিয়া লঙ্কার গৃহে গৃহে ভ্রমণ করিতে লাগিল। অনন্তর, মুহূর্ত্ত
মধ্যেই ভীমদর্শন রাক্ষসগণ অগ্নি, পাঁ উণ, শূল, গদা, মুসল, হল,
ভীক্ষধার শক্তি, হাকাণ্ড কুট মুদগর,বিবিধ যষ্টি ও চক্র, নিশিত
পরশু, ভিন্দিপাল, শতদ্বী ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট
উৎকৃষ্ট অস্ত্র শস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সিংহনাদ করিতে করিতে বহি-
র্গত হইল। অনন্তর চারি জন বলাধাক প্রত্যেকে এক এক
খানি অষ্টভূরগযুক্ত সারথিসজ্জিত রথ আনয়ন করিল। তখন
ভীষণমূর্ত্তি, সমরে অপরাজিত, শূর দশানন স্বীয় তেজ জাঙ্ঘা-
মান হইয়া সহসা রথারোহণ পূর্ব্বক বলাভিশস্যবশতঃ যেন পৃথিবী
বিদীর্ণ করিতে করিতে, বহুতর শূর রাক্ষসগণ সমভিব্যাহারে
যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। রাবণের অনুমতিক্রমে তুর্দ্ধম মহাপাশ্ব,
মহোদর এবং বিরূপাক্ষও রথে আরোহণ করিল। তাহারা দ্রুত
হইয়া ঘোরনাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবী বিদারণ করিতে করিতে
জয়াশায় বিনির্গত হইল।

এইরূপে তেজস্বী রাক্ষসরাজ রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া
শরাসন উদ্যমণ পূর্ব্বক কালান্তক যমের ন্যায় বহির্গত হইলেন।
রাম লক্ষ্মণ যথায় অবস্থিত করিতেছিলেন, মহারথ দশানন
বেগবান্ অশ্বযুক্ত রথারোহণে সেই দ্বার দিয়া নির্গত হইলেন।
তখন দ্বিবাচন নষ্টপ্রভ হইলেন; দশ দিক অন্ধকারে অচ্ছন্ন
হইয়া উঠিল; পক্ষী সকল ঘোর রবে চীৎকার করিতে আরম্ভ
করিল, পৃথিবী কম্পিত হইতে থাকিল; পৰ্জ্বনাদেব রক্তবষণ
করিতে লাগিলেন; অশ্বগণের পদাঘ্রণ হইতে থাকিল;

ধ্বজাগ্রে গৃধ্রপতন হইল; শিবা সকল অশ্বশব্দ করিতে লাগিল। রাবণের বাম নয়ন ও বাঁচ কম্পিত হইতে লাগিল; এবং তাঁহার বদন বিবর্ণ ও ঈষৎ স্তম্ভিত হইল। তদনন্তর দশগ্রীব যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলে, যুদ্ধে মুহূর্ত্তক বক্ষ্যমাণ লক্ষণরম্পরা প্রোদ্ধু-
ভূত হইল; অতরীক্ষ হইতে ঐ দ্বাতসম নিম্নে উল্লাপাত হইতে লাগিল। অশ্বশব্দ গৃধ্রগণ বায়সগণের সঙ্গিত মিলিত হইয়া শব্দ করিতে আরম্ভ করিল। এই সকল ঘোর উৎপাত গণনা না করিয়াই, রাজা রাবণ মোহবশতঃ কালপ্রেরিত হইয়া, শত্রুর বদার্থ বহির্গত হইলেন।

মহাত্মা রাক্ষসগণের রথঘোষ শ্রবণে বানরীসেনাও যুদ্ধার্থ অভিবৰ্ত্তন করিল। তখন উভয় পক্ষ জয়াভিলাষী ও ক্রোধপর হইয়া, পরস্পরকে আত্মহান করত তুমুল যুদ্ধে প্ররক্ত হইল। অনন্তর দশগ্রীব আত্মক্রোধ হইয়া, কাঞ্চনভূষিত শরপরম্পরায় বানর-
সৈন্য বিনাশ করিতে লাগিলেন। রাবণের বাণে ক্রোধরও মস্তক, কাহারও বক্ষঃস্থল, কাহারও বা কণ্ঠ ছিন্ন হইল; কেহ নিহত হইয়া শ্বাসশূন্য হইয়া পড়িল; কাহারও বা পার্শ্ব নিদারিত হইল। কাহারও মস্তক চূর্ণ, কাহারও চক্ষু অগত হইল।

ক্রোধজন্য ঘূর্ণিতলোচন দশানন রণস্থলের যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, সেই সেই স্থানের বানরযুগপতিগণ কেহই তাঁহার শরবেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইল না।

সপ্তদশবর্ত্তম সর্গ।

এইরূপে দশাননের বাণগণ দ্বারা তিরস্কৃত বানরগণে রণ-
স্থলী সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল। পতঙ্গ সকল যেমন প্রাণীপাণ্ডব
সহ্য করিতে সমর্থ হয় না, রণস্থলে বানরগণ তেমনি দশগ্রী-
বের শরসম্পাত সহ্য করিতে পারিল না। তাহারা নিশিত
শরজাল দ্বারা পীড়্যমান হইয়া, পানকাঙ্ক্ষিপরিবেষ্টিত দহমান

গাত্তম্বুধের ন্যায়, চীৎকার করিতে করিতে বেগে পলায়ন করিতে লাগিল । বায়ু যেমন মহামেঘজ্বল বিদূরিত করে, রণস্থলে রাবণ তেমনি বাণগণ দ্বারা মহতী বানরীসেনা বিদূরিত করিয়া গমন করিতে লাগিলেন । রাক্ষসরাজ রণস্থলে অল্পক্ষণ মদোই বিস্তর বানরকে সংহার করিয়া সত্ত্বর যুদ্ধার্থ রামের সমীপে উপস্থিত হইলেন ।

এদিকে বানররাজ সুগ্রীব বানরদিগকে রণে ভয় ও পলায়ন দর্শন করিয়া, গুল্মাশিরে সুবেণকে স্থাপন পূর্বক, সত্ত্বর যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন । আত্মসদৃশ বীর সুবেণকে সৈন্য রক্ষায় স্থাপন করিয়া সুগ্রীব এক রক্ষ গ্রহণ পূর্বক শত্রুর অভিমুখী হইলেন । বানরযুগপতিগণ মহাশৈল ও মহারক্ষ সকল গ্রহণ করিয়া সকলে তাঁহার পাশ্বে ও পশ্চাদ্ভাগে গমন করিতে লাগিল । মহাত্মা বানররাজ প্রদান প্রদান রাক্ষসদিগের কতক শোষিত ও কতক উন্মথিত করিয়া মহাশব্দে রব করিতে থাকিলেন । যুগান্তসময়ে বায়ু যেমন শরদ্র পর্কিত সকলকে চূর্ণ করে, মহাকায়া বানরেশ্বর সুগ্রীব তেমনি রাক্ষসদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন । তিনি কানন মদো পক্ষিসাজের প্রাতি প্রান্তর নিক্ষেপের ন্যায়, রাক্ষসসৈন্যের প্রাতি শৈল নিক্ষেপ করিতে থাকিলেন । কাপরাজনিষ্কণ্ট শৈল ও রক্ষ সকলের দ্বারা চূর্ণমণ্ডক হইয়া রাক্ষস সকল বিশীর্ণ পন্নতগণের ন্যায় পতিত হইতে লাগিল ।

এই রূপে চারিদিকেই রাক্ষসগণের ক্ষয় হইতে লাগিল । সুগ্রীবের হস্তে চূর্ণীকৃত হইয়া রাক্ষসগণ চীৎকার পরিত্যাগ পূর্বক পতিত হইতে থাকিল । এই ব্যাপার দর্শন করিয়া মন্ত্রী দুন্দব্ব বিক্রপাক্ষ রাক্ষস নিজ নাম শ্রবণ করাইয়া রথ হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক এক গজের স্কন্ধে আরোহণ করিল । মহাবল বিক্রপাক্ষ ঐ গজে আরোহণ পূর্বক ভীম স্বরে চীৎকার করিয়া বানরদিগের প্রাতি দাণ্ডিত হইল । সেনাভাগে সুগ্রীবের

উপর ভয়ঙ্কর শর সকল নিক্ষেপ করিল এবং রাক্ষসদিগকে হার্ষিত করিয়া প্রকৃতিস্থ করিয়া আনিল।

এই রাক্ষসের নিক্ষিপ্ত শরজাল দ্বারা অতীববিদ্ধ হইয়া মহাক্রোধী বানররাজ শব্দ করিতে লাগিলেন; এবং উহাকে বিনাশ করিবার সংকল্প করিলেন। অনন্তর শক্রপ্রমাধী বীর বানরেশ্বর এক রক্ষ উৎপাটন পূর্বক অগ্নিসর হইয়া ঐ মহাগজের মুখে আঘাত করিলেন। মহাগজ সুগ্রীবের প্রহারে আহত ও চারিহস্ত অপসৃত হইয়া পতিত হইল ও চীৎকার করিতে লাগিল।

গজ পতিত হইবামাত্র লঘুবিক্রম বীর্যবান্ রাক্ষস সত্তর তাহার পৃষ্ঠ হইতে লক্ষ প্রদান করিয়া, দুষ্টশ্রমিন্মিত ফলক ও খড়্গ গ্রহণ পূর্বক, ভৎসনা করিতে করিতে দণ্ডায়মান সুগ্রীবের সম্মুখে অগ্রসর হইল। সুগ্রীবও ক্রুদ্ধ হইয়া, মেঘসমবর্ণ এক প্রকাণ্ড শিলা গ্রহণ করিয়া বিরূপাক্ষের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। শিলা আগিতেছে দেখিয়া, সুবিক্রান্ত রাক্ষসশ্রেষ্ঠ পাশ্চ ভাগে কিঞ্চিৎ অপসৃত হইয়া, সুগ্রীবকে খড়্গ গ্রহণ করিল। বলবান্ রাক্ষস কর্তৃক খড়্গ দ্বারা আহত হইয়া সুগ্রীব ক্ষণকাল বিচেষ্টন হইয়া ভূমিতে পতিত হইলেন। পরক্ষণেই উখিত হইয়া মহাসংগ্রামে মুষ্টিবদ্ধন পূর্বক বেগে রাক্ষসের বক্ষস্থলে প্রহার করিলেন। নিশাচর বিরূপাক্ষ মুষ্ঠ্যাঘাতে ক্রুদ্ধ হইয়া সেনাগ্রভাগে ঐ খড়্গ দ্বারা সুগ্রীবের কবচ ছেদন করিলেন; সুগ্রীব জানু পাতিয়া পতিত হইলেন। পরক্ষণেই উখিত হইয়া বানররাজ বজ্রপাতসদৃশ ঘোরশব্দসম্পন্ন চপেটাঘাত করিলেন; কিন্তু রাক্ষস এমনই নৈপুণ্য প্রয়োগ করিল যে, সুগ্রীবের চপেটাঘাত তাহার গাত্রে লাগিল না। এতরূপে চপেটাঘাত ব্যর্থ করিয়াই নিশাচর সুগ্রীবের বক্ষস্থলে মুষ্ঠ্যাঘাত করিল। তাহাতে বানররাজ অধিকতর ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। দ্বীয় চপেটাঘাত ব্যর্থ হইল দেখিয়া, পুনরায় প্রহারের অবসর

দেখিতে লাগিলেন । এবং বিশেষ লক্ষ্য করিয়া ক্রোধভরে বিরূপাক্ষের ললাটস্থলে আর এক ভীষণ চপেটাঘাত করিলেন । রাক্ষস বজ্রকল্প চপেটাঘাত দ্বারা আহত হইয়া প্রায়বৎ হইতে জলের ন্যায় নয়নদ্বয় হইতে শোণিত উদ্গার করিতে করিতে শোণিতক্লিন্ন কলেবরে ভূমিতে পতিত হইল । তাহার নয়ন সেই ক্রোধেই নিরন্ত ছিল ; তাহাতে আবার রুদ্ধিরে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ; সুতরাং সকলেই বিরূপাক্ষকে অদিকতর বিরূপাক্ষ দর্শন করিতে লাগিল । বানরেরা দেখিতে লাগিল তাহা-দিগের শত্রু রণস্থলে উচ্ছ্বাস ত্যাগ ও পুনঃ পুনঃ পার্শ্ব পরি-বর্তন, এবং আত্মস্বরে চীৎকার করিতেছে । ঐ সময় পরস্পর যুদ্ধাভিমুখীন বেগবান্ ভীষণ বানর ও রাক্ষসগৈন্য দুই মেতুভয় মহার্ঘ্যের ন্যায় মহাশয় করিতে লাগিল ।

বানররাজ মহাবল সেই বিরূপাক্ষকে সংহার করিলেন দেখিয়া সমস্ত বানরসৈন্য চর্যে, আর সমস্ত রাক্ষসসৈন্য শোকে গদা-প্রবাহের ন্যায় উদ্বেল হইয়া উঠিল ।

অষ্টমবক্তিতম সর্গ ।

সেই মহাযুদ্ধে পরস্পর হন্যমান হইয়া উভয় সৈন্য অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মহাগ্রীষ্মকালে দুই সরোবরের ন্যায় ক্লীণ হইয়া পড়িল । স্বীয় সৈন্যের বিনাশ এবং বিরূপাক্ষের মিথনে রাক্ষস-রাজ রাবণ দ্বিগুণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । বানরগণ রাক্ষসসৈন্য বিনাশ করিতে লাগিল । যুদ্ধে এই দৈববিপর্যায় দর্শন করিয়া, দশদ্রৌবেয় মনে ব্যথা জন্মিল । তিনি অবশেষে সমীপস্থিত মহোদরকে কহিলেন, মহাবাহো ! এক্ষণে জয়াশা তোমার উপরেই নির্ভর করিতেছে । বীর ! আজ শত্রুসংহার করিয়া পরাক্রম প্রদর্শন কর । প্রভুত অস্ত্রের প্রতিশোধ দিবার এই সময় উপস্থিত হইয়াছে । অস্ত্রএব যুদ্ধ কর ।

এই কথা শুনিয়া মহাবল ভৈরবী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ মহোদর অগ্নি-
মধ্যে পতঙ্গের ন্যায় রণে অবগাহন করিল । এবং প্রভুর বাক্য
ও নিজ পরাক্রম দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ভয়ানক সংহারকার্য
আরম্ভ করিল ।

এদিকে মহাবল বানরগণও বিপুল শিলা গ্রহণ পূর্বক ভীষণ
শক্রসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত রাক্ষসকে প্রহার করিতে
লাগিল । অতিক্রুদ্ধ মহোদরও কাঞ্চনভূষিত শরসমূহ দ্বারা
মহাযুদ্ধে বানরগণের পাদ ও উরু সকল ছেদন করিতে আরম্ভ
করিল । বানরগণ রাক্ষসগণ কর্তৃক যুদ্ধস্থলে নিপীড়িত হইয়া
অবশেষে কতক দশ দিকে ধাবমান, কতক বা স্ত্রীদিগের শরণাগত
হইল ।

মহতী বানরীসেনা রণে ভগ্ন হইল দর্শন করিয়া মহাভৈরব
বানররাজ সুগ্ৰীব মহোদরের প্রাতি ধাবিত হইলেন, এবং পর্ক-
তাকার এক প্রকাণ্ড ভীষণ শিলাখণ্ড গ্রহণ করিয়া উহার বিনা-
শের নিমিত্ত নিক্ষেপ করিলেন । শিলা বেগে আগমন করিতেছে
দর্শন করিয়া মহোদর অবচলিতভাবে বাণগণ দ্বারা উহা চূর্ণীকৃত
করিল । রাক্ষস কর্তৃক বাণগণ দ্বারা সহস্রদা চূর্ণীকৃত হইয়া
ঐ শিলা জাম্যগাণ পক্ষিনজের ন্যায় ঘূরিতে ঘূরিতে ভূতলে
পতিত হইল । শিলা চূর্ণীকৃত হইয়া বিশীর্ণ হইল দেখিয়া পরবল-
প্রমাতী বীর স্ত্রীদিগের মধ্যে পরিপূর্ণ হইয়া এক সালরক্ষ উৎপাটন
পূর্বক রাক্ষসের প্রাতি নিক্ষেপ এবং নখর দ্বারা উহাকে ক্ষত-
বিন্দিত করিলেন । পরে দেখিতে পাইলেন, ঐ স্থানে এক
পরিঘ পতিত রহিয়াছে ; দেখিবামাত্র কোধে পরিপূর্ণ হইয়া
ঐ প্রাতিখণ্ড প্রচণ্ডবেগ পরিঘ গ্রহণ ও ভ্রমণ করাষ্টয়া মহোদরকে
প্রদর্শন পূর্বক উহা দ্বারা উহার রথের অশ্বদিগকে বিনাশ করি-
লেন । মহোদর তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া, ঐ নিহতাস্থ মহারথ
হইতে লক্ষ প্রদান পূর্বক গদা গ্রহণ করিল । অনন্তর গোরব
সদৃশ মহোদর ও সুগ্ৰীব, গদা ও পরিঘ গ্রহণ করিয়া, দুই সবি-

দ্ব্যং মেঘের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে পরস্পর যুদ্ধে প্রারম্ভ হইলেন । যুদ্ধ করিতে করিতে মহোদর রাক্ষস ভাস্করপ্রতিম জাঙ্ঘল্যগান গদা সুগ্রীবের প্রতি নিক্ষেপ করিল । অতিভীষণ গদা আসিতেছে দেখিয়া মহাবল বানররাজ সুগ্রীব রোমে রক্ত-লোচন হইয়া উঠাতে পরিঘ্রাণ করিলেন । কিন্তু গদা দ্বারা আহত ও চূর্ণীকৃত হইয়া তাঁহার পরিঘ্রাণ ভূতলে পতিত হইল । অনন্তর তেজস্বী সুগ্রীব ভূপৃষ্ঠ হইতে সন্মুখাশ্ব সুবর্ণবিভূষিত ভয়ানক এক লৌহমুসল তুলিয়া লইলেন ; এবং উদ্যত করিয়া নিক্ষেপ করিলেন । মহোদরও গদা নিক্ষেপ করিল । মুসল ও গদা পরস্পর আহত ও ভগ্ন হইয়া মহীতলে পতিত হইল ।

অল্প ভয় হইলে পর, অগ্নির ন্যায় তেজোবলবিশিষ্ট বীরদ্বয় উভয়ে মুষ্টিযুদ্ধে প্রারম্ভ হইলেন ; এবং সিংহনাদ পরিত্যাগ করিয়া পুনঃ পুনঃ পরস্পর আঘাত করিতে লাগিলেন । পরস্পর চপেটাঘাত করিয়া, উভয়েই ভূতলে পতিত হইলেন ; পর-ক্ষণেই উখিত হইয়া আবার প্রহার আরম্ভ করিলেন । উভয়েই অপরাজিত হইয়া ভূজ দ্বারা পরস্পরকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । এইরূপে উভয়েই ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন ।

অনন্তর মহাবেগ মহোদর চন্দ্র ও এক খর্ক খড়্গ গ্রহণ করিল । বেগচতুর বানররাজ সুগ্রীবও রণস্থলপতিত ঐরূপ চন্দ্র ও খড়্গ তুলিয়া লইলেন । শত্রুবিশারদ উভয় বীর এইরূপে খড়্গ উদ্যত করিয়া হৃষ্টচিত্তে সিংহনাদ করিতে করিতে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন । এবং ক্রুদ্ধ ও জয়ার্থ মনোমোগী হইয়া পরস্পর আক্রমণ পূর্বক দক্ষিণ মণ্ডলে অতি ববেগে বিচরণ করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর বীর বীৰ্য্যান্বাদী মহাবেগ মহোদর সুগ্রীবের হস্তস্থিত মহাচন্দ্রে ঋজুঘাত করিল, খড়্গ চন্দ্রে বসিয়া গেল ; রাক্ষস যেমন খড়্গ তুলিয়া লইবে, বানরশ্রেষ্ঠ সুগ্রীব সেই অবসরেই খড়্গ দ্বারা তাহার কুণ্ডলশোভিত শিরস্ত্রাণ সহিত মস্তক হরণ করিলেন ।

হিরণ্যকশিপু মনোদর ভূতলে পতিত হইল, দর্শন করিয়াই রাক্ষস-
রাজের সৈন্য তথা হইতে অদৃশ্য হইল। এদিকে বানররাজ
শক্রবিনাশ করিয়া বানরগণের সহিত হৃষিকেশি করিতে লাগি-
লেন। দশগ্ৰীব ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন; আর রামচন্দ্র আনন্দিত
হইলেন; রাক্ষসগণ কাতর ও ভয়বাকুল হইয়া জ্ঞানমুখে সন্ক-
লেই পলায়ন করিল। মহাবর্ষপর্কতের এক দেশ যেমন ভগ্ন হইয়া
পতিত হয়, সেইরূপে মনোদরকে ভূমিতে পতিত করিয়া সূর্য্য-
নন্দন সূগ্ৰীব, স্বীয় প্রভা দ্বারা অশ্রু ভাস্করের ন্যায়, নিজ
তেজো দ্বারা বিরাজ করিতে লাগিলেন।

বানররাজ এইরূপে সমরে বিজয়ী হইলেন; দেবগণ, সিদ্ধগণ
ও যক্ষগণ এবং পৃথিবীস্থ বাবধ জীবগণ সকলেই আনন্দে বিহ্বল
হইয়া, তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিল।

—:—

নবনবতিতম সর্গ।

সূগ্ৰীব মনোদরকে বিনাশ করিলেন, দর্শন করিয়া মহাবল
মহাপাশ্বে'র লোচন ক্রোধে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। এই রাক্ষস
বাণগণ দ্বারা অঙ্গদের ভীষণ সৈন্য পীড়ন করিতে আরম্ভ
করিল। বায়ু রক্ষ হইতে যেমন ফল পাতিত করে, সে তেমনি
প্রধান প্রধান বানরগণের দেহ হইতে মস্তক সকল পাতন
করিতে লাগিল। মহাক্রুদ্ধ হইয়া বাণসমূহ দ্বারা কতক বানরের
বাহু ছেদন, কতক বানরের বা পার্শ্ববিদারণ করিল। এইরূপে
মহাপাশ্বে'র বাণবর্ষণে নিপীড়িত হইয়া, সকলেই বিষণ্ণবদন ও
বিহ্বল হইয়া পড়িল।

সৈন্য রাক্ষস কর্তৃক নিপীড়িত হওয়াতে চঞ্চল হইয়া পড়ি-
রাছে, দেখিয়া মহাভাগ অঙ্গদ পক্ষ দিবসে সাগরের ন্যায় বেগ
ধারণ করিলেন। বানরশ্রেষ্ঠরূপে সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ এক লৌহ-
পরিধ গৃহণ করিয়া মহাপাশ্বে'র উপর নিক্ষেপ করিলেন। সেই

প্রহারে সারথির সহিত অচেতন হইয়া মহাপাশ্ব রথ হইতে ভূতলে পতিত হইল । এই সময় নীলাঞ্জনচয়োপম তেজস্বী সুমহাবীৰ্য্য ঝঙ্করাজ জাম্ববান নিজসৈন্য মধ্য হইতে বাগ্গত হইয়া ক্রোধভরে এক গিরিশৃঙ্গাকার মহাশিলা বেগে নিক্ষেপ করিয়া অশ্বদিগকে বিনাশ ও রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন ।

মুহূৰ্ত্ত পরেই চেতনা লাভ করিয়া মহাবল মহাপাশ্ব পুনর্বার বহু বাণে অঙ্গদকে বিদ্ধ করিল । গবাক্ষ ও জাম্ববানকে শর-পীড়িত দর্শন করিয়া অঙ্গদ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া, এক ভীষণ পরিঘ গ্রহণ করিলেন এবং দূরস্থিত রাক্ষসের বিনাশার্থ দুই হস্তে এই রশ্মিসমপ্রভ পরিঘ ভ্রমণ করাইয়া নিক্ষেপ করিলেন । বলবান অঙ্গদ কতক নিষ্কণ্ড হইয়া পরিঘ রাক্ষসের হস্ত হইতে সশর ধনু ও মস্তক হইতে শিরস্ত্রাণ নিপাতিত করিল । এই সময় প্রাতাপ-শালী বালিনন্দন উহার নিকট উপস্থিত হইয়া ক্রোধভরে উহার কুণ্ডলভূষিত কণমূলে চপেটাঘাত করিলেন । তাহাতে মহাক্রুদ্ধ হইয়া মহাভ্রাতি মহাপাশ্ব এক হস্তে এক সুমহান্ পরশু গ্রহণ করিল । এবং মহাক্রুদ্ধ হইয়া রাক্ষস এই তৈলধৌত বিমল বজ্রসার দৃঢ় পরশু বালিপুত্রের উপর পাতিত করিল । কিন্তু পিতৃহৃত্যুপরাক্রম অঙ্গদ বাগক্ষকোদ্ভিষ্ট এই পরশু ব্যর্থ করিয়া নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া, বজ্রসঙ্কাশ মুষ্টিবন্ধন করিলেন । তিনি মন্ম-স্থান সকল বিলক্ষণ জানিতেন, অতএব রাক্ষসের হৃদয়োপরি-স্থানের সন্নিহিতে বজ্রসম্পর্শ এই মুষ্টি পাতিত করিলেন । মহা-সমরস্থলে মুষ্টিপ্রহারে রাক্ষসের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া গেল ; সে ভৎক্ষণাৎ গতাস্থ হইয়া ভূতলে পতিত হইল ।

মহাপাশ্ব ভূগিতে পতিত হইলে তাহার সৈন্য সামন্ত পলায়ন করিল এবং দর্শনানের মহাক্রোধ উৎপন্ন হইল । এদিকে মহেশ্বরের সহিত দেবগণের ন্যায় অঙ্গদসহিত প্রাক্টেহৃদয় বানবগণের তুঘল সিংহনাদ অটালিকা ও গোপুর সকলের সহিত লঙ্কাকে যেন ফাটাইয়া উখিত হইল । রাক্ষসরাজ দর্শাননযুদ্ধ-

স্থলে দেবতা ও বানরদিগের মহাশয় স্রবণ করিয়া পুনর্বার স্বয়ং যুদ্ধার্থ উদ্রাক্ত হইলেন ।

শততম সর্গ ।

দুক্ষিণ মহোদর ও মহাপার্শ্ব নিহত হইয়াছে, শেষে মহাবল বীর বিরূপাক্ষও নিপাত্তিত হইল দর্শন করিয়া মহাবুদ্ধে রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন এবং সারথিকে সহস্র হইতে আজ্ঞা করিয়া কহিলেন, আজ আমি সেই রাম ও লক্ষ্মণকে বিনাশ করিয়া নিহত অমাত্যদিগের প্রতিশোধ লইব এবং অপরূপ নগরীর দুঃখ দূর করিব । সুগ্ৰীব, জাম্ববান, কুমুদ, নল, হিবিদ, মৈন্দ, অজদ, গন্ধমাদন, হনুমান, সুবেণ ও অন্যান্য বানরযুধপাতিগণ যাহার শাখা প্রাশাখা, সীতা যাহার পুষ্প ও বানরগণের বিবিধ কন্দ-কল যাহার কল, আজ আমি সেই রামরুকেতু, মুলোৎপাটন করিব ।

এই কথা কহিয়া, মহানু অতিরথ দশানন রথশয্যে দশ দিক প্রতিক্ষানিত করিয়া সহস্র রাঘবের নিকট যাত্রা করিলেন । রথশয্যে পুরিত হইয়া ধরিত্রী নদী, ও কাননের সহিত কম্পিত হইতে থাকিলেন, এবং সিংহ, ঘৃগ ও পক্ষী সকল নিতান্ত ত্রস্ত হইয়া উঠিল । অনন্তর রাক্ষসরাজ নিরতিভীষণ নিদারুণ তামস অস্ত্র প্রয়োগ করিল, ঐ অস্ত্র সমস্ত বানরকে দহু করিতে লাগিল, বানরেরা দহু হইয়া ইতস্ততঃ পতিত হইতে থাকিল । তাহারা ভূমিতে পতিত ও রণে ভগ্ন দিয়া পলায়ন করাতে ধূলিরাশি উখিত হইল । ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ তামসাস্ত্র নির্মাণ করিয়াছিলেন, সুতরাং বানরগণ উহা সহ্য করিতে সমর্থ হইল না ।

বিস্তরসৈন্য রাবণের দিব্য শরে আহত হইয়া ভগ্ন হইল, দর্শন করিয়া রাঘব যুদ্ধার্থ উদ্রাক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন ।

এদিকে রাক্ষসরাজও বানরবাহিনী বিজ্ঞাবণ করিয়া অবশেষে দেখিতে পাইলেন, অপরাজিত রামচন্দ্র, বিষ্ণুর সহিত বাসবের ন্যায়, অমুক্ত লক্ষ্মণের সহিত অবস্থিতি করিতেছেন। পদ্মপলাশ-লোচন, দীর্ঘবাহু দশরথনন্দন মহাধনু ধারণ করিয়া বেন আকাশ-তল বিলম্বন করিতেছেন।

অনন্তর সৌমিত্রিসহিত মহাতেজা বলবান্ রামচন্দ্র দেখিতে পাইলেন, বানরগণ রণে অসক্ত হইয়াছে, এবং দশানন আগমন করিতেছেন। দশাননকে দেখিয়া রঘুনন্দনের আনন্দ জন্মিল। তিনি শরাসনের মুষ্টি ধারণ করিয়া মেদিনী বিদারণ পূর্বক ঐ মহামেষ মহানাদ দিব্য শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণের বাণসমূহের শব্দ, আর রামের ধনুর্কিন্দারণশব্দ, এই উভয় শব্দে তৎকালে শত শত রাক্ষস পতিত হইতে লাগিল। দশানন রাজপুত্র রাম ও লক্ষ্মণের শরণার্থে মধ্যবর্তী হইয়া, সূর্য্য চন্দ্রের সমীপবর্তী রাহুর ন্যায় একাশ পাইতে লাগিলেন। প্রথমতঃ লক্ষ্মণ শাপিত শরনিকর দ্বারা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়া শরাসন আকর্ষণ পূর্বক অগ্নিশিখোপম বাণ সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কিন্তু ধনুর্দ্ধারী লক্ষ্মণের বাণ সকল আকাশে উৎপতিত হইবামাত্র মহাতেজা রাবণ বাণগণ দ্বারা সমস্ত নিবারণ করিলেন; হস্তলাঘব প্রদর্শন করিয়া, এক বাণে লক্ষ্মণের এক, তিন বাণে তিন ও দশ বাণে দশ বাণ ছেদন করিলেন। শেষে সৌমিত্রিকে অতিক্রম করিয়া যুদ্ধজেতা দশানন রণস্থলে শৈলের ন্যায় দণ্ডারমান রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। উপস্থিত হইয়াই ক্রোধে তাঁহার লোচন সকল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, তিনি রাঘবের উপর শরণধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন। রাবণের শরাসনকিঞ্চ শরণধারা দর্শন করিয়াই রাম সত্তর ভল্ল সকল গ্রহণ, এবং ঐ সকল ভীক্স ভল্ল দ্বারা আশীবিষসদৃশ মহাভীষণ দীপ্যমান শর সকল ছেদন করিয়া ঐ শরণধারা নিবারণ করিলেন। রাবণ রাঘবের

উপর এবং রাম রাবণের উপর শীঘ্র শীঘ্র বিবিধ শরধারা বর্ষণ করিতে লাগিলেন । এবং উভয়েই অপরাজিত বাণবেগ দ্বারা পরস্পরকে বিক্ষেপণ পূর্বক অনেক ক্ষণ বিবিধ প্রকার বাম ও দক্ষিণ মণ্ডলে বিচরণ করিতে থাকিলেন । উগ্রমূর্তি দুই জন শরক্ষেপ পূর্বক একরূপে পরস্পর যুদ্ধ করিতে থাকিলে, যম ও অশ্তকের ন্যায় ভীতাদিগকে দশন করিয়া যাবতীয় প্রাণীষ্ট শঙ্কিত হইয়া উঠিল । নিরন্তরনিষ্কপ্ত শরজালে আচ্ছন্ন হইয়া, আকাশ-মণ্ডল ঐশ্ব্যবসানে বিদ্যাম্বালামণ্ডিত মেঘজালে সমাচ্ছন্নের ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল । গৃধ্রপক্ষের ন্যায়, নিবিড়ম্পাতা সূবেশিত তীক্ষ্ণগ্র মহাবেগ বাণগণ দ্বারা আকাশে যেন গবাক্ষ রচনা করা হইল । সূর্য্যোদয় হইলেও, উভয় বীর যেন দুই মহামেষের ন্যায় উদ্ভিত হইয়া শরজালে আকাশ অন্ধকার করিয়া রাখিলেন । পরস্পরের বধাকাঙ্ক্ষা করিয়া রত্নাসুর ও বাণবের ন্যায় উভয়ের এই প্রকার দুর্কৌশলরূপ অভাবনীয় যুদ্ধ হইতে লাগিল । উভয়েই মহাদনুর্ধারী, উভয়েই যুদ্ধবিশারদ, উভয়েই অস্ত্রবেতাদিগের চূড়ামণি, উভয়ে যুদ্ধ করিয়া বিবিধ মণ্ডলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । উভয়ে যে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন, সেই পথেই দুই সাগর হইতে সমুখিত বায়ু হইতে তরঙ্গমালার ন্যায় বাণের তরঙ্গ সকল উখিত হইতে লাগিল ।

অনন্তর শরক্ষেপে ব্যস্তহস্ত লোকরাবণ দশানন রামের ললাটে নারীচমালা নিক্ষেপ করিলেন । মহাতেজা বীর্যবান অচ্ছিন্নদম্বা রামচন্দ্র ভীষণ চাপবিনিমুক্ত নীলোৎপলদলপ্রভা ঐ নারীচমালা অনায়াসে ললাটে ধারণ করিলেন, অণুমাত্র ব্যথিত হইলেন না । প্রহৃত ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রুদ্রাস্ত্র মস্ত্রে অভিযুক্ত করিয়া পুনর্বার বিবিধ শরগ্রহণ এবং রাক্ষসরাজের প্রতি ঐ সকল শর নিক্ষেপ করিলেন । কিন্তু ঐ শর সকল রাক্ষসরাজের মহামেষদঙ্কাশ অচ্ছেদ্য কবচের উপর পতিত হইয়া কোনরূপে ভীতাকে ব্যথিত করিতে সমর্থ হইল না । তদর্শনে নরীশঙ্কুশল রাম-

চক্ষু দিব্যাস্ত্র দ্বারা রণস্থ রাবণের ললাট ভেদ করিলেন । রাবণ নিবারণ করিলেও, ঐ শর ললাট ভেদ করিয়া, শ্বগমান পঞ্চশীর্ষ ভুজগের ন্যায়, ভূগম্যে প্রবিষ্ট হইল । দশানন রামের অস্ত্র প্রাতিহত করিয়া, ক্রোধে হতজ্ঞান হইয়া, নিরতিশয় ভয়ঙ্কর অন্যতর আসুর-রাস্ত্র আবিষ্কার করিলেন । অনন্তর মণ্ডাতেজা রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া, সর্পের ন্যায়, নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে সিংহমুখ, ব্যাস্রমুখ, কককাকমুখ, গৃধ্রশোণনমুখ, শৃগালমুখ, রকমুখ, খরমুখ, বরাহমুখ, সিংহমুখ, শ্যানকুকটমুখ, মকরাসৌমিষমুখ এবং অন্যান্য ভয়ানক ব্যাদিত্যাদি, লোলহান, নিশিত শরসমূহ মায়াবলে রামের প্রাতি মোচন করিতে লাগিলেন । পাবকপ্রাতিম রাম উল্লিখিত রূপে আসুরাস্ত্রে সমাবিষ্ট হইয়া, মহোৎ-সাহসহকারে পাবকাস্ত্র প্রয়োগ করিলেন । এবং তৎক্ষণাৎ অগ্নিদগ্ধমুখ, সূর্য্যামুখ, গ্রহনক্ষত্রবর্ণ, মহোৎসাহমুখ ও বিদ্বাজ্জিহ্বা-সদৃশ বিবিধ শর মোচনে প্রবৃত্ত হইলেন । রাবণের ভয়ঙ্কর শর সকল রামের ঐ সকল অস্ত্রে সমাহত হইয়া, আকাশে লীন হইয়া গেল এবং সহস্র সহস্র বানর তাহাদের আঘাতে প্রাণত্যাগ করিল । এইরূপে অক্লিষ্টকন্ধ্যা রাম রাবণের আসুরাস্ত্র বিনষ্ট করিলে, সুর্য্যবিশমুখ কামরূপী কপিগণ সকলে হর্ষিত হইয়া, রাসকে রেষ্ঠন করিয়া, শব্দ করিতে লাগিল । অনন্তর, রাম রাবণের বাহুনিঃসৃত উল্লিখিত অস্ত্র বলপূর্ব্বক নিহত করিয়া, হর্ষাবিষ্ট হইলেন এবং কপীশ্বরগণও আল্লাদিত হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে লাগিল ।

একাধিকশততম সর্গ ।

উল্লিখিত অস্ত্র প্রাতিহত হইলে, রাক্ষসরাজ রাবণ দ্বিগুণ রোষাবিষ্ট হইয়া, ক্রোধভরে অন্য অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন । ঐ মহাদ্রুতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র ময়কর্ত্তৃক নিষ্পন্ন । রাবণ উহা রামের

প্রতি বিসর্জন করিতে উদ্যত হইলে, তৎপ্রভাবে তদীয় শরাসন হইতে রাশি রাশি শূল, গদা, মুষল, মুদগর, কুটপাশ ও অশনি প্রভৃতি বজ্রসারময় পরমদীপ্তবিশিষ্ট স্মৃতীকৃত অস্ত্র সকল প্রলম্ব-কালীন বায়ুচক্রে ন্যায়, বিনির্গত হইতে লাগিল। পরমাত্মবিদ-বসিষ্ঠ শ্রীমান্ রাম গাঙ্ধার্কী নামক পরমাত্ম সহযোগে ঐ অস্ত্র প্রতি-হত করিলেন। মহাত্মা ও মহাতেজস্বী রঘুনন্দন অস্ত্র প্রতিহত করিলে, রাবণ রোষাক্রমে লোচনে সৌর অস্ত্র আবিষ্কার করিলেন। তখন ভীমবেগে দীমান্ দশগ্রীবের কার্ম্মুক হইতে সুবিশাল ভাস্কর চক্র সকল বিনির্গত এবং দীপ্তিশীল চক্র, সূর্য্য ও গ্রহের ন্যায়, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও পতিত হইয়া, আকাশমণ্ডল ও দিগ্গণল সমুদ্ভাসিত করিল। রঘুনন্দন শরজাল সন্ধান পূর্ব্বক সেই সকল বিচিত্র আবুধ ছেদন করিয়া ফেলিলেন। রাক্ষসরাজ রাবণ ঐ অস্ত্র বার্ষ দেখিয়া, দশ বাণ প্রয়োগ পূর্ব্বক রামের মর্্ম্ম সকল বিদ্ধ করিলেন। পরমতেজস্বী রাম রাবণের ঐ মহাকার্ম্মুক-নিঃসৃত দশ বাণে বিদ্ধ হইয়াও, বিচলিত হইলেন না।

অনন্তর সামিতিস্তর রঘুনন্দন নিরন্তর হইয়া, বহুসংখ্য শর সন্ধান পূর্ব্বক রাবণের সর্ক শরীর ক্ষত বিক্ষত করিলেন। এই অবসরে মহাবল বীরনিহতা লক্ষ্মণ জাতরোষ হইয়া, সপ্ত শর গ্রহণ করিলেন। অনন্তর মহাত্মা সৌমিত্রি সেই সকল মহা-বেগ শরে রাবণের মনুষ্যশীর্ষ শরাসন খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে মহাবল শ্রীমান্ রামানুজ অন্য শর প্রয়োগ পুরঃ-সর রাবণের সারথির ভাস্করকুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক হরণ করিলেন। এবং অপর পাঁচ ভীক্ৰ বাণে তাঁহার গজকরোপম ধনু ছেদন করিলেন। ঐ সময়ে বিভীষণ আগ্নবনপূর্ব্বক গদাঘাতে রাব-ণের নীলমেঘসদৃশ পর্শভাকৃতি সদম্ব সকল সংহার করিলেন। অশ্ব হত হইলে, দশানন সবেগে মহারথ হইতে লঙ্ক দান পূর্ব্বক অবরোধ করিয়া, জাতার প্রতি ভয়ংকর রোষ আচরণ করি-লেন। অনন্তর পরমশক্তিসম্পন্ন প্রবলপ্রভাৱ রাবণ বিভীষণের

উদ্দেশ্যে অশনির ন্যায়, প্রদীপ্ত শক্তি প্রয়োগ করিলেন, ঐ শক্তি লক্ষ্যে পতিত না হইতেই, লক্ষ্য তিন বাণে তাহা ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তদ্বর্ণনে সেই মহারণে বানরগণের তুমুল কোলাহল সমুদ্ভূত হইল। এবং সেই কাঞ্চনমালিনী শক্তি তিন খণ্ড হইয়া, আকাশ হইতে পরিভ্রষ্ট বিক্ষুব্ধময় প্রস্থলিত মহোৎসব ন্যায়, ধরাতল আশ্রয় করিল।

অনন্তর রাবণ অন্য শক্তি গ্রহণ করিলেন। ঐ শক্তি অতি দুহং, অমোঘ বলিয়া বিখ্যাত, অয়ং কালেরও দুর্নিবহ এবং স্বকীয় ভেজে দীপ্যমান। মহাবল দুর্ভাষা রাবণ বেগ প্রদান করিলে, দীপ্তাশনিসমপ্রভ পরমতেজাশ্বিনী ঐ শক্তি প্রস্থলিত হইয়া উঠিল। এবং বিভীষণের প্রাণসংশয়দশা উপস্থিত হইল। এই অবসরে লক্ষ্য তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট রক্ষার্থ গমন করিলেন। এবং শরশৃঙ্গসহকারে শক্তিশক্ত রাবণকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। মহাত্মা সৌমিত্র শরসমূহ মোচন করিয়া, আচ্ছন্ন ও বিক্রম বিফল করিলে, বিভীষণকে আর প্রহার করিতে রাবণের মন হইল না। তিনি লক্ষ্য কতৃক জ্ঞাতাকে বিমুক্ত দর্শন করিয়া, তাঁহার অভিমুখে অবস্থান করত বলিতে লাগিলেন, রে বলশ্রাশ্বিন্! তুমি আমার হস্তে বিভীষণকে মোচন করিলে। অতএব বিভীষণকে ত্যাগ করিয়া, তোমারই উপর এই শক্তি প্রয়োগ করি। শত্রুর শোণিত গ্রহণ করা এই শক্তির স্বভাব। মদীয় বাহুরূপ পরিঘ হইতে বিমুক্ত হইয়া, ইহা তোমার হৃদয় ভেদ ও প্রাণ গ্রহণ করিয়া, গমন করিবে।

দশানন এই কথা কহিয়া তৎক্ষণাৎ সরোষে লক্ষ্যের উদ্দেশ্যে সেই শক্তি প্রয়োগ করিলেন। উহাতে আটটি ঘণ্টা সংলগ্ন, উহার শর অতি গভীর, ময় উহার নিশ্চারণ করিয়াছে। উহা শত্রুকুল সংহার করে, কখনো বার্ষ হয় না, এবং স্বীয় ভেজে সর্বদাই প্রস্থলিত। রাবণ উহা নিক্ষেপ করিয়াই, গর্জন করিতে লাগিলেন। বজ্রাশনির ন্যায় শব্দশালিনী ঐ শক্তি ভয়ঙ্কর বেগে

নিষ্কিণ্ড হইয়া সতেজে লক্ষ্মণের উপর নিপতিত হইল। পতন-সময়ে রাম ঐ শক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিতে লাগিলেন, লক্ষ্মণের মঙ্গল হউক। শক্তি, তুমি হতো-দ্যম ও বার্থ হও। দশানন ক্রুদ্ধ হইয়া, মোচন করিলে, সেই আশীর্বাদদৃশী শক্তি শৌর্যশালী নিতীক লক্ষ্মণের হৃদয়ে আশু মগ্ন হইয়া গেল। এইরূপে উরগরাজের দীপ্যমান মহাভ্রাতৃ জিহ্বার ন্যায়, উহা মহাবেগে লক্ষ্মণের বিশাল হৃদয়ে নিপতিত হইল। রাবণের বেগে শক্তি সুদূরমগ্ন হওয়াতে, লক্ষ্মণ বিভিন্ন হৃদয়ে পতিত হইলেন।

রাম নিকটে ছিলেন। তদবস্থ লক্ষ্মণকে নিরীক্ষণ করিয়া, ডাড়াশ্রেণীযুক্ত ভাঁহার মন বিবাদে মগ্ন হইল। তিনি বাস্প-পম্যাকুল লোচনে মুহূর্ত্তমাত্র ম্যান করিয়া, হালয়কালীন পাবকের ন্যায়, ক্রোড়ে প্রাঞ্জলিত হইয়া উঠিলেন। এবং ইহা বিবাদের সময় নহে, চিন্তা করিয়া, রাবণের সংহারে কৃতক্লিষ্ট হইয়া, সুভূমূল যুদ্ধে প্রারম্ভ হইলেন। তিনি মন্থা নিরতিশয় ষড়্ভুজ-কাঠের লক্ষ্মণকে পরিদর্শন পূর্ব্বক অবলোকন করিলেন, শক্তিভিন্ন হইয়া তিনি সপন্নগ অচলের ন্যায়, হইয়াছেন এবং ভাঁহার সর্ক-শরীর রূপিরাক্ত। বানরগণ যত্ন করিয়াও, মহাবল রাবণের প্রেরিত শক্তি উদ্ধার করিতে পারিল না। যেহেতু রাক্ষসরাজ রাবণ তৎকালে শরমমূঢ়ে ভ্রাতাদিগকে মর্দন করিতে লাগিলেন। ঐ শক্তি লক্ষ্মণের কলেবর ভেদ করিয়া, পরণীতলে প্রবেশ করিয়া ছিল। বলবান্ রাম জাতক্রোধ হইয়া, সেই ভয়াবহ শক্তি হস্ত-দ্বয়ে ধারণ ও আকর্ষণ করিয়া, ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। তিনি শক্তি নিষ্কর্ষণ করিতেছেন, এমন সময়ে মহাবল দশানন মর্ম্ম-ভেদী শর সকল ভাঁহার সর্কশরীরে নিপাতিত করিতে লাগিলেন। রাম সে সকল চিন্তা না করিয়াই, লক্ষ্মণকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে কহিলেন, তোমরা সকলে লক্ষ্মণকে বেঁচেন করিয়া, অবস্থিতি কর। আমার বহু কালের বাঞ্ছিত

পরাক্রমের কাল উপস্থিত হইয়াছে । আমি তোমাদের নিকট
 গত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, তোমরা সকলে এই মুহূর্ত্তেই
 অচিরে পৃথিবীকে অরাবণ বা অরাম দেখিবে । অদ্য আমি
 পাপাত্মা ও পাপনিশ্চয় রাবণকে সংহার করিব । অস্মান্তে মেঘ-
 দর্শন সেমন চাতকের বাঞ্ছিত, আমিও তেমনি বহুকাল হইতে
 বধ করিবার জন্য রাবণের দর্শন বাঞ্ছা করিয়া আছি । অদ্য
 যুদ্ধে রাবণকে সংহার করিয়া, রাজ্যনাশ, বনে বাস, দণ্ডক-
 কাননে পরিদাবন, জ্ঞানকোহরণ, রাক্ষসসমাগম, ইত্যাদি ঘোর
 মৎং দুঃখ ও নিরয়োপম ক্লেশ সমস্তই পরিহার করিব । আমি
 যাহার জন্য বানরসৈন্য এখানে আনিয়াছি, বাণীকে মারিয়া
 স্রষ্ট্রীবকে রাজ্য দিয়াছি এবং সাগর অতিক্রম ও উগাতে মেতু
 বন্ধন করিয়াছি, অদ্য সেই পাপাত্মা দশগ্রীব চক্ষুন্মিষয়ে আপ-
 ত্তিত হইয়াছে । দৃষ্টিবিষ মর্ণের দৃষ্টিতে পতিত ব্যক্তির ন্যায়
 আমার চক্ষুর বিষয়ে উপস্থিত রাবণের আর জীবিত থাকা
 উচিত হয় না । অথবা, ভুজঙ্গম যেমন গরুড়ের দৃষ্টিতে পতিত
 হইলে, আর বাঁচিতে পারে না, রাবণও তেমনি আমার দৃষ্টিতে
 পতিত হইয়া, কোন মতেই প্রাণ ধারণে সমর্থ হইবে না । হে
 চক্ৰবর্ত্ত বানরশ্রেষ্ঠ সকল ! তোমরা পর্ত্ততাগ্রে আগীন হইয়া, আমা-
 দেয় দুই জনের যুদ্ধ সুখে দর্শন কর । অদ্য শিক্র, চারণ, গন্ধর্ব্ব
 ও পল্লবগসহিত তিন লোক যুদ্ধে রাম আমার রায়ত্ব অবলোকন
 করুক । অদ্য আমি এগন কার্য্য করিব, যাবৎ পৃথিবী, তাবৎ
 দেবতা ও চরাচরের সহিত সমুদায় লোক তাহা কীৰ্ত্তন করিবে ।

রাম এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ পুরঃসর সমাহৃত হইয়া,
 তন্তুকাঞ্চনভূষিত শাণিত শরজালে যুদ্ধে দশগ্রীবকে প্রহার
 করিতে লাগিলেন । তখন মেঘ যেমন বারিধারা বর্ষণ করে,
 রাবণ তেমনি নারাচ ও মুষল সকল রামের উপর বর্ষণ করিতে
 প্ররম্ব হইলেন । তৎকালে তাঁহার পদস্পর্শকে আঘাত করিতে
 করিতে যে সকল উৎকৃষ্ট শর মোচন করিতে লাগিলেন, তাহা-

দের ভূমল শব্দ সমুখিত হইল। তাহাদের শর সকল বিচ্ছিন্ন ও
বিনীর্ণ হইয়া, অন্তরীক্ষ হইতে প্রাণলিত মুখে ধরাভালে পতিত
হইতে লাগিল। এবং তাহাদের সুবিপুল জ্যাভলনির্ঘোষ সর্ব-
ভূতের ভয় সমুৎপাদন পূর্বক অদ্ভুত দৃশ্য পরিগ্রহ করিল।

প্রাদীপ্তবনুষ্কারী মহাত্মা রামের শরজাল রুষ্টিতে সমাচ্ছন্ন
হইয়া, দশগুণী ভয়বশতঃ, অনিলাহত বলাহকের ন্যায়, পলায়ন-
পর হইলেন।

— (:) —

হাদিকশতত্তম সর্গ ।

শৌর্য্যশালী লক্ষ্মণ বলশালী দশানন কর্তৃক শক্তির আঘাতে
রূপিরাক্ত কলেবরে সমরে নিপাত্তিত হইয়াছেন, দর্শন করিয়া,
রাম এক্রূপে দুরাহ্মা রাবণকে শরজালবিসর্জিতপুঞ্জঃসর ভূমল
যুদ্ধ দান করত সুষেণকে কহিলেন, এই বীর লক্ষ্মণ রাবণের
বীর্য্যবলে ভূপতিত ও সর্পবৎ বিলুপ্ত হইয়া, আমার শোক
সমুদ্ভাতন করিতেছেন। ঠনি আমার প্রাণাপেক্ষা শ্রিয়ত্তর।
এই বীরকে শোণিতাক্ত দেখিয়া, আমার আত্মা একান্ত আকুল
হইয়া উঠিয়াছে। যুদ্ধ করি, আমার আর একরূপ ক্ষমতা কোথায়?
সমরশাঘী ঋভলক্ষ্মণ মদীয় জাত। এই লক্ষ্মণ যদি পঞ্চদ প্রাপ্ত
হন, তাহা হইলে, আমার প্রাণে ও সুখেই বা প্রয়োজন কি?
আহা, দুরাহ্মা রাবণ জাতাকে নিহত এবং সর্ব্মে গুরুতর আঘাত
করিয়াছে। তজ্জনা ঠনি দুঃখার্ত হইয়া, বিকৃত স্বরে শব্দ
করিতেছেন, দেখিয়া, আমার বীর্য্য সংকুচিত, হস্ত হইতে ধনু
ভ্রষ্ট, শর সকল অবসন্ন, দৃষ্টি বাস্পে আচ্ছন্ন, অগ্নদর্শী পুরুষের
ন্যায় সর্বাঙ্গ অবসাদভাবাপন্ন, চিন্তা বর্জিত ও মুমূর্ষু দশা উপ-
নীত হইতেছে।

লক্ষ্মণ রাবণ কর্তৃক নিহত হইয়া, এইরূপে রণপাংশুতে বিলু-

ঠিত হইতেছেন, দেখিয়া, রামের ইচ্ছিয় সকল ব্যাকুল ও
 নিরতিশয় বিষাদ উপস্থিত হইল। তিনি এই বলিয়া বিলাপ
 করিতে লাগিলেন, হে শূর! অদ্য যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও,
 আমার কিছুমাত্র প্রীতি সমুৎপন্ন হইতেছে না। চন্দ্র অদৃশ্য
 হইলে, আর কি প্রীতি বিধান করিবেন! লক্ষ্মণ যখন নিহত
 হইয়া, সংগ্রামশিরে শয়ন করিয়াছেন, তখন আর যুদ্ধ করিয়া
 কি হইবে? বাঁচিয়া থাকিয়াই বা ফল কি? যুদ্ধকার্য্যই বা
 কি আছে? আমি বনে আসিলে, এই মহাত্ম্যান্তি আমার অনু-
 গামী হয়েন। অতএব আমিও এক্ষণে ইহার সঙ্গে যমভবনে
 গমন করিব। ইনি আমার নিত্য অভিষ্ট বন্ধুজন এবং নিত্য
 আমার অনুব্রত। কুটুম্বোদী রাজসেনা ইহার ঈদৃশী শোচ-
 নীয় দশা বিধান করিল। দেশে দেশে ক্রী এবং দেশে দেশে
 বাক্যব্রহ্মাণ্ড হওয়া যায়, কিন্তু এমন দেশ দেখি না, যে দেশে
 সহোদর ভ্রাতা পাওয়া যাইতে পারে। দুর্কিস লক্ষ্মণ বিনা
 আমার রাজ্যে লাভ কি? জননী সুমিত্রা স্বভাবতঃ পুত্রপ্রিয়া।
 আমি তাঁহাকে গিয়া কি বলিব! তিনি ভৎসনা করিলে,
 আমার তাহা সহ্য করিবার শক্তি হইবে না। জননী কৌশল্যা,
 কৈকেয়ী, মহাবল ভরত ও শত্রুগ্ন ইহাদিগকেই বা কি বলিব?
 আমি লক্ষ্মণের সহিত বনে গিয়াছিলাম; এক্ষণে তাঁহাকে
 ছাড়িয়া আসিলাম, ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অতএব
 এই স্থানেই আমার মৃত্যু হওয়া ভাল; বন্ধুবর্গহীন কোন
 মতেই প্রাণস্তু কল্প নহে। আমি পূর্বে জন্মে কোনরূপ দুষ্কৃত
 অনুষ্ঠান করিয়াছিলাম, সেই পাপে ইহা জন্মে ধার্মিক ভ্রাতা
 আমার সম্মুখে শত্রুহস্তে নিহত হইলেন। হা ভ্রাতঃ! হা
 মনুজশ্রেষ্ঠ! হা শূরাগুণগণ্য! হা প্রভো! আমাকে একাকী
 ফেলিয়া পরলোকে গমন করিতেছ। আমি বারম্বার বিলাপ
 করিতেছি, তথাপি আমাকে কি জন্য সন্তোষণ করিতেছ না;
 উঠিয়া দেখ, কি জন্য শুইয়া আছ? আমি ব্যাকুল হইয়া

পড়িয়াছি ; আমি পর্কতে ও কানন মধ্যে শৌকার্ত্ত, প্রায়শ্চ ও
বিষন্ন হইলে, তুমি আমায় আশ্বাস প্রদান করিতে ।

রাম শোকে ব্যাকুলেশিয় হইয়া, এই প্রকার বলিতে আরম্ভ
করিলে, সুমেঘ তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান করিয়া, উৎকৃষ্ট বাক্য
কহিলেন, হে নরশার্দূল ! আপনি ঈদৃশী বৈকল্যবকারিণী বুদ্ধি
ত্যাগ করুন । লক্ষ্মীবন্ধন লক্ষণ কখনই পঞ্চদ্র প্রাপ্ত হইয়েন নাই ।
ইহাঁর মুখ বিকৃত, নিষ্প্রভ ও শ্যামবর্ণ হয় নাই । প্রভাত, উহা
সুপ্রভ ও প্রসন্ন রহিয়াছে, দেখুন, ইহাঁর পাণিতলও পদ্মপত্রের
ন্যায় রক্তবর্ণ এবং লোচনযুগলও প্রসন্ন রহিয়াছে । হে বিশা-
ম্পত্তে ! মরিলে, কখনো ঈদৃশ রূপ লক্ষিত হয় না । বীর !
আপনি বিষন্ন হইবেন না । অরিন্দম ! লক্ষণ জীবিত আছেন ।
ইনি অস্ত্র দেহে ভূমিতলে প্রসুপ্ত হইয়াছেন, বটে, কিন্তু ইহাঁর
হৃদয় বারংবার কম্পমান হইয়া, ইহাই প্রকাশ করিতেছে যে,
ইনি জীবিত আছেন ।

মহাপ্রাজ্ঞ সুমেঘ তাঁহাকে এই প্রকার কহিয়া, সমীপস্থ মহা-
কপিশ্বিনুমানকে কহিলেন, নোম্য ! পূর্বে জাম্ববান্ ভোগাকে
যাহার কণা বলিয়াছিলেন, তুমি এখান হইতে সহর সেই মহো-
দয় পর্কতে গমন করিয়া, তাহার দক্ষিণ শিখরে সমুদ্রভূত
মহৌষধি আনয়ন কর । তে বীর ! বীৰ্য্যশালী লক্ষণের প্রাণ দান
জন্য তুমি তথা হইতে বিশল্যকরণী, সাবর্ণ্যকরণী, সংজীবকরণী
ও গন্ধমৌনামক মহৌষধি আনয়ন কর । শ্রীমান্ হনুমান এই
প্রকার উদ্ভিহিত হইয়া, ত্রিমুখপর্কতে গমন করিয়া, উল্লিখিত
মহৌষধি সকল জানিতে না পারিয়া, চিন্তাযুক্ত হইলেন । অন-
ন্তর অনীমতে তদ্বন্দ্বী মারুতি সংকল্প করিলেন, পর্কতের এই
শিখর লইয়া গমন করিব । সুমেঘ যেরূপ বলিয়াছেন, তাহাতে
অনুমাণে বোধ হইতেছে, এই শিখরেই উল্লিখিত সুখানহ ঔষধি
জন্মিয়া গায়ে । আমি যদি বিশল্যকরণী না লইয়া যাই, তাহা
হইলে, অনর্থক কালক্ষেপণশতঃ দোষ ও আমার অজ্ঞতা প্রভৃতি

প্রকাশিত হইবেক । মহাবল হনুমান্ এই প্রকার চিন্তানন্তর
 ক্ষতপদে গমন ও পর্ষত আগমন পূর্বক ভাহার বিবিধ কুসুমিত
 পাদপূর্ণ তটদেশ তিনবার বিশেষরূপে কম্পিত করিলেন ।
 পরে উৎপাটন ও গ্রহণ পূর্বক দুই হস্তে তুলিয়া ধরিয়া, নভস্তল
 হইতে জলপূর্ণ নীল জীমূতের ন্যায়, পর্ষত হইতে উৎপত্তিত
 হইলেন । এবং স্বস্থানে সমাগত হইয়া, সেই গিরিশেখর ন্যস্ত
 করত কিঞ্চিৎ বিজ্ঞামান্তে সুষেণকে কহিলেন, হে হরিপুঙ্গব !
 আমি সেই ঔষধি চিনিতে পারি নাই । সেই জন্যই পর্ষতের
 সমস্ত শেখর আহরণ করিয়াছি ।

হনুমান এই কথা কহিলে, বানরশ্রেষ্ঠ সুষেণ ভাঁহার প্রার্থনা
 করিয়া, স্বয়ং ঔষধি উৎপাটন পূর্বক গ্রহণ করিলেন । তৎকালে
 বানরযুধপতিগণ হনুমানের এই দেবদুষ্কর কার্য্য দর্শন করিয়া,
 সকলেই বিস্মিত হইল । অনন্তর মহাদ্বাতি বানরোত্তম সুষেণ
 উল্লিখিত মহৌষধি সংক্ষেপিত করিয়া, লক্ষ্মণের নাসিকায়
 ধারণ করিলেন । পরবীরহস্তা যশসা লক্ষ্মণ উহা সমাজ্ঞাণ করিয়া
 বিশলা ও বিগতরোগ হইয়া, তৎক্ষণাৎ মণ্ডিত হইতে উখিত
 হইলেন । ভাঁহাকে উঠিতে দেখিয়া, বানরেরা নিতান্ত হীত
 হইয়া, সাধু সাধু বলিয়া, ভাঁহার প্রতিপূজা করিল ।

পরবীরনিহস্তা রাম বাস্পপর্য্যাকুল লোচনে বারংবার, আইস,
 বলিয়া, ভাঁহাকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিলেন । এবং আলিঙ্গন
 করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বীর ! ভাগ্যক্রমেই তোমাকে পুন-
 র্জীবিত দেখিলাম । তুমি পঞ্চই পাইলে, আমার প্রাণে মীতায়
 ও জয়ে কি প্রয়োজন ?

মহাত্মা রাম এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে, লক্ষ্মণ
 ভাঁহার এবংবিধ শিথিল বাক্যে খিন্ন হইয়া, কহিলেন, হে সত্য-
 পরাক্রম ! পূর্বে তাদৃশী প্রতিজ্ঞা করিয়া, এক্ষণে সত্বীন
 গৌরবহীন কোম ব্যক্তির ন্যায়, এ প্রকার বলা আপনার উচিত
 হয় না । সত্যবাদী পুরুষগণ কখনো আপনার প্রতিজ্ঞা বাধ

করেন না । প্রতিজ্ঞা পালনই মহত্বের লক্ষণ । হে অনর্থ ! আমার জন্য আপনার নৈরাশ্য অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত নহে । অদ্য রাবণকে বধ করিয়া, প্রতিজ্ঞা পালন করুন । গর্জ্জনশীল তীক্ষ্ণদংষ্ট্র সিংহের করগত হস্তীর ন্যায়, আপনার বাণবশীভূত শত্রু প্রাণ লইয়া, ফিরিয়া যাইতে পারে না । আগি শীঘ্রই এই দুরাত্মা রাবণের বধ বাঞ্ছা করি । এমন কি দিবাकर, কৰ্ত্তব্য কার্য সমাপন করিয়া, অস্ত না যাইতেই ইহাকে বধ করুন । যদি ক্রুতান্তের ন্যায়, যুদ্ধে রাবণকে বধ, নিজপ্রতিজ্ঞাপালন ও রাজনন্দিনী জানকীলাভে ইচ্ছা থাকে, হে বীর ! অদ্যই সঙ্গত আমার বাক্য রক্ষা করুন ।

— —

ত্ৰাদিকশততম সর্গ ।

লক্ষ্মণের এই কথা শুনিয়া, পরবীরস্ব বীৰ্য্যবান্ধু-রাম ধনুর্ধার পূৰ্ণক রাবণের উদ্দেশে ঘোরতর শরনিকর গজ্জান ও বিগজ্জন করিলেন । অনন্তর রাক্ষসপতি দশকঙ্কর অন্য রথে আরোহণ পূৰ্ণক, রাহু সূর্য্যের ন্যায়, রামের অতিমুখে দাবমান হইলেন । এবং রথে থাকিয়া, মেঘ যেমন ধারাपाতে মহাশৈলকে, তেমনি বজ্রোপম শরসমূহে তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিলেন । তখন রামও সমাহিত হইয়া, প্রাঙ্কলিত পাবকপ্রতিগ কাঞ্চনভূষিত শরজাল রাবণের উপর বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । ঐ সময়ে গজ্জর্জর ও কিল্লরগণ বলিতে লাগিল, রাম ভূমে থাকিয়া, রথস্থ রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতেছেন, ইহা কোন মতেই শ্রুত নহে ।

দেবরাজ শ্রীমান্ ইন্দ্র তাহাদের এই বাক্যামৃত শ্রবণে মাতলিকে আস্থান করিয়া, কহিলেন, তুমি আমার রথ লইয়া শীঘ্র ভূপৃষ্ঠে রঘুসম রামের নিকট যাও এবং ইহাতে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া দেবগণের মহোপকার সাধন কর ।

দেবসারথি মাতুলি এই প্রকার অভিহিত হইয়া, দেব-
রাজকে শির প্রাণাম পূর্বক কহিলেন, দেবেন্দ্র ! আমি শীঘ্র
গমন ও রামের সারথ্য করিব । অনন্তর তিনি হরিতবর্ণ হস্ত-
সমূহে দেবরাজের সান্দনোত্তম সংযোজিত করিলেন । ঐ রথ-
বর কাঞ্চনচিজিতকলেবর, কিঙ্কণীশতভূষিত, তরুণাদিত্যসন্নিভ,
বৈদূর্য্যময়কুবরসমাস্থিত, স্বর্ণাভরণভূষিত শ্বেত চামরবিশিষ্ট হেম-
জালমণ্ডিত সূর্য্যসমদ্যাত সুশীকিত অশ্বসমূহে সংযুক্ত, স্বর্ণময়
বেণুধ্বজসম্পন্ন এবং পরম শ্রী বিরাজিত । মাতুলি দেবরাজের
আদেশে ঈদৃশ রথে আরোহণ ও স্বর্ণ হইতে মৰ্ত্ত্যলোকে অব-
তরণ করিয়া, রামের অভিবৰ্ত্তন করিলেন । এবং রথে থকিয়া,
প্রত্যোদহস্তে ক্রুতাজলিথুটে তাঁহাকে কহিলেন, অয়ি শ্রীগান্ধার্য-
নিবর্হণ মহাগহ্ব কাকুৎস্থ ! দেবরাজ আপনার বিজয়কামনায়
আপনাকে এই রথ প্রদান করিয়াছেন । আর, তিনি নিজের
এই সুরহং ধনু, অগ্নিবর্ণ কবচ, আদিত্যসন্নিভ শরসমূহ এবং
বিমলাশিত শক্তিও পাঠাইয়া দিয়াছেন । বীর ! আপনি
আমার সারথ্যে এই রথে আরোহণ করিয়া, মহেন্দ্র যেমন দানব-
দিগকে, তেমনি রাবণকে বিনাশ করুন । মাতুলি এই প্রকার
কহিলে, রাম স্বীয় শ্রীতে সকল লোক বিরাজমান করিয়া, রথ
প্রদক্ষিণ ও তাঁহাকে অভিবাদন পূর্বক উহাতে আরোহণ করি-
লেন । তখন মহাবাহু রাম ও রাবণের সেই রোমহর্ষণ অভুত
দৈরথযুদ্ধ নিতান্ত প্রতিভাত হইয়া উঠিল । পরমাজ্জবিৎ রাম
গাঙ্কর্য্যাজ্ঞ দ্বারা রাবণের গাঙ্কর্য্যাজ্ঞ এবং দৈব দ্বারা দৈবাজ্ঞ
প্রতিহত করিলেন । তখন রাক্ষসরাজ পরম ক্ষুব্ধ হইয়া, পুন-
রায় রাক্ষস অস্ত্র বিসর্জ্জন করিলেন । কাঞ্চনভূষিত ঐ সকল শর
তদীয় শরাসন হইতে মুক্ত ও মহাবিষ সর্প হইয়া, রামের
অভিবৰ্ত্তন করিল, তাহাদের বদন ব্যাদিত ও প্রদীপ্ত ;
তাহা হইতে প্রস্থলিত অগ্নি বিনিঃসৃত হইতেছে । তাহাদিগকে
দেখিলে, ভয় সঞ্চার হইয়া থাকে । বায়ুকিসমল্লপ ও দীপ্তি-

মান্ ভোগবিশিষ্টে উল্লিখিত মহাবিশ্ব সপর্গণে দিক্ বিদিক্ সমুদায় সমারুত হইল। রাম তাহাদিগকে আপনার দিকে আসিতে দেখিয়া, ভয়াবহ ঘোর গারুড় অস্ত্র প্রাচুর্ভূত করিলেন। তখন তাহার ধনুষ্মত্ৰ শিখিখাত রুক্ষপুঙ্খ শর সকল সপর্শক্ৰ গরুড় হইয়া, ইত্যন্ততঃ বিচরণ কবিত্তে লাগিল। অনন্তর রামের সেই কামরূপ গরুড়রূপ বিশিষ্ট সমস্ত রাবণের ঐ সপর্শরূপ মহাবৈগ শর সকল সংহার করিল।

অস্ত্র প্রাতিহত হইলে, রাবণ ক্রুদ্ধ হইয়া, ভয়ঙ্কর শর বর্ষণ পুনঃসর রামকে অভিগৃষ্ট করিলেন। অনন্তর শরসহস্রে অক্লিষ্ট-কর্মা রামকে অদ্বিত করিয়া পুনরায় শরসমূহে মাতলিকে বিদ্ধ করিলেন। পরে এক বাণে ইন্দ্রের কাঞ্চনকেতুরথ চইতে রথোপস্থে পাতিত করিয়া, পুনরায় শরসমূহ সহস্রে ইন্দ্রের অশ্বদিগকে অভিহত করিলেন। তৎকালে রামকে আর্তি দেখিয়া দেব, গন্ধর্ব্ব, চারণ, দানব, দিক্, পরশর্ষি, বিভীষণসহিত বানরেক্ষগণ সকলেই ব্যথিত ও বিষাদিত হইলেন। ফলতঃ, রামচন্দ্রকে রাবণরাজ প্রাণ করিয়াছে, দেখিয়া প্রাজাগণের অহিতকর বৃধ প্রাজাপতিদৈবত নক্ষত্ররূপ শশিপ্রিয়া রোহিণীকে আক্রমণ করিয়া "রহিল। উর্ষি সকল ধূমপানিরত হওয়াতে, সাগর যেন প্রাজলিত হইয়া, ক্রোধভরে দিবাকরকে স্পর্শ করত যেন উৎপত্তিত হইল। ভাস্করের বর্ণ শঙ্করুক্ষ, মূর্ত্তি অতীব পরুষভাবাপন্ন ও রশ্মি মন্দ হইয়া উঠিল। এবং তদীয় অঙ্কে কবন্ধ ও তাহার সহিত ধূমকেতুযোগ সংঘটিত হইল। কোশলগণের জন্মনক্ষত্র ইন্দ্রাভিদৈবত বিশাখকে আহত করিয়া অদারক অশ্বরবিভাগে বিরাজমান হইল।

তৎকালে দশমুখ, দশগ্রীবা ও বিদশবাহুবিশিষ্ট রাবণ শরাসন পরিগ্রহ পূর্ব্বক, মৈনাক পর্ব্বতের ন্যায়, দৃশ্যমান হইতে লাগিলেন। তৎকর্ত্তক নিরসামান হইয়া, রণস্থলে শরসঞ্জন করিতে রামের আর ক্ষমতা রহিল না। তিনি কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া,

সংরক্ত লোচনে ক্ষুণ্ণবস্ত্রধর পুংসক পরে রাক্ষসদিগকে নিতান্ত দক্ষ করত মহাক্রোধাশ্বিত হইলেন । তৎকালে তাঁহার বদন-মণ্ডল সন্দর্শন করিয়া সন্দভূত বিত্রাসিত, মেদিনী প্রকম্পিত, সিংহশাব্দসম্পন্ন পর্দিত পাদপ সহিত বিচলিত ও সরিৎপতি সমুদ্র অতীব ক্ষুভিত হইয়া উঠিল । এবং পরামর্শনিম্নে ত্রৈলোক্য-তিক মেঘ সকল খবনিঘে যে গর্জন করিতে করিতে, বনস্তম্ভ পারক্রমণ করিতে লাগিল ।

এতরূপে রামকে অতিমাত্র ক্রোধসম্পন্ন ও দারুণ উৎপাত সকল সন্দর্শন করিয়া, ভূতমাত্রেরই মহাভীত ও রাবণেরও শঙ্কা উপস্থিত হইল । অনন্তর উভয়ে বিবিধ প্রহরণসহায়ে যুদ্ধে প্রারম্ভ হইলে, দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব, মহোরগ, ঋশি, দৈত্য, গরুড়ানু ও অন্যান্য অচরগণ সকলে বিমান আনোহণে তাঁহাদের সেই প্রায়কল্প যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন । তৎকালে সুর ও অসুরগণ পরস্পর বিরুদ্ধপক্ষ অবস্থান পুংসক, সেই মহাযুদ্ধ দর্শন করত ভক্তি ও হর্ষসহকারে বাক্যপ্রয়োগে প্রারম্ভ হইলেন । অসুরগণ সমবস্থানপূর্ব্বক রাবণকে কহিল, তোমার জয় হউক এবং দেবতার। রামকে উদ্দেশ্য করিয়া, বারংবার তাঁহার জয় হউক, বলিতে আরম্ভ করিলেন ।

এই অবসরে দুরাশা রাবণ জাতক্রেধ হইয়া রামকে মহাপ্রহরণ প্রহার করিতে কৃতসংকল্প হইলেন এবং রোবে যেন প্রজ্বলিত হইয়া, শূল গ্রহণ করিলেন । ঐ শূল বজ্রমার, মহানাদ, সঙ্গ-শত্রুনিবহণ, শৈলশৃঙ্গসদৃশ কূটপরম্পরায় মন ও নয়নের ভয়াবহ, তীক্ষ্ণাবিশিষ্ট, যেন ধূমের সহিত বর্জমান, যুগান্তাশ্রয়-সদৃশ, অতিমাত্র রৌদ্রভাবাপন্ন, কালেরও দুরানন্দ ও অনাসাদ্য এবং ভূতমাত্রেরই ত্রাসজনক ও ভেদকারক । বীণ্যবান্ দশানন অনেকানীকসংখ্য সমরশূর রাক্ষসগণে পরিবারিত ও পরম ক্রুদ্ধ হইয়া ঐ শূল গ্রহণ ও সমুদাত করিয়া, স্মিয় সৈন্যদিগকে অতি-মাত্র হর্ষিত করত সংরক্তনয়নে তৈরব রবে গর্জন করিতে

আরম্ভ করিলেন । অতিকায় দুৰাস্ত্রা রাবণের সেই দারুণ শব্দে দিক, বিদিক, পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ অতিমাত্র কম্পিত হইয়া উঠিল । এবং ভূতমাত্রেই শঙ্কিত ও সাগর সকল ক্ষুব্ধতাপন্ন হইল । মহাবীর্য্য রাবণ সেই মহৎ শূল গ্রহণ করিয়া, অতীব গভীর গর্জন বিসর্জন পূর্ব্বক রামকে পরুষ বাক্যে কহিলেন, রাম ! আমি এই বজ্রনারময় শূল রোষভরে তোরা উদ্দেশে উদ্যত করিলাম । ইহা লক্ষণের সহিত তোমার প্রাণ হরণ করিবে । রে রণশ্লাঘিন্ ! যে সকল শূর রাক্ষস চন্মুখে নিহত হইয়াছে, তোকে নিহত করিয়া, তাহাদের শোক নিবারণ করিব । রাম ! এক্ষণে দাঁড়া, এই আমি শূল প্রহারে তোরে নিহত করিতেছি । এই বলিয়াই তিনি শূল নিক্ষেপ করিলেন । অষ্টঘণ্টাবিশিষ্ট বিদ্যাম্মালাসমাকুল এই শূল তদীয় করমুক্ত ও আকাশগত হইয়া বিরাজমান হইল । রাম সেই প্রাঙ্কলিত ঘোরদর্শন শূল দন্দর্শন পূর্ব্বক ধনু আকষণ করিয়া, শর-জ্বাল মোচন করিলেন । এবং দেবরাজ যেমন জলরাশি বর্ষণ পূর্ব্বক উৎপতমান প্রাণ্যায়ি নিবারণ করেন, তিনিও তেমনি বাণ-পরম্পরাপ্রায়োগপুরঃসর উহার নিবারণে উদ্যত হইলেন । কিন্তু প্রাঙ্কলিত পাবক যেমন পতঙ্গদিগকে, এই মহাশূল তেমনি রাম-কার্ম্মুকিংস্থত তৎসমস্ত শরকে নিঃশেষে দহন করিয়া ফেলিল । এই সকল শর অন্তরীক্ষে শূল সংস্পর্শে চূর্ণিত ও ভস্ম-সাৎ হইতে দেখিয়া, রাম জ্ঞাতক্রোধ হইলেন । এবং অতিমাত্র রোষভরে মাতলিকর্তৃক আনীত বাসবসম্মত শক্তি গ্রহণ করিলেন । ঘণ্টাকৃতস্বনা এই শক্তি বলবান্ রাম কর্তৃক উত্তোলিত হইয়া, যুগান্তকালীন প্রভাশালিনী উজ্জ্বল ন্যায়, নভোমণ্ডল প্রাঙ্কলিত করিল । এবং ক্ষিপ্তমাত্র রাবণের শূলে পতিত হইল । অনন্তর শক্তির আঘাতে এই মহাশূল ভগ্ন ও নিস্প্রভ হইয়া, পরা-তল আশ্রয় করিল । তখন রাম মহাবেগবিশিষ্ট শব্দায়মান অজিহ্বা শরসমূহে রাবণের মনোজ্ঞব অঙ্গদিগকে নিহত করিয়া,

পুনরায় পরমায়ত্ত্ব হইয়া, নিশিত বাণজালে তাঁহার উরস্তল ও তিন শরে তাঁহার ললাট বিদ্ধ করিলেন । মর্দশরীর শরবিদ্ধ ও রুদ্ধিরস্রোত প্রবাহিত হওয়াতে, রাক্ষসরাজ দশগ্রীব প্রফুল্ল অশোকবৎ শোভমান হইলেন । এবং যুগপৎ অতিমাত্র খিন্ন ও ক্রোধের বশতাপন্ন হইলেন ।

চতুরদিকশততম অধ্যায় ।

সমরস্লাঘী রাবণ রামের ঐ প্রকারে নিরতি অর্দ্রিত হইয়া, মহাক্রোধ সমুপাগত হইলেন । অমর্ষবশে তাঁহার লোচনযুগল প্রাঙ্কলিত হইয়া উঠিল । তিনি শরাসন সমুদাত্ত করিয়া, নিরতি ক্রোধে রামের অভিধাবন করিলেন । মেঘ যেমন আকাশ হইতে ধারাপাতসহায়ে তড়াগ পূরণ করে, তিনি তেমনি শর-সহস্রে রামকে আচ্ছন্ন করিলেন । কিন্তু রাম রাবণের শরাসনমুক্ত শরজালে পরিপূর্ণ হইয়া, অপ্রাকম্প্য মহাগিরির ন্যায়, বিচলিত হইলেন না । প্রত্যুতঃ তিনি সমরে অবস্থান পূর্বক শরজাল বিস্তার করিয়া, সূর্য্যোর গভস্তির ন্যায়, রাবণের শর সকল নিবারণ করত প্রতিগ্রহ করিলেন ।

অনন্তর নিশাচর রাবণ ত্রুড় হইয়া, ক্ষিপ্ৰহস্তে মহাস্রা রামের উরস্তলে শরসহস্রের আঘাত করিলেন । তাহাতে রাম শোণিতে সমাদিদ্ধ হইয়া, অরণ্যমধ্যে বিরাজমান কুসুমভূষিত সুবিশাল কিংশুক পাদপের ন্যায়, শোভমান হইলেন । অনন্তর পরম-তেজস্বী রাম শরপ্রহারে সান্তিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া, যুগান্ত-কালীন ভাস্করসমত্যাতি গায়ক সকল গ্রহণ করিলেন । তদনন্তর তাঁহার উভয়ে পরস্পরের প্রতি জাতক্রোধ হইয়া, রণস্থলে শরাক্ষকারের প্রাচুর্ভাববশতঃ পরস্পরের অদৃশ্য হইয়া পড়িলেন ।

পরে দশরথনন্দন রাম ক্রোধসমাবিষ্ট হইয়া, মহামা আস্যে
 পরুষ বাক্যে রাবণকে কহিলেন, রে নাক্ষত্রাদম! যেহেতু
 তুই অবিরেকবশতঃ জনস্থান হইতে আমার ভাৰ্য্যাকে বিবশ
 অবস্থায় হরণ করিয়াছন্, সেহেতু তুই শীঘ্রই আমার ক্রোধে
 বিনষ্ট হইবি । আমি ছাড়িয়া গেলে, তুই সেই মহাবনচারিণী
 জনকনন্দিনীকে ব্যাকুল অবস্থায় বলপূৰ্ব্বক হরণ করিয়া, আপ-
 নাকে শুব বলিয়া মনে করিয়াছন্ । অনাথে স্ত্রীলোকদিগের
 প্রতিই তুই শোণ্য প্রকাশ করিয়া থাকন্ । এবৎ পরদারহরণ-
 রূপ কাপুরুষকন্মের অনুষ্ঠান করিয়া, আপনাকে তোর শুব
 বলিয়া মনে হয় । তের মন্যাদাকান নাই, লজ্জা নাই, এবৎ
 সজ্জারত্নেরও বোধ নাই । দণ্ডবশতঃ মুতামুখে পতিত হইয়াও,
 আপনাকে শুব বলিয়া তের জ্ঞান হইতেছে । নাক্ষত্র কুবেরের
 জাত, শৌৰ্য্যশালী ও নৈন্যগণে পরিগৃহ্য হইয়া, তুই পরমমশ-
 ক্ষর স্লামণীয় মহৎ কার্য্যেরই অনুষ্ঠান করিয়াছন্ । তুই অতি-
 গন্ধে অভিভূত হইয়া, ঐকপে যে গহিত ও অচিহ্ন কাৰ্য্যের অনু-
 ষ্ঠান করিয়াছন্, অন্য তাহার সমতৎ ফলপ্রাপ্ত হইবে তুমিতে ।
 আপনাকে শুব বলিয়া, তের জ্ঞান আছে । কিন্তু চোবের
 ন্যায়, মীতাকে হরণ করিয়া, তোর লজ্জা হইতেছে না । যদি
 মীতাকে আমার নারিন্দো বলপূৰ্ব্বক দখল করিত্তিন্, তাহা
 হইলে, আমার নায়কে নিহত হইয়া, তাকে জাতা স্বরের গহিত
 নাক্ষত্র করিতে হইত । বে তবাক্ ! অদ্য ভাগ্যবশেই
 আমার দৃষ্টাবসয়ে পতিত হইয়াছন্ । অদ্য সুতীক্ষ্ণ নায়ক
 সমূহের আঘাতে তাকে সমালয়ে ধোরণ করিব । অদ্য তোর
 প্রাণিতকুণ্ডলগণিত মন্তক আমার শরসমূহে ছিন্ন হইয়া, রণ-
 পাণ্ডিতে বিকীর্ণ হইলে, কব্যাঙ্গণ তাহা আকর্ষণ করিবে ।
 রে দর্শনন ! তুই প্রাণবীপুষ্টে পতিত হইলে গৃধ্রগণ তোর
 বক্ষস্থলে পাড়িয়া, তুমাবশতঃ শরণ্যলোর চিত্রমুখে সমুখিত
 কুধির পান করিবে । অদ্য আমার শরণসম্পন্ন হইয় ছিন্ন ভিন্ন ও

গতাস্থ হইয়া, পতিত হইলে, গরুড় মর্পের ন্যায়, পতঙ্গগণ ভোর
অস্ত্রসমূহ কর্ষণ করিবে ।

শত্রুনিবর্হণ বীর রাম এই কথা বলিতে বলিতে সমীপস্থিত
রাক্ষসপতিকে শরশ্রুতিতে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন । তৎকালে
শক্রাদলিন্দু রামচন্দ্রের বল, বীৰ্য্য, ঐশ্বর্য ও অস্ত্রবল দ্বিগুণ হইয়া
উঠিল । সমুদায় দেবতাই তাঁহার সান্নিধ্যে প্রাভূত হইলেন ।
তদ্বর্ণনে নিরতিহর্ষবশতঃ তিনি অতিমাত্র লম্বু হইলেন এবং
এই সকল আশ্রয় শুভচিহ্ন দর্শনে পুনরায় রাবণকে অদ্ভিত
করিতে লাগিলেন । বানরগণের পামাণসমূহ ও রামের শরবর্ষণ,
এই উভয়ে হন্যমান হইয়া, রাবণের হৃদয় ঘূর্ণিত হইয়া উঠিল ।
অনন্তর অস্ত্রবাস্ত্র একান্ত নিহ্নন হইলে, তিনি যখন শত্রুপ্রয়োগ,
মনুসাক্ষণ ও বীৰ্য্যপ্রকাশে অসমর্থ হইয়া পড়িলেন, তখন রাম আর
তাঁহার সংহারে যত্ন করিলেন না । কিন্তু তিনি ঐতিপূর্বে
ক্ষিপ্তাশ্রয়তা সংকালে যে সকল শর ও শস্ত্র নিক্ষেপ করিয়াছি-
লেন, তৎসমস্ত রাবণের মৃত্যুসাধনে প্রাবর্তিত হইল । তদীয়
রপনেতা মরণি তাঁহাকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া অসম্ভ্রান্ত
হৃদয়ে তাঁহার রথ রণস্থল হইতে দীরে দীরে অপবাহিত করিল ।
এইরূপে সারথি রাজা দশাননকে নিরস্ত্রবীৰ্য্য ও পতিত নিরী-
ক্ষণ করিয়া, অগদনিশ্বন ভীষণ রণ মনেগে অপবাহিত ও সন্ডয়ে
রণস্থল হইলে বিনির্গমন করিল ।

— ০:০ —

পঞ্চাদিকশততম সর্গ ।

অনন্তর গোহের অবমান হইলে, রাজা রাবণ অজ্ঞানপ্রবৃত্ত
নিতান্ত ক্রুদ্ধ ও কালবলধোরিত হইয়া, রোষাক্রণ লোচনে সান-
থিকে করিলেন, রে দুৰ্দমুদ্র ! তুই আমাকে বীৰ্য্যহীন, শক্তি-
হীন, পৌরুষহীন, সাহসহীন, গৌরবহীন, সম্মানহীন, ভোজ্যহীন,
মায়াহীন ও অজ্ঞহীনের ন্যায়, জ্ঞান করত অবজ্ঞা করিয়া,

নিজের বুদ্ধিতে কার্য্য করিতেছি। তুই কি জন্য আমার অবজ্ঞা করিয়া ও আমার অভিধায় না জানিয়া, শত্রুর সমক্ষে আমার রথ অপবাহিত করিলি! রে অনাথ্য! তুই আজ আমার বহুকালের উপাধ্বিত যশ, তেজ, বীর্য্য ও প্রত্যায় বিনাশ করিলি? যাহাকে পিক্স দ্বারা সঙ্কষ্ট করিতে হয়, তাদৃশ প্রাণাতবীর্য্য শত্রুর সমক্ষে যুদ্ধলুপ্ত আমাকে তুই কাপুরুষ করিলি? রে দুঃখভে! যেহেতু তুই মোহনশক্তি কোন প্রকারেই আমার রথ শত্রুর সম্মুখে লইয়া যাইতেছিস না, সেহেতু আমার মতাই প্রতীতি হইতেছে যে, শত্রু কর্তৃক তুই উপজ্ঞত হইয়াছিস। তুই এই যে কার্য্য করিলি, হিতৈষী স্তম্ভদেরা এরূপ করেন না। এই কার্য্য শত্রুরই উপযুক্ত। যদি চিরকাল আমার অশ্রু ও আশ্রয়ে পালিত হইয়া থাকিস, এবং যদি তোর আমার রক্ত উপকার স্মরণ থাকে, তাহা হইলে, শত্রু উপস্থিত না হইতেই, শীঘ্র রণ ফিরাইয়া লইয়া চল।

বুদ্ধিহীন রাবণ এই প্রকার পরম বাক্য প্রয়োগ করিলে, তিত্ত-বুদ্ধি সারথি সানুন্নয় ও তিত্ত বাক্যে কহিল, আমি ভীত বা মোহিত, কিংবা শত্রু কর্তৃক উপজ্ঞপ্ত, অথবা প্রমাদগ্রস্ত, কিংবা স্নেহবজ্জিত অথবা আপনার রক্ত উপকার সকল বিস্মৃত হই নাই। আপনার জীবন রক্ষা হইলে, আমার ও আপনার উভয়েরই যশ রক্ষা পাইবে। এই নিমিত্ত তিত্তকামনাবশত হইয়া, আমি স্নেহপ্রসন্ন হৃদয়ে, তিত্ত হইবে ভাবিয়াই, আপনার এই অশ্রিয় করিয়াছি। অতএব মহারাজ! প্রিয়চিত্তনিরত আমাকে নিতান্ত নীচ ও অবিশ্বাস্যকারী ন্যায়, এনিময়ে দোষী করিবেন না। সমুদ্রসলিল যেমন নদীবেগে নিবারিত করে, যে কারণে আমি তেমনি আপনার রথ নিবর্তিত করিয়াছি, তাহার উত্তর দিতেছি, শ্রবণ করুন। আপনি গুরুতর যুদ্ধ করিয়া, শ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন, জানিতে পারিলাম। শত্রু অপেক্ষাও আপনার উৎকর্ষ ও বীর্য্যকার্য্যও সৌমুখ্য নাই,

বুঝিতে পারিলাম। সংগ্রাম অনবরত রথবহন করিয়া, অশ্ব সকলও বর্ষহত গোয়ূথের ন্যায় খিন্ন, দীনভাবাপন্ন ও নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে, দেখিলাম। অতদ্বিষ্ম, যে ভূরি ভূরি নির্মিত প্রাচুর্য্ভূত হইতোছিল, তৎসমস্তও আমাদের অপ্রাণিকূল, লক্ষ্য করিলাম। দেশকাল, শুভাশুভ নির্মিত, মুখ্যপ্রাণাদ ও বৈবর্ণ্যাদি নিবিদ্য চেষ্টা, অনুৎসাহ, হর্ব, খেদ, রথীর বলাবল, সম বিষম ও নিম্ন স্থল ইত্যাদি ভ্রাবরণ, যুদ্ধকাল, শত্রুপক্ষের চিত্র-দর্শন, উপযান, অপযান, স্থান, প্রাত্যাসপর্ণ ইত্যাদি সমস্ত বিষয় রথস্থ সারথির জ্ঞান কর্তব্য। আপনার বিশ্রাম-হেতু ও অশ্বগণের ভয়ানক শ্রান্তি বিনোদনজন্যই আমি উচিতবোধে এই কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি। নতুবা, হে বীর! আমি স্বেচ্ছাশ্রয় হইয়া, রথ অপবাহিত করি নাই। আমি এই যে কার্য্য করিয়াছি, ভক্ত স্নেহে ব্যাকুল হইয়াই করিয়াছি। হে অরিনিসূদন। এক্ষণে সাজা করুন, যাহা বলিবেন, আমি অনন্য চিত্তে তাহা সম্পাদন করিব।

রাবণ সারথির এই বাক্যে সঙ্কষ্ট ও যুদ্ধলুপ্ত হইয়া, তাহার বক্তৃতি প্রাশংসা-পূর্ব্বক কহিলেন, সূত! অধুনা শীঘ্র রামের অভি-মুখে রথ লইয়া চল। সমরে রিপুচত্যা না করিয়া, রাবণ প্রাত্যা-নুত্ত হইবে না। রাজা রাবণ এই কথা বলিয়া হর্বভরে সারথিকে এক উৎকৃষ্ট হস্তাভরণ প্রদান কহিলেন। সারথিও রাবণের আদেশে প্রতিনিরুত্ত ও তদীয় বাক্য প্রেরিত হইয়া, তৎক্ষণাৎ অশ্বদ্বয়কে চালনা করিল। তখন রাবণের মহারথ ক্ষণমধ্যেই সংগ্রামে রামের অভিমুখে সমাগত হইল।

— :: —

ষড়্বিক শততম সর্গ

রাম সমরে পরিশ্রান্তের ন্যায়, চিত্তাক্রান্ত হইয়া অবস্থিত আছেন এবং রাবণ যুদ্ধের জন্য উপস্থিত ও সম্মুখীন হইয়াছেন, দর্শন

করিয়া ভগবান্ অগস্ত্য দেবগণেরসহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ দেখি-
বার জন্য অভ্যাগত হইলেন এবং উপাগত হইয়া রামকে কহি-
লেন, মহাবাহু বৎস রাম ! যাচার প্রভাবে সমরে সকল
শত্রু জয় করিলে, সেই সনাতন গুহ্য স্তোত্র শ্রবণ কর। ঐ
স্তোত্রের নাম আদিত্যহৃদয় । উহা পরম পবিত্র, সর্গশত্রু-
বিনাশন, জয়াবহ, নিক্তা, অক্ষয়, পরমমঙ্গলময়, যাবতীয়
মঙ্গলস্বরূপেবও মঙ্গলপ্রদ, সকল পাপ সকল চিন্তা ও সকল
শোকের হাশমন এবং আয়ু বৃদ্ধি করে । এই আদিত্যহৃদয়
সর্গদা জপ করিতে হইবে । যিনি পঞ্চ ইন্দ্রিয় সহায়ে নানা-
প্রকার জ্ঞানরূপ বশিষ্ঠালী, যিনি লোকদিগকে কার্য্য সকলে
প্রবর্তিত করেন, কি যাত্নিক, কি রাজস ও ভাগস, সকল বুদ্ধিস্থ
ব্যক্তিগণই যাহাকে সাক্ষিচৈতন্য ভাবে নিত্য উপাসনা করে ।
যিনি বিশিষ্টরূপ বস্তুবিশিষ্ট, যিনি জ্ঞান ও জ্যেয় এই উভয়ের
প্রকটন করেন এবং যিনি মূল্যাদি ব্রহ্মরক্ষু পর্য্যন্ত যোগাদির
ভূগ সকলের সমিষ্টতা, ভূগি সেই সূর্য্যকণী ব্রহ্মকে প্রজ্ঞা কত ।
ইনিই সর্গদেবময়, তেজস্বী ও বশিষ্ঠাবন । ইনিই গভস্তি দ্বারা
দেবাসুরগণ ও ঐশাদেব লোক সকল পালন করেন । ইনিই
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, ক্ষন্দ ও প্রজাপতি । ইনিই মহেশ্বর, মনদ,
কাল, যম, সোম ও বরুণ । ইনিই অষ্টবসু, নাদা ও পিতৃগণ । ইনিই
অশ্বিনীকুমার, মরুৎ ও মনু । ইনিই বায়ু, বহ্নি, হজা, প্রাণ, ঋতু-
কর্ত্তা ও প্রভাকর । ইনিই আদিত্য, সবিতা, সূর্য্য ঋগ, পূ । ও
গভস্তিমান্ । ইনিই সূর্য্যসদশ, ভানু, চিবণারোহী ও দিবাকর ।
ইনিই হবিদশ্ব, মহশ্রাঋ, মণ্ডসংশি ও মরীচিমান্ । ইনিই তিমিরো-
ন্মথন, শস্ত্র, ভট্টা, মার্কণ্ড ও অশ্বত্থমান । ইনিই ত্রিগণ্যর্ভ, অদি-
তির পুত্র, শস্ব ও শিশিনাশন । ইনিই ব্যোমনাথ ও তমো-
ভেদী এবং ঋগ্‌যজু ও নাসপারগ । ইনিই সকল কক্ষফলদানরূপ
বৃষ্টির তেজ, সাত্বিকগণের উপকর্ত্তা ও ভূগম পঞ্চভূগে ব্রহ্মনাডী-
মার্গে শীঘ্র গমন করেন । ইনি আত্মা ও বিরামালী, এবং

সকলের যুত্মা সম্পাদন, পিঙ্গলানাড়ীর প্রবর্তন পূরক কর্ম-
মার্গ প্রবর্তন ও সকলের সংহার করেন। ইনি সর্গজ্ঞ,
বিশ্বরূপ, মহাতেজঃস্বরূপ, সকলের রঞ্জক ও সর্বভবোদ্-
ভব। ইনি নক্ষত্র, গ্রহ ও তারাগণের অধিপতি, বিশ্বসংসারের
উদ্ভাবন ও তেজঃ পদার্থগণেরও তেজঃসম্পাদক। হে দ্বাদশা-
ঙ্কন! তোমাকে নমস্কার। পূর্ব পর্বতকে নমস্কার। পশ্চিম পর্ব-
তকে নমস্কার। হে সহস্রাংগু! তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।
তুমি জ্যোতির্গণের পতি ও দিনাধিপতি, তোমাকে নমস্কার।
তুমি জয়, জয়ভদ্র ও হর্ষাশ্ব, তোমাকে নমস্কার, নমস্কার। তুমি
জাদিতা, তোমাকে বারবার নমস্কার। তুমি উগ্র, তোমাকে
নমস্কার। তুমি বীর, তোমাকে নমস্কার। তুমি সারঙ্গ, তোমাকে
বারবার নমস্কার। তুমি হুংপদ্মের প্রবোধক, তোমাকে নম-
স্কার। তুমি প্রচণ্ড, তোমাকে নমস্কার। তুমি ব্রহ্ম, ঈশান
ও অচ্যুতের নিয়ন্তা। তুমি সূর্য ও আদিত্যবর্জা। তুমি ভাস্বান,
সর্বভক্ষ ও রৌদ্রবপু, তোমাকে নমস্কার। তুমি তমোহ্র, তিম্র
শক্র, ক্রতুহ্র, অমিতাভা, দেব ও জ্যোতিঃ সমূহের পতি,
তোমাকে নমস্কার। তুমি সূর্য সদৃশ, গরি, বিশ্বকর্মা, তমো-
ভিনিষ, রুচি ও সকল লোকের সাক্ষী, তোমাকে নমস্কার।

হে রাম! ইনি সকল প্রাণের অধিপতি, সকল ভূতের
সৃষ্টি ও প্রলয় কর্তা এবং গভস্তি দ্বারা বর্ষণ, তপন ও শোষণ
করেন। ইনি অস্ত্রধারী রূপে ভূতমাতেই বিরাজমান ও যখন
সকলে সুপ্ত হয়, জাগিয়া থাকেন। ইনিই অগ্নিহোত্র ও তাগার
ফল। ইনিই যজ্ঞ, যজ্ঞ দেবতা ও যজ্ঞফল। সমস্ত লোকের যাব-
তীয় কার্যেই ইনি পরম শত্রু। আপদে, ক্রুদ্ধে, কান্দারে ও
ভয়ে ইহার নাম কীর্তন করিলে, কোন ব্যক্তিই অবসন্ন হয় না।
অতএব আপনি একাগ্র হইয়া, এই দেবদেব জগৎপতিকে পূজা
করুন। এই আদিত্যহৃদয় স্তোত্র ত্রিগুণিত জপ করিলে, আপনি
সকল যুদ্ধেই বিজয়ী হইবেন। এবং এইক্ষণে রাবণকেও সংহার

করিবেন । এই বলিয়া মহর্ষি অগস্ত্য সেখান হইতে আসিয়া-
ছিলেন, তথায় গমন করিলেন ।

তাঁহার কথা শুনিয়া, পরমতেজস্বী রাম বিগতশোক ও
অতিমাত্র প্রীত হইয়া, প্রিয়তমিতে এই আদিত্যহৃদয় দারণ করি-
লেন । অনন্তর দীযাবানু রাম শরাসন গ্রহণ পূর্বক তিনবার
আচমন করিয়া, সবিশেষ পর্যালোচনা সহকারে আদিত্যহৃদয়
জপ করত হৰ্ষিত হইলেন এবং রাবণকে জয়লাভকামনায়
প্রাতঃকালে সমাগত দেখিয়া হৃষ্টান্তঃকরণে নন্দ প্রায়েরে তাঁহার
সংহারে ব্যাপৃত হইলেন । রামকে তদবস্থ নিরীক্ষণ করিয়া,
রাবণের মৃত্যু জানিতে পারিয়া, ভগবানু ভাস্কর পরমহাষত
হইয়া অক্লান্তচিত্তে সুরগণের মদো থাকিয়া, তাঁহাকে কহি-
লেন, তুমি আর বিলম্ব করিও না ।

সপ্তাদিক শততম সর্গ ।

অনন্তর সারথি মহর্ষে রাবণের রথ সহর চালনা করিল ।
ঐ রথ শক্রসৈন্যের লোমাঞ্চকর, গন্ধর্দনগরের ন্যায় আশ্চর্য্য-
দর্শন, অতুল্যতপতাকাসম্পন্ন, বিবিধ গুণবিশিষ্ট হেমমালা-
সমলঙ্কৃত অশ্বসমূহে সংযুক্ত, নানাধকার যুদ্ধসামগ্রীতে পরি-
পূর্ণ, পতাকাযুক্ত ধ্বজমালায় বিরাজমান, পরসৈন্যের বিনাশন
ও নিজসৈন্যের অক্লান্তজনক এবং আকাশকে যেন গ্রাস ও
বিস্তারকে শব্দপূর্ণ করিতেছে । রাম মহর্ষী অবলোকন করি-
লেন, রাবণের রথ আগমন করিতেছে । উহার শব্দ অতি গভীর,
ধ্বজ অতি বৃহৎ, দ্বারি অতি প্রচণ্ড ও অশ্ব সকল ক্রয়ঃবর্ণ । উহা
তড়িৎসম পতাকায় আচ্ছন্ন এবং ইস্ত্রাযুধ সদৃশ আয়ুধ সকল
উহাতে দৃশ্যমান হওয়াতে, উহা সূর্য্যসমতেজস্বী বিমানের ন্যায়,
আকাশে দীপ্যমান হইতেছে । যেদ যেন ধারাদার বর্ষণ করে,
উহাও তেজনি শরদারা বিমোচন করিতেছে ।

রাম রিপূর ঐ মেঘসঙ্কাশ রথ আগিতে দেখিয়া বজ্রের অভিঘাতে বিদীৰ্ঘ্যমাণ পর্জন্তের সদৃশ শব্দ বিশিষ্ট, বাণচক্ষুর ন্যায় আনন্ত শরাসন সবেগে বিস্ফারণ পূর্বক দেবরাজসারথিকে কহিলেন, মাতলি ! অবলোকন কর, রিপূর রথ ঐ মহাবেগে আগমন করিতেছে । রাবণ যেরূপ নিরতিশয় বেগ সহকারে পুনরায় অপসব্যে পতিত হইতেছে, তাহাতে, যুদ্ধে আমাকে বিনাশ করিতে কৃত্তসঙ্কল্প হইয়াছে । অতএব সাবধান হইয়া, শত্রুপের প্রাত্যুদগমন কর । বায়ু সেগন সমুদিত মেঘকে বিনষ্ট করে, আমারও তেমনি রাবণবদের অভিলাষ হইতেছে । তুমি বিক্রম বিসর্জন, মন্ত্ৰম বর্জন, অব্যাহতদয়ে সবিশেষ পরিদর্শন ও রাশ্মদণ্ডার নিয়মন পূর্বক, দ্রুতবেগে রথ চালিত কর । তুমি ইন্দ্রবর্ষের যোগ্য সারথি । তোমাকে বিশেষ কিছু শিখাইতে হইবেনা । তথাপি, আমি যুদ্ধাভিলাষী ও একাগ্র হইয়া, তোমাকে তোমার নিজের স্বাভাবিক সামর্থ্য স্মরণ করাইতোছি, শিক্ষা দিতেছি না ।

সুসারথিসত্তম মাতলি জীরামের এই কথায় পরিতুষ্ট হইয়া, রথ চালাইয়া দিলেন । অনন্তর তিনি রাবণের মহারথকে প্রদক্ষিণ করত চক্রসমুদ্ভূত পূলিপটলে তাঁহাকে কম্পিত করিলেন । তখন দশানন জাতক্রোধ হইয়া, তাত্রাবস্কুরিত লোচনে শরজাল বিস্তার করিয়া, রথারোহণে সম্মুখসমাগত রামকে বিশেষরূপে অবপ্ত করিলেন । রাম তদীয় ধ্বংসা সহিতে না পারিয়া, যুগপৎ দৈর্য ও রোষ আশ্রয় করিয়া, নিরতিবেগ-বিশিষ্ট ব্রহ্ম ধনু এবং সূর্য্যাস্ত্রসমগ্ৰাভ নিরতিবেগশীল শর বকল গ্রহণ করিলেন ।

অনন্তর পরস্পর সংহার কামনায় পরস্পরের আভিমুখীন হইয়া, দর্পিত সিংহযুগলের ন্যায়, মণাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন । ঐ সময়ে রাবণের ক্ষয়াভিলাষী দেব, গন্ধক, মিক্র ও পরমাষণ এই বিরথযুদ্ধ দেখিবার জন্য আগমন করিলেন । রোমহর্ষণ দ্রুত

উৎপাত সকলও প্রাদুর্ভূত হইল । ঐ সকল উৎপাত রাবণের
 বিনাশ ও রাগের অভ্যুদয় সূচক । দেবতা রাবণের রথের উপরে
 রুদ্রির বর্ষণ করিতে লাগিলেন । বায়ু মণ্ডলাকারে তীব্র বেগে
 অপসব্য পরিক্রমণে প্রারম্ভ হইল । রাবণের রথ যে যে মার্গে
 গমন করে, সেই সেই পথেই আকাশে ভূরি ভূরি গৃধ্র জগণ
 করিতে আরম্ভ করিল । লঙ্কানগরী দিবসেও জপাকুম্ভম সদৃশ
 রক্তবর্ণা সঙ্কায় আরম্ভ হইয়া, নিতান্ত প্রদীপ্তার ন্যায়, লক্ষিত
 হইতে লাগিল । অনর্থসূচক মহোজ্জ্বল মনল নির্ঘাতসহিত উচ্চৈঃ-
 শব্দে রাক্ষসদিগকে বিধাদিত কবিত্তা, রাবণের সম্মুখে পতিত
 হইতে আরম্ভ করিল । রাবণ যেখানে, সেখানেই ভূমি
 কম্পিত হইয়া উঠিল । রাক্ষসেরা প্রহারে প্রারম্ভ হইলে, তাহা-
 দের বাহু কে ধেনুদিয়া রাখিল । তাম্র, পীত, মিত ও শ্বেতবর্ণ
 সূর্য্যরশ্মিসমূহ, পর্ষত্তের ধাতু দারার ন্যায়, রাবণের সম্মুখে
 পতিত ও দৃশ্যমান হইতে লাগিল । অশ্বিন শিবু সকল গৃধ্রগণের
 সহিত মিলিত হইয়া, বদনবিবর সহযোগে চতুর্দশন উদ্‌গিরণ
 পুরঃসর রাবণের মুখমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া, সমস্তে শব্দ করিতে
 আরম্ভ করিল । বায়ু ধূলিজাল সমুৎকিরণ করিয়া, প্রতিকূলে
 প্রবাহিত হইল । তাহাতে রাক্ষসরাজের দৃষ্টি বিলুপ্ত হইয়া
 গেল । দশাননের সেনাগণুলীর চারি দিকেই বিনা মেঘে চুর্বি-
 মহ স্বরে ঘোর উদ্‌গাহনি সকল পতিত হইতে লাগিল । রাশি
 রাশি পাংসুরূপি হইয়া, দিক বিদিক সমস্ত অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও
 নভোগণ্ডল অদৃশ্য প্রায় হইল । শারিকা সকল দারুণ স্বরে
 ক্ষোভ প্রকাশ করিতে করিতে, শত শত সংখ্যায় রাবণের
 রথে পতিত হইতে লাগিল । দশাননের তুংগ সকল জঘনযোগে
 ক্ষুলিঙ্গ ও বৈদ্র্যযোগে অশ্রু, এতরূপে অগ্নি ও জল ভুল্যরূপে
 গোচন করিতে আরম্ভ করিল । ইত্যাকার নানাপ্রকার প্রতিভয়া-
 কার দারুণ উৎপাত সকল রাবণের বিনাশজন্য প্রাদুর্ভূত হইল ।
 এদিকে বিবিধ গোমা ও মদলময় নিমন্ত বর্ষভোভাবে ক্রীড়ায়

জয় সূচনা করিয়া, সমুদ্ভূত হইতে লাগিল । লক্ষ্মণ রামের বিজয়-
শংখী পরম শান্তিময় নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, পরমহর্ষাবিষ্ট
হইয়া, রাবণকে হত বলিয়া মনে করিলেন ।

অনন্তর নিমিত্তকোবিদ রাম রণে উল্লিখিত আত্মসংক্রান্ত
নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, পরম নিরুত্তি ও হর্ষলাভ এবং সম-
ধিক বিক্রম অলম্বন করিলেন ।

অষ্টাদিকশততম সর্গ ।

অনন্তর রাম ও রাবণের সর্গলোকভ্রমাবহ অনেকদিনব্যাপী
দৈবরথযুদ্ধ প্রবর্তিত হইল । ঐ যুদ্ধে উভয় পক্ষই এককালে সন্ম-
লতা ত্যাগ করিলেন । এই যুদ্ধ দর্শন করিয়া, রাক্ষস ও বানর
উভয় সৈন্যই শরাসনহস্তে নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল । এবং তাঁহা-
দের উভয়কে সমাক্ষকারে যুদ্ধারম্ভ প্ররম্ভ দেখিয়া, সকলেরই
হৃদয় ব্যাক্ষিপ্ত ও নিরতিবিস্ময় সমাগত হইল । তাহারা নানা
প্রহরণ প্রহণ পূর্বক ব্যগ্রহস্তে ছিল । কিন্তু এই সকল দেখিয়া,
বিস্মিতচিত্ত হইয়া রহিল । পরস্পরকে আর আক্রমণ করিল না ।
কলতঃ, রাক্ষস ও বানর উভয় সৈন্য বিস্মিতনেত্রে রাম রাবণ
উভয়কে দর্শন করিয়া, চিত্তিতের ন্যায়, হইয়া রহিল । এদিকে
রাম রাবণ উভয়ে উল্লিখিত নিমিত্ত সকল দর্শন করিয়া, ক্রুত-
বুদ্ধি ও ঋিরামর্ষ হইয়া, অতীতবৎ যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
তন্মধ্যে রাম, জয় করিব, এই আশয়ে এবং রাবণ, মরিব, এই
প্রকার নিশ্চয় করিয়া, যুদ্ধে স্ববীৰ্য্যসর্কস্ব প্রদর্শন করিতে আরম্ভ
করিলেন । অনন্তর বীৰ্য্যবান দশগ্রীব শর সকল সন্ধান
পূর্বক রাঘবের রথস্থিত ধ্বজ উদ্দেশ্য করিয়া, মোচন করিলেন ।
কিন্তু সে সকল শর রথধ্বজকে প্রাপ্ত না হইয়া, রথশক্তি পরা-
মর্ষণ পূর্বক ধরাতে নিপতিত হইল । তখন রামও নিতান্ত
ক্রুদ্ধ হইয়া, শরাসন আকর্ষণ পূর্বক মনে মনে ক্রুতপ্রতিকারের

উপক্রম করিয়া, রাবণের ধ্বজলক্ষ্যে মহাসর্পের ন্যায়, অসহ্য ও স্বীয় তেজে অলম্বান নিশিত শর মোচন করিলেন । সেই তেজস্বী রাম কেহু উদ্দেশ করিয়া, এই শরক্ষেপণ করিলেন, উহা রাবণের ধ্বজভেদ করিয়া, পৃথিবীতে গমন করিল । তখন দশাননের রথধ্বজ ছিন্ন হইয়া, ভূপৃষ্ঠে পতিত হইল । নিরতিশয় মহাবল রাবণ এই ব্যাপার অবলোকন করিয়া, ক্রোধে প্রাণলীল হইয়া উঠিলেন এবং অমঘবশে যেন দক্ষ কারকে লাগিলেন ।

অনন্তর তিনি রোষবশ ও শর বষণে প্ররুত হইয়া, প্রাদাপ্ত সায়কসমূহে রামের অশ্বদিগকে বিদ্ধ করিলেন । কিন্তু স্বর্গীয় অশ্বেরা তাহাতে স্থলিত বা ভ্রাস্ত হইল না । প্রত্যুত, যেন পদ্মনাগে আহত ও অস্থস্থদয় হইল । রাবণ অশ্বদিগের তাদৃশ অসম্ভ্রমদর্শনে পুনরায় অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া শরবননে প্ররুত হইলেন এবং রাণি রাণি গদা, পারশ, চক্র, মুষণ, গিরিশূঙ্গ, রক্ষ, শূল ও পরশ্বদ ইত্যাদি নানাবিধ শস্ত্রাণি একত্রে আন্তরিক অজ্ঞাস্ত উদ্যম সহকারে সহস্র সহস্র শর বষণ করিতে আরম্ভ করিলেন । এই শস্ত্রাণি অতিশয় ভয়ংকর, প্রাণজনক ও ভয়াবহ প্রতিক্রিয়াবিশিষ্ট । ফলতঃ, তাঁহার উভয়ে নানাধাকার শস্ত্রপাতসহকারে ভূমূল মহাযুদ্ধে প্ররুত হইলেন । রাবণের শরসকল রামের রথ অতিক্রম করিয়া, বাহনবলেও পতিত হইতে লাগিল । তাঁহার সায়কসমূহে আকাশমণ্ডল অবকাশশূন্য হইয়া উঠিল । তিনি প্রাণের আশা ত্যাগ করিয়া, শরসকল মোচন করিতে লাগিলেন ।

তাঁহাকে এই প্রকার তৎপর হইয়া, বাণ বষণ করিতে দেখিয়া, কাকুৎস্থ রাম হাস্য করিয়া, নিশিত শর সকল অবলীলাক্রমে লঙ্ঘন করিলেন । অনন্তর তিনি শত শত ও সহস্র সহস্র বাণ মোচন করিতে লাগিলেন, দেখিয়া, রাবণ স্বীয় শরসমূহে আকাশ নীরদ্ধিত করিলেন । তাঁহাদের প্রোত বহুজ্বল শর বৃষ্টিতে আর একটি শর নির্মিত সমুজ্জ্বল আকাশ

যেন প্রতিভাত হইল। তাঁহাদের কোন বাণই অলক্ষ্যে
গতিত, শত্রুর ভেদে অসমর্থ বা নিষ্ফল হইল না। তাঁহারা
দুই জনে যুদ্ধে শরজাল বর্ষাণে প্রারম্ভ হইলে, তৎসমস্ত পরস্পরকে
অভিসংগত করিয়া, পৃথিবীতে পতিত হইতে লাগিল। তাঁহারা
দুই জনেই বাম দক্ষিণ দুই পাশে অবিশ্রান্ত শরক্ষেপ পুরঃসর
যুদ্ধ করিতে করিতে ভয়ঙ্কর বাণজালে আকাশমণ্ডল যেন
উদ্ভাসমান করিলেন। রাম যেমন রাবণের, রাবণ তেমনি
বামেব অশ্ব সকল সংহার করিয়া ফেলিলেন এবং পরস্পর ক্রুত-
প্রতিকারে প্রারম্ভ হইলেন।

এইরূপে উভয়ে অতিমাত্র রোষবশ হইয়া, মহাযুদ্ধ করিতে
লাগিলেন। দুই কাল তাহাতে রোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ হইল।
তাঁহারা দুই জনেই মহাবল, সুশাসিত শরপ্রয়োগপুরঃসর যার
যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। অনন্তর রাক্ষসপতি রাবণ স্বীয় ধ্বজ-
বিনাশজন্য রামের প্রতি অতিমাত্র ক্রোধান্বিত হইলেন।

— (৫) —

নবাপিকশততম সর্গ ।

রাম রাবণ উভয়ে ঐ রূপে যুদ্ধে প্রারম্ভ হইলে, ভূতগণ সকলে
গিস্মিত হৃদয়ে দেখিতে লাগিল। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি
ক্রুদ্ধ ও দাবমান এবং পরস্পরের বিনাশে যত্নপর হইয়া, ভয়াবহ
মূর্তি ধারণ পূর্বক পরস্পরের রথমর্দনে প্রারম্ভ হইলেন। তাঁহা-
দের দুই জনের সারাথও বিবিধ মণ্ডল, বীণি, গতপ্রত্যাগত ও
সারথ্যজ গতি প্রদর্শন করিতে লাগিল। অনন্তর রাম রাবণ
উভয়ে প্রতিবেগানবদ্ধনার্থ গতিবেগ অবলম্বন পূর্বক পরস্পরকে
পীড়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা শরজাল বিক্ষেপে
প্রারম্ভ হইলে, তাঁহাদের রণদ্বয় আগারসমেত জলদের ন্যায়,
রণস্থলে বিচরণ করিতে লাগিল। তৎকালে তাঁহারা দুই জনে
যুদ্ধে বহুবিধ গতি প্রদর্শন করিয়া, পরস্পরের অভিমুখে পুনরায়

অবস্থান করিলেন । ঐরূপে অবস্থান করিলে, পরস্পরের রথের ধুর ধুরে, বজ্র বজ্রে ও পতাকা পতাকায় সমবেত হইল ।

অনন্তর রাম ধনুষ্মত সুশাণিত শরচতুষ্টয়ে রাবণের দীপ্তিশীল অশ্বচতুষ্টয়কে প্রাত্যপসর্পিত করিলেন । তদ্বশনে দশানন জাতক্রোধ হইয়া, রামের উদ্দেশে নিশিত শর সকল মোচন করিলেন । রাম বলবান রাবণ কর্তৃক অতিমাত্র বিদ্ধ হইয়া, চকিত বা বাধিত হইলেন না । তখন দশানন ঈশ্বরসারথিকে বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া, বজ্রগারগমনিস্থান শর সকল বিসর্জন করিলেন । কিন্তু তৎসমস্ত মাতলির শরীরে মহাবেগে পতিত হইয়া, তাঁহার কিছুমাত্র মোহ বা ব্যথা সমুৎপাদনে সমর্থ হইল না । রাম আপনার ধর্মায় যত না ক্রুদ্ধ হইলেন, মাতলির প্রতি এই অত্যাচারে তত ক্রুদ্ধ হইয়া, শরজাল বর্ষণ পূরক শক্রকে নিমুখ করিলেন । এবং বিংশতি, ত্রিংশৎ, যষ্টি, শত ও সহস্র সহস্র বাণ তাহার রথে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রথস্থ রাবণও জাতক্রোধ হইয়া, গদা ও মুঘল রুষ্টি দ্বারা রামকে রণে প্রাত্যপসর্পিত করিলেন । তখন পুনরায় লোমহর্ষণ তুমুল যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, গদা, মুঘল ও পরিঘগণের নিস্থন ও শরসমূহের পুঙ্খবাক্তে সপ্ত সাগর কুণ্ডিত হইয়া উঠিল । ক্ষুদ্র সাগর সকলের অদোদেশবর্তী পাতালবাসী সহস্র সহস্র দানব ও পন্নগগণ সকলেই বাধিত হইল । নৈল কানন ও বনসমেত সমগ্র বনুদ্য কল্লিত হইল । ভাস্করের প্রভা তিরোহিত হইল । বায়ুর গতি রুদ্ধ হইল । তদ্বশনে দেব, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, কিন্নর, মহোরগ ও পরমধিগণ সকলেই চিন্তাযুক্ত হইলেন । গোব্রাহ্মণের স্বস্তি, লোক সকল অক্ষয় হউক এবং রাম যুদ্ধে রাক্ষসরাজ রাবণকে জয় করুন, ইত্যাদি বাক্যপ্রয়োগপুংসর দেবগণ ঋষিগণের সহিত রাম রাবণের সেই অতীব ভয়াবহ লোমহর্ষণ যুদ্ধ দেখিতে লাগিলেন । যেমন আকাশের তুলনা সাগর ও সাগরের তুলনা, আকাশ, তেমনি রাম রাবণের যুদ্ধই রাম রাবণের যুদ্ধের তুলনা

এই কথা বলিতে বলিতে গন্ধর্ব ও অঙ্গরেয়া সেই অনুগম নাম-
রাবণযুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিল।

অনন্তর রঘুগণের কীৰ্ত্তিবর্দ্ধন মহাবাহু রাম ক্রোধভরে শরা-
সনে আশীবিষসদৃশ শরগন্ধান করিয়া, রাবণের হাজিলত কুণ্ডল-
মণ্ডিত পরম শ্রীনিশিষ্ট মস্তক ছেদন করিলেন। ঐ মস্তক
ত্রিলোকের সাক্ষাতে ভূমিতলে পতিত হইলে, রাবণের তাহারই
সদৃশ আর এক মস্তক তৎক্ষণাৎ উৎখাত হইল। ক্ষিপ্রকারী রাম
ক্ষিপ্রহস্তে শীঘ্র গায়ক প্রহারে যুদ্ধে রাবণের দ্বিতীয় মস্তক
ছেদন করিলেন। ছিন্নমাত্র সেই শিরই পুনরায় দৃষ্ট হইল। ঐ
মস্তকও আবার রামের বজ্রগম শরে ছিন্ন হইল। এইরূপে রাম
পরম্পর তুল্যরূপ দীপ্তিনিশিষ্ট একশত মস্তক ছেদন করিলেন।
তাহাতে জীবনক্ষয় হইলেও, রাবণের মৃত্যু লক্ষিত হইল না।

তদর্শনে বহুবিধশরসম্পন্ন, কোশল্যার আনন্দবর্দ্ধন, মনোহর-
বিন, বীর রাম চিন্তা করিলেন, আমি পূর্বে যে সকল অস্ত্রে-
ক্রোধারণ্যবানী নিরাধকে ও দণ্ডকবানী কবন্ধকে বিনাশ করি-
য়াছি, যে সকল অস্ত্রে খর, দূষণ ও মারৌচকে নিপাত করিয়াছি
এবং যে সকল অস্ত্রে মালবক্ষ ও পরিতম সকল ভগ্ন করিয়াছি,
বালীকে বধ করিয়াছি ও গাগরকেও ক্ষুদ্র করিয়াছি, যুদ্ধে অব্যর্থ
বলিয়া নিশ্চিত সেই এই শর সকল, কি কারণে রাবণে তেজঃ-
প্রকাশে সমর্থ হইতেছে না? রাম এই প্রকার চিন্তাক্রান্ত ও
অগ্রমত্ত হইয়া, রাবণের বক্ষঃস্থলে শররষ্টি করিতে লাগিলেন।
রথস্থ রাক্ষসরাজ রাবণও ক্রুদ্ধ হইয়া, গদা ও মুঘল বর্ষণ দ্বারা
রামকে প্রত্যাহ্বিত করিতে লাগিলেন। তখন দেব, দানব, যক্ষ,
পিশাচ, উরগ ও রাক্ষসগণের সমক্ষে কখনো অন্তরীক্ষে, কখনো
ভূপৃষ্ঠে ও কখনো বা পরিতমস্তুকে রাম রাবণের ভুমূল ও নোম-
হর্ষণ মহাযুদ্ধ হইতে লাগিল। এইরূপে সাতরাত্রি ঐ যুদ্ধ হইল।
কি রাত্রি, কি দিন, কি মুহূর্ত্ত, কি ক্ষণ, কোন সময়েই তাঁহাদেব
এই যুদ্ধের বিরাম রহিল না। অনন্তর কেহ কাণকেও জয়

করিতে পারিলেন না, দেখিয়া, ঈশ্বরস্বরূপ মহাজ্ঞানী মাতলি কাল-
বিলম্ব পরিহার পূর্বক রণরত রামকে কহিলেন ।

—ঃঃ—

দশাদিকশততম সর্গ ।

অনন্তর মাতলি রামকে স্মরণ করাইয়া কহিলেন, বীর ।
আপনি কি জন্য অনাতঙ্কের ন্যায়, বাবহার করিতেছেন ?
বিত্তো ! আপনি রাবণবধের নিমিত্ত ঈহার উদ্দেশে ব্রহ্মাস্ত্র
প্রয়োগ করুন । স্মরণ রাবণের যে বিনাশকাল উল্লেখ করিয়া-
ছেন, অদ্য তাহ, উপস্থিত ।

মাতলির এই কথায় মনে পড়িয়া গেলে, রাম নিশ্বাসশালী
লপের ন্যায়, সেই দীপ্ত শর গ্রহণ করিলেন । ভগবান্ অগস্ত্য
মুনি প্রথমে তাঁহাকে যুদ্ধে অমোঘ এই ব্রহ্মদত্ত মহাবান্ প্রদান
করেন । অমিতৌজা ব্রহ্মা পূর্বে ঈশ্বর জন্ম এইরূপ নিৰ্মাণ
করেন এবং নিৰ্মাণ করিয়া, ত্রিলোকে বিজয়াভিলাষী সেই
ঈশ্বরকে প্রদান করিয়াছিলেন । এই বীরের দেহমাদন পক্ষ
সমূহে স্মরণ পবন, ফলে পাতক ও ভাস্কর, মদ্যভাগে আকাশ
এবং গৌরবে মেরু ও মন্দর পর্বত, অধিষ্ঠান করিতেছে । ঐ
অস্ত্র শরীরে জাহ্নলামান, সুন্দরপুঙ্খবিশিষ্ট, ভেগভূমিত, পুষ্টি-
ময়াদি ভূতগণের সারাংশে নিৰ্মিত, সূর্য্যভূলা দ্যাবিত্রিশিষ্টে,
সবুজ কালায়ির ন্যায় দীপ্তিম্পন্ন, আশীশষসদৃশ, রথ নাগ ও
অশ্বগণের ভেদকারক, ক্ষিপ্রাকারী, দ্বার পরিঘ ও পর্বত সকলের
বিসারক, বিবিধ রূপেরে লিঙ্গাক্ষ, মেদপরিব্যাপ্ত, নিতান্ত
দারুণ, বজ্রসারসংযুক্ত, মহানাদ, বিবিধযুদ্ধদারুণ, সকলের ত্রাস-
জনক, অতীব ভয়ংকর, নিশ্চিন্ত সপের ন্যায়, কতক গৃধ্রবক
গোময়ু ও রাক্ষসগণের নিত্য খাদ্যাদ, যুদ্ধে যমরূপ
ও ভয়াবহ; বানরেন্দ্রগণের আনন্দজনক ও রাক্ষসগণের অব-
সাদকর, বিবিধ বিচিত্র সূচারু গুরুত্বপূর্ণসমূহে চিত্রিত ।

আত্মপক্ষগণের ভয়নাশন, শত্রুপক্ষের কীর্তিহর, এবং নিজের অতিমাত্র আত্মদমনক ।

মহাবল রাম বেদশোভা বিধান অনুসারে উল্লিখিত মহাস্থ কাশ্মুকে সন্ধান করিলেন । তিনি এইরূপে ঐ শরোত্তম সন্ধান করিলে, সকল ভুত শঙ্কিত ও পৃথিবী কম্পিত, হইয়া উঠিল । অনন্তর রাম নিতান্ত জাতক্রোধ হইয়া, শরাসন নিরতিশয় আকর্ষণ করিয়া, সবিশেষ যত্ন সহকারে ঐ মন্মবিদারণ শর রাবণের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিলেন । নিক্ষিপ্তমাত্র, বজ্রবাহুনির্মূলক চক্ষু বজ্রের ন্যায় ও অনিবার্য্য ক্রান্তের ন্যায়, উগা রাবণের উরস্থলে নিপতিত হইল । এইরূপে শরীরাস্তকর উল্লিখিত মহাবেগ শর বিসৃষ্ট হইয়া, চুরাচ্ছা রাবণের হৃদয় ভেদ করিল । এবং রাবণের প্রাণ হরণ করিয়া, রুদিরাক্ত হইয়া, যবেগে ধরণীতলে প্রবিষ্ট হইল । এইরূপে রাবণকে বধ করিয়া, ক্রান্তকার্য্য হইয়া, কধিরাঙ্গীকৃত কলেবরে উগা পুনশ্চর বিনীতনং ভূগমধ্যে প্রবেশ করিল ।

রাবণ হত হইলে, তৎক্ষণাৎ তাঁহার হস্ত হইতে সশর শরাসন প্রাণের সহিত নিপতিত হইল । অনন্তর মহাত্ম্যে রাক্ষসরাজ রাবণও গতাস্থ হইয়া, বজ্রহত রক্তাসুরের ন্যায়, ভয়ঙ্কর বেগে বধ হইতে ধরাতলে পতিত হইলেন । তাঁহাকে ভূপতিত দেখিয়া, হতাবশিষ্ট নিশাচরগণ হতনাশ ও ভয়দ্রষ্ট হইয়া দশদিকে পলায়ন করিল । ক্রমযোধী বানরেরা গর্জ্জন করিতে করিতে তাহাদের অভিপাতিত হইল । অনন্তর রাক্ষসেরা সকলে দশাননের মূর্ত্যু ও রামের বিজয় দর্শন করিয়া, বানরগণ কর্তৃক অদ্বিত ও ভ্রষ্ট হইয়া ভয় বশতঃ লঙ্কার অভিমুখে দাবমান হইল । আশ্রয় বিনষ্ট হওয়াতে, তাহারা সকলে শোকাকুল ও তাহাদের মুখগুণ্ডল অনর্গল-বিগলিত বাষ্প ভারে পূর্ণ হইয়া গেল ।

এদিকে বানরেরা জয়লাভে প্রফুল্ল ও নিতান্ত হর্ষাশ্রিত হইয়া, গর্জ্জন পুরঃসর রামের জয় ও রাবণের বধ ঘোষণা করিতে

লাগিল। অন্তরীক্ষে মনোহর দেবদন্ডুভি বাজিয়া উঠিল। পরম সুখাবহ দিব্য গন্ধবহ বায়ু প্রবাহিত হইল। তৎক্ষণাৎ অন্তরীক্ষ হইতে পৃথিবীতে দুস্প্রাণ্য ও মনোহর, পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইয়া রামের রথ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। মহাত্মা দেবতারা আকাশে থাকিয়া বারংবার সাধুবাদপুরঃসর রামের স্তব করিয়া, যে উৎকৃষ্ট বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, সংসমস্ত শুনিতে পাওয়া গেল। সৰ্বলোকভয়ঙ্কর প্রচণ্ডস্বভাব রাবণ নিহত হওয়াতে, দেবগণ ও চারণগণ সকলেরই মহাহর্ষ উপস্থিত হইল। রাম রাক্ষসরাজ রাবণকে বধ করিয়া, প্রীতীলাভ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ ও বিভীষণের কামনা পূর্ণ করিলেন। তখন মরুদৃগণ প্রশান্ত হইল। দিক্ সকল প্রাসন্ন হইল। নভোমণ্ডল নিশ্চল হইল। পৃথিবী স্থির হইলেন। সুখসেবা বায়ু প্রবাহিত হইল। দিবাকর স্থিতপ্রভ হইলেন। অনন্তর সুগ্রীব, বিভীষণ ও অঙ্গদ চৈতন্য লক্ষণ ও সুহৃদৃগণের সঞ্চিত সমবেত ও বিজয়লাভে হর্ষিত হইয়া, রণমধ্যে অভিরাম রামের যথাবিধি পূজাবিধি সমাধা করিলেন। রঘুকুলনৃপনন্দন স্থিরপ্রতিজ্ঞ রাম শত্রুহত্যা করিয়া, স্বজনবলে পরিত্রত হইয়া, ত্রিদশমণ্ডল সমাগত পরম তেজস্বী মণ্ডেশ্বর ন্যায়, অতিমাত্র বিরাজমান হইলেন।

একাদশাদিকশততম অধ্যায় ।

জ্ঞাতা রণে নির্জিত ও নিহত হইয়া শয়ন করিলেন, দর্শন করিয়া বিভীষণ শোকাবেগে পরিপূর্ণ হইয়া দিলাপ করিতে লাগিলেন, হে দীর্ঘ! হে বিক্রান্ত! হে সৰ্বশাস্ত্রশিক্ষিত! হে প্রবীণ! হে নয়কোবিদ! আপনি মহামূল্য শয্যায় শয়ন করিবার উপযুক্ত; তবে এরূপ অঙ্গদশোভিত নিশেচষ্টে ভুজ্জয় বিক্ষণ্ড ও ভাস্করকাস্তি মুকুট পরিত্যাগ করিয়া ভূমিতে শয়ন

করিয়া আছেন কেন ! বীর ! আমি পূর্বে যাহা বলিয়াছিলাম, এক্ষণে তাহাই ঘটিয়াছে ! কামমোহে অভিভূত হওয়ায়, তখন আমার সে কথা আপনার ভাল লাগে নাই । দর্প নিবন্ধন, গ্রাহ্য, কি ইন্দ্রজিৎ, কি কুন্তকর্ণ, কি অতিরণ, কি অতিকায়, কি নরাস্তক, কি আপনার অন্যান্য পারিষদ কেহই তখন আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই । আপনি নিজেও অশ্রদ্ধা করিয়াছিলেন । এক্ষণে তাহারই পরিণাম এই উপস্থিত হইল ! হাঃ ! আজ সুনীতিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগের সেহু ভয় হইল ! ধর্ম্মের মূর্তি বিলুপ্ত হইল ! বলের সঞ্চয়স্থান নষ্ট হইল ! বীরদিগের আশ্রয় ভয় হইল ! আজ এই সর্কশস্বধারীশ্রেষ্ঠ বীরবর পতিত হইলেন ! আজ সূর্য্য ভূতলে নিপতিত হইলেন ! আজ চন্দ্রমা ঘোর অন্ধকারে নিমগ্ন হইলেন ! আজ রাক্ষসশার্দূল প্রাস্তরের ন্যায়, রণস্থলে ধূলির উপর শয়ন করিলেন ! লঙ্কাবাসীর বলবীৰ্য্য লোপ পাইল ! তাহাদিগের আর অবশিষ্টই বা রছিল কি ! হায় ! আজ রণে রাক্ষসরূপ বঙ্গাবায়ু দৈত্যরূপ শাখা প্রাশাখা বিশিষ্ট, হর্ষকারিত্তা রূপ পুষ্পসম্পন্ন, তপস্যারূপ বলশালী, শৌণ্ডিকরূপ দৃঢ় বন্ধমূল সংযুক্ত মহাবিশাল রাক্ষসরাজ রূপ রক্ষকে চূর্ণ করিল !

আজ তেজরূপ দন্তবিশিষ্ট, মহাবংশরূপ পৃষ্ঠাস্থি সংযুক্ত, কোপরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গশালী প্রমাদরূপ শুণ্ড সম্পন্ন, রাবণরূপ মদোৎকট হস্তী, রাক্ষসরূপ সিংহের হস্তে পতিত হইয়া ভূতলে শয়ন হইল ! আজ পরাক্রম ও উৎসাহরূপ বিদ্যুৎপ্রকাশিত, নিখাসরূপ ধূমসম্পন্ন, নিজ বলরূপ দাহশক্তি যুক্ত, প্রতাপবান্ রাক্ষসরূপ আগ্নেয় রাক্ষসী মেঘ দ্বারা নির্মাণিত হইল ! আজ রাক্ষসরূপ লাক্ষ্মী ককুৎ ও শূদ্রসম্পন্ন, পরাক্রমরূপ গন্ধশালী, প্লষ্টতারূপ চক্ষু কর্ণবিশিষ্ট শত্রুক্ষেতা রাক্ষসরূষ, নররাজরূপী ব্যাজ্র কড়ক নিহত হইয়া নিপতিত হইল ।

রাম শোকাকুলিত বিভীষণের এইরূপ বৃত্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক, তাঁহার চিন্তের আবুলতা বুঝিতে পারিয়া, কহিলেন !

তিনি কিছু সমরে অসমর্থ হইয়া পতিত হন নাই ! প্রত্যুত যুদ্ধকে শঙ্কা না করিয়া, অতিপ্ররুদ্ধ মহা উৎসাহ অবলম্বন পূর্বক অতি প্রচণ্ড পরাক্রম প্রদর্শন করিয়াই, অবশেষে পতিত হইয়াছেন । যাঁহারা বিজয়ের আকাঙ্ক্ষা করিয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম অবলম্বন পূর্বক এই প্রকারে রণস্থলে বিনষ্ট হন, তাঁহাদিগের জন্য শোক করিতে নাই । যে দীমান যুদ্ধে ঈশ্বাদি সহ ত্রিলোক সিদ্ধাসিত করিয়াছিলেন, এখন তিনি কালমুখে পতিত হইলেন, তাঁহার জন্য শোক করিবার কারণ কি ? পূর্বকাল হইতেই দেখা যায়, কেহ কখনই নিয়ত বিজয় প্রাপ্ত হয় নাই । সমরে বীর ব্যক্তি হয় শত্রুর হস্তে নিপতিত হয়, না হয়, শত্রুকে বিনাশ করে । প্রাচীনেরা বলিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয়দিগের গতিই এই । ক্ষত্রিয় সমরে নিহত হইলে তাঁহার জন্য শোক করিতে নাই, ইহা নিশ্চিতই আছে । অতএব এই প্রচলিত প্রথা দর্শন পূর্বক কর্তব্য নিশ্চয় করিয়া শোকশূন্য হও, এবং ইহার পর যাগ কর্তব্য, তদ্বিষয়ে মন সংযোগ কর ।

রাজপুত্র রামচন্দ্র পৌরুষের অনুরূপ এই প্রকার বাক্য বলিলে পর, শোকমত্তপ্ত বিভীষণ তাঁহাকে জাতার তিত্তার্থ পশ্চাৎ কর্তব্য নিবেদন করিলেন, তিনি ঈতিপূর্বে অনেকানেক যুদ্ধে সগস্ত সুরগণ সহিত বাসবের নিকটেও পরাজিত হন নাই, অংক তিনি, বেলায় সংলগ্ন হইয়া সাগরবেগের ন্যায়, আপনার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া পরাজিত হইলেন ! ইনি বিবিধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া প্রভূত দান করিয়াছিলেন, সগস্ত ভোগ উপভোগ করিয়াছিলেন, অগ্নিত্রিদিগকে অশেষ ভোগ, সুখ উপভোগ করাইয়াছিলেন, আত্মীয় কুটুম্বাদিপকে প্রচুর ধনদান করিয়াছিলেন, আর অনাত্মীয়দিগের দণ্ড করিয়াছিলেন । অগ্নিচয়ন, মহাতপ সাধন ও বেদান্তের পারদর্শন করিয়াছিলেন । এবং অগ্নিহোতাদি কার্যো পরম পণ্ডিত ছিলেন । এক্ষণে ইনি পরলোকে গমন করিয়াছেন, অতএব এক্ষণে ইহার সম্বন্ধে বাহা বাহা কর্তব্য,

তাঁহার ঠেকা আপনি অশুভ করিয়া তৎকর্ম সাধনার্থ আমাকে অনুমতি দান করেন ।

রাজনন্দন প্রাশস্তম্ভনা মহাত্মা রামচন্দ্র দিভীষণের করুণ বাক্যপরম্পরা শ্রবণ করিয়া, রাবণের স্বর্গসামনোচিত সমস্ত অনুষ্ঠানের আদেশ প্রদান করিলেন । কহিলেন, বিভীষণ ! শত্রুতা মরণ পর্য্যন্ত । এক্ষণে আমিদিগের প্রয়োজন সিদ্ধ হইয়াছে । অতএব তুমি স্বচ্ছন্দে সংকার কর ; তোমার ন্যায়, এক্ষণে ইনি আমারও স্নেহের পাত্র ।

— :: —

দ্বাদশাধিক শততম সর্গ ।

ওদিকে মহাত্মা রাঘব রণে রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন, শ্রবণ করিয়া তাঁহার পত্নী সন্থল শোকে ব্যাকুল হইয়া, অন্তঃপুর হইতে বহির্গত হইল । অস্বীয় জন বার বার নিবারণ করিতে লাগিল ; তথাপি তাহারা মুক্তবৎসা গাভীর ন্যায় শোকাকুল চিত্তে আলুলায়িত কেশে আসিয়া রণভূমির ধূলিতে লুপ্ত হইতে লাগিল ।

উত্তর দ্বার দিয়া রাক্ষসগণের সহিত বহির্গত হইয়া, ঘোর যুদ্ধভূমিতে প্রবেশ পূর্বক, তাহারা নিহত পত্নির অন্বেষণ করিতে লাগিল । হা নাথ ! হা আশ্বপুত্র ! বলিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কবজাকৃত শোণিতকর্দমলিঙ্গ রণস্থলে ধাবিত হইল । ভবৃশোকে কাতর হইয়া, বাষ্পপরিপ্লুত নয়নে হতযুথপা করেণুগণের ন্যায় আর্তনাদ করিতে লাগিল । অনন্তর দৌধিতে পাইল, তাহাদিগের মহাকায় মহাত্ম্যাত মহাবীৰ্য্য স্বামী রাবণ নিহত হইয়া নীলাঞ্জনরাশির ন্যায় ভূতলে পতিত হইয়াছেন । সহসা রণধূলিশয়ান স্বামীকে দর্শন করিয়া সন-

লেই ছিন্নবনলতার ন্যায়, তাহার বিবিধ অঙ্গের উপর পতিত হইল । কেহ অতিপ্রণয়ভরে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া, ক্রন্দন করিতে লাগিল । কেহ চরণদ্বয়, কেহ বা কণ্ঠ ধারণ করিয়া কঁাদিতে লাগিল । আর কেহ ভূতলে সুবিস্তৃত ভুজদ্বয় তুলিয়া লইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিল । কেহ নিহত পতির মুখ দর্শন করিয়া মূচ্ছিত হইল । কেহ বা তাঁহার ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া মুখের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ পূর্বক কঁাদিতে লাগিল । আর কেহ ভুসারবিন্দু দ্বারা তাঁহার মুখ অভিষেক্ষণ করিতে থাকিল ।

নিহত ভূপতিত পতিকে দর্শন পূর্বক তাহারা এইরূপে কাতর হইয়া, পুনর্বার শোকসূচক বিবিধ বাক্যে বিলাপ করিতে করিতে রোদন করিতে আরম্ভ করিল ।

যিনি ইন্দ্রকে, যমকে ব্রহ্ম করিয়াছিলেন ; যিনি যক্ষরাজ কুবেরের বিমান কাড়িয়া লইয়াছিলেন ; যিনি গন্ধর্ষ, ঋষি ও মহাবল অশুরদিগকে রণে ভীত করিয়াছিলেন ; হায়, আজ তিনিই নিহত হইয়া রণভূমিতে শয়ন করিয়াছেন ! স্মর, কি অস্মর, কি পরগের হস্তে বিনাশ হইবে, একুপ যিনি কখন মনেও করেন নাই, আজ মানুষের হস্তে তাঁহার মৃত্যু হইল ! যিনি দেবতা, দানব ও রাক্ষসগণের অধিপতি ছিলেন, তিনি আজ পাদযোদী মানুষের হস্তে নিহত হইয়া রণে শয়ন করিয়াছেন ! দেবতা বা যক্ষ, কি অসুরেরাও তাঁহাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় নাই, আজ তিনি সামান্য দুর্বল ব্যক্তির ন্যায়, মানুষের হস্তে মৃত্যুলাভ করিলেন !

রাক্ষসজগৎ দুঃখিত হৃদয়ে এই প্রকার বিলাপ করিয়া, অধিকতর দুঃখিত হইয়া পুনর্বার বিলাপ করিতে লাগিল । নাথ ! তুমি সত্য হিতবাদী আত্মীয়গণের বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া, নিজস্বগণের জন্যই সীতাকে হরণ করিয়াছিলে । রাক্ষসদিগকেও নিপাত করিলে ! তুমি এক সঙ্গেই আত্মাকে ও আমাদিগের সকলকে নিপাতিত করিলে ! হিতৈষী জ্ঞাতা

বিভীষণ হিতবাক্য বলিলেও, তুমি মোহবশতঃ আত্মবিনাশ কামনা করিয়া, তাঁহাকে যে পরামর্শবাক্য বলিয়াছিলে, আজ তাহারই ফল ফলিল ! আচ্ছা, যদি তুমি রামের নিকট গীতাকে পাঠাইয়া দিতে, তাহা হইলে, আর ঐদৃশ মূল্যবাত্তক মহাবিদগ উপস্থিত হইত না । তোমার ভ্রাতারও বাসনা পূর্ণ হইত ! রামও মিত্র রাজা হইতেন ! আমরাও বিধবা হইতাম না ! শত্রুদিগেরও মনঃকামনা পূর্ণ হইত না ! কিন্তু তাহা না করিয়া তুমি নৃশংসতা সহকারে বলপূর্ব্বক গীতাকে আবদ্ধ রাখিয়া একসঙ্গেই আত্মাকে, আমাদিগকে ও রাক্ষসদিগকে নিপাতিত করিলে । অথবা রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ ! আপনি ইচ্ছা করিয়া করেন নাই ; আপনার ইচ্ছাতে কিছুই হয় নাই ! দৈবই সমস্ত বিধান করিয়া থাকে, দৈবকর্তৃক পূর্ব্ব নিহত ব্যক্তিই হত হইয়া থাকে । রণে বানরগণের নাশ, রাক্ষসগণের বিনাশ, এবং তোমার নিধন, সমস্তই দৈব কর্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে । দৈব যাচা করিতে মনে করেন, সংসারে অর্থ, কি কাম, কি বিক্রম, কি আজ্ঞা কিছুতেই তাহার নিবারণ করা যায় না ।

‘রাক্ষসরাজের কামিনীগণ কাতর ও দুঃখিত হইয়া, বাম্পাকুল লোচনে, কুরুর ন্যায় এই প্রকার আর্তনাদ করিতে লাগিল ।

— :: —

ত্রয়োদশাদিক শততম সর্গ ।

রাক্ষসমহিলা সকল এই প্রকার বিলাপ করিতেছিল ; কিন্তু রাক্ষসরাজের প্রিয়া মহিষী মন্দোদরী এতক্ষণ দীনভাবে ভর্ত্তানদিকে চাহিয়াছিলেন । অচিন্ত্যকন্ধ্যা রামের হস্তে নিহত পতিকে সন্দর্শন করিয়া তিনি অবশেষ করুণ স্বরে বিলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন ; হে মহাবাহো কুবেরামুজ ! তুমি ত্রুড় হইলে, স্বয়ং দেবরাজও তোমার সম্মুখে অবস্থিত করিতে ভীত হইতেন ।

তোমার ভয়ে মহাক্সা ঋষিগণ ও মহাযশস্বী গন্ধর্বগণ দিগ্-
দিগন্তে লুকায়িত হইয়াছিলেন ; সেই ভুগি আজ সামান্য মানুষ
রামের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হইলে। রাজন্ ! তোমার লজ্জা
বোধ হইতেছে না ? রাক্ষসরাজ ! একি ! ভুগি বীর্য্যবলে ত্রিলোক
জয় করিয়া বিরাজমান ও তুর্কিষহু হইয়াছিলে, বনচারী মানুষ
রাম তোমাকে বিনাশ করিল ! ভুগি কামরূপী, মানুষের অগম্য
স্থানে তোমার বাস ; মানুষ রাম আসিয়া তোমাকে যুদ্ধে সংহার
করিবে, ইহা কখনই উচিত হয় না ! ভুগি সর্পস্থানেই জয়লাভ
করিয়াছিলে ; এক্ষণে রাম তোমাকে যে পরাজয় করিয়াছে,
ইহা আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না। অথবা সাক্ষাৎ ক্রুতা-
ন্তই তোমার বিনাশের জন্য অচিন্ত্যমায়া প্রয়োগ করিয়া রাম-
রূপে আগমন করিয়াছেন ! অথবা মহাবল ! অসুখ দেবরাজই
তোমাকে পরাজয় করিলেন। মহাবল, মহাবীর্য্য, দেবশত্রু,
মহাতেজস্বী তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে দেবরাজেরই বা
শক্তি কোথায় ! অতএব নিশ্চয় জানিলাম, সেই স্বাভাবিক সর্প-
শক্তিমান, সর্পাস্তর্য্যামী, সর্পকালব্যাপী, জম্ববদ্বিনাশরহিত,
মহানের মহান্, প্রকৃতিপ্রবর্তক, সৃষ্টিকর্তা, শঙ্খচক্রগদাধর, শ্রীদৎস-
বক্ষা, নিত্যশ্রী, অজয়, অয়রহিত, পরিণামবিহীন, সর্পলোকেশ্বর
মহাদ্বাতি সাক্ষাৎ বিয়ুই এই মানুষরূপ ধারণ পূর্বক, বানরযোনি-
সম্ভূত নমস্তু দেবগণে পরিণত হইয়া, সর্পলোকের হিতসাধন-
কামনায় মহাবল, ভয়াবহ, মহাবীর্য্য দেবশত্রু তোমাকে রাক্ষস
পরিবারের সহিত বিনাশ করিলেন ! ভুগি পূর্বে হৈম্ময়বর্গকে
জয় করিয়া, ত্রিলোক জয় করিয়াছিলে, এক্ষণে সেই বৈর স্মরণ
করিয়া সেই হৈম্ময়বর্গই তোমাকে সংহার করিল। যখনই রাম
জনস্থান মধ্যে বহু রাক্ষসগণের সহিত তোমার ভ্রাতা থরকে
বিনাশ করিয়াছিলেন, আমি তখনই জানিয়াছিলাম, রাম মানুষ
নহেন। যখনই হনুমান বীর্য্যবলে দেবগণেরও ভুস্প্রবেশ্য লক্ষা-
মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, তখনই আগরা শক্তিত হইয়াছিলাম।

নারায়ণ ! আমি তোমাকে বলিয়াছিলাম, বিরোধ করিবে না, কিন্তু তুমি তাহা গ্রাহ্য কর নাই, এক্ষণেই তাহারই ফল ফলিল ।
 নাক্ষত্রশ্রেষ্ঠ ! তুমি ঐশ্বর্য্য এবং আত্মদেহ ও আত্মীয়গণের বিনা-
 শের জন্যই অকারণে সীতার প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিলে । সীতা
 অরক্ষিতা এবং রাহিণী অপেক্ষাও প্রাধান্য ; তিনি উপাস্য দেবতা
 হে অল্পবুদ্ধে ! তাঁহার অবমাননা করিয়া তুমি ভাল কর নাই ;
 সীতা সর্দক্ষমাশালীদিগের নিদর্শনভূতা পৃথিবীরও নিদর্শন-
 স্বরূপ, তিনি লক্ষ্মীরও লক্ষ্মী বিজ্ঞান অরণ্যমধ্যে নিঃসহায়। সেই
 পতিবৎসলা সর্দক্ষসুন্দরী কল্যাণী সীতাকে ছলে হরণ করিয়া
 তুমি আত্মাকে ও আত্মীয়দিগকে বিনাশ করিলে ! জ্ঞানকীর
 সহবাসে যে বাসনা করিয়াছিলে, তোমার সে বাসনা পূর্ণ হইল
 না, অথচ প্রভো ! সেই পতিব্রতার তপোবলে ভস্মীভূত হইলে,
 সে মহাত্মা দর্শন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র এবং অগ্নি প্রভৃতি
 ষাণ্ডীয় দেবগণও ভীত হন, আশ্চর্য্য যে তুমি তাঁহার অবমাননা
 করিয়া তৎক্ষণমাত্রেই দক্ষ হও নাই ! স্বামিন্ ! পাপকারী ব্যক্তি
 পরিণাম কাল উপস্থিত হইলে অবশ্যই পাপের ফল প্রাপ্ত হয়,
 তাহাতে আর সন্দেহই নাই । পুণ্যকন্মা ব্যক্তি সুখ, আর পাপ-
 কন্মা ব্যক্তি দুঃখ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; সেই জন্যই বিভীষণ সুখ-
 লাভ করিল ; আর তুমি এতাদৃশ বিপদপ্রাপ্ত হইলে ! তোমার
 সীতা অপেক্ষা অধিক রূপবতী অনেক মহিলা আছে, কিন্তু তুমি
 মোহবশতঃ কামের বশবস্তী হইয়া তাহাদিগকে গ্রাহ্য কর নাই ।
 আর কি কুল, কি রূপ, কি দাক্ষিণ্য, জানকী আমার অপেক্ষা
 কিছুতেই প্রাধান্য বা আমার সমানও নহে ; তুমি কিন্তু অজ্ঞান-
 বশতঃ তাহা দেখিতে পাও নাই ! মৃত্যু লক্ষণ ভিন্ন কোন জীবন-
 রই কখনও মৃত্যু হয় না ; সীতার উপর তোমার যে মন পড়ি-
 য়াছিল, তাহাই তোমার মৃত্যু লক্ষণ । আহা ! সীতাঅনিত
 মৃত্যুকে তুমি নিজেই আত্মদূর হইতে আনয়ন করিয়া-
 ছিলে ! হায় ! সীতা শোকশূন্য হইয়া রামের সহিত বিহার

করিতে চলিল ; আর মন্দভাগিনী আমি ঘোর শোকসাগরে
 পতিত হইলাম ! বীর ! আমি বিচিত্রমালা ও বসন পরিধানপূর্বক
 অনুপম শোভাধারণ করিয়া কৈলাস, মন্দর, ও সুমেরু পর্বতে,
 এবং চৈত্ররথ কাননে ও সমস্ত দেবোদ্যানেরে কতই বিহার করি-
 তাম ; কত দেশ, কত স্থানই দর্শন করিতাম ! হা ! আজ
 তোমার মৃত্যুতে সকল বিষয়ভোগ চটতেই বঞ্চিত হইয়া যেন
 আর কেহ হইলাম ! রাজাদিগের চঞ্চল ঐশ্বর্য্যে ধিক ! হা,
 রাজ্য ! তোমার এই যে সুন্দরবর্ণ মনোহর জীবরাজ্যিত সমুন্নত
 নাসা বিভূষিত বদনমণ্ডল কাস্তিতে ইন্দু, প্রভায় পদ্ম ও দীপ্তিতে
 দিবাকরের সমান ছিল, যে বদন কীরীটপ্রভায় উদ্ভাসিত ;
 বিদ্রোষ্টে বিকাসিত এবং কুণ্ডলপ্রভায় প্রদীপ্ত হইত, পান-
 ভূমিতে বিবিধ মালা বিভূষিত যে বদন হইতে মদব্যাকুল লোল-
 নয়নে কত সুমধুর সুরস কথাই নিনির্গত হইত, হা প্রভো ! রাম
 বাণে নির্ভিন্ন, রুধির ধারায় রক্তবর্ণ, গলিতসেদু, গলিতমস্তক
 এবং রণধূলায় পূষিত হইয়া আজ সেই বদনের আর শোভা
 নাই ! আমি কখন যাহা স্বপ্নেও ভাবি নাই, আজ মন্দভাগিনীর
 সেই চরম বৈধব্য দশা উপস্থিত হইল ! দানবরাজ ময় আমার
 জনক, রাক্ষসরাজ রাবণ আমার ভর্তা, এবং ইন্দ্রজিতা ইন্দ্রজিৎ
 আমার পুত্র ! নাথ ! আমি এই গর্ভেই চিরকাল অতীব গর্ভিত
 ছিলাম ! চিরকালই আমার স্থির জ্ঞান ছিল যে, আমার বাঁহারা
 পালন করিতেছেন, তাঁহারা দর্পিত শত্রুদিগের সংহার কর্তা, ও
 প্রচণ্ডশ্রব, তাঁহাদিগের বলপৌরুষ ত্রিলোকবিখ্যাত, সুভারায়
 কিছুতেই তাঁহাদিগের মৃত্যু নাই ! হা রাক্ষসেশ্বরগণ ! তোমরা
 এতাদৃশ প্রভাবশালী, আজ কিরূপে সামান্য মানুষ হইতে
 অসম্ভাবিত মৃত্যু উপস্থিত হইল ! নাথ ! তোমার এই সুস্নিগ্ধ
 ইন্দ্রনীলসমপ্রভ উন্নত শৈলশিখরাকার বিশাল কলেবর কেয়ূর,
 অঙ্গদ, বৈদূর্য্য, মুক্তাহার ও পুষ্পদামে বিভূষিত হইয়া কি সুন্দর
 মূর্ত্তিই ধারণ করিত ; বিশেষতঃ বিহার সময়ে যাহা অধিক কাস্ত

হইত ; সংগ্রামে যাহা জ্বলিতে থাকিত, এবং অভরণপ্রভাব
 যাহা বিদ্যাম্প্রসুত মেঘের ন্যায় প্রকাশ পাইত ; আজ তোমার
 সেই শরীর শত শত সূতীক্ষ্ম বাণ দ্বারা সর্পাঙ্গে এতাদৃশ বিদ্ধ
 হইয়াছে, যে স্পর্শ করা দুঃসাহ্য । হা নাথ ! আমি তোমাকে
 আলিঙ্গন করিতে পারিতেছি না । বাণ সমস্ত শল্লকীর কণ্ট-
 কের ন্যায় একরূপ পিদ্ধ হইয়াছে, যে কোথাও আর তিলাক্ষ অব-
 কাশ নাই ! বাণ সকল সম্মুখ পর্য্যন্ত পিদ্ধ করিয়া সমস্ত শিরা-
 বন্ধন ছেদন করিয়াছে ! অহো রাজনু ! এক্ষণে তোমার সেই
 অনুপম শ্যাম দেহ রূপিরে রক্তবর্ণ হইয়া বর্জনাভিন্ন পর্বতের
 ন্যায় বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে ! হা ! আমি ভাবিয়াছিলাম,
 অশ্রু ; কিন্তু এখন দেখিতেছি সত্য ; প্রভো ! রাম কি করিয়া
 তোমায় বিনাশ করিল । নাথ ! তুমি যমেরও বশ ছিলে ;
 তোমার কি করিয়া মৃত্যু হইল ! অহো ! আমার যে স্বামী
 ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য ভোগ করিতেন ; যাঁহার ভয়ে ত্রিলোক
 সংত্ৰস্ত হইয়াছিল ; যিনি সমস্ত লোকপালদিগকে জয় করিয়া-
 ছিলেন ; যিনি দেব মহেশ্বরকে উত্তোলন করিয়া নিক্ষেপ
 করিয়াছিলেন ; যিনি দৃষ্টজনের নিগ্রহ করিতেন ; যাঁহার
 পরাক্রম ত্রিভুবনেই প্রকাশ পাইয়াছিল ; যিনি ত্রিলোক উদ্-
 বেজিত করিয়াছিলেন , যাঁহার ভীমনাদে সর্ব্বপ্রাণীই মুচ্ছিত
 হইত ; যিনি শত্রুদিগের সমক্ষে বলদর্পে বিবিধ গর্কিত বাক্য
 উচ্চারণ করিতেন ; যিনি স্বীয় আশ্রিতবর্গ ও ভৃত্যদিগকে রক্ষা
 করিতেন ; যিনি ভীমকর্মা বীরদিগকে বিনাশ করিতেন ;
 যিনি যুদ্ধে নিবাতকবচদিগের নিগ্রহ করিয়াছিলেন ; যিনি কত
 শত যজ্ঞ ধ্বংস করিতেন ; যিনি আত্মীয়দিগের রক্ষা করিতেন ;
 যিনি দম্পত্য বাবস্থা উচ্ছেদ করিতেন ; যিনি যুদ্ধে বিবিধ মায়া
 প্রয়োগ করিতেন ; যিনি নানা স্থান হইতে দেবাসুরকামনৌ-
 দিগকে বল পুষ্টক হরণ করিয়া আনিতেন ; যিনি শত্রুর স্ত্রী-
 দিগকে শোক দান করিতেন ; যিনি নিজ সেনা রক্ষা করি-

তেন; যিনি লঙ্কার পালন ও রক্ষাকর্তা ছিলেন; যিনি কত শত ভয়ানক কার্য্য করিতেন; যিনি আমাদেরকে অশেষ কাম-ভোগ উপভোগ করাইতেন; যিনি সর্ব রথীর শিরোমণি ছিলেন; আজ আমার এতাদৃশ প্রভাবশালী সেই ভর্তাকে রাম নিপাতিত করিয়াছে, আমার প্রিয় বিচ্ছেদ হইয়াছে, দেখিয়াও আমি এখনও জীবন ধারণ করিতেছি! রাক্ষসরাজ! তুমি বিবিধ মহাঘা শযায় শয়ন করিতে, এক্ষণে কি করিয়া ধূলিধূস-রিত কলেবরে ভূমি শযায় শয়ন করিয়া প্রগাঢ় নিদ্রা ঘাইতেছ। হা! লক্ষ্মণ যে দিন যুদ্ধে আমার পুত্র ইন্দ্রজিৎকে বিনাশ করিয়াছিলেন; সেই দিনেই আমি গুরুতর আহত হইয়া-ছিলাম; আজ নিপাতিত হইলাম! বন্ধুজন সমস্তই বিনষ্ট হই-য়াছে; এক্ষণে তুমিও অনাথা করিয়া চলিলে; অতএব সমস্ত কামভোগে বঞ্চিত হইয়া আগায় চিরদিন শোক করিতে হইবে! রাজন! তুমি আজ সুদুর্গম দীর্ঘ পথের পুথিক হইলে, এই দুঃখার্ভা মন্দভাগিনীকেও লইয়া যাও, তোমার বিরহে আমি জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হইব না। আমি কাতর হইয়াছি, স্বামিন্! তুমি কি জন্য আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গমন করিতেছ! আর আমি শোকার্ভ ও বিসংজ্ঞ হইয়া বিলাপ করিতেছি, তুমি আমাকে সম্ভবণই বা করিতেছ না কেন? রাজন! আমি পাদচারে নগরদ্বার হইতে বহির্গত হইয়া আসিয়াছি এবং অবগুঠন উন্মোচন করিয়া অবস্থিতি করিতেছি, দেখিয়া তোমার ত ফ্রোণ হইতেছে না। চাহিয়া দেখ, তোমার প্রেয়সী মহিলা সকলেই লজ্জা ও অবগুঠন ত্যাগ করিয়া বহির্গত হইয়া আসিয়াছে; দেখিয়া তোমার কোপ হইতেছে না কেন? নাথ! তোমার এই ক্রীড়া-সহচরী অনাথা হইয়া বিলাপ করি-তেছে; ইহাকে আশ্বাস দান বা আদর করিতেছ না কেন? রাজন! তুমি যে অনেকানেক ধর্ম্মনিরতা গুরুভক্তস্বাতন্ত্র্যপরা কুলকামিনীদিগকে বিদবা করিয়াছলে, তাহাদিগের অভি-

দাপেই আজ তোমাকে মৃত্যুর বশবর্তী হইতে হইল। তুমি যে সকল মহিলাকে ধর্ষণ করিয়াছিলে, তাহারা যে অভিসম্পাত করিয়াছিল, আজ তাহাই হইল। রাজন্! সতীদিগের অশ্রুপাত কখনই নিষ্ফল হয় না, লোকে এই যে প্রবাদ আছে, আজ তোমার দ্বারাই তাহার সত্যতা প্রমাণিত হইল। আর, মহারাজ! তুমি স্বীয় তেজে ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে, বীর বলিয়া তোমার সংপূর্ণ অভিমান ছিল, তথাপি কি জন্যই বা নীচ চোরের ন্যায় অসাক্ষাতে নারী হরণ করিয়া আনিলে! তুমি যে মৃগচ্ছলে রামকে আশ্রম হইতে দূরীকরণ পূর্বক তাহার পত্নীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলে, তাহাতে তোমার নিবীৰ্যতা প্রকাশ পাইয়াছিল। তুমি কোথায়ও কোন যুদ্ধে কাতব্য প্রদর্শন করিয়াছ আমার ত স্মরণ হয় না। তবে যে এই কার্য্যে কাতর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার দুর্ভাগ্যের পরিণাম প্রকাশ পাইয়াছিল! মহাবাহো! আমার ভূতভবিষ্যক্ত, বর্তমানপণ্ডিত দেবর, মৈথিলীকে আনয়ন করিতে দেখিয়া চিন্তা পূর্বক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যে সত্য বাক্য বলিয়াছিলেন, এত দিনে প্রধান প্রধান রাক্ষসদিগের সেই বিনাশ উপস্থিত হইল! আহা! কামক্রোধনিবন্ধন এক জীলোকে প্রাক্ত হইয়া তুমি স্বয়ং যাহা ঘটাইয়াছ, এই সেই মূলঘাতক মহা অনর্থ। তুমিই সমুদায় রাক্ষসকুল অনাথ করিলে।

স্বামিন্! তুমি বল ও পৌরুষে যেরূপ ত্রিলোক বিখ্যাত ছিলে, তাহাতে তোমার জন্য শোক করিবার আমার কিছুই নাই। তবে আমি জীলোক বলিয়াই আমার চিত্ত কাতর হইতেছে। তুমি নিজের পাপ ও পুণ্য লইয়া স্বীয় গতি প্রাপ্ত হইলে! তাহাতে আমার বক্তব্য কি আছে! আমি তোমার পিরহে আপনার দশা ভাবিয়াই কাতর হইয়া শোক করিতেছি। মহারাজ! তুমি হিতৈষী সুহৃদ্রব্দের বাক্য শ্রবণ কর নাই।

তোমার ভ্রাতৃগণের হিতবাক্যও শ্রবণ কর নাই । বিভীষণ যে
 বুদ্ধিসদত অর্থযুক্ত নারায়ণগত শ্রেয়স্কর শুভ বাক্য বলিয়াছিল,
 তুমি তাহাও যুক্তযুক্ত বলিয়া গ্রাহ্য কর নাই । বীর্যশালিন্ !
 মারীচ, কুদ্ধকর্ণ এবং আমার পিতা যাহা বলিয়াছিলেন, তুমি
 তাহাও শ্রবণ কর নাই ; তাহারই এতাদৃশ ফল ফলিল । হে
 নীলজীমূতসঙ্কশ ! হে পীতাস্বরমারিন্ ! হে শুভাঙ্গদশোভিত !
 কিজন্য নিজ অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্লেপ করিয়া আছ ! আমি বিলাপ
 করিতেছি, তথাপি তুমি যেন প্রসঙ্গ হইয়াই আমাকে
 সম্ভাষণ করিতেছ না কেন ? যে মহাবীৰ্য্য সমরদক্ষ সুমালী
 কখনই রণস্থল হইতে পলায়ন করেন না, আমি সেই সুমালীর
 দৌণ্ডী ; তুমি আমার সহিত প্রত্যালাপ করিতেছ না কেন ?
 রাজন্ ! উঠ, উঠ, আর শয়ন করিয়া আছ কেন ? দেখ
 মহারাজ ! আজ এইমাত্র পরিভব হইয়াছে, আর অমনি সূর্য্য-
 রশ্মি নির্ভয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করিয়াছে । রাক্ষসনুধ ! তোমার
 যে সুবর্ণভূষিত ইন্দ্রধ্বজসমপ্রভ সূর্য্যকান্তি পরিঘ রণে বিবিধ
 অস্ত্রশস্ত্র প্রসব করিত এবং তুমি বাহ্যর সমস্ত সমাদর ও যদ্ধারা
 রণে শত্রুদিগকে সংহার করিতে, তোমার সেই পরিঘ বাণগণ
 দ্বারা ছিন্ন হইয়া সংস্রবা বিশীর্ণ হইয়াছে । তুমি কি কারণে
 প্রেয়সীর ন্যায় রণভূমিকে আলিঙ্গন করিয়া শয়ন করিয়া আছ ?
 আর অশিয়ার ন্যায় আমার সহিতও আলাপ করিতেই বা
 ইচ্ছা করিতেছ না কেন ? দিক্, আমার দিক্ ! আজ তোমার
 পরলোক গমনেও আমার হৃদয় শোকে নিপীড়িত হইয়া সহ-
 প্রদা বিদীর্ণ হইল না !

প্রণয়পরিক্লিষ্ট চিত্তে বাষ্পপর্য্যাকুল লোচনে ইত্যাদি প্রকার
 বিলাপ করিতে করিতে মন্দোদরী মুচ্ছিত হইয়া রাবণের
 বক্ষের উপরি পতিত হইলেন ; এবং সঙ্ক্যারাগরঞ্জিত মেঘবক্ষে
 সমুজ্জ্বল বিদ্যাজেথার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । তখন
 তাঁহার সপত্নীগণ নিভাস্ত কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে করিতে

ভাঁহান চেতনা সম্পাদন ও ভাঁহাকে উদ্ধাপন করাটয়া উপবেশন করাটিল ; এবং তিনি অতিশয় ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিলে, ভাঁহাকে কহিল, দেনি ! আপনি কি জানেন না যে লোকান্ত্রিত অস্থির, এবং রাজগণের লক্ষী চঞ্চলা ; পুণ্যক্ষয় হইলেই রাজ-লক্ষী নষ্ট হয় ?

তাহারা এত কথা কহিতে থাকিলে, মন্মোদরী মুখমণ্ডল-নিশ্রাবণী অশ্রুদ্বারা দ্বারা স্তনযুগল দিম্বাবিত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ।

এই সময় রামচন্দ্র বিভীষকে কহিলেন, ভ্রাতার সংকার ও স্ত্রীদিগকে মাখুনা কর । তখন দীমান্ বিভীষণ বুদ্ধি পূর্বক নিবেচনা করিয়া রামের মনোভ্রান্তি ধর্ম্মার্থযুক্ত হিতবাক্যে উত্তর করিলেন, ধর্ম্মভ্রাতাগী, ক্রুরস্বভাব, নৃশংস, মিথ্যাপরায়ণ, পরদারাপহারীর সংকার করা আমার কর্তব্য বোধ হয় না । সর্গভ্রাতাগীর অতিত মাদনে নিরত এই রাবণ আমার ভ্রাতৃরূপী শত্রু ছিলেন । অতএব গুরু সম্বন্ধে পূজ্যীয় হইলেও ইনি আমার নিকট পূজ্য প্রাপ্ত হইতে পারেন না । রাম । আপাততঃ পৃথিবীতে লোকে আনায় গিষ্ঠুর বলিবে সত্য, কিন্তু ইহার গুণগ্রাস শ্রবণ করিলে পর আবার সকলেই বলিবে, বিভীষণ উচিত কার্যই করিয়াছে ।

বাক্য নিপুণ দার্শনিকশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বাক্যান্বিত বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত পরম পরিভ্রষ্ট হইয়া ভাঁহাকে কহিলেন, ভূমি বাহা বলিলে সত্য, কিন্তু তোমার গিতদাদন করাও আমার কর্তব্য ; কারণ তোমার পাত বেষ্ট আগি জয়লাভ করিয়াছি । অতএব রাজসেশ্বর ! তোমার বাহা কর্তব্য আগাকে তাহা অবশ্যই উপদেশ করিতে হইবে । রাবণ অদার্শনিক ও মিথ্যাপরায়ণ ছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি তেজস্বী, বলবান্, এবং সংগ্রামে নিয়ত সাঙ্গী ছিলেন । শুনিতে পাই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ ইহাকে পরাজয় করিতে পারেন নাই । ইনি এতাদৃশ মহাত্মা ও বল-

সম্পন্ন ছিলেন, যে ত্রিলোক ইহাকে ভয় করিত । আর শক্রতা
মরণ পর্য্যন্ত ; আগাদিগের প্রয়োজন এক্ষণে সিদ্ধ হইয়াছে ;
অতএব এক্ষণে ইহার সংকার কর । ইনি তোমার যেমন প্রকার
পাত্র, আমারও তেমনি । হে মহাবাহো ! অবিলম্বেই ইহার যথা-
বিধি সংকার করা তোমার ধর্ম্মানুসারে কর্তব্য হইতেছে ; তাহা
হইলেই তুমি যশোলাভ করিবে ।

রামের বাক্য শ্রবণে বিভীষণ সত্ত্বর হইয়া নিহত জাতা রাম-
ের সংকারোচিত উদ্যোগ করিতে প্রারম্ভ হইলেন । রাক্ষসরাজ
বিভীষণ লঙ্কাপুরীতে প্রবেশ করিয়া সত্ত্বর তাঁহার ভবনীয় অগ্নি
প্রেরণ করিলেন । পরে বিবিধ শকট, দারুপাত্র, বিচিত্র অগ্নি
সকল ও বাজকদিগকে পাঠাইয়া দিলেন । এতদ্ভিন্ন চন্দন ও
অন্যান্যবিবিধ কাষ্ঠ, স্নগন্ধি অমৃত, নানা প্রকার গন্ধ দ্রব্য, এবং
বিবিধ মণিরত্নাদিও প্রেরণ করিলেন । মুহূর্ত্তমধ্যে এই সকল
প্রেরণ করিয়া, অবশেষে রাক্ষসগণে পরিদেষ্টিত হইয়া স্বয়ং আগ-
মন পূর্ব্বক মাল্যবান্ রাক্ষসের সহিত কর্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠান
করিলেন । রাক্ষসরাজ রামকে ক্ষৌম বাস পরিধান এবং
বিবিধ পত্রাকাণ্ডভূষিত বিবিধ কুম্ভমণ্ডিত দিব্য শিবিকায়
আরোহণ করাইয়া শিবিকা উত্তোলন ও কাষ্ঠাদি গ্রহণ পূর্ব্বক
বিভীষণকে অগ্রে করিয়া রাক্ষসদ্বিজগণ দক্ষিণ পথে শূশানা-
ভিমুখী হইল । ভিন্ন ভিন্ন অগ্নি সকল ঋত্বিক্গণ কতৃক স্থাপিত
ও স্ব স্ব আধার পাত্রে প্রদীপ্ত হইয়া অগ্রে অগ্রে নীত হইল ।
অন্তঃপুরচারিকাগণ সকলেই রোদন করিতে করিতে অসামর্থ্য
বশতঃ যেন লক্ষ প্রদান পূর্ব্বক সত্ত্বর অশ্রুগমন করিতে লাগিল ।

অনন্তর বিভীষণাদি সকলে রাক্ষসরাজ রামকে পবিত্র
স্থানে স্থাপন করিয়া বেদমার্গানুসারি ক্রিয়া সহকারে চন্দন ও
পদ্ম কাষ্ঠ এবং উশীর চন্দন দ্বারা চিত্তা নিৰ্ম্মাণ পূর্ব্বক কৃষ্ণসার-
চন্দ্রবিনিস্মিত আস্তরণ দ্বারা ঐ চিত্তা আবরণ করিলেন । তদ-
নন্তর রাক্ষসরাজের পিতৃমেধ ক্রিয়া সম্পাদন করিলেন ; দক্ষিণ

পূর্বভাগে বেদি নিৰ্মাণ পূর্বক উহার যথা স্থানে অগ্নি সকল
স্থাপন করিয়া রাবণের স্বকোপনি স্নাত্তদধিপূর্ণ স্রব নিষ্কেপ
করিলেন । তদনন্তর পাদদ্বয়ে শকট ও উরুযুগলের মদ্যে উলু-
খল নিষ্কেপ করিলেন । এইরূপে ক্রমে ক্রমে যথাস্থানে সমস্ত
দারুপাত্র, অরণি, উত্তরারণি ও চাতুৰ্ম্মাগ্য মুষল অৰ্পণ করিলেন ।
তাহার পর শাস্ত্রবিহিত ও কল্পসূত্রকারমর্ষিপ্রাদষ্টে বিধানানু-
সারে ঐ স্থানে মদ্য পশু বলিদান করিয়া রাক্ষসরাজের মুখে
স্নাত্ত সঞ্চিত বপা নিষ্কেপ করিলেন । পশ্চাৎ কাতরচিত্তে রাবণকে
বিবিধ গন্ধ মালা ও বস্ত্রাদি দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়া অস্ত্রপূর্ণ মুখে
উহার উপর লাক্ষবর্ষণ করিলেন । অবশেষে বিভীষণ যথা বিধি
অগ্নিদান করিলেন, এবং অগ্নিদানান্তে স্নান করিয়া আর্জবমনে
যথাবিহিত জলসঞ্চিতদর্ভ মিশ্রিত তিল তর্পণ করিলেন । তদন্তর
পুনঃ পুনঃ অনুনয় বিনয় পূর্বক অস্তঃপুরচারিণীদিগকে সাস্তুনা
করিয়া কহিলেন, তোমরা এক্ষণে গমন কর ।

অনন্তর স্রীগণ সকলেই নগরীমধ্যে প্রবিষ্ট হইল । তাহারা
পুরঃপ্রবিষ্ট হইলে পর রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণ, রামের নিকটে উপ-
স্থিত হইয়া বিনীত ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন । এদিকে শত্রু-
সংহার করিয়া রামচন্দ্রও সৈন্যগণ, স্ত্রীীব ও লক্ষ্মণের সহিত
পরমানন্দ লাভ করিলেন, পূর্বের রক্তকে বধ করিয়া পুরন্দর
ষেমন আনন্দিত হইয়াছিলেন ।

অনন্তর মথুরা শরাসন, ও ইন্দ্র প্রদত্ত মহাকবচ এবং রিপু-
নিপাত হেতু কোপও পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্র পুনঃসার
যৌগ্য মূর্ত্তিধারণ করিলেন ।

—:~:—

চতুর্দশাদিক শততম সর্গ ।

রাবণের বিনাশ দর্শন করিয়া দেব, গন্ধর্ক ও দানবগণ বিবিধ
আশ্চর্য্য কথা কহিতে কহিতে নিজ নিজ আলয়ে গমন করিলেন ।

সুচকর ভীষণ রাবণবধ, রামের পরাক্রম, বানরগণের যুদ্ধশক্তি, সুগ্রীবের মন্ত্রিতা, লক্ষ্মণ ও হনুমানের অনুরাগ ও বীৰ্য, সীতার পাতিব্রতা, এবং হনুমানের পরাক্রম সম্বন্ধে কথোপকথন করিতে করিতে মহাঅগণ হৃষ্টচিত্তে স্ব স্ব আবাসে প্রস্থান করিলেন।

এদিকে মহাবাহু রাঘব মাতুলির প্রতিপূজা করিয়া ইন্দ্র-প্রেরিত অগ্নিধাতু দিব্যরথ বিদায় করিলেন। রাঘবের আজ্ঞা পাইয়া ইন্দ্রনারাণি মাতুলি দিব্য রথ লইয়া স্বর্গে গমন করিলেন। দেবসারথিসত্তম মাতুলি স্বর্গে আরোহণ করিলে পর, রাঘব অতীব আনন্দিত হইয়া সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন লক্ষ্মণ তাঁহাকে অভিষাদন করিলেন; এবং সমস্ত বানরগণ তাঁহার পূজা করিল। অবশেষে তিনি সকলের সহিত সেনা-নিবেশে প্রত্যাগমন করিলেন।

অনন্তর ককুৎস্থানন্দন সমীপস্থিত সুমিত্রানন্দন বলবান্ শুভ-লক্ষণ লক্ষ্মণকে করিলেন, সৌম্য! বিভীষণ আমার অনুরক্ত ও ভক্ত, ইনি আমাদিগের উপকার করিয়াছেন; অতএব তাঁহাকে লক্ষ্য রাজ্যে অভিষেক কর। সৌম্য! আমার একান্ত ইচ্ছা যে রাঘবানুজ বিভীষণকে লক্ষ্যার সিংহাসনে অভিষিক্ত দর্শন করি।

মহাত্মা রাঘবের এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সৌমিত্রি যে আজ্ঞা বলিয়া নিরতি হৃষ্টচিত্তে সুদর্শ কলস সকল আনয়ন করাইলেন। এবং মনোবেগ মহাবল বানরদিগের হস্তে ঐ সকল কলস প্রদান করিয়া আজ্ঞা করিলেন, চতুঃসাগর হইতে জল আনয়ন কর। তখন ঐ সকল মনোবেগ বানরশ্রেষ্ঠগণ সত্তর গমন পূর্বক চতুঃসমুদ্র হইতে জল লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিল।

অনন্তর সৌমিত্রি একটী কলস গ্রহণ পূর্বক বিভীষণকে উৎকৃষ্ট আসনে উপবেশন করাইয়া ঐ কলস দ্বারা তাঁহাকে অভিষেক করিলেন। মহাত্মা লক্ষ্মণ রামের আজ্ঞাক্রমে মন্ত্রবিহিত বিধানানুসারে শুদ্ধাত্মা বিভীষণকে লক্ষ্যার রাক্ষসগণের রাজ্য

করিয়া অভিষেক করিলেন । বিভীষণের অমাত্য এবং ভাঁহার ভক্ত অন্যান্য রাক্ষসগণ তাহাতে পরম হর্ষিত হইল । তখন দেবর্ষি-গণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই অতীব হুগ্ধ হইয়া রামেরই স্তুত্ব করিতে লাগিল । রাক্ষসেন্দ্র বিভীষণকে লঙ্কারাজ্যে অভিষিক্ত দর্শন করিয়া রামচন্দ্র এবং লক্ষ্মণও পরম পরিতুষ্ট হইলেন । বিভীষণ রামপ্রদত্ত মহৎ রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া প্রজাবর্গকে সাস্থনা করত পশ্চাৎ রামের নিকট উপস্থিত হইলেন ।

অনন্তর পুরবাসী নিশাচরগণ আনন্দিতচিত্তে দধি, অক্ষত, ঘোদক, লাজ ও পুষ্প সকল আনয়ন করিয়া বিভীষণকে উপহার প্রদান করিল । বিভীষণ এই সকল মাদলিক দ্রব্য গ্রহণ করিয়া সমস্ত রাম ও লক্ষ্মণকে নিবেদন করিলেন । বিভীষণকে পূর্ণমনোরথ ও কৃতকাৰ্য্য দর্শন করিয়া রামচন্দ্র ভাঁহার মনস্তৃষ্টিজন্য সমস্ত গ্রহণ করিলেন ।

অনন্তর রাম রুত্নাঞ্জলিপুটে পার্শ্বে দণ্ডায়মান পর্কতপ্রমাণ বীর হনুমানকে কহিলেন, সৌম্য ! তুমি জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্বক এই মহারাজ সৌম্য বিভীষণের অনুমতি লইয়া লঙ্কানগরীতে গমন কর । হে বাগ্মিশ্রেষ্ঠ ! তুমি তথায় গমন করিয়া বৈদেহীকে আমার, সুগ্রীবের ও যোধগণের কুশলবার্তা এবং রামের নিধন সংবাদ দান কর । হরীশ্চর ! এই প্রিয় সংবাদ প্রদান করত বৈদেহীর সংবাদ লইয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে ।

পঞ্চদশাদিকশততম সর্গ ।

এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া পবননন্দন হনুমান লঙ্কানগরীতে প্রবেশ করিলেন ; রাক্ষসেরা ভাঁহার পূজা করিতে লাগিল । অনন্তর তাহার অনুমতি করিলে মারুতি বথান্যায়ে রুক্মবাটিকায় প্রবেশ করিলে, গীতা ভাঁহাকে চিনিতে পারিলেন । পবননন্দন

দেখিলেন, স্নানাদিসংস্কারবিহীনা সীতা রাক্ষসীগণে বেষ্টিতা হইয়া গ্রহণীড়িতা রোহিণীর ন্যায় নিরানন্দভাবে রক্তমূলে উপবেশন করিয়া আছেন। তখন তিনি নম্র, শিষ্টল ও প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার নিকটে গমন পূর্বক প্রণাম করিলেন। মহাবল হনুমান আগমন করিয়াছেন দেখিয়া তিনি ভূষীভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; তাঁহাকে দেখিয়া ও চিনিতে পারিয়া তিনি পরম আশ্চর্য্যম্বিত হইলেন। বানরোক্ত হনুমান তাঁহার প্রসন্ন মুখ দর্শন করিয়া রামের সমস্ত বাক্য বলিতে আরম্ভ করিলেন; হে বিদেহনন্দিনি! লক্ষ্মণ ও সুগ্রীব কুশলে আছেন; শত্রুজয় পূর্বক কৃতকার্য্য হইয়া রামচন্দ্র আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। দেবি! রাম, সুগ্রীব, বিভীষণ, লক্ষ্মণ এবং বানরসৈন্যের সাহায্যে রাবণকে বিনাশ করিয়াছেন। দেবি! আমি আপনাকে এই প্রিয় সংবাদ দান করিয়া পুনশ্চ পরিতুষ্ট করিতেছি। মৌভাগ্যবলেই আত্মনি জীবিত রহিয়াছেন। আপনি আমার নিকট জয় সংবাদ প্রত্যাগ করুন। দেবি! রামচন্দ্র প্রস্তুত চিত্তে আপনাকে বলিয়াছেন, যে ধর্ম্মজ্ঞে! আমি তোমার পাতিব্রত্যমাহাত্ম্যেই যুদ্ধে এক বিজয় লাভ করিয়াছি। গীতে! তুমি সুস্থ হও; শোক ত্যাগ পরিত্যাগ কর। শত্রু রাবণ নিহত ও লক্ষ্য অধিকৃত হইয়াছে। আমি তোমার উদ্ধারার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়া নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক বাহ্য সাধন করিতে নিয়ত যত্নবান হইয়াছিলাম, সাগরে সেতু বন্ধন করত এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইয়াছি। রাবণের অলয়ে রহিয়াছ বলিয়া এখন আর ভয় করিও না। লক্ষ্য-রাজ্য এক্ষণে বিভীষণকে অর্পণ করিয়াছি। অতএব ভয় পরিত্যাগ পূর্বক আশ্বস্ত হও; তুমি এখন নিজের গৃহেই বাস করিতেছ। আর বিভীষণও তোমার দর্শন জন্য সমুৎসুক হইয়া হৃষ্টচিত্তে সত্বরই গমন করিতেছেন।

চন্দ্রবদনা জানকী হনুমানের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া কোন

উত্তর করিতে পারিলেন না ; আনন্দে তাঁহার কণ্ঠরোধ হইয়া
আগিল। সীতা প্রত্যুত্তর না করিলে বানরধারীর হনুমান
তাঁহাকে কহিলেন, দেবি ! আপনি কি চিন্তা করিতেছেন ?
আমার বাক্যের উত্তর করিতেছেন না কেন ?

হনুমান এই কথা কহিলে পর, ধম্মপথবর্তিনী জানকী নিতান্ত
হৃষ্টচিত্তে বাস্পগদগদ স্বরে তাঁহাকে কহিলেন, হনুমন !
স্বামীর বিজয় সহকৃত শ্রিয়সংবাদ শ্রবণ করিয়া, উল্লাসে অংস
হইয়া ক্ষণ কালের জন্য আমার কথা কহিবার ক্ষমতা ছিল না।
প্লবঙ্গম ! তুমি আমায় যে সংবাদ দান করিলে, তাহার উপযুক্ত
পুরস্কার আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না। এই শ্রিয় সংবাদের
যথোপযুক্ত পুরস্কার দিতে পারি, পৃথিবীতে এমন কোন বস্তুই
দেখিতেছি না। ত্রিলোকের রাজত্ব বা ত্রিলোকের যাবতীয়
হিরণ্য, সুবর্ণ কি রত্ন, তোমার পুরস্কার সম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ
করিবারও উপযুক্ত নহে।

এই কথা শুনিয়া হনুমান আনন্দিত হৃদয়ে ক্রুতাজ্জলিপুটে
সীতার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে ভক্তহিতব্রতে !
হে বিজয়াকাঙ্ক্ষিণি ! হে অনিন্দিতে ! আপনি ভিন্ন কেহই
ঈদৃশ মিশ্র কথা কহিতে পারে না। দেবি ! আপনার এই
গারবৎ মিশ্র বাক্য অশেষ রত্নরাশি এবং স্বর্গের রাজত্ব হইতেও
ভিন্ন। বাস্তবিক আপনার এই বাক্য আমি স্বর্গের রাজ-
্যাদি সমস্ত তুল্য বস্তুই গ্রাহ্য হইয়াছি। এক্ষণে বাইয়া নিহত-
ক নিশ্চিন্ত বিজয়ী রামচন্দ্রকে দর্শন করিব।

পবননন্দনের এইবাক্য শ্রবণ করত জনকরাজতনয়া মৈথিলী
দপেক্ষাও সাধুবাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, হনুমন ! তুমি
ইহা এতাদৃশ সর্বলক্ষণসম্পন্ন সাধুর্যাগুণবিভূষিত এবং শুশ্রূষা
বণ গ্রহণ ধারণ উহা অপোহ অর্ধবিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান এই
ষ্টাদি সমস্ত বুদ্ধিসহকৃত বাক্য বলিতে অন্য কোন ব্যক্তিই
ক্ষম নহে। তুমি পবনদেবের প্রাণস্বামী পরম ধার্মিক পুত্র।

বল, শৌর্য, শিক্ষা, মানসিক বল, বিক্রম, অনুভূতম উদারতা, তেজ, ক্ষমা, ধৈর্য্য ও বিনয় এবং অন্যান্য শোভনীয় গুণগুণ সমগ্র একত্রে কেবল তোমাতেই বর্তমান আছে, সন্দেহ নাই।

তখন এতাদৃশ হাশংসাতেও অণুমান বিকৃত না হইয়া হুমুগান পুনর্বার আনন্দিত চিত্তে রুডার্ডালপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া সীতাকে উত্তর করিলেন, যদি আপনার অনুমতি হয়, তাহা হইলে আমি এই রাক্ষসীগণের সকলকেই বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি। ইহারা আপনাকে এতদিন বিবিধ রূপে পীড়ন করিয়াছে। আপনি পাতিব্রতা প্রতিপালন পূর্বক অশোক বনে অবস্থিতি করিয়া অনহা কষ্টে ভোগ করিতেছিলেন; এই সকল ঘোররূপা নির্ভূতাচার। অতি ক্রূরদর্শনা নিশাচরী আপনাকে নিয়ন্তৃত করিত। আমি দেখিয়া গিয়াছিলাম এই বিকৃত-বদনা রাক্ষসী সকল রাতের আজ্ঞামুগারে আপনাকে নিরন্তর বিবিধ কঠোর বাক্য বলিত। আমার ইচ্ছা শুইয়াছে, এই বিকৃতাকারা, বিকৃতবদনা, ক্রূরা, ক্রূরদর্শনা, ক্রুবকেশী রাক্ষসী-দিগের সকলকেই বিবিধ রূপে বধ করিব। আপনার অপ্রিয়-কারিণী পরমভাষিনী এই সকল নিশাচরীকে আমি মুষ্টি, চপেটাঘাত, এই প্রকাণ্ড বাণের হাহার, দারুণ জামুপ্রহার, দংশন, কর্ণনাশাচ্ছেদন ও কেশোৎপাটন ইত্যাদি প্রকার হাহার দ্বারা নিপাত্তন পূর্বক বিনাশ করিতে ইচ্ছা করি, আপনি আমার এই প্রার্থনা পূর্ণ করুন।

হুমুগানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দীনবৎসলা রূপালুহদয়া জানকী বিবেচনা পূর্বক ধর্ম্মসঙ্গত বাক্যে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, এই সকল রাক্ষসী পরের আজ্ঞামুগৃহীত দাসী; রাজসেবার বশীভূতা হইয়া পরের আজ্ঞাক্রমেই আমার অনিষ্টোৎপাদন করিয়াছিল, অতএব সুমন! ইহাদিগের উপর কে ক্রুদ্ধ হইতে পারে? ভাগ্যবৈষম্য দোষ এবং পূর্বকৃত দুষ্কৃতনিবন্ধনই আমি এই সমস্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইতেছি; নিজ কর্ম্মফলই ভোগ করি-

হেছি। মহাবাহো! তুমি একরূপ বলিও না; দৈবের তুর্কোথ গতিই এই; নিশ্চয় জাগিবে আমি দশাপরিণাম বশতই এই সমস্ত ভোগ করিতেছি। আমি রূপানিবন্ধন এই সকল রাক্ষসীর অপরাধ ক্ষমা করিতেছি। নিশাচর রাবণের আজ্ঞাতেই ইহারা আগাকে তর্জ্জন করিয়া আগিতেছে, এক্ষণে রাবণ মরিয়াছে, ইহারাও আর আগাকে তর্জ্জন করিবে না। হে পবননন্দন প্লবঙ্গম! ইতিহাসে এক ভল্লুক এক ব্যাঞ্ছের নিকট এদ্বিষয়ে যে একটী শ্লোক বলিয়াছিল, বলিতেছি শ্রবণ কর। পাপশীল এক ব্যক্তির অপরাধের জন্য, অন্য ব্যক্তি অপরাধী হয় না; সুতরাং সদাচার রক্ষা করা সাধুদিগের অবশ্য কর্তব্য; কারণ সদাচারই সাধুদিগের ভূষণ। অতএব হনুগন! শুভকারী ব্যক্তিদিগের ন্যায়, অনিষ্টকারী বদাই ব্যক্তিদেরও উপর দয়া করা সাধুদিগের কর্তব্য, অপরাধ না করে এমন ব্যক্তিই নাই। লোকের তিংসা করাই যে সকল ক্রুর পাপাত্মার ক্রৌড়া ও অইমোদ, তাহারা বিবিধ অপরাধ করিলেও, তাহাদিগের প্রত্যাপকার করিবে না।

অনিন্দিতা রামপত্নী গীতার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্পশুণ্ডিত হনুমান্ কহিলেন, দেবি! বুঝিলাস, আপনি রামচন্দ্রের সঙ্করুপগুণাবিত্তা ধর্মপত্নী; এক্ষণে অনুমতি করুন, রামের নিকট গমন করি।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জনকনন্দিনী গীতা কহিলেন, আমি ভক্তবৎসল ভক্তাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার এই কথা শ্রবণ করিয়া মারুতনন্দন মহামতি হনুমান্ জানকীর ষোড়শপাদন পূর্বক উত্তর করিলেন, পুরন্দরকে শচীর ন্যায়, আপনি এখনই নিহতশত্রু সিংহসহায় লক্ষ্মণ সহিত পূর্ণ চন্দ্রানন।মচন্দ্রকে দর্শন করিবেন।

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় ভ্রাজমানা জানকীকে এই কথা বলিয়া হনুমান্ রামচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিলেন। আগমন করিয়া রিপাবীর মারুতি, পুরন্দরপ্রতিম রামচন্দ্রকে, জানকী যাহা

যাহা বলিয়া দিয়াছেন, আনুপূর্ব্বিক সমুদায় নিবেদন করিলেন ।

—০ঃ০—

মোড়শাদিক শততম অধ্যায় ।

মহাপ্রাজ্ঞ হনুমান্ সৰ্বদনুর্দ্ধারিশ্রেষ্ঠ কমলগত্রাক্ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া নিবেদন করিলেন, যাহার জন্য এই সমস্ত উদ্যোগ এবং যাহা এই উদ্যোগের ফল, সেই শোকসন্তপ্তা জ্ঞানকীকে দর্শন করা আপনার কর্তব্য হইতেছে। শোকাবিষ্টা বাষ্পাবিললোচনা মৈথিলী বিজয় সংবাদ শ্রবণ করিয়া আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। পূর্ব্বপ্রত্যয় বশতঃ বিশ্বাস করিয়া তিনি বাষ্পাকুল লোচনে আমাকে বলিয়াছেন, ভর্ত্তাকে দেখিতে ইচ্ছা করি ।

হনুমানের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধাত্মিকশ্রেষ্ঠ রাঘব সহসা অশ্রুজলে ঈষৎ পারিক্লিষ্ট হইয়া চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, পরে সুদীর্ঘ উষা নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক ভূতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সমীপবর্তী মেঘসঙ্কল বিভীষণকে কহিলেন, সীতাকে অভ্যর্জ্ঞান এবং দিব্য অঙ্গরাগ ও বসন ভূষণে ভূষিত করাইয়া এই ক্ষণে আনয়ন কর ; বিলম্ব করিও না ।

রামের এই বাক্য শ্রবণ করত বিভীষণ সঙ্গর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া অগ্রে নিজ স্ত্রীদিগকে সীতার নিকট প্রেরণ করিলেন। পরে মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক বিনীত ভাবে স্বয়ং সমীপে উপস্থিত হইয়া রামকেশ্বর বিভীষণ সীতাকে কহিলেন, দেবি বৈদেহি ! আপনার মঙ্গল হউক, আপনি দিব্যাঙ্গরাগে চর্চ্চিতা হইয়া দিব্য বসনভূষণ পরিধান পূর্ব্বক শিবিকায় আরোহণ করুন, আপনার ভর্ত্তা আপনাকে দেখিতে অভিলাষী হইয়াছেন ।

এই কথা শুনিয়া বৈদেহী বিভীষণকে প্রত্যুত্তর করিলেন.

রাক্ষসেশ্বর ! আমি স্থান না করিয়াই ভীষ্মের সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছা করি। তাঁহার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বিভীষণ কহিলেন, আপনার ভ্রাতা বাহ্য আদেশ করিয়াছেন, তাহাই করা আপনার কর্তব্য হইতেছে। তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া পতিদেবতা জ্ঞানকী পতিভক্তির বাধ্য হইয়া উত্তর করিলেন, তাহাই কর্তব্য।

অনন্তর বিভীষণ বৈদেহীকে স্থান, অঙ্গরাগ, বিবিধ ভূষণ ও মহামূল্য দিব্যবসন পরিধান করাইয়া শিবিকায় করিয়া আনয়ন করিলেন, অনেক রাক্ষস রক্ষাশ্রুত্রে শিবিকা বেষ্টিত করিয়া আনিল। মহারাজ রান এখনও চিন্তায় নিমগ্নই ছিলেন ; বিভীষণ প্রাক্টেচিন্তে তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া প্রণাম পূর্বক নিবেদন করিলেন, জ্ঞানকী আগমন করিয়াছেন। দীর্ঘকাল রাক্ষসের গৃহে বাসানন্তর সীতা আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া শত্রুশূদন রামের অন্তঃকরণে যুগপৎ রোষ, হর্ষ এবং দয়া উপস্থিত হইল। তিনি শিবিকাস্থিতা জ্ঞানকীর বিষয় চিন্তা করিতে করিতে নিরানন্দভাবে বিভীষণকে কহিলেন, নিত্যমদ্বিজয়ানরত যৌম্য রাক্ষসেশ্বর ! জ্ঞানকী মহার আমায় সন্নিকটে আগমন করুন !

রামের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মজ্ঞ বিভীষণ মহার হইয়া তত্রস্থ ব্যক্তিবর্গকে দূরীকৃত করাইতে লাগিলেন। কথক ও উষীষধারী প্ররুষণণ বেত্র ও বাকীর সঙ্গে লইয়া জনতা দূরীকরণ করত এই স্থানের সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। বানর, ঋক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই তাড়িত হইয়া দূরে গমন করিতে লাগিল। এই সময় তাহাদিগের কোলাহলে বায়ুবিলাড়িত সাগরের ন্যায় এক তুমুল কলরব উঠিল।

চারিদিকে বানরাদি সকলেই তাড়্যমান হইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া রাম দাক্ষিণ্যবশতঃ ক্রুদ্ধ হইয়া বিভীষণকে নিবারণ করিলেন। এবং দৃষ্টিবিক্ষেপ দ্বারা যেন দক্ষ

করিতে করিতে ক্রোধভরে তিরস্কার করিয়া মহাপ্রাজ্ঞ বিভী-
ষণকে কহিলেন, তুমি এই সকল ব্যক্তিকে ক্লেশ দান করিয়া
আমার অবমাননা করিতেছ কেন ? এখনই ইহাদিগের উদ্বেগ
শাস্ত কর ; ইহারা আমার স্বজন । গৃহ, কি বস্ত্র, কি প্রাচীর,
কি তিরস্করণী কিম্বা ঈদৃশ জনতাদবীকরণাদি রূপ সম্মাননা
কিছুই জ্ঞাদিগের আবরণ নহে ; সচরিত্রই জ্ঞীলোকের প্রকৃত
আবরণ । আর বিপত্তিকাল, কষ্ট, যুদ্ধস্থল, স্রয়স্রব, যজ্ঞ ও বিবাহ-
কালে জ্ঞীলোকের দর্শনে দোষ হয় না । গীতাও এক্ষণে বিপ-
দগতা ও মহাকষ্টে পতিতা হইয়াছেন ; অতএব এক্ষণে ইহার
দর্শনে দোষ নাই, বিশেষতঃ আমার সমক্ষে । গীতা শিখিকা
পরিভ্রমণ করিয়া স্বচ্ছন্দে পাদচ্যুত হইয়া আমার নিকট আগমন
করুন । এই সকল বানরগণ আমার সমীপে গীতাকে দর্শন
করুক । রামের এই বাক্য শ্রবণ করত বিভীষণ চিন্তাশ্রিতচিত্তে
বিনীতভাবে গীতাকে রামের সম্মুখে আনয়ন করিলেন ।

এদিকে লক্ষ্মণ সুগ্রীব ও অনুমান রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া
নিভাস্ত উদ্বিগ্ন হইলেন । তাঁহারা দেখিলেন, স্ত্রীর প্রতি তাঁহার
সমাদর নাই । বিবিধ আকারেদিত দ্বারা তাঁহারা বুঝিতে পারি-
লেন, গীতার প্রতি তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছেন । ইতিমধ্যেই
জানকী লজ্জায় যেন স্থায়ী গাত্রমধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া বিভীষণের
পশ্চাৎ পশ্চাৎ উপস্থিত হইলেন । জনতাসমীপে ভদ্রার সন্নিকটে
উপস্থিত হইয়া লজ্জায় বস্ত্র দ্বারা মুখাবরণ করিয়া আৰ্য্যপ্রভ
বলিয়া রেদিন করিতে লাগিলেন । পতি অপেক্ষাও সুন্দরমুখী
পতিদেবতা জানকী বিস্ময়, হর্ষ ও শয়বশতঃ পতির সুন্দরমুখ
দর্শন করিতে লাগিলেন ।

কান্তের পূর্ণচন্দ্র সদৃশ কমণীয় মুখমণ্ডল অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ
করিয়া অবশেষে মৈথিলীর মনোব্যথা দূর হইল, তখন তাঁহার
মুখমণ্ডল বিমল শশাঙ্কের ন্যায় শোভা ধারণ করিল ।

চপ্তদশাদিকশততম অধ্যায় ।

জানকী বিনীতভাবে পার্শ্ব দণ্ডায়মান রহিয়াছেন দর্শন করিয়া রাম মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ভদ্রে ! রণস্থলে শত্রুকে বিনাশ করিয়া এই তোমার উদ্ধার করিলাম ।, পৌরুষ থাকিলে যাহা করিতে হয়, তাহাই করিলাম । ক্রোধের পার পাইলাম, অপবাদ নিবন্ধন কলঙ্ক মার্জনা করিলাম ; অপমান ও শত্রু উভয়ই এককালে নাশ করিলাম । আজ আমার পৌরুষ প্রকাশ পাইল ; আজ আমার পরিশ্রম সফল হইল । আজ আমি প্রতিজ্ঞা উত্তীর্ণ হইলাম, আজ আমি আপনি আপনায় হইলাম । আমি সন্নিকটে না থাকায়, চপলচিত্ত রাক্ষণ যে তোমায় হরণ করিয়াছিল, সে দৈবের দোষ, আমি মানুষ হইয়া আজ সেই দৈবকে পরাজয় করিলাম । যে পৌরুষশালী ব্যক্তি অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া তাহা মার্জন না করে, তাহার পৌরুষে প্রয়োজন কি ? সে মগ্ন হইলেও, তাহাকে ক্ষুদ্রচেতা বলা যায় । হনুমানের সাগর লঙ্ঘন ও লক্ষা বিমর্দন রূপ প্রশংসনীয় কার্য্য আজ সফল হইল । আজ স্মর্য্যব যে যুদ্ধবিক্রম, মত্তগা এবং সন্মৈন্যে পরিশ্রম করিয়া ছিলেন, তাহাও সফল হইল । বিনি বীর ভ্রাতাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় আমার পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন, আজ সেই বিভীষণেরও পরিশ্রম সফল হইল ।

রামচন্দ্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া গীতা অশ্রুজলে প্রাবিত হইয়া মুগীর ন্যায় বিদ্রুতলোচনে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন । সমীপবর্ত্তিনী থেয়সীকে পুনঃ পুনঃ নিরীক্ষণ করিয়া রামেরও মন দ্বিধা বিভক্ত হইল । পরে লোকাপবাদ ভাবনা করিয়া প্রভুত্বত্যাগিত্ত্ব প্রজ্জ্বলিত পাবকের ন্যায় পুনরীর ক্রোধ হৃদয় পাইয়া উঠিল । তিনি লগাটে লুকুটীবন্ধন করিয়া বক্রভাবে

দৃষ্টিনিষ্ফেপ পূর্বক বানর ও রাক্ষসগণের সমক্ষে মর্কটসুন্দরী
জানকীকে কহিলেন, তপঃসিদ্ধচেতা অগস্ত্য মুনি যেমন জীব-
লোকের দুষ্পুণ্য দক্ষিণ দিক জয় করিয়াছিলেন, আমি তেমনি
তোমাকে উদ্ধার করিয়াছি ; অবমাননা প্রাপ্ত হইয়া মানুষের
যাগ কর্তব্য তাহাই করিয়াছি ; কোন কামনা করিয়া করি
নাই । ভদ্রে ! তোমার মঙ্গল হইক, তুমি জানিবে আমি যে
জন্য বন্ধু বান্ধবের সাহায্যে দারুণ রণ পরিশ্রম করিয়াছি, তাহা
তোমার জন্য করি নাই । আমি নিজ প্রাণাত বংশের মর্যাদা
রক্ষা ও অপবাদ নিবারণ এবং নিজের কলঙ্ক মার্জনই করিয়াছি ।
তোমার চরিত্রে সন্দেহ জন্মিয়াছে ; সুতরাং তুমি আমার
মশ্মুখে অবস্থিতি করিয়া, নেত্ররোগীর সমক্ষে দীপশিখার ন্যায়
আমাকে অত্যন্ত যাতনা দান করিতেছ । অতএব জানকি !
আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি দশ দিকের যেখানে ইচ্ছা হয়
সেই দিকেই গমন কর । ভদ্রে ! তোমায় আমার প্রয়োজন
নাই । যে স্ত্রী পরগৃহে অধিক দিন বাস করিয়াছে, কোন
তেজস্বী পুরুষ, ভাল বাঁস বলিয়া শোভ বশতঃ সেই স্ত্রীকে প্রস-
ন্নার গ্রহণ করিতে পারে ! তুমি রাবণের অঙ্গে নিষ্পিষ্ট হই-
য়াছ এবং রাবণ দূষিত কামচক্ষে তোমায় নিরীক্ষণ করিয়াছে,
অতএব আমি কিপ্রকারে তোমায় গ্রহণ করিয়া নিজ বিখ্যাত
বিশুদ্ধ বংশকে কলঙ্কিত করিতে পারি । যে অভিপ্রায়ে আমি
তোমায় উদ্ধার করিয়াছি, সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হইয়াছে ; এক্ষণে
তুমি এস্থান হইতে যেখানে ইচ্ছা গমন কর ; আমি কর্তব্য স্থির
করিয়াই তোমাকে এই কথা বলিলাম । যদি তোমার অভিরাচি
হয়, লক্ষণ, ভরত বা শত্রুঘ্নের নিকটে গুণ থাকিতে পার । অথবা
গীতে ! সুগ্রীব কি বিভীষিকাকেও আশ্রয় করিতে পার । কিথা
যেখানে নিজের সুখবোধ হয় সেই স্থানেই গমন কর । তুমি
রাবণের গৃহে অনেক দিন বাস করিয়াছ, তাহাতে আবার
তোমার রূপ অণৌকিক । গীতে ! তোমার রূপ দেখিয়া এবং

ঈদৃশ স্মৃযোগ পাইয়াও নাবণ যে নিশ্চিত ছিল ও মহা করিয়াছে, ইহা কখনই সম্ভব হয় না ।

যিনি শ্রায়বাক্য শ্রবণ করিবারই পাভ্রী, অভিমানিনী সেই জানকী হায়ের মুখে এতাদৃশ আশ্রয়বাক্য শ্রবণ করিয়া গজেন্দ্র-শুণ্ডপ্রতা লতার ন্যায় কম্পাঙ্কিত কলেবরে হাভুত বাষ্পবারি পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন ।

— :: —

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ ।

রাম ক্রুদ্ধ হইয়া এতাদৃশ দারুণ বাক্য বলিলেন অনিয়া গীতা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন । মহতী জনতা সমীপে স্বামীর সেই নিদারুণ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী লজ্জায় অবনত হইয়া যেন নিজ গাত্রমধ্যে হাবিষ্ট হইলেন । ঐ সকল বাক্যবাহে বিদ্ধ হইয়া যেন শল্যবিক্রেত ন্যায় তাঁহার যাতনা বোধ হইতে লাগিল । অনন্তর অশ্রুসিক্ত মুখমণ্ডল মাজ্জনা করিয়া গদগদ বাক্যে অগ্নে অগ্নে ভক্তাকে কহিলেন, বীর ! ইতর ব্যক্তি যেমন ইতর জীক, আপনি তেমনি আমাকে ঈদৃশ কর্ণভেদী নিদারুণ অনুচিত বাক্য বলিতেছেন কেন ? মহাবাহো ! আপনি যেকণ মনে করিতেছেন, আমি সেরূপ নহি । আমি নিজ সচ্চরিত্রের দিয়া করিয়া বলিতেছি, আপনি আমাকে বিশ্বাস করুন । ইতর জীলোকের আচরণ দেখিয়া আপনি জীজ্ঞাসিতকেই অবিশ্বাস কবিত্তেছেন । কিন্তু আপনি যদি এণ্যাস্ত আমাকে পরীক্ষা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার প্রতি আশঙ্কা পরিত্যাগ করুন । হাভো ! আমি পরাদীন হইয়াই গাত্রস্পর্শজনিত দোষে দূষিত হইয়াছি ; নিজের ইচ্ছায় পরের গাত্র স্পর্শ করি নাই ; অতএব সে বিষয়ে দৈবেরই দোষ । বাহা আমার নিজের আয়তাদীন, আমার সেই চিত্ত চিরকাল আপনাত্তে অনুরক্ত

রহিয়াছে । কিন্তু আমার দেহ পরাধীন ; অতএব তাহার উপর আমার কোন প্রভুত্বাই নাই । মানদ ! আমাদিগের অনুরাগ পরস্পরের উপর পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে এবং আমরা বহুকাল এক সঙ্গে যাপন করিয়াছি, তাহাতেও যখন আপনি আমাকে বুকিতে পারেন নাই, তখন ইহকালের জন্য আর আমার আশাই নাই । বীর ! আপনি যখন আমার অনুগতান জন্য হনুমানকে প্রেরণ করিয়াছিলেন, আমি ত তখনও এই লক্ষ্যে অবস্থিতি করিতেছিলাম, তবে আপনি আমায় তখনই পরিত্যাগ করেন নাই কেন ? আপনি যদি তৎকালে হনুমানকে এই কথা বলিয়া দিতেন, বীর ! তাহা হইলে আমি তখনই জীবন ত্যাগ করিতাম । আপনাকেও অনর্থক প্রাণসংকট স্বীকার পূর্বক সুহৃজ্ঞানকে ক্লেশ দান করিয়া ঈদৃশ যুদ্ধশ্রম করিতে হইত না । কি আশ্চর্য্য ! হে রাজশাদূল ! আপনি কেবল ক্রোধেরই বশ-বস্তী হইয়া ক্ষুদ্র ব্যক্তির ন্যায়, জ্ঞাতিতা ভিন্ন কিছুই বিবেচনা করিলেন না । আপনি একবারও ভাবিলেন না যে আমি নামে জনকের কন্যা কিন্তু বাস্তবিক আমি ভূখণ্ড হইতে উৎপন্ন হইয়াছি । হে চরিত্রজ্ঞ ! আপনি আমার চরিত্র বা স্বভাব বিবেচনা করিলেন না । আপনি বাল্যকালে আমার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও একবার ভাবিলেন না ! আমার ভক্তি ও শীলতা সমস্তই পশ্চাৎ করিলেন ।

ক্রন্দন করিতে করিতে বাষ্পাদ্গদ স্বরে এইরূপ কহিয়া জ্ঞানকী অবশেষে কাতরচিত্ত লক্ষ্মণকে কহিলেন, মৌমিত্রে ! আমার জন্য চিন্তা প্রস্তুত করিয়া দাও । চিন্তাই এই উপস্থিত বিপত্তির ঔষধ । আমি মিনা । অপবাদে কলঙ্কিত হইয়াছি, অতএব আর জীবিত থাকিতে চাচ্ছা করি না । আমার গুণে অবিশ্বাস করিয়া আমার স্বামী আমাকে পরিত্যাগ করিলেন ; অতএব আমি অগ্নিতে প্রবেশ করিব ; ইহাই এক্ষণে আমার উচিত আশ্রয় ।

বৈদেহীর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রনিহুদন বীর্যবান লক্ষ্মণ ক্রুদ্ধ হইয়া রামের মুখের প্রতি দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিলেন ; আকা-
রেশিত দ্বারা রামের মনোগত অভিধায় বুদ্ধিতে পারিয়া তাঁহার
অভিমতিক্রমেই চিন্তা প্রস্তুত করিলেন । তৎকালে কোন স্মরুদ্
ব্যক্তিই কালাস্তক্যমগদশ রামকে অনুনয়, বিনয় বা তাঁহার
সহিত কথা, কি তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিষ্ক্ষেপ করিতেও সাহসী
হইল না ।

অনন্তর জানকী অপোমুখে অবস্থিত রামচন্দ্রকে প্রদক্ষিণ
করিয়া প্রদীপ্ত ভ্রাতাশনের নিকট গমন করিলেন । এবং ভ্রাতা-
শনের সমীপবর্ত্তিনী হইয়া, দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম
করিয়া ক্রতঃপ্রলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমার হৃদয় কখনই
রাঘবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গমন করে না । ইহাই প্রমাণ
করিবার জন্য লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে অক্ষুণ্ণ ও অবিকৃত
ভাবে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করুন । কাষা, মন, বা বাক্য দ্বারা
আমি কখনই সৰ্ব্বধন্যজ্ঞ রাঘব ভিন্ন অন্যের সংসর্গ করি নাই ;
ইহাই প্রমাণ করিবার জন্য অগ্নি আমাকে সৰ্ব্বথা রক্ষা করুন ।
রাঘব যেন জানিতে পারেন, আমার চরিত্রে কোন দোষ নাই,
এইজন্য লোকসাক্ষী অগ্নি আমাকে সৰ্ব্বথা রক্ষা করুন ।

এই কথা বলিয়া, মৈথিলী নিঃশব্দ চিত্তে প্রদীপ্ত পাবক প্রদ-
ক্ষিণ পূৰ্ণক উহাতে প্রবেশ করিলেন । সমবেত মহতী জনতার
আবল রুদ্ধসকলেই দর্শন করিল, জানকী প্রাজ্বলিত ভ্রাতাশন মধ্যে
প্রবিষ্ট হইলেন । প্রাপ্ত নূতন কাঞ্চনের ন্যায় সমুজ্জ্বলকান্তি
তপ্তকাঞ্চনভূষিতা মৈথিলী সঙ্গলোকের সমক্ষে প্রাজ্বলিত
পাবকে প্রবেশ করিলেন । সকল প্রাণীই দেখিতে পাইল, বিশা-
লাক্ষী জনকভগ্নয়া স্মরণবেদিকার ন্যায় অগ্নিতে প্রবেশ করি-
লেন । ত্রিলোকস্থ সকলেই দর্শন করিল, মহাভাগা গীতা পূর্ণ
যতাহতির ন্যায় ভ্রাতাশন মধ্যে পতিতা হইলেন । যক্ষস্থলে
মদ্রপুত্র বসুধারার ন্যায় জানকী পাবক মধ্যে পতিতা হইলেন,

দর্শন করিয়া জীলোকেরা সকলেই চীৎকার করিয়া উঠিল। দেব-
গন্ধর্ব্ব ও দানব প্রভৃতি ত্রিলোকের সকলেই দেখিতে পাইল,
মৈথিলী অভিশাপ হেতু মর্ত্যলোকে নিপতিত দেবতার ন্যায়
অগ্নিমধ্যে পতিতা হইলেন।

এইরূপে গীতা অগ্নিমধ্যে প্রবেশ করিলে পর রাক্ষস ও
বানরগণ আশ্চর্য্যাব্বিত হইয়া সকলেই উচ্চৈঃস্বরে হা হা করিতে
লাগিল।

— (:) —

উনবিংশাদিক শততম সর্গ ।

বানর ও রাক্ষসগণের ঐদৃশ কলরব শ্রবণ করত দম্ভাজ্ঞা রাম-
চন্দ্র বাম্পাকুললোচনে চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন। এই সময় যক্ষরাজ
কুবের, পিতৃগণসমভিব্যাহারী দম্ভরাজ যম, সহস্র-লোচন দেব-
রাজ ইন্দ্র, জলাধিপতি বরুণ, ভগবান্ ব্রহ্মকেশন ত্রিলোচন মহা-
দেব, এবং সর্গলোকসৃষ্টিকর্তা, সর্গবেদবিৎশ্রেষ্ঠ ভগবান্ ব্রহ্মা,
ইহারা সকলে সূর্য্যাসন্ধ্যা স্ব স্ব বিমানে আরোহণ করত লক্ষ্য
আগমন পূর্ব্বক রামের নিকট উপস্থিত হইলেন। এবং আভরণ-
ভূষিত বিপুল বাহু সকল উত্তোলন করিয়া দেবশ্রেষ্ঠগণ কৃতাজ্ঞা-
পুটে দণ্ডায়মান রামকে কহিলেন, তুমি সর্গলোকের কর্তা ও
শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানীদিগের সর্গপ্রদান হইয়াও গীতাকে অগ্নি প্রবেশ
হইতে নিষেধ করিলে না কেন? তুমি কি জানিতেছ না যে, তুমি
দেবগণের শ্রেষ্ঠ? তুমি পূর্ব্বকল্পে বসুদিগের রাজ্যপতি ঋতুধান
নামে বসু ছিলে। তুমি ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্তা এবং স্বতঃ শক্তি-
মান। তুমি রুদ্রগণের অষ্টম রুদ্র মহাদেব, এবং সাদ্যগণের
পঞ্চম সাদ্য বীর্য্যবান্। অশ্বিনীকুমারদ্বয় তোমার দুই কর্ণ এবং
চন্দ্র ও সূর্য্য তোমার দুই চক্ষু। তে পরম্পর! তুমিই সৃষ্টির
আদিতে ও অন্তে দৃষ্ট হইয়া থাক। তবে সামান্য মানুষের
ন্যায় বৈদেহীকে উপেক্ষা করিতেছ কেন?

ধার্মিকশ্রেষ্ঠ লোকাধিপতি রঘুনন্দন রামচন্দ্র লোকপাল-
দিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া ঐ সকল দেবশ্রেষ্ঠকে কহিলেন,
আমি ত জানি, আমি মানুষ ; রাজা দশরথের পুত্র । যাহা হউক,
আমি যে, এবং যে কার্যের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছি, ভগবান্ ব্রহ্মা
আমাকে তাহা বিশেষ করিয়া বলুন ।

কাকুৎস্থ এই কথা বলিলে পর ব্রহ্মবিশ্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মা উত্তর করি-
লেন, হে অবিত্রতপরাক্রমশালিন্ ! আমার নিকট প্রকৃত কথা
শ্রবণ কর । তুমি স্বর্ষ্যচক্রমদামর মর্দেধর লক্ষ্মীপতি দেব নারা-
য়ণ । তুমি একদন্ত আদিবরাহ ; তুমি ত্রিকালবিজয়ী । রাঘব !
আদিতে মদ্যে ও অস্ত্রে যে সত্যস্বরূপ অক্ষয় ব্রহ্ম বিদ্যমান
থাকেন, তুমি সেই ব্রহ্ম । তুমি লোকের গতিস্বরূপ ধর্ম ; তুমি
মর্দনিস্তা ; তুমি চতুর্ভুজ ; তুমি শাক্ষধন্বা ; তুমি হ্রষীকেশ ;
তুমি পূর্ণ ; তুমি পরমোত্তম ; তুমি পদ্মনাভ খড়্গধারী মর্দ-
ব্যাপক বিষ্ণু ; তুমি ক্রমবর্ণ ; তুমি মহাবল ; তুমি সেনানী ;
তুমি মন ; তুমি সত্য ; তুমি বুদ্ধি ; তুমি জগা ; তুমি দম ;
তুমি উৎপত্তিস্থান , তুমি প্রলয়স্থান ; তুমি মধুসূদন ; তুমি
উপেন্দ্র । তুমি সৃষ্টিকর্তা মহেন্দ্র । তুমি পদ্মনাভ ; তুমি রণে
শক্রদিগের নাশকর্তা । তুমি শরণ্য ; দিবিস্থিত মহাবিগণ
তোমাকেই শরণ বলিয়া থাকেন । তুমি মহত্মশীর্ষ বেদময়,
তুমি শতশীর্ষ শ্রেষ্ঠতম শিশুমার প্রজাপতি । তুমি ত্রিলোকের
আদিকর্তা স্বয়ং প্রভু । তুমি সিদ্ধ ও সাধ্যগণের আশ্রয় ; তুমি
সকলের পূর্নজ , তুমি মজ্জ ; তুমি বমট্কার ; তুমি ওকার ;
তুমি পরাংপর ; তোমার উৎপত্তি বা নাশ কেহই জ্ঞাত নহে ;
তুমি যে কে তাহাও কেহই জানে না । তুমি মর্দন্থাণী, ব্রাহ্মণ
জাতি, গোজাতি, এবং দশ দিক্, আকাশ, পর্কত ও নদী সকলে
দৃষ্ট হইয়া থাক । তুমি মহত্মপাদ, মহত্মশীর্ষ ও মহত্মলোচন ।
তুমি মর্দন্থাণী এবং পর্কত সহিত পৃথিবী ধারণ করিতেছ ।
পৃথিবীর অভ্যন্তরে সলিলমধ্যে তুমি মহাসর্পরূপে দৃষ্ট হইয়া

থাক। রাম! তুমি দেব, দানব ও গন্ধর্বাদি ত্রিলোক ধারণ করিতেছ। রাঘব! আমি তোমার হৃদয়; দেবী সরস্বতী তোমার জিহ্বা, এবং মন্ত্রম্ভিত দেবতা সকল তোমার গাত্রেয় লোম। রাত্রি তোমার নিমেষ, দিবস তোমার উন্মেষ; বেদ সকল তোমার ঐশ্বর্যনিবৃত্তিবোধক সংস্কার; তোমা ভিন্ন জগৎ প্রাপ্ত্য নাই। জগৎসংসার তোমার শরীর; বসুধা তোমার ধৈর্য্য; অগ্নিতোমার কোপ; চন্দ্র সূর্য্য তোমার হাসমতা; তুমি শ্রীবৎসলক্ষণ; তুমি পূর্বে স্বীয় ত্রিবিক্রম দ্বারা ত্রিলোক আক্রমণ করিয়াছিলে। তুমি নিদারুণ বলিকে বদ্ধ করিয়া ইন্দ্রকে রাজা করিয়াছিলে; জীতা লক্ষ্মী, আর তুমি ক্রয়বর্ণ প্রজাপতি দেব বিষ্ণু। তুমি রাবণের বিনাশ জন্য মানুষ্য বিগ্রহ ধারণ করিয়াছ। হে সর্কদর্ম্মপ্রাপ্তপাতক! তুমি এক্ষণে আমাদিগের সেই উদ্দিষ্ট কার্য্য সাধন করিলে। রাম! এক্ষণে রাবণ নিহত হইয়াছে, অতএব জুষ্ট হইয়া স্বর্গে আরোহণ কর। দেব! তোমার বার্য্য অমোঘ; তোমার পরাক্রম কখনই ব্যর্থ হয় না। রাম! তোমার দর্শন, এবং তোমার স্তবও কখনও নিষ্ফল হয় না। পৃথিবীতে যে সকল লোক তোমাতে ভক্তিমান হইবে, তাহারা নিষ্ফল হইবে না। তুমি পুরাণ পুরুষোত্তম; যাহারা অকপটচিত্তে তোমাতে ভক্তিমান হইবে, তাহারা ইহ ও পরলোকে সকল অভিলষিতই প্রাপ্ত হইবে।

যে সকল ব্যক্তি এই বেদোক্ত সত্ব ও নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মবিদ্যাশ্রমশাসক পুরাণতত্ত্বপ্রতিপাদক দিব্য স্তব কীর্ত্তন করিবে, কি ইহলোক কি পরলোক, তাহারা কোথ'ও পরাভব প্রাপ্ত হইবে না।

‘বিংশাদিক শততম সর্গ।

ব্রহ্মার মুখোচ্চারিত এই শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া অগ্নিদেব গীতাকে কোড়ে লইয়া উখিত হইলেন। ক্রশানু মূর্ত্তিমান হইয়া

চিত্তা অপসারণ পূর্বক জনকাভ্রজা বৈদেহীকে লইয়া সমুদ্র উপকূলে গেলেন, এবং ক্রোড়ে করিয়া সেই আদিত্যবর্ণা তপ্তকাঞ্চন-ভূষণা রক্তাশ্রধারিণী আকৃষ্টকৃষ্ণকেশী অম্লানমালাভরণ-ধারিণী বালা বৈদেহীকে রামচন্দ্রকে সমর্পণ করিলেন । এই রূপে সীতাকে সমর্পণ করিয়া ত্রিলোকসাক্ষী ভগবান্ হবানাহন রাঘবকে কহিলেন, রাম ! এই তোমার জ্ঞানকী ; ইহার অস্তঃ-করণে কোন পাপই নাই । এই শুভা সুশীলা জ্ঞানকী বাক্য, মন, বুদ্ধি ও চক্ষু দ্বারা কখনই সজ্জরিত্র তোমা ভিন্ন অন্যের প্রতি আসক্ত হন নাট । নির্জ্ঞান বনমধ্যে তুমি ইহার নিকটে ছিলে না, ইহার কোন উপায় এবং সামর্থ্যই ছিল না, সুতরাং, বন্দর্পিত রাবণ বনপূর্বক ইহাকে হরণ করিয়া আনিয়াছিল । আর ইনি অস্তঃ-পুর মধ্যে গুপ্ত স্থানে স্থাপিতা হইয়াছিলেন ; ভীষণ রাক্ষসী সকল নিয়ত ইহার প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, ইহার চিত্তও তোমা-তেই একান্ত আসক্ত ছিল, সুতরাং তুমি ভিন্ন ইনি আর কাহা-কেও আশ্রয় করেন নাট । ইহাকে অনেক তর্জ্জন এবং বিবিধ লোভ প্রদর্শন করা হইয়াছিল, কিন্তু ইনি নিছুতেই রাবণকে গ্রাহ্যও করেন নাট ; কারণ ইহার অন্তরাভা তোমাতেই একান্ত আসক্ত । ইহার অস্তঃকরণ বিশুদ্ধ সুতরাং ইনি নিষ্পাপা, অতএব তুমি ইহাকে গ্রহণ কর ; আর দ্বিরুক্তি করিও না ; আমি তোমায় আজ্ঞা করিতেছি ।

অগ্নিদেবের এই বাক্য শ্রবণ করত বাগ্বিশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা রাম-চন্দ্র প্রীতচিত্তে হর্ষবাকুলিত লোচনে ক্ষণকাল চিন্তা করিলেন । পরে মচাত্তেজা মণিবক্রম ধৈর্য্যশীল ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ দশরথনন্দন দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নিকে কহিলেন, শুভা জ্ঞানকী বহুকাল রাবণের অস্তঃপুর মধ্যে বাস করিয়াছিলেন, এই জন্য লোকের সমক্ষে ইহার শুদ্ধিপরীক্ষা দেওয়া কর্তব্য । আমি যদি শুদ্ধি পরীক্ষা না করাইয়া জ্ঞানকীকে গ্রহণ করি, তাহা হইলে লোকে বলবে দশরথের পুত্র রাম নৈষ্ণেয় ও কামপরায়ণ । আমিও জানি, জনকা-

জজ্ঞা মৈথিলী অনন্যহৃদয়া ; নিয়ত আমাতেই চিত্ত নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন । কিন্তু ত্রিলোকের বিশ্বাস জন্যই আমি সত্য অবলম্বন পূর্ব্বক জানকীর হৃতাশন প্রবেশ উপেক্ষা করিয়া-ছিলাম । এই বিশালাক্ষীর সত্যই তেজই ইঁহাকে রক্ষা করিতেছে ; অতএব রাবণের সাদ্য কি যে ইঁহাকে অতিক্রম করে ; সাগরের বেলা অতিক্রম করিতে কাহার সামর্থ্য আছে । আমি নিশ্চয় জানি, সেটী দুষ্ট্রী রাবণ পাবকের শিখার ন্যায় এই অথাপ্যা মৈথিলীকে মনোদ্বারাও ধৰ্ব্বণ করিতে পারে নাই । রাবণের অন্তঃপুরে থাকিলেও ইঁহার চিত্ত কখনই চঞ্চল হইতে পারে না । কারণ ইনি সত্যী ; ভাস্করের প্রভার ন্যায় ইনি আমার ভিন্ন আর কাহারই নহেন । যাহা হউক, এক্ষণে জনক-জজ্ঞা ত্রিলোকের নিকটেই নিজ বিমুদ্রতা প্রমাণ করিলেন ; অতএব মনস্বী ব্যাণ্ড যেমন স্বীয় কীর্তি ত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, আমিও তেমনি এক্ষণে আর ইঁহাকে পরিত্যাগ করিতে পারি না । বিশেষতঃ, আপনারা যখন স্নেহসহকারে হিত-বোধে আজ্ঞা করিতেছেন, তখন আমাকে অবশ্যই আপনা-দিগের হিতবাক্য রক্ষা করিতে হইবে ।

মহাযশা মহাবল সুখোচিত রামচন্দ্র এই কথা কহিয়া প্রিয়তম সহিত মিলিত হইয়া সুখী হইলেন ; তৎকালে সকলেই তাঁহার অন্ত্রুত কন্মের প্রশংসা করিতে লাগিল ।

—:—

একবিংশতাদিক শততম সর্গ ।

রাঘবকথিত পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করত মহেশ্বর তদপেক্ষা শুভতর বাক্যে কহিলেন, হে কমললোচন ! হে মহাবাহো ! হে মহাবলঃ ! হে পরম্পূর্ণ ! সৌভাগ্যক্রমে আজ তুমি এই মহাকার্য্য সাধন করিলে । হে ব্যাঘ্রশ্রেষ্ঠ ! ত্রিলোকের রাবণ-ভয়রূপ যে ঘোর দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল, রাম ! তুমি আজ

যুদ্ধে সেই দুঃখ দূর করিলে । এক্ষণে কাতরচিত্ত ভরত, যশস্বিনী কৌশল্যা আর মাতা কৈকেয়ী ও সৃগিত্রাকে দর্শন পূর্বক আশ্ব মদান ; এবং রাজ্যলাভ, অযোধ্যায় প্রাজ্ঞা ও আশ্বীয়াবর্গকে তুষ্ট ; ইক্ষ্বাকুবংশ প্রতিষ্ঠা, অশ্বমেদযজ্ঞের অনুষ্ঠান, অনন্যাদারণ যশোলাভ এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধন দান করিয়া স্বর্গে আরোহণ কর । কাকুৎস্থ ! মনুষ্যালোকে তোমার পিতা ও গুরু রাজা দশরথ তোমাকে পুত্র লাভ করিয়া উদ্ধার প্রাপ্তি পূর্বক ইন্দ্র-লোক প্রাপ্ত হইয়াছেন ; এই দেখ, তিনি দিব্যমূর্তি ধারণ করিয়া বিমানে অবস্থিতি করিতেছেন । তুমি ভ্রাতা লক্ষ্মণের সমভি-বাহারে ইহাকে প্রণাম কর ।

মহাদেবের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাঘব লক্ষ্মণের সমভিবাহারে বিমানাশ্রিত পিতাকে প্রণাম করিলেন । তিনি ও লক্ষ্মণ দেখিতে পাইলেন, তাঁহাদিগের পিতা নিম্নলিখিত বস্ত্র পরিধান পূর্বক নিজদেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছেন । তখন বিমানস্থিত মহা-হাগনোপনিষ্ট মহারাজ দশরথ ও প্রাণ অপেক্ষাও শ্রিয়ন্তর পুত্রকে দর্শন করত ফোড়েলিয়া বাতায়ুগল দ্বারা আগ্রিজন পূর্বক কহিলেন, পুত্র ! আমি স্বর্গলাভ করিয়াছি, এবং দেবতাদিগের সন্নিহিত সমান হইয়াছি কিন্তু আমি মৃত্যু করিয়া বলিতেছি, আমি তোমার বিরহ নিবন্ধন ইহাতেও পরিতুষ্ট নহি । বাগ্মি-শ্রেষ্ঠ ! তোমাকে বনবাস দিবার জন্য কৈকেয়ী যে সকল বাক্য বলিয়াছিল, আমার অন্তঃকরণে আজও সেই সকল বাক্য বিদ্ধ রহিয়াছে । কিন্তু আজ তোমাকে ও লক্ষ্মণকে দর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া, আমি নীহারগর্ভ হইতে দিবাকরের ন্যায় সস দুঃখ হইতে মুক্ত হইলাম । পুত্র ! তুমি আমার সুপুত্র ও মহাত্মা ; অষ্টাবক্র হইতে মস্ত্রাস্ত্রা কহোল ব্রাহ্মণের ন্যায়, আমি তোমা হইতেই উদ্ধার পাইয়াছি । সৌম্য ! আমি লোকপালদিগের নিকট এইমাত্র অবগত হইলাম যে, তুমি পুরুষোত্তম নারায়ণ, রাবণ বধের জন্য মানুষরূপে আত্মগোপন করিয়াছ । রাম !

কৌশল্যাই ধন্যা, তিনি শত্রুবিনাশ পূর্বক বনবাসান্তে গৃহে প্রত্যাগত তোমাকে দর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিবেন । রাম ! তুমি নগরীতে প্রতিগমন করিলে পর যাগরা তোমাকে রাজ্যে অভিষিক্ত দর্শন করিবে, তাহারাই ধন্যা । রাম ! আমি তোমাকে তোমার অনুরক্ত ভ্রাতা বলবান্ পবিত্রচেতা ধর্মচারী ভরতের সহিত সম্মিলিত দর্শন করিতে ইচ্ছা করি । সৌম্য ! তুমি আমাকে তুষ্ট করিবার জন্য সীতা ও লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে সম্পূর্ণ চতুর্দশ বৎসর বনে বাস করিয়াছ । এক্ষণে তোমার বনবাস সমাপন হইয়াছে । তুমি প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছ । রণে রাবণকে সংহার করিয়া তুমি দেবতাদিগকেও পরিতুষ্ট করিয়াছ । উদ্দিষ্ট কার্য্য সম্যক্ সম্পাদন করিয়াছ, শত্রুসুদন ! প্রাশংসনীয় বশ ও শান্ত হইয়াছ ; এক্ষণে রাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ভ্রাতৃদিগের সমভিব্যাহারে দীর্ঘজীবন ভোগ কর ।

রাজা দশরথ এই কথা কহিলে পর, রামচন্দ্র ক্রুতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, ধর্মজ্ঞ ! আপনি কৈকেয়ীও ভরতের প্রতি প্রসন্ন হউন । পিতঃ ! আমি তোমাকে ও তোমার পুত্রকে ত্যাগ করিলাম, আপনি এই বলিয়া কৈকেয়ীকে যে দারুণ অভিষম্পাত করিয়াছিলেন প্রভো ! সে শাপ যেন তাঁহাকে ও তাঁহার পুত্রকে স্পর্শ না করে ।

তখন রাজা দশরথ ক্রুতাজ্জলিপুট রামচন্দ্রকে তথাস্ত বলিয়া লক্ষ্মণকে পুনর্দার আলিঙ্গন পুস্কক কহিলেন, ধর্মজ্ঞ ! রাম প্রসন্ন হইলে তুমি ইহলোকে ধর্ম ও নিপুল বশ এবং চরমে স্বর্গ ও অন্তঃসম মহিমালাভ করিতে পারিবে । তে সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন ! তোমার মঙ্গল হউক, তুমি রাগের সেবা কর ; রাম সর্বদা সর্বলোকের গতিসাধনে নিয়াত । এই ত দেখিলে, এই সকল ইন্দ্রাদি লোকপাল এবং সিদ্ধি ও পরমর্ষিগণ পুরুষোত্তম রামকে অভিবাদন করিয়া অর্চনা করিলেন । বেদে যে অব্যক্ত অক্ষর ব্রহ্ম দেবতাদিগের হৃদয় ও গোপনীয় বস্তু স্বরূপে উক্ত হইয়াছে, পরন্তুপ এই রাম

সেই বস্তু । লক্ষ্মণ ! তুমি দৈর্ঘ্যসহকারে গীতার সহিত রামের
সেবা করিয়াছ, তাহাতে তোমার দক্ষিণচরণ ও বিপুল যশোলাভ
হইয়াছে ।

লক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া রাজা দশরথ পরে ক্রুতাঞ্জলিপুটে
দণ্ডায়মান পুত্রদ্বকে প্রীতি সহকারে মধুর বাক্যে অল্পে অল্পে
কহিলেন, জনকভ্রমণে ! রাম যে তোমাকে পরিত্যাগ করিয়া-
ছিলেন, তজ্জন্য ক্রোধ বা দুঃখ করিবে না ; তোমার বিস্তৃদ্ধি
প্রমাণ করিয়া তোমাবিহিতসাধন করিবার জন্যই রাম এই কার্য
করিয়াছিলেন । পুত্রি ! তুমি সচ্চারিত্র প্রমাণ করিবার জন্য যে
কার্য করিলে, ইহা অন্য প্রীলোকের সুদুষ্কর । তুমি যাগ
করিলে, তাহাতে সমস্ত নারীজাতিরই যশ হইবে । বৎসে !
পতিসেবা করিতে তোমাকে অনুরোধ করিতে হয় না, তথাপি
উপদেশ করা আমার পক্ষে অবশ্য কর্তব্য, যে এই রামই তোমার
পরম দেবতা ।

রাজা দশরথ দুই পুত্র ও গীতাকে ইত্যাদি প্রকার উপদেশ
দান করিয়া বিমানারোহণে ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন ।

পুত্রদ্বয় ও গীতাকে আগন্তুক পূর্ণক নৃপশ্রেষ্ঠ মহানুভব দশরথ
স্বয়ংকৃত লোমাঞ্চিত কলেবরে বিমানে আরোহণ করত দিব্য
কান্তি প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রলোকে গমন করিলেন ।

ষাণ্মাষাভ্যধিকশততম সর্গ ।

দশরথ গমন করিলে পর পাকশায়ন দেবরাজ প্রসন্ন হইয়া
ক্রুতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে পরমপুত্র !
তুমি যে আমাদিগের দর্শন পাইলে, তাহা তোমার বিফল না
হয়, এইজন্য আমি প্রসন্ন হইয়া বলিতেছি, তুমি আভ্যন্তরীণ বর
প্রার্থনা কর ।

মহাত্মা মহেন্দ্র প্রসন্ন হইয়া এই কথা কহিলে পর রাম নিতান্ত

আজ্ঞাদিত হইয়া বিনীত ভাবে উত্তর করিলেন, হে দেবরাজ !
 যদি আপনি আমার প্রীতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে
 আমি অভিলাষিত বর প্রার্থনা করিতেছি, আপনি আমার প্রার্থনা
 পূর্ণ করুন । প্রভো ! আমার জন্য পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যে
 সকল বানর যমালয়ে গমন করিয়াছে, তাহারা সকলেই পুনর্জন্ম
 জীবন প্রাপ্ত হইয়া উথিত হউক । হে মানদ ! যে সকল বানর
 আমার জন্য স্ত্রী পুত্র হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, আমার ইচ্ছা
 তাহাদিগকে পুনর্জন্ম সুখিত দর্শন করি । হে পুরন্দর ! এই যে
 সকল বীর বানর আমার জন্য পরাক্রম প্রকাশ পূর্বক মৃত্যুকে
 গ্রাহ্য না করিয়া যত্ন করত মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে, আপনি ইহা-
 দিগকে জীবন দান করুন । তাহারা আমার প্রিয়সামান্যিত
 হইয়া মৃত্যুকে গ্রাহ্য করে নাই, তাহারা পুনর্জীবিত হউক । দেব !
 আমি এই বর প্রার্থনা করি । হে মানদ ! সেই সকল বানর,
 গোলান্দ্রল ও ঋক্ষদিগকে পূর্ববৎ সুস্থ ও অক্ষতশরীর এবং বল-
 নীর্ঘ্যসম্পন্ন দর্শন করিতে বাসনা করি । আরও প্রার্থনা করি,
 এই সকল বানর যে কোন স্থানে বাস করিলে, সেই স্থানেই
 অকালেও পুষ্প ও ফল মূল সকল প্রচুর উৎপন্ন হইবে ; এবং স্রষ্টা
 সকলের জল নিম্নলে থাকিবে ।

মহাক্ষা রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহেশ্বর প্রীতিনয়-
 কারে প্রত্যুত্তর করিলেন, তাত্ত রঘুনন্দন ! তুমি অতি অদৈয় বর
 প্রার্থনা করিলে । তাহা হউক, আমি কখনও তই কথা বলি নাই,
 অতএব তুমি বাহ্য প্রার্থনা করিলে, তাহাই হইবে । যে সকল
 ঋক্ষ ও গোলান্দ্রলগণ রাক্ষসগণ কর্তৃক চিন্নবাহু, ও চিন্নানানাদি-
 রূপে প্রাণত্যাগ করিয়াছে, তাহারা সকলেই উথিত হউক ।
 বানরগণ পূর্ববৎ বলনীর্ঘ্যসম্পন্ন হইয়া অক্ষতশরীরে যেন নিজা-
 বসানেই আগ্রিত হইয়া উথিত হউক । সকলেই পুনর্জন্ম বন্ধ-
 বান্ধব, স্বজন ও জ্ঞাতিদিগের সহিত পরমানন্দে সম্মিলিত
 হউক । হে মহাধনুর্ধারিন্ ! ইহারা যে কোন স্থানে বাস করিবে,

সেই স্থানেই রক্ষসকল অকালেও পুষ্পফল গ্রাসন করিলে, এবং নদী সকল সকল ঋতুতেই বিমল জলে পরিপূর্ণ থাকিলে। ইহাদিগের শরীর ক্ষত হইয়াছে, কিন্তু এক্ষণে অক্ষত ও পূর্ণবৎ স্তম্ভ হইবে।

পুরন্দর এই কথা বলিবাগাত্র, নিহত বানরগণ সকলেই সুশোখিতের ন্যায় গাত্রোথান করিল। উদ্দর্শনে বানরেরা এ কি! বলিয়া সকলেই বিস্মিত হইল।

অনন্তর দেবভারা সকলেই পরমানন্দিত হইয়া কৃতকার্য্য রাম ও লক্ষ্মণের দ্বিস্তর প্রশংসা করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন! এক্ষণে এস্থান হইতে অযোধ্যায় গমন কর; বানর-দিগকে স্ব স্ব স্থানে প্রেরণ কর; অনুরক্তা যশস্বিনী মৈথিলীকে সাস্তুনা কর; হৃদীয় শোকনিবন্ধন মুনিব্রতাচারী ভাতা ভরতের সহিত সাক্ষাৎ কর, মহাশয় শত্রুর এবং মাতৃদিগকে যাইয়া দর্শন কর; রাজ্যে অভিষিক্ত হও, পুরবাসীবর্গ ও অমাত্য-দিগকে আনন্দিত কর।

সহস্রলোচন রামলক্ষ্মণকে এই কথা কহিয়া, সূর্যাসন্ধ্যা বিমানযোগে সমস্ত দেবগণ সমভিব্যাহারে দেবশ্রেষ্ঠদিগকে অভিবাदन করিয়া মৈন্যদিগকে স্ব স্ব শিবিরে গমন করিতে প্রদেś করিলেন।

অনন্তর রামলক্ষ্মণপালিতা প্রাক্ষেপমনা যশস্বিনী ঐ মহাচমু জ্যোৎস্নাসমুদ্ভাসিতা বাগিনীর ন্যায় সর্বত্র প্রকাশ পাইতে লাগিল।

— :: —

ত্রয়োবিংশত্যাধিকশততম সর্গ।

রামচন্দ্র ঐ রাত্রী সুখে যাপন করত পরদিন প্রাতঃকালে গাত্রোথান করিলে পর বিভীষণ জয়োচ্চারণ পূর্বক কৃতাজলি-পুটে তাঁহাকে নিবেদন করিলেন, বিবিধ স্থানীয় দ্রব্য, অন্ন-রাগ, বস্ত্র, আভরণ এবং দিব্য মাল্য ও চন্দন সকলই প্রাপ্ত;

অলংকরণনিপুণা এই সকল কমললোচনা ললনাও উপস্থিত । হে রঘুনন্দন ! ইহারা আপনাকে যথাবিধি স্নান করাইবে ।

এই কথা শুনিয়া কাকুৎস্থ বিভীষণকে উত্তর করিলেন, তুমি স্ত্রীবাতি বানরশ্রেষ্ঠদিগকে স্নান করাও । বয়স্য ! গত্যানিষ্ঠ মহাবাহু সুকুমার সুখোচিত জাত্য ভরত আমারই জন্য কষ্ট করিতেছেন । সেই কৈকেয়ীনন্দন ধম্মচারী ভরতকে ছাড়িয়া স্নান বা বসন ভূষণে আমার প্রারতি হয় না । অতএব এক্ষণে আমরা যাহাতে মত্তর এস্থান হইতে অযোধ্যায় গমন করিতে পারি, তুমি তাহারই উদ্যোগ দেখ । অযোধ্যায় যাইতে আমাদের বহু দুর্গম দূর পথ অতিক্রম করিতে হইবে ।

রাম এই কথা কহিলে পর বিভীষণ প্রাণত্যাগ করিলেন, হে রাজনন্দন ! আমিই আপনাকে অযোধ্যায় লইয়া যাইব । আপনার মঙ্গল শুভক । রাবণ বল পূরক আমার জাত্য কুনেতের সূর্যাসন্নিত পুষ্পক নামক বিমান হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন । হে বিপুলবিক্রম ! যুদ্ধজয়পূরক সমানীত ঐ কামগামী দিব্য বিমান আপনার জন্য প্রাপ্ত রহিয়াছে । ঐ মেঘসঙ্কাশ বিমান এই লঙ্কামধ্যেই আছে ; আপনি ঐ বিমানে আরোহণ করিয়া অক্লেশে অযোধ্যায় উপস্থিত হইবেন । এক্ষণে যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার কর্তব্য হয় ; যদি আমায় আপনি কোনও গুণ উপলব্ধি করিয়া থাকেন ; আর যদি আমাতে আপনার প্রণয় থাকে, হে প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র ! তাহা হইলে আপনি লঙ্কণ ও জানকীর সহিত কিয়ৎকাল এই স্থানে বাস করিয়া আমার পূজা গ্রহণ করুন, তাহার পর গমন করিবেন । আমি প্রীতি সহকারে আপনার পূজা করিব, আপনি সৈন্য ও সূহৃদগণ সম্মিষ্যাহারে ঐ পূজা গ্রহণ করুন । রাখব ! আমি প্রণয়, বহুমান এবং সৌগাঙ্গবশতই আপনার অভিমতি প্রার্থনা করিতেছি ; আমি আপনার কিংকর ; অতএব আপনাকে আদেশ করিতে পারি না ।

বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করত রাগচন্দ্র বানর ও রাক্ষস-
দিগের সকলকেই শুনাইয়া উত্তর করিলেন, বীর! তুমি অসা-
ধারণ মস্তিষ্ক এবং কায় মনে যত্ন ও পরম গিত্ততা করিয়াই আমার
যথেষ্টে পূজা করিয়াছ। রাক্ষসেশ্বর! আমি যে তোমার বাক্য
রক্ষা করিলাম না এক্রপ নিবেচনা করিও না; তবে, যে ভরত
আমাকে ফিরাইবার জন্য চিত্রকূটে আগমন করিয়া মস্তক দ্বারা
পাদস্পর্শ পূর্বক প্রার্থনা করিয়াছিল, কিন্তু আমি তাহার প্রার্থনা
গ্রাহ্য করি নাই, বীৰ! সেই জ্ঞাতা ভরতকে দেখিবার জন্যই
আমার মন ব্যাকুল হইয়াছে। মাতা কৌশল্যা, সুগন্ধা, কৈকেয়ী
এবং অন্যান্য গুরুজন, আত্মীয়বর্গ ও পুরবাসীদিগের সহিত
সাক্ষাৎ করিবার জন্যও আমি নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছি। অত-
এব সৌম্য! আমাকে বিদায় দান কর; বিভীষণ! আমি
যথেষ্টে পূজা প্রাপ্ত হইয়াছি। সখে! আমি তোমার উপরোচ
রক্ষা করিলাম না, বলিয়া ক্ষুব্ধ হইও না। রাক্ষসেশ্বর! আমার
জন্য শীঘ্র বিমান আনয়ন কর। আমার কর্তব্য কাৰ্য্য শেষ
হইয়াছে; অতএব আর এখানে বাস করিতে কিপ্রকারে
আমার ইচ্ছা হইতে পারে?

স্বর্গের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণ মস্তক
হইয়া সূর্যাসক্কাণ বিমানকে আহ্বান করিলেন। আহ্বানমাত্র
সকলদে কাঞ্চনবিচিত্রিত, বৈদূর্য্যবেদিসম্পন্ন, বিবিধ কূটাগারে
পারিতোক্ষিত, সর্বতঃ রজতকাস্তি, বিবিধ শুভ্রপতাকা ও ধ্বজদণ্ড-
সকলে সমলঙ্কৃত, পদ্মাবভূষিত কাঞ্চনময় হস্ত্য সকলে পারিতোক্ত,
কিঙ্কণীজালবেষ্টিত, মণিময়গবাক্ষসম্পন্ন, সর্বত্র মধুররাবিঘণ্টা-
জালে পরিতোক্ষিত, সুবিশাল হস্ত্য সকল ভূষিত, বিবিধ স্ফটিক
বিচিত্রিত তল ও বৈদূর্য্যনির্মিত উৎকৃষ্ট আসনসমন্বিত, মণিমূল্য
আস্তরণোপেত, বিশ্বকর্ষ্মনির্মিত শৈলশিখরাকার ঐ সুবর্ণময়
মনোগামী দিব্য বিমান তথায় উপস্থিত হইল। তখন বিভীষণ
রাগচন্দ্রকে ঐ বিমান নিবেদন করিয়া দণ্ডায়মান রহিলেন।

উদারচেতা রাম ও লক্ষ্মণ ঐ সমুপস্থিত শৈলগঙ্ধারী কাম-
গামী বিমান দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ।

— :: —

চতুর্দ্বিংশতাদিকশততম সর্গ ।

পুষ্পভূষিত পুষ্পক রথ উপস্থাপন করিয়া রাক্ষসরাজ বিভী-
ষণ দূরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাজ্জলিপুটে ঘনীত ও বাগ্ধভাবে
রামচন্দ্রকে কহিলেন, আজ্ঞা করুন, আমায় কি করিতে হইবে।
তখন মহাতেজা রামচন্দ্র বিবেচনা পূর্বক লক্ষ্মণকে জ্ঞানাইয়া
প্রণয়নচক্রে বিভীষণকে কহিলেন, বিভীষণ ! এই সকল বানর
অভিযত্নের সহিত কার্য সাধন করিয়াছে, অতএব তুমি বিবিধ
রত্ন অস্ত্র ও বস্ত্রাদি দান করিয়া ইহাদিগের সমাদর কর।
রাক্ষসেশ্বর ! তঁহারা প্রাণভয় পরিত্যাগ পূর্বক উৎফুল্লচিত্তে
যুদ্ধ করিয়াছিল, সংগ্রাম হইতে নিরন্তর হয় নাই, আমি ইহা
দিগের সাহায্যেই অজ্ঞেয়া লক্কা জয় করিয়াছি। অতএব তুমি
এই সমস্ত কৃতকর্মী বানর ও ভল্লু কাদির সকলকেই ধনরত্ন
প্রদান করিয়া ইহাদিগের পরিশ্রম সফল কর। বানরযুগ্মপতি
গণ তোমার নিকট সমুচিত সমাদর প্রাপ্ত হইলে কৃতজ্ঞ হৃদয়ে
আপন আপন স্থানে প্রতিগমন করিবেন। তোমাকে দানশীল, অথচ
নায়াবুনারে যথাকালে অর্থসংগ্রাহক এবং দয়ালু হৃদয় ও কৃতজ্ঞ
জ্ঞানিতে পারিলে, সকলেই তোমার প্রতি অনুরক্ত হইবে। এই
জন্যই আমি তোমাকে এইরূপ করিতে উপদেশ করিতেছি।
রাজনু ! যে রাজার দান মানাদি কোন গুণই নাই, অথচ
কেবল অনর্থক সৈন্যদিগকে সমরে সংহার করান, সৈন্যগণ
বিরক্ত হইয়া তঁহাকে পরিত্যাগ করে। রাঘবের এই বাক্য
শ্রবণ করিয়া বিভীষণ যথোচিত রূপে বানরদিগকে বিবিধ রত্ন
বিভাগ করিয়া দিয়া ইহাদিগের সম্যক সমাদর করিলেন।

রত্ন ও অর্থাদি দান দ্বারা বানরযুধপতিদিগের সমাদর করা হইল দর্শন করিয়া, রামচন্দ্র সেই লঙ্কিতা যশাস্বিনী সীতাকে ক্রোড়ে লইয়া, ধনুর্দ্ধারী বিক্রমশালী ভ্রাতা লঙ্কণের সমভিব্যাহারে সেই অনুভূত বিমানে আরোহণ করিলেন। এবং বিমানে অবস্থিতি করিয়া সমস্ত বানর এবং মহাবীৰ্য্য সূর্যীব ও বিভীষণের সমাদর করিয়া কহিলেন, হে বানরশ্রেষ্ঠগণ ! তোমরা মিত্রের কার্য্য করিয়াছ। এক্ষণে আমি বিদায় দান করিতেছি, তোমরা স্বচ্ছন্দে স্বামি স্থানে গমন কর। প্রায়ী হিতৈষী ধর্ম্মভীরু বয়স্যের সাহা কর্তব্য, সূর্যীব ! তুমি তাহার সমস্তই কবিরিয়াছ। এক্ষণে অসৈন্য সমভিব্যাহারে কিস্কিন্ধ্যায় গমন কর। বিভীষণ ! তুমিও মন্দন্ত্রী লঙ্কারাজ্য উপভোগ কর। ইন্দ্রাদি দেবগণও তোমাকে পরাজয় করিতে সমর্থ হইবেন না। আমি আদেশ করিতেছি, তুমি প্রজাদিগকে ন্যায় পথে প্রবর্তিত কর। আমি আমার পিতার রাজধানী অযোধ্যায় প্রত্যগমন করিব ; প্রার্থনা করি, তোমরা সকলে আমায় অনুমতি করিবে ; আমি তোমাদিগের সকলের নিকট বিদায় যচঞা করিতেছি।

এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত সচিবল বানরগণ এবং রাজসগণ ও বিভীষণ ক্রতাজ্বলিপুটে নিবেদন করিলেন, আমরা অশোধায় গমন করিতে বাসনা করি। আপনি আমাদিগকেও লইয়া চলুন। রাজশ্রেষ্ঠ ! আমরা তথায় মহানন্দে বন ও নগর সকলে বিচরণ করিব। পরে অনতি বিলম্বেই আপনাকে অভিষেক জলে স্নাত্ত দর্শন ও মাতা কৌশল্যাকে অভিবাদন করিয়া আমরা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাগমন করিব।

বানরগণের ও বিভীষণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মাত্মা রামচন্দ্র সূর্যীব ও বিভীষণকে কহিলেন, আমি তোমাদিগের সহিত গৃহে গমন করিয়া বন্ধু বান্ধবদিগের সহিত একত্র আমোদ প্রমোদ করিব, ইহা অপেক্ষা আমার আনন্দ আর কি হইতে পারে ? অতএব সূর্যীব ! তুমি সমস্ত বানরদিগের সহিত বিমানে

আরোহণ কর। রাক্ষসরাজ বিভীষণ ! তুমিও অমাত্যদিগের সমভিব্যাহারে আরোহণ কর ।

অনন্তর বানরগণের সহিত সুর্য্যীব এবং অমাত্যদিগের সহিত বিভীষণ হৃষ্টচিত্তে বিমানে আরোহণ করিলেন ! তাঁহারা সকলেই আরোহণ করিলে পর কুবেরের সেই দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাঠিয়া আকাশে উখিত হইল । হংসযুক্ত ভাস্করকান্তি বিমান আকাশে আরোহণ করলে, রাম হৃষ্ট ও পরিভুষ্ট হইয়া কুবেরের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন । মহাবল বানর, রাক্ষ ও রাক্ষসগণ সকলেই ঐ বিমানে স্বচ্ছন্দে অস্বাধে উপবেশন করিল ।

— :: —

পঞ্চবিংশত্যাধিক শততম সর্গ ।

মহানাদসম্পন্ন হংসযুক্ত ঐ দিব্য বিমান রামের অনুমতি পাইয়া আকাশে উখিত হইল । অনন্তর রঘুনন্দন চারি দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া শশিনিভাননা জনকনন্দিনী সীতাকে কহিলেন, বৈদেহি ! কৈলাসশিখরাকায় ত্রিকূটশিখরে অবস্থাপিতা বিশ্বকস্ম নিম্মিত্তা লঙ্কাপুরী নিরীক্ষণ কর । গীতে ! এই মাংস-শোণিতকর্দমে পরিপূর্ণা যুদ্ধভূমিও দর্শন কর ; বিস্তর বানর ও রাক্ষস এই স্থানে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । হে বিশাললোচনে গীতে ! বরদর্পিত লোকপ্রমাণী রাক্ষসরাজ রাবণ তোমার জন্য আমার হস্তে নিহত হইয়া এই স্থানে শয়ন করিয়াছেন । নিশাচর কুস্তকর্ণ এবং প্রাণ্ডও এই স্থানে নিপাত্তিত হইয়াছে । হনুমান এই স্থানে ধূম্রাক্ষকে বিনাশ করিয়াছে, বিদ্যাম্বালী রাক্ষস মহাবল সুরষেণের হস্তে এই স্থানে নিপাত্তিত হইয়াছে । এই স্থানে লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতকে গমরে সংহার করিয়াছেন ।

বিকটাক্ষ নামে রাক্ষস এই স্থানে অঙ্গদের হস্তে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । দুষ্প্ৰেক্ষা বিরূপাক্ষ, মহাপাশ্ব, মহোদর, অকম্পন, ত্রিশিরা, অস্তিকায়, যুদ্ধোন্মত্ত মত্ত, রাক্ষসধবর দেবাস্তক ও নরাস্তক, কুস্তকর্ণের পুত্র বলবান্ নিকুম্ভ ও কুম্ভ, বজ্রদংষ্ট্র ও অন্যান্য অনেকানেক মহানল রাক্ষস সকল এই স্থানে নিহত হইয়াছে । এই স্থানেই আমি দুর্দ্ধৰ্ষ মকরাক্ষকে যুদ্ধে নিপাত করিয়াছি । অকম্পন, শোণিতাক্ষ, বীৰ্য্যবান্ যূপাক্ষ, প্রজজ্ব, ভীষণদর্শন নিশাচর বিদ্যাজ্জিহ্বা, যজ্ঞশত্রু, সুগুপ্ত, মহাবল সূর্য্যশত্রু, এবং ব্রহ্মশত্রু ও অন্যান্য বিবিধ রাক্ষসও এই স্থানেই মহাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছে । সীতে ! এই স্থানে রাবণের ভাৰ্য্যা মন্দোদরী রাবণের জন্য বিলাপ করিয়াছিল । তৎকালে তাহার মহপ্রাণিক সপত্নী তাহাকে সাস্তুনা করিয়াছিল । চারুবদনে ! ঐ সাগরের অবতরণস্থান দৃষ্ট হইতেছে ; সাগর পার হইয়া আমরা সে রাত্রি ঐ স্থানেই যাপন করিয়াছিলাম । হে বিশালাক্ষি ! তোমার জন্য আমি নলের সাচায্যে লবণসাগরের জলে এই স্তম্ভকর নেত্র বন্ধন করিয়াছিলাম । বৈদেহি ! দর্শন কর শঙ্খজ্ঞানময়াকুল এই অক্ষোভ্য অপার বারিনিধি গর্জ্জন করিতেছে । মৌখলি ! ঐ দেখ, হনুমানের বিশ্রাম জন্য কাঞ্চনময় কাঞ্চনবর্ণ পদ্মতরাজ সাগরজল ভেদ করিয়া উঠিয়াছে । এই পর্ষিত সাগরের গর্ভেই অবস্থিতি করিতেছে । সীতে ! ঐ দেখ, ঐ স্থানে আমি সেনানিবেশ করিয়াছিলাম । এই স্থানে দেবদেব মহাদেব আমার প্রাতি প্রাসন্ন হইয়াছিলেন । এই অগাধ অপার সাগরে সেহুবন্ধনামক ত্রিলোকপূজিত তীর্থ দৃষ্ট হইতেছে । এই পরমতীর্থ পবিত্র ও পাপনাশক । রাক্ষসরাজ বিভীষণ এই স্থানেই আমার নিকট প্রথম আগমন করিয়াছিলেন । সীতে ! সুগ্রীবের রম্যা নগরী এই দৃষ্ট হইতেছে ; আমি এই স্থানে বালীকে বিনাশ করিয়াছিলাম ।

তখন বালিপালিতা কিষ্কিন্দ্যানগরী দর্শন করিয়া সীতা প্রণয়-

বশতঃ ব্যগ্র হইয়া বিনীতভাবে রামকে কহিলেন, রাজন ! আমি সুগ্রীবের ভাৱাদি শ্রিয় ভাৰ্য্যা ও অন্যান্য বানরশ্রেষ্ঠদিগের ভাৰ্য্যা সকলের সমভিব্যাহারে আপনার সহিত অযোধ্যায় গমন করিতে ইচ্ছা করি ।

এই কথা শুনিয়া রামব গীতাকে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি কিস্কিন্দ্রায় উপস্থিত হইয়া বিমান স্থাপন করিলেন এবং বিমানকে অবস্থিত দেখিয়া সুগ্রীবকে কহিলেন, বানররাজ ! তুমি বানরযুগপতিদিগকে বল, যে তাহারা স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া অযোধ্যায় গমন করে। গীতা ঐ সকল বানরপত্নীর সম- ভিব্যাহারে গমন করিবেন। তাহারা যাহাতে গভ্র স্ব স্ব স্ত্রী লইয়া আইসে, তাহার ব্যবস্থা কর; বানরাধিপতে ! আমাকে গভ্র যাইতে হইবে।

অতুল-তেজস্বী রামচন্দ্র এই কথা শ্রবণ করিয়া বানররাজ সুগ্রীব সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠের সহিত গভ্র প্রমোদ্যে প্রবিষ্ট হইয়া তারাকে দর্শন পূর্বক কহিলেন, শ্রিয়ে ! সীতার বাসনা পূর্ণ করিবার জন্য রামচন্দ্র অনুগতি করিয়াছেন, তুমি সমস্ত প্রদান প্রদান বানরগণের পত্নীদিগকে লইয়া গভ্র আগমন কর। আমরা বানরনারীদিগকে অযোধ্যা ও মহারাজ দশরথের ভাৰ্য্যাদিগকে দর্শন করাইব।

সুগ্রীবের বাক্য শ্রবণ করিয়া সর্বাদ্ভ্রমুন্দরী তারা সমস্ত বানরশ্রেষ্ঠদিগের পত্নীকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব আজ্ঞা করিয়াছেন, তোমরা সকলেই স্ব স্ব স্বামীদিগের সমভিব্যাহারে অযোধ্যায় গমন কর, তোমরা গমন করিলে আমিও সম্ভষ্ট হইব। অযোধ্যা দর্শন করিতে আমরাও বাসনা আছে। রাম পৌর ও জনপদবাগীদিগের সহিত পুরঃবেশ করিবেন, আমরা তাহা দর্শন করিব। রাজা দশরথের মহিষীদিগের সুখসম্পত্তিও দেখিতে পাইব।

তারার আদেশ পাইয়া বানরকামিনী সকল গীতা দর্শন

জ্ঞান্য সমুৎসুক হইয়া যথোচিত বেষাভূষা করিয়া প্রাদক্ষিণ পূর্বক
 নিগানে আরোহণ করিল। তখন বিমান তাহাদিগকে লইয়া
 আকাশে উথিত হইল দর্শন করিয়া রাম ঋষামূকের সমীপে
 গীতাকে পুনর্দার করিলেন, গীতে ! কাঞ্চনধাতুমণ্ডিত
 এই বিশাল শৈলরাজ ঋষামৃক বিদ্যাৎসহকৃত বারিদের
 নায় দৃষ্ট হইতেছে। গীতে ! এই স্থানে আমি বানররাজ
 সুগ্রীবের সহিত 'সখ্য এবং বালিবদের প্রীতিজ্ঞা করিয়াছি-
 লাম। চারুবদনে ! তোমার বিরহে একান্ত দুঃখিত হইয়া
 আমি ষণ্ময় বিলাপ করিয়াছিলাম, এই সেই বিচিত্রকাননবেষ্টিতা
 পদ্মশুণ্ডপরিব্যাঙা পম্পাসরসী দৃষ্ট হইতেছে। ইহারই তীরে
 আমি ধর্ম্চারিণী শবরীকে দেখিতে পাইয়াছিলাম। এই স্থানেই
 আমি যোজনবাহু কবন্ধকে বিনাশ করিয়াছিলাম। গীতে !
 ঐ সেই জনস্থানের বনম্পতি দৃষ্ট হইতেছে। বিলাসিনি !
 তোমার জন্য ঐ স্থানে ঘোর যুদ্ধ হইয়াছিল। আমি সরলপাতী
 বাণগণ দ্বারা ঐ স্থানে মহাবীর্য্য খর, দুষণ ও ত্রিশিরাকে বিনাশ
 করিয়াছিলাম। বিলাসিনি ! তোমার জন্য পক্ষিরাজ মহা-
 তেজা মহাবল জটায়ুও এই স্থানে রাবণের হস্তে নিহত হইয়া-
 ছিলেন। সুন্দরি ! এই আগাদিগের সেই আশ্রমস্থান। শুভ-
 দর্শনে ! সেই পর্ণশালা এখনও সেইরূপ সুন্দরই রহিয়াছে।
 রাক্ষসরাজ রাবণ এই পর্ণশালা হইতেই তোমাকে বল পূর্বক
 হরণ করিয়াছিল। ঐ সেই স্বচ্ছনলিলা রম্যা গোদাবরী ;
 কদলীবনবেষ্টিত অগস্ত্যাশ্রমও এই দৃষ্ট হইতেছে। এই মহাত্মা
 সূতীক্ষ্ণের সমুজ্জ্বল আশ্রম। বৈদেহি ! মহাবী শরভঙ্কের মহৎ
 আশ্রমও ঐ দেখা যাইতেছে। দেবরাজ পুরন্দর এই আশ্রমে
 আগমন করিয়াছিলেন। দেবি ! সুমধ্যমে ! এই সেই সকল
 তপস্বী দৃষ্ট হইতেছেন ; সূর্যাগ্নিসঙ্কাশ কুলপতি অত্রি এই স্থানে
 বাস করেন। গীতে ! ঐ স্থানে ধর্ম্চারিণী তপোনিরতা
 অত্রিপত্নীর সহিত তোমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। এই প্রদেগেই

আমি মহাকায় বিরাধকে সংহার করিয়াছিলাম । সুতরাং !
এই শৈলরাজ চিত্রকূট প্রকাশ পাইতেছে , এই স্থানে কৈকেয়ী-
নন্দন আমাকে প্রসন্ন করিবার জন্য আগমন করিয়াছিলেন । ঐ
দূরে বিচিত্রকাননবেষ্টিত যমুনা নদী দৃষ্ট হইতেছে ; মৈথিলি !
মহর্ষি ভরদ্বাজের সুন্দর আশ্রমও ঐ দেখা যাইতেছে । গীতে !
এই দেখ নানাপক্ষিসমাকীর্ণা সুপুষ্পিতকাননা পুণ্যা ত্রিপথ-
গামিনী গঙ্গা । এই সেই শৃঙ্গবেরপুর ; আমার নখা গুহ এই
পুরে বাস করেন । গীতে ! ঐ আমার পিতার রাজধানী
অযোধ্যা দৃষ্ট হইতেছে , জানকি ! প্রণাম করি ; তুমি
আবার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলে ।

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া সমস্ত বানরগণ এবং বিভীষণ
হৃষ্টচিত্তে বারম্বার উথিত হইয়া অযোধ্যা দর্শন করিতে লাগিল ।

অনন্তর বানরাদি সকলে সুধাধবলিত প্রাসাদশ্রেণীতে পরি-
ব্যাপ্তা, গজবাজিনমাকুলা সুশ্রবস্তরাজপণশোভিতা মংগলেশ্বর
অমরাবতীসদৃশী অযোধ্যা দর্শন করিতে থাকিলেন ।

— :: —

বড়বিংশাদিকশততম সর্গ ।

মুনিব্রতাচারী রামচন্দ্র চতুর্দশ সংবৎসর পূর্ণ করিয়া পঞ্চম
দিবসে মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে আসিয়া তপোধনকে বন্দনা
করিলেন । বন্দনা করিয়া কাকুৎস্থ মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
ভগবনু ! আপনি কি অযোধ্যার কুশলবার্তা শ্রবণ করিয়াছেন ?
রাজ্যে ত অগ্নকষ্ট নাই ? ভরত ত সাবধান হইয়া প্রজাপালন
করিতেছেন ? মাতৃগণ ত সকলেই জীবিত আছেন ?

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভরদ্বাজ অতীব
আনন্দিত হইয়া ঈষৎ হাস্য পূর্বক উত্তর করিলেন, রঘুকুলধর-
স্বর ! ভরত তোমার আজ্ঞানুযায়ী হইয়া তোমার পাদুকায়ুগল
পূজা করিতেছে এবং জটাবার বহন করিয়া তোমারই অপেক্ষা

করিয়া আছে। তোমার গৃহেরও সমস্ত কুশল। হে সমিতি
 জয়! পূর্বে তুমি যখন কৈকেয়ীর বাক্যানুসারে রাজ্যচ্যুত
 এবং পিতৃসত্যপালনজন্য কেবল ধম্মানুরোধে ত্যক্তগর্ভস্থ ও
 বন্যফলমূলাশী হইয়া চীর বসন পরিধান ও বিবিধ সুখ সম্ভোগ
 পরিত্যাগ পূর্বক স্বর্গচ্যুত অমরের ন্যায় কেবল ভ্রাতা ও ভাৰ্য্যার
 সমভিব্যাহারে পাদচায়ে মহাবনে প্রস্থান করিয়াছিলে, তখন
 তোমাকে দেখিয়া আমার অত্যন্ত দুঃখ ও দয়া হইয়াছিল। এক্ষণে
 আবার তুমি শক্রগণহারপূর্বক সংপূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়া মিত্র ও
 বান্ধবগণের সহিত প্রত্যাগমন করিলে দেখিয়া আমার তেমনি
 অপার আনন্দ হইল। রাখব! তুমি জনস্থানে বাস করিয়া যে
 কিছু সুখ দুঃখ ভোগ করিয়াছিলে, আমি সে সমস্তই অবগত
 হইয়াছি। তুমি ব্রাহ্মণদিগের উপরোধে সাবধান হইয়া
 সমস্ত তাপসদিগকে রক্ষা করিতেছিলে; ইতিমধ্যে রাবণ
 তোমার এই অনিন্দিতা ভাৰ্য্যা হরণ করে, আমি তাহা জ্ঞাত
 হইয়াছি। রাম! মারোচদর্শন, গীতাহরণ; কবন্ধদর্শন,
 পম্পাভিগমন; সূর্যীবের সহিত তোমার সখ্য; তোমার বালি-
 বধ; পবননন্দন হনুমানের গীতাস্বেষণ; গীতার অনুসন্ধা-
 ক্ষে পর নল কর্তৃক সেতুবন্ধন; বলবান্ বানরযুথপতিদিগের
 লঙ্কাদাহন; পুত্র, বান্ধব, অমাত্য, সৈন্য ও বাহনের সহিত যুদ্ধে
 বলহুর্পিত রাবণের নিধন, দেবকণ্টক রাবণ নিধনের পর দেব-
 গণের আগমন ও তোমাকে বর প্রদান, হে ধর্ম্মবৎসল! আমি
 তপোবলে এই সমস্ত রক্তাস্তই স্বধাবৎ অবগত হইয়াছি। আর
 তোমার সংবাদ লইয়া আমার শিষ্যগণও আশ্রয় হইতে প্রতি-
 নিয়ত অযোধ্যায় যাতায়াত করে। হে শক্রধারিশ্রেষ্ঠ! আমিও
 এক্ষণে তোমাকে বর প্রদান করিব। অদ্য তুমি আমার
 আতিথ্য গ্রহণ কর। কল্য অযোধ্যায় গমন করিবে।

রাজনন্দন রামচন্দ্র মহর্ষির বাক্য শিরোদার্য্য করিয়া উত্তর
 করিলেন, যে আজ্ঞা, আপনি যেরূপ বলিতেছেন, তাহাই হউক।

এই বলিয়া রাঘব বর প্রার্থনা করিলেন । কহিলেন, ভগবান্ ! অযোধ্যাগমনকালে আগার পথের দুই পাশ্বে যেন অকালে ফলবান্ মধুস্রাবী বিবিধ রক্ষ এবং অশেষপ্রকার অমৃতগন্ধি সুস্বাদু ফল উৎপন্ন হয় ।

ভরদ্বাজ কহিলেন, তথাস্তু । মহর্ষি এই কথা বলিবামাত্র পথপাশ্বে কল্পরক্ষসদৃশ নানাপ্রকার রক্ষ সকল উৎপন্ন হইল । যে সকল রক্ষে ফল ছিল না, তাহাতে পুষ্প জন্মিল । শুষ্ক রক্ষ সকল পুনর্বার পত্রে সমাচ্ছন্ন হইয়া উঠিল এবং সকল রক্ষই মধু ক্ষরণ করিতে লাগিল । অযোধ্যার তিন যোজন পথ এই রূপ রক্ষ সকলে পরিবেষ্টিত হইয়া উঠিল । তখন সহস্র সহস্র বানরশ্রেষ্ঠগণ যেন স্বর্গ প্রাপ্তের ন্যায় সকলেই আনন্দিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে বিবিধ দিব্য ফল ও মধু যথেষ্ট পান করিতে লাগিল ।

—:—

সঙ্কটত্রিশাদিকশততম সর্গ ।

এদিকে অযোধ্যা দর্শন করিয়াই লঘুবিক্রম প্রিয়কাণী তেজস্বী ধীমান্ রামচন্দ্র সুগ্ৰীবাদিকে তুষ্ট করিবার জন্য কর্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন । চিন্তা করিয়া তিনি বানরদিগের প্রীতি চাহিয়া দেখিলেন এবং বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্কে কহিলেন, বানরোত্তম ! তুমি সমুদ্র অযোধ্যায় গমন করিয়া জ্ঞানিয়া আইস, রাজগৃহের সকলে কুশলে আছেন কি না । তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে প্রথমতঃ শৃঙ্গবেরপুরে যাইয়া, বনচারী নিষাদাধিপতি গুহের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে আমার সংবাদ দান কর । আমি নীরোগ শরীরে সুস্থ ও কুশলে আছি শ্রবণ করিলে, গুহ পরম সন্তুষ্ট হইবেন ; তিনি আমার কথা ; আগাতে আর তাঁহাতে কোন প্রভেদ নাই । সন্তুষ্ট হইয়া গেই নিষাদাধিপতি গুহই তোমাকে অযোধ্যার পথ বলিয়া দিবেন ; তাঁহার নিকট তুমি ভরতেরও সংবাদ পাইতে পারিবে । তুমি অযোধ্যায়

হাইয়া, আমার নাম করিয়া, ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং কহিবে, আমি পিতৃসত্য পালন করিয়া, লক্ষ্মণ ও ভার্য্যার সহিত প্রত্যাগমন করিয়াছি। বলবান্ রাবণ কর্তৃক জানকী-হরণ, সূত্রীবের সহিত আমার সখা, রণে বালিবধ, জানকীর অন্বেষণ, অপার অগাদ জলরাশি নদনদীপতি সাগর পার হইয়া তোমা কর্তৃক জানকীর সংবাদ প্রাপ্তি, সাগরকূলে যাত্রা ; সাগরের সহিত সাক্ষাৎকার, সেতুবন্ধন, রাবণবধ, মহেন্দ্র ব্রহ্মা ও বরুণ কর্তৃক বর প্রদান ও মহাদেবের প্রসাদাৎ পিতা দশ-রণের সহিত আমার সাক্ষাৎকার, এই সমস্ত বিষয় ভরতকে যথাবৎ জ্ঞাপন করিবে এবং কহিবে, আমি রাক্ষসরাজ ও বানর-রাজের সহিত নগরসমীপে উপস্থিত হইয়াছি। তুমি বলিবে রাম শত্রুদিগকে সংহার পূর্ব্বক অনুত্তম কীৰ্ত্তিলাভ করিয়া এবং পিতৃ আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্ব্বক ক্রান্তকার্য্য হইয়া মহাবল মিত্র-গণের সহিত আগমন করিতেছেন। এই কথা শুনিয়া ভরতের যেরূপ মুখের ভাব হয় এবং আমার সম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করেন, তুমি সমস্ত লক্ষ্য করিবে। আঁকার ইঙ্গিত, মুখবর্ণ, দৃষ্টি ও বাক্য দ্বারা প্ররক্ত রক্তাশ্রু যথার্থরূপে অবগত হইবে। সৰ্ব্বকামভোগপরিপূর্ণ হস্তাশ্রমস্কুল এতাদৃশ পৈতৃক রাজ্য কাহার না মন বিচলিত করিয়াছে। অনেক দিন রাজ্য পালন করিয়া রঘুনন্দন শ্রীমান্ ভরত যদি রাজ্যে অভিলাষীই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনিই অখিল বন্ধকরা পালন করিবেন। অতএব হনুমন্! তুমি তাঁহার অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অবগত হইয়া, আগরা অযোধ্যার অধিক সমীপবর্তী না হইতে হইতে, গঙ্গর ফিরিয়া আসিবে।

পবননন্দন হনুমান এইরূপ আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া মানুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক গঙ্গর অযোধ্যায় গমন করিলেন।

মারুতাজ্ঞ হনুমান প্রথমতঃ মহাসর্পদারণেচ্ছ, গয়ড়ের ন্যায় বেগে আকাশপথে উথিত হইলেন। নিজের পিতৃপথ

গরুড়ালয় সুন্দর আকাশপথে উড়ান পূর্বক ভীষণ গন্ধাঘমুনার সঙ্গমস্থল পার হইয়া বীৰ্য্যবান্ হনুমান্ শৃঙ্গবেরপুরে উপনীত হইলেন এবং পুরের নিকট উপস্থিত হইয়া সর্ষবদনে শুভবাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, আপনার সখা ককুৎস্থনন্দন রাম, এবং লক্ষ্মণ ও সীতা আপনার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । আজ পাঁচদিন রামের বনবাসকাল চতুর্দশ বর্ষ অতীত হইয়াছে । আজ রাত্রি তিনি ভরষাজ্ঞ আশ্রমে বাস করিয়া কল্য তাঁহার অনুমতি লইয়া আগমন করিবেন । আপনি কল্য প্রাতেই তাঁহাকে দেখিতে পাইবেন ।

এই কথা বলিয়া মহাতেজা বেগবান্ হনুমান্ অণুমাত্র পথ শ্রম বোপ না করিয়া আনন্দ জন্য রোমাঞ্চিত কলেবরে পুনর্বার আকাশে উখিত হইলেন । এবং সত্তর গতিতে একে একে পরশুরামতীর্থ, বালুকিনী, বরুণী ও গোমতী নদী, ভীষণ শালয়ন, বিবিধ প্রজাগণ্ডগী এবং সমুদ্র জনপদ সকল দর্শন পূর্বক বহু দূর অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রের নন্দনবনজাত দেবরক্ষ সকলের ন্যায় নন্দিত্রায়ের সমীপজাত প্রাক্ষুটিত রক্ষ সকল প্রাপ্ত হইলেন । সুন্দর বেশভূষায় বিভূষিতা কত শত কাশ্মিনী বস্ত্রালঙ্কার শোভিত পুত্র ও পৌত্রগণের সমভিব্যাহারে ঐ সকল রক্ষ হইতে পুষ্প চয়ন করিয়া আমোদ করিতেছে ।

অনন্তর হনুমান্ অযোধ্যার এক ত্রোশ দূর হইতে জটাদারী মলিনদেহ ভ্রাতৃদুঃখে দুঃখিত দীনভাবাপন্ন, ফলমূলাহারী জিতে-শ্রিয় ধর্ম্মাচারী মূলিব্রতদারী তপস্বী ভরতকে দেখিতে পাইলেন । তিনি মস্তকে উন্নত জটোভার দারণ এবং চীর ও কৃষ্ণাজ্বিন পরিধান পূর্বক ইন্দ্রিয় সংযমন করিয়া পরমাস্ত্রদ্বায়ে নিযুক্ত রহিয়াছেন, অতএব ব্রহ্মর্ষির ন্যায় তাঁহার তেজ বর্ণিত হইতেছে । তিনি পাচুকাষয় পুরস্কৃত করিয়া পৃথিবীপালন এবং চাতুর্কর্ণ প্রজাদিগকে সর্বভয় হইতে রক্ষা করিতেছেন । পবিত্রাচারী অমাত্য ও প্ররোহিতবর্গ এবং কণ্ঠব্যপরাগণ ধর্ম্মাধক্ষ্যগণ কাষায় বসন

পরিধান পূরক তাঁহার সমীপে উপবেশন করিয়া আছেন । রাজকুমার ভরত চীর ও অজিনাশ্বর পরিধান করিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া রাজকর্মচারীরাও সুখভোগ করা বৈধ বিবেচনা করেন নাই ।

অনন্তর পবননন্দন হনুমান্ সাক্ষাৎ মূর্তিমান ধর্মস্বরূপ গেই ধর্মজ্ঞ ভরতের নিকট উপস্থিত হইয়া ক্লান্তাঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, দেব ! যৈ দণ্ডকারণ্যনিবাসী চীরজটাদারী কাকুৎস্থের জন্য আপনি শোক করিতেছেন, তিনি আপনাকে কুশল জিজ্ঞাসা করিয়াছেন । রাজন্ ! আমি আপনাকে শ্রিয় সংবাদ দান করিতেছি ; আপনি নিদারুণ শোক পরিত্যাগ করুন । আপনি এখনই ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত মিলিত হইবেন । রাম রাবণকে বিনাশ পূরক গীতার উদ্ধার করিয়া এবং পিতৃনতা পালন পূরক কৃত-কার্য্য হইয়া মহাবল মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন । মহাতেজা লক্ষ্মণ এবং যশস্বিনী সীতা দেবীও আনিতেছেন । মহে-ন্দ্রের সহিত শচীর ন্যায়, সীতা রামের সহিত কুশলে আছেন ।

হনুমানের এই কথা শ্রবণ করিয়া কৈকেয়ীনন্দন ভরত হর্ষে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন ; এবং হর্ষভরে সহসা মুচ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন । মুহূর্ত্তমধ্যেই পুনর্বার চেতনা লাভ করত প্রকৃতিস্থ হইয়া রঘুনন্দন ভরত শ্রিয়সংবাদদাতা হনু-মানকে হর্ষজনিত প্রীতিভরে আশ্বস্তে ব্যস্তে আলিঙ্গন করত অশ্রুবিন্দু দ্বারা তাঁহাকে বর্ষণ করিতে লাগিলেন । এবং কহিলেন, আপনি কি দেবতা না মানুষ, অনুগ্রহ করিয়া এখানে আগমন করিলেন । সৌম্য ! আপনি যে শ্রিয়সংবাদ দান করিলেন, আমি এখনই আপনাকে তদুচিত পুরস্কার প্রদান করিব । শত সহস্র গো, একশত গ্রাম এবং সংকুলজাতা সর্কীভরণ-ভূমিতা, চন্দ্রবদনা, সুনাসা, সুন্দরোরু, সুবর্ণবর্ণা, কুণ্ডলধারিণী, বিশুদ্ধাচারী, ষোড়শ যুগতী ভার্য্যা আপনাকে প্রদান করিতেছি ।

রাজকুমার ভরত বানরধরীর হনুমানের নিকট সহসা অভা-

বনীয় নাসাগমনসংবাদ প্রাপ্ত হইয়া নাসদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া পড়িলেন এবং হনুমানকে পুনর্বার কহিতে লাগিলেন।

— (:) —

অষ্টাবিংশাদিকশততম সর্গ।

আমার প্রাক্তরামচন্দ্র আজ অনেক বৎসর হইল গহন বনে বাস করিতেছেন ; আজ অনেক কালের পর আমি তাঁহার সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পরম পরিতুষ্ট হইলাম। জীবন থাকিলে, শতবর্ষের পরেও পুনর্বার সুখ লাভ হইয়া থাকে, লোকে এই যে প্রবাদ আছে, বুঝিলাম ইহা লোকের পরম হিতসাধক। বাহা হউক, আপনি বলিলেন, যে, রাম স্ত্রীবাদি মহাবল মিত্রগণের সহিত আগমন করিতেছেন। এক্ষণে জিজ্ঞাসা করি, রাম ও বানরগণে কি প্রকারে কোন্ স্থানে কি সূত্রে সমাগম হইয়াছিল। আপনি আমাকে আনুপূর্বিক বলুন।

রাজকুমার ভরত এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে পর, হনুমান কুশাসনে উপবেশন করিয়া বনবাসকালীন সমস্ত রামচরিত কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, মহারাজ দশরথ আপনার জননীকে বর দান করিয়া যে প্রকারে রামচন্দ্রকে ধনে ধারণ করিয়াছিলেন ; রাজ্য যে প্রকারে পুত্রশোক হেতু স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন ; মাতুলগৃহ হইতে দূতগণ যে প্রকারে আপনাকে সত্বর আনয়ন করিয়াছিল, আপনি অবোধায় উপস্থিত হইয়া যেপ্রকারে রাজ্যগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন ; এবং সাধুসমুচিত ধর্ম প্রাতিপালন পূর্বক চিত্রকূটে গমন করিয়া রাজ্য গ্রহণ করিবার নিমিত্ত যে যে রূপ অশ্রু নয় বিনয় করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র পিতৃসত্য প্রাতিপালন পূর্বক যেভাবে রাজ্য অস্বীকার করিয়াছিলেন, আপনি আর্যের পাদুকাযুগল গ্রহণ করিয়া যেভাবে অবোধায় প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, হে মহাবাহো ! এসকল ব্রহ্মান্ত আপনি আনুপূর্বিক বর্ণাবৎ অবগতই আছেন।

আপনি প্রত্যাগমন করিবার পর বাহা ঘটয়াছিল, এক্ষণে আমি সমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন । আপনি প্রত্যাগমন করিবার পর দৃষ্ট হইতে লাগিল, ঐ বনের সর্বত্র সমস্ত জীব জন্তুই ভয়ে চকিত ও চঞ্চল হইয়া পড়িয়াছে । অতএব আপনার হস্তিগণ দ্বারা মদ্বিত ঐ বন পরিত্যাগ করিয়া রাম তথা হইতে সিংহ-বাজসমাকুল ভীষণ দণ্ডকনামক মহাবিজন বনে প্রবেশ করিলেন । তাহার গহন বন মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গমন করিতেছেন ; পশ্চিমদ্যে বিরাদ নামে রাক্ষস ভীষণ চীৎকার করিয়া তাঁহা-দিগের পথ রোধ করিল । রাম ঐ ভীম বিরাদকে উত্তোলন পূর্বক উর্দ্ধপাদ ও অধোমুখে গর্ত্তমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পুতিয়া ফেলিলেন, তৎকালে ঐ রাক্ষস মহাগজের ন্যায় চীৎকার করিতে লাগিল । উভয় জাতা রাম ও লক্ষ্মণ এই দুকর কার্য্য সমাধা করিয়া সায়াহ্ন কালে শরভঙ্গের মনোরম আশ্রমে উপস্থিত হইলেন । তদনন্তর শরভঙ্গ স্বর্গারোহণ করিলে পর রাম সমস্ত মুনিদিগকে প্রণাম করিয়া জনস্থানে গমন করিলেন । তাহার পর একদা শূর্ণধা নামে রাক্ষসী তাঁহার নিকট আগমন করিল । তখন রামের আক্সা পাইয়া মহাবল লক্ষ্মণ সহসা গাত্ৰোত্থান করত খজা লইয়া ঐ রাক্ষসীর কর্ণ ও নাগা ছেদন করিলেন । তদনন্তর মহাবল রাঘব ঐ স্থানে একাকী জনস্থান-নিবাসী চতুর্দশ সহস্র রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে প্ররুত হইয়া সকল-কেই সংহার করিলেন । ঐ সকল তপোবিস্মকারী মহাবল মহাবীৰ্য্য রাক্ষস দিবার চতুর্থ ভাগ মধ্যেই নিঃশেষ হইল । দণ্ডক-রণাবাসকালে রাম দণ্ডকারণ্যনিবাসী রাক্ষসজাতকেই বিনাশ করিলেন । রণে খর, দুষণ ও ত্রিশিরাকে সংহার করিলেন । অনন্তর সেই রাক্ষসী কাতর হইয়া রাবণের নিকট উপস্থিত হইল । রাবণের অনুচর দারুণ মারীচ রাক্ষস রত্নময় মৃগরূপ ধারণ করিয়া জানকীকে প্রলোভিত করিল । বৈদেহী ঐ মৃগকে দর্শন করিয়া কহিলেন, “ আপনি এই মৃগ ধারণ করুন।

এই মৃগকে ধরিতে পারিলে, আমাদিগের আশ্রমের অপূর্ণ শোভা হইবে।” অনন্তর রাম ধনুর্দ্বার্য পূর্বক মৃগের পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন এবং ধাবমান ঐ মৃগকে আনতপর্ক শর দ্বারা সংহার করিলেন।

গৌম্য ! এইরূপে রাম মৃগয়ার্থ গমন করিলেন ; এই সময় রাক্ষস দশানন আশ্রম মধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং আকাশে মদল-গ্রহ যেমন রোহিণীকে, তেমনি সহসা জানকীকে ধারণ করিল। জটায়ু পক্ষী সীতার উদ্ধারের চেষ্টা করিল ; কিন্তু রাবণ তাহাকে বিনাশ করিয়া সীতাকে লইয়া প্রস্থান করিল। এই সময় পথ-মধ্যে কতিপয় বানর ভীষণাকার রাক্ষসরাজ রাবণকে দেখিতে পাইয়া বিস্মিত হইয়াছিল। যাহা হউক রাবণ বল পূর্বক জানকীকে লইয়া সহর প্রস্থান করিল। অপূর্বকাস্তি লক্ষা পর্বতের শিখরদেশে অবস্থাপিত। মহাবল রাক্ষসেশ্বর রাবণ মনোবেগ পুষ্পক বিমানে আরোহণ করত বৈদেহীকে লইয়া ঐ লক্ষ্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইল এবং সুবর্ণভূষিত সুন্দর সুপ্রশস্ত ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া বিবিধ বাক্যে জানকীকে সাস্তুনা করিতে লাগিল, মৈথিলী সেই স স্তুনা বাক্য এবং সেই রাক্ষসরাজকেও তৃণবৎ জ্ঞান করিয়া অগ্রাহ্য করিলেন, পরে তিনি অশোক বন মধ্যে স্থাপিতা হইলেন।

এদিকে বন মধ্যে মৃগকে সংহার পূর্বক রাম আশ্রমে প্রত্যাগমন করত পিতার প্রিয়সখা গুপ্ত জটায়ুকে নিহত দর্শন করিয়া অতীব দুঃখিত হইলেন। তদনন্তর লক্ষ্মণের সমভিব্যাহারে গোদাবরী নদীতে ও পুষ্পিত বনপ্রদেশ সকলে জানকীর অন্বেষণ করিতে করিতে কবন্ধনামক রাক্ষসের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তাহার পর কবন্ধের বচনানুসারে সত্যপরাক্রম রাম-চন্দ্র ঋষামুক পর্বতে যাইয়া সূত্রীবের সহিত আলাপ করিলেন। আলাপ হইবার পূর্বেই পরস্পরের প্রতি পরস্পরের প্রণয় সংকার হইয়াছিল, কারণ অগ্রজ ভ্রাতা বালী প্রকৃষ্ট হইয়া সূত্রীবকেও

রাজ্য হইতে দূর করিয়া দিয়াছিলেন । এক্ষণে উভয়ের আলাপ হইয়াও, ঐ প্রণয় গাঢ় বন্ধুত্বে পরিণত হইল । অনন্তর রাম নিজ বাহুবীৰ্য্যে মহাকায় মহাবল বালীকে সমরে সংহার করিয়া সুগ্ৰীবকে তাঁহার নিজরাজ্য প্রদান করিলেন । সুগ্ৰীবও রাজ্যে স্থাপিত হইয়া রামের নিকট প্রতিজ্ঞা করিলেন, সমস্ত বানর-গণের সহিত রাজপুত্রী জ্ঞানকীর অশ্বেষণ করিয়া দিবেন । তদনু-সারে মহাক্ষা বানররাজ সুগ্ৰীবের আজ্ঞাক্রমে দশ কোটি বানর দশ দিকে প্রেরিত হইল । তাহাদিগের মধ্যে আমরা কতক-গুলি বানর বিজ্ঞা পদেতে এক বিলম্বো প্রাপ্ত হইয়া নির্গম পথ দেখিতে না পাইয়া কিছু দিন মহাকষ্টে পাইয়াছিলাম । স্মরণ্য আমাদিগের নির্দিষ্ট প্রত্যাগমন কাল অতীত হইয়া গেল, তজ্জন্য আমরা সকলেই ভীত হইয়া শোক করিতে লাগিলাম । ইতিমধ্যে গৃধরাজ জটায়ুর ভ্রাতা সম্প্রতি আমাদিগকে বলিয়া দিলেন, সীতা রাবণের গৃহে বদ্ধা রহিয়াছেন । তখন আমি দুঃখকাতর সহচর আজ্ঞীয়দিগের দুঃখ দূর করত স্বীয় বিক্রম অবলম্বন পূর্বক লক্ষ প্রদান করিয়া শত যোজন সাগর পার হইলাম এবং লঙ্কায় উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, একমাত্র কোশেয়বসনপরিধারিণী মলিনাঙ্গী সীতা দৃঢ় পতিব্রত হাতি-পালন পূর্বক অশোক বনে একাকিনী নির্জনে অবস্থিতি করিতেছেন । আমি নির্জনে সেই অনিন্দিতা জনকতনয়ার নিকট উপস্থিত হইয়া যথাবিধানে তাঁহার কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া অভিজ্ঞান স্বরূপে তাঁহাকে রামনামাকৃত অঙ্গুরীয়ক প্রদান করিলাম এবং তাঁহার নিকট অভিজ্ঞান স্বরূপ মণি গ্রহণ পূর্বক কৃতকৃত্য হইয়া প্রত্যারত হইলাম । পরে অক্লিষ্টকর্মী রামের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিজ্ঞানস্বরূপে তাঁহাকে সেই গমুজ্জ্বল মহামণি সমর্পণ করিলাম । মৃতপ্রায় পীড়িত ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া যেমন পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠে, রামচন্দ্র ঐ মণি প্রাপ্ত হইয়া তেমন পুনরুজ্জীবন লাভ করিলেন এবং যুগান্ত-

কালে সৰ্বলোকজিহ্বাসু পাবকের ন্যায়, মৈথিলীর উদ্ধারার্থ লঙ্কাবিধ্বংসে গমন করিলেন। তদনন্তর সমুদ্রতীরে উপস্থিত হইয়া, নল বানরের দ্বারা সেতু নির্মাণ করাইলেন; সমস্ত বানরীসেনা ঐ সেতু দ্বারা সাগর পার হইল। অনন্তর নীল গ্রহস্তকে, রাম কুম্ভকর্ণকে, লক্ষ্মণ রাবণনন্দন ইন্দ্রজিতকে এবং রাম রাবণকে সংহার করিলেন। তাহার পর দেব পুরন্দর বশ, বরুণ, মহেশ্বর ও ব্রহ্মা এবং রাজা দশরথ, আর ঋষি ও সুরবিগণ পরস্পর রামের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিবিধ বর প্রদান করিলেন।

এইরূপে বরলাভ করিয়া রামচন্দ্র প্রীতি সহকারে বানর-গণের সহিত পুষ্পকবিমানে কিকিঙ্করায় আগমন করিলেন। তথা হইতে পুষ্পকযোগে গঙ্গাতীরে প্রত্যাগমন করিয়া এক্ষণে মহাবীর ভরদ্বাজের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছেন, আপনি কল্য ঋামকে দেখিতে পাইবেন।

ভরত চমুমানের সেই অমৃতবর্ষী বাক্য শ্রবণ করত পরমা-জ্ঞাদিত হইয়া কৃতাজলিপুটে অন্তর্গত হৃদয়চক বাক্যে কহিলেন, বহু কালের পর আজ আমার মনের বাসনা পূর্ণ হইল।

— :: —

উনত্রিংশাদিকশততম সর্গ ।

শক্রনিবৃত্তা সত্যপরাক্রম ভরত সেই পরমানন্দজনক সর্বাঙ্গ শ্রবণ করিয়া প্রহৃষ্টচিত্তে শক্রস্রকে আত্মা করিলেন, তুমি এই আদেশ প্রচার কর যে বিশ্বদ্রবেশ ও শুদ্ধাচার ব্যক্তিগণ সুগন্ধি মালা দ্বারা কুলদেবতাদিগের মন্দির এবং সাধারণ দেবালয় সমস্ত অলঙ্কৃত করুক এবং সর্বত্রই বিবিধ বাদ্য যন্ত্র সকল বাদিত হইতে থাকুক। স্তুতিপাঠবিজ্ঞ নৃত্ত, বৈতালিক, নিপুণ বাদ্যকর ও বেশ্যাসকল এবং অমাত্যবর্গের সমভিব্যাহারে আমাদিগের সাত্ত্বগণ, ঋষি প্রদ্বিগণের সহিত সৈন্যগণ, ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ,

প্রধান প্রধান বৈশ্যগণ, আর জাতিগণ সকলেই রামচন্দ্রের চন্দ্র-
বদন দর্শন করিতে সমুদ্র বিনির্গত হইল।

ভরতের বাক্য শ্রবণ পূর্বক শক্রনিহন্তা শত্রুগণ অনেকসংখ্য
বেশকারদিগকে কর্তব্য বিভাগ করিয়া দিলেন। কহিলেন, এই
নন্দীগ্রাম হইতে অযোধ্যাপর্য্যন্ত নিম্নোক্ত স্থান সকল সমান
করিয়া সমস্ত ভূভাগ এক সমান এবং সর্বত্র সুশীতল বারি
সেচন কর। তদনন্তর সর্বস্থানেই লাজ ও পুষ্প সকল বিকীর্ত
এবং বিনিধ বিচিত্র পতাকা দ্বারা নগরীর পথ সকল সজ্জিত
কর। সূর্য্যোদয়ের পূর্বেই যেন নগরীর সমস্ত ভবন অঙ্গদাম ও
পুষ্প এবং সুবর্ণ ও রক্তত দ্বারা সুশোভিত হয়। শত শত গ্রহণী
রাজমার্গের জনতাপসারণে যেন নিযুক্ত থাকে।

শত্রুগণের এই আদেশ শ্রবণ করিয়া রুষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়,
সিদ্ধার্থ, অর্থসামক, অশোক, মন্ত্রপাল ও সুমন্ত্র এই অষ্টমন্ত্রী
যথোক্তরূপে রাজমার্গাদির শোভা সম্পাদন করাইয়া সূর্য্যোদয়ের
পূর্বেই সর্বত্রো বিনির্গত হইলেন। তদনন্তর শক্তি ঋষ্টি ও পাণ-
শত্রু ধ্বজপতাকাবাহী সহস্র সহস্র তুরগসৈন্য এবং সহস্র সহস্র
প্রধান প্রধান পদাতিসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া সংখ্য সংস্রু বীরগণ
কেহ কেহ ধ্বজমণ্ডিত বিভূষিত মত্ত মাতঙ্গ, কেহ কেহ হেমকক্যা
শোভিত গজ সহিত করেণুতে, কেহ কেহ তুরঙ্গে এবং কোন
কোন মহারথ রথে আরোহণ করিয়া বহির্গত হইলেন। তাহার
পর দশরথের পত্নীগণ সকলেই যানাবোহণ পূর্বক কৌশল্যা ও
সুমিত্রাকে অগ্রে করিয়া বিনির্গত হইলেন। অবশেষে উপবাস-
ক্লেশ দীনভাবাপন্ন চীরক্লম্বাজিনধারী জাতার আগমনসংবাদ
প্রাপ্তি অবধিই হর্ষিতচেতা ধর্ম্মাত্মা ধর্ম্মনিপুণ মহাত্মা ভরত
মন্তকে জ্যেষ্ঠের পাছুকাযুগল ধারণ এবং শুক্রমালাশোভিত শুভ্র
ছত্র ও সুবর্ণভূষিত রাজোচিত শুভ্র চামরদ্বয় গ্রহণ পূর্বক প্রধান
প্রধান ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, বণিক ও মালা-মোদকহস্ত অমাত্য ও সচিব-
গণে পরিবেষ্টিত হইয়া শত্রু ও ভেদীর শয়ন করিতে করিতে

রামচন্দ্রের প্রত্যাদর্শমণ্ডিত বিনির্গত হইলেন । বন্দীগণ স্তুতিপাঠ করিতে করিতে তাঁহার অনুগামী হইল । তৎকালে অশ্বগণের খুরশব্দ রথনেত্রের শব্দ আর শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দে মেদিনী যেন কম্পিত হইতে থাকিল । অযোধ্যাবাসী আবাল বৃদ্ধ সকলেই আসিয়া নন্দীগ্রামে সমবেত হইল । অনন্তর ভরত বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া পবননন্দন হনুমান্কে কহিলেন, তুমি ত মিথ্যা কথা বল নাই ? কই, পরম্পর আৰ্য্য রামচন্দ্রকে ত দেখিতে পাইতেছি না । কামরূপী বানরগণ ত দৃষ্ট হইতেছে না ।

এই কথা হইলে হনুমান্ সত্যবিক্রম ভরতকে প্রাকৃত বিবরণ বিজ্ঞাপন করত কহিলেন, ঐ শুনুন, বানরগণ ভরত্বাজ্যধনাদিৎ কুসুমিত মন্তভ্রমরনির্নাদিত এবং ফলবান্ ও মধুগাহী বৃক্ষ সকল প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে উচ্চৈঃ শব্দ করিতেছে । হে পরম্পর ! দেব-রাজ রামচন্দ্রকে এইরূপ বর দান করিয়াছিলেন, মর্ত্ত্বি ভরত্বাজও এইরূপ বরদান করিয়া সম্যক্ উপচরেনুগৈন্য রামচন্দ্রের আতিথ্য করিয়াছেন । বোধ করি, বানরী সেনা এতক্ষণ গোমতী নদী পার হইতেছে, ঐ দেখুন শালবনের দিকে মহান্ ধূমি-রাশি সমুখিত হইয়াছে । ঐ দেখুন, বোধ হইতেছে, বানরেরা রমণীয় শালবন কম্পিত করিতেছে । ঐ দেখুন, দূরে চন্দ্রসন্নিভ বিমান দৃষ্টিগোচর হইতেছে । মহাত্মা রামচন্দ্র সগণে রাবণকে বিনাশ করিয়া ব্রহ্মার মানমনিম্বিত ঐ দিব্য পুষ্পকবিমান প্রাপ্ত হইয়াছেন । বালার্কসঙ্কাশ ঐ যে বিমান রামচন্দ্রকে বহন করিয়া আসিতেছে, ব্রহ্মার প্রাসাদাৎ উগা ধনাদিপতি কুবেরের সম্পত্তি হইয়াছে । ঐ দেখুন ঐ দিগানে বৈদেহীর সহিত দুই জাতা বীর রাম ও লক্ষ্মণ এবং মহাতেজা সুগ্রীব ও রাক্ষসরাজ বিভীষণ দৃষ্টিগোচর হইতেছেন । ঐ রাম দৃষ্টিগোচর হইতেছেন, এই বাক্য উচ্চারিত হইবামাত্র সমবেত স্ত্রী, বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকল লোকেরই তুমুল আনন্দধ্বনি আকাশপথে উদ্ভূত হইল । এবং রথ, কুঞ্জর ও বাজী প্রভৃতি হইতে ভূপৃষ্ঠে অবতীর্ণ হইয়া সকল

লোকেট আকাশস্থিত চন্দ্রমার ন্যায় রামচন্দ্রকে দর্শন করিতে লাগিল । প্রহস্ট ভরত রামের প্রতি উর্দ্ধমুখীন হইয়া ক্রতাস্থলিপুটে আগন্তুজিজ্ঞাসা এবং পাদ্য ও অর্ঘ্যদান পূর্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন । তৎকালে বন্ধার মানসনির্ম্মিত বিমানে অবস্থিতি করিয়া বিশালদীর্ঘলোচন ভরতায়জ্ঞ বামচন্দ্র দেব পুরন্দরের ন্যায় প্রকাশ পাঠিতে লাগিলেন ।

অনন্তর ভরত মেরুস্থিত ভাস্করের ন্যায় বিমানাঘ্রিষ্ট জাতা রামচন্দ্রকে প্রণত হইয়া প্রণাম করিলেন । তখন রামের অনুমতি পাঠিয়া সেই হংসযুক্ত মহাবেশালী দ্বিতীয় বিমান মণ্ডিতে অবতীর্ণ হইল । অমনি সত্যপরাক্রম ভরত বিমানে অবতরণ করিয়া রামকে প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্টচিত্তে পুনরাব তাঁহাকে প্রণাম করিলেন । রামচন্দ্রও বহুকালের পর দেখিতে পাঠিয়া ভরতকে উত্তোলন পূর্বক কোড়ে লইয়া আনন্দিতাচক্রে আলিঙ্গন করিলেন । তদনন্তর ভরত বৈদেহীর নিকট উপস্থিত হইয়া নিজ নাম নিবেদন পূর্বক প্রণাম করিলেন ; পরে বন্ধবের সম্বন্ধনা করিলেন । তাহার পর একে একে সুগ্রীব, জাম্ববান্, অঙ্গদ, মৈন্দ, দ্বাবদ, নীল, ঋহভ, সুশেণ, নল, গবাক্ষ, গন্ধমাদন, শরভ এবং পনসকে আলিঙ্গন করিলেন । ঐ সকল কামরূপী বানরও মামুরূপ দারণ করিয়া আনন্দিতাচক্রে ভরতকে কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । অনন্তর রাজপুত্র মহাতেজা দাম্বিকশ্রেষ্ঠ ভরত বানররাজ সুগ্রীবকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সুগ্রীব ! আপনি আমাদিগের জাতৃচতুষ্টয়ের পঞ্চম জাতা ; প্রণয় হইতেই যোয্যোজ্ঞে, আর অপকারই শত্রুর লক্ষণ ।

তদনন্তর ভরত দাম্বনা পূর্বক বিদীৰণকে কহিলেন, সৌভাগ্যবলে আপনার সাগাধ্য প্রাপ্ত হইয়াই রামচন্দ্র সুদৃকব কাষা দান করিতে সমর্থ হইয়াছেন ।

অনন্তর বীর শত্রুঘ্নও রাম লক্ষণকে প্রণাম করিয়া বিদীতভাবে মন্তক অবনমন পূর্বক জ্ঞানকীর চরণযুগল অভিষেক করি-

লেন। অনশেষে রাঘব শোকক্লেশা বিবর্ণা গাত্ৰা কৌশল্যার নিকটে উপস্থিত হইয়া, তাঁহার হৃদয় আনন্দিত করত প্রণত হইয়া তাঁহার পাদযুগল ধারণ করিলেন। পরে সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও অন্যান্য মাতৃগণকে প্রণাম করিয়া পুরোহিতের নিকট উপস্থিত হইলেন। এই সময় নাগরিকেরা সকলেই কৃতাজলিপুটে বলিতে লাগিল, হে কৌশলানন্দবর্দ্ধন মহাবাহো রামচন্দ্র ! আপনার কুশলত ? ভরতাঐক্য রামচন্দ্র সহস্ সহস্ নাগরিকজনের অঞ্জলি দর্শন করিয়া বোধ করিতে লাগিলেন, যেন চারিদিকে পদ্মকুটুণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে।

অনন্তর ধন্যজ্ঞ ভরত পাদুকাদ্বয় প্রণে করিয়া স্বহস্তে নররাজ রামচন্দ্রের পাদযুগলে পরাইয়া দিলেন। এবং কৃতাজলিপুটে তাঁহাকে কহিলেন, আপনার এই সমস্ত রাজ্য আমি এতদিন ন্যাসম্বরূপে রক্ষা করিয়াছিলাম ; এক্ষণে আপনাকে প্রত্যর্পণ করিতেছি। আজ আমার জন্ম এবং মনোরথ চরিতার্থ হইল ; যে হেতু আপনিই অযোধ্যার রাজা ; আজ আমি আপনাকে পুনর্বার অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিতে দর্শন করিলাম। আপনি ধনাগার ও কোষ্ঠাগার এবং গৃহ ও বল সমস্ত পরীক্ষা করুন ; আপনারই প্রভাবে আমি সমুদায় দশগুণে বর্দ্ধিত করিয়াছি।

ভরতকে এতাদৃশ ভ্রাতৃবৎসল দেখিয়া, এবং ঈদৃশ বাক্য বলিতে শ্রবণ করিয়া বানরগণ ও বিভীষণ আনন্দাপ্ত বিসর্জন করিতে লাগিলেন।

অনন্তর রামচন্দ্র অতীব প্রফুল্ল হইয়া ভরতকে কোড়ে লইয়া বিমানারোহণ পূর্বক সসৈন্যে ভরতাশ্রমে গমন করিলেন। সসৈন্যে ভরতাশ্রমে উপস্থিত হইয়া, রঘুনন্দন বিমান হইতে অবতরণ পূর্বক ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। পরে সেই অনুত্তম বিমানকে কহিলেন, বিমান ! আমি অনুমতি করিতেছি, তুমি গমন কর ; এবং বাইয়া ধনাদিপাত কুবেরকে বহন কর।

তখন রামচন্দ্রের অনুমতি পাইয়া সেই দিব্য বিমান

উত্তর দিক অবলম্বন করিয়া কুবেরালয়ে গমন করিল । দিব্য পুষ্পক বিমান রাক্ষসরাজ রাবণ বলে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, এক্ষণে রামের আদেশ ক্রমে ঐ বিমান দেব কুবেরের নিকট পুনর্দ্বার উপস্থিত হইল ।

অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র যেমন রুহম্পতির, বীৰ্য্যবান্ রামচন্দ্র তেমনি নিজ সখা পুরোহিত বশিষ্ঠপুত্র সুর্যজ্ঞের পাদদ্বয় স্পর্শ করিয়া তাঁহার সম্ভাব্যাহারে পৃথক্ পৃথক্ শুভ আসনে সমুপবেশন করিলেন ।

— :: —

ত্রিংশাদিক শততম সর্গ ।

অনন্তর, কৈকেয়ীর আনন্দবর্ধন ভারত মন্তকে অঞ্জলি করিয়া সত্যাপরাক্রম জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে অরিন্দম ! আপনি আমার মাতার মান রক্ষা এবং আমাকে এই রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন । আপনি যেমন আমাকে ন্যাস স্বরূপে রাজ্য অর্পণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে আমিও আমার তেমনি আপনাকেই ইহা প্রত্যাপণ করিতেছি । প্রতিদ্বন্দ্বীশূন্য বলবান রুষভ কর্তৃক নিষ্কিণ্ড গুরুভার বহন করিতে অল্পবয়স্কা ঘোটকী যেমন সাহস করে না, আমিও তেমনি এই গুরুভার বহন করিতে পারিতেছি না । প্রবল জলপ্রবাহ দ্বারা ভগ্ন ও বিশীর্ণমান সেতু পুনর্সংস্থাপন করা যেমন দুঃসাধ্য, আমার পক্ষে অসংরুদ্ধ রাজ্যচ্ছিন্ন আবরণ করাও সেইরূপ অসাধ্য । গদভ যেমন অশ্বের ও কাক যেমন হংসের গাত অনুকরণ করিতে পারে না, হে অরিন্দম ! হে বীর ! আপনার কার্য্য অনুকরণ করিতে আমিও সেই রূপ অসমর্থ । হে মহাবাহো ! অন্তঃপুর মধ্যে একটি বৃক্ষ রোপণ করা হইল ; বৃক্ষটিও মহাস্কন্ধসম্পন্ন, দুরারোহ এবং শাখা প্রশাখায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া একাণ্ড হইয়া উঠিল । ক্রমে তাহাতে পুষ্পও প্রস্ফুটিত হইল ; কিন্তু ফলোৎপত্তির

পৃথকই রক্ষাটি ভূমিতে পতিত হইল। সুতরাং যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে রক্ষাটিকে রোপণ করিয়াছিল, তাহার সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল না। আয়্য! আমি এই উপমা দিলাম, আপনি ইহার তাৎপৰ্য্য গ্রহণ করুন। হে মনুজশ্রেষ্ঠ! আমরা আপনায় কিঙ্কর, আপনি আমাদের উপর প্রভুত্ব করুন। রাঘব! আজ অভিষেকান্তে সকলোক আপনাকে মধ্যাহ্নকালীন দীপ্ত-তেজা আদিত্যের ন্যায় কিরণজাল বিকিরণ করিতে দর্শন করুক। রাজন! আপন ভূযাধিনি, কাঞ্চী ও নূপুরধ্বনি এবং মধুর গীত ও বাদিত্রধ্বনি সহকারে নিদ্রিত ও জাগরিত হউন। যতকাল জ্যোতিষশুক্র ভ্রমণ করে, এবং যতকাল পৃথিবী বর্তমান থাকে, আপনি ততদিন যাবতীয় লোকের আদিপত্য করুন।

ভরতের বাক্য শ্রবণ পূর্বক শত্রুপুরজয় রামচন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া তথাস্তু বলিয়া স্তম্ভ আগনে উপবেশন করিলেন। তখন শত্রুঘ্নের আদেশক্রমে শিহকাম্মা সুখহস্ত নিপুণ নরসুন্দর সকল প্রাণায়াম করিয়া রামের সমীপে উপস্থিত হইল। অনন্তর প্রথমতঃ ভরত ও লক্ষ্মণ এবং বানররাজ সুগ্ৰীব, রাক্ষসরাজ বিভীষণ ও শত্রুঘ্ন স্নান করিলে পর, রাম জটাভার কর্তন ও কেশ সংস্কার পূর্বক স্নান করিলেন। স্নান করিয়া দিব্য অনুলেপন ও মালা ধারণ এবং মহামূলা পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, তখন তাঁহার অনুপম দেহকাস্তি যেন জ্বলিতে লাগিল।

তদনন্তর চক্ষুকুলবদ্ধন দীপ্যমান শত্রুঘ্ন রামের ও লক্ষ্মণের বেশভূষা করাইয়া দিলেন। মনস্বিনী দশরথপত্নীগণ অহস্তেই সীতার মনোহর বেশভূষা করিয়া দিলেন। অনন্তর পুত্রবৎসল কৌশল্যা বানরপত্নীদের সহকলেরই সুশোভন বেশবিন্যাস করিয়া দিলেন।

তদনন্তর শত্রুঘ্নের আজ্ঞাক্রমে সুমন্ত সারথি মর্কটশোভন রথ যোজনা করিয়া রামের নিকট আনয়ন করিলেন। সুব্যাঘ্র-মধুর বিনম্রপ্রভ রথ উপস্থিত হইয়াছে দর্শন করিয়া শত্রুপুরজয়

মহাবাহু রামচন্দ্র রথে আরোহণ করিলেন। তখন মহেন্দ্র-সদৃশকাস্তি সূত্রীব এবং হনুমান্ও দিবা বস্ত্র পরিধান ও কর্ণে কুণ্ডল ধারণ পূর্বক যাত্রা করিলেন। সর্কীভরণভূষিতা শুভকুণ্ডল-ধারিণী সূত্রীবণ্ডী সকল এবং সীতাও নগরদর্শনার্থ সমুৎসুক হইয়া গমন করিতে লাগিলেন।

এদিকে অযোধ্যায় রাজা দশরথের মন্ত্রীগণ পুরোহিতের সমভিবাহারে তৎকালোচিত ঠিককর্তব্যতা বিষয়ে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। অশৌক, বিজয় এবং সিদ্ধার্থবিজয়োচিত মহাত্মা রামের সম্বন্ধনা ও অভিষেক এবং নগরীর শোভা সম্পাদন বিষয়ে স্থির বুদ্ধি পূর্বক মন্ত্রণা করিলেন। এবং ভূতাদিগকে আদেশ করিলেন, তোমরা রামচন্দ্রের জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় মাদ্রলিক কার্যের অনুষ্ঠান কর।

পুরোহিত ও মন্ত্রীগণ এই প্রকার আদেশ প্রদান করিয়া সকলেই রামদর্শনার্থ নগরী হইতে মন্দির বহির্গত হইলেন।

এদিকে অনব রামচন্দ্র রথারোহণ পূর্বক, হরিচয়যুক্ত রথারোহণে দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় মহানগরী অযোধ্যা যাত্রা করিলেন। ভরত রথের রশ্মি ও শক্রর চক্র ধারণ করিলেন। লক্ষ্মণ বালবাজন লইয়া রামচন্দ্রের মস্তকোপরি বীজন করিতে লাগিলেন। রাক্ষসরাজ বিভীষণও পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া অপর এক চন্দ্রমক্শাশ স্কুল বালবাজন বীজন করিতে থাকিলেন। এই সময় আকাশমণ্ডলে দেববিগণ, দেবগণ ও মরুদগণ রামচন্দ্রের স্তব করিতে লাগিলেন। তাঁহাদিগের মধুর স্তুতিশব্দ শ্রবণগোচর হইতে লাগিল।

অনন্তর মহাতেজা বানররাজ সূত্রীব শত্রুঞ্জয়নামক পর্বত-প্রাণ কুঞ্জরে আরোহণ করিলেন। সমস্ত বানরগণও মানুষরূপ ধারণপূর্বক সর্কীভরণে ভূষিত হইয়া নয় সহস্র গজারোহণে যাত্রা করিল। পুরুষব্যাজ্জ, রামচন্দ্র বিপুল শত্রুধ্বনি, প্রজাগণের

আনন্দধ্বনি ও দুন্দুভিধ্বনি সহকারে হর্ম্যমাণিনী অযোধ্যা-
নগরী গমন করিতে লাগিলেন ।

অনন্তর অযোধ্যাবাসিগণ দেখিতে পাইল, অতিরথ রামচন্দ্র
রথারোহণপূর্বক দেহপ্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া সন্নিধে আগমন
করিলেন । তখন তাহারা ককুৎস্থনন্দনের যথাবিধি অভিনন্দন
করিল ; কাকুৎস্থও তাহাদিগের প্রত্যাভিনন্দন করিলে পর
তাহারা ভ্রাতৃপনিবেষ্টিত কাকুৎস্থের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন
করিতে লাগিল । অমাত্যগণ, ব্রাহ্মণগণ ও প্রজাগণে পরিবেষ্টিত
হইয়া ককুৎস্থনন্দন রাঘব তৎকালে তারাগণবেষ্টিত চন্দ্রমার স্তায়
অপূর্ব শ্রী ধারণ করিলেন । তূর্য্যবাদক সকল তাঁহার অগ্রে অগ্রে
গমন করিতে লাগিল ; এবং মাস্তুলিকগণ ভালবৎ করদার্য্য
স্থিতক সকল হস্তে লইয়া বিবিধ মঙ্গল শব্দ উচ্চারণ করিতে
করিতে তাঁহার চতুর্দিক্ বেষ্টন করিয়া যাইতে লাগিল । অক্ষত
ও রজত হস্ত পুরুষ, গো, কন্যাকা, ব্রাহ্মণগণ এবং মোদকহস্ত
পুরুষগণও রামের অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিল । তৎকালে
রাম মন্ত্রিদিগের নিকট সুগ্ৰীবের সখ্য, পবননন্দন হনুমানের
পরাক্রম এবং বানরগণের অদ্ভুত কার্য্যের কথা ব্যক্ত করিলেন ।
শ্রবণ করিয়া অযোধ্যাবাসী সকলেই আশ্চর্য্যাব্বিত হইল । বানর-
গণসহিত দ্যুতিমান্ রামচন্দ্র এইরূপে বানরদিগের সেই সকল
অদ্ভুত কৰ্ম্ম এবং রাক্ষসদিগের অদ্ভুত বলের গল্প করিতে করিতে
কষ্টপুষ্ট জনতায় পরিবেষ্টিত হইয়া অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন ।
তখন পৌরজন গৃহে গৃহে পতাকা থোপিত করিল । রামচন্দ্রও
ক্রমে ইক্ষ্বাকুদিগের বাসভবন পিতৃভবনে যাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন ।

মহাত্মা পিতৃভবনে প্রবিষ্ট হইয়া রাজপুত্র রঘুনন্দন রামচন্দ্র
কৌশল্যা, সুমিত্রা ও কৈকেয়ীকে প্রণাম করিয়া যুক্তিসঙ্গত মধুর
বাক্যে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ ভরতকে কহিলেন, মুক্তামণিখচিত্ত অশোক-
বনিকাগম্পন্ন মদীয় সুবিশাল উৎকৃষ্ট ভবন সুগ্ৰীবকে বাসার্থ
অর্পণ কর । তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ পূর্বক সত্যপরাক্রম ভরত

সুগ্ৰীবের হস্তধারণপূর্বক ঐ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিলেন। তৎপশ্চাৎ শক্রবৈর আদেশক্রমে ভূত্যাগণ তৈলপ্রদীপ, পর্য্যাক ও আস্তরণ সকল লইয়া সত্বর প্রবিষ্ট হইল। অনন্তর রাঘবানুজ ভরত সুগ্ৰীবকে কহিলেন, প্রভো! আপনি রামচন্দ্রের অভিষেকজলানয়নার্থ দূতদিগকে আজ্ঞা করুন। তখন সুগ্ৰীব চারি প্রাধান বানরকে সর্সরত্বভূষিত চারি সুবর্ণ ঘট প্রদান করিয়া বলিয়া দিলেন, তোমরা যাহাতে প্রত্যেককালেই চারি সাগরের জল লইয়া আগিতে পার তদনুরূপ যত্ন কর।

এই কথা শুনিয়া গুরুড়ের ন্যায় শীত্ৰগামী পর্বতপ্রাণ মহাবল বানরগণ সত্বর আকাশপথে উৎখিত হইল। জাম্ববানু, হনুমান, বেগদশী ও ঋষভ প্রভৃতি পঞ্চশত চারি বানর পঞ্চশত নদী ও চারি সাগর হইতে কুম্ভ পূরণ করিয়া আনয়ন করিল। মহাবল ঋষেণ সর্সরত্ববিভূষিত কলস পূর্ণ সমুদ্র হইতে পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। ঋষভ সত্বর দক্ষিণ সমুদ্র হইতে জল আনিল। গবয় রক্ত চন্দন ও কপূর সম্পৃক্ত সুবর্ণ কলস পশ্চিম মহাসাগর হইতে পূর্ণ করিয়া আনয়ন করিল। গুরুড় ও বায়ুর ন্যায় বিক্রমশালী ধর্ম্মাজ্ঞা বায়ুন্দন হনুমান সত্বর সুবর্ণ কুম্ভে করিয়া উত্তর সমুদ্রের জল আনিলেন।

এ সকল বানরশ্রেষ্ঠ জল আনয়ন করিয়াছেন দর্শন করিয়া শক্রবৈর ও সচিবগণ রাগের অভিষেকার্থ ঐ জল প্রাধান পুরোহিত ও আত্মীয়বর্গকে সমর্পণ করিলেন। অনন্তর রক্ত পুরোহিত বশিষ্ঠ অন্যান্য ব্রাহ্মণদিগের সমভিব্যাহারে অতি যত্ন পুস্কক রাম ও সীতাকে রত্নময় পীঠে উপবেশন করাইলেন। তাহার পর, বসুগণ যেমন সহস্রলোচন বাসবকে, বশিষ্ঠ বিজয়, জীবালি, কাশ্যপ, কাভ্যায়ন, গৌতম, বাসদেব, ইহাঁরাও তেমনি সুনির্ম্মল সুগন্ধি মলিল দ্বারা নববাস্ত্র রামচন্দ্রকে অভিষেক করাইলেন। প্রথমতঃ ঋষিক্ ব্রাহ্মণগণ দ্বারা অভিষেক করাইয়া, তাহার পর ক্রমে ক্রমে ষোড়শ কন্যা এবং প্রহস্টহৃদয় মন্ত্রিগণ, পুত্রবাসিগণ

ও বণিগুণ দ্বারা অভিষেক করাইলেন । আকাশস্থিত সৰ্বদেব-
সমিত লোকপালগণও সৰ্বৌষধি রস দ্বারা অভিষেক করিলেন ।
পুরাকালে যে রত্নশোভিত কিরীট স্বয়ং ব্রহ্মা নিৰ্ম্মাণ করিয়া-
ছিলেন ; পূর্বে যে মুকুট দ্বারা মনুর অভিষেক করা হইয়াছিল ;
তাহার পর তাঁহার বংশোৎপন্ন রাজগণ যে কিরীট দ্বারা যে
রত্নপরিষ্কৃত মহামূল্য বিবিধ স্ত্রশোভন মণিরত্ন দ্বারা বিভূষিত
সভামধ্যে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, সেই সভাতেই নানারত্নময়
পীঠে যথাবিধানে উপবেশন করাইয়া মহাত্মা বশিষ্ঠ পুরোহিত-
দিগের দ্বারা সেই কিরীটই রামচন্দ্রের মস্তকে অর্পণ করিলেন ;
অন্যান্য ভূষণ সকলও তাঁহাকে পরিধান করাইলেন । শক্রস্ব
তাঁহার শুভ শুভ চক্র এবং বামনরাজ সুগ্ৰীব শ্বেত চামর ধারণ
করিলেন । রাক্ষসরাজ বিভীষণ চন্দ্রশঙ্কর আর এক বাল-
বাক্সন ধারণ করিয়া অপর পাশ্বে দণ্ডায়মান হইলেন । পবন-
দেব ইন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে শত সুবর্ণপদ্মনুজ্জ্বল সুবর্ণ মালা এবং
সৰ্বরত্নময় মণিবিভূষিত মুক্তাহার নরেন্দ্র রামচন্দ্রকে অর্পণ
করিলেন । এই প্রকারে অভিষেকার্থ ধীমান রামচন্দ্রের অভি-
ষেকোৎসব আরম্ভ হইলে, দেবগন্ধর্ভগণ গান এবং অঙ্গুরোগণ
নৃত্য করিতে লাগিল । পৃথিবী শস্যবতী, রক্ষ সকল ফলবান্
ও পুষ্প সকল নিপুলগন্ধশালী হইয়া উঠিল । তৎকালে মমুজ-
শ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র ব্রাহ্মণদিগকে শত সহস্র অশ্ব, শত সহস্র ধেনু, শত
সহস্র গো এবং শত সহস্র রুম দান করিলেন । তদনন্তর ত্রিংশৎ
কোটি সুবর্ণ মুদ্রা এবং বিবিধ মহামূল্য আভরণ ও ভূষণ পুন-
র্বার ব্রাহ্মণদিগকে নিবেদন করিলেন । তাহার পর সুগ্ৰীবকে
সূর্য্যরশ্মিসমপ্রভ মণিমুক্তাখচিত দিব্য সুবর্ণমালা অর্পণ করি-
লেন । বালিপুত্র অঙ্গদকে চন্দ্ররশ্মিসম ন্যায় সমুজ্জ্বল বৈদূর্য্যময়
বিচিত্র অঙ্গদযুগল দান করিলেন । যে হারে সর্বৌৎকৃষ্ট মণি
গুণিত ছিল, রাম সেই চন্দ্ররশ্মিসমপ্রভ মুক্তাহার এবং বিমল
দিব্য বস্ত্রযুগল ও অন্যান্য বিবিধ সূক্ষ্মর আভরণ সীতাকে সম-

পাণ করিলেন। সীতা চারি দিক নিরীক্ষণ করিয়া ঐ সমস্ত বায়ুনন্দন হনুমানকে দান করিলেন। জ্ঞানকী নিজের কণ্ঠ হইতে হার উন্মোচন করিয়া মুক্তমুখ বানরগণ ও ভক্তার প্রীতি দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। ইন্দিভজ্ঞ রামচন্দ্র তাহা দর্শন করিয়া জনক-ভনয়াকে কহিলেন, হে সুভগে ভাগিনি! তুগি যাহার উপর ভুষ্ঠ হইয়াছ, তাহাকেই হার অর্পণ কর। তখন অসিতলোচনা জ্ঞানকী বায়ুনন্দনকে ঐ হার প্রদান করিলেন। তেজ, ধৈর্য্য, যশ, দাক্ষিণ্য, সাগর্ভ, বিনয়, নয়, পৌরুষ, বিক্রম ও বুদ্ধি এই সমস্ত যাঁহাতে নিয়ত একত্র বর্ত্তমান, সেই বানরশ্রেষ্ঠ হনুমান্ ঐ চন্দ্রাংশুধবল হার পরিধান করিয়া ক্ষেতাদ্রমণ্ডিত নভোমণ্ডলের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন। অন্যান্য বানররুদ্ধ এবং বানরাধিপতিপতিগণও যথাযোগ্য বস্ত্রাভরণ পারিতোষিক প্রাপ্ত হইলেন।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের নিকট এইরূপে যথাযোগ্য পুরস্কার ও সর্গধাকার সম্পূর্ণ অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া বিভীষণ, সুগ্রীব, জাম্ববান্ ও অন্যান্য বানরাধিপতিগণ সকলেই সন্তুষ্ট হইয়া অবশেষে স্ব স্ব আলয়ে যাত্রা করিলেন। বসুধাধিপ পরম্পর রামচন্দ্র দ্বিবিদ, মৈন্দ এবং নীলকেও অত্যাশ্রম রত্নাদি প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাবল বানরশ্রেষ্ঠগণ সকলেই নররাজের নিকট বিদায় লইয়া কিক্ষিণ্যয় প্রত্যাগত হইলেন। বানররাজ সুগ্রীব রামের অভিষেক দর্শনপূর্ব্বক তাঁহার নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া প্রত্যাগমন করত কিক্ষিণ্য নগরী প্রবেশ করিলেন। মহাযশা ধর্ম্মাত্মা বিভীষণও কুলক্রমাগত লঙ্কারাজ্য লাভ করিয়া অমাত্যগণের সমভিব্যাহারে লঙ্কা যাত্রা করিলেন।

পরমোদার মহাযশা রামচন্দ্র শত্রু সংহার পূর্ব্বক এই প্রকারে পৈতৃক রাজ্য গ্রহণ করত আনন্দে রাজ্য শাসন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। রাজ্য গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মবৎসল রামচন্দ্র ধর্ম্মজ্ঞ লক্ষ্মণকে কহিলেন, ধর্ম্মজ্ঞ! আমাদিগের পূর্ব্বরাজগণ যাহা পালন

କରିয়া ଗିରାଢ଼େନ, ତୁମି ଆମାର ସହିତ ଏକ୍ଷଣେ ଯେହି ପୃଥିବୀ ଶାସନ
କର ; ମାମର୍ଥ୍ୟେ ତୁମି ଆମାରହି ସମାନ , ଆମାଦିଗେର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ-
ଗଣଓ ଯୌବରାଜ୍ୟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହଇয়া ଆସିରାଢ଼େନ ; ତୁମିଓ ଏକ୍ଷଣେ
ଯୌବରାଜ୍ୟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହଓ । କିନ୍ତୁ ଯୌବରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣାର୍ଥ ବାରସ୍ବାର
ଅଶେଷରୂପ ଅନୁନୟ ଓ ଉପରୋଧ କରାତେଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯତ୍ନ କିଛୁତେହି
ଶ୍ରୀକାର କରিলେନ ନା, ତତ୍ତ୍ବନ ମହାତ୍ମା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭରତକେ ଯୌବରାଜ୍ୟେ
ଅଭିଷେକ କରিলେନ ।

ରାଜ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିয়া ରାଜନନ୍ଦନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୌଣ୍ଡରୀକ ଓ ଅଶ୍ବ-
ମେଧ ଯଜ୍ଞେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରিলେନ । ଅଶ୍ବମେଧ ପୁନଃ ପୁନଃ କରিতে
ଲାଗିଲେନ । ତନ୍ଦ୍ବିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିବିଧ ଯାଗେରଓ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରিলେନ ।
ଦଶ ସହସ୍ର ବଂଶର ରାଜ୍ୟାଭୋଗ କରିୟା ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟେ ରାଧବ ଭୂରି-
ଦକ୍ଷିଣାଦାନ ପୂଜକ ଯଦସ୍ତ୍ର ଦ୍ବାରା ଦଶଟି ଅଶ୍ବମେଧ କରିୟାଢ଼ିଲେନ ।

ଆଜ୍ଞାନୁଲକ୍ଷିତବାତ୍ ବିଶାଳବକ୍ତ୍ରା ପ୍ରାତାପବାନ୍ ଲକ୍ଷ୍ମଣେନୁଚର ରାମ-
ଚନ୍ଦ୍ର ଏହିରୂପେ ପୃଥିବୀ ପାଳନ କରିତେ ଲାଗିଲେନ । ଅନୁଷ୍ଠମ ରାଜ୍ୟ
ଘୋଷ୍ଟ ହଇୟା ଧର୍ମାତ୍ମା ଆତ୍ମୀୟ ଜନ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣେର ମାହାସ୍ୟେ ବିବିଧ
ଓଂକ୍ଷୁଟ୍ଟ ଯଜ୍ଞେର ଅନୁଷ୍ଠାନ କରিলେନ ।

ରାମ ରାଜ୍ୟ ପାଳନ କରିତେ ଧାରତ୍ତ ହଇଲେ, ବୈଦବାଜ୍ଞନିତ
ଶୋକ, ତିଂସ୍ରପ୍ରାଣିଜ୍ଞନିତ ଭୟ, କି ବ୍ୟାଧିଭୟ ରହିଲ ନା । ପ୍ରଜ୍ଞା-
ମଧ୍ୟେ ତତ୍ସରଭୟ ବିଦୂରିତ ହଇଲ । କେଓ ଅନ୍ୟେର ମାମଗ୍ରୀ ସ୍ପର୍ଶଓ
କରିଲ ନା । ରୁଦ୍ରଦିଗକେ ବାଳକଦିଗେର ଅନ୍ତୋଷ୍ଟି କରିତେ ହଇଲ
ନା । ସକଳ ଲୋକଟି ଆନନ୍ଦିତ ଏବଂ ସକଳେ ଧର୍ମପରାୟଣ ହଇଲ ।
ସକଳେହି ଏକ ରାମେର ଶ୍ରୀତିହି ଅନୁରକ୍ତ ହଇୟା ପରମ୍ପରା ହିଂସା କରିଲ
ନା । ଲୋକେର ପରମାତ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ସହସ୍ର ଓ ପୁତ୍ରେର ସଂଖ୍ୟାଓ ସହସ୍ର
ହଇଲ ଏବଂ ଶରୀରଲୋକ ନୀରୋଗ ଓ ଶୋକଶୂନ୍ୟ ହଇଲ । ରୁଦ୍ର ସକଳ
ଶରୀର ଶତ୍ରୁତେହି ସମଭାବେ କଳ ମୂଳ ଓ ପୁଷ୍ପ ଥାମବ ଏବଂ ଯେଷ ଇଚ୍ଛାମତ
ବର୍ଷଣ କରିତେ ଲାଗିଲ । ବାୟୁ ସୁଖସ୍ପର୍ଶଭାବେ ବହିତେ ଧାକିଲେନ ।
ପ୍ରଜ୍ଞାବର୍ଗ ଅ ଅ ରୁଦ୍ଧିତେହି ପ୍ରିତିତୁଷ୍ଟ ଧାକିୟା ଅ ଅ ରୁଦ୍ଧିତେ କରିତେ
ଲାଗିଲ ; ଧର୍ମପରାୟଣ ହଇଲ । ରାମେର ରାଜ୍ୟଶାସନକାଳେ ମିଥ୍ୟା-

বাদী রহিল না । সকলেই সর্দশুলক্ষণসম্পন্ন ও ধর্মপরায়ণ হইল । এই রূপে রাগচন্দ্র দশসহস্র বৎসর কাল রাজ্য শাসন করিলেন ।

এই ধর্মসাধক যশঃসাধক আয়ুর্কর্দ্বক রাজ্যগণের বিজয়সাধক বেদপরিপোষক আদিকাব্য প্রাচীনকালে বাল্মীকি মুনি প্রণয়ন করিয়াছিলেন । ইহসংসারে যে ব্যক্তি সদা এই আদিকাব্য শ্রবণ করেন, তিনি সর্দশপাতক হইতেই মুক্ত হইয়া থাকেন । রামাভিষেক শ্রবণ করিয়া পুত্রার্থী পুত্র ও ধনাধী ব্যক্তি ধনলাভ করেন । এবং রাজা মহীমণ্ডল জয় করিয়া শত্রু দমন করিতে পারেন । যেমন কৌশল্যার রাম, সুমিত্রার লক্ষ্মণ ও কৈকেয়ীর ভরত, রামায়ণ শ্রবণ করিলে তেমনি জ্ঞীলোকের পুত্র দীর্ঘ-জীবী হয় । অক্লিষ্টকর্মা রামের অশেষ বিজয়সম্বন্ধীয় এই রামা-য়ণ গ্রন্থ শ্রবণ করিলে দীঘায়ু লাভ করা যায় । যে ব্যক্তি জিত-ক্রোধ ও শ্রদ্ধাশ্রিত হইয়া বাল্মীকিবিরচিত এই প্রাচীন কাব্য শ্রবণ করেন, তিনি সকল সঙ্কট হইতে মুক্তি প্রাপ্ত হন । বাল্মীকি প্রণীত এই আদিকাব্য শ্রবণ করিলে, প্রাসাদী ব্যক্তি গৃহে প্রাত্যা-গত হইয়া পুনর্বার বন্ধু বান্ধবদিগের সঙ্গিত আনন্দে কাল যাপন করিতে পারেন । রামায়ণ শ্রবণ করিয়া মনুষ্য রাগচন্দ্রের নিকট সমস্ত অভিলষিত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন । সকল দেবতাই রামায়ণশ্রোতার প্রতি হাস্য হন । গৃহে রামায়ণ থাকিলে গৃহের ভুতাদি উপদ্রব শাস্ত হয় । রামায়ণ শ্রবণ করিলে রাজা পৃথিবী জয় এবং প্রাসাদী ব্যক্তি মঙ্গল ও রক্ষঃস্থলা জ্ঞী অনুত্তম পুত্র লাভ করিয়া থাকেন । এই পুরাতন ইতিহাস পাঠ ও পূজা করিলে মনুষ্য সর্দশ পাপ হইতে মুক্তি এবং দীঘায়ু প্রাপ্ত হইবে । ক্ষত্রিয়গণ অবনত মস্তকে প্রণাম করত নিত্য দ্বিজগণের নিকট রামায়ণ শ্রবণ করিবেন ; তাহা হইলে তাঁহাদিগের ঐশ্বর্য লাভ ও পুত্র লাভ হইবে, সন্দেহ নাই । যে ব্যক্তি সর্দদা এই সমগ্র রামায়ণ পাঠ ও শ্রবণ করেন, রাম তাঁহার প্রতি হাস্য থাকেন ,

রামই নিস্তারকর্তা। সর্বেশ্বর আদিদেব মহাবাহু সনাতন নারায়ণ বিষ্ণু। এই রামায়ণ মহাগ্রন্থ এই প্রকার ও উহার মাহাত্ম্য এই রূপ। তোমাদিগের মঙ্গল হউক্। তোমরা নিরন্তর রামায়ণ কীর্তন কর; হরির মাহাত্ম্য বুদ্ধি হউক্। রামায়ণ অধ্যয়ন ও রামায়ণ পাঠ করিলে, সকল দেবতাই তুষ্ট থাকেন। রামায়ণ শ্রবণ হেতু পিতৃগণ নিয়তই তুষ্ট লাভ করেন। ইহলোকে যাঁহার। ঋষিকৃত এই সংহিতা ভক্তি পূর্বক লিপিবদ্ধ করেন, তাঁহাদিগের স্বর্গে বাস হইয়া থাকে।

এই মহার্থসম্পন্ন শুভ কাব্য শ্রবণ করিলে ইহলোকে কুটুম্ব-বুদ্ধি, ধনধান্যবুদ্ধি, উৎকৃষ্ট স্ত্রী, অশেষ সুখসম্পৎ ও অর্থনিকি লাভ করা যায়। এই ওজস্কর আখ্যান আয়ুর্দীর্ঘক, বশোবদীর্ঘক, আরোগ্যসাধক, সৌভ্রাতৃবিবদীর্ঘক, বুদ্ধিকর ও মঙ্গলপ্রতিপাদক অতএব সাধু ব্যক্তিগণ নিয়মপূর্বক এই আখ্যান শ্রবণ করিবে। ইহা হইতে সর্ব ঋদ্ধি ও সর্ব কাম প্রাপ্ত হওয়া যায়।

যুদ্ধকাণ্ড সমাপ্ত।

— :: —

বাল্মীকি রামায়ণ।

উত্তর কাণ্ড।

প্রথম সর্গ।

শ্রীরাম রাক্ষস বধ করিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে, ঋষি-গণ সকলে তদীয় প্রতিনন্দন জন্য আগমন করিতে লাগিলেন। পুন্ড্রদিগ্‌বাসী কৌশিক, যশকীত, গার্গ্য, গালব, কণ্ণ ও মেধা-তিথির পুত্র; দক্ষিণদিগ্‌বাসী ভগবান্ স্বস্ত্যাত্রেয়, নমুচি, প্রমুচি, অগস্ত্য, অত্রি, স্রুমুখ ও পিনুখ; পশ্চিমাদিগ্‌বাসী শশিষ্য নৃষঙ্ক, কণ্বী, ধৌম্য ও কোবেয় এবং উত্তরদিগ্‌বাসী বশিষ্ঠ, কশ্যপ, অত্রি, বিশ্বামিত্র, গোতম, জগদগ্নি ও ভরদ্বাজ এই সপ্তর্ষি অযো-ধ্যায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা সকলেই মহাজ্ঞা, সকলেই ভক্তাশ্রয়সমপ্রভ, সকলেই বেদবেদাঙ্গপারগ এবং সকলেই বিবিধ-শাস্ত্রবিশারদ। রামভবনে সমাগত হইয়া, প্রতিহারমুখে তাঁহার সমীপে আপনাদের আগমননিবেদনজন্য, দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইলেন।

তাঁহাদের মধ্যে মুনিসত্তম ধর্ম্মাত্মা অগস্ত্য দ্বারপালকে কহি-লেন, তুমি রামের গোচরে নিবেদন কর, ঋষিগণ আমরা আসি-য়াছি। প্রতিহার অগস্ত্যের আদেশে তৎক্ষণাৎ মহাজ্ঞা রামের সমীপে গমন করিল। ঐ ব্যক্তি নয় ও ইচ্ছিত উভয় বিষয়েই অভিজ্ঞ, সুশীল, দক্ষ ও দৈর্য্যশালী। পূর্ণচন্দ্রসমত্বাতি রামকে সহসা দর্শন করিয়া কহিল, ঋষিসত্তম অগস্ত্য আগমন করিয়া-ছেন।

রাম বালস্বর্ষাসমপাত ঋষিগণের আগমনরুতান্ত্র শ্রবণ করিয়া, দ্বারবানকে কহিলেন, তাঁহাদিগকে যথাস্থখে এখানে আনয়ন কর । অনন্তর তাঁহারা আসিলে দর্শন করিয়া, তিনি ক্রুতাজলিপুটে প্রত্যাখান পূর্বক প্রত্যেককে আদরসংকারে গোনাবেদন ও পাদ্যার্থাদি দ্বারা অর্চনা করিলেন । এবং প্রায়ত চিত্তে অতিবাদন করিয়া, বসিবার জন্য আসন দিলেন । ঋষিগণেরা সেই কাঞ্চনচিত্রিত, কুশাস্থত, যুগচন্দ্রমুক্ত, অত্যাৎকৃষ্ট মহাসনে উপবিষ্ট হইলেন । তখন রাম বেদবিৎ মধ্বাদিগকে শিষ্য ও পুরোহিত্যম গহিত, কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন । তাঁহারা কহিলেন, মহাবাহু রঘুনন্দন ! তোমাকে সৌভাগ্যবশতঃ শত্রুকুল নির্মূল করিয়া, কুশলী দেখিতেছি, ইহাতেই আমাদের সর্বত্র কুশল । রাজন ! তুমি যে লোকরাবণ রাবণকে বধ করিয়াছ, ইহা অতিমাত্র সৌভাগ্যের বিষয় । অথবা, রাম ! পুত্রপৌত্রের সহিত রাবণকে বধ করা তোমার পক্ষে গুরুতর নহে । বেচেতু তুমি শরাসন গ্রহণ পূর্বক ত্রিভুবন জয় করিতে পার, মন্দেই নাই । ফলতঃ, রাম ! তুমি ভাগ্যবলেই পুত্রপৌত্রের সহিত রাবণকে সংহার করিয়াছ । ভাগ্যবলেই আমরা আজ তোমাকে সৌভাগ্য সহিত বিজয়ী দেখিতেছি । ধন্যস্বনু ! সৌভাগ্যবলেই তোমাকে আজি হৃদীয় হিতকারী জাতা লক্ষ্মণ ও অন্যান্য ভ্রাতৃগণ ও মাতৃ-বর্গের সহিত অবলোকন করিতেছি । সৌভাগ্যক্রমেই গ্রহস্ত, বিকট, বিরূপাক্ষ, মহোদর ও দুর্জয় অকম্পন, এই সকল নিশাচর নিহত হইয়াছে । ইহ সংসারে বাহার প্রমাণ অপেক্ষা বিপুল প্রমাণ নাই, রাম ! তুমি ভাগ্যবলেই সমরে সেই কুন্তকর্ণকে নিহত করিয়াছ । ত্রিশিরা, অতিকায়, দেবাস্তক, নরাস্তক, এই সকল মহাবীৰ্য্য নিশাচরকেও তুমি ভাগ্যবলে সংহার করিয়াছ । রাবণ দেবগণেরও অবধ্য । তুমি ভাগ্যবলেই তাহার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিয়া, বিজয় লাভ করিয়াছ । যুদ্ধে রাবণকে জয় করা তোমার পক্ষে কিছুই নহে । তথাপি, তাহার পুত্রকে যে দ্বন্দ্বযুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া সংহার করিয়াছ। ইহা অতিমাত্র সৌভাগ্য, বলিতে হইবে। বীর ! তুমি সৌভাগ্যবলেই, সাক্ষাৎ কালের ন্যায়, শত্রুর অভিমুখে ধাবমান সুরশত্রু রাবণের হস্তে মুক্ত ও বিজয় প্রাপ্ত হইয়াছ। হে মহাবাহু ! ইন্দ্রজিৎ সকল ভূতের অবধ্য ও পরম মায়ানী। তাহাকে বধ করিয়াছ, শুনিয়া, আমরা সকলেই তোমার অভিনন্দন করিতেছি। অবধ্য ইন্দ্রজিৎ নিহত হইয়াছে, শুনিয়া, আমাদের দিশ্ময় জন্মিতেছে। তুমি এই প্রকার সর্বলোকশোভিতকর পবিত্র অভয়দক্ষিণা প্রদান পূর্বক শত্রুজয় করিয়া, সর্বথা বাক্তিত্ব হইতেছ, ইহা নিরতি সৌভাগ্যের বিষয়।

রাম ভাবিতাম্বা ঋষিগণের ঐ কথা শুনিয়া, অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া, ক্রতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনারা রাবণ ও কুম্ভকর্ণ এই দুই মহাবীরকে অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রাশংসা করিতেছেন ? মহোদর, হা হস্ত, বিরূপ ক্ষ, অকম্পন, মহাপাশ, দুর্দ্রব্য দেবাস্তক ও নরাস্তক, এই সকল মহাবীরদিগকেও অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রাশংসা করিতেছেন ? অতিকায় ত্রিশিরা ও ধুত্মাক্ষ এই সকল মহাবীৰ্য্য রাক্ষসকেও অতিক্রম করিয়া, কিজন্য ইন্দ্রজিতের প্রাশংসা করিতেছেন ? এই ইন্দ্রজিতের প্রভাব কীদৃশ, বল ও পরাক্রম কিরূপ এবং কি কারণেই বা রাবণ অপেক্ষাও ইহার বলবীৰ্য্যাদি অধিক। যদি আমি এই রক্তাঙ্ক শুনিতে পারি, এবং আপনাদেরও যদি ইহা বলিতে থাকে, তাহা হইলে, বলুন, শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে। নিশ্চয় জানিবেন, আমি আপনাদিগকে আজ্ঞা করিতেছি না। ইন্দ্রজিৎ কিরূপে এরূপ বরলাভ করিল যে, ইন্দ্রকেও পরাজয় করিয়াছিল ? আর পুত্রই বা কিরূপে বলবান্ হইল ? তাহার পিতা কিম্বা সেরূপ হইলেন না ? ফলতঃ, ইন্দ্রজিৎ কিরূপে পিতা অপেক্ষাও অধিক যোদ্ধা ; কিরূপে ইন্দ্রেরও জেতা এবং কিরূপে বরপ্রাপ্ত হইল, এই সকল জিজ্ঞাসা করিতেছি। হে মুনীন্দ্র ! সমস্ত কীৰ্ত্তন করুন।

দ্বিতীয় সর্গ।

মহাক্সা রামের এই কথা শুনিয়া, পরমতেজস্বী অগস্ত্য কহিলেন, রাম ! শ্রবণ কর। ইন্দ্রজিৎ যাহার প্রভাবে শক্রর অবধ্য হইয়া, তাহাদিগকে বধ করিত, তাহার সেই অতিমাত্র তেজ ও বলবিষয়ক ইতিবৃত্ত কীর্ত্তন করিব। হে রঘুনন্দন ! প্রথমে তোমাকে রাবণের কুল, জন্ম ও তাহাকে যে বর দেওয়া হয়, বলিতেছি। রাম পূর্বে সত্যযুগে পুলস্ত্য নামে ব্রহ্মর্ষি ছিলেন। তিনি প্রজাপতির পুত্র, পরমপ্রভাবিশিষ্ট ও শাক্য পিতামহের ন্যায়। কি ধর্ম, কি শীল, কোন বিষয়েই তাহার অপার গুণ-রাশি বর্ণন করা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। তবে, তিনি প্রজাপতির পুত্র, এই নাম মাত্রে তাহার বর্ণনা করা যাইতে পারে। প্রজাপতির পুত্র বলিয়া, তিনি দেবগণের পরম শ্রিয়পাত্র ছিলেন। এবং তিনি পিত্র গুণের আধারপাণ্ডঃ সেই মহামতিকে সকল লোকেই ইচ্ছা পূর্বক ভাল বাসিত। মুনিপুঙ্গব সেই পুলস্ত্য তপঃসাধনলালসায় মহাগিরি সেরুর পাশ্বে তৃণকিন্দুর আশ্রমে গমন করিয়া, বাস করিতে লাগিলেন। তথায় ধর্ম্ম মন সমর্পণ ও স্বাধ্যায়সহায়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম সংযমন পূর্বক, তপস্যায় প্রবৃত্ত হইলে, ঋষি, পরগ, রাজর্ষি ও অপ্সর কন্যারা ক্রীড়া-প্রসঙ্গে সেই দেশে সমাগত হইয়া, তদীয় আশ্রয়পদে গমন করিয়া, বিদ্ব করিতে আরম্ভ করিল। ঐ আশ্রয়কানন পরম মনোহর ও সকল ঋতুতেই উপভোগযোগ্য। সেই জন্য কন্যা সকল নিত্যই তথায় গমন করিয়া, ক্রীড়া করিতে লাগিল। স্থানের এই প্রকার রমণীয়তাবশতঃ দ্বিজসন্তম পুলস্ত্য যেখানে ছিলেন, তাহার। তথায় গিয়া, গান,বাদ্য ও নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। এইরূপে সেই অনিন্দিতা কন্যাগণ তপস্বী ঋষির বিদ্বসাধনে প্রবৃত্ত হইল। তাহাতে, সেই মহাতেজা মহামুনি রুষ্ট হইয়া কহিলেন, অন্তঃপর আমি বাহাকে এখানে দেখিতে পাইব, তাহারই গর্ভ হইবে।

কন্যাগণ সকলে মহাজ্ঞা ঋষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, ঐক্ষ-
শাপভয়ে ভীত হইয়া, সেই আশ্রমে আর গমন করিল না । কিন্তু
রাজর্ষি ভৃগুবিন্দুর কন্যা সে কথা না শুনিয়া, আশ্রমপদে প্রবেশ
পূর্বক একান্ত নির্ভয়ে বিচরণ করিতে লাগিল । সে আপনার
কোন সখীকেই তথায় আসিতে দেখিল না । প্রজাপতিনন্দন
পরমতেজস্বী মহর্ষি পুলস্ত্য তপঃপ্রভাবে বিদ্যোভিত হইয়া, তৎ-
কালে স্বয়ং বেদপাঠ করিতেছিলেন । ভৃগুবিন্দুতনয়া সেই শঙ্ক-
ধ্বনি শ্রবণ ও ঋষিকে দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ পাণ্ডুদেহা ও
গর্ভবতী হইল । তাহার ঐ গর্ভ স্পষ্টই লক্ষিত হইতে লাগিল ।
আপনার এই দোষ দর্শনে তাহার উদ্বেগ সঞ্চার হইল । তখন
সে, আমার এ কি হইল, জ্ঞানিতে পারিয়া, পিতার আশ্রমে গমন
করিয়া, তথায় অবস্থিতি করিল ।

ভৃগুবিন্দু কন্যাকে তদবস্থা দেখিয়া, জিজ্ঞাসা করিলেন,
তুি স্নাত্নদেহের অঙ্গদৃশ এ কি ধারণ করিতেছ ? কন্যা দীন-
ভাবাপন্ন হইয়া, ক্লৃতাঞ্জলিপুটে তপোধন পিতাকে কহিলেন,
তাত ! যে কারণে আমার এইপ্রকার অবস্থা ঘটয়াছে, তাহা
জানি না । কিন্তু আমি প্রপণে একাকিনী ভাবিতাত্মা মহর্ষি
পুলস্ত্যের আশ্রমে স্বীয় সখীজনের অস্বেষণার্থ গমন করিয়া-
ছিলাম । কিন্তু কাহাকেও তথায় আসিতে দেখিলাম না । ঐ
সময়েই স্বীয় রূপবিপর্যায় দর্শন করিয়া, তৎক্ষণাৎ ত্রাসবশতঃ
এখানে আগমন করিলাম ।

তপঃপ্রভাবে বিদ্যোভিত্যতি রাজর্ষি ভৃগুবিন্দু এই কথায়
ধ্যানপরায়ণ হইয়া, তৎক্ষণাৎ দিব্য চক্রে দর্শন করিলেন, ঋষির
কর্ম্বলেই এই প্রকার ঘটয়াছে । তখন তিনি ভাবিতাত্মা
ঋষির শাপ বিদিত হইয়া, স্বীয় তনয়াকে লইয়া, তথায় গমন
করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, ভগবন্ ! আমার এই কন্যা স্বীয়
গুণেই ভূষিতা । আমি স্বয়ং আহরণ পূর্বক ভিক্ষা স্বরূপ হোমকে
প্রদান করিতেছি । হে মহর্ষে ! প্রতিগ্রহ করিতে আজ্ঞা হউক ।

তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইয়া, আপনার ইচ্ছামুখ্য পরিজ্ঞাত হইয়া উঠিলে, এই কন্যা নিত্য আপনার সেবাপরায়ণা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ধান্মিক রাজর্ষি তৃণবিন্দু এই প্রকার বাক্য প্রয়োগে প্রবৃত্ত হইলে, মহাভাগ মহর্ষি পুলস্ত্য তৃতীয় কন্যা গ্রহণে সমুৎসুক হইয়া, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিলেন। তখন রাজা কন্যাদান করিয়া, স্বীয় আশ্রমপদে গমন করিলেন। কন্যাও স্বীয় গুণে স্বামীর সম্ভাষণ সাধন করত তথায় বাস করিতে লাগিলেন। মুনিপুঙ্গব তদীয় শীল ও রত্ন দ্বারা সন্তুষ্ট হইলেন। অনন্তর সেই মহাতেজা খীত হইয়া এই কথা কহিলেন, সুশ্রোণি! আমি গুণগৌরব প্রযুক্ত তোমার প্রীতি পানি হুই হইয়াছি। এই কারণে অদ্য তোমাকে আত্মানুরূপ পুত্র প্রদান করিব।

ঐ পুত্র উভয় বংশের রক্ষাকর্তা ও পৌলস্ত্য নামে বিখ্যাত হইবেক। তে দেবি। যেহেতু তুমি আমার অধ্যয়নসময়ে বিশেষ রূপে বেদ প্রদান করিয়াছ, সেহেতু, তোমার পুত্রের নাম বিজ্ঞান হইবে, সন্দেহ নাই।

ঋষি প্রহৃষ্ট সন্তোষকরণে এই প্রকার কহিলে, সেই দেবী অচিরকাল মধ্যেই পুত্র বিজ্ঞানকে প্রসব করিলেন। ঐ পুত্র ত্রিলোকবিখ্যাত, বশোদম্মসমমিত, ক্রান্তিমান, সমদর্শী, ব্রতচার-পরায়ণ এবং পিতার ন্যায়, তপস্বী হইলেন।

— [:] —

তৃতীয় সর্গ।

অনন্তর পুলস্ত্যের পুত্র মুনিপুঙ্গব বিজ্ঞান অচিরকালমধ্যেই পিতার ন্যায় তপস্বী, সত্যবান, শীলবান, দান্ত, স্বাধ্যায়নিরত, শুচি, সর্বভোগে বীতস্পৃহ, এবং নিত্য ধর্মপরায়ণ হইয়া উঠিলেন। মহামুনি ভরদ্বাজ তাঁহার এইপ্রকার চরিত্র বিদিত হইয়া, আপনার দুহিতা দেবদানীকে পত্নীস্বরূপ তাঁহার হস্তে সম্প্রদান

করিলেন। মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামা ধর্ম্মানুসারে ভরদ্বাজদ্বিতীকে
 ঐতিগ্রহ করিয়া, রাজাগণের শুভদর্শনসংকল্পপরবশ হইয়া,
 বিশিষ্টরূপে ভাবী পুত্রের কল্যাণ চিন্তা করত, পরম
 আচ্ছাদ সহকারে উহার গর্ভে বীৰ্য্যসম্পন্ন ও সমুদায় ব্রহ্মগুণ
 বিশিষ্ট পরমাত্মত পুত্র সমুৎপাদন করিলেন। পুত্র ভূমিষ্ঠ হইলে,
 পিতামহ নিরাত্মগয় আচ্ছাদিত হইলেন। এবং উহার শ্রোয়ঙ্কর-
 বুদ্ধি দর্শনে, পরিণামে ধনাধ্যক্ষ হইবে, ভাবিয়া, দেবগণ ও ঋষি-
 গণের সহিত আনন্দ সহকারে এইরূপে তাহার নামকরণ করি-
 লেন, যেহেতু, বিশ্বামার এই পুত্র তাঁহানই মদূশ, সেই হেতু,
 ইহার নাম বৈশ্রবণ বলিয়া বিখ্যাত হইবেক।

মহাতেজা বৈশ্রবণ তপোবনে বাসিয়া, হুত হুত অনলের
 ন্যায়, বর্দ্ধিত হইতে লাগিলেন। আশ্রমপদে অদ্যতন সময়ে
 সেই মহাত্মা সংকল্প করিলেন, আমি পরম ধর্ম্ম আচরণ করিব।
 যেহেতু, ধর্ম্মই পরম গাত। অনন্তর তিন কঠে ব্রাহ্মণে নিম্ন-
 স্থিত হইয়া, আলোচনা সম্বন্ধে এনসহস্র বৎসর স্মরণ
 তপস্যা করিলেন। তদনন্তর বয়সহস্রান্ত পূর্ণ হইলে, তিনি বক্ষ্য-
 মান বিধি অবলম্বন করিলেন; কখন জলাহার, কখন বায়ুমাত্র
 আহার এবং কখন বা অনাহার, এই প্রকারে সহস্র সহস্র বৎসর
 এক বর্ষবৎ তাঁহার অতিবাহিত হইয়া গেল। পরমতেজস্বী পিতা-
 মহ ব্রহ্মা প্রীত হইয়া, ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ সমভিব্যাহারে তদীয়
 আশ্রমপদে পদার্পণ পূর্ব্বক কহিলেন, বৎস! তোমার এই কার্য্যে
 আমি পরিতুষ্ট হইয়াছি। সুব্রত! বর গ্রহণ কর। হে মহামতে!
 তুমি বরদানের যোগ্যপাত্র। তোমার মঙ্গল হউক। তখন বৈশ্র-
 বণ পিতামহকে কহিলেন, ভগবন্! আমি ধনরক্ষক লোকপাল
 হইতে ইচ্ছা করি। পিতামহও সুরগণের সহিত আচ্ছাদিত
 হইয়া, প্রীত চিত্তে কহিলেন, আচ্ছা, তাহাই হইবেক। আমিও
 চতুর্থ লোকপাল সৃষ্টি করিতে উদ্যত হইয়াছি। অতএব সম,
 ইন্দ্র ও বরুণ ইহাদের মধ্যে বাহার পদ গ্রহণে তোমার অভিলাষ,

তাহাই গ্রহণ কর। অথবা, নিদীশ্বরপদে প্রতিষ্ঠিত হও। ফলতঃ
তুমি ইন্দ্র, বরুণ ও যম, ইহাদের চতুর্থ হইবে। এক্ষণে স্তব্ধ,
সম্মিত পুষ্পকনামক বিমান যানার্থ প্রতিগ্রহ করিয়া দেবগণের
সমান হও। তোমার কল্যাণ হউক। তুমি তুর্থে থাক।
ভাত্ত! তোমাকে বরদ্বয় দান করিয়া, আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি।
অতএব সকলেই যথাগত প্রস্থান করিব। এই বলিয়া পিতামহ
দেবগণের সহিত স্বস্থানে গমন করিলেন।

পিতামহপ্রামুখ দেবগণ নভস্থলে প্রস্থান করিলে, কুবের
কৃতাজলি হইয়া, প্রায়তচিত্তে পিতাকে কহিলেন, ভগবন! আমি
পিতামহের নিকট অভীক্ষিত বর লাভ করিয়াছি। কিন্তু সেই
দেব প্রাজাপতি আমার কোন বাসস্থানবিধান করেন নাই। ভাত্ত-
এব প্রভো! আপনিই আমার জন্য প্রত্যেক নিবাস সম্যক-
বিধানে অবলোকন করুন যেখানে থাকিলে, যে কোন
প্রাণীর পীড়া হইয়াছে তাহার দস্তাবনা নাই।

পুত্র এইপ্রকার কহিলে, মুনিপুঙ্গব বিশ্বনাথ সেই ধর্মজ্ঞকে বলি-
লেন, মন্ত্রম! শ্রবণ কর। দক্ষিণ সমুদ্রের তীরদেশে চিত্রকূট
নামে যে পর্বত আছে, তাহার শিখরদেশে রাক্ষসগণের বাস
নির্মিত বিশ্বকর্মা লঙ্কা নামে নগরী নির্মাণ করিয়াছেন। ঐ
পুরী ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, রমণীয় ও সুবিস্তৃত। তুমি
তথায় গিয়া নিঃসন্দেহে বাস কর, তোমার কল্যাণ হউক।
ঐ রমণীয় নগরী স্বর্ণময় প্রাচীর, পরিখা, যন্ত্র ও শস্ত্রসমূহে সমা-
বৃত্ত এবং রক্ষণবৈদূর্য্যতোরণসম্পন্ন। ইতিপূর্বে রাক্ষসেরা বিষ্ণু-
ভয়ে অভিভূত হইয়া ঐ পুরী পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাতালে প্রবেশ
করাতে, উহা রাক্ষসশূন্য হইয়াছে। এবং সংপ্রতি শূন্য অব-
স্থায় পতিত আছে। উহার কেহই প্রভু নাই। পুত্র! তুমি
বথাস্থখে বাস করিবার জন্য তথায় গমন কর। তথায় বাস
করিলে, কোন দোষ বা কাহারই বাধা ঘটবে না।

ধর্মিষ্ঠ কুবের পিতার এইপ্রকার ধর্মিষ্ঠ বাক্য শ্রবণ করিয়া

সুধরশেখরস্ব লঙ্কায় বাস করিলেন। মহম্ মহম্ নৈঋত তুষ্টে ও হামুদিত হইয়া; তাঁহার সমভিব্যাহারী হইল। তাঁহার পালন শুণে লঙ্কানগরী অচিরকালমধ্যেই ধন দান্যাদিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। নিশ্চিন্তার পুত্র নৈঋতশ্রেষ্ঠ ধর্ম্মাত্মা বৈশ্রবণ আত্মাদিত্যঃ করণে সাগরপরিখা লঙ্কায় বাস করিতে লাগিলেন। সময়ে সময়ে সেই ধর্ম্মাত্মা ধনেশ্বর পুষ্পক বিমানে আরোহণ করিয়া, পিতা মাতার নিকট বিনীত হৃদয়ে আগিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে দেবগন্ধর্গগণ তাঁহার স্তব করেন, তদীয় পুষ্পক বিমান অঙ্গরোগণের নৃত্যে ভূষিত হইয়া উঠে। তিনি স্বয়ং গভস্তিমানু সূর্য্যের ন্যায়, শোভমান হইয়া, পিতা মাতার সমীপে সমাগত হইলেন।

— :: —

চতুর্থ সর্গ।

রাম অগস্ত্যের কথা শুনিয়া, বিস্মিত হইলেন, কুবেরের অবস্থিত পুন্নে লঙ্কায় কি রূপে রাক্ষসগণের অবস্থানাদি সম্ভব হইতে পারে। অনন্তর অতিমাত্র বিস্ময় প্রকাশ পুরঃসর শিরঃকম্পন ও ত্রেতাগ্নিসমপ্রভ অগস্ত্যের প্রতি দৃষ্টি-সঞ্চালন করিয়া কহিলেন, ভগবন্! কুবেরাদির পুন্নেও লঙ্কায় রাক্ষসেরা বাস করিত, ভবদীয় প্রমুখ্যে এই কথা শুনিয়া, আমার অতিমাত্র বিস্ময় উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি, পুলস্ত্য বংশেই রাক্ষসগণের জন্ম হয়। কিন্তু আপনি এক্ষণে অন্য প্রকারেও রাক্ষসগণের জন্ম হইয়াছে, কীর্তন করিলেন। ঐ সকল রাক্ষস কি রাবণ, কুম্ভকর্ণ, প্রহস্ত, বিকট ও রাবণের পুত্রগণ অপেক্ষাও অধিক বলশালী ছিল? হে ব্রাহ্মন্! কোন্ বলোৎকট রাক্ষস ইহাদের আদি পুরুষ, তাঁহার নাম কি? এবং কি অপরাধেই বা কি রূপে ভগবান্ বিষ্ণু ইহাদিগকে বিজ্ঞাবিত্ত করেন? হে অনব! এই সকল ঘটনা বিস্তারক্রমে আগার

নিকট কীৰ্ত্তন করুন। ব্রহ্মন্! সূর্য্য যেমন অক্ষকার নিরাস করেন, আপনিও তেমনি আমার এই কোতুহল অপনোদন করুন।

সহাসতি অগস্ত্য ঈরামের এই সংস্কারসমলকৃত শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, বিস্মিত হইয়া, কহিলেন, ব্রহ্মা আদিতে জলের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে স্বয়ং প্রজাপতি রূপে উদ্ভূত হইলেন। অনন্তর ঐ জলের রক্ষার্থ জন্তু সকলের সৃষ্টি করিলেন। জন্তুগণ ক্ষুৎপিপাসা ভয়ে অভিভূত ও আপনাদের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার নিকটস্থ হইয়া, বিনীত বচনে কহিল, আমরা কি করিব? প্রজাপতি সহাস্য আস্যে তাহাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, তোমরা যদ্বপূৰ্ণক এই জল রক্ষা কর। তাহাদের মধ্যে কেহ বুভুক্ষিত, কেহবা অববুক্ষিত হইয়াছিল। পিতামহের এই কথা শুনিয়া, কেহ কেহ বলিল, রক্ষা করিব। অন্যান্যেরা কহিল, যক্ষ অর্থাৎ পূজা করিব। তখন ব্রহ্মা তাহাদিগকে কহিলেন, তোমাদের মধ্যে যাহারা রক্ষা করিব, বলিল, তাহারা রাক্ষস হইবে। আর, যাহারা যক্ষ অর্থাৎ পূজা করিব, বলিল, তাহারা যক্ষ হইবে।

অনন্তর রাক্ষসগণের মধ্যে তাহাদের অধিপতিরূপে হেতি ও প্রহেতি নামে সমুদ্বৈকভাকৃতি অরিন্দম দুই ভাই জন্ম গ্রহণ করিল। তন্মধ্যে প্রহেতি ধার্মিক ও তপোবনবাসী হইল এবং হেতি দারপরিগ্রহার্থ নিরতিশয় যত্ন করিতে লাগিল। অনন্তর গেই সহাসতি অগেয়াত্মা হেতি কালের ভগিনী স্বয়মাগত ভয়ানান্দী মহাভয়া কন্যাকে পত্নীত্বে পরিগ্রহ করিল। পরে পুত্রবান্ ব্যক্তিগণের শ্রেষ্ঠ রাক্ষসপুত্রব হেতি ঐ কন্যার গর্ভে বিদ্যাৎকেশি নামে সুবিখ্যাত পুত্র উৎপাদন করিল। দীপ্ত সূর্য্যাসমভ্রাতি পরমভেজস্বী হেতিপুত্র বিদ্যাৎকেশ জলমধ্যে পণ্ডের ন্যায়, বক্ষিত হইতে লাগিল। অনন্তর ঐ নিশাচর যৌবনসীমার পদার্পণ করিলে, তদীয় দারক্রিমার্থ তাহার পিতা হেতি কৃতসংকল্প হইল। এবং পুত্রের জন্য সখ্যার ন্যায় প্রভাবশালিনী

সম্ভ্রান্তহিতাকে বরণ করিল । হে রঘুনন্দন ! অবশ্যই পরকে কন্যাদান করিতে হইবে, ভাবিয়াই, সম্ভ্রান্ত আপনাত্ত্বিতাকে বিদ্যাৎকেশের হস্তে সম্প্রদান করিল । নিশাচর বিদ্যাৎকেশ সম্ভ্রান্তনয়াকে লাভ করিয়া, পৌলোমীর সহিত ইন্দ্রের ন্যায়, তাঁহার সহিত বিহার করিতে লাগিল । অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, সম্ভ্রান্তহিতা লংকটংকটা, সমুদ্র হইতে মেঘমালার ন্যায়, বিদ্যাৎকেশসংসর্গে গর্ভ ধারণ করিল । পরে মন্দর পার্বতে গমন করিয়া, ঘনতিসমপ্রভ গর্ভ প্রসব ও অগ্নিনিম্বে গঙ্গা গর্ভের ন্যায় ঐ গর্ভ বিসর্জন করিল । গর্ভ বিসর্জন করিয়া, সুরভার্থিনী হইয়া, স্বামীর সহিত বিহার করিতে লাগিল । এইরূপে সেই ঘনশঙ্কসমম্বন গর্ভ উৎসৃষ্ট অবস্থায় পতিত রহিল । অনন্তর তাহাদের পরিত্যক্ত শরদর্কসমভ্রাতি ঐ শিশু স্বয়ং আস্য দেশে মুষ্টিনিহিত করিয়া, ধীরে ধীরে রোদন করিতে লাগিল । ঐ সময়ে মহাদেব পার্শ্বতীর সহিত রুমারোহণে আকাশ পথে গমন করিতেছিলেন । এই ক্রন্দননাদ তাঁহার কর্ণগোচর হইল । তখন তিনি উমার সহিত চাতিয়া দেখিলেন, রাক্ষসনন্দন রোদন করিতেছে । অনন্তর ত্রিপুরারি কারুণ্যভাব প্রযুক্ত পার্শ্বতীর প্রেরণাবশংবদ হইয়া, সেই রাক্ষসাত্মজকে মাতার সমান বয়স্ক করিলেন । পরে অক্ষর অব্যয় মহাদেব পার্শ্বতীর দ্বিগুণ কামনাবশংবদ হইয়া, তাহাকে অমর করিয়া, আকাশগামী পুর প্রদান করিলেন । অনন্তর পার্শ্বতীও রাক্ষসদিগকে সদ্যগর্ভ ধারণ, সদ্য প্রসব এবং সদ্যই মাতার সমান বয়স লাভ করিবে, বলিয়া বর দিলেন । ঐ রাক্ষসাত্মজের নাম সুকেশ মহামতি মহারাক্ষস সুকেশ প্রভু মহাদেবের নিকট আকাশগামী পুর ও জীলাভ করিয়াই, পার্শ্বতীর বরদান প্রযুক্ত গর্ভিত হইয়া, পুনঃপরের ন্যায়, সর্কজ বিচরণ করিতে লাগিল ।

পঞ্চম সর্গ।

বিশ্বাসস্বর ন্যায় প্রভাবিশিষ্ট গ্রামণী নামে গন্ধর্বের দেববতী নামে কন্যা, দ্বিতীয় লক্ষ্মীর ন্যায় রূপ যৌবনশালিনী ও ত্রিলোক্যেই বিখ্যাত। গ্রামণী সম্রাট্রা সুকেশকে ধাম্মিক ও বর লাভ করিতে দেখিয়া মূর্ত্তিমতী রাক্ষসলক্ষ্মীর ন্যায়, আপনাতঃ প্রহিতা তাহাকে সম্প্রদান করিল। শিবের বর দান প্রাপ্ত সুকেশ ঐশ্বর্যশালী হইয়াছিল। দেববতী তাদৃশ প্রিয়পতি প্রাপ্ত হইয়া, ধনপ্রাপ্ত নিক্কনের ন্যায়, প্রীতিমতী হইল। অজ্ঞান নামক দিগ্গজের ঔরসোৎপন্ন মহাগজ যেমন করেণু সংসর্গে শোভা ধারণ করে, নিশাচর সুকেশও তেমনি দেববতীর সহযোগে বিরাজমান হইল।

রাঘব! অনন্তর কালসংস্কারে সুকেশ ত্রেতাগ্নিসমবিগ্ন তিন পুত্র সমুৎপাদন করিল। উদাদেবনাম গালাবান্, সুমালি ও মালি। রাক্ষসাদিপি সুকেশ ত্রিনেত্রসমান এই তিন রাক্ষসপুত্র উৎপাদন করিল। তাহাদিগকে দেখিলে বোধ হয়, যেন তিন লোক তিন অগ্নি, তিন মন্ত্র অথবা অত্যাশ্রিত তিন রোগ গব্যপ্রো অবস্থিতি করিতেছে। রোগ যেমন উপেক্ষা করলে, বর্দ্ধিত হয়, সুকেশের ত্রেতাগ্নিসমভেদ্য এই তিন পুত্র তেমনি দিনদিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।

অনন্তর তাহারা তিন ভাই পিতার বরপ্রাপ্তি ও ঐশ্বর্যের বিষয় অবগত ও কৃতানিচ্চর হইয়া, তপস্যা করিবার নিমিত্ত মেরুপর্বতে গমন করিল। হে নৃপসত্তম! তথায় সেই রাক্ষসগণ ঘোর নিয়ম বন্ধন পুস্কক বসন্তভূতবচাবহ ঘোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইল। তাহাদের সত্য, আর্জ্জব ও সমগুণসম্পন্ন অণৌকিক তপোবলে দেব, অসুর ও মানুষ সমেত তিনলোক সন্তপ্ত হইয়া উঠিল। তদাশনে, বিভূ চতুর্ভুজ বৃক্ষা বিমানবর আশ্রয় পূস্কক সুকেশের পুত্র-দিগ্গকে আমন্ত্রণ করিয়া, কহিলেন, আমি বর দিতে আসিয়াছি।

পিতামহ ইন্দ্রাদি দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া, বর দিতে আনিয়া-
ছেন, জানিও, তাহারা সকলে বাতাহত রক্ষের ন্যায় কস্মিন্ত-
কলেবরে কৃতাজ্জলিকরে নিবেদন করিল, দেব ! আমাদের তপ-
স্যায় আরাধিত হইয়া, যদি আমাদেরকে বর দানে উদ্যত হইয়া
থাকেন, তাহা হইলে, আমরা যেন অজ্ঞেয়, শত্রুহস্তা, চিরজীবী ও
পরমপ্রভাববিশিষ্ট এবং পরস্পর অনুব্রত হই। এই বলিয়া
তাহারা পরস্পর বর প্রার্থনা করিলে, ব্রাহ্মণবংশল বিষ্ণু ব্রহ্মা
তাহাই হইবে, বলিয়া, ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন ।

এদিকে সুরেশেয় পুত্রেরা বরলাভ করিয়া, তৎপ্রভাবে নিরতি-
নির্ভয় হইয়া, সুরাসুরগণের পীড়ন করিতে লাগিল। চান্দ ও
ঋষিগণের সম্বিত দেবগণ তাহাদের কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া, নরক-
পতিত বাক্তিগণের ন্যায়, কাহাকেও রক্ষাকর্তা প্রাপ্ত হইলেন
না । অনন্তর রাক্ষসেরা একত্রেই মিলিত ও নিরতি আত্মাদিত
হইয়া, শিল্লিশ্রেষ্ঠ অগ্নয় বিশ্বকর্মা-কে কহিল, মহামতে ! আপনি
আম্মতৈজসগায়ে ওজ তৈজ ও বলবিশিষ্ট মহাত্মা দেবগণের গৃহ
নিৰ্ম্মাণ করেন । অতএব তিমালয়, মেরু বা মন্দর পর্বত, এই
সকলের মধ্যে যে কোন স্থানে আমাদেরও মনোমত বাসভবন
প্রাপ্ত করুন । আমাদের ঐ গৃহ, মহেশ্বরগৃহের সদৃশ ও মহত্ব-
বিশিষ্ট হইবে ।

তখন মহাবাহু বিশ্বকর্মা ইন্দ্রের অমরাবতীর ন্যায়, রাক্ষস-
গণের নিবাস নির্দেশ করিয়া কহিলেন, দক্ষিণ মাগনের তীর-
দেশে ত্রিকূট নামে পর্বত আছে । হে রাক্ষসেশ্বরগণ ! এই
ত্রিকূটের সদৃশ সুবেলনামে আর এক যে পর্বত আছে, তাহার
মধ্যমশেখর জলদসাগ্রভ ও শকুনগণেরও দুষ্প্রাণ্য । ঐ শেখরের
চতুর্দিক টক ছিন্ন । আমি দেবরাজের আজ্ঞায় তথায় লঙ্কানামে
নগরী নিৰ্ম্মাণ করিয়াছি । ঐ নগরী ত্রিংশৎ যোজন বিস্তৃত,
শতযোজন আয়ত, স্বর্ণময় প্রাচীরে সংবীত ও হেমময় ভোমবে
আবৃত্ত । হে দুর্কর্ম রাক্ষসশ্রেষ্ঠগণ ! ইন্দ্রপ্রমুখ অমরগণ যেমন

অমরাবতীতে, তোমরা তেমনি লঙ্কানগরীতে বাস কর। এবং বহুসংখ্য নিশাচরে পরিবৃত হইয়া, সেই লঙ্কাদুর্গ আশ্রয় করিয়া, শত্রুগণের দুরাধৰ্ষ হও। তোমরা সকলেই শত্রুসংহারসমৰ্থ। রাক্ষসশ্রেষ্ঠেরা বিশ্বকৰ্ম্মার কথা শুনিয়া, সহস্র সহস্র অশুচর সমভিব্যাহারে লঙ্কায় গিয়া বাস করিল। লঙ্কা দৃঢ়প্রাকারে পরিবৃত ও শত শত স্বর্ণময় গৃহে অলঙ্কৃত। তাহারা তথায় বাস করিয়া, অতিশয় আক্লাদিত হইল।

রাম! ঐ সময়ে নৰ্মদানাগে গন্ধর্বী বদৃচ্ছাক্রমে প্রাচুর্ভূত হয়। তাহার হ্রী, ত্রী ও কীৰ্ত্তিসমদ্রাতি তিন কন্যা। নৰ্মদা এই তিন কন্যাকে জ্যেষ্ঠাশ্রুক্রমে ঐ তিন রাক্ষসের হস্তে সহর্ষে সংপ্রদান করিল। এইরূপে চন্দ্রনিভাননা মহাভাগা তিন গন্ধৰ্বকন্যা জননী কর্তৃক ভগদৈবভনক্রে তিন রাক্ষসেন্দ্রের পত্নীরূপে প্রদত্ত হইল। রাম! সুকেশের পুত্রেরা ক্রতদার হইয়া, অপ্সরা-দিগের সতি অমরগণের ন্যায়, ভাৰ্য্যাগণ সমভিব্যাহারে বিহার করিতে লাগিল। মালাবানের ভাৰ্য্যার নাম সুন্দরী, সেই সুন্দরীভাৰ্য্যাতে মালাবান্ যে পুত্র সমুৎপাদন করে, শ্রবণ কর। বজ্রমুষ্টি, বিরূপাক্ষ, দুৰ্ম্মখ, সুগুহ, বজ্রকোপ, মত্ত ও উন্মত্ত এবং অনলানামী কন্যা সুন্দরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিল। সুমালীর ভাৰ্য্যা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা কেতুমতী স্বামীর স্থান অপেক্ষাও গরী-রনী। মহারাজ! রাক্ষস সুমালী কেতুমতীর গর্ভে যে অপত্য উৎপাদন করে, আনুপূৰ্ণক্রমে তাহা শ্রবণ কর। প্রহস্ত, অকম্পন, বিকট, কলিকামুখ, ধুম্রাক্ষ, দণ্ড, সুপার্শ্ব, সংহ্রাদি, প্রভস ও ভাসকর্ণ এবং রাক্ষা, পুষ্পোৎকটা, কৈকসী ও কুন্তনগী ইহারা সুমালীর অপত্য বলিয়া পরিগণিত। মালীর স্ত্রী বসুদানামী রূপশালিনী গন্ধর্বী বসুদা দক্ষসুতাসদৃশী, পদ্মপত্রাক্ষী ও মধুর-দৃষ্টিশালিনী। হে ঋভো! মালী তাহার গর্ভে যে অপত্য উৎপাদন করে, বলিতেছি, শ্রবণ কর। অনল, নিল, হর ও সম্প্রাতি ইহারা মালীর সন্তান এবং ঐতীষণের অমাত্য।

অনন্তর এই তিন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ শত শত পুত্র ও নিশাচরগণে পরিবৃত্ত ও বাহুবীৰ্য্যে দার্পিত হইয়া, ঠেঙ্গহামুখ অমরগণ, ঋষিগণ, ষক্ষসমূহ ও নাগগণ, সকলের উৎপীড়ন পুত্রঃসর বায়ু৭৭ জগতের সমস্তাৎ জয়গ করিতে লাগিল । তাহারা সকলেই দুঃসাগর, রণে মুহূঃসমান ভেজস্বী, বর দান হামুজ্জ অতিমাত্র গরিত এবং সকলেই যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের উচ্ছেদে সক্ষমদাই প্রবৃত্ত ।

ষষ্ঠ সর্গ ।

দেবগণ ও তপোঃপন ঋষিগণ তাহাদের কতৃক বধ্যমান হইয়া, সতয়ে দেবদেব মহেশ্বরের শরণাপন্ন হইলেন । তিনি জগৎ-সৃষ্টির সংহারকর্তা, অজ, অব্যক্তস্বরূপ, এবং সকল লোকের আধার, আরাধ্য ও পরমসুখ । দেবগণ কামারি ও ত্রিপুরারি ত্রিলোচনের শরণাগত হইয়া কৃতাজলিপুটে ভয়গদগদ বচনে কহিলেন, ভগবান্ প্রজাপতে ! সূকেশের পুত্রেরা পিতামহের বরে উদ্ধৃত হইয়া, প্রজা সকল পীড়ন করিতেছে আমাদের শরণ ভূত আশ্রয় সকল অশরণ করিয়াছে এবং তাহারা স্বর্গ হইতে দেবগণকে চ্যুত করিয়া, অয়ং স্বর্গে দেববৎ ক্রীড়া করিতেছে । আমিই নিম্ন, আমিই ব্রহ্মা, আমিই রুদ্র, আমিই দেবরাজ, আমিই যম ও বরুণ, আমি চন্দ্র ও আমিই সূর্য্য, এই প্রকার কথিয়া, মালী, স্ত্রমালী ও মালাবান এই তিন সমরোৎসাহী নিশাচর ভূতগণের সহিত উৎপীড়ন আরম্ভ করিয়াছে । আমরা সকলেই ভয়ে অভিভূত হইয়াছি । অতএব, দেব ! আমাদেরকে অভয় আজ্ঞা হউক । রোদ্ভুমূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, ঐ সকল দেবকণ্টকের সংহার করুন ।

পরমপ্রভাব নীললোহিত কপকী সুরগণ কতৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, সূকেশের গাপেক্ষে দেবগণকে কহিলেন, সুরগণ ! তাহারা আমার অবধ্য অতএব তাহাদিগকে আমি বধ করিব

না। কিন্তু যে উপায়ে তাহারা বিনষ্ট হইবে, তাহা বলিব। হে মহর্ষিগণ! তোমরা কালান্তর পনিহার পূর্বক এই উদ্যোগেই সকলের রক্ষাকর্ত্তা বিষ্ণুর নিকট গমন কর তিনি তাহাদিগকে বধ করিবেন। তখন নিশাচর ভয়াদিত দেব ও ঋষিগণ জয়শব্দ সহকারে মহেশ্বরের প্রাতিপদ্যন করিয়া, বিষ্ণুর সমীপে সমাগত হইলেন। এবং সেই শত্রুচক্রবর্ত্ত দেবকে প্রণাম ও বহুমান প্রদর্শন পূর্বক সমুদ্রান্তর্য্য বাকে সুরকেশের পুত্রগণের উদ্দেশে কহিতে লাগিলেন দেব! সুরকেশের ত্রেতাঋষিসমিষ্ট তিন পুত্র বর পাইয়া, আক্রমণ পূর্বক আমাদের স্থান সকল অপহরণ করিয়াছে। ত্রিকূট পর্ব্বতের শেখরদেশে লঙ্কানামে যে দুর্গমপুরী প্রতিষ্ঠিত আছে, ঐ সকল নিশাচর তথায় থাকিয়া আমাদের সকলকে নিপীড়িত করে। হে মধুসূদন! আপনি আমাদের হিতের জন্য তাহাদিগকে সংহার করুন। হে সুরেশ্বর! আমরা আপনায় শরণাপন্ন, আমাদের রক্ষা করুন। আপনি ভিন্ন আমাদের ভয়ে অভয়দাত্তা দ্বিতীয় নাই। হে ঈশ্বর! ভাস্কর যেমন নীহার নিহরণ করেন, আপনি তেমনি সমরে হর্ষাবিষ্ট মদোদ্ধত রাক্ষসদিগকে মানুষ্যকে সংহার করিয়া, সকলের ভয় দূর করুন।

শত্রুগণের ভয়ঙ্কর দেবদেব জনার্দন দেবগণ কর্ত্তক এই প্রকার উক্ত হইয়া, তাহাদিগকে অভয় দিয়া কহিলেন, আমি জানি, সুরকেশ মহাদেবের বরে দার্পিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহার পুত্রদিগকেও আমি জানি। মাল্যবান্ তাহাদের জ্যেষ্ঠ। সেই রাক্ষসাপমেরা লোকমর্য্যাদা অতিক্রম করিয়াছে। আমি নিরতি ক্রোধভরে তাহাদিগকে বধ করিব। সুরগণ! তোমরা বিগত-স্বর হও। প্রাতিপক্ষু বিষ্ণু এই প্রকার কহিলে, দেবগণ সকলে স্তম্ভ হইয়া তাহার প্রণাম্য করিতে করিতে স্বস্থানে প্রতিপ্রস্থান করিলেন।

নিশাচর মাল্যবান দেবগণের এই প্রকার উদ্যোগ প্রতিগোচর

করিয়া, আপনার মেই দুই দীর ভ্রাতাকে করিল, অমরগণ ও
 ক্ষমিগণ আমাদের মহাহারকামনায় মহাদেবের শিবপায় হইয়া,
 এই প্রকার বলিয়াছে, দেব ! সুকেশের অধিকরণ ভ্রমরগণ বর-
 দান বণে উদ্ধৃত ও নিতান্ত উদ্ভূত হইয়া, গদে গদে আমা-
 দিগকে নিপীড়িত করিতেছে । যে প্রজাপতি ! তোমরা সকল
 রাক্ষসগণ কতক আভূত হইয়া, মেই সকল দুবায়ান ভয়ে অ-
 স গৃহেও থাকিতে পারিতেছ না । অতএব ত্রিলোচন ! আমাদের
 হিতার্থে তাহাদিগকে সংহার করুন । যে প্রদত্তব্যবস ! উদ্ধার
 দ্বারাই তাহাদিগকে দক্ষ করিয়া দেখুন । ত্রিদশগণ এইপ্রকার
 কহিলে, অন্ধকনিম্বদন ত্রিলোচন ভাণা স্থানিয়া, হস্ত ও মস্তক
 চালনা পুঙ্কক কহিলেন, দেবগণ ! সুকেশের পুত্রগণ যুদ্ধে আমার
 অবসাদ । ঐকান্ত আমি তোমাদিগকে তাহাদের বদোপায় বলিয়া
 দিব । যাহার হস্তে চক্র ও পাবনান পীতবস্ত্র এবং, যিনি বর
 ও জনাদন, তোমরা মেই নরায়ণের শরণাপন্ন হও । দেবগণ
 কামারি মহাদেবের নিকট এই প্রকার মস্ত্র প্রাপ্ত করিয়া, তাহাকে
 অভবাদনানন্তর নারায়ণের আলয়ে গমন ও তাঁহার নিকট
 সমস্ত নিবেদন করিলেন । তখন নারায়ণ ইন্দ্রশমুখ অমন-
 বগকে কহিলেন, দেবগণ ! তোমরা নিভয় হও, আমি মেই
 সকল রাক্ষসের সংহার করিব ।

তোমরা দুই জনেই রাক্ষসগণের মধ্যে প্রদান । নারায়ণ
 ভরভীত দেবগণের নিকট প্রাজ্ঞতা করিয়াছেন, আমাদের
 বধ কারবেন । এ বিষয়ে যোগ কঙ্কণ, চিন্তা কর । নারা-
 যণের হস্তে হিরণ্যকশিপু ও অন্যান্য সুরবীরগণের মূর্তি
 হইয়াছে । এতাস্ত্র, নমুচি, কালনেমি, সংহ্রাদ, রাধেয়,
 লোকপাল, বদন ও অজুন এবং হাদিকা, শুষ্ক ও নিশ্চল এই
 সকল অস্ত্র ও দানব ইহারা সকলেই নন্দবান্ ও বলবান্,
 সকলেই অপারাজিত ও শত শত যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া-
 ছেন এবং সকলেই মায়াবী, সৰ্ব্ব কুশল ও শত্রুগণের ভয়ঙ্কর ।

নারায়ণ ইহাদের শত শত ও সহস্র সহস্রকে নিহত করিয়াছেন। এ বিষয় অবগত হইয়া, যাহা কর্তব্য, তোমাদিগকে তাহার অনুষ্ঠান করিতে হইতেছে। যিনি আমাদিগকে বধ করিতে উৎসুক, সেই নারায়ণকে জয় করা দুষ্কর। সূমালী ও মালী কোষ্ঠ জাতা মাল্যবানের কথা শুনিয়া, দুই অশ্বিনীকুমার যেমন ইচ্ছাকে, তেমনি তাহাকে কহিল, আমরা উত্তমরূপে অধ্যয়ন, দান, যজ্ঞ, ঐশ্বর্যের পরিপালন, স্ব পথে ধর্মের স্থাপন ও অকোভ্য দেবনাগেরে অবগাহন পূর্বক শত্রুসহস্রে শত্রুগণের জয় করিয়াছি এবং নিরাময় আয়ু প্রাপ্ত হইয়াছি। আমাদের মৃত্যুভয় নাই। নারায়ণ, রুদ্র, শক্র এবং যম ইহারাও সকলে সর্বদা আমাদের সম্মুখে থাকিতে ভয় করে। আর, হে নাক্সেশ্বর! আমাদের প্রতি নারায়ণের ঘেব করিবার কোন কারণ নাই। দেবগণের দোষেই বিষ্ণুর মন বিচলিত হইয়াছে। অতএব অদ্যই সকলে পরস্পর সমারত ও মিলিত হইয়া, দেবগণের বিনাশ করিব। তাহাদের হইতেই দোষ প্রমুখিত হইয়াছে। এই বলিয়াই নাক্সেশ্বরেরা পরস্পর মন্ত্রণা করিয়া, উদ্যোগ ধোয়ণ করত সৈন্যগণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইল। অনন্তর জন্তরাদির ন্যায় ফোপভরে যুদ্ধার্থ যাত্রা করিল। রাম! এই রূপে সেই নাক্সেশ্বর পরস্পর মন্ত্রণা পূর্বক সর্বাঙ্গীন উদ্যোগ সহকারে যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। তাহারা সকলেই মহাকায় ও মহাবল। রথ, অশ্ব, গজ, গর্দভ, গো, উষ্ট্র, শিশু-মার, মর্প, মকর, কচ্ছপ, মৎস্য, বিহঙ্গ, সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, স্মরণে চমর ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন যানারোহণে তাহারা সকলে বলগর্ভিত হইয়া, লঙ্কা ত্যাগ করিয়া গমন ও যুদ্ধের জন্য দেবলোকে প্রয়াণ করিল। লঙ্কায় যে সকল প্রাণী বাস করিতে ছিল, তাহারা লঙ্কার ভাবী বিনাশ দর্শন করিয়া, ভয়দর্শী ও সর্বথা বিমনস্ক হইল। শত শত ও সহস্র সহস্র নিশাচর উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিয়া, প্রযত্নসহকারে কালবিলম্বপরিহারপূর্বক

দেবলোকে প্রস্থান করিলে, দেবগণ তাহাদের বাক্সাসমকালেই সহসা অগজাস্ত হইলেন।

ঐ সময়ে রাক্ষসগণের বিনাশ সূচনা করিয়া, পৃথিবী ও অন্তরিক্ষে কালধোরিত ভয়াবহ উৎপাতসমূহ প্রাচুর্য্য হইল। মেঘ সকল রাশি রাশি অগ্নি ও উষ্ণ শোণিত বর্ষণ করিতে লাগিল। সাগর সকল বেলাভূমি অতিক্রম করিল। পর্ব্বত সকল বিচলিত হইতে লাগিল। "ঘোরদর্শন শিবা সকল অট্টহাস্য করিয়া, ঘন-নাদসম্মুখে দারুণ চীৎকার আরম্ভ করিল। অশিবসূচক ভূত সকল যথাক্রমে সম্প্রতিষ্ঠ ও দৃষ্ট হইতে লাগিল। ভূরি ভূরি যুগ্ম প্রাক্কলিত শিখামুখে কালের ন্যায়, রাক্ষসগণের উপরে পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিল। রক্তপাদ কপোত ও মারিকা সকল ক্রতত্তর গমন করিতে লাগিল। এবং কাক ও হিপাদ বিড়াল সকল উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার আরম্ভ করিল।

রাক্ষসেরা বলগম্বিত ও মহাপ্রাণে বদ্ধ হইয়াছিল। সেই জন্য এই সকল উৎপাত অগ্রাহ্য করিয়া গমন করিতে লাগিল, নিরস্ত হইল না। মাল্যবান্, সুমালী ও মালী এবং তাহাদের পুত্রসর রাক্ষসগণ সকলেই প্রাক্কলিত পাবকপ্রতিম। মাল্যবান্ সাক্ষাৎ মাল্যবান্ পক্ষতের ন্যায়। দেবগণ যেমন ধাতাকে, ঐ সকল নিশাচর তেমনি মাল্যবান্কে আশ্রয় করিয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর মহাজঘননাদিত সেই রাক্ষসেশ্বর বল জয়াভিলাষে মালীর বশবস্তী হইয়া, দেবলোকে প্রস্থান করিল।

এ দিকে প্রভু নারায়ণ দেবদূতপ্রমুখাৎ রাক্ষসগণের এষ্ট-প্রকার সমুদ্যোগ শ্রবণ করিয়া, যুদ্ধে ক্রতচিত্ত হইলেন। এবং আয়ুধ ও ভূগীরসজ্জাবিধান পূৰ্ব্বক বৈনতেয় পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। অনন্তর তিনি মহাজঘন্যাসমুদ্রান্তি বক্ষ্য পরিধান, শরসম্পূর্ণ বিমল ইবুদিদ্যয় আবন্ধন এবং শ্রোণিসূত্র, খড়্গা, শঙ্খ, চক্র, গদা, শাঙ্গ ও অন্যান্য উৎকৃষ্ট আয়ুধ সমস্ত গ্রহণ করিয়া, সংপূর্ণগিরিসদৃশ গরগড়ে আরোহণ পূৰ্ব্বক রাক্ষসগণের বিনাশ

জনা দ্রুততন যাত্রা করিলেন । তৎকালে সুপার্নের পৃষ্ঠাকূট শ্যামবর্ণ পীতাম্বর হরি, কাঞ্চনপর্শ্বতের শেখরস্থ বিড়াকার্ভ মেঘেন নায়, শোভমান হইলেন । সিদ্ধগণ, দেবগণ, ঋষিগণ, মহোরগগণ, গন্ধর্ভগণ ও যক্ষগণ তাঁহার গুণগান করিতে লাগিল । তিনি অসুরসৈন্যের শত্রুরূপে চক্র, খড়্গ, শার্ঙ্গ ও শঙ্খাশ্ত্রে সংগ্রামে অবতরণ করিলেন । সুপার্নের পক্ষপননে বল ক্ষুভিত, পতাকা সকল ভ্রমিত ও শত্রু সকল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হওয়াতে, সেই রাক্ষসরাজসৈন্য বিচলিত হইয়া উঠিল । তাহাতে, চঞ্চল-উপমা-সকল-সঙ্গুল নীল অচলশেখরের নায়, তাহর শোভা হইল । অনন্তর নিশাচরগণ ভগবান্ হরিকে বেষ্টন করিয়া, সংগ্রহ বহুস্ত্র আয়ুধে বিদ্ধ করিতে লাগিল । এই সকল আয়ুধ সুশোণিত শোণিত ও মাংসে ক্রবিত এবং যুগান্ত-কালীন বৈশ্বানর তুল্য শরীরম্পর্শ ।

সপ্তম সর্গ ।

অনন্তর নিশাচররূপে মেঘ সকল গজ্জনমংকারে অজ্ঞদর্ষণ পূর্ম্বক নারায়ণরূপ পরীতকে নিপীড়িত করিতে আরম্ভ করিলে, বোধ হইল, জলধর সকল যেন প্রতিপাতে ভূপবকে আচ্ছন্ন করিতেছে । বিষ্ণু নির্মল শ্যামবর্ণ এবং রাক্ষসেরা নীলবর্ণ । তাহাতে বোধ হইল, বর্ষমাণ পয়োধর সকল যেন অজ্ঞন শৈলকে বেষ্টন করিয়াছে । শলভ সকল যেমন কেদারে, মশক সকল যেমন পাবকে, দংশ সকল যেমন মধুকুণ্ডে, মকর সকল যেমন সাগরে অথবা লোক সকল যেমন হালয়কালে নারায়ণে প্রবিষ্ট হয়, রাক্ষসগণের শরাসনমুক্ত শর সকল তেমনি বজ্র, বায়ু ও মনের নায় বেগভরে হরিতে প্রবেশ করিতে লাগিল । জ্ঞানায় যেনন ব্রাহ্মণকে নিরুচ্ছ্রাণ করে, তেমনি রথাকূট রাক্ষসেরা রথসমূহে, গজাকূটেরা গজ সকলে, অশ্বাকূটেরা অশ্বসমূহে,

পদাভিকেরা অশ্বরে থাকিয়া এবং অন্যান্য পদ্বতসম্মিত নিশাচরগণ শক্তি, ঋষ্টি, ভোগের ও শরসমূহে নারায়ণের উচ্ছ্বাস ভরণ করিল। দুর্জয় হরি, যৌনসমূহে মাগবের ন্যায়, রাক্ষসগণ কতৃক ভাডামান হইয়া, শাস্ত্র দনু আকর্ষণ করিয়া, তাহা দের প্রতি শর সকল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। এই সকল শর নিশিত, বজ্রতুল্য ও মনের ন্যায় বেগবিশিষ্ট। তিনি সংপূর্ণ আকর্ষণ পূর্বক একরূপে শত সহস্র শর নিষর্জন পুরঃসর নিশাচর-নিকরকে ছিন্ন করিতে আরম্ভ করিলেন। এবং বায়ু যেমন সমুখিত মেঘকে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ রাক্ষসদিগকে ছিদ্ৰাবিত করিয়া, মহাশঙ্কা পাঞ্চজনা প্রাপ্তাপিত্ত করিলেন। ভগবান্ নারায়ণ, আগনার যন্তুদন শক্তি, সেই অনুসারে আপ্যান করিলে, এই ভীমনিহাদ শঙ্ক ত্রিলোক অতিমাত্র ব্যপিত্ত করিয়া, শব্দ করিয়া উঠিল। যুগরাজ যেরূপ অরণ্যমধ্যে মদস্রাবী মত্তদ্বিগকে প্রাগিত্ত করে, শঙ্কাতাজের এই শঙ্কে রাক্ষসগণ তেমনি শঙ্কিত হইয়া উঠিল। অশ্বগণ কোন মতেই তর্জিতে পারিল না, মাতঙ্গগণ মদহীন হইল এবং বীরগণ শঙ্কগন্ধে দুর্দশ হইয়া রথ হইতে স্থপিত্ত হইয়া পড়িল। এই সময়ে শাস্ত্র দনুর্নির্মিত বজ্রতুল্যানন সুপুঙ্খ শর সকল রাক্ষসদিগকে বদীর্ণ করিয়া, ভূমধ্যে প্রবেশ করিতে লাগিল। রাক্ষসগণ নারায়ণের করনিচুত শরসমূহে ভিদ্‌মান হইয়া, বজ্রবিপাটিত পদ্বতসমূহের ন্যায়, ভূমিতে নিপতিত হইল। অচল হইতে গৈরিকপারার ন্যায়, বিযুচক্রকৃত ব্রণপরম্পরা তাহাদের শরীর হইতে শোণিতরাশি ক্ষরণ করিতে লাগিল। পাঞ্চজনাশব্দ, শাস্ত্র শব্দ এবং বিযু শব্দ একত্র মিলিত হইয়া, রাক্ষসদিগের শব্দ সকল প্রচ্ছাদিত করিল। ভগবান্ হরি শরসমূহ বিসর্জন করিয়া, নিশাচরগণের কল্পিত কণ্ঠ, শর, ধ্বজ, দনু, রথ, পতাকা ও ভূগীর সকল ছেদন করিতে লাগিলেন। নারায়ণের শক্তিবলে শাস্ত্র হইতে শরসমূহ, সুবী হইতে রশ্মিজালের ন্যায়, মাগর হইতে প্রাণহের ন্যায়, পদ্বত হইতে নাগেশ্বরবলের ন্যায়,

এবং মেঘ হইতে বারিধারার ন্যায়, বিনির্গত হইয়া, শত শত ও সহস্রসহস্র সংখ্যার সবেগে ধাবমান হইতে লাগিল। যেমন শরভ কর্তৃক সিংহ, সিংহ কর্তৃক হিরদ, হিরদ কর্তৃক ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র কর্তৃক ঘীণী, ঘীণী কর্তৃক কুকুর, কুকুর কর্তৃক মার্জার, মার্জার কর্তৃক গর্প ও গর্প কর্তৃক আখু সকল আক্রান্ত হয়, তেমনি প্রভাবিকু বিকু কর্তৃক বিদ্রাবিত হইয়া, রাক্ষসেরা কেহ পলায়মান এবং কেহবা মর্দিতলে শায়িত হইল।

মধুসূদন সহস্র সহস্র রাক্ষস নিধন করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র মেঘের ন্যায়, পাঞ্চজন্য শঙ্খ পূরণ করিলেন। তখন মহাবল রাক্ষসবল তদীয় শরে বিদ্রুত ও শব্দশব্দে নিতান্ত নিঃশব্দ হইয়া, লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল। এই রূপে রাক্ষসসৈন্য নারায়ণগণের আহত হইয়া, যুদ্ধে ভঙ্গ দিলে, সুমালী শরদ্রুটি করিয়া, যুদ্ধে ভীতকে নিবারণ করিতে লাগিল। এবং নীহার যেমন ভাস্করকে, তেমনি ভীতকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। তদ্বর্ণনে গাণ্ডালী রাক্ষসেরা ধৈর্য্য ধারণ করিল। অনন্তর সুমালী বিলদর্পিত হইয়া, রোষভরে গর্জন পুরঃসর রাক্ষসদিগকে জীবিত করিয়া, অভিপত্তিত হইল, এবং লম্বমান আভরণ বিমোচন ও হস্তীর ন্যায় হস্ত কাম্পন করিয়া, ঈর্ষভরে বিদ্যাদ্গর্ভ মেঘের ন্যায়, গর্জন করিতে লাগিল। নারায়ণ গর্জনসমকালেই সুমালীর গারখির সহসা প্রছলিতকুণ্ডলমণ্ডিত মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। তখন অঙ্গগণ জ্ঞাত হইয়া পাড়ল। ইন্দ্রিয়রূপ অঙ্গগণ পরিজ্ঞাত হইলে, মানুষ যেমন অস্থির হইয়া উঠে, ঐ সকল অঙ্গ তেমনি জ্ঞাত হইয়া, রাক্ষসরাজ সুমালীকে জ্ঞাত করিয়া তুলিল।

অনন্তর সুমালীর অশ্রোণ তদীয় রথ বিকৃতধের অভিমুখে আকর্ষণ করিলে, মালী মহাবাহু বিকুকে রণাঙ্গনে প্রপতমান নিরীক্ষণ করিয়া, শরাসন গ্রহণ পূর্বক সজ্জিত হইয়া, ভীহার অভিগতন করিল। তাহার দম্বুর্নশূন্য কার্ত্তন্যনিভূষিত শর সকল, ক্রৌঞ্চপর্কিতে পত্রপদমদম্বের ন্যায়, হরির দেহে প্রবেশ

করিতে লাগিল । জিতেইয়া যাকি যেমন আধি দ্বারা আক্রান্ত
হইলে, বিচলিত হয় না, বিষু তেমনি মালীর বিমুক্ত সহস্র সহস্র
শরে অর্দমান হইয়াও, ক্ষুভিত হইলেন না । অনন্তর ভূতভাবন
ভগবান্ গদাহস্তে মৌরীধ্বনি সহকারে মালীর প্রতি শরজাল
বর্ষণে প্ররম্ব হইলেন । নাগ সকল যেমন সুধারস পান করে,
নারায়ণের বজ্র ও বিদ্যুৎ সদৃশ প্রভাবিশিষ্ট ঐ সকল শর তেমনি
মালীর দেহে পতিত হইয়া, রক্ত পান করিতে লাগিল । অনন্তর
শঙ্খচক্রগদাধর বিষু মালীকে বিমুখ করিয়া, তাহার মৌলি,
ধ্বজ, ধনু ও অশ্বদিগকে পাত্তিত করিলেন । নিশাচরশ্রেষ্ঠ মালী
বিরম্ব হইয়া, গদাগ্রাণ পূর্বক, ভূধরশেখর হইতে কেশরীর
ন্যায়, লক্ষ দিয়া ভূমিতে পতিত হইল । এবং অস্তক যেমন
ঈশানকে ও ইন্দ্র যেমন বজ্র দ্বারা অচলকে, সেইরূপ গদা দ্বারা
গরুড়ের ললাটদেশে আঘাত করিল । গরুড় মালীর গদা দ্বারা
আহত ও বেদনাভূর হইয়া, শ্রীর প্রভু নারায়ণকে রণ-
পরাত্যুখ করিল । তদ্বশনে রাক্ষসেরা অতিমাত্র গর্জ্জন করিয়া
উঠাতে, এক ভূমূল শব্দ সমুৎপন্ন হইল । গর্জ্জনশীল নিশাচর-
গণের ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া, চরিত্রহীন ভগবান্ হরি গরুড়ে
তির্থাগ্ভাবে আরোহণ পূর্বক নিতান্ত ক্রোধভরে, পরাত্যুখ
হইয়াও, মালীর সংহারমানসে চক্র বিসর্জ্জন করিলেন । সূর্য্য-
মণ্ডলের ন্যায় আভাসম্পন্ন কালচক্রসমিভ উল্লিখিত চক্র স্বকীয়
প্রভাম্ব নভোমণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া, মালীর মস্তক ছেদন করিয়া
ফেলিল । পূর্বে রাক্ষসমস্তক যেমন পতিত হইয়াছিল, মালীর
অভীভূত ঐ মস্তক তেমনি চক্রোৎকৃত হইয়া, রূপির বমন
করিতে করিতে ধরাভল অশ্রয় করিল । তখন সুরগণ সকলে
সান্তিশয় স্বর্ষ্যবিষ্ট হইয়া, সাধু দেব সাধু, ইত্যাদি বাক্য প্রয়োগ
পূর্বক স্বর্কপ্রাণসমুচ্চারিত সিংহনাদরব মোচন করিলেন ।

মালীকে নিহত দেখিয়া, সুমালী ও মালাবান্ উভয়ে শোক-
বস্ত্র হইয়া, সবলে লকাভিমুখে সবেগে দাবমান হইল । তখন

গরুড় আশ্বস্ত ও সন্নিবৃত্ত হইয়া, পূর্বের ন্যায়, রাবড়ের পক্ষপক্ষে
 রাক্ষসদিগকে বিজাৰিত করিতে লাগিল। রাক্ষসগণের মধ্যে
 কাহারও বদনকমল চক্রে ছিন্ন, কাহারও উরস্থল গদাঘাতে চূর্ণ,
 কাহারও গুঁবা লাজুলস্বারে ক্ষত, কাহারও মস্তক মুষণাঘাতে
 পিঙ্গারিত, ও অনিষ্টকারে ছিন্ন এবং কেহ বা শরভাঙিত হইয়া,
 আকাশ হইতে নহরে সাগরমলিলে গিয়া নিপতিত হইল। সবি-
 দ্র্যৎ মহামেষ যেমন বজ্র দ্বারা, নারায়ণও ব্রহ্মমনি শরাশম্মুক্ত
 শরবরূপ অশনি দ্বারা মুণ্ড ও বিধ্বতকেশাবান্ধে নিশাচরদিগকে
 বিদৌৰ্ব করিতে লাগিলেন। শরসমূহের আঘাতে আতপত্র সকল
 ছিন্ন ভিন্ন, শস্ত্র সকল পতমান, মনোহর পারচ্ছদ সকল অপক্লব্ধ,
 অস্ত্র সকল বিনিসৃত ও ভয়বশতঃ নেত্র সকল লোল হওয়াতে,
 সেই রাক্ষসবল নিতান্ত উন্মত্ত হইয়া উঠিল। নৃসিংহ কতক
 বিমদিত হইয়া, নিবহাদিত কুঞ্জরগণের ন্যায়, কুঞ্জরসহিত রাক্ষস-
 গণের রব ও বেগ উভয়ই সমভাব ধারণ করিল। অনন্তর ই-
 নিশাচররূপ কালমেঘ সকল হরিত বাণমালা জ্যোতিষ হইয়া,
 স্বকীয় শরজাল বিসজ্জন পুরঃসর পবনপরিচালিত কালমেঘ-
 মালার ন্যায়, দাবমান হইল। তাহাদের মধ্যে কাহারও মস্তক
 চক্রস্বারে বিনিকৃত, কাহারও শরীর গদাঘাতে সংচূর্ণিত,
 এবং কেহ বা অনিষ্টকারে বিবিধবিভিন্ন হইয়া, পক্ষতের ন্যায়,
 পতিত হইল। বিলম্বমান মণিহার ও কুণ্ডল বাণশ্রেণী, নীলমেঘ
 সদৃশ নিশাচরগণ, নীলপক্ষতরাজির ন্যায়, নিপতিত হওয়াতে,
 দোঁখিতে পাওয়া গেল, পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিয়াছে।

— :: —

অষ্টম সর্গ।

পদ্মনাভ পৃষ্ঠে ধাওয়া, রাক্ষসদৈন্যদিগকে নিহত করিতে
 আরম্ভ করিলে, মালাবান, বেলাহতিত অৰ্ণবের ন্যায়, প্রাত-
 নিবৃত্ত হইয়া, ক্রোপভরে লোহিত লোচনে মৌলি চাণিত করিয়া,

সেই পুরুষোত্তমকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, হে নারায়ণ !
 পুরাতন কাক্ষধর তোমার জানা নাই । সেই জন্যই, যুদ্ধে অকৃত-
 চিত্ত ও ভয়াক্রান্ত হইলেও আমরাগিকে তুমি, ইত্যরের ন্যায়,
 প্রণাম করিতেছ । হে সুরেশ্বর ! যে ব্যক্তি পরাধীন স্বরূপ পাপ
 করে, সেই হস্তা পুরুষ পুণ্যকন্ধ্যাদিগের অধুষিত স্বর্গলাভে সমর্থ
 হয় না । হে শঙ্কচক্ৰগদাধর ! তোমার যদি নিতান্তই যুদ্ধে প্রজা
 থাকে, তাহা হইলে, আমি এই অবস্থিতি করিলাম, তোমার হে
 বল আছে, প্রদর্শন কর, দেখিব ।

এই বলিয়া রাক্ষসরাজ মালাবান্, মালাবান্ পর্বতের ন্যায়,
 অবস্থিতি করিল, দেখিয়া, মহাবল দেবরাজানুজ পদ্মনাভ
 তাহাকে কহিলেন, দেবগণ ভোগাদেব ভয়ে ভীত হইয়াছেন ।
 আমি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভয় দিয়াছি, যে, রাক্ষসদিগকে
 উৎসাদিত করিব । এক্ষণে, সেই প্রতিশ্রুত পরিপালন করি-
 তেছি । সর্বদা প্রাণ দিয়াও দেবগণের প্রিয় করা আমার কর্তব্য
 পক্ষে পরিগণিত হইয়াছে । অতএব ভোগরা পাতালে প্রবেশ
 করিলেও, তোমাদিগকে আমি সংহার করিব ।

রক্তপদ্মাক্ষ দেবদেব বাসুদেব এই প্রকার কহিলে, রাক্ষস-
 রাজ মালাবান্ একান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, শক্তির আঘাতে তদীহ ভূজা-
 স্তর ভেদ করিল । রাক্ষসরাজের ভুজনির্মুক্তা ঘণ্টাকৃতশব্দ উদ্ভি-
 খিতা শক্তি বাসুদেবের রক্তস্থলোবদ্ধ হইয়া, মেঘমধ্যস্থ মৌদা-
 মিনীর ন্যায় শোভমান হইল । তখন শক্তিধরপ্রিয় পদ্মলোচন
 হরি সেই শক্তিই উৎকর্ষণ পূর্বক মালাবান্কে বিশিষ্টরূপে লক্ষ্য
 করিয়া, নিক্ষেপ করিলেন । উহা গোবিন্দের করনির্মুক্ত হইয়া,
 কাষ্ঠিকের উৎসৃষ্ট শক্তির ন্যায়, রাক্ষসদিগকে কামনা করিয়া,
 অঙ্গনপর্বতে উৎসার ন্যায়, প্রস্থান করিল । এবং রাক্ষসরাজের
 হারভারবিকারিত সুবিলাপ শ্রবণে, গিরিকূটে বজ্রের ন্যায়,
 পতিত হইল । তাহাতে ভয়ভ্রাণ ছিন্ন হইলে, রাক্ষস বিপুল
 মোহে আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল । অনন্তর সে পুনরায় আশ্রিত হইয়া,

পূৰ্ণভের ন্যায় অবিচলিত ভাবে অবস্থান করিল। এবং কালার-
গনিম্ভিত, বহুকণ্টকপরিব্যাণ্ড শূল গ্রহণ করিয়া, নারায়ণের
স্তুনাস্তরে দৃঢ়রূপে আঘাত করিল। অনন্তর রণরাগভরে বাস-
বানুজ বাসুদেবকে তাড়না করিয়া এক দনু অপক্রান্ত হইল।
তখন আকাশে সাধু সাধু বলিয়া, মহাশব্দ সমুখিত হইল। সে
বিষ্মকে আঘাত করিয়া, গরুড়কেও প্রহার করিতে লাগিল।
বিনতাতনয় ক্রুদ্ধ হইয়া, বলবান্ বায়ু যেমন স্তম্ভতূর্ণরাশিকে,
তেমনি রাক্ষসকে পক্ষপবনে দূরে অপসারিত করিলেন।

সুমালী স্বীয় পূৰ্ণজকে গরুড়ের পক্ষপবনে বিদ্রাবিত নিরী-
ক্ষণ করিয়া, আপনার সৈন্য সহিত লঙ্কাভিমুখে প্রস্থান করিল।
রাক্ষস গাল্যবান্ পক্ষপবনের প্রভাবে উদ্ধৃত হইয়া, স্বীয় সৈন্য
সমভিব্যাহারে একান্ত লাজ্জভরে লঙ্কায় গমন করিল। হে কমল-
ক্ষণ রাম ! এই রূপে ভগবান্ হরি অনেকবার যুদ্ধে সেই রাক্ষস-
দিগকে ভগ্ন ও তাহাদের মধ্যে প্রদান ও নায়কদিগকে সংহার
করিলেন। তাহার। বিষ্মর প্রতি যুদ্ধে অশক্ত ও তদীয় প্রভাবে
নিপীড়িত হইয়া, লঙ্কা ত্যাগ করিয়া, স্ব স্ব পত্নীর সহিত পাতালে
বাস করিতে গমন করিল। হে রঘুসত্তম ! মালকটংকটার বংশোৎ-
পন্ন প্রখ্যাতবীৰ্য্য নিশাচরগণ তথায় সুমালীর আশ্রয়ে বাস
করিতে লাগিল। তুমি যে সকল রাক্ষসকে নিধন করিয়াছ,
তাহারা পৌলস্ত্য নামে প্রসিদ্ধ। সুমালী, মালী, মাল্যবান্
এবং তাহাদের পুরঃসরগণ, ইহারা সকলেই মহাভাগ এবং সৰু-
লেই রাবণ ও কুম্ভকর্ণাদি অপেক্ষা বলবত্তর। শঙ্খচক্রগদাধর
নারায়ণ ভিন্ন আর কেহই দেবকণ্টক সুরশক্র রাক্ষসদিগকে বধ
করিতে পারে না। তুমিই সেই চতুর্ভূজ সনাতন দেব নারায়ণ,
রাক্ষসদিগকে বধ করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছ। তোমার ক্ষয়
নাই ও পরাজয় নাই। তুমি সকলেরর প্রভু ও সৃষ্টিকর্তা এবং
শরণাগত বাৎসল্যগুণে ভূষিত। কালে কালে ধর্মমধ্যাদা নষ্ট
হইলে, তুমি দশ্যুগণের সংহার জন্য অবতীর্ণ হইয়া থাক।

হে নরাধিপ ! এই আমি তোমার নিকট রাক্ষসগণের উৎপত্তি রক্তান্ত বধাযথ আদ্যোপান্ত অদ্য কীর্ত্তন করিলাম । হে রম্যসত্তম ! পুনরায় সপুত্র রাবণের অতুল জন্ম ও প্রভাব সবিশেষ শ্রবণ কর । নিশাচর সূমালী তৎকালে বিষ্ণুভয়ে অভিভূত হইয়া, পুত্রপৌত্রসমভিব্যাহারে, বহুকাল রসাতলে বিচরণ করিতে লাগিল । এদিকে ধনেশ্বর কুবের লঙ্কায় বাস করিলেন ।

—[:]:—

নবম সর্গ ।

অনন্তর ক্রিয়ৎকাল অতীত হইলে, নীলজীমূতসঙ্কাশ তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলবিগিষ্ট সূমালী নামে সেই নিশাচর পদ্মগীনা লক্ষ্মীর ন্যায়, স্বীয় অবিবাহিত দুহিতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, রসাতল হইতে মর্ত্যলোকের সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল । এইরূপে মণীতলে বিচরণ করিতে করিতে অবলোকন করিল, পুলস্ত্যের পুত্র পরম বিভবসম্পন্ন ধনেশ্বর কুবের পিতাকে দেখিবার জন্য পুষ্পক রথারোহণে গমন করিতেছেন । রাক্ষসগণের মধ্যে মহামতি সূমালী পূর্বতপ্রাপ্তম দেবসঙ্কাশ কুবেরকে দর্শন করিয়া, মর্ত্যলোক হইতে রসাতলে প্রবেশ পূর্বক সবিস্ময়ে এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিল, কি করিলে, আমাদের শ্রোয়োলাভ ও সমৃদ্ধি হইতে পারে ।

নীলনীরদসম্নিভ, তপ্তকাঞ্চননির্মিত, কুণ্ডলমণ্ডিত সূমহামতি সূমালী তৎকালে এই প্রকার চিন্তা করিয়া, আপনার কন্যা কৈকসীকে কহিল, পুত্রি ! তোমার এই প্রদান কাল, যৌবন ব্যতিক্রান্ত হইতেছে । কিন্তু প্রত্যাখ্যানভয়ে পাত্রগণ তোমায় পরিগ্রহ করিতেছে না । কিরূপে তোমার ধর্ম্মরক্ষা হইবে, তদ্বিশেষ আমরা সকলেই কৃতবুদ্ধি হইয়া, তোমার জন্য উপযুক্ত পাত্র-স্বয়ং প্রয়াস পাইতেছা-বৎসে ! তুমিও সাক্ষাৎ লঙ্কার ন্যায়, মর্ত্তগুণশালিনী । জানি না, এক্ষণে ব্যক্তি আমার কন্যার

পানিগ্রহণ করিবে মানাকাজী পিতামাত্ৰকেই; এই প্রকার কন্যাপিতৃ হঃখ ভোগ করিতে হয়। মাতৃকুল, পিতৃকুল; আর যে কুলে দেওয়া যায় সেই কুল, এই তিন কুলকে কন্যা সর্বদা সংশয়ে পাতিত করিয়া থাকে। অতএব পুত্রি! তুমি এক্ষণে স্বয়ং পুলস্ত্যের পুত্র, প্রজাপতির বংশোদ্ভব, মুনিগণের প্রধান, শ্রেষ্ঠগুণবিশিষ্টে বিশ্ববাকে ভজনা কর। বৎসে! তাঁহাকে ভজনা করিলে, তেজে সূর্য্যের সমান, এই ধনেশ্বর বাদৃশ, তোমার বাদৃশ পুত্র সকল উৎপন্ন হইবে, সন্দেহ নাই। কন্যা এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, পিতৃগৌরবপ্রযুক্ত বিশ্ববা যেখানে তপস্যা করিতেছেন, তথায় গমন করিয়া, দণ্ডায়মান হইল।

রাম! এই সময়ে পুলস্ত্যতনয় বিশ্ববা, চতুর্ধ অগ্নির ন্যায় অগ্নিহোত্রের উপাসনায় ব্যাপৃত ছিলেন। কৈকসী পিতৃগৌরব-প্রযুক্ত সেই দারুণ বেলা চিন্তা না করিয়া, ঋষির অগ্রে গিয়া, চরণাধোমুখে দণ্ডায়মান হইল। এবং বারংবার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গ দ্বারা তুমি বিলেখন করিতে লাগিল। পরম উদারঋতাব ঋষি স্বীয় তেজে দীপ্যমানা, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, সুশ্রোণী কৈকসীকে দর্শন করিয়া, কহিলেন, ভদ্রে! তুমি কাহার কন্যা, কোথা হইতে কি জন্য বা কোন কার্য্যানুরোধে এখানে আসিলে, শোভনে! বধার্ধ বল। সেই কন্যা এই প্রকার অতিষ্ঠিত হইয়া, ক্রুতাজলি-পুটে কঠিল, ভগবন্! আপনি স্বীয় প্রভাবেই আমার অভিপ্রায় জানিতে পারেন। হে ব্রহ্মর্ষে! আমি পিতার আজ্ঞায় আসি-রাছি, জানিবেন। আমার নাম কৈকসী, স্বয়ং জানিতে আজ্ঞা হউক।

তখন ঋষি ধ্যানবলে অবগত হইয়া, এই প্রকার কহিলেন, ভদ্রে! তোমার মনোগত কারণ আমার বিশেষ রূপে বিদিত হইরাছে। আমি মন্তমাতঙ্গগামিনি। তুমি আমা হইতে পুত্র প্রার্থনা করিতেছ। কিন্তু তুমি দারুণ বেলার আমার সন্দেশে সমাগত হইয়াছ। অতএব বাদৃশ পুত্র প্রসব করিবে, শ্রবণ করা

অগ্নি সুশ্রোণি ! তুমি দারুণ প্রকৃতি, দারুণাকৃতি ও দারুণাভি-
জন্যেয় ক্রুরকৰ্ম্মা রাক্ষসগণের জননী হইবে ।

কৈকসী এই কথা শুনিয়া, প্রণাম করিয়া কহিল, ভগ-
বন্ ! আপনি ব্রহ্মবাদী আমি, আপন হইতে দৈবশ সূচনাচার
পুত্র লাভের ইচ্ছা করি না । অতএব অনুগ্রহ বিত্তরণে আজ্ঞা
হউক ।

কন্যা এই প্রকার কহিলে, মুনিপুঙ্গব বিশ্ববা, পূর্ণচন্দ্র রোহি-
ণীর ন্যায়, পুনরায় তাহাকে কহিলেন, আর শুভাননে ! তোমার
কনিষ্ঠ পুত্র আমার বংশানুরূপ ও ধৰ্ম্মাজ্ঞা হইবে, তাহাতে সন্দেহ
নাই । রাম ! সেই কন্যা এই প্রকার অভিযুক্ত হইয়া, কোন
সময়ে অতীব দারুণ ও বীভৎসাকৃতি এক রাক্ষস প্রসব করিল ।
ঐ রাক্ষসের শ্রীবা দশ, দংষ্ট্রা বিশাল, ওষ্ঠ ত ত্রাণ, ভুজ বিংশতি,
আঙ্গা রহৎ ও কেশকলাপ প্রদীপ্ত । নীলাঞ্জনচয়সন্নিভ ঐ পুত্র
জন্মগ্রহণ করিলে, উজ্জামুখী ও ক্রব্যা দ সকল অপসবানশূল প্রদ-
ক্ষিণ করিতে লাগিল । দেবতা ক্রম্বির বর্ষণ আরম্ভ করিলেন ।
মেঘ সকল ধরনিম্বনে প্রাচভূষিত হইল । সূর্য্যের প্রভা তিরো-
হিত হইয়া গেল । মথেক্সা সকল পৃথিবীতে পতিত হইতে
লাগিল । পৃথিবী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন । সুদারুণ বাতাবল
প্রবাহিত হইল । অক্ষোভ্য সরিৎপতি সমুদ্র ক্ষুভিত হইয়া
উঠিল ।

অনন্তর পিতামহসম পিতা এই বলিয়া পুত্রের নাম করণ
করিলেন, যে, এই পুত্র দশশ্রীব হইয়াছে, অতএব ইহার নাম
দশশ্রীব হইল । দশশ্রীবের পর মহাবল কুন্তকর্ণ জন্মগ্রহণ
করিল । বাহার দেহ অপেক্ষা বিপুলদেহ দ্বিভীত নাই । কুন্ত-
কর্ণের পর বিকৃতানন্য শূর্ণশ্রী সমুৎপন্ন হইল । ধৰ্ম্মাজ্ঞা বিভী-
ষণ কৈকসীর শেষ বা সর্ককনিষ্ঠ পুত্র । হে মহাসত্ত্ব ! বিভীষণ
জন্ম গ্রহণ করিলে, আকাশে দেবগণের দুন্দুভিনাদসহকৃত পুষ্প-
বৃষ্টি পতিত হইল । এবং অন্তরীক্ষে বারংবার সাধুবাদ হইতে

লাগিল। কুন্তকর্ণ ও রাবণ উভয়েই প্রবলপ্রতাপসম্পন্ন। তৎকালে তাঁহারা উভয়লোকের উদ্বিগ্নগমুৎপাদন পূর্ব্বক সেই মহা-রণ্যে বর্জিত হইতে লাগিলেন। তন্মধ্যে কুন্তকর্ণ নিত্য অসন্তুষ্ট ও প্রমত্ত হইয়া, ধর্ম্মবৎসল ঋষিদিগকে ভক্ষণ করত ত্রৈলোক্যে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ সর্ব্বদাই ধর্ম্মে ব্যবস্থিত, স্বাধ্যায়নিরত, সংযতাহার ও বিজিতেশ্বর্য্য হইয়া, কাস করিতে লাগিলেন।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ধনেশ্বর দেব বৈশ্রবণ পিতাকে দেখিবার জন্য পুষ্পকারোহণে সমাগত হইলেন। তিনি তেজে যেন জ্বলিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া কৈকসী রাক্ষসী রাবণের নিকট আগমন পূর্ব্বক কহিল, পুত্র! অবলোকন কর; তোমার ভ্রাতা বৈশ্রবণ তেজে পরিপূর্ণ হইয়াছেন। আর, তুমি নিজেকে এই প্রকার হীন দশা ভোগ করিতেছ, দেখ। কিন্তু তোমাদের ভ্রাতৃত্ব সমান, অর্থাৎ তোমরা উভয়েই এক পিতা হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ। বৎস দশগ্রীব! তোমার পরাক্রমের সীমা নাই। অতএব যাহাতে তুমিও বৈশ্রবণের সমান হইতে পার, তাহা যত্নে কর। প্রতাপবান্ দশগ্রীব জননী এই কথা শুনিয়া, অমর্ষ বলে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আমি আপনাতঃ নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যে, তেজোবলে ভ্রাতার সমান বা অধিক হইব; আপনি হৃদগত সন্তাপ ত্যাগ করুন। অনন্তর দশগ্রীব সেই ক্রোধে অনুজের সহিত চক্র-কার্য্যানুষ্ঠানে অভিলাষী ও তপশ্চরণে ক্রুতচিত্ত হইয়া, আশ্রিতপশ্যাসহায়ে অভিলষিত লাভ করিব, এই প্রকার সংকল্প ও স্থির নিশ্চয় করিয়া, আশ্রয়সিদ্ধির জন্য পরম পবিত্র গোকর্ণাশ্রমে আগমন করিলেন। তথায় সমাগত হইয়া, সেই উগ্রবিক্রম নিশাচর কুন্তকর্ণের সহিত অতুল তপশ্চর্য্যায় প্ররত হইলেন। এবং বিজু পিতামহের সন্তোষ সম্পাদন করিলেন। পিতামহও তুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে জয়ানন্দ বর সকল প্রদান করিলেন।

দশম সর্গ :

অনন্তর রামচন্দ্র মুনিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্ ! সেই
স্তিন মহাবল আত্মা কি প্রকারে কিরূপ তপস্যা করিয়াছিলেন !

তখন অগস্ত্য মুনি স্তম্ভীতমনা রামকে কহিলেন, বনমধ্যে
অতৃগণ যথোক্ত বিবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে লাগিলেন । কুন্তকর্ণ
নিয়মোচরণ ও ধর্ম্মপথে অনস্থান পূর্ব্বক গ্রীষ্মকালে পঞ্চাশি পরি-
বেষ্টিত হইয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন । বর্ষাকালে বীরাঙ্গনে
উপবিষ্ট হইয়া মেঘের জলে সিক্ত হইতে থাকিলেন, এবং শিশির
কালে নিরন্তর জলমধ্যে অবগাহন করিয়া রহিলেন । এই
প্রকারে তাঁহার দশ সহস্র বৎসর অতিবাহিত হইল ; এই দশ
সহস্র বৎসর কাল তিনি ধর্ম্মপথে অবস্থিত হইয়া তপস্যাচরণ
করিলেন । ধর্ম্মাত্মা বিভীষণ নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ ও পবিত্রচারী
হইয়া পঞ্চসহস্র বৎসর একপাদে দণ্ডায়মান রহিলেন । তাঁহার
এই নিয়ম সমাপ্ত হইলে পর অঙ্গরোগণ নৃত্য আরম্ভ করিল,
পুষ্পরষ্টি পতিত হইতে থাকিল ; এবং দেবগণ তাঁহার প্রাশংসা
করিতে লাগিলেন । তদনন্তর বিভীষণ উর্দ্ধবাহ ও উর্দ্ধশিরঃ হইয়া
ধ্যাননিমগ্নচিত্তে পঞ্চসহস্র বৎসর সূর্য্যের আরাধনা করিলেন ।
এই রূপে নিয়মোচরী হইয়া বিভীষণ নন্দনবনস্থিত দেবতার ন্যায়
পরমানন্দে দশসহস্র বৎসর অতিবাহন করিলেন । দশানন নিরা-
হারে দশসহস্র বৎসর অতিবাহন করিলেন । এই দশসহস্র বৎস-
রের মধ্যে প্রত্যেক সহস্র বৎসর পূর্ণ হইলেই এক এক মুণ্ড
অগ্নিতে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন । এই রূপে তাঁহার
নবসহস্র বৎসর অতীত এবং একে একে তাঁহার নয় মুণ্ডও অগ্নি
গর্ভে প্রবিষ্ট হইল । অনন্তর দশমসহস্র বৎসর পূর্ণ হইলে দশগ্রীব
ধেমন দশম মুণ্ড ছেদন করিতে উদ্যত হইলেন, অমনি ব্রহ্মা
তাঁহার নিকট আগমন করিলেন । পিতামহ অতীব ভূষ্ট হইয়া
দেবগণের সমভিব্যাহারে তথায় আবির্ভূত হইলেন, এবং কহি-

লেন দশগ্রীব ! আমি তোমার প্রতি ভূটে হইয়াছি । দম্ভজ ! তোমার যে বর অভিলষিত হয়, শীঘ্র প্রার্থনা কর । আমি তোমার, কোন্ কামনা সিদ্ধ করিব ? তোমার পরিশ্রম নিষ্ফল না হউক ।

তখন দশগ্রীব প্রহস্টেচিত্তে দণ্ডবৎ প্রণত হইয়া হর্ষদৃগদ্বন্দ্ব বাঁকো দেব এক্রান্তে কহিলেন, ভগবন্ ! চিরকালই জীবের মরণ ভিন্ন আর কিছুতেই ভয় নাই ; সুতরাং মৃত্যুর সমান শঙ্কও আর নাই ; অতএব আমি অমর বর প্রার্থনা করি ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া এক্রান্ত দশগ্রীবকে কহিলেন, তুমি সর্ব প্রাণীর অবধ্য হইতে পারিবে না ; অতএব অন্য বর প্রার্থনা কর ।

রাম ! লোককর্ত্তা ব্রহ্মা এই কথা কহিলে পর দশগ্রীব ক্রুড়া-ঞ্জলিপুটে সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন, হে লোকপতে ! হে নিভাস্বরূপ ! আমি যেন সুপর্ণ, নাগ, বক্ষ, দৈত্য, দানব, রাক্ষস এবং দেবগণের অবধ্য হই । হে দেবপুত্র ! ঐতস্তি মাযুষাদি অন্যান্য প্রাণীকে আমি কোন ভয়ই করি না । আমি তাহা-দিগকে ভূগবৎ জ্ঞান করি ।

রাক্ষস দশগ্রীবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া দেবপদ সঙ্কীর্ণ দম্ভাত্মা দেব পিতামহ কহিলেন রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! তুমি বাহা বলিলে, তাহাই হইবে । রাম ! পিতামহ দশগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনর্জীর বলিলেন, অনর্থ ! আমি এসম্মুখ হইয়া তোমাকে আরও যে বর প্রদান করিতেছি শ্রবণ কর । তুমি যে কর যুগ্ম অগ্নিতে আততি প্রদান করিয়াছ, ঐ সকল যুগ্ম যেমন ছিল পুনর্জীর তেম-মই হইবে । দৌমা ! তোমাকে আরও এক দুম্প্রাপ্য বর দিতেছি যে তুমি স্বেচ্ছামুসারে মনঃকল্পিত যে কোন রূপই ধারণ করিতে পারিবে । পিতামহ এই কথা বলিলে পর দশগ্রীবের অগ্নিহত যুগ্ম সকল তৎক্ষণাত্রে পুনর্জীর উৎখিত হইল ।

রাম ! লোকপিতামহ ব্রহ্মা দশগ্রীবকে এই কথা কহিয়া পরে বিভীষণকে কহিলেন, বৎস বিভীষণ ! তুমি যে রূপ সংকল্পিত

ধৰ্ম্মাচরণ করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি।
অন্তএব হে সুব্রত ! হে ধৰ্ম্মাত্মা ! বর প্রার্থনা কর ।

তখন রাশিজালপরিবৃত চন্দ্রমার ন্যায় নিয়ত সৰ্বসদগুণ-
পরিশোভিত ধৰ্ম্মাত্মা বিভীষণ কৃতাজলি হোটে নিবেদন করিলেন,
ভগবন্ ! সাক্ষাৎ লোকগুরু আপনি যে আমার প্রতি প্রসন্ন
হইয়াছেন, তাহাতেই আমার সৰ্বার্থ সিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি
আপনি যখন প্রসন্ন হইয়া আমাকে বরদান করিতে ইচ্ছুক হই-
য়াছেন তখন আমি যে বর প্রার্থনা করি শ্রবণ করুন। হে সুব্রত !
মহাপদে পতিত হইলেও, আমার যেন ধৰ্ম্ম হেই মতি থাকে।
আমি ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা করি নাই, কিন্তু ব্রহ্মবিদ্যা যেন আমার
মনোমধ্যে আবিভূত হয়। আর যে কোন অশ্রমে আমার যে
কোন বুদ্ধি উপাধিত হইবে, সমস্তই যেন ধৰ্ম্মবুদ্ধিই হয়, এবং
যেন আমি ধৰ্ম্মই পালন করি। হে পরমদাতা ! এই আমার
পরম অভিষ্ট বর। ধৰ্ম্মাভিব্যক্ত ব্যক্তিদিগের সম্মুখে দুস্প্রাপ্য
কিছুই নাই।

তখন প্রজাপতি অধিকতর পরিতুষ্ট হইয়া পুনর্বার বিভী-
ষণকে কহিলেন, বৎস ! তুমি যখন অভাবহীন ধৰ্ম্মশীল, তখন
তুমি যাহা বলিলে, তাহা ত অবশ্যই হইবে। যে শত্রুনাশন !
আমি আরও বলিতেছি, যেহেতু রাক্ষসকুলে উৎপন্ন হইয়াও,
তোমার কখনই অদম্য মতি হয় না, এই জন্য আমি তোমাকে
অমর বরদান করিলাম।

বিভীষণকে এই কথা বলিয়া প্রজাপতি কুন্তকর্ণকে বরদান
করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্রূপে দেবগণ সকলেই কৃত জলিপুটে
তঁাহাকে কহিলেন, প্রভো ! আপনি কুন্তকর্ণকে বরদান করি-
বেন না। আপনি অবগতই আছেন, এই ধৃষ্টত্যা ত্রিলোক ভ্রাসিত
করিয়াছে ; নন্দনবনে মহেন্দ্র'বুঢ়র গপ্ত অপ্সরোদিগকে ভক্ষণ
করিয়াছে ; তদ্বিত্ত কত শত ঋষি ও মানুষকে আগার করি-
য়াছে। বজ্রন্ ! এই রাক্ষস যখন বর প্রাপ্ত না হইয়াই এই

সকল কার্য্য করিয়াছে, তখন বর পাইলে নিশ্চয়ই ত্রিভুবন ভক্ষণ করিবে। অতএব হে অমিতদ্ব্যতে ! বরব্যাঞ্জে ইহাকে অচৈতন্য প্রদান করুন ; তাহা হইলেই ত্রিলোকের মঙ্গল, এবং ইহারও সম্মান রক্ষা করা হইবে।

দেবগণের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মা চিন্তা করিলেন। চিন্তা করিবামাত্র দেবী সরস্বতী আসিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন ; এবং পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া ক্লান্ত-ঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, দেব ! আমি এই আগমন করিয়াছি ; আজ্ঞা করুন, আমাকে কি করিতে হইবে। দেবী সরস্বতীকে সমাগত দর্শন করিয়া প্রজাপতি তাঁহাকে কহিলেন, সরস্বতি ! দেবতারা যেরূপ ইচ্ছা করিতেছে, তুমি এই রাক্ষসের জিহ্বায় অধিষ্ঠান করিয়া সেইরূপ বাক্য বল।

তখন বাগ্‌দেবী যে আজ্ঞা বলিয়া কুন্তকর্ণের মুখমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর প্রজাপতি কুন্তকর্ণকে কহিলেন, হে মহাবাহো কুন্তকর্ণ ! তোমার অতীষ্ট বর প্রার্থনা কর।

কুন্তকর্ণ এই কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে দেবদেব ! আমার ইচ্ছা, আমি বহু বর্ষ নিদ্রা বাই। ব্রহ্মা বলিলেন, তথাস্তু। এই কথা বলিয়াই তিনি দেবগণের সমভিব্যাহারে অন্তর্হিত হইলেন। দেবী সরস্বতীও কুন্তকর্ণকে পরিত্যাগ করিলেন। ব্রহ্মা সমভিব্যাহারে দেবগণ আকাশে উখিত হইলে পর যখন সরস্বতী কুন্তকর্ণকে পরিত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহার চৈতন্য হইল। তখন দুঃস্বপ্নি কুন্তকর্ণ দুঃখিত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, আজ আমার মুখ হইতে ঈদৃশ বাক্য নিঃসৃত হইল কেন। আমি বোধ করি, তৎকালে আগত দেবগণই আমাকে বিমোহিত করিয়াছিলেন।

রাম ! জাহ্নবীর এইরূপ বর লাভ করিয়া প্রদীপ্ত তেজ দারণ পূরক স্লেষাতক বনে যাইয়া সুখে বাস করিতে লাগিলেন।

একাদশ সর্গ ।

এদিকে নিশাচরত্রয় বর লাভ করিয়াছে শ্রবণ করিয়া সুমালী ভয় পরিত্যাগ পূর্বক অনুজীবীগণের সমভিব্যাহারে রসাতল হইতে উখিত হইল । মারীচ, প্রহস্তু, বিরূপাক্ষ ও মহোদর প্রভৃতি সুমালীর সচিবগণ সহর হইয়া উখিত হইল । সুমালী রাক্ষসশ্রেষ্ঠ সচিবগুণে পরিবৃত্ত হইয়া দশগ্রীবের নিকটে যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন পূর্বক কহিল, বৎস ! ভাগ্যক্রমে আজ তোমার চিরাভিলষিত মনস্কামনা সিদ্ধ হইল । আজ তুমি ত্রিভুবনেশ্বর ব্রহ্মার নিকট অভ্যন্তর বর লাভ করিলে । মহাবাহো ! যাহার জন্য আমরা লক্ষা পারিত্যাগ করিয়া রসাতলে প্রবেশ করিয়াছিলাম, আজ আমরাইগের সেই নারায়ণজনিত ভয় বিদূরিত হইল । আমরা বার বার বিষমুর নিকট পরাজিত হইয়া অবশেষে লক্ষা ত্যাগ করিয়া পলায়ন পূর্বক সকলে একত্র রসাতলে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম । লক্ষা আমাদেরই ; রাক্ষসেরাই লক্ষার অধিবাসী ছিল ; কিন্তু এক্ষণে তোমার জাতা দীমানন্দনাথিপতি কুণের হইয়া অধিকার করিয়াছে । অনঘ ! লাম, কি দান, কি বল দ্বারা হইক, যদি পারা যায়, তাহা হইলে অবশ্যই লক্ষা পুনরুদ্ধার করিতে হইবে । তাত ! তুমিই লক্ষার রাজা হইবে, সন্দেহ নাই । রাক্ষসবংশ নিমগ্ন হইয়াছিল ; মহাবাহো ! তুমিই ইহাকে উদ্ধার করিলে । হে মহাবল ! স্মৃতরাৎ তুমিই আমাদের সকলের প্রভু হইবে । তখন দশানন সমাগত মাতামণ্ডকে কহিলেন, ধনেশ আমার গুরু, অতএব আপনি এরূপ বলিবেন না ।

অনন্তর কিছুকাল অতীত হইলে, একদা প্রহস্তু রাবণকে বিনীত বাক্যে কহিলেন, হে মহাবাহো দশগ্রীব ! আপনার এরূপ বাক্য বলা উচিত হয় না । বীরগণের সৌভাগ্য নষ্ট, তাহার প্রমাণ দিতেছি, শ্রবণ করুন । প্রজাপতি কশ্যপের

ভাষ্যা দুই রূপবতী ভগিনী অদিতি ও দিতি উভয়ে পরস্পর অনুরক্তা ছিলেন । অদিতি কশ্যপের ঔরসে ত্রিভুবনেশ্বর দেবতাদিগকে, আর দিতি দৈত্যদিগকে প্রসব করিলেন । হে দম্বজ ! প্রথমে পূর্বপর্ষতন্যত এই পৃথিবী দৈত্যদিগেরই অধিকার ছিল এবং দৈত্যরাই প্রভু ছিল । পশ্চাৎ প্রভাবশালী বিষ্ণু ঐ সকল দৈত্যদিগকে সমরে সংহার করিয়া এই অব্যয় ত্রিলোককে দেবতাদিগের অধিকারভুক্ত করেন । আপনিই যে কেবল বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন এক্ষণ নহে ; স্মর ও অস্মরেরাও ইহা করিয়াছিল । অতএব আমি যথা বলিতেছি, আপনি তাহা করুন ।

এই কথা শুনিয়া দশানন হাহাষ্টাচ্ছকরণে মুহূর্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আমি পীকার করিলাম । এই কথা বলিয়া দম্বজীৰ সেই গান্ধেই সেই দিনেই রাক্ষসগণের সচিত লঙ্কার সমীপবর্তী কাননে গমন করত ত্রিকূট পর্বতে অবস্থিতি করিয়া বাকপণ্ডিত হাচওকে দত্ত প্রেরণ করিলেন । বলিয়া দিলেন, হ্যাস্ত ! তুমি শীঘ্র দাইয়া আমার নাম করিয়া যক্ষরাজ কুবেরকে সৌগন্ধপুরঃসর বলিবে, রাজনু । এই লঙ্কা মহাবল রাক্ষসদিগেরই পুরী, কিন্তু আপনি ইহা অধিকার করিয়াছেন ; সৌম্য ! এই কার্য আপনার উচিত হয় নাই । অতএব হে অতুলবিক্রমশালিন্ ! আজ যদি আপনি আমাদিগকে লঙ্কা প্রত্যাপণ করেন, তাহা হইলে আমি ভূষ্ট হইব, আপনারও দম্বজপালন করা হইবে ।

অনন্তর প্রচক্ষ দমনেশ্বর কুবের কড়ক সুরক্ষিতা লঙ্কাপুরীতে গমন করিয়া পরমোদার বিত্তপতি কুবেরকে কহিল, হে স্তব্রত ! হে মহাবাহো ! হে নন্দগুরুচ্ছুষ্ট ! আপনার জাত্ম আমাকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন । তিনি আমাকে যথা বলিয়া দিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন । হে বিশালাক্ষ ! পূর্বে সুমানী পভূতি ভীমবিক্রম রাক্ষসগণ এই রম্যা লঙ্কানগরী

ভোগ করিতেন। হে বিশ্ববান্ধব! সেই জন্য আপনাকে জানাইতেছি যে, তিনি এক্ষণে এই পুরী যাচুণা করিতেছেন ; আপনি সৌহার্দ্যসহকারে তাঁহাকে ইহা প্রত্যাপন করুন।

প্রহস্তের মুখে এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যানিশ্চেষ্ট দেব কুবের প্রহস্তকে কহিলেন, হে নিশাচর! রাক্ষসগণ পরিত্যাগ করিলে পর, পিতা আমাকে এই রাক্ষসশূন্য লঙ্কা অর্পণ করিয়াছেন ; আমি দান মানাদি বিবিধ উপায়ে ইহাতে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছি। তুমি যাইয়া দশাননকে বল, যে এই নগরী ও রাজ্য যেমন আমার, তোমারও তেমনি ; হে মহাবাহো ! তুমিও স্বচ্ছন্দে রাজ্যভোগ কর। আমার রাজ্য ও সম্পত্তিতে আমার সহিত তোমারও সমান অধিকার আছে।

প্রহস্তকে এই কথা বলিয়া ধনপতি কুবের পিতার নিকট গমন করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণাম করিয়া, রাবণের অভি-প্রায় নিবেদন করিলেন। কহিলেন, পিতঃ ! দশানন এইমাত্র আমার নিকট দূত পাঠাইয়া প্রার্থনা করিয়াছে, লঙ্কাপুরী প্রত্য-পর্ণ করুন ; পূর্বে রাক্ষসেরাই লঙ্কার অধিবাসী ছিল। হে সূত্রভ ! এক্ষণে এ বিষয়ে আমার যাহা কর্তব্য, উপদেশ করুন।

এই কথা শুনিয়া মূনিশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি বিশ্ববা কৃতাজ্জলিপুটে দণ্ডায়মান কুবেরকে কহিলেন, আমার বাক্য শ্রবণ কর। মহা-বাহু দুর্মতি দশগ্রীব আমার সমীপেও এই কথা কহিয়াছিল ; আমি তাহাকে অনেক তিরস্কার করিয়াছিলাম এবং অনেক বলিয়াও ছিলাম। আমি ক্রোধ করিয়া আরও বলিয়াছিলাম যে তুমি উচ্ছিন্ন হইতে যাইতেছ। যাহা হউক পুত্র ! এক্ষণে তোমাকে মঙ্গল ও ধর্মসংযুক্ত উপদেশ দিতেছি, শ্রবণ কর। অতি দুর্মতি দশানন বর প্রদান হেতু গর্ভিত হইয়া আর মান্যামান্য বিবেচনা করে না ; আমার শাপে সে অতি দারুণ প্রকৃতিও প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব মহাবাহো ! তুমি লঙ্কা ত্যাগ করিয়া আত্মীয় স্বজন ও অনুজীবীগণ সমভিব্যাহারে নৈলাম পর্বতে

গমন পূর্বক বাসাথ তথায় উপনিবেশ সংস্থাপন কর। তথায় সকল নদীর প্রধানা মনোহারিনী মন্দাকিনী নদী প্রবাহিত হইতেছে; সূর্যাসক্কাশ কাঞ্চনময় পদ্ম এবং কুমুদ, উৎপল ও অন্যান্য নানাবিধ জলজপুষ্পে মন্দাকিনীর জল আচ্ছন্ন হইয়া আছে। ঐ পর্বতবাসী বিহারশীল দেব, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, উরগ ও কিন্নরগণ মন্দাকিনীর জলে বিচারণ করিতেছে। কুবের! রাক্ষস দশাননের সহিত বিরোধ করা তোমার কর্তব্য হয় না। জানিতেই ত পারিতেছ, সে কিরূপ পরম বর লাভ করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া কুবের গুরু বোধে সেই পিতৃবাক্য গ্রাহ্য করিয়া, পুত্র ও অমাত্যগণ এবং সমস্ত বাহন ও ধন লইয়া কৈলাসে গমন করিলেন।

অনন্তর প্রহস্তু হৃষ্টচিত্তে অনুজ ও অমাত্যগণসেবিত মহাবল দশাননের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, লঙ্কাপুরী এক্ষণে শূন্য হইয়াছে; ধনেশ্বর লঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। অতএব আপনি আমাদিগের সহিত প্রবেশ করিয়া তথায় নিজ দক্ষ পালন করুন।

প্রহস্তুর এই কথা শুনিয়া, মহাবল দশানীব ভ্রাতৃগণ এবং দৈত্য ও অনুজীবগণের সহিত লঙ্কানগরী প্রবেশ করিলেন। দেবারি দশানন কুবেরপরিত্যক্ত সুবিভক্তমহাপথা লঙ্কাপুরীতে স্বর্গোদেবকাজের ন্যায়, প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর রাক্ষসেরা তাঁহাকে লঙ্কারাজ্যে অভিষেক করিল। অভিষিক্ত হইয়া দশানন লঙ্কায় উপনিবেশ সংস্থাপন করিলেন। লঙ্কা নীলমেঘ-সক্কাশ রাক্ষসগণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল।

ও দিকে ধনেশ্বর কুবেরও পিতৃবাক্য শিরোধার্য্য করিয়া শশিভূজ পুরন্দরের অমরাবতীরন্যায় সুচরিতমলকৃত প্রাসাদপরম্পরায় বিভূষিত নগরী স্থাপন করিলেন।

রাক্ষসেন্দ্র দশানন অভিযুক্ত হইয়া, ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে ভগিনীর সম্প্রদানবিষয়ে পরামর্শ করিয়া ভগিনী রাক্ষসী শূর্ণ-
পথকে কালকেয়বংশসম্ভূত দানবরাজ বিদ্যাজ্জিহ্বকে সম্প্রদান
করিলেন ।

রাম এইরূপে ভগিনী সম্প্রদান করিয়া দশমীব গরে মুগয়ায়
গমন করিলেন । মুগয়ায় ভ্রমণ করিতে করিতে ঐ স্থানে দিতির
পুত্র ময়কে দেখিতে পাইলেন । তাহার সমভিব্যাহারে এক
কন্যা ছিল । দেখিয়া নিশাচর দশমীব তাহাকে জিজ্ঞাসা করি-
লেন, আপনি কে, এই মুগমনুষ্যশূন্য বনমধ্যে অবস্থিতি করিতে-
ছেন ? এই মুগশাবাক্ষীই বা আপনার সঙ্গে কেন ?

রাম ! তখন ময় প্রশ্নকারী নিশাচর রাবণকে কহিলেন,
যাচা যাচা ঘটিয়াছে সমস্ত তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর । তুমি
শুনিয়াছ কি না বলিতে পারি না, হেমা নামে এক অপ্সরা
আছে । দেবগণ দেবরাজের শচীর ন্যায় সেই হেমাকে আশ্রয়
দান করিয়াছিলেন । আমি তাহাতে আগ্রহ হইয়া দশ শত
বৎসর অতিবাহন করিলাম । অনন্তর সে দেবকার্য্যের অনু-
রোধে ত্রয়োদশ বৎসরের জন্য দেবলোকে গমন করিল । কিন্তু
আমি তাহার বিরহে কাতর হইয়া চতুর্দশ বৎসর পর্য্যন্ত আমার
বজ্রবৈদ্যু্যবিচিত্রিত সুবর্ণময় পুরীতে বাস করিলাম ; ঐ পুরী
আমি মাস্মাৎলে নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলাম । এক্ষণে আমি আমার
কন্যাকে লইয়া ঐ পুরী হইতে এই বনে আগমন করিয়াছি ।

রাক্ষস ! ইনি আমার ঔরসে হেমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া-
ছেন । ইঁহাকে সঙ্গে লইয়া ইঁহার বর অশ্বমেধার্থ আগ-
মন করিয়াছি । মানলিপ্সু পিতৃগণের পক্ষে কন্যা দুষ্ট
স্বরূপ, অবিবাহিতা কন্যা দুই কূল সংশ্লিষ্ট করিয়া থাকে ।
তাত ! ভার্য্যা হেমার গর্ভে আমার দুই পুত্রও জন্মিয়াছিল ।
প্রথম মাস্মাবী, তদনন্তর তন্দ্রুভি । তুমি যাচা জিজ্ঞাসা করিলে,

তোমাকে এই সমস্তই কহিলাম। বৎস! এক্ষণে কি তোমার পরিচয় পাইতে পারি?

এই কথা শুনিয়া নিশাচর দশানন উত্তর করিলেন, আমি পৌলস্ত্য বংশে উৎপন্ন হইয়াছি, যে বিশ্ববা মুনি ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র, আমি তাঁহার পুত্র।

রাম! রাক্ষসরাজ রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া দানব-শ্রেষ্ঠ ময় তাঁহাকে মহাবীর পুত্র জানিয়া তৎক্ষণাৎ কন্যা সম্প্রদান করিতে অভিলাষী হইলেন। অনন্তর দানবরাজ ময় রাক্ষসরাজকে কর দ্বারা কন্যাকর দারণ করাইয়া সহায়বদনে কহিলেন, রাজনু! ইনি তোমার গর্ভমন্তু তা আমার ত্রৈলোক্যাত্মা কন্যা; ইহার নাম মন্দোদরী, তুমি ইহাকে ভার্য্যারূপে প্রতিগ্রহ কর। রাম! দশগ্রীব বালিলেন, বাঢ়ম্। এবং সেই স্থানেই অগ্নি জ্বালিয়া মন্দোদরীর পাণি গ্রহণ করিলেন। রাম! রাবণ যৎকামি নিকট অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, ময় তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। সেই জন্যই তিনি ব্রহ্মবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন জানিতে পারিয়া তাঁহাকে কন্যা সম্প্রদান করিলেন। তিনি তাঁহাকে পরমতপস্যালক পরমাত্মত শক্তিও দান করিলেন। রাবণ লক্ষ্মণকে সেই শক্তিই প্রহার করিয়াছিলেন।

যাহা হউক, লঙ্কার অদীশ্বর হাবাবশালী দশানন এইরূপে দার পরিগ্রহ করিয়া লঙ্কায় প্রতিগমন পূর্বক জ্যৈষ্ঠমাসে বিবাহ দিলেন। বৈরোচনের বজ্রজ্বালা নামে এক দৌহিত্রী ছিল; রাবণ তাহাকে কুম্ভকর্ণের ভার্য্যা করিয়া দিলেন। বিভীষণ গন্ধর্বরাজ মহাক্ষা শৈলুম্বের দুহিতা দম্বজ্ঞা সরমাকে পত্নী লাভ করিলেন। সরমা মানসসরোবরের তীরে ভূমিষ্ঠ হন। ঐ সময় বর্ষারম্ভবশতঃ মানস সরোবর কন্যার নিকট পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইতে থাকে। তদর্শনে কন্যার মাতা স্নেহভরে ক্রন্দন করিতে করিতে কহেন, “সরঃ মা বর্দ্ধত” (সরোবর! তুমি বর্দ্ধিত হইও না।) তাহা হইতেই কন্যার নাম সরমা হয়।

যাহা হউক, এই প্রকারে ক্রতদার হইয়া নিশাচর দশানন, কুন্তকর্ণ ও বিভীষণ স্ব স্ব ভাৰ্য্যা লইয়া নন্দনবনে গন্ধৰ্বদিগের ন্যায়, লঙ্কামধ্যে বিহার করিতে লাগিলেন । কিছুকাল পরে গন্ধোদরী মেঘনাদনামক পুত্র প্রসব করিলেন, ইহাকেই তোমরা ইন্দ্রজিৎ বলিয়া থাক । রাবণনন্দন ভূমিষ্ঠ হইয়া জলদের ন্যায় গভীররবে ক্রন্দন করিয়া উঠিল । রাঘব । তাহার সেই ক্রন্দন-শব্দে লঙ্কাবাসী রাক্ষসগণ সকলেই স্তম্ভিত হইল । তাহাতেই পিতা তাহার মেঘনাদ নাম রাখিলেন । রাম ! রাবণনন্দন মেঘনাদ উৎকৃষ্ট জীৱণ কৰ্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়া অরপিনিহিত পাবকের ন্যায়, রাবণের অন্তঃপুর মধ্যে দিন দিন বৰ্দ্ধিত হইতে থাকিল এবং মাতাপিতার পরম আনন্দ উৎপাদন করিতে লাগিল ।

ত্রয়োদশ সর্গ ।

এদিকে প্রগাঢ় নিদ্রা কিছুকালের পর ব্রহ্মা কৰ্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া জুহাদিরূপে আক্সপ্রকাশ পূৰ্ব্বক কুন্তকর্ণকে আশ্রয় করিল । তখন কুন্তকর্ণ আসনোপবিষ্ট জাতার নিকট গমন পূৰ্ব্বক নিবেদন করিল, রজ্জ্ব ! আমি নিদ্রায় কাতর হইয়া পড়িয়াছি ; আপনি আমার গৃহ নির্মাণার্থ আদেশ করুন ।

অনন্তর রাজার আজ্ঞা পাইয়া বিশ্বকর্মা সদৃশ শিল্পী সকল কুন্তকর্ণের জন্য একবোজন বিস্তৃত, দুইবোজনদীর্ঘ, স্ফটিকময় ও সুবর্ণময় বিচিত্র স্তম্ভ সকলে সুশোভিত আলয় নির্মাণ করিল । উহার সোপান বৈদূর্য্য, ভোরণ হস্তিদন্ত ও বেদি স্ফটিক দ্বারা বিনির্মিত হইল এবং কিঙ্কণীজাল দ্বারা আলয় বেষ্টিত করা হইল । ফলতঃ, রাবণ সৰ্ব্বসুখময় অতি মনোহর ভবনই নির্মাণ করাইলেন । পবিত্র স্মেরুগুহার ন্যায় উহার সৰ্ব্বত্রই সুখে বাস করা যাইতে পারে । মহাবল কুন্তকর্ণ ঐ ভবনমধ্যে শয়ান হইয়া

বহুসহস্রবৎসর নিদ্রা ঘাইতে লাগিল, একবারও জাগরিত হইল না ।

কৃষ্ণকর্ণ এইরূপে নিদ্রায় অভিভূত রহিল । এদিকে দশানন অবাধে দেব, ঋষি, যক্ষ ও গন্ধর্কদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিলেন । নন্দনাদি যে কোন বিচিত্র উদ্যান আছে, দশগ্রীব ক্রোমভরে গমন করিয়া সমস্তই ভগ্ন করিতে লাগিলেন । গজের ন্যায় নদীতে ক্রীড়া, বায়ুর ন্যায় রক্ষ সকল ভগ্ন এবং উৎকৃষ্ট বজ্রের ন্যায় পর্দিত সকল চূর্ণ করিতে থাকিলেন ।

দশগ্রীব ঈদৃশ ব্যাপারে হারত হইয়াছেন অবগত হইয়া ধর্ম্মজ্ঞ ধনেশ্বর কুবের ঐয় কুলোচিত আচরণ পর্যালোচন পূর্ব্বক সৌভ্রাতৃ প্রদর্শনার্থ রাবণকে হিতোপদেশ দান করিবার জন্য লক্ষ্য দূত প্রেরণ করিলেন । দূত লক্ষ্য গমন করিয়া প্রথমতঃ বিভীষণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন । বিভীষণ ধর্ম্মানুসারে তাঁহার সম্বন্ধনা করিয়া আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন । এবং রাজা কুবেরও অজ্ঞেয়বর্গের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া দূতকে দেখাইয়া দিলেন, দশানন সভায় উপবেশন করিয়া আছেন । তখন দূত ঐযতেজে জাজ্বল্যমান সভাস্থিত রাবণকে দেখিতে পাইয়া জয়োচ্চারণ পূর্ব্বক অভিবাদন করিয়া ভূমীস্থাবে সমীপস্থ হইল । তদনন্তর উৎকৃষ্ট আশ্রয়শোভিত উৎকৃষ্ট আসনে উপবিষ্ট দশগ্রীবকে সম্বোধন করিয়া কহিল, রাজন্ ! আপনার জ্ঞাতা আপনাদিগের উভয়ের সমুচিত ও বংশের সমুচিত যে সকল কথা বলিয়া দিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ করুন । যাহা করিয়াছ, যথেষ্টই হইয়াছে ; এক্ষণে সচ্চরিত্র সংগ্ৰহ করা তোমার কর্তব্য হইতেছে ; যদি পার, এক্ষণে অবিচলিতভাবে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর । আমি দেখিয়াছি, নন্দন ভগ্ন হইয়াছে , আমি দেখিয়াছি, অনেক ঋষি নিহত হইয়াছেন । দেবতারা যে তোমার বিনাশের সম্যক উদ্যোগ করিতেছেন, আমি তাহাও শ্রবণ করিয়াছি । রাক্ষসবান্ধ ! যদিও তুমি অনেকবার আমাকে

অগ্রাহ্য করিয়াছ, তথাপি বালক অবাধ্য হইলেও তাহাকে বিনাশ
হইতে রক্ষা করিবার জন্য যত্ন করা আত্মীয় স্বজনের অবশ্যই
কর্তব্য । আমি নিয়মসারী ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অতি কঠোর
বৃত্ত অবলম্বন পূর্বক তপস্যা করিবার জন্য হিমালয়শিখরে গমন
করিয়াছিলাম । সেই স্থানে আমি উমার সহিত দেব মহাদেবকে
দেখিতে পাইলাম । রুদ্রাণী তথায় অনুপম রূপ ধারণ করিয়া
অবস্থিতি করিতেছিলেন ; সুতরাং ইনি কে, এইমাত্র মনে করি-
য়াই আমি তাঁহার প্রতি বামচক্ষু নিষ্ক্ষেপ করিলাম, আমার
জনা কোন অভিপ্রায়ই ছিল না । কিন্তু দেবীর দিব্য প্রভাবে
ভৎসলমাত্র আমার বামচক্ষু দগ্ধ হইয়া গেল ; এবং ধূলিধ্বস্ত
ভৈরব ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিল । তদনন্তর আমি হিমা-
লয়ের অপর এক সুবিস্তীর্ণ প্রান্তে গমন করিয়া বাম সংযম
পূর্বক অষ্টশতবৎসরমহাব্রত ধারণ করিলাম । এই নিয়ম সমাপ্ত
হইলে পর দেব মহেশ্বর প্রসন্নচিত্তে তথায় উপস্থিত হইয়া
আমাকে কহিলেন, হে সন্ত ! হে ধর্মজ্ঞ ! আমি তোমার এই
ব্রতে পরম পরিতুষ্ট হইয়াছি । হে মনোমীপ ! এক আমি এই
ব্রতচরণ করিয়াছিলাম, আর এক তুমি করিলে । এই দুইজন ভিন্ন
আর তৃতীয় ব্যক্তি নাই, যে ঐদৃশ ব্রত ধারণ করিতে সমর্থ হয় ।
আমিই এই সুদুষ্কর ব্রতের প্রথমাবতারণ করিয়াছিলাম । অত-
এব হে মৌগ্য মনেশ্বর ! তুমি আমার গথা হও । অনঘ ! তুমি
তপস্যা দ্বারা আমাকে জিতিয়া লইয়াছ ; এক্ষণে আমার গথা
হও । তোমার বাম লোচন দেবীর প্রভাবে দগ্ধ এবং দেবীর
রূপ দর্শন জন্য পিঙ্গলবর্ণ হইয়াছে । এই জন্য তোমার আর
একটি নাম হইল একাক্ষিপিঙ্গল ।

দশানন এই রূপে শঙ্করের সহিত বন্ধুত্ব লাভ করত তাঁহার
নিকট বিদায় লইয়া প্রত্যাগমন পূর্বক আমি তোমার দৃষ্ট বুদ্ধির
কথা শ্রুতিতে পাইলাম । সেই জন্যই তোমাকে বলিতেছি,
তুমি কুলের কলকজনক অদর্শ সংসর্গ হইতে প্রতিনিবৃত্ত হও ।

ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିও, ଦେବ ଓ ଦେବର୍ଷିଗଣ ଏକତ୍ରିତ ହେଲା ତୋମାର ବଧୋ-
ପାୟ ଚିନ୍ତା କରିতেছেন ।

ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରିয়া ଦଶଗ୍ରୀବେର ଲୋଚନ କୋପେ ରକ୍ତବର୍ଣ୍ଣ
ହେଲା ଉଠିଲା । ତିନି ହସ୍ତେ ହସ୍ତ ଓ ଦକ୍ଷେ ଦକ୍ଷ ସର୍ବଣ କରିয়া କହି-
ଲେନ, ଦୂତ ! ତୁମି ଯାହା କହିଲେ, ଆମି ସମସ୍ତେ ଅବଗତ ହେଲାମ ।
ତୋମାର ତ ଜୀବନ ଗିରାଛେଇ ; ଆମାର ଜ୍ଞାତା ସିନି ତୋମାକେ
ପାଠାଇରାଛେନ ତିନିଓ ଧାକିତେଛେନ ନା । ନିଶ୍ଚୟେ ଆମାକେ
ହିତୋପଦେଶ ଦାନ କରା ଧନାଦିପତ୍ତିର ଅଭିପ୍ରାୟନହେ ; ମୃତ୍, ଆମାକେ
ଜ୍ଞାନାହେତେଛେନ ଯେ ତିନି ଶକ୍ତେର ସଖା ହେରାଛେନ । ଦୂତ ! ଏତଦିନ
ଆମି ତାହାର ଅନେକ କଥା ଶହା କରିରାହିଲାମ କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଷଣେ
ତୁମି ଯାହା କହିଲେ ଆମି ଆର ତାହା ଶହା କରିବ ନା । ଏତଦିନ
ଆମି ମନେ କରିତାମ ଯେ ତିନି ଖୁରୁ ଜନ, ସୁତରାଂ ତାହାକେ
ବିନାଶ କରା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନହେ, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଷଣେ ତାହାର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିରା
ଆମି ସ୍ଥିର କରିଲାମ ତାହାକେ ବିନାଶ କରାଇ ଉଚିତ । ଆମି
ବାହୁବଳ ଅବଳମ୍ବନ କରିରା ଆଜ୍ଞ ତ୍ରିଲୋକେ ଜୟ କରିବି, ଆଜ୍ଞ ଆମି
ଏକ ତାହାର ବିନାଶ ଶ୍ରେୟେ ଚାରି ଲୋକପାଳକେ ସମାଲୟେ
ଫେରଣ କରିବ ।

ଏହି କଥା ବାଣୀ ଦଶାନନ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ଵାରା ଦୂତକେ ବିନାଶ କରି-
ଲେନ, ଏବଂ ଉହାର ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ଦୂରାତ୍ମା ନାକ୍ସଦିଗକେ ଡକ୍ଷଣ କରିବାର
ଜନ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଲେନ ।

ତଦନନ୍ତର ରାବଣ ସ୍ଵସ୍ଥାୟନ କରିରା ରଥାରୋହଣ ପୂର୍ବକ ବିଜୟା-
କାଞ୍ଚାୟ ସଙ୍କ୍ଷେପରେ ଉଦ୍ଦେଶେ ଯାତ୍ରା କରିଲେନ ।

— (୫) —

ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ସର୍ଗ ।

ସ୍ଵରାଜ୍ୟର ନିତ୍ୟବଳଦର୍ଶିତ ଦଶାନନ ଅମାତ୍ୟ ଗଣେ ପରିବ୍ରଜ ହେଲା
କ୍ଳେଶେ ସେନ ତ୍ରିଲୋକ ଦକ୍ଷ କରିତେ କରିତେ ସହୋଦର, ଶହସ୍ର,
ଗାରୀଚ, ଶୁକ, ମାରଣ ଏବଂ ନିୟତ ସମରଗୁପ୍ତ ବୀର ଧୁଆଁକେର ସମସ୍ତ

ব্যাহারে যাত্রা করিলেন । বিবিধ নগর, নদী, শৈল, বন, উপবন সকল মুহূর্তমধ্যে অতিক্রম করিয়া কৈলাস পর্বতে উপস্থিত হইলেন । তুরাস্বা রাক্ষসরাজ যুদ্ধার্থী হইয়া পরম উদ্যোগ সহকারে মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে আগমন পূর্বক কৈলাসে শিবির স্থাপন করিলেন পর, তাঁহাকে রাজার জ্ঞাতা বলিয়া জানিতে পারিয়া, বক্ষগণ যুদ্ধার্থ তাঁহার অভিমুখীন হইতে পারিল না । তাহার রাজাকে তাঁহার জ্ঞাতার কার্য্য নিবেদন করিল এবং তাঁহার আজ্ঞা পাইয়া ক্ষুণ্ণচিত্তে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইল ।

অনন্তর সাগরের ন্যায় সৈন্যসমূহ যেন কৈলাসপর্বত বিচলিত করিয়া সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল । পরেই বক্ষ ও রাক্ষসদিগের সঙ্কুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । অবিলম্বেই রাক্ষসমন্ত্রিগণ সকলেই ব্যাধিত হইয়া পড়িল । সৈন্য দৈদৃশ্য ব্যাধিত হইয়া উঠিল, দর্শন করিয়া নিশাচর দশানন বারম্বার হর্ষনাদ করিয়া ক্রোধভরে ধাবিত হইলেন । রাবণের এক এক মন্ত্রী এক এক সহস্র যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিল । তাহার কাতর হইলে পর দশগ্রীব সহস্র সহস্র গদা মুঘল খড়্গ পাউশ ও তোমরের প্রহার সহ্য করিতে করিতে সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন । তাঁহাকে এত প্রহার সহ্য করিতে হইল যে তাঁহার নিশ্বাস পরিত্যাগ করিবার অবকাশ রহিল না । তিনি মেঘবিগলিত জলধারার ন্যায়, শত্রুদ্বারা দ্বারা প্রতীহত হইতে লাগিলেন । মেঘসিক্ত ভূপরের ন্যায় তিনি রুধিরধারায় অভিষিক্ত হইলেন । কিন্তু বক্ষদিগের অসংখ্য শত্রু দ্বারা আহত হইয়াও দশগ্রীব ব্যথা বোধ করিলেন না । মহাবল দশগ্রীব কালদণ্ডোপম গদা উদ্যত করিয়া সৈন্য মধ্যে প্রবেশ পূর্বক অনেক বক্ষকে যমালয়ে প্রেরণ করিলেন । বাতপ্রদীপ্ত অগ্নি যেমন বিস্তীর্ণ শুষ্ক ভূম ও বিশীর্ণ শুষ্ক ইক্ষুনাহ করে, দশানন তেমনি বক্ষসৈন্য ধ্বংস করিতে লাগিলেন । বায়ু যেমন মেঘ অপসারণ করে, মহোদর এবং শুকাদি সচিবগণও তেমনি বক্ষদিগকে স্বজ্ঞাবশিষ্ট করিয়া ফেলিল । আহত

হইয়া কত শত যক্ষ ভয়ঙ্কর অবস্থায় ভূতলে পতিত হইল, ক্রোধে
যে রূপ দন্ত দ্বারা অপর দংশন করিয়া যুদ্ধ করিতেছিল, রণস্থলে
ভূপতিত হইয়াও সেই রূপে দন্ত দ্বারা অপর দংশন করিয়া
রহিল। কত শত যক্ষ পরিত্রাস্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরকে
আলিঙ্গন করিতে লাগিল; তাহাদিগের হস্ত হইতে অস্ত্র শস্ত্র
পড়িয়া গেল; এই ভাবে তাহারা প্রবাহভঙ্গ নদীকূলের ন্যায়
অবসন্ন হইয়া পড়িল। যক্ষযোদ্ধাগণ ধাবন পূর্বক শত্রু হস্তে
নিহত হইয়া আকাশপথে দলে দলে স্বর্গে গমন করিতে
লাগিল; ঋষিগণও আকাশে অবস্থিত হইয়া যুদ্ধ দর্শন করিতে
ছিলেন, অতএব তৎকালে আকাশতলে যক্ষ ও ঋষিদিগের
স্থান সন্নিবেশ হইল না।

মহাবল প্রদান প্রদান যক্ষ সকল এই রূপে ভয় হইল দর্শন
করিয়া ধনাদিপতি মহাবাজ কুবের অপরাপর যক্ষদিগকে প্রেরণ
করিতে লাগিলেন। রাম! এই সময় সম্বোধকটকনাগক যক্ষ
কুবের কর্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রভূত বলবাহন সমভিব্যাহারে
যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইল। ঐ যক্ষ নিম্নের ন্যায় চক্র দ্বারা রণস্থলে
মারীচকে প্রহার করিল। মারীচ ক্ষীণপুণ্য গুহের ন্যায়, পর্দিত-
পৃষ্ঠ হইতে ভূতলে পতিত হইল। মুহূর্ত্তমধ্যেই আবার চৈতন্য
লাভ করিয়া নিশাচর মারীচ যক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ
করিল। অনতিবিলম্বেই যক্ষ পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল।
অনন্তর রাবণ কুবেরপুরীর বৈদূর্য্যরজতমণ্ডিত ভোরণের মধ্যে
বাইয়া প্রবিষ্ট হইলেন। উহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কাহারও
অধিকার নাই। নিশাচর দশগুণ উহার মধ্যে প্রবেশ করি-
লেন দেখিয়া সূর্য্যভানুনাগক দ্বারপাল তাঁহাকে নিবারণ করিল।
কিন্তু যক্ষ কর্তৃক নিবারিত হইয়াও তিনি প্রবেশ করিলেন।
রাম! যখন নিবারিত হইয়াও দশানন প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না,
তখন যক্ষ ভোরণ উৎপাটন করিয়া তদ্বারা তাঁহাকে প্রহার
করিল। আহত হইয়া দশাননের গাত্র হইতে রূপিত ক্ষরণ হইতে

লাগিল, বোধ হইল যেন শৈল হইতে দাতু নিগ্ৰাহ হইতেছে ।
শৈলশিখরোপম ভোরণ দ্বারা আহত হইয়াও বীর দশগ্ৰীব বৃক্ষার
বরদানপ্রভাবে ভূতলে পতিত হইলেন না । প্রত্যুত সেই
ভোরণ দ্বারা যক্ষকে প্রহার করিলেন ; আহত হইয়া যক্ষ আর
দৃষ্ট হইল না ; তাহার শরীর চূর্ণ হইয়া গেল । তখন রাক্ষসের
পরাক্রম দর্শনে যুদ্ধপরিশ্রান্ত যক্ষগণ সকলেই অস্থশস্ত্র পরিত্যাগ
পূর্বক বিবর্ণ মুখে পলায়ন করিয়া কতক গুহামধ্যে, কতক বা
নদীগর্ভে প্রবেশ করিল ।

— :: —

পঞ্চদশ সর্গ ।

মহত্স মহত্স মহাবল যক্ষ সকল বিদ্রুত হইয়াছে দর্শন করিয়া
মনাধিপতি কুবের মাণিভদ্র নামক মহাযক্ষকে কহিলেন, বক্ষেন্দ্র !
তুমি দুর্নৃত্ত পাপচেতা রাবণকে রণে সংহার কর এবং যুগ্মমান
বীর যক্ষদিগের অধিনেতা হও । এই কথা শ্রবণ করিয়া সূদ-
র্জয় মহাবাহু মাণিভদ্র চারি মহত্স যক্ষসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া যুদ্ধে
প্রবৃত্ত হইল । যক্ষগণ রাক্ষসদিগকে আক্রমণ করিয়া গদা,
মুঘল, ধাস, শক্তি, তোমর ও মৃদঙ্গর সকল প্রহার করিতে লাগিল ।
তৎকালে অগ্রে প্রহার কর ; না, আগি ইচ্ছা করি না,
তুই অগ্রে প্রহার কর ; এইরূপ বলিতে বলিতে যক্ষ ও রাক্ষস-
গণ শোনের ন্যায় লঘুবিক্রম সহকারে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করিল ।
অনন্তর দেব, গন্ধর্ব ও বৃক্ষাষি সকল ঐ তুমুল যুদ্ধ দর্শন করিয়া
আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন । একাকী প্রহস্ত রণে মহত্স যক্ষকে
নিপাত করিল ; মহোদর ও আর এক মহত্স বিনাশ করিল ।
রাজনু ! যুদ্ধপ্রবৃত্ত মারীচও নিমেষমধ্যে দুই মহত্স নিপাত
করিল । হে পুরুষব্যাঘ্র ! যক্ষগণ সরলযোদ্ধী, আর রাক্ষস-
গণ মায়্যযোদ্ধী ; সুতরাং উভয়ের সমকক্ষতা হইবে কেন ?
অগত্যা রাক্ষসেরাই রণে প্রাধান্য লাভ করিল । মাণিভদ্র

ধূত্ৰাক্ষের সন্তিত মহাযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া গদা দ্বারা মস্তকে আহত হইল, কিন্তু বিচলিত হইল না । প্রত্যুত গদা জগণ করাইয়া ধূত্ৰাক্ষের মস্তকে প্রহার করিল; ধূত্ৰাক্ষও বিকল হইয়া পতিত হইল । উহাকে আহত ও রুদ্রিরসিক কলেবরে পতিত হইতে দর্শন করিয়া দশানন মাণিভদ্রের সহিত যুদ্ধার্থ ধাবিত হইলেন । দশানন কোপভরে দৌড়িয়া আসিলেন দর্শন করিয়া বক্ষশ্রেষ্ঠ মাণিভদ্র তাঁহাকে তিন শক্তি প্রহার করিলেন । প্রহত হইয়া দশগীব মাণিভদ্রের মুকুটে আঘাত করিলেন । সেই আঘাতে তাহার মুকুট এক পার্শ্বে হেলিয়া পড়িল; সেই পর্য্যন্ত মাণিভদ্র বক্ষের পার্শ্বমৌলি নাম হইল ।

এইরূপে মহাবল মাণিভদ্র পরাভূত হইলে পর, ঐ পর্কতে রাক্ষসদিগের তুমুল জয়শব্দ স্রবিত হইয়া উঠিল । অনন্তর শুক্র ও ধৌষ্ঠপদনামক মল্লিধ্বজ এবং শত্রু ও পদুনাগমক নিধিধ্বজ সমভিব্যাহারে ধনাধ্যক্ষ বক্ষরাজ কুবের দূরে দৃষ্ট হইলেন । বিশ্রবাস অভিসম্পাতনিবন্ধন উগ্ৰস্বভাববশতঃ রাবণ প্রার্থাদি করিয়া গুরুমৰ্য্যাদা রক্ষা করিলেন না; ঈদৃশ অষ্টমৰ্য্যাদা কনিষ্ঠ জাতাকে দর্শন করিয়া দীমান্ কুবের ব্রহ্মবংশের সমুচিত বাক্যে তাঁহাকে কহিলেন, দুৰ্ম্মতে ! আমি বারম্বার তোমাকে নিবেদন করিলাম, কিন্তু তুমি যখন কিছুতেই শুনিলে না, তখন ইহার পর দুৰ্দ্ধৈর্যের সমুচিত ফলপ্রাপ্তিপূৰ্ব্বক নরকস্থ হইয়া আমার হিতোপদেশের তাৎপর্য্য বুঝিতে পারিবে । যে দুৰ্দ্ধৈর্য্য ব্যক্তি অজ্ঞানবশতঃ বিষপান করিয়া তৎকালে জানিতে না পারে যে বিষপান করিয়াছি, সে পরিণামে নিজ দুৰ্দ্ধৈর্যের ফল অবগত হইয়া থাকে । কোন প্রাকৃত কারণবশতঃ এক্ষণে দেবতারা তোমার প্রতি বিমুখ হইয়াছেন, সেই জন্যই অভিসম্পাতনিবন্ধন উগ্ৰস্বভাব প্রাপ্ত হইয়া, তোমার হিতাহিত বোধ হইতেছে না । যে ব্যক্তি মাতা, পিতা, বিধা ও আচার্য্য প্রভৃতি গুরুজনের অবমাননা করে, সে যমরাজের আয়ত্ত হইয়া পরে সেই কৰ্ম্মের ফল জানিতে

পারে । শরীর অস্থির, অতএব শরীর লাভ করিয়া যে মূঢ়
বাঁকি ধৰ্ম্মাচরণ না করে, মুহূর্ত্ত পর যথোচিত অধোগতি প্রাপ্ত
হইয়া তাহাকে পশ্চাত্তাপ করিতে হয় । অথবা হে চরম ক্লে !
নিজ ইচ্ছায় কাহারও কোন প্রযত্নই হয় না ; যে 'সৈকরূপ' কৰ্ম্ম
করে সে সেইরূপ ফল ভোগ করিয়া থাকে : সংসারের লোক
পুণ্যকৰ্ম্মপ্রভাবেই সমুদ্রি, রূপ, বল, পুত্র, বিত্ত ও বীৰ্য্য প্রাপ্ত হয় ।
অতএব, তোমার যখন এতদূর বুদ্ধি হইয়াছে, তখন তোমাকে অব-
শ্যই নিরায়গামী হইতে হইবে । আমি তোমার সহিত ব্যাক্যলাপ
করিতে ইচ্ছা করি না ; বাধুদিগের কর্তব্যও এই ।

যক্ষরাজ কুবের অমাত্যদিগকেও এই কথা বলিয়া রাবণের
অমাত্য মানীচ পভৃতিকে আখ্যাত করিলেন । সেই আঘাতে
পরাজু হইয়া মারীচাদি সকলেই পলায়ন করিল । অনন্তর
মহাবল বাক্যাদিপতি দশমীবের মস্তকে গদাঘাত করিলেন ; কিন্তু
দশানন স্বস্তান হইতে বিচলিত হইলেন না । বাম ! তাহার
পর যক্ষাদিপতি কুবের ও রাক্ষসাদিপতি দশানন উভয়ে বিনাশ
ও পরিশ্রান্ত না হইয়া মহারণে পরস্পর পরস্পরকে আঘাত
করিতে লাগিলেন । কুবের রাবণের প্রতি আগ্রহোত্তর নিক্ষেপ
করিলেন ; রাক্ষসরাজ বারংবার দ্বন্দ্ব উৎসাহ নিবারণ করিলেন ।
তদনন্তর রাক্ষসেশ্বর রাক্ষসী মায়া অবলম্বন করিয়া কুবেরের
বিনাশজন্য শত সহস্র রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
দশানন কখন ব্যাঘ্র, কখন বরাহ, কখন মেঘ, কখন পক্ষী, কখন
সাগর, কখন রক্ষ, কখন যক্ষ, কখন বা দৈত্যরূপে দৃষ্ট হইতে
লাগিলেন । প্রভূত শরদারা বর্ষণ করিতে থাকিলেন, কিন্তু অল্প
একবারেই দৃষ্ট হইলেন না ।

রাম ! অনন্তর দশানন মহাত্ম মহতী গদা গ্রহণ পূর্ব্বক জয়ন
করাইয়া কুবেরের মস্তকে প্রহার করিলেন । সেই আঘাতে
যক্ষাদিপতি শোণিতাক্তকলেবর ও বিহ্বল হইয়া ছিন্নমূল অশোক
বৃক্ষের ন্যায় নিপতিত হইলেন । তৎক্ষণমাত্রে পদ্মাদি নিধিগণ

ভাঁহাকে পরিত্যেষ্ঠন পূৰ্ণক নন্দনবনে আনয়ন করিয়া, ভাঁহাঙ্গ চৈতন্য সম্পাদন করিলেন ।

এইরূপে ধনাধিপতি কুবেরকে জয় করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ আনন্দিতচিত্তে জয়চিহ্ন স্বরূপে ভাঁহার পুষ্পক বিমান গ্রহণ করিলেন । ঐ বিমানের স্তম্ভ সকল কাঞ্চননির্মিত ও ভোরণ মণি দ্বারা বিনির্মিত । উহা মুক্তাজালে সমাচ্ছন্ন ; কামগামী, কামরূপী, মেঘের ন্যায় বেগসম্পন্ন এবং আকাশ বিচরণে সমর্থ । উহাতে সর্ষকামফলপ্রদ বিবিধ পাদপ সকল বিরাজমান । উহান গোপানশ্রেণী মণি ও কাঞ্চন এবং বেদি তপ্ত কাঞ্চন দ্বারা বিনির্মিত । উহাকে যখন দর্শন করা যায় তখনই চক্ষু ও মনের পরিতৃপ্তি জন্মে : বিশ্বকর্মা যাবতীয় বাসনার উপযোগী করিয়া বহুসাম্প্রদায়িকমণ্ডিত বিবিধ কারুকার্যে সুশোভিত ঐ অক্ষয় অমৃতম স্তম্ভনোহর বিমান নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিলেন । শীত গ্রীষ্ম প্রভৃতি সকল ঋতুতেই ঐ বিমান সুখপ্রদ ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক ।

সুদুৰ্ম্মতি রাক্ষসরাজ দশানন ঐ বীৰ্য্যান্বিত কামগামী বিমানে আরোহণ করিয়া, অহঙ্কারবুদ্ধিবশতঃ মনে করিলেন, ত্রিভুবন জয় করিয়াছি । বাহা হউক, এই রূপে দেব কুবেরকে জয় করিয়া রাবণ কৈলাস পৰ্ব্বত হইতে অবরোহণ করিলেন ।

কিরীটহারধারী প্রতাপশালী নিশাচর দশগ্রীব স্বীয় ভেজঃ-প্রভাবে বিপুল বিজয় লাভ করত পরম বিমানে উপবিষ্ট হইয়া বেদিস্থিত অনলের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন ।

ষোড়শ সর্গ ।

রাম ! রাক্ষসরাজ রাবণ জ্ঞাতা ধনাধিপতিকে জয় করিয়া কার্তিকেয়ের জন্মস্থান মহৎ শরবনে যাইয়া উপস্থিত হইলেন । দেখিতে পাইলেন, সুবর্ণময় মহৎ শরবন চতুর্দিকে কিরণজাল বিস্তার করত দ্বিতীয় ভাস্করের ন্যায় প্রকাশ পাইতেছে । রাম !

দশমী বৈশাখ পূর্ণিমাতে আরোহণ পূর্বক কোন এক মনোরম বন-
মধ্যে প্রসিদ্ধ হইয়া দেখিলেন, বিমানের গতি রোধ হইয়া গেল।
তখন রাক্ষসরাজ মন্ত্রিগণের সহিত বিবেচনা করিতে লাগিলেন,
এই বিমান স্বভাবতঃ কামগামী ; তথাপি ইহার গতি রোধ হই-
বার কারণ কি ? পূর্ণিমার উপর আসিয়া পুষ্পক আমার ইচ্ছা-
মত গমন করিতেছে না কেন ? ইহা কাহার কার্য্য ? অনন্তর
নিপুণ বুদ্ধিমান মারীচ বলিল, পুষ্পক যে আর গমন করিতেছে
না, ইহার অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে। অথবা এই বিমান
কুবের ভিন্ন অপর কাহাকেও বহন করে না ; এই জন্যই কুবের
এর অধিকারচ্যুত হইয়া নিশ্চল হইয়াছে।

মারীচ এইরূপ বলিতেছে, ইতিমধ্যে দেব শঙ্করের অনুচর
করালরূপী কৃষ্ণপিঙ্গলবর্ণ বামনাকৃতি বিকটমূর্ত্তি মুণ্ডকেশ স্বর্কবাহু
বলবান্ নন্দিকেশ্বর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া নির্ভয়ে রাক্ষসরাজকে
কহিলেন, দশমী বৈশাখ ! প্রতিনিবৃত্ত হও ; শঙ্কর এই শৈলে বিহার
করিতেছেন। কি সুপর্ণ, কি নাগ, কি যক্ষ, কি দেব, কি গন্ধর্ব্ব,
কি রাক্ষস সকল প্রাণীকেই এই পূর্ণিমাতে আগমন করিতে নিষেধ
করা হইয়াছে।

নন্দীর এইবাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রাবণের কুণ্ডল কম্পিত
হইতে লাগিল এবং তাঁহার চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শঙ্কর কে,
এই বলিয়া তিনি বিমান হইতে অবরোহণ পূর্বক শূন্য হইতে
শৈলপৃষ্ঠে আগমন করিলেন। আসিয়া দেখিলেন, নন্দী সমুজ্জ্বল
শূলে ভর দিয়া দেব শংকরের অবদূরে অবস্থিতি করিতেছেন।
তাঁহার মুখ বানরের মুখের সদৃশ। দেখিয়াই নিশাচর দশানন
অবজ্ঞা করিয়া ভোয়পূর্ণ ভোয়দের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া
উঠিলেন। তাহাতে নিরতিক্রুদ্ধ হইয়া শংকরের আজ্ঞায় নন্দী
সমাগত রাক্ষস দশমীবকে কহিলেন, দশানন ! তুমি আমায়
বানররূপী দর্শন করিয়া অবজ্ঞা করত অশনিপাত সদৃশ উচ্চৈঃ-
শব্দে হাস্য করিলে ; এই জন্য আমার ন্যায় বীৰ্য্যবান্ এবং

আমারই ন্যায় আকৃতি ও ভেজঃসম্পন্ন, নখদংষ্ট্রায়ুধ, ক্রোধভাষী মনের ন্যায় বেগগামী, যুদ্ধোন্মত্ত, বলদর্পিত, জন্ম পর্যন্ত সদৃশ বানরগণ তোমার বংশ বিনাশার্থে জন্মগ্রহণ করিবে। তাহারা একত্রিত হইয়া অমাত্য ও পুত্রগণ সহিত তোমার প্রাবল্য দর্প ও অহংকার দূর করিবে। নিশাচর! আগিহি এখনি তোমাকে বিনাশ করিতে পারি; কিন্তু তোমাকে বিনাশ করিবার জন্য আয়াস করা অনর্থক; তুমি নিজকর্মনিবন্ধনই বিনষ্ট হইয়া যাও!

সেই মহাক্ষা দেব নন্দী এই কথা বলিলে পর, দেবত্বভূক্তি রাজিয়া উঠিল এবং স্বর্গ হইতে পুষ্পরষ্টি পতিত হইল। কিন্তু পর্যন্তপুষ্ঠসুগাংগত মহাসল দশানন নন্দীর বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন, আগি বাইতেছিলাম; পর্যন্ত! তোমার জন্যই আজ আমার পুষ্পকিরণ গতিরোধ হইয়াছে; অভাব আগি তোমার মূলোৎপাটন করিব। শংকরের এত কি প্রভাব যে তিনি নিত্য রাজার ন্যায় বিহার করিবেন? মহা বিপদ উপস্থিত হইয়াছে, তিনি কি তাহা জানিতে পারিতেছেন না।

রাম! এই কথা বলিয়া দশানন বাতবিস্তার পূর্বক সবেগে পর্যন্ত উৎপাটন করিলেন; পর্যন্ত কম্পিত হইতে থাকিল। পর্যন্তের কম্পনে মহাদেবের অন্তরগণও বিচলিত হইল; দেবী পার্শ্বতীও মধেশ্বরকে আলিঙ্গন করিয়া বিচলিত হইতে থাকিলেন। অনন্তর সর্ষদেবপ্রবর মহাদেব পাদাকুষ্ঠ দ্বারা ঐ পর্যন্তকে দ্বিষং চাপিয়া ধরিলেন, তাহাতে দশাননের স্তম্ভসদৃশ প্রকাণ্ড বাহু সকল নিস্পিষ্ট হইয়া অতীব ব্যথিত হইয়া উঠিল। তদনন্তে দশমীর অমাত্য সকল বিস্মিত হইল। রাক্ষস দশমীর রোষ ও বাহুর বেদনা নিবন্ধন সহসা চীৎকার করিয়া উঠিলেন, তাহাতে ত্রিলোক কম্পিত হইয়া উঠিল। তাহার অমাত্যগণ মনে করিল, যেন যুগান্তকালে বজ্রনিষ্পেষের

শব্দ হইল। ইচ্ছাভূতি দেবগণ পথে গমনাগমন করিতে ছিলেন, ঐ শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহারাও স্থলিতপদ হইয়া পতিত হইলেন। সমুদ্র সকল সংক্ষুব্ধ ও পর্কিত সকল কম্পিত হইয়া উঠিল, এবং যক্ষ, ঐদ্যাদর ও সিদ্ধগণ পরস্পর বলিতে লাগিলেন, এ কি ?

অনন্তর দশগ্রীবের মজ্জিগণ বলিলেন, দশানন! আপনি উমাপতি নীলকণ্ঠ মহাদেবকে তুষ্ট করুন; এ বিপদে তিনি ভিন্ন আর পরিচয় দেখি না। আপনি প্রাণত হইয়া অশেষ ক্ষতি সহকারে তাঁহারই শরণাগত হউন; দেব শংকর আশু হোষ; তিনি অবশ্যই আপনার প্রতি অনুগ্রহ করিবেন।

অমাত্যদিগের এই কথা শ্রবণ করিয়া দশানন প্রাণতি পূর্বক বিবিধ বিনোদ বাক্য ও স্তুতি দ্বারা রুবধ্বজের তুষ্টিসাধন করিতে লাগিলেন। এইরূপে তিনি এক সংস্রু বৎসর ক্রন্দন করিলেন। অনন্তর রাম! নিভু মহাদেব তুষ্ট হইয়া শৈলাগ্রে অবস্থিতি পূর্বক দশাননের বাহু সকল মুক্ত করিয়া কহিলেন, আমি তোমার বীৰ্য্য, সাহস ও শুভে তুষ্ট হইয়াছি। পর্কিত দ্বারা নিপীড়িত হইয়া তুমি যে সুদারূণ চীৎকার করিয়াছ, তাহাতে প্রদ্রবিত হইয়া ত্রিলোক ভীত হইয়াছে; রাজন্! এই জন্য তুমি রাবণ নামে বিখ্যাত হইবে। সংসারে দেবতা, মানুষ, যক্ষ ও অন্যান্য সকলেই তোমাকে লোকরাজ্য রান্য বলিয়া ডাকিবে। হে পুলস্ত্যানন্দন! এক্ষণে তোমার যে পথে ইচ্ছা স্বেচ্ছন্দে গমন কর; হে রাক্ষসাদিপতি! আমি অনুমতি করিতেছি তুমি গমন কর।

শব্দে এই কথা শ্রবণ করিয়া লঙ্কেশ্বর দশানন কহিলেন, হে মহাদেব! যদি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে বর দান করুন। আমি যে বর লাভ করিয়াছি তাহাতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মানব, রাক্ষস, গুহ্যক, নাগ কি অন্য কোন মহাবল প্রাণীর হস্তেই আমার মৃত্যু হইবে না। দেব! আমি মানুষদিগকে গ্রাহ্যই করি না, আমার মতে তাহারা অতি ক্ষুদ্র; হে

ত্রিপুরাস্তক ! ব্রহ্মা আমাকে দীর্ঘ পরমাবুও প্রদান করিয়াছেন । তাহার কিছুকাল গন্ত হইয়াছে ; এক্ষণে আমার প্রার্থনা যে অবশিষ্ট ভাগও এইরূপ অপ্রতিহত ও অপরাজিতভাবে যথেষ্টাচার করিয়াই অতিবাহন করিতে পারি ; আপনি আমাকে এই বর দান করুন ; এবং যাহাতে এইরূপ করিতে পারি, তজ্জন্য আপনি আমাকে কোন অস্ত্রও প্রদান করুন ।

রাবণের এই কথা শুনিয়া, শংকর তাঁহাকে চন্দ্রহাসনামক বিখ্যাত সমুজ্জ্বল খড়্গ দান করিলেন ; তাহার অবশিষ্ট পরমাবুভাগও অজেয় করিয়া দিলেন । এইরূপ খড়্গ ও বরদান করিয়া বলিলেন, রাবণ ! তুমি কখনও খড়্গকে অবজ্ঞা করিও না, যদি অবজ্ঞা কর, তাহা হইলে ইহা তৎক্ষণাৎ আমার নিকট প্রত্যাগমন করিবে সন্দেহ নাই ।

মহেশ্বরের নিকট এইরূপ নাম প্রাপ্ত হইয়া, রাবণ মহেশ্বরকে প্রণাম করত পুষ্পক রথে আরোহণ করিলেন । রাম ! তদনন্তর রাবণ ইত্যন্ত গমন পূর্বক মহাবীর্যশালী ক্ষত্রিয়দিগের উপর উৎপাত করিয়া পৃথিবীপর্যটন করিতে লাগিলেন । কতক তেজস্বী শূর ও বুদ্ধদুর্মদ ক্ষত্রিয় তাহার আদেশ প্রতিপালন না করিয়া সবলে বিনষ্ট হইলেন । আর কতক বিজ্ঞ বিবেচক ক্ষত্রিয় বলদর্পিত রাবণকে অজেয় জানিয়া তাহাকে কহিলেন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম ।

সপ্তদশ সর্গ ।

রাম ! মহাবীর্য রাবণ পৃথিবীতলে পর্যটন করিতে করিতে একদা হিমালয়ের কাননে উপস্থিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন । এই সময় তিনি ঐ কানন মধ্যে কুবাক্ষিনপরিধানা কটাক্ষারিণী তপোমুষ্ঠাননিরতা সাক্ষ্যং দেবকামিনীর ন্যায় কীপ্যমানা এক কন্যাকে দেখিতে পাইলেন । কঠোরব্রতচারিণী

কন্যাকে অনুপমরূপবতী দর্শন করিয়াই রাবণ কামমোহে আক্রান্ত হইয়া হাস্য পূর্বক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ভদ্রে ! তোমার এই যৌবন কাল ; কি কারণে তুমি যৌবনের নিপনীত আচরণ করিতেছ ? ঈদৃশ আচরণ তোমার রূপেরও সমুচিত নহে । ভীক ! লোকের কামোন্মাদ জন্য তোমার সেই অনুপম রূপ । অতএব তপশ্চরণ করা তোমার উচিত হয় না ; বিবেচক ব্যক্তিদিগের সিদ্ধান্তই এই । ভদ্রে ! তুমি কাণার কন্যা ; কি অত আচরণ করিতেছ ? হে চারুবদনে ! তোমার স্বামী কে ? ভীক ! তোমাকে যে ব্যক্তি ভোগ করে, পৃথিবীতে সেই পুণ্যবান । আমি জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, তুমি আমাকে সমস্তই বল ; কি ফল প্রাপ্ত্যায় ঈদৃশ ক্রেশ করিতেছ ।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সেই যশস্বিনী তপোদনা কন্যা তাঁহার ষথানিধি আতিথ্যসংকার করিয়া উত্তর করিলেন, রুহ্মণ্ডিত পুত্র রুহ্মণ্ডিতই তুলা বুদ্ধিমান্ অমিত্যুতি কুশধ্বজ-নামক ব্রহ্মর্ষি আমার জনক । সেই মহাত্মা নিত্য বেদাভ্যাগ করিতেন ; আমি তাঁহার বেদবাক্য হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলাম ; আমার নাম বেদবতী । আমার উৎপত্তির পর দেব, গন্ধৰ্ব, যক্ষ, রাক্ষস ও পন্নগগণ বাইয়া নিয়ন্ত পিতার নিকট আমার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । কিন্তু রাক্ষসেশ্বর ! তাহা-দিগকে আমায় সংগ্রহাদান করিতে পিতার অভিরূচি হইল না ; হে মহাবাহো ! তাহার কারণ বলিতেছি, শ্রবণ কর । সুরেশ্বর ত্রিলোকাদিপতি বিষ্ণুকে জামাতা করাই আমার পিতার অভিপ্রায় ছিল, সূতরাং তাঁহাকে ভিন্ন অন্য কাহাকেও আমায় দান করিতে ইচ্ছা করিলেন না । এই কথা শ্রবণ করিয়া বলদর্পিত দৈত্যরাজ শম্ভু ক্রুদ্ধ হইল এবং একদিন রাত্রিকালে নির্দ্ৰিত অবস্থায় সেই পাপাত্মা, পিতাকে সংহার করিল । আমার মহাভাগা জননীও কাতর হইয়া আমার পিতার শব দেহ আলিঙ্গন পূর্বক স্তুতাশনে প্রবেশ করিলেন । নারায়ণের

প্রতি পিতার যে মনোভিলাষ ছিল, সেই অভিলাষ সফল
করিবার নিমিত্তই আমি এই ত্রুতাচরণ করিতেছি; আমি
মনে করিয়াছি নারায়ণকেই বিবাহ করিব, এই প্রতিজ্ঞা করি-
য়াই আমি এই কঠোর তপস্যা করিতেছি। হে নাক্সপুত্রব!
আমি তোমাকে এই সমস্তই বলিলাম। নারায়ণই স্বামী;
পুরুষোত্তম নারায়ণ ভিন্ন আমি আর কাগাকেও বরণ করিব না।
নারায়ণকে পাইবার জন্যই আমি এই ঘোর ত্রুতাচরণ করিতেছি।
পৌলস্ত্যানন্দন! তুমি যে কে, আমি তাহা জানিতে পারিয়াছি;
ত্রিলোকসদ্যে যাহা কিছু ঘটয়া থাকে, আমি তপোবলে সমস্তই
জানিতে পারি।

রাম! কম্পর্শরপীড়িত রাবণ বিমান হইতে অবতীর্ণ
হইয়া সেই সুমহাব্রতচারিণী কন্যাকে পুনর্বার বলি-
লেন, হে চারুনিভাষিনি! তুমি আস্বাতিমানিনী; সেই জন্যই
তোমার তপস্যায় এতদূরী প্ররতি জন্মিয়াছে। হে মৃগশাব-
লোচনে! পুণ্যসঞ্চয় রক্তদিগের পক্ষেই শোভা পায়। তুমি
সর্বগুণসম্পন্ন; তোমার মুখে ঈদৃশ বাক্য ভাল শুনা য় না।
ভীকু! তুমি ত্রিলোকের সুন্দরী; তোমার যৌবন রূপা অভি-
বাহিত হইতেছে। ভদ্রে! আমি লঙ্কার অধিপতি; আমার
নাম দশানন; তুমি আমার ভার্য্যা হইয়া যথাস্থে অশেষ ভোগ
উপভোগ কর। তুমি যে বিষ্ণুর নাম করিতেছ, সে কে? ভদ্রে!
তুমি বাহাকে কামনা করিতেছ, সে কখনই বীৰ্য্য, কি তপস্যা,
কি ভোগ, কি বল, কিছুতেই আমার সমান চইবে না।

নিশাচর রাবণ এই কথা বলিলে পর কন্যা বেদবতী উত্তর
করিলেন, এরূপ কথা মুখেও আনিও না। বিষ্ণু ত্রিলোকের
অধিপতি এবং সকলেরই পূজিত, এক তুমি ভিন্ন নাক্সরাজ!
কোন বুদ্ধিশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি তাঁহাকে অবজ্ঞা করে?

বেদবতী কন্যার এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর রাবণ হত
ভারা তাঁহার কেশ ধারণ করিলেন। তখন বেদবতী ক্রূর

হঠাৎ চক্ষু দ্বারা ঠিক কেবল ভেদন করিলেন : তাঁহার চক্ষুই
আগি হইয়া তাঁহার কেশ ভেদন করিল। অমল্লর বেদবতী মন্তব
অগ্নি প্রবেশ পূর্বক মনোমার্থ উদাত্ত হইয়া কোপে প্রস্থিত হইয়া
নিশাচরকে যেন দক্ষ করিতে করিতে কহিলেন, বে অনাথ্য !
তুমি আমার দর্শনা করিলে : সুতরাং আমি আর জীবন ধারণ
করিতে ইচ্ছা করি না। (অতঃপর নিশাচর) তোমার সমক্ষেই
আমি ভূতশাশনে প্রবেশ করিব। তুমি পাপাত্মা, বনমধ্যে আমার
দর্শনা করিলে। এই জন্য তোমার বিনাশের নিমিত্ত আমি
পুনর্বার জন্মগ্রহণ করিব। জীলোক পাপমতি প্রকৃষকে বিনাশ
করিতে সমর্থ হয় না। আমি তৌলুৎ প্রতি অভিসম্পাত করি-
লেও, অনর্থক আমার তপস্যার অপচয় হইবে। আমি যদি অস্ত্র-
নাশ্রও দান, পুণ্যচরণ বা হোম করিয়া থাকি, তাহা হইলে সেই
বলেই আমি অসোমিচ্ছা ও পতিব্রতা হইয়া পুনর্বার উৎপন্ন
হইব। এই কথা বলিয়া বেদবতী কন্যা প্রস্থিত হইয়া মন্দির
প্রবেশ করিলেন। অমনি আকাশ হইতে চতুর্দিকে পুষ্পরূপি
পতিত হইল। রাম ! তোমার এই ভাষাই সেই বেদবতী
জনকের কন্যা রূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। মহাবাহো! তুমিও মনা-
তন বিষ্ণু। তুমি যে ঠেলপ্রমাণ শত্রুকে মারিয়াছ, তোমার এই
ভাষাই পূর্বে তাঁহাকে ক্রোধে বিনাশ করিয়া রাখিয়াছিলেন ;
এক্ষণে আমার তোমার বলবীৰ্য্য উপলক্ষ করিয়া ইনিই তাহাকে
বিনাশ করিয়াছেন। বেদি হইতে অগ্নিশিখার ন্যায়, এই মগ-
ভাগা এই মর্ত্যলোকে পুনর্বার ক্ষেত্র হইতে তলমুখে উৎপন্ন হই-
য়াছে। সম্ভাষণে ইনি বেদবতী ছিলেন ; এক্ষণে বর্তমান ত্রেতা-
যুগে ইনি মহাত্মা জনকের মণ্ডিলবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন।

অষ্টাদশ সর্গ ।

সেদবতী ছত্ৰাশনে প্রবেশ করিলে পর রাবণ পুষ্পকাসীমণ্ডে পুষ্কক পুনর্বার পৃথিবী পদাটন করিতে প্ররম্ভ হইলেন । অনন্তর উদীরবীজনামক প্রদেবে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মরুত রাজা দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া যজ্ঞ করিতেছেন । ব্রহ্মস্বতের দান্যাদ্ৰাত্মা সংবর্জনামক বৃক্ষমি তীহাকে যাজ্ঞন করাইতেছেন । দেবগণ হবির্ভাগ প্রত্যাশায় তথায় অপরোক্ষ ভাবে অবস্থিত করিতেছিলেন । বরদানপ্রযুক্ত অজের সেই নিশাচর রাবণকে দর্শন করিয়া দেবগণ তৎকৃত ধর্ষনাভয়ে পশু পক্ষীর রূপ ধারণ করিলেন । ইন্দ্র ময়ূর হইলেন ; ধর্ম্মরাজ কাক হইলেন ; কুবের রুকলাস হইলেন । এং বক্রণ ভংগ হইলেন । হে আরিনিসুদন ! অন্যান্য দেবগণও অন্যান্য জীবজন্তুর রূপ ধারণ করিলেন । অনন্তর রাবণ অশুচি মারমেয়ের ন্যায়, যজ্ঞস্থলে প্রবিষ্ট হইলেন । প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসাদিপতি রাবণ রাজ্যমরুতের নিকট গমন পুষ্কক তীহাকে কহিলেন, হয় আমায় যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে পরাজিত হইয়াছি । তখন মরুত নৃপতি জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে ? তচ্ছ্রবণে উচ্চৈ হান্য করিয়া রাবণ বলিলেন, রাজনু ! আমায় দোখ্যও যে তোমার ভয় হইল না, তাহাতে আমি তোমার প্রতি তৃপ্ত হইয়াছি । আমি কুবেরের অনুজ, তুমি আমায় চিনিতে পারিলে না । ত্রিলোকে একুপ বাক্তি কে আছে যে, আমার বল অবগত নহে ; আমি আমার ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া এত বিমান কাড়িয়া লইয়াছি ।

অনন্তর মরুত নৃপতি রাবণকে কহিলেন, তুমি অগ্রজ ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়াছ ; ধন্য তুমি ! ত্রিলোকে তোমার ন্যায় প্রাশংসনীয় ব্যক্তি আর দ্বিতীয় নাই । মূঢ় ! অধর্ম্মসহিত কর্ম্ম বা লোকের হিংসারূপ কর্ম্ম কখনই প্রাশংসনীয় হইতে পারে না । তুমি অগ্রজ ভ্রাতাকে পরাজয় করিয়া দুর্কর্ম্মই করিয়াছ ;

জাহা ত তোমার লজ্জাবোধ হইতেছে না। তুমি বলিতেছ বটে, কিন্তু তুমি যে কি পুণ্য আচরণ করিয়া পরলাভ করিয়াছ, তাহাতে আমি প্রবণ করি নাই। যাহা হউক, দাঁড়াও, আমার নিকট হইতে জীবন লইয়া ফিরিতে পারিবে না। দুস্কৃদ্ধে! আজ নিশিত বণ সমূহ দ্বারা তোমাকে সমানয়ে ধোরণ করিব।

অনন্তর রাজা মরুত শব ও শরাসন গ্রহণ করত যুদ্ধার্থ ক্রোধভরে বহিগত হইলেন; কিন্তু সংবর্ধ তাঁহার পদ রোধ করিলেন। মহর্ষি সংবর্ধ স্নেহময়িত্ব বাক্যে রাজা মরুতকে কহিলেন, যদি আমার বাক্য রক্ষা করা তোমার কর্তব্য হয়, তাহা হইলে যুদ্ধ করা তোমার উচিত হইতেছে না। এই মাহেশ্বর যজ্ঞ যদি অসংপূর্ণ থাকে, তাহা হইলে কল দক্ষ করিবে। দীক্ষিত ব্যক্তি কি কখনও যুদ্ধ করে; না দীক্ষিত ব্যক্তি কখন ক্রুদ্ধ হয়? জয় বিষয়ে নিত্য সন্দেহই আছে, এই বাক্যমণ্ড অজেয়।

রাজা মরুত গুরুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নিরস্ত হইলেন এবং ধনুঃশর পরিত্যাগ পূর্বক শত্রুভিত্ত হইয়া পুনর্বার যজ্ঞে গনোভিনিবেশ করিলেন। তখন মরুত নির্জীক হইয়াছেন বোধ করিয়া শুক উচ্চৈঃ হর্ষধ্বনি পরিত্যাগ পূর্বক চোষণ করিলেন, রাবণের জয় হইল। অনন্তর রাবণ যজ্ঞোপধিত মহর্ষিদিগকে ভক্ষণ করিয়া তাঁহাদিগের বস্ত্রে পরিতৃপ্ত হইয়া পুনর্বার পৃথিবী-পর্যটনার্থ যাত্রা করিলেন।

রাবণ গমন করিলে পর ইন্দ্রাদি দেবগণ পুনর্বার স্ব স্ব রূপ ধারণ করিয়া সেই সেই প্রানিদিগকে কহিলেন, ইহু হর্ষ বশতঃ নীলপুচ্ছম্পর্শ ময়ুরকে কহিলেন, হে দক্ষজ! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি; মরণ হইতে তোমার ভয় থাকিবে না। আমার এই ক্ষেমসমু নেত্র, তোমার শুচ্ছে এইরূপ সমু নেত্র হইবে; আর আমি বার বর্ষণ করিলেই তোমার আনন্দ জন্মিবে; আমার প্রসন্নতার চিহ্নস্বরূপে তোমায় এই বর দান করিলাম; দেববাজ ইহু ময়ুরকে এইরূপ বর দান করিলেন।

রাজনু! পূর্বে ময়ূরের পুচ্ছ কেবল নীলবর্ণ ছিল। দেবরাজের নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া ময়ূরেরা সকলেই চলিয়া গেল। বাম! অনন্তর দক্ষরাজ ঐশ্বর্যবংশোদ্ভূত বায়সকে কহিলেন, পক্ষিনু! আমি তোমার প্রতি তুষ্ট হইয়াছি, তুষ্ট হইয়া যাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। আমি বিবিধ পীড়া দ্বারা আপরাপর প্রাণীকে পীড়িত করিয়া থাকি, আমার প্রাণসম্বন্ধে তুমি সকল রোগ তোমাকে আক্রমণ করিবে না; ইহাতে সংশয় নাই। হে বিহঙ্গম! আমি বর দান করিতেছি, তোমার মুক্তাভয় থাকিবে না; মনুষ্যেরা তোমায় না মারিলে, তুমি মরিবে না। মানবগণ আমার আমার আশ্রয়ে গমন করিয়া ক্রোধ ও পিপাসায় বাতনা ভোগ করে; তুমি ভোজন করিলেই তাহারা আত্মীয় স্বজনের সহিত পরিচরিত হইবে।

বরদেব গঙ্গাজলবিহারী পক্ষিপ্ৰবর হংসকে প্রতি নিবেদিত বাক্যে কহিলেন, সৌম্য! শ্রবণ কর; তোমার বর্ণ বিশুদ্ধকর্ণে ও চক্ষুগুণের ন্যায় স্নেহময় শুভ্র হইবে। তুমি আমার শরীরভূত সলিল প্রাপ্ত হইলেই নিত্য সন্তুষ্ট থাকিবে। এবং অতুল আনন্দ লাভ করিবে। আমি প্রাণ হইয়া তোমাকে এই বর দান করিলাম। রাখ। পূর্বে হংসেরা সংপূর্ণ শুভ্রবর্ণ ছিল না। প্রাচীনের পক্ষের অগ্রভাগ নীলবর্ণ এবং বক্ষঃস্থল স্নিগ্ধ ও শ্যাম বর্ণ ছিল।

অনন্তর কুবের গিরিপতি রুক্মলাসকে কহিলেন, আমিও প্রাণ হইয়া তোমাকে সুবর্ণ বর্ণ দান করিতেছি। আমার প্রাণসম্বন্ধে নৈবন্ধন তোমার সমস্ত নিত্য স্বর্ণবর্ণ এবং তোমার দেহও কাঞ্চনবর্ণ হইবে।

এই রূপে বর দান করিয়া দেবগণ ব্রহ্মরাজার সমতি-বাহারে যজ্ঞ সমাপন করতঃ স্ব স্ব ভবনে গমন করিলেন।

উনবিংশ সর্গ ।

অরুণ রাজাকে জয় করিয়া রাজসাদিপতি দশানন যুদ্ধা-
কাজ্জায় বিবিধ রাজার নগরীতে গমন করিলেন। মহেন্দ্র-
বরুণোপম রাজাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়া রাজসরাজ বলিতে
লাগিলেন, হয় আমাকে যুদ্ধ দান কর, না হয় বল যে আমরা
পরাজিত হইয়াছি। নতুবা আমি কিছুতেই ছাড়িব না। স্বভা-
বতঃ নিভীক ও মহাবলশালী হইলেও দম্ববুদ্ধি হাজ্ঞ রাজগণ
শত্রুর বরবল বিবেচনা করত পরস্পর মঙ্গল্য করিয়া সকলেই
বলিলেন, আমরা পরাজয় স্বীকার করিলাম। রাজা দুগ্ধসু, সুরথ,
গাপি, গয়, পুরুষবা প্রভৃতি রাজগণ সকলেই বলিলেন, আমরা
পরাজিত হইয়াছি।

অনন্তর রাজসাদিপতি রাবণ ইন্দ্রপালিতা অমরাবতীর নায়
অমরগাপালিতা অযোদ্যায় গমন করিলেন এবং ইন্দ্রের নায়
বলশালী পুরুষবাঙ্গুল রাজা অনরণ্যের নিকটে উপস্থিত হইয়া
কহিলেন, আমি তোমায় আদেশ করিতেছি, তুমি আমাকে যুদ্ধ
দান কর, অপবা বল যে আমি পরাজিত হইয়াছি। অযোদ্যা-
দিপতি অনরণ্য পাপাত্মা রাজসরাজের এই বাক্য শ্রবণ করত
অভীষ ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তর করিলেন, রাজসাদিপতে ! দাঁড়াও,
আমি তোমায় দ্বন্দ্বযুদ্ধ দান করিব, তুমি প্রস্তুত হও, আমিও
প্রস্তুত হইতেছি। অনন্তর রাজা অনরণ্যের সূমঙ্গ্যৈন্য রাজ-
সের বোধোদ্যত হইয়া বহির্গত হইল, কিন্তু তাহার ঐ রাজ-
সের নাম শ্রবণেই মৃতকল্প হইয়াছিল। দশগঙ্গ, হস্তী, নিযুত
অশ্ব, বহু সহস্র রথ ও বহু সহস্র পদাতি মেদিনী আচ্ছাদন করিয়া
যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল। হে যুদ্ধবিশারদ ! হে নরোত্তম ! তাহার
পর রাজা অনরণ্য ও রাজসরাজ রাবণের ভূমূলযুদ্ধ আরম্ভ হইল।
রাজার ঐন্য রাবণের সৈন্যের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, তত-
শব্দে আকৃষ্ট হইয়া নায় অরণ্য পাইতে পারিলেন। প্রস্তুতি পাব-

কেন না। তাহারা সেই রাক্ষসদৈন্যমণ্ডো সংকুলভাবে প্রবিষ্ট হইয়া অত্যাধম বিক্রমসহকারে অনেক ক্ষণ যুদ্ধ করিয়া নিম্বে হইল। রাজা অনরণ্য দেখিলেন, মহাসাগরপ্রবিষ্ট বননদী সকলের ন্যায়, তাঁচার সমস্ত দৈন্যই শোণ পাইল। তখন তিনি কোপে পরিপূর্ণ হইয়া ইন্দ্রশরানন মদন শরাসন গ্রহণ পূর্বক বিস্ফারিত করিয়া স্বয়ং যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন। মারীচ, শুক, সারণ ও হস্ত হাতি রাবণের অমাত্যগণ রাজা অনরণ্যের নিকট পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিল। অনন্তর উক্ষুকুলনন্দন অনরণ্য রাক্ষসরাজের মস্তকে অষ্টপদ বাণ পাতিত করিলেন। কিন্তু গিরিশিখরপতিত বারিদার ন্যায় এই সকল বাণ পতিত হইয়া রাবণের অঙ্গের কোন স্থানই বিদ্ধ করিতে পারিল না। অবশেষে রাক্ষসরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা অনরণ্যের মস্তকে চণেটা ছাত করিলেন। অগ্নি রাজা রথ হইতে ভুললে পতিত হইলেন। অরণ্য মণ্ডো বজ্রাঘ্নি দ্বারা দধ্ব হইয়া সালরক্ষ যেমন পতিত হয়, রাজা অনরণ্য তেমনি বিস্থল ও কল্লিত কলেবরে ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইলেন। তখন নিশাচর রাবণ উচ্চৈঃ শব্দ করিয়া উক্ষুকুলনন্দন ভূপতিকে কহিলেন, তুমি আমার সহিত যুদ্ধ করিতে আনিয়াছিলে, এক্ষণে তাহার কেনন ফল পাইলে? রাজন! আমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধ করে, ত্রিলাকে একরূপ ব্যক্তি নাই, বোধ হয়, তুমি বিষয়ভোগে আসক্ত থাকিয়া আমার বলের কথা শ্রবণ কর নাই।

তাহার এই কথা শ্রবণ করিয়া স্বল্পপ্রাণ অনরণ্য উত্তর করিলেন, আমার ক্ষমতা কি? কালকে অতিক্রম করা হুঃখাধ্য। নিশাচর! তুমি আমুপ্রাণংসা করিতেছ বটে, কিন্তু তুমি আমাকে বিনাশ করিতে পার নাই, কালই আমাকে বিনাশ করিয়াছে। তুমি কেবল উপলক্ষ মাত্র হইয়াছ। এক্ষণে আমার প্রাণ ক্ষয় উপস্থিত, ততএব আমি এখন আর কি করিতে পারি? কিন্তু নিশাচর! আমি কিছুই ভেবে নাই, এতামার মীমাংসা সম্বন্ধে

মাই বিনষ্ট হইলাম। বাহা, হউক, তুমি ইক্ষুকুলের অধঃপা
করিলে, এই ক্ষণই বলিতেছি, বাদ দান, হোম বা পুণ্যচরণ ও
ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া থাকি, তাহা হইলে আমার বাক্য
মত হউক। নিশাচর! মহাত্মা ইক্ষুকুল বংশে রাম নামে
দশরথের পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন, তিনিই তোমার প্রাণ ধরন
করবেন। রাজ্য অনরণ্য এই অভিমত্বে উচ্চারণ করিয়া-
মাত্র দেবভুক্তি সকল মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে বাজিয়া উঠিল
এবং আকাশ হইতে পুষ্পরাশি পতিত হইল। হে রাজেশ্বর! অন-
ন্তর রাজ্য অনরণ্য অর্থে গমন করিলেন। তাঁহার স্বর্গগমনের
পর রাক্ষসরাজ চলিয়া যাইলেন।

— (২) —

বিংশ সর্গ

অনন্তর রাক্ষসরাজ রাবণ পুনর্বার মানবমণ্ডলী বিদ্রোহিত
করিয়া ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিলেন এবং একদা এক বন মনো
মুনিশ্রেষ্ঠ নারদকে দেখিতে পাইলেন। তখন নিশাচর দশমীর
কাঁধকে অভিবাदन ও কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহার আগমনের
কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। অমিত্যন্ত মহাতেজা দেবর্ষি নারদ
মেঘপৃষ্ঠে অবস্থিতি করিয়া পুষ্পকপৃষ্ঠস্থ রাবণকে কণ্ঠে
লাগিলেন, হে বিশ্ববান্ধব মৌন্য! রাক্ষসাদিপতে! হে বৎস-
বান্ধব! আমি তোমার প্রাপ্ত পরাক্রম দর্শনে পরিভুষ্ট হইয়াছি।
বিষুবহন্তর দানবানি বিনাশ করিয়া অনেক বার আমার তৃপ্তি
সাধন করিয়াছেন, তুমিও অনেকানেক গন্ধর্ব্ব ও উরগদিগকে
পরাক্রম করিয়া অনেকানেক ঘোরতর সমর করিবে, তদর্শনে
আমি অতুল আনন্দ লাভ করিব। এক্ষণে আমি তোমায় কিছু
বলিব, যদি ইচ্ছা হয় ত প্রবণ কর। বৎস! আমি বলিতেছি,
তুমি মনোযোগ কর। তুমি দেবলোকের অবধ্য হইয়া মানুষ-
দিগকে বিনাশ করিতেছ কেন? মানুষেরা যুদ্ধের অধীন;

অতএব স্বভাবতই তোমার মরিয়া আছে । দেব, মানব, দৈত্য, বক্ষ, গন্ধর্ব ও রাক্ষসের অবস্থা হইয়া তোমার মানুষ বিনাশ করা কর্তব্য হয় না । কিসে মঙ্গল হইবে, মানুষের সে জ্ঞান নাই ; আর শত শত করা ব্যাদি প্রভৃতি বিবিধ নিপদ ও দুঃখ নিতাই তাহাদিগের অনুবর্তন করিতেছে ; তাদৃশ মানুষ বিনাশে আরাম করিতে কাহার প্ররক্তি হইতে পারে ? মানুষ সর্ব বিষয়েই নানাবিধ অনিষ্ট দ্বারা নিপীড়িত হইয়া থাকে ; অতএব জ্ঞানবান্ ব্যক্তি মানুষের সহিত রণ করিতে প্রয়াস স্বীকার করেন না । মানুষ ক্ষুৎপিপাসা ও জরাদি দ্বারা দৈব কর্তৃক নিহত হইয়াই ক্ষয় পাইতেছে এবং শোক দুঃখে নিরন্তরই কাতর হইয়া আছে ; অতএব তুমি আর বুধা মানুষ নয় করিও না । তে মহাবাহো রাক্ষসেশ্বর ! দেখ মানুষ এতই মুঢ় যে কখন যে তাহার দুঃখ ও কখনই না শোক উপস্থিত হইবে সে তাহা জ্ঞাত নহে, অথচ বিবিধ তুচ্ছ ভোগে আসক্ত হইয়া থাকে । মানুষ কেহ কোথাও আনন্দিত হইয়া মৃত্যু বাদ্যাদি করিতেছে, আগার কোথাও আর কেহ কাতর হইয়া অপ্রাপ্তবিত্ত বদনে রোদন করিতেছে । মাতৃশ্লোথ, পিতৃশ্লোথ, পুত্রশ্লোথ এবং ভায়া বন্ধু ও বিবিধ মনোরম বস্তু দ্বারা নিমোহিত ; সুতরাং অদঃপতিত হইয়া মানুষ আপনাকে জানিতে পারে না । অতএব এতাদৃশ মোহনিপীড়িত মানুষকে ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি ? হে গৌম্য ! সমস্ত মানুষলোক তোমার জয় করা হইয়াছে, সন্দেহ নাই । সকল মানুষকেই অবশ্য যমলোকে গমন করিতে হইবে, সুতরাং মানুষমাত্রেই যমের অধীন । অতএব হে পরপুরুষ পৌলস্ত্য ! তাঁহাকে জয় করিলেই তোমার সকলকে জয় করা হইবে সন্দেহ নাই ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশানন স্বীয় ভেজ দ্বারা প্রাণীপা-
য়ান দেবর্ষি নারকে অভিবাদন করিয়া কহিলেন, হে মহর্ষে !
হে দেবগন্ধর্বলোকে বিশালশিয় ! তে সমরদমনধির ! অর্ষি

এক্ষণে নিজস্বার্থ রসাতলে গমন করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছি । রসাতলজয়ের পর ত্রিলোক জয় করত নাগদিগকে স্ববশে স্থাপন করিয়া অমৃতের জন্য সর্পস্রবের আকর সমুদ্র মন্থন করিব ।

তখন ভগবান্ নারদ ঋষি দশম্ভীবকে কহিলেন, তুমি যদি রসাতলেই গমন করিবে, তবে এ পথে কোথায় যাইতেছ ? হে শত্রু কর্ষণ ! এই সুদুর্গম দুর্দ্ধর্ষ পথ যে প্রোক্তরাজ যমের পুরীতে গিয়াছে । তচ্ছ্রবণে দশানন শারদীয় মেঘের ন্যায় উচ্চৈঃশব্দে হান্য করত, ভালই হইয়াছে বলিয়া, কহিলেন, হে মহাভ্রমন্ ! যদি তাহাই হইল, তবে এখন আমি যমেরই বিনাশার্থ উদ্যুক্ত হইয়া দক্ষিণ দিকেই গমন করি, যে দিকে সূর্য্যানন্দন যমরাজ বাস করেন । আমি যুদ্ধার্থী হইয়া ক্রোধভরে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যে, চারি লোকপালকেই জয় করিব । অতএব আমি এই প্রোক্তরাজ যমের প্রতি যাত্রা করিলাম, তিনি জীবদিগকে ক্লেশ দান করেন, আমি তাঁহাকে মুহূমুখে নিপাতিত করিব ।

এই কথা বলিয়া দশম্ভীব নারদ মুনিকে প্রণাম করত সস্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে দক্ষিণ দিক্ অবলম্বন করিয়া যাত্রা করিলেন । তখন মহাতেজা মহর্ষি নারদ নিম্গম পাবকের ন্যায় হইয়া ক্ষণ কাল ধ্যাননিমগ্নচিত্তে চিন্তা করিলেন, আশ্রয় শেষ হইলে যিনি ঈশ্বাদি ত্রিলোকের ক্লেশ দান করেন, দশানন সেই কালকে কিপ্রকারে জয় করিবে ; যিনি প্রাণিগণের যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদির সাক্ষী, এবং যিনি দ্বিতীয় অগ্নি স্বরূপ ; যে মহা-জ্ঞান অনুগ্রহে জীবগণ চেতনা প্রাপ্ত হইয়া বিচরণ করে ; যাহার ভয়ে ত্রিলোক বিজ্ঞপ্ত হইয়া পলায়ন করে ; এই রাক্ষসেন্দ্র কি করিয়া খেছায় তাঁহার নিকট গমন করিবে ; যিনি লোকের ধাত্তা ও বিধাত্তা ; যিনি সুরুত দুষ্কৃতির ফলদাত্তা এবং যিনি ত্রিলোক জয় করিয়াছেন, রাবণ তাঁহাকে কি করিয়া জয় করিবে । কালই শু সর্গ উপায় ; দশানন অবশ্যই কালান্তরিত্ত ফোন রূপ উপায় অবলম্বন করিয়া কালকে জয় করিবে । সুতরাং

আমার নিতান্ত কৌতূহল হইতেছে, অতএব আমি যম ও
রাক্ষসের যুদ্ধ প্রত্যক্ষ দর্শনার্থ যমের আশ্রয়ে গমন করি ।

একবিংশ সর্গ ।

ক্রান্তগামী মহর্ষি নারদ এইরূপ চিন্তা করিয়া, যাহা ঘটয়াছে,
বলিবার নিমিত্ত যমের আশ্রয়ে উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন
দেব বৈবস্বত সর্কসাক্ষী স্বরূপে অগ্নিকে সম্মুখে করিয়া প্রাণি-
দিগের বাহার যেরূপ সংবিধান করিতেছেন ।

যম মহর্ষি নারদকে সমাগত দর্শন করিয়া যথাস্থখে
উপবেশন করাইয়া ধর্ম্মানুসারে পাদ্যার্থ্য প্রদান পূর্ব্বক কহি-
লেন, দেবর্ষে ! আপনার মঙ্গল ত ? আপনার ধর্ম্মের ত অপ-
চয় হইতেছে না । হে দেবগন্ধর্ব্বপুঞ্জিত ! আপনার আগ-
মনের কারণ কি ? তখন ভগবান্ নারদ ঋষি উত্তর করিলেন,
বলিতেছি, শ্রবণ কর এবং যাহা কৰ্ত্তব্য হয় কর । হে পিতৃরাজ !
তুমি সুহৃৎস্বয় ; কিন্তু দশদ্রাব নামে নিশাচর বিক্রম দ্বারা
তোমাকে বশীভূত করিবার জন্য আগমন করিতেছে । প্রভো !
এই কারণেই আমি সত্বর আগমন করিলাম । দেখিব, আজ
তোমার দণ্ডাস্ত্রের কি অবস্থা হয় ।

ইতিমধ্যে দৃষ্ট হইল সেই নিশাচরের সমুজ্জ্বল বিমান নবো-
দিত সূর্য্যের ন্যায় দূরে আগমন করিতেছে । অনতিবিলম্বেই
সহাবল দশানন সেই পুষ্পক বিমানের প্রভায় তৎপ্রদেশ আলো-
কিত করিয়া সমীপবর্তী হইলেন । অনন্তর দশদ্রাব দেখিলেন,
তথায় প্রাণিগণ সূক্ত দুকৃত ভোগ করিতেছে । যমের সৈনিক
এবং অনুচরদিগকেও দেখিতে পাইলেন । আরও দেখিলেন
ঘোররূপী চণ্ডপ্রকৃতি ভয়ানক যমকিংকর সকল প্রাণিদিগকে
আঘাত ও বিবিধ ক্লেশ প্রদান করিতেছে । তাহার নিরন্তর
কাতরস্বরে চীৎকার করিতেছে । কত শত দেহীকে দারুণ

କୁମ୍ଭି ଓ କତକତ ଦେହୀକେ କୁକୁରଗଣ ଦଂଶନ କରିତେছে ; ତାହାରା ବିବିଧ ଶ୍ରୋତ୍ରବିଦାରକ ଭୟଙ୍କର ବାକ୍ୟ କାତରୋକ୍ତି କରିତେছে । କତ ଶ୍ରାବୀକେ ଶୋଣିତଜଳା ବୈତରଣୀ ପାନ କରାନ ହିତେছে ; ଆର କତ ଶ୍ରାବୀ ସୁତଞ୍ଜ ବାଲୁକାର ବାରମ୍ବାର ଦଂଢ଼ ହିତେছে । କତ ଅଧୀ-
ର୍ମିକେର ଦେହ ଅସିମଦ୍ରବନେ ବିକ୍ଷ ହିତେছে ; କତ ପାପୀ ରୌରବ, ଲବଣନଦୀ ଓ କ୍ଷୁରଦାରେ ପତିତ ହିୟା ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିତେছে । କତ କଳ୍ଲାବାସିଷ୍ଠିଦେହ କୁଶ ଦୀନଚେତା ବିବର୍ଣ୍ଣମୁଖ ମୁକ୍ତକେଶ ନାରକୀ କ୍ଷୁଦିତ ଓ ପିପାସିତ ହିୟା ଜଳ ଜଳ ଶବ୍ଦେ ଚୀଂକାର କରିତେছে । କତ ପାପୀ ମଳିନ ଧୂଳିଧୂସରିତ ଋକ୍ଷ ଗାତ୍ରେ ହିତକ୍ଷତଃ ଧାବିତ ହିତେছে । ରାବଣ ପଶିମଧ୍ୟେ ଦୈତ୍ୟ ଶତ ଶତ ମହମ୍ମ ମହମ୍ମ ଦେହୀକେ ଦେଖିତେ ପାହିଲେନ । ଆବାର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିଲେନ, କତ ଶତ ଦେହୀ ନିଜ ନିଜ ସୁକୃତ ଶ୍ରଦ୍ଧାବେ ଅତ୍ୟାତ୍ମକୃଷ୍ଟ ଭବନ ମକଲେର ମଧ୍ୟେ ଗୀତ ଓ ବାଦ୍ୟସହକାରେ ଆମୋଦ ଆମୋଦ କରିତେছে । ଅସ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟର ଫଳ ସ୍ୱରୂପେ ଗୋଦାନକର୍ତ୍ତା ବିବିଧ ଗୋରମ, ଅଗ୍ରଜାତା ଉଂ-
କୃଷ୍ଟ ଅଗ୍ର ଏବଂ ଗୃହଜାତା ଉଂକୃଷ୍ଟ ଗୃହ ମକଲ ଭୋଗ କରିତେছে । ଆର କତ ଶତ ପୁଂସ୍କାନ୍ତା ଅସ୍ତ୍ର ଦେହଶ୍ରାଭାସ ମୁଞ୍ଚୁଛୁଲ ହିୟା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଓ ମର୍ମି ମୁକ୍ତାୟ ଅଳଙ୍କୃତା ଶ୍ରୀମଦାଗଣେର ସହିତ ବିହାର କରିତେଛେନ । ମହାବାହୁ ରାବଣ ଏହି ଗମକ୍ତ ଶ୍ରାତ୍ୟକ୍ତ କରିଲେନ ।

ଅନନ୍ତର, ସେ ମକଲ ଦେହୀ ଅସ୍ତ୍ର ପାପକର୍ମ ଜନ୍ୟ ସାତନା ପାହିତେ-
ଛିଲ, ବଳବାନ୍ ରାବଣ ବଳଶ୍ରୟୋଗ ପୂର୍ବକ ତାହାଦିଗକେ ମୁକ୍ତ କରିয়া
ଦିଲେନ । ଶ୍ରୀମଦିଗଣ ନିଷାଚର ଦଶାନନ କର୍ତ୍ତୃକ ମୁକ୍ତ ହିୟା, ମୁହୂର୍ତ୍ତ-
କାଳେର ଜନ୍ୟ ଅଭାବନୀୟ ଅଚିନ୍ତିତ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିଲ ।

ବଳବାନ୍ ରାକ୍ଷସ ଶେତଦିଗକେ ମୁକ୍ତ କରିଲେ ପର, ଶେତଶହରୀ
ମକଲ ଅତ୍ୟବ କ୍ରୁର ହିୟା ରାବଣକେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲ । ଅନନ୍ତର
ଧର୍ମରାଜେର ଶୂରବୀର ଯୋଦ୍ଧାଗଣ ଚଳଚଳା ଶବ୍ଦ କରିয়া ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ହିତେ
ଧାବିତ ହିଲ । ଶତମହମ୍ମ ବୀର ପୁଷ୍ପକେର ଉପର ଏକକାଳେ
ଶତ ମହମ୍ମ ଶ୍ରୀମ, ପରିସ, ଶୂଳ, ଯୁଗଳ, ଶକ୍ତି ଓ ତୋମର ବଂଧନ କରିଲା
ତାହାରା ନିଗେଷମଧ୍ୟେହି ମଧୁଚକ୍ରେର ନ୍ୟାୟ, ପୁଷ୍ପକ ବିମାନେର ଆସନ,

প্রাসাদ, বেদি ও তোরণ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু বিমান দেবতার বাহন; ব্রহ্মভেজ দ্বারা উহা অক্ষয়রূপে নির্মিত হইয়াছিল, সুতরাং যতবার ভাঙিতে লাগিল, ততবারই আবার পূর্বের ন্যায় নূতন হইতে লাগিল। যমমৈন্যের কত বীর যে অগ্রসর হইয়া আসিল, তাহার ইয়ত্তা হইল না। অনন্তর দশা-নন এবং তাহার মহাবীর অমাত্যগণ সাধ্যমত বলপ্রয়োগ করিয়া শত শত রক্ষ, শৈল, ও প্রাসাদস্বপ্ত সকল নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ সর্কাস্ত্র দ্বারা সমাহত ও সর্কাদ্বে শোণিতসিক্ত হইয়া, মহাযুদ্ধ করিল। রাবণের ও যমের মহাবল অমাত্যগণ বিবিধ অস্ত্র দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে প্রহার করিল। অবশেষে যমের যোদ্ধাগণ রাবণের অমাত্যদিগকে পরিত্যাগ করিয়া শূল বর্ষণ পূর্বক রাবণকেই আক্রমণ করিলেন। অনন্তর রাবণ সর্কাদ্বে শোণিতে অভিষিক্ত হইয়া পুষ্পক বিমানের উপর, পুষ্পিত অশোক রক্ষের ন্যায় ললিত হইতে লাগিলেন। তৎকালে মহাবল রাবণও শূল, গদা, প্রাস, শক্তি, তোমর ও বাণ এবং অস্ত্রবলে শিলা ও রক্ষ সকল পরিত্যাগ করিতে থাকিলেন। যমমৈন্যের মধ্যে রক্ষ, শিলা ও অস্ত্র সকলের ঘোরবর্ষণ হইতে লাগিল। কিন্তু যমযোদ্ধাগণ রক্ষাদি ছেদন ও অস্ত্র শস্ত্র নিবারণ করিয়া একবারে শত সহস্র জন এক রাবণকে প্রহার করিতে থাকিল। পরীতকে মেঘের ন্যায়, সকলেই তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া নিবিড়রূপে তাহার উপর সহস্র সহস্র ভিন্দিপাল ও শূল বর্ষণ করিতে লাগিল। রাবণ ছিন্নকবচ ও শোণিতধারায় অভিষিক্ত হইয়া মহাক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। এবং পুষ্পক পরিত্যাগ করিয়া ভূতলে দণ্ডায়মান হইলেন। অনন্তর তিনি মুহূর্ত্ত মধ্যেই বৃক্ষ হইয়া ধনুঃশর গ্রহণ পূর্বক যুদ্ধার্থ উদ্ভূত হইলেন এবং দ্বিতীয় অস্ত্রের ন্যায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। পরে শরাসনে দিব্য পাশুপত অস্ত্র সঞ্চান করিয়া থাক, থাক, বলিয়া শরাসন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। অন-

সুত ইন্দ্রধ্বজ দশানন কর্ণমূল পর্য্যন্ত শরাসন আকর্ষণ করিয়া ত্রিপুরবিজয়ে শকরের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত বাণ ত্যাগ করি-
করিলেন । ধূম ও আলামগুলসম্পন্ন ঐ বাণের রূপ গ্রীষ্মকালে
বনদাহনার্থ পরিসজ্জনশীল দাবায়ির ন্যায় লক্ষিত হইতে লাগিল ।
আলামগুলপরিবেষ্টিত ঐ শর পরিত্যক্ত হইয়া গুল্ম ও নৃক্ষ সকল
ডগ্ধসাৎ করিতে করিতে রণস্থলে প্রাধান্য হইল ; ক্রবাদ পশু
পক্ষী সকল উহার অনুগমন করিতে লাগিল । যগের সৈন্য সকল
ঐ রাবণের তেজে দক্ষ হইয়া, ইন্দ্রধ্বজ সকলের ন্যায় রণমুখে
নিপতিত হইল । তখন সচিবসহকৃত ভীমবিক্রম দশানন যেন
পৃথিবী কম্পিত করিয়া উচ্চৈঃশব্দ করিলেন ।

ষাণ্মিংশ সর্গ ।

ভাঁহার সেই সুমহাশব্দ শ্রবণ করত মহাত্মা যমরাজ বুঝিতে
পারিলেন, শত্রুর জয় ও নিজসৈন্যের ক্ষয় হইয়াছে । যোদ্ধা
সকল নিহত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া ক্রোধে ভাঁহার লোচন রক্ত-
বর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি ব্যস্ত হইয়া সারথিকে আজ্ঞা করিলেন,
আমার রথ আনয়ন কর । ভাঁহার সারথিও ব্যগ্র হইয়া ভাঁহার
মহারথ আনয়ন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইল । তখন মহাতেজা যম-
রাজ ঐ রথে আরোহণ করিলেন । যিনি এই চরাচর ত্রৈলোক্য
নাশ করেন, সেই মহা প্রাণ ও মৃদগর হস্তে লইয়া ভাঁহার
সম্মুখে অবস্থিতি করিলেন । যগের অলদায়ির ন্যায় তেজঃ-
সম্পন্ন অস্ত্র কালদণ্ড ও মূর্ত্তিমান হইয়া ভাঁহার পার্শ্বে স্থিতি করিতে
লাগিল । সর্গলোকভ্রমাবহ কালকে তাদৃশ ক্রুদ্ধ দর্শন করিয়া তৎ-
কালে ত্রিলোক বিচলিত হইয়া উঠিল ; এবং দেবভাগণ কম্পিত
হইতে লাগিলেন । অনন্তর সারথি রুচিরকান্তি অশ্বদিগকে
চালনা করিল ; রাক্ষসরাজ রাবণ যথায় অবস্থিতি করিতেছিলেন
রথ ঘোর শব্দ করিয়া তথায় যাত্রা করিল । যথায় যুদ্ধ হইতে-

ছিল, ইন্ডের অর্থ ভুল্য গনোবেগ অর্থ সকল মুহূর্তমধ্যেই যমকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইল। মুহূর্তমহিত তাদৃশ ভয়ংকর রথ দর্শন করিয়া রাক্ষসরাজেব অমাত্যগণ সকলেই সহসা পলায়ন করিল। অল্পবলবশতঃ ভয়ে কাতর ও নিচেতন হইয়া, আমরা এস্থলে আর যুদ্ধ করিতে পারিব না বলিয়া দশ দিকে দানিত হইল। তাদৃশ সর্লোকভয়কর রথ দর্শন করিয়াও দশগ্রীব কিন্তু ব্যাকুল বা ভীত হইলেন না। যমরাজ রাবণের নিকট উপস্থিত হইয়াই ক্রোধভরে শক্তি ও ভোগের সকল নির্যাস পূরক তাঁহার মর্মস্থান সকল বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাবণও কিঞ্চিৎ ক্ষুব্ধ হইয়া, মেঘ যেমন জলধারা বর্ষণ করে, তেমন যমের রথের উপর শরজাল বর্ষণ করিতে লাগিলেন। নিশাচর দশগ্রীবের বিশাল বক্ষস্থলে নিরন্তর শত শত মহাশক্তি পতিত হইতে লাগিল; তিনি কোন মতেই তাহার প্রতিকার করিতে পারিলেন না; সুতরাং ঈষৎ ব্যথিত হইয়া পড়িলেন। এই রূপে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র প্রয়োগ পূরক দশদিন যুদ্ধ করিয়া শত্রুকর্ষণ যমরাজ সমস্ত শত্রুকে হতজ্ঞান ও ক্ষণ কালের জন্য বিমুখ করিয়া দিলেন। বীর! ঐ দশ দিন সময়ে একবারও নিরত না হইয়া পরস্পর জয় প্রত্যাশায় যম ও দশানন তুমুল সমর করিলেন। অনন্তর দেব, গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ ও পরমর্ষিগণ ব্রহ্মাকে অগ্নে করিয়া রণস্থলে উপস্থিত হইলেন। রাক্ষসরাজ ও প্রেতরাজ উভয়ে সমরে প্ররত হইয়া যেন ত্রিলোকের প্রায় উপস্থাপন করিয়াছিলেন। রাক্ষসরাজ ইন্দ্রশরাসনসদৃশ শরাসন আকর্ষণ করিয়া আকাশকে অবকাশশূন্য করিয়া বাণ ভাগ করিতে লাগিলেন। তিনি চারি বাণে মৃত্যুকে ও সাত বাণে সারথিকে বিদ্ধ করিয়া লঘুস্ততা সহকারে শত সহস্র বাণে যমের মর্মস্থান সকলে আঘাত করিলেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হওয়ায় যমের মুখ-বিবর হইতে ছালামণ্ডলপরিব্যাপ্ত নিশ্বাসসহকৃত ধূমোদগারী কোপাগ্নি বহির্গত হইল। দেবদানবদিগের সন্নিধানে সেই

আশ্চর্য্য দর্শন করিয়া মুহূর্ত্তা ও কাল আনন্দিত এবং নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন । অনন্তর মুহূর্ত্তা অতীব কোপভরে যমরাজকে কহিলেন, আপনি আমাকে আজ্ঞা করুন ; আমি এখনই এই পাপাত্মা রাবণকে বিনাশ করিব । এখনই এই রাক্ষস আর থাকিবে না ; স্বভাবতঃ আমার স্বভাবই এইরূপ । মহারাজ ! আমি হিরণ্যকশিপু, নমুচি, শষ্মর, নিসন্ধি, ধূমকেতু, বিরোচন-নন্দন বলি, মহারাজ নৃত্ত ও বাণ দৈত্য, কত শত শাস্ত্রবিদ-রাজর্ষি, গন্ধর্ষ, মহোরগ, ঋষি, পদ্মগ, দৈত্য, যক্ষ ও অঙ্গরো-গণকে সংহার করিয়াছি । অদিক কি, মহারাজ ! যুগান্ত-পরিবর্ত্তনকালে আমি পর্দাত, নদী ও বৃক্ষ সকলের সহিত মহা-সাগরবেষ্টিত পৃথিবীকেই ধ্বংস করিয়াছি । এই সকল এবং অন্যান্য অনেকানেক দুর্দ্ধর্ষ মহাবল আমার হস্তে নিহত হইয়াছে, এই নিশাচর ত সামান্য । অতএব ধর্ম্মজ ! আমাকে আজ্ঞা করুন ; আজ্ঞামাত্রই আমি ইহাকে বিনাশ করিব । যেমন কেন বলবান্ হউক্ না, আমার ঈর্ষিপথে পতিত হইলেই আর জীবিত থাকিবে না । আমি নিজের বল ব্যাখ্যা করিতেছি না ; স্বভাবতঃ আমার স্বরূপই এই । হে যমরাজ ! অতএব আমি দৃষ্টি করিলেই এই নিশাচর আর থাকিবে না ।

মুহূর্ত্তর এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রতাপশালী ধর্ম্মরাজ তৎকালে তাঁহাকে উত্তর করিলেন, তুমি থাক, আমিই ইহাকে বিনাশ করিতেছি । অনন্তর সূর্য্যানন্দন বিভু যমরাজ কূপিত ও রক্তনয়ন হইয়া হস্তে অমোঘ কালদণ্ড তুলিয়া লইলেন । বাহ্যর পার্শ্বে কালপাশ সকল নিবদ্ধ পাবক ও অশ্বিনিসঙ্কাশ সেই কাল মুদ্রগ মুর্ত্তিমান্ হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিল । মুদ্রগ দ্বারা স্পৃষ্ট ও আকৃত হইবার কথা দূরে থাকুক, ঐ মুদ্রগ দর্শনমাত্রই প্রাণিদিগের প্রাণ বিদূরিত হইয়া থাকে । মহাবল যমরাজ প্রহর করিলে পর ঐ মুদ্রগ সর্ব্বতঃ অগ্নিশিখায় পরিবেষ্টিত হইয়া নিশাচর দশাননকে যেন দগ্ধ করত স্কৃতি পাইতে লাগিল । তখন

রণস্থলস্থিত সকলেই বিত্রস্ত হইয়া দশ দিকে পলায়ন করিল ; দেবগণও উদ্যতদণ্ড বগকে দর্শন করিয়া সকলেই ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন । এইরূপে সমরাম রাবণের উপর দণ্ড নিক্ষেপ করিতে উদ্ধাক্ত হইলে পর, ব্রহ্মা যমের নিকট গাফাৎ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাবাহো ! অমিতবিক্রম নৈবশ্বত নিশাচরকে দণ্ড গ্রহণ করিও না, করিও না । হে দেবশ্রেষ্ঠ ! আমি ইহাকে বর দান করিয়াছি । অতএব আমি যে কথা বলিয়াছি, তাহার অন্যথা করা তোমার উচিত হইতেছে না । যে কোন দেবতা বা গনুষা আমাকে অমান্য করে, তাহার ত্রিলোক অমান্য করা হয়, সন্দেহ নাই । আমার সৃষ্ট পদার্থ মদো আমার শিয়ই হউক্, বা অশিয়ই হউক্, যে কোন পদার্থের প্রতি ক্রুদ হইয়া এই ত্রিলোকভয়ঙ্কর দণ্ড পরিত্যাগ করিবে, দণ্ড তাহাকেই বিনাশ করিবে ; তদ্বিষয়ে ইত্তর বিশেষ নাই । আমিই সর্বভূতের মুহূর্ত্তাদিনার্থ এই অপরিমিতভেজঃসম্পন্ন কালদণ্ডকে সর্বভূতেরই পক্ষে অব্যর্থ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছি । অতএব সৌম্য ! রাবণের মস্তকে এই দণ্ড পাত্তিত করা তোমার কর্তব্য হয় না । এই দণ্ড মস্তকে পতিত হইলে মুহূর্ত্ত সাহসে জীবিত থাকে, এমন কেহও কিছুই নাই । এক্ষণে যদি এই দণ্ড পতিত হইলে এই রাক্ষস মরে, তাহা হইলে উভয়পক্ষেই আমার বাক্য মিথ্যা হয় । অতএব লঙ্কেশ্বরের প্রতি যে দণ্ড উত্তোলন করিয়াছ, তাহা নিবর্ত্তন কর ; যদি লোকশ্রুতি রক্ষা করা তোমার উচিত হয়, তাহা হইলে আমার বাক্য মিথ্যা করিও না ।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দম্ভাস্তা যম উত্তর করিলেন, এই আমি দণ্ড প্রতিসংহার করিলাম ; আপনিই আমাদিগের প্রভু । কিন্তু বরপ্রদানহেতু যদি আমি আজ এই নিশাচরকে সংহার করিতে না পারিলাম, তাহা হইলে এই যুদ্ধে কি প্রতিকারই বা করিতে পারি । অতএব এই রাক্ষসের দৃষ্টিপথ হইতে অস্ত-হিত হওয়াই কর্তব্য । এই বলিয়া তিনি রণ ও অশ্বের সংশ্লিষ্ট

ঐস্থান হইতেই অন্তর্হিত হইলেন । তখন দশানন যমকে জয় করিয়া আপনাত্ন নাগ ঘোষণা করত পুষ্পকারোহণ পূর্বক বম-ভবন হইতে নিক্ষেপ্ত হইলেন । ধর্ম্মরাজ এবং তাঁহার সমভি-ব্যাগারে দেবর্ষি নারদ ও ব্রহ্মাদি দেবগণের সহিত আনন্দিত-চিত্তে দবলোকে গমন করিলেন ।

ত্রয়োবিংশ নগ ।

দেবশ্রেষ্ঠ যমকে জয় করিয়া রাবণ যুদ্ধের প্রাধা করিতে করিতে নিজ অন্তরবর্গকে দেখিতে পাইলেন । রাক্ষসগণ রুদ্রিরসিক্তাঙ্গ ও বতপ্রহারে অজ্জরীকৃত রাবণকে দর্শন করিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াস্থিত হইল । অনন্তর মারীচাদি অমাত্যগণ জয় শব্দ উচ্চারণ পূর্বক তাঁহার মনোজ্ঞনা করিয়া সকলেই পুষ্পকে আরোহণ করিল ; দশানন তাহাদিগের ভয় মাস্তুনা করিলেন ।

অনন্তর রাক্ষসরাজ বরুণ কর্তৃক সুরক্ষিত, দৈত্য ও উরগ-দিগের বাসস্থান রম্যতলে গমন করিবান নিমিত্ত সাগরমধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং বাসুকিপালিতা ভোগবতী নগরীতে গমন পূর্বক নাগলোক বশীভূত করত আনন্দিত হইয়া মনিসম্মী পুরীতে যাত্রা করিলেন । ঐ পুরীতে নিবাসকবচ নামে বরপ্রাপ্ত দৈত্যগণ বাস করে ; রাক্ষসেরা তাহাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থ আহ্বান করিল । তখন সেই সুবিক্রমশালী রণতুর্গদ দৈত্যেরা সকলেই বিনিধ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইল । অনন্তর দৈত্য ও রাক্ষসগণ শূল, ত্রিশূল, কুলিশ, পা উশ, অসি ও পরশু দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল । ঐ রূপে উভয় পক্ষে কিঞ্চিদধিক একবৎসর কাল যুদ্ধ হইল । কোনপক্ষেই জয় পরাজয় হইল না । অনন্তর ত্রিলোকের গতি অব্যয় পিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা উৎকৃষ্ট বিমানে আরোহণ করিয়া

তথায় উপস্থিত হইলেন ; এবং নিবাতকবচদিগের সমস্তব্যাপার
নিবারণ করিয়া রক্ত পিতামহ বুঝাইয়া কহিলেন, সুরাসুর কেহই
এই রাবণকে সমরে পরাজয় করিতে পারিবে না ; দেবদানবগণ
তোমাদিগকেও পরাজয় করিতে সমর্থ হন না । অতএব এই
রাক্ষসের সহিত তোমাদিগের মিত্রতা করাই কর্তব্য । মিত্র-
দিগের সকল বিষয়েই পরস্পর সমান অধিকার হইয়া থাকে
সন্দেহ নাই ।

অনন্তর রাবণ ঐ স্থানে অগ্নিসাক্ষী করত নিবাতকবচদিগের
সহিত মিত্রতা করিয়া আনন্দ লাভ করিলেন । তাহারাত্তিহাস
সমুচিত্ত সম্বন্ধনা করিল । এইরূপ সমাদরে রাবণ তথায় নিজ-
নগরীর ন্যায় পরম সুখে আরও এক বৎসর বাস করিলেন । ঐ
সময় বহুভাবে আশুগত্য করিয়া দশানন এক শত মায়ী প্রাপ্ত
হইলেন ।

তথা হইতে বিদায় হইয়া লুক্কেশ্বর বরুণনারাজের নগরী অশ্ব-
গাধ রাসাতলে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর কালকের-
দিগের বাসস্থান অশ্বনগরে উপস্থিত হইয়া বলদর্পিত কালকের-
দিগকে বিনাশ করিয়া সমরে লেলিহানজিহ্বা বলদর্পিত শূর্ণ-
ধ্বজার পত্তি শ্যালক বিদ্রাজ্জিত দানবকে অসি দ্বারা ভেদন
করিলেন । তাহাকে বিনাশ করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যেই চতুঃশত দান-
বকে বসানয়ে ধোরণ করিলেন ।

তদনন্তর রাক্ষসরাজ শুভমেঘগঙ্গা কৈলাসসদৃশ সমুজ্জ্বল
দিব্য বরুণালয় দেখিতে পাইলেন । সেই স্থানে সুরতি গাভী
অবস্থিতি করিতেছেন ; উহার স্তন হইতে নিরন্তর দুগ্ধ ধারা
নিঃসৃত হইতেছে । ঐ দুগ্ধের দারা হইতেই কীরোদ সাগর
উৎপন্ন হইয়াছে । এই কীরোদ হইতেই আগার শীতরশ্মিচন্দ্রমা
উদ্ভিত হইয়াছেন ; কেনপায়ী পরমর্ষিগণ এই কীরোদকেই
অবলম্বন করিয়া জীবন দারণ করিয়া থাকেন । অমৃত ও সুধা-
ভোজীদিগের স্বধাতু কীরোদ হইতে উৎপন্ন । বাহার কীর দারা

হইতে ঈদৃশ ক্ষীরোদ সাগর উৎপন্ন হইয়াছে ; যিনি মহারষের জননী ; ত্রিলোক বাঁহাকে স্মরণিত বলিয়া জানে ; নাবণ সেই পরম অদ্ভুত গাভীকে প্রদক্ষিণ করিয়া বহুবিধমৈন্যে স্মরণিত করুণকর বরুণপুরে প্রবিষ্ট হইলেন । দেখিলেন, শারদাজ্য সমুদ্র অপূর্ণ বরুণালয় শত শত জলধারায় সমাকীর্ণ, এবং উহার অধিবাসীবর্গ সকলেই জুটে পুটে ।

অনন্তর বরুণের বলাধক্ষগণ প্রহার করিতে আরম্ভ করিলে দশানন তাহাদিগকে সংহার করিয়া ষোদ্ধাদিগকে কহিলেন, তোমরা শীঘ্র তোমাদিগের রাজাকে যাঁহা বলা দে, নাবণ সমরার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে বুদ্ধ দান কর ; অথবা কৃতাজলিপুটে আগিয়া বল যে পরাজিত হইয়াছি । তাহা হইলে আর তোমার কোন ভয়ই নাই ।

রাম ! ইতিমধ্যে মহাত্মা বরুণের নবোদিতভাস্করকাঙ্ক্ষি সমর-বিশারদ পুত্র ও পৌত্রগণ কুপিত হইয়া স্ব স্ব মৈন্যসমভিব্যাহারে কামগামী রথ সকল যোজনা করিয়া তাঁহাদিগের বলাধক্ষ গো আর পুত্রের সহিত সমরের নিমিত্ত বহির্গত হইয়া আসিলেন ।

অনন্তর জলাধিপতির পুত্রগণ ও দীমান্ নাবণের লোমাঞ্চ-জনক দারুণ সংগ্রাম আরম্ভ হইল । নিশাচর দশগ্রীবের মহা-বীৰ্য্যশালী অমাত্যগণ ক্ষণকালমধ্যেই বরুণের তাদৃশ সহস্রীসেনা সংহার করিল । তখন নিজমৈন্যদিগকে বিনষ্ট দর্শন করিয়া এবং শরজালে নিপীড়িত হইয়া বরুণের পুত্রগণ ক্ষণকালের জন্য সংগ্রাম হইতে পিণ্ডিত হইলেন । তাঁহারা এক্ষণ ক্ষুত্রে থাকিয়াই সমর করিতেছিলেন, আর নাবণের অমাত্যগণ আকাশস্থিত গুপ্তকের উপর হইতে শর বর্ষণ করিতেছিল । অতএব নিবে-চনা করিয়া এক্ষণে তাঁহারাও শীঘ্রগামী রথারোহণে আকাশে উখিত হইলেন । অনন্তর তুল্য স্থান পাঠিয়া দেব ও দানবেন্যায় উত্তর পক্ষের তুমুল আকাশবুদ্ধি আরম্ভ হইল । পরে বরুণপুত্রগণ পাবকসঙ্কীর্ণ শরনিকর দ্বারা নাবণকে সংগ্রামে বিমুখ

করিয়া আনন্দে বিবিধ শব্দ করিতে লাগিলেন। তখন রাজাকে
 বিনুখীকৃত দর্শন করত কুপিত হইয়া মহোদর যুত্মাশঙ্কা পরিহার
 পূর্বক রণাভ্যাসে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। পরে সে রণ-
 স্থলে বরুণপুত্রদিগের পবনোপম কাশগামী রথসকলে গদা
 গ্রাহার করিল। গদাহত হইয়া রথ সকল ভূতলে পতিত হইল ;
 মহাস্মা বরুণের বীরপুত্রগণ রথ পরিত্যাগ পূর্বক আকাশতলেই
 দণ্ডায়মান হইয়া অবস্থিতি করিতে লাগিলেন; স্ব স্ব মাহাত্ম্য-
 বশতঃ পতিত হইলেন না। অনন্তর তাঁহারা কুপিত হইয়া ধনুকে
 জ্যারোপণ পূর্বক প্রথমতঃ মচোদরকে বিনষ্ট করিলেন ; পশ্চাৎ
 সকলে একত্রিত হইয়া রাবণকে বেষ্টিত করিলেন। যেহ সকল
 যেমন ধারা সহস্র দ্বারা মণিগিরিকে বিনষ্ট করে, তাঁহারা তেমনি
 রোষভরে চাপনিনির্ম্মুক্ত বজ্রসংকল্প সুদরুণ বাণ সমূহ দ্বারা
 রাবণকে বিদারণ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর দশানন অতি প্রবল কালান্তর ন্যায় কুপিত হইয়া
 ঘোর শব্দবর্ষণ করত বরুণপুত্রদিগের সম্মুখান সঙ্কটে ভেদ করিতে
 লাগিলেন। তাঁহাদিগের মস্তকের উপরিভাগে থাকিয়া তুর্দ্ধ
 রাক্ষসরাজ্য বিবিধ বিচিত্র মুগল, শত শত ভল্ল, পাউশ, শক্তি ও
 প্রকাণ্ড শস্ত্রী সকল নিক্ষেপ করিলেন। মহাপ্রলপতিত পূর্ণ-
 বয়স্ক হস্তীর ন্যায় সেই শস্ত্রবর্ষণেই পাদসোধী বরুণপুত্রগণ সহসা
 অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা অবসন্ন ও বিহ্বল হইয়া পড়িয়া
 ছেন, দর্শন করিয়া মহাবল রাবণ আনন্দে মহামেঘের ন্যায়
 শব্দ করিয়া উঠিলেন। তদনন্তর উপহ্যুপরি গর্জ্জন করিয়া নিশা-
 চর দশগ্রীব, দারাপাত দ্বারা মেঘের ন্যায়, বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র
 বর্ষণ দ্বারা বরুণপুত্রদিগকে গ্রাহার করিতে লাগিলেন। অব-
 শেষে তাঁহারা সকলেই পরাজুখ হইয়া ধরণীতলে নিপতিত
 হইলেন ; অশুচিবর্ণ সত্তর তাঁহাদিগকে লইয়া ভবনমধ্যে প্রবেশ
 করিল। এই সময় দশানন ভাণ্ডাদিগকে করিলেন, বরুণকে
 যাইয়া সৎবাদ দাও। তখন বরুণের প্রহাসনামক মন্ত্রী রাবণকে

কহিলেন, আপনি যাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিতেছেন, সেই মহারাজ জলাদিপতি বরুণ সঙ্গীত শ্রবণার্থ ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন। অতএব বীর! যখন রাজা উপস্থিত নাই, তখন আর আপনার রুখা শ্রম করিবার প্রয়োজন কি? যে বীর কুমার সকল উপস্থিত আছেন, তাঁহারা ত পরাজিত হইয়াছেন। এই কথা শুনিয়া রাক্ষসরাজ নিজ নাম ঘোষণা করিয়া আনন্দধ্বনি করিতে করিতে বরুণালয় হইতে নিষ্কৃত হইলেন। যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, সেই পথেই প্রত্যাবৃত্ত হইয়া রাবণ আকাশপথে লঙ্কাভিমুখে যাইতে লাগিলেন।

— [:] —

চতুর্দশ সর্গ।

অনন্তর দশানন অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে পুনর্বার অশ্ব-নগরে ভ্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে দশানন তথায় এক পরম সমুজ্জ্বল ভবন দেখিতে পাইলেন। উহা মুক্তাজ্বলে বিভূষিত; উহার শত শত তোরণ বৈদূর্য্য ও স্তম্ভ সুবর্ণে বিনির্মিত এবং সর্বত্রই বেদিকা। ঐ মহেন্দ্রভবন সদৃশ ভবনের চিকিৎসাজালবেষ্টিত সোপানশ্রেণী বজ্র ও স্ফটিক নির্মিত; এবং উহার মধ্যে বিস্তৃত উৎকৃষ্ট আসন সকল স্থাপিত রহিয়াছে। ঐ মনোহর উৎকৃষ্ট ভবন দর্শন করিয়া প্রতাপশালী দশানন ভাবিলেন, মেরুমন্দের সদৃশ এই ভবন কাহার? এবং কহিলেন, প্রহস্তু! যাও জানিয়া আইস এই ভবন কাহার। এই কথা শুনিয়া প্রহস্তু ঐ উৎকৃষ্ট ভবনগম্য প্রবেশ করিল। কিন্তু দেখিল, তথায় জনশ্রাব্য নাই। তৎপর দ্বিতীয় কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। এই রূপে একে একে সপ্তম কক্ষে প্রবিষ্ট হইয়া সে এক পাবকশিখা দেখিতে পাইল। তাহার পর এক পুরুষ তাহার দৃষ্টিগোচর হইলেন। দৃষ্টিগোচর হইবামাত্র ঐ পুরুষ হৃষ্ট হইয়া উঠেখাঙ্গে হাস্য করিয়া উঠিলেন। তচ্ছবণে প্রহস্তুর দেহ

লোমাঞ্চিত হইরা উঠিল । সে আরও দেখিল, পায়কজালামধ্যে এক হেমপঙ্খের মালাধারী পুরুষ মাফাৎ বগের ন্যায় অবস্থিতি করিতেছেন ; সূর্য্যের ন্যায়, তাঁহার প্রতি দৃষ্টি নিষ্কেপ করা চুঃসাধ্য ; এই পুরুষকে দর্শন করিয়া প্রাপ্ত হস্তজ্ঞান হইল ।

এই ব্যাপার দর্শন করিয়া নিশাচর প্রাপ্ত সত্ত্বর ভবন মধ্যে হইতে বহির্গত হইয়া আগিল এবং রাবণকে সমস্ত রক্তাক্ত নিবেদন করিল । রাম ! অনন্তর ভিন্নাঙ্গনরাশিসঙ্কশ দংশগ্রীব পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্ব্বক ভবন মধ্যে প্রবেশ করিবার উপক্রম করিলেন ; অমনি এক চন্দ্রমৌলি প্রকাণ্ডকায় ভয়ানক পুরুষ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দ্বার রোধ করত দণ্ডায়মান হইলেন ; তাঁহার লিঙ্গা অগ্নিশিখাময় ; চক্ষু রক্তবর্ণ ; দশনপাঞ্জি সুন্দর ; ওষ্ঠ বিহীনদংশ ; গঠন মনোহর ; নাসিকা ভীষণ ; গ্রীবা কঙ্কালদংশ ; হস্তপ্রদেশ অভ্যন্তর ; শরীর নিবিড় ; অস্থি সকল মাংস-নিহিত ; এবং দংষ্ট্রা রুহৎ , তাঁহাকে দর্শন করিলে শরীর লোমাঞ্চিত হইয়া উঠে । তিনি মৌঃমুদগর হস্তে লইয়া দ্বার অবরোধ পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন । তাঁহাকে দেখিয়াই রাবণের কলেবর লোমাঞ্চিত ও হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল ; এবং সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে থাকিল । রাম ! এইরূপ অনভীষ্ট দুর্নিমিত্ত সকল প্রত্যক্ষ করিয়া দংশগ্রীব ভাবিতে লাগিলেন । তিনি ভাবিতে থাকিলে, এই পুরুষই তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, নিশাচর ! কি ভাবিতেছ বল ; তোমার কোন শঙ্কা নাই । হে বীর রজনীচর ! আমি তোমাকে বৃদ্ধান্তথা প্রদান করিব । রাক্ষসকে এই কথা বলিয়া সেই পুরুষ পুনর্বার কহিলেন, তুমি কি বলির সহিত বৃদ্ধ করিবে ; না তোমার আর কোন অভিপ্রায় আছে ? পুরুষের এই কথা শুনিয়া রাবণের লোম সকল উর্দ্ধগত হইয়া উঠিল । অনন্তর ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া রাবণ উত্তর করিলেন, হে বাহ্মিশ্রেষ্ঠ ! এই গৃহে কোন্ ব্যক্তি বাস করেন, বল ; আমি তাঁহারই সহিত বৃদ্ধ করিব ; অথবা তোমার যেরূপ অভিপ্রায়

হয়। তখন সেই পুরুষ তাঁহাকে পুনর্বার বলিলেন, এই ভবন মধ্যে দানবরাজ বাণ করেন। তিনি পরম উদারচিত্ত, শূর, অব্যর্থপরাক্রম, বীর, বহুগুণসম্পন্ন, পাশহস্ত যমের সদৃশ, নবোদিত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী, রণে অপরাঙ্কুশ, চণ্ডকোপ, দুর্জয়, শত্রুবিজয়ী, গুণের সাগর, শ্রিয়বাদী, আশ্রিতপ্রতিপালক, নিয়ত গুরু ও বিশ্রিয়, কালনিং, মহাবলবান্, সত্যবাদী, গোমামূর্তি, দক্ষ, সর্সগুণশালী, শূর ও বেদাধ্যয়নভংপর। তিনি পাদচারে বিচরণ করেন, আবার বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হন, অগ্নির ন্যায় আলিয়া থাকেন, সূর্যের ন্যায় তাপ দান করেন। দেব, পরগ, কি পত্নী, কি অন্যান্য প্রাণী; তিনি স্বপ্নেও কাহাকে কখনও ভয় করেন না, তুমি তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ? হে মহাবল রাক্ষসরাজ! যদি বলীর সহিত যুদ্ধ করিতে তোমার অভিরুচি হইয়া থাকে, তাহা হইলে আগিয়া প্রবেশ কর, এবং যুদ্ধে প্রস্তুত হও, আর বিলম্ব করিও না।

এই কথা শ্রবণ করিয়া দশদ্রীষ প্রবেশ পূর্বক বলির সমীপে উপস্থিত হইলেন। সাক্ষাৎ পাবকসদৃশ ও দিবাকরের ন্যায় চুঃস্প্রেক্ষা বিশ্বরূপী দানবরাজ বলি লঙ্কেশ্বর রাবণকে দেখিয়াই উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া উঠিলেন এবং তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্বক কোড়ে উপবেশন করাইয়া কহিলেন, হে মহাবাহো দশদ্রীষ! আমি তোমার কোন কামনা পূর্ণ করিব বল। রাক্ষসরাজ! তোমার আগমনের প্রয়োজন কি যথার্থ করিয়া বল।

বলির এই কথা শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে মহাভাগ! আমি শুনিয়াছি, পুরাকালে বিষ্ণু আপনাকে বন্ধ করিয়াছেন; আমি আপনাকে মুক্ত করিতে পারিব, সন্দেহ নাই। এই কথা শুনিয়া বলি হাস্য করিয়া কহিলেন, রাবণ! তুমি বাণ জিজ্ঞাসা করিলে, বলিতেছি শ্রবণ কর। সেই যে শ্যামবর্ণ পুরুষ নিত্য হারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনিই পুরাকালের সমস্ত দানবেশ্বর ও অন্যান্য মহাবলশালী ব্যক্তিদিগকে পরাজয় করিয়া

ছিলেন। তিনিই আগাকেও বদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি কৃতান্ত, তাঁহাকে অতিক্রম করা অসম্ভব। লোকে এমন কোন ব্যক্তি আছে যে তাঁহাকে বঞ্চনা করিতে পারে? যিনি দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, যিনি সৰ্ব ভূতের সংহার ও সৃষ্টিকৰ্ত্তা; তাঁহারই বশবর্তী হইয়া সৰ্বভূত স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। তিনি নিধাতা ও ত্রিভুবনের অধীশ্বর। তুমি তাঁহাকে জান না, আমিও তাঁহাকে জানি না। তিনি ভূতভবিষ্যৎসম্মানস্বরূপ ও সৰ্ব-শক্তিমান। তিনি বলি, এবং তিনিই সৰ্বভূত সংহারকৰ্ত্তা কাল। তিনিই ত্রিলোকের সংহার ও সৃষ্টিকৰ্ত্তা। তিনিই স্বাবর অস্বাবর সৰ্বভূত সংহার; আবার তিনিই অনাদি অনন্ত জগৎ সংসার সৃষ্টি করেন। তিনি মহেশ্বর। নিশাচর! সেই লোকেশ্বরই যজ্ঞ, দান ও হোম সমস্ত বিধান ও পালন করিতেছেন। এতাদৃশ মহাভূতকে ত্রিভুবনে কেহই অবগত নহে। হে পৌলস্ত্য! তাঁহারে তুমিও জান না; আমিও জানি না; প্রাচীনে রাও কেহই জানিতেন না। রজ্জ্বদ্বারা পশুর ন্যায় সেই মহাভূতই সকল ভূতকে চালন করিতেছেন। রত্ন, দ্রু, শুক, শস্ত্র, নিশ্চস্ত, শুস্ত, কালনেমি প্রজ্ঞাদি, কুট বৈরোচন, মৃত, যমল, অর্জুন, কংশ, কৈটভ, ও মধু ইহারা সূর্যাস্বরূপে তাপ দান করিতেন; জ্যোতিঃস্বরূপে দীপ্তি পাইতেন; বায়ু স্বরূপে প্রবাহিত হইতেন এবং ইন্দ্রস্বরূপে বর্ষণ করিতেন। সকলেই শত শত যজ্ঞানুষ্ঠান ও সুরঠোর তপস্চর্যা করিয়াছিলেন। সকলেই অতি মহাজ্ঞা ও যোগদক্ষ্যাবলম্বী ছিলেন। ঐশ্বর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া সকলেই দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন ও বথান্যায়ে প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সকলেই স্বপক্ষীয়দিগের প্রতিপালক ও বিপক্ষদিগের নাশকৰ্ত্তা ছিলেন। যুদ্ধকার্য্যে ত্রিলোকে তাঁহাদিগের সমান কেহই ছিলেন না। সকলেই শূর, আভিজাত্যসম্পন্ন, সৰ্বশাস্ত্রবিদ্যার, সৰ্ববিদ্যাবিদ এবং সময়ে অপরাঙ্খ ছিলেন। সকল মহাত্মাই স্বর্গের রাজ্য এবং যুদ্ধে সংগ্রহ সহস্র বার সকল দেবতাকেই জয়

করিয়াছিলেন । সকলেই দেবগণের অপকারে সন্তত প্ররক্ত হইয়া স্বপক্ষীয়দিগকে পালন করিতেন । সকলেই দপে' উন্নত, সকলেই দান্তিক এবং সকলেই নবোদিত সূর্যের ন্যায় তেজস্বী ছিলেন । যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে উৎপীড়ন করে, কি উপায়ে তাহার বিনাশ হইবে, দেবতাদিগের অধীশ্বর ভগবান্ হরিই তাহা জানেন । হরিই এই জগৎপ্রপঞ্চপ্রকাশ, আবার হরিই ইহাকে সংহার করিয়া আপনি আপনাতেই অবস্থিতি করেন । উক্তবিধ কামরূপী মহাবল মহাজ্ঞা দানবেশ্বরগণ সকলেই সেই হরির হস্তেই নিহত হইয়াছেন । এতদ্ভিন্ন, যে অপরাপর নগদুর্জয় অজয় মহাপ্রাণিদিগের কথা শ্রবণ করা যায়, সেই কৃতান্তরূপী হরিই তাহাদিগের ও সকলকেই সংহার করিয়াছেন ।

এই কথা কহিয়া দানবরাজ রাক্ষসরাজকে কহিলেন, বীর ! ঐ যে প্রদীপ্তপাবকসকাশ কুণ্ডল দেখিতেছ, অগ্রে তুমি ঐ কুণ্ডল আমার নিকট লইয়া আইস । হে মহাবলশালিন্ ! পশ্চাৎ আমার কিম্বদন্তি হইতে পারিবে আনি তোমায় বিশেষ করিয়া বলিয়া দিব । হে মহাবাহো ! আমি তোমাকে বাহা বলিলাম কর, রাবণ ! বিলম্ব করিও না । হে রঘুন্দন ! মহাবল নিশাচর রাবণ এই কথা শ্রবণ পূরক হাঙ্গ্য করিয়া গমন করিলেন, এবং যেখানে ঐ মহৎ দিব্য কুণ্ডল ছিল, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া বলদর্পিত রাবণ অনাস্থা প্রদর্শন পূরক কুণ্ডল আকর্ষণ করিলেন, কিন্তু কোন প্রকারে উহা চালিত করিতে সমর্থ হইলেন না । তাহাতে লজ্জিত হইয়া মহাবল দশগ্রীব পুনর্বার যত্নসহকারে আকর্ষণ করিয়া যেমন উৎপাটন করিলেন, অমনি ছিন্নমূল সাল বৃক্ষের ন্যায় পতিত ও রুদ্ধপ্রবাহে প্রাবিত হইলেন । এই সময়ে পুষ্পকে রাক্ষসরাজের অমাত্যগণ উচ্চৈঃস্বরে হাহাকার করিয়া উঠিলেন । অনন্তর নিশাচর রাবণ মুহূর্ত্তমধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া উখান পূরক লজ্জাবনত মুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তখন বলি তাঁহাকে কহিলেন, রাক্ষসশ্রেষ্ঠ ! নিকটে

আসিয়া আমি বাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বীর! তুমি যে সগিভূষিত কুণ্ডল উত্তোলন করিলে, উহা আমার পূৰ্বপিতামহ হিরণ্যকশিপুৰ কৰ্ণভূষণ ছিল। তিনি যখন যুদ্ধ করিতেছিলেন, তৎকালে এই কুণ্ডল এই স্থানে পতিত হইয়াছিল; আর এক মণি এই পৰ্শভগানুতে নিপতিত হইয়াছিল। কুণ্ডলের পশ্চাৎ তাঁহার মুকুটও বেদীসমীপে ভূতলে নিপতিত হইয়াছিল। তাঁহার যম, কি মৃত্যু, কি বাধি, কি প্রাণহানিজনক অন্য কোন পদার্থই ছিল না। দিবা, কি রাত্রি, কি সন্ধ্যা, কি প্রভাত, কোন সময়েই তাঁহার মৃত্যু ছিল না; আর্দ্র, কি শুষ্ক পদার্থ, কি কোন-রূপ শস্ত্রেও তাঁহার প্রাণনাশ সাধিত হইত না। রাক্ষসেশ্বর! তিনি অবশেষে প্রাজ্ঞাদের সহিত দারুণ বিবাদ করিলেন। পুরুষপ্রধান মহাজ্ঞা বীর প্রাজ্ঞাদের সহিত তাঁহার বিবাদ হইলে পর, নৃসিংহরূপি এক সৰ্বলোকভয়ংকর পুরুষ উৎপন্ন হইলেন। সেই গম্ভীরমূর্তি দারুণ নৃসিংহ উৎপন্ন হইয়া চতুর্দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিতে লাগিলেন; তাহাতে সৰ্ব্ব জগৎ চঞ্চল হইয়া উঠিল। অনন্তর নৃসিংহ হিরণ্যকশিপুকে দুই বাহু দ্বারা উত্তোলন করিয়া নখাঘাতে তাঁহার জীবন বিনাশ করিলেন। সেই পুরুষই দ্বারে অবস্থিতি করিতেছেন; তিনিই নিরঞ্জন বাসুদেব। আমি সেই দেবাদিদেবের কথা বলিতেছি, যদি তোমার চিত্তে ভক্তি থাকে, তাহা হইলে পরম ভক্তিসহকারে শ্রবণ কর। যে পুরুষ দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতেছেন, তিনি সহস্র সহস্র বৎসরে সহস্র ইন্দ্র, অশ্বত্থ দেবতা, ও শত শত পরমর্ষিকে বশবর্তী করিয়াছেন।

তাঁহার সেই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, সৰ্গ ও ব্রহ্মিক সকল যাঁহার লোম, যাঁহার চক্ষু, রক্তবর্ণ ও বেগ অতি প্রচণ্ড, যিনি সৰ্ব্বজাতির ভয়ংকর ও আদিত্যের ন্যায় হুস্তে, কা। যিনি কখনই সন্মরে পরাজুখ হন না; এবং যিনি সকল পাপীর শাসনকর্তা; আমি সেই ভীষণদংষ্ট্রে উর্ধ্বরোমা স্কুল অগ্নিশিখোদ-

গারী ভয়ানকমূর্তি পাশহস্ত মৃত্যুসহচর শ্রেতাধিপতি যমকে দেখিয়াছি এবং তাঁহাকে বুদ্ধে পরাজয়ও করিয়াছি । হে দানব-রাজ ! তৎকালে আমার কোন ভয় বা ব্যথাই হয় নাই । আপনি যে পুরুষের কথা কহিতেছেন, কই আমি ত তাঁহাকে জানি না, অতএব আপনি বিশেষ করিয়া বলুন ।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিরোচননন্দন বলি কহিলেন, এই পুরুষ ত্রৈলোক্যের সৃষ্টিকর্তা ঐশ্বর্য নারায়ণ হরি । ইনি অনন্ত, কপিল, জিহ্বা ও মহাভ্রাতা নরসিংহ । ইনি ক্রতুধামা, শুধামা ও ভয়ঙ্কর পাশহস্ত । ইনি ষাদশ আদিত্য সদশ পুরাণ পুরুষোত্তম । ইনি নীলমেঘসঙ্কাশ সুরশ্রেষ্ঠ সুরাধিপতি । হে মহাবাহো ! ইনি জ্বালামালী, যোগী ও ভক্তজনপ্রিয় । এই ঐশ্বর্যই সৰ্বলোক সৃষ্টি ও পালন করিয়া থাকেন ; আবার ইনিই কাল হইয়া সমস্ত সংহার করেন । ইনিই যজ্ঞ, ইনিই রাজ্য এবং ইনিই চক্রাযুধধর হরি । ইনি সৰ্বদেবময়, সৰ্বভূতময়, সৰ্বলোকময়, সৰ্বজ্ঞানময়, সৰ্বরূপী, মহাভূজ, বলদেব, বীরহা, বীরচক্ষুস্থান, ত্রৈলোক্যেশ্বর এবং অবায় । মোক্ষাকাজী মুনিগণ সকলে ইঁহাকেই চিন্তা করিয়া থাকেন ; যে ব্যক্তি এই পুরুষকে জানিয়াছেন, তাঁহাকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না । ইঁহাকে স্মরণ, ইঁহাকে শ্রবণ এবং ইঁহার আরাধনা করিলে, ইঁহা হইতে সকলই প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

বলির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে রাবণের লোচন রক্ত-বর্ণ হইয়া উঠিল । অনন্তর মহাবল রাবণ অস্ত্র শস্ত্র উদ্যত করিয়া সেই মহাপুরুষকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিলেন । তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া মুঘলধারী ঐশ্বর্য নারায়ণ গনে ভাবিলেন, ত্রক্ষার প্রিয়সাধনার্থ এই পাপাত্মাকে এখন বিনাশ করিব না । রাম ! এইরূপ ভাবিয়া তিনি স্বীয় রূপ প্রকাশ করত অন্তর্জান হইলেন । রজনীচর রাবণ আর সে স্থানে সে পুরুষকে দেখিতে পাইলেন না । তখন তিনি উঠে আনন্দধ্বনি করিয়া পাতাল হইতে বহি-

গত হইলেন। যে পথে প্রবেশ করিয়াছিলেন, সেই পথেই নিকট হইলেন।

পঞ্চবিংশ গর্গ।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর চিন্তা করিয়া সূর্যালোকে গমন করিলেন। সূর্যের মনোরম প্রধান শূদ্রে রাজি বাপন করিয়া অবাধ আকাশে অবস্থিত সূর্য্যাসদৃশ ক্ষতগামী দিব্য পুষ্পকে আরোহণ পূর্ব্বক বিবিধ গতিতে সূর্যালয়ে উপস্থিত হইলেন। দেখিলেন তথায় দিব্যাকাঞ্চনকেশরধারী, রত্নাস্বরবিভূষিত সর্ষপাবন সর্ষ-ভেজোময় দেব দিবাকর অবস্থিতি করিতেছেন। দিব্যকুণ্ডল-মুগ্ধে তাঁহার বদনমণ্ডল সমুদ্ভাসিত। তিনি কেশর ও নিকা-ভরণ এবং রক্ত পঙ্কজ মালা ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার সর্ষাক রক্তচন্দনে অমূলিগু। তিনি সহস্র কিরণ বিকিরণ পূর্ব্বক সমুজ্জ্বল হইয়া আছেন। রাক্ষসরাজ সেই অনার্দী, অনন্ত, অমধ্য, উচ্চৈশ্রবাবাহন, দেবশ্রেষ্ঠ আদিদেব, লোকসাকী, জগৎপতি আদিত্যকে দর্শন করিয়া তাঁহার ভেজোবলে নিপীড়িত হইয়া প্রহস্তকে কহিলেন, হে অগাধ্য! তুমি আমার আজ্ঞাক্রমে যাইয়া সূর্য্যকে আমার এই আদেশ জ্ঞাপন কর, যে রাবণ বৃদ্ধার্ধ উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাকে যুদ্ধ দান কর, না হয়, বল যে আমি পরাজিত; এই উভয় পক্ষের এক পক্ষ অবলম্বন কর।

রাবণের বাক্যক্রমে রাক্ষস প্রহস্ত সূর্য্যের সমীপে গমন করিল; দেখিল পিঙ্গল ও দণ্ডী নামে দুই দ্বারপাল দ্বারদেশে স্তবস্থিতি করিতেছে। প্রহস্ত তাহাদিগকে রাবণের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া ভেজঃপ্রভায় প্রদীপিত হইয়া দ্বারদেশে অবস্থিতি করিতে লাগিল।

অনন্তর দণ্ডী রবির নিকট উপস্থিত হইয়া প্রণতি পূর্ব্বক সম্বাদ প্রদান করিল। ধীমান সূর্য্যদেব দণ্ডীর মুখে রাবণের

ব্রহ্মাণ্ড শ্রবণ করিয়া বিবেচনা পূৰ্ব্বক করিলেন, দণ্ডিন ! তুমি যাইয়া হয় রাবণকে জয় কর, না হয় বল যে আমি পরাজিত হইয়াছি । কালোচিত বোধে তোমার ঐ নিশাচরসম্বন্ধে বাহা কর্তব্য বোধ হইবে, তাহাই করিবে ।

সূর্য্যের আদেশক্রমে দণ্ডী মহাবল লঙ্কেশ্বরের নিকটে যাইয়া তাহাঁকে সূর্য্যের বাক্য জ্ঞাপন করিল । রাক্ষসরাজ দশানন দণ্ডীর মুখে সূর্য্যের বাক্য শ্রবণ করত নিজ নিজর ঘোষণা করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হইলেন ।

— (:) —

ষড়বিংশ সর্গ ।

অনন্তর লঙ্কেশ্বর মনোরম মেরুশৃঙ্গে রাজনীযাপন করিয়া চিন্তা পূৰ্ব্বক সোমলোকে যাত্রা করিলেন । যাইতে যাইতে দেখিতে পাইলেন, এক দিব্যমালাধারী দিব্যানুলেপনমণ্ডিত দিব্যপুরুষ-প্রধান প্রধান অপ্সরোগণে পরিসেবিত হইয়া রথারোহণে গমন করিতেছেন । তিনি রতিশ্রমে অপ্সরোদিগের কোড়ে তন্মিত্ত হইয়া তাহাদিগের চূষনে প্রবোধিত হইতেছেন । অনন্তর রাবণ ঐ স্থানে দেবর্ষি পর্বতকে দেখিতে পাইয়া কহিলেন, দেবর্ষে ! আপনকার মঙ্গল ত ? বাহা হউক্ আপনি আবশ্যক সময়েই উপস্থিত হইয়াছেন । এই যে ব্যক্তি অপ্সরোগণে পরিসৃত হইয়া নিলঙ্কের ন্যায় গমন করিতেছে, এবং উপস্থিত ভয় বুকিতে পারিতেছে না, এই ব্যক্তি কে ? রাবণের এই কথা শুনিয়া পর্বত উত্তর করিলেন, হে বৎস মহামতে ! প্রকৃত কথা বলিতেছি শ্রবণ কর । এই ব্যক্তি ব্রহ্মাকে তুষ্ট ও সৰ্ব্বলোক উপার্জন করিয়াছেন । এক্ষণে ইনি সুখময় উৎকৃষ্ট লোকে গমন করিতেছেন । রাক্ষসরাজ ! তুমি যেমন তপোবলে বিবিধ পুণ্যলোক উপার্জন করিয়াছ, এই পুণ্যকুণ্ড ব্যক্তিও সেইরূপ সৌগপান করিয়া কুর্গোপার্জিত পুণ্যলোকে গমন করিতেছেন ।

রাক্ষসশার্ঙ্গ! তুমি বীর এবং ভোমার পরাক্রম অব্যর্থ; বল-
বান্ ব্যক্তিগণ দৈবশ পুণ্যাদিগের প্রতি ক্রুদ্ধ হন না। অনন্তর
রাবণ এক মহাকার মহানগসম্পন্ন রথ দেখিতে পাইলেন। ঐ
রথ স্বীয় প্রভায় যেন জ্বলিতেছিল, এবং ভিতরে গভীর বাদিতের
শব্দ হইতেছিল। তখন দশানন ঋষিকে পুনর্বার জিজ্ঞাসা করি-
লেন, দেবর্ষে! কে ঐ সমুজ্জ্বল কাঙ্ক্ষি মহাভূতি পুরুষ স্তম্ভুর গান
ও নৃত্যকারী কিম্বদন্তি পরিবেষ্টিত হইয়া গমন করিতেছেন।
ভাষার বাক্য শ্রবণ করিয়া মুনিসত্তম পর্ষত কহিলেন, এই ব্যক্তি
শূর ও যোদ্ধা; সংগ্রামে ইনি কখনই পরাজিত হন নাই। এই
রণবিজয়ী কুতী শূর পুরুষশ্রেষ্ঠ এক্ষণে প্রভুর জন্য সময়ে প্রস্তুত
ও বিবিধ প্রহারে অর্জরীকৃত হইয়া যুদ্ধে অনেকের প্রাণ সংহার
করিয়াছেন; অবশেষে বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত যুদ্ধে জীবন
বিগর্জন পূর্বক ইন্দ্রালয়ে বা অন্য কোন পুণ্যলোকে গমন করি-
তেছেন; কিম্বদন্তিগণ সকল নৃত্যগীতাদি দ্বারা এই নরশ্রেষ্ঠের
পরিচর্যা করিতেছে। রাবণ পুনর্বার জিজ্ঞাসী করিলেন, সূর্য্য-
সন্নিভ আভার কোন ব্যক্তি গমন করিতেছেন? রাবণের বাক্য
শ্রবণ করিয়া পর্ষত উত্তর করিলেন, রাজন! ঐ যে সর্গসুবর্ণ-
ময় বিমানে বিচিত্রবাসা বিচিত্রভূষণধারী চন্দ্রানন পুরুষ দৃষ্ট
হইতেছেন, মহারাজ! উনি সূবর্ণদান করিয়াছিলেন; এক্ষণে
অসীমকাঙ্ক্ষি ধারণ পূর্বক শীত্ৰগামী বিমানযোগে গমন করিতে-
ছেন। পর্ষতের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে ঋষি-
সত্তম! এই যে সকল রাজা গমন করিতেছেন, আপনি বলুন,
আমি আজ যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছি, ইহার মধ্যে কোন রাজা
আমাকে যুদ্ধ দান করিতে পারিবেন। হে ধর্ম্মজ! আপনি
ধর্ম্মানুসারে আমার পিতৃস্বরূপ; অতএব আপনি তাদৃশ ব্যক্তিকে
বলিয়া দিউন। রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া পর্ষত উত্তর
করিলেন, মহারাজ! এই সকল রাজা স্বর্গার্থী; যুদ্ধার্থী নহেন।
যে ব্যক্তি আপনাকে যুদ্ধদান করিতে পারিবেন বলিতেছি শ্রবণ

কর। মাক্কাভা নামে বিখ্যাত যে সপ্তদ্বীপেশ্বর মহাবল মহা-
রাজ, তিনিই তোমায় যুদ্ধ দান করিবেন। পর্ত্তের বাক্য
শ্রবণ করিয়া রাবণ কহিলেন, হে সূত্রভ ! আপনি আমাকে
বলুন, সেই রাজা কোথায় অবস্থিতি করেন। সেই নরশ্রেষ্ঠ
যেখানে, আমি এখনি সেই স্থানেই যাইব। রাবণের বাক্য
শুনিয়া পর্ত্ত মুনি উত্তর করিলেন, যুবনাথের পুত্র আসমুদ্র পৃথি-
বীর জ্যেষ্ঠা রাজশ্রেষ্ঠ মাক্কাভাও এখনি এই স্থানে আগমন করি-
বেন। বলিতে বলিতেই ত্রিলোকমধ্যে বরলাভদপি ত মহাবাহু
রাবণ দেখিতে পাইলেন, সপ্তদ্বীপের অধীশ্বর মহাবীর নরোত্তম
অযোধ্যাধিপতি দিব্যগন্ধ ও মালাবুলেপন ধারণ পূৰ্ণক অনুপম
রূপে দীপ্তিমান হইয়া ইস্ত্রের বিমান সদৃশ ভাস্বর বিচিত্র কাঞ্চন-
বিমানারোহণে গমন করিতেছেন। দেখিয়াই দশগ্রীব তাঁহাকে
কহিলেন, আমাকে যুদ্ধ দান কর। এই কথা শুনিয়া রাজা
মাক্কাভা হাস্য পূৰ্ণক দশাননকে কহিলেন, নিশাচর ! যদি
জীবন তোমার অভীষ্ট না হয়, তাহা হইলে আমার সহিত যুদ্ধ
কর। মাক্কাভার কথা শুনিয়া রাবণ কহিলেন, তুমি ত মানুষ ;
যে রাবণ বরুণ, কুবের ও যমের সহিত সমর করিয়া ব্যাধিত হয়
নাই, সে তোমাকে ভয় করিবে কেন ? এই কথা কহিয়া রাক্ষস-
রাজ কোধে প্রজ্বলিত হইয়া রণদুর্মদ রাক্ষসদিগকে সংগ্রামার্থ
আদেশ করিলেন। অনন্তর দুর্য্যো রাবণের রণবিশারদ অমাত্য-
গণ ক্রুপিত হইয়া শরজাল বর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। তখন
বলশালী রাজা মাক্কাভা শিলাশাণিত কক্কাপত্র বাঘগণ দ্বারা
প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহোদর, বিরূপাক্ষ ও অকম্পন প্রভৃতিকে
আঘাত করিলেন। অনন্তর প্রহস্ত বাণবর্ষণ করিয়া নৃপতিকে
আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল ; কিন্তু বাণ সকল নিকটে না আসিতে
আসিতেই রাজসত্তম মাক্কাভা সমস্ত ছেদন করিলেন। অগ্নি
কর্তৃক ভূগরাশির ন্যায়, মাক্কাভা কর্তৃক রাক্ষসগৈর্য্য শত শত
ভূবৃগী, ভঙ্গ, ভিন্দিপাল ও তোমর দ্বারা দগ্ধ হইতে লাগিল।

অনন্তর নৃপবর অধিকতর কুপিত হইয়া, কাৰ্ত্তিকের যেমন ক্রৌঞ্চ-
 পৰ্ব্বতকে, প্রহস্তকে তেমন পঞ্চ মহাবেগসম্পন্ন তোমর দ্বারা
 বিদ্ধ করিলেন । তাহার পর সাক্ষাৎ যমোপম এক মুদগর বার-
 যার ঘূর্ণন করিয়া তিনি রাবণের রথের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন ;
 মুদগর মহাবেগে ঘাইয়া বজ্রের ন্যায় রাবণের রথোপরি পড়িত
 হইল এবং ইন্দ্রযজ্ঞের ন্যায় রাবণকে রথ হইতে নিপাতিত
 করিল । তখন পূর্ণচন্দ্রসদৃশ লবণসাগরের 'জলপ্রবাহের ন্যায়
 রাজা মাক্ষাতার ঘর্ষ ও বল বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল । অনন্তর সমস্ত
 রাক্ষসসৈন্য হতজ্ঞান হইয়া গাহাকার করিয়া উঠিল । এবং
 রাক্ষসরাজের চতুর্দিক বেষ্টন পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল ।
 অনেক ক্ষণের পর চেতনা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া লঙ্কেশ্বর লোকরাবণ
 রাবণ মাক্ষাতার কলেবর বিদ্ধ করিতে লাগিলেন । তাহাতে
 রাজা মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন । তাঁহাকে মুচ্ছাপন্ন দর্শন করিয়া
 মহাবল রাক্ষসগণ সিংহনাদ করিয়া উঠিল এবং বিবিধ বাক্য ও
 ভাবভঞ্জে আনন্দপ্রকাশ করিতে লাগিল । এদিকে মুহূর্ত্ত
 মধ্যেই চেতনা লাভ করিয়া নৃপতি মাক্ষাতা দেখিলেন, অমাত্য
 বর্গ ও নিশাচরগণ শক্রর পূজা করিতেছে । দেখিয়াই তিনি ক্রুদ্ধ
 হইয়া উঠিলেন এবং চন্দ্রার্কসদৃশ কাস্তি ধারণ পূর্বক মহাশর-
 জাল বর্ষণ করিয়া রাক্ষসসৈন্য ক্ষয় করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 তাঁহার শরাসনের ও বাণের শব্দে সমস্ত রাক্ষসসৈন্য সাগরের
 ন্যায় অস্থির হইয়া উঠিল । এইরূপে নররাক্ষসের ভূমূল সমর
 হইতে লাগিল । অনন্তর নররাজ ও রাক্ষসরাজ বীরাসনে অবস্থিত
 হইয়া শরাসন ও খড়্গ হস্তে রণস্থলে অবতীর্ণ হইলেন । মাক্ষাতা
 রাবণকে ও রাবণ মাক্ষাতাকে বিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন ।
 উভয়েই মহাক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া শর বর্ষণ করিতে থাকিলেন ।
 পরস্পরকে বিদ্ধ করিয়া উভয়েই প্রহারে কতবিস্কৃত হইয়া পড়ি-
 লেন । রাবণ কার্ম্মকে রোদ্ভাস্ত্র সজ্জান করিয়া পরিত্যাগ করি-
 লেন । রাজা মাক্ষাতা আগ্নেয়াস্ত্র দ্বারা ঐ অস্ত্র নিবারণ করি-

লেন । দশমীব গান্ধারীজ্ঞ নিষ্কেপ এবং মাক্ধাতা বাক্ধারীজ্ঞ দ্বারা উহা নিবারণ করিলেন । অবশেষে মাক্ধাতা সৰ্বলোকভয়ঙ্কর ব্রহ্মাঙ্গ গ্রহণ করিলেন । রাবণও তপস্যা দ্বারা আরাধিত রুদ্র-দেবের বরলব্ধ ত্রিলোকভয়ঙ্কর দিব্য পাশুপত অস্ত্র গ্রহণ করিলেন । ত্রিলোকের ভয়ঙ্করক এই ঘোররূপ মহাস্ত্র দর্শন করিয়া, চরাচর সমস্ত ভূত দ্রুত হইয়া উঠিল । সচরাচর ত্রৈলোক্য কম্পিত হইতে লাগিল ; দেবতারাও সকলে কম্পিত হইতে থাকিলেন । নাগলোক সমস্ত লুপ্তাশ্রিত হইল ।

অনন্তর ধ্যানযোগে দেখিতে পাইয়া মুনিশাৰ্দূল পুলস্ত্য ও গালব উভয়ে এই স্থানে উপস্থিত হইয়া তিরস্কার পূর্বক রাজসত্তম মাক্ধাতা ও রাক্ষসরাজ রাবণকে নিবারণ করিলেন । তখন মাক্ধাতা ও রাবণ পরস্পর গিত্ত্বতা সংস্থাপন পূর্বক আনন্দিত হইয়া, যিনি যে পথে আগমন করিয়াছিলেন, তিনি সেই পথেই প্রস্থান করিলেন :

— :: —

সপ্তবিংশ অধ্যায় ।

সতর্বিদ্বজ্ঞ প্রস্থান করিলে পর রাক্ষসাধিপতি রাবণ বায়ু-মার্গের প্রথম অংশ দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিলেন । এই স্থানে সৰ্বগুণাশ্রিত হংসগণ বাস করে । তাহার পর তিনি বিত্তীয় অংশে আরোহণ করিলেন ; উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন । এই স্থানে ত্রিবিধ মেঘ এবং ত্রিবিধ আগ্নেয় ও ব্রাহ্ম পক্ষী সকল একত্রিত হইয়া অবস্থিতি করে । অনন্তর দশানন বিত্তীয় হইতে তৃতীয় অংশে আরোহণ করিলেন ; উহারও পরিমাণ দশ সহস্র যোজন , মনস্বী সিদ্ধ ও চারণগণ এই স্থানে বাস করেন । গহ্বর তৃতীয় কক্ষা অতিক্রম পূর্বক রাক্ষসরাজ চতুর্থকক্ষায় আরোহণ করিলেন ; ভূত ও বিনায়কগণ এই কক্ষায় বসতি করে । অনন্তর দশানন গহ্বর পঞ্চম কক্ষায় আরোহণ

করিলেন, উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। এই কক্ষায় সরিষা গজা প্রবাহিত হইতেছেন; এবং কুমুদাদি কুঞ্জরগণও এই কক্ষায় বাস করে। এই সকল কুঞ্জরই জলধারা বর্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা গজাতোয়ে ক্রীড়াশীকর সকল পরিত্যাগ করে। তদনন্তর ঐ সকল শীকর রবিকিরণযোগে পরিজষ্ট ও বায়ু দ্বারা স্নিগ্ধীকৃত হইয়া পুণাজলরূপে পতিত হয় এবং হিমও বর্ষণ করে। রাখব! রাখব এই পঞ্চম বায়ুকক্ষা অতিক্রম পূর্বক ষষ্ঠ কক্ষায় আরোহণ করিলেন। উহারও পরিমাণ দশসহস্র যোজন। গরুড় জ্যোতি ও বান্ধবগণে পুঞ্জিত হইয়া ঐ কক্ষায় বাস করে। এই দশ সহস্র যোজনের উর্দ্ধে উখিত হইয়া দশানন সপ্তম কক্ষায় আরোহণ করিলেন; ঐ স্থানে সপ্তর্ষিগণ বাস করেন। তদনন্তর পুনর্বার দশ সহস্র যোজন অতিক্রম করিয়া দশপ্রোব অষ্টম কক্ষায় উপস্থিত হইলেন। আকাশগঙ্গানামে বিখ্যাতা গজা এই কক্ষায় মহাশঙ্কে মহাবেগে প্রবাহিত হইতেছে। বায়ু আদিভ্যাপথে এই আকাশগঙ্গাকে ধারণ করিয়া আছেন। অষ্টম কক্ষার পর চন্দ্রমা অবস্থিতি করিতেছেন। ঐ স্থানের পরিমাণ অশীতি সহস্র যোজন। ভগবান্ চন্দ্রমা গ্রহনক্রমগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ঐস্থানে অবস্থিতি করিতেছেন। চন্দ্রমণ্ডল হইতে বহির্গত হইয়া শত সহস্র কিরণ লোক সকল আলোকিত করিয়া সর্গভূতের সুখসাধন করিতেছে।

দশাননকে দেখিয়াই চন্দ্রমা যেন প্রস্থলিত হইয়া উঠিলেন, এবং তৎক্ষণাৎ শীতাপ্তি দ্বারা রাখবকে দগ্ধ করিতে লাগিলেন। রাখবের অমাত্যগণ শীতাপ্তিভয়ে পীড়িত হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইল না। তখন জয় শব্দ উচ্চারণ করিয়া গ্রহস্ত রাখবকে কহিল, রাজন্! আমরা শীতে নিহত হইলাম; অতএব এস্থান হইতে আমরাগিকে নিরুত্ত হইতে হইল। রাজন্! চন্দ্রের রশ্মিপ্রভাবে রাক্ষসেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছে; শীতাপ্তির স্বভাবই এই যে তিনি দহনাজক। গ্রহস্তের এই বাক্য

জবণ করিয়া রাবণ কোণে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিলেন । এবং শরাস-
ন উদাত্ত করিয়া বিস্ফারণ পূর্বক নারাতমুহ দ্বারা চন্দ্রমাকে
বিক্ষ করিতে লাগিলেন । এই সময় ব্রহ্মা সহস্র চন্দ্রলোকে উপ-
স্থিত হইয়া রাবণকে কহিলেন, সাক্ষাৎ বিশ্রবার পুত্র মহাবাহো
দশগ্রীব ! তুমি সহস্র এই স্থান হইতে গমন কর ; মৌম্য !
চন্দ্রমাকে পীড়ন করিও না । মহাছাতি দ্বিজরাজ নিয়ত লোকের
হিতার্থী আমি তোমাকে এক মন্ত্র প্রদান করিতেছি ; প্রাণ-
ভাগ উপস্থিত হইলে, এই মন্ত্র তোমার অবলম্বন হইবে । যে
ব্যক্তি নিত্য এই মন্ত্র স্মরণ করে, তাহার মৃত্যুভয় থাকে না ।
এই কথা শুনিয়া দশানন কৃতাজ্জলিপুটে দেব কমলযোনিকে
কহিলেন, হে লোকনাথ ! হে মহাব্রত ! হে দেব ! হে ধার্মিক !
যদি আপনি আমার প্রতি ভুট্ট হইয়া থাকেন এবং যদি আমাকে
মন্ত্র প্রদান করেন, তাহা হইলে আমাকে মন্ত্র প্রদান করুন ।
মহাভাগ ! আমি ঐ মন্ত্র জপ করিয়া সকল দেবতারই ভয় হইতে
নিকৃতি পাইতে পারিব । হে দেবেশ ! আমি আপনার
প্রসাদে সমস্ত অসুর, দানব এবং পতত্রিদিগেরও অজেয় হইব,
সন্দেহ নাই । এই কথা শুনিয়া ব্রহ্মা দশাননকে কহিলেন,
সাক্ষগাধিপতে ! তোমার প্রাণ সঙ্কট উপস্থিত হইলেই এই মন্ত্র
জপ করিবে ; নিত্য জপ করিবে না । সাক্ষসরাজ ! অক্ষমূত্র
গ্রহণ করিয়া এই শুভ মন্ত্র জপ করিবে ; জপ করিলেই তুমি
অজেয় হইবে । কিন্তু জপ না করিলে তোমার সিদ্ধি হইবে না ।
মন্ত্র বলিতেছি শ্রবণ কর ; মন্ত্র জপ করিলেই তুমি সমস্ত বিজয়-
লাভ করিতে পারিবে ।—হে দেবদেবেশ ! হে সুরাসুরনগকৃত !
তোমাকে নমস্কার । হে ভূতভব্য ! হে মহাদেব ! হে হরিপিঙ্গল-
লোচন ! তুমি বালক অথচ রুদ্ধরূপী ; ব্যাজ্জর্ষ্ম তোমার পরি-
ধেয় ও উত্তরীয় । তুমি অচ্চরিত দেবতা ; তুমি ত্রৈলোক্যের
প্রভু ও ঈশ্বর । তুমি হর, হরিতনেমী, যুগাস্ত্রাঘি ও বলদেব ।
তুমি গণেশ, তুমি লাক্ষ্মী, তুমি লোকপাল, তুমি মহাভূজ ।

তুমি মহাভাগ, মহাশূলী, মহাদংষ্ট্রী, মহেশ্বর । তুমি কাল, বল-
রূপী, নীলকণ্ঠ, মহোদর । তুমি দেবাস্তক, তপোভূত, পশুপতি
ও অব্যয় । তুমি শূলপানি, রম্যকেশ, নেতা, গোপ্তা, হর ও হরি ।
তুমি জলী, মুণ্ডী, শিখণ্ডী, কুলজী, মহাযশা, ভূতেশ্বর, গণাধক্ষ,
সর্গাত্মা, সর্গভাবন, সর্গগত, সর্গহারী, স্রষ্টা ও অব্যয়গুরু । তুমি
দেব, কমণ্ডলুধর, পিণাকী, ধ্বজটির মাননীয়, চণ্ড, ওঁকার, বরিস্ত,
জ্যোষ্ঠ, সামগাতা, মৃত্যু, মৃত্যুভূত, পারিবাছ ও মৃত্যুত । তুমি
ব্রহ্মচারী, গুহাবাসী, বীণাবান, পণববান, ও ভূগবান । তুমি
অমর ও বালসূর্য্যাদৃশ দর্শনীয় । তুমি শ্রবানবাসী ভগবান
উমাপতি ও অনিন্দিত । তুমি ভগদেবের অক্ষিবিনিপাতক ও
পুষ্যর দশননাশন । তুমি স্বরহর্ষা, পাশহস্ত, হার ও কাল ।
তুমি উদ্ধামুখ, অগ্নিকেশ, মুনি, দীপ্ত ও বিশাম্পতি । তুমি
উন্মাদকারী ও বেপনকারী ; তুমি চতুর্থ ও লোকসত্তম । তুমি
বামন, বামনদেব ও শাক্‌প্রদক্ষিণ শমন । তুমি ভিক্ষু, ভিক্ষুরূপী,
ত্রিভুজী ও স্বয়ংকুটিল । তুমি ইন্দ্রের হস্তস্তম্বনকর্ত্তা ও বসুদিগের
স্তম্বনকারী । তুমি ঋতু, ঋতুকর, কাল, মধু ও গধুকর । তুমি
বানস্পত্য, বাজসন ও নিয়ত সর্গাশ্রমপূজিত । তুমি জগতের
ধাতা ও কর্ত্তা । তুমি পুরুষ, শাস্ত্র ও সত্য । তুমি ধর্ম্মাধক্ষ,
বিরূপাক্ষ, ত্রিধর্ম্মা, ভূতভাবন, ত্রিণেত্র, বহুরূপ ও অযুত সূর্য্য-
প্রভ । তুমি দেবদেব, অতিদেব ও চন্দ্রচিহ্নিতজটাধারী । তুমি
নর্জক, লাসক, পূর্ণেন্দুগদ্যবক্তৃ ; ব্রহ্মণ্য, শরণ্য, সর্গজীবনর,
সর্গভূতিনিদাও সর্গবন্ধবিমোক্ষক । তুমি মোহন, বন্ধন ও
সর্গদা মহানিধন স্বরূপ । তুমি পুষ্পদন্ত, বিভাগ, মুখ্য, সর্গগর,
হরিশ্রষ্টা, ধনুর্ধারী, ভীম ও ভীমপরাক্রম ।

দখানন ! আগি এই একশত অষ্টসংখ্যক পবিত্র পুণ্যনাম
কীর্তন করিলাম । ইহা সর্গপাপহর, পুণ্যজনক ও রক্ষার্থীদিগের
রক্ষাবিধাতা । জপ করিলে এই সকল নাম শত্রুবিনাশ করে ।

অষ্টাবিংশ সর্গ।

লোকপিতামহ কমলযোনি রাবণকে উত্তরূপ বর প্রদান করিয়া গহ্বর ব্রহ্মলোকে প্রত্যাগমন করিলেন। রাবণও বরপ্রাপ্ত হইয়া চক্ষুলোক হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইলেন।

কিছুকাল পরে লোকরাবণ রাবণ অমাত্যদিগের সমভি-
বাহারে পশ্চিমসাগরে উপনীত হইলেন। দেখিলেন, ঐ সাগরের
দ্বীপে এক পাবকপ্রাতিম জাম্বুনদসমপ্রভ মহাপুরুষ একাকী অব-
স্থিতি করিতেছেন। তাঁহার আকার প্রলম্বাশ্রিত ন্যায় ভয়ংকর।
দেবগণের মধ্যে যেমন মহাদেব, গ্রহদিগের মধ্যে যেমন দিবাকর,
শরভদিগের মধ্যে যেমন সিংহ, হস্তিদিগের মধ্যে যেমন ঐরা-
বত, পক্ষী সকলের মধ্যে যেমন সুরমেরু এবং বৃক্ষের মধ্যে যেমন
পারিজাত, পুরুষের মধ্যে তেমনি সেই মহাবল পুরুষকে দর্শন
করিয়া মহাবল দশগ্রীব কহিলেন, আমায় বুদ্ধ দান কর। তাঁহার
লোচন সকল গ্রহমালার ন্যায় ঘূর্ণিতে লাগিল; এবং দন্তসংদশন
জন্য বজ্রের ন্যায় শব্দ হইয়া উঠিল। তিনি অমাত্যদিগের
সমভিবাহারে গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, এবং বিবিধ শব্দে গর্জ্জন
করিতে করিতে ঐ লম্বহস্ত, ভীষণমূর্তি, করালদংষ্ট্রাসম্পন্ন, বিক-
টাকার, কস্মগ্রীব, বিশালবক্ষা, ভেকোদর, সিংহবদন, টেকলাস-
শিখরসঙ্কাশ, পদ্মসদৃশ রক্তিমচরণ, রক্তভালু, রক্তহস্ত, মহানাদ-
সম্পন্ন, মহাকায়, মন-ও বায়ুর ন্যায় বেগশালী; করালরূপী,
বক্তৃগীর, ঘণ্টানিবদ্ধচামরধারী, শিখাজ্বালপরিব্যাপ্ত, কিকিণী-
জ্বালের শব্দসদৃশ, কণ্ঠে লম্বমান পদ্মমাল্যধারী, সাক্ষাৎ ঋগ্-
বেদের ন্যায় শোভাসম্পন্ন; পদ্মমালাবিভূষিত, অঞ্জনগিরি-
সঙ্কাশ, সুবর্ণগিরিসদৃশপ্রভাসম্পন্ন মহাপুরুষকে উপযায়গণি শূল,
শক্তি, ঋষ্টি ও পটিংগ সকল প্রহার করিতে লাগিলেন। যেমন
ভরকূট আক্রমণে সিংহ, রুষের আক্রমণে হস্তী, নাগেশ্বরদিগের
লাঞ্ছন্যে সুরমেরু এবং নদীর বেগে মহাসাগর বিচলিত হয় না,

মহাপুরুষ তেমনি গ্রাহারে কম্পিত না হইয়া দশাননকে কহিলেন
 দুর্মতে নিশাচর ! তোমার যুদ্ধস্পৃহা নিবারণ করিব। রাম
 রাবণের যেথাকার সর্বলোকভয়ঙ্কর বেগ ছিল ; তাদৃশ মহান
 মহান্বেগে এই পুরুষে বর্তমান। জগতের সর্বসিদ্ধির হেতুভূত
 ধর্ম ও তপস্যা তাঁহার উরুযুগল ; সম্মুখ তাঁহার শিশু, বিশ্বদেব-
 গণ তাঁহার কটিদেশ, মরুদগণ তাঁহার বস্তির উভয় পার্শ্বে, অষ্টবসু
 তাঁহার মধ্যভাগে, সমুদ্র সকল তাঁহার কক্ষদেশে, দিক্ সকল
 তাঁহার পার্শ্বাদিভাগে, মারুত সমুদায় তাঁহার সক্ষিস্থল সকলে,
 ভগবান্ রুদ্র তাঁহার পৃষ্ঠে ও ব্রহ্মা তাঁহার হৃদয়ে অবস্থিতি
 করিতেছেন। পিতৃগণ তাঁহার পৃষ্ঠ এবং পিতামহগণ তাঁহার
 হৃদয় আশ্রয় করিয়া আছেন। গোদান, ভূমিদান, সুবর্ণদান
 ও বরদানাদি পুণ্যকর্ম সকল তাঁহার কক্ষলোম ; এবং হিমালয়
 হেমকূট, মন্দর ও মেরু তাঁহার অস্থি। বজ্র তাঁহার করতল ; ও
 আকাশ তাঁহার দেহ। নক্ষা ও জলবাহী সেনা সকল তাঁহার
 গ্রীবায়, দাতা ও বিদাতা তাঁহার দুই বাহুতে অবস্থিতি করিতে-
 ছেন। অনন্ত, বায়ুকি, বিশালাক্ষ, ইরাবত, কশ্বল, অশ্বতর, কর্কো-
 টক, ধনঞ্জয়, ঘোরনিষ তক্ষক ও উপতক্ষক এই সকল বিষবীর্যোদ্-
 গারী নাগ হস্তের নখ আশ্রয় করিয়া আছে। অগ্নি তাঁহার মুখ,
 রুদ্রগণ তাঁহার স্কন্ধে এবং পক্ষ, মাস, বৎসর ও ঋতু সকল
 তাঁহার দণ্ডে, পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তাঁহার নাসারন্ধ্রে, এবং
 বায়ু সকল তাঁহার রক্তসমূহে অবস্থিতি করিতেছেন। নীলাপাণি
 দেবী সরস্বতী তাঁহার গ্রীবা, অশ্বিনীকুমারযুগল তাঁহার দুই কর্ণ
 এবং সূর্য্য ও চন্দ্র তাঁহার দুই নেত্র। রাম ! নিখিল বেদাঙ্গ,
 যজ্ঞ, তারকাপুঞ্জ, সাধুবাণ্য, তেজ ও তপস্যা, এই সকলও
 এই পুরুষের শরীর আশ্রয় করিয়া অবস্থিতি করিতেছে।

অনন্তর এই পুরুষ অবলীলাক্রমে রাবণকে বজ্রহস্তে গ্রাহার
 করিলেন। হস্তগ্রাহারে নিপীড়িত হইয়া দশানন ভৎসনমাত্রে
 ধবাতলে পতিত হইলেন। রামস পতিত হইল দেখিয়া ঋগ্বেদ-

প্রতিম, পর্কতগন্নিভ, পদ্মমালাবিভূষিত ঐ মহাপুরুষ অন্যান্য
 নাক্ষত্রদিগকে বিদ্রাবিত করিয়া নিজবাগভবন পাতালতলে
 প্রবেশ করিলেন । অবিলম্বেই গাত্রোথান করিয়া দশগ্রীব
 অমাত্যবর্গকে আহ্বানপূর্ব্বক করিলেন, হে প্রহস্তু ! হে শুক
 সারণ প্রভৃতি অমাত্যগণ ! সেই পুরুষ অকস্মাৎ কোথায় গমন
 করিল, বল । রাবণের এই কথা শুনিয়া নিশাচরগণ উত্তর
 করিল, দেবদানবের দর্পহারী সেই নর পাতালতলে প্রবেশ
 করিয়াছে । এই কথা শ্রবণ করিয়াই দুর্মতি দশানন বিক্রম-
 সংগ্রহ পূর্ব্বক সর্পের প্রতি গরুড়ের ন্যায়, বেগে গভ্বর বিলদ্বারে
 উপস্থিত হইলেন এবং নির্ভয়ে তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন ।
 প্রবেশ করিয়া তিনি নীলাঞ্জনচয়োপম, কেয়ূরধারী, শূর,
 রক্তমালা বিভূষিত, রক্তানুলেপনে অনলিঙ্গ, বিবিধ সুবর্ণ
 ও রত্নালঙ্কারে অলংকৃত পুরুষদিগকে দেখিতে পাইলেন ।
 দেখিলেন, এইরূপ তিনকোটি মহাস্রা তথায় নৃত্য করি-
 তেছেন । তাঁহারা সকলেই 'নিভীকচিত্ত ও সুন্দরমূর্তি ;
 যেন পাবকের ন্যায় প্রভা বিস্তার করিতেছেন । ভীম পরাক্রম
 দশানন ঈদৃশ তিনকোটি মহাস্রার মধ্যে পতিত হইয়াও ভীত
 হইলেন না ; দ্বারে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহাদিগের নৃত্য দর্শন
 করিতে লাগিলেন । তিনি ইতিপূর্বে যেনরকে দর্শন করিয়া-
 ছিলেন, চতুর্দিকেই সেইরূপ পুরুষদিগকে দর্শন করিতে
 লাগিলেন ; তাঁহাদিগের সকলেরই একই বর্ণ, একই বেশ ও
 একই রূপ । সকলেই মহাতেজস্বী ; সকলেই চতুর্ভুজ এবং সক-
 লেই মহোৎসাহসম্পন্ন । স্বয়ম্ভুব নিকট বস প্রাপ্ত হইলেও,
 এই সকল পুরুষকে দর্শন করিয়া দশাননের গাত্র লোমাঞ্চিত
 হইয়া উঠিল ; তিনি গভ্বর ঐ স্থান হইতে বহির্গত হইলেন ।
 বহির্গত হইয়া আর এক স্থানে দেখিতে পাইলেন, এক সুধাধব-
 লিত ভবন মধ্যে মহাহ'পর্য্যাক্ষোপরি এক পরম পুরুষ শয়ন
 পূর্ব্বক পানকে মুখগুণ্ডল অবগুষ্ঠিত করিয়া নিদ্রা যাইতেছেন ।

দিব্যমাল্যহারিনী, দিব্যচন্দনলিঙ্গা, দিব্যাতরঙ্গভূষিতা, দিব্যাস্বর-
ধরা, ত্রৈলোক্যের ললামভূতা, পদ্মহস্তা ত্রিলোকসুন্দরী লক্ষ্মীদেবী
বালব্যঞ্জন হস্তে তাঁহার পার্শ্বে উপবেশন করিয়া শোভা পাইতে-
ছিলেন। সচিবগণ কেহই সঙ্গে ছিল না, তথাপি দুর্দ্দশা দশানন
ঐ ভবনমধ্যে প্রবেশ করিয়া, সিংহাসনোপবিষ্টা চাক্ৰহাসিনী
সাক্ষীকে দর্শন করত মন্থকের বশীভূত হইয়া, কালপ্রেরিত ব্যক্তি
বেশন স্তম্ভ সর্পকে ধারণ করিতে যায়, তেমনি তাঁহার হস্ত ধারণ
করিতে উদ্যুক্ত হইল। অমনি ঐ ব্যাপার অবগত হইয়া পার-
কাবলুঠিত মহাবাহু পরম পুরুষ অবলুষ্ঠনবসন অপসারণ পূর্বক
নিশাচর রাবণের প্রতি দৃষ্টিক্ষেপ করত উচ্চৈঃশব্দে হাস্য করিয়া
উঠিলেন। লোকরাবণ রাবণ অকস্মাৎ তাঁহার তেজে প্রদীপ্ত
হইয়া ছিন্নমূল রক্তের ন্যায় ভূমিতে নিপতিত হইলেন। রাবণ
পতিত হইলেন, দেখিয়া পুরম পুরুষ কহিলেন, হে রাক্ষসশ্রেষ্ঠ !
গাত্ৰোত্থান কর ; আপাততঃ তোমার মৃত্যু হইতেছে না ; প্রজা-
পতির বাক্য রক্ষা করা কর্তব্য ; নিশাচর ! সেই জন্যই এখন
জীবিত রহিয়াছ। রাবণ ! তুমি নির্ভয়ে গমন কর ; এক্ষণে
তোমার মরণ হইতেছে না। অনন্তর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া 'দেব-
কটক রাবণ ভীত হইয়া পড়িলেন ; এবং পরম পুরুষের বাক্য
শ্রবণ পূর্বক গাত্ৰোত্থান করিয়া লোমাঞ্চিতকলেবরে তাঁহাকে
কহিলেন, হে বীর্যশালিন ! আপনি কে ? দেখিতেছি, আপনি
প্রলয়াগ্নিসদৃশ। দেব ! বলুন আপনি কে, কোথা হইতে আসিয়া
এই স্থানে অবস্থিতি করিতেছেন ? দুরাস্তা রাবণ এইরূপ
জিজ্ঞাসা করিলে পর, দেব হাস্য করিয়া জলদগন্তীর স্বরে উত্তর
করিলেন, দশগ্রীব ! আমার পরিচয়ে তোমার প্রয়োজন কি ;
অবিলম্বেই তুমি আমার হস্তে বিনষ্ট হইবে। এই কথা শুনিয়া
দশগ্রীব কৃতাজলিপুটে পুনর্বার কহিলেন, প্রজাপতির বর আছে,
আমায় মৃত্যুর পথবর্তী হইতে হইবে না। অন্যের কথা কি,
দেবতাদিগের মধ্যেও আমার সমান কেহই উৎপন্ন হন নাই,

হইবেনও না । এমন কে আছে যে নিজবীৰ্য্যবলে প্রজাপতির
বাক্য লঙ্ঘন করিতে পারে ? প্রজাপতির বাক্যের অন্যথা নাই ;
তদ্বিময়ে চেষ্টা করা নিরর্থক । ত্রৈলোক্যে এরূপ ব্যক্তিকে
দেখিতে পাই না যিনি আমার বর বিফল করিতে পারেন । হে
দেবশ্রেষ্ঠ ! আমি অমর ; সেই জন্যই আমি আপনাকে ভয়
করি নাই । যাহা হউক, যদি আমার মৃত্যুই হয়, তাহা হইলে যেন
আপনার ভিন্ন অন্যের হস্তে না হয় । প্রভো ! আপনার হস্তে
সমুদ্রই আমার পক্ষে বশঙ্কর, সুতরাং স্লামণীয় ।

অনন্তর ভীমবিক্রমশালী দশানন ঐ পরম পুরুষের শরীর
মধ্যে সচরাচর ত্রৈলোক্য দেখিতে পাইলেন । আদিত্যগণ,
সরস্বতীগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, অশ্বিনীকুমারগণ, রুদ্রগণ, পিতৃগণ,
নগ, কুবের, সমুদ্র সকল, পৰ্ব্বত সকল, সমস্ত বেদ, সমস্ত বিদ্যা,
তিন অগ্নি, গ্রহগণ, তারাগণ, আকাশ, সিদ্ধগণ, গন্ধৰ্ব্বগণ, চারু-
গণ, বেদবিৎ মহর্ষিগণ, গরুড়, ভুমঙ্গগণ এবং অন্যান্য দেবতা,
দৈত্য ও রাক্ষসগণ সমস্তই সেই শয়ান পরম পুরুষের দেহমধ্যে
সুস্থরূপে অবস্থিতি করিতেছে ।

‘এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম মুনিসত্তম অগস্ত্যকে দ্বিজাঙ্গা
করিলেন, আপনি যে দ্বীপস্থিত মহাপুরুষের কথা কহিলেন, তিনি
কে ? সেই তিন কোটি পুরুষই বা কে ? দেবদানবদিগের দর্প-
হারী শয়ান পুরুষই বা কে ?

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া অগস্ত্য উত্তর করিলেন, হে সনা-
তন দেবদেব ! বলিতেছি শ্রবণ কর । এই যে দ্বীপস্থিত মহা-
পুরুষের কথা কহিলাম, ইনি ভগবান্ কপিল দেব । আর মৃত্যু-
কারী সেই তিন কোটি পুরুষ সকলেই দেবতা, এবং ভেজ ও
প্রভাবে নররূপী কপিল দেবেরই সমান । রাম ! পরম পুরুষ
পাপনিশ্চয় রাবণকে ক্রোধদৃষ্টিতে দর্শন করেন নাই, সেই জন্যই
রাবণ তৎকালে ভয়সাৎ হন নাই ; অচলসঙ্কশ রাবণ মর্ম্মাহত
হইয়া ভূতলে পতিত হইয়াছিলেন মাত্র । খল ব্যক্তি যেমন রহস্য

ভেদ করে, পরম পুরুষ তেমনি রাবণকে কেবল বাঁকাবাণ দ্বারা ভেদ করিয়াছিলেন ।

যাহা হউক মহাতেজা নিশাচর রাবণ অনেকক্ষণের পর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার মন্ত্রীগণ যে স্থানে অবস্থিতি করিতে ছিল, সেই স্থানেই আগমন করিলেন ।

—[:]—

উনবিংশ সর্গ ।

অনন্তর নিরতিদুষ্টা রাবণ লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন সময়ে পশ্চিম-মধ্যে রাজকন্যা, ঋষিকন্যা, দেবকন্যা ও দানবকন্যা সকল হরণ করিতে লাগিলেন । বিবাহিতাই হউক, আর কুমারিকাই হউক, তিনি যে কামিনীকে কমণীয়া দেখিতে পাইলেন, বন্ধুবান্ধবদিগকে বিনাশ করিয়া, তাহাকেই বিমানে তুলিয়া লইলেন । এই রূপে দশদ্বীপ বিস্তার পরগকন্যা, দেবকন্যা, মানুষ্যকন্যা, যক্ষকন্যা ও দানবকন্যাদিগকে বিমানে আরোহণ করাইলেন । তাঁহারা সকলেই সমান দুঃখিনী হইয়া শোকাগ্নি ও ভয়জনিত অগ্নিশিখাসদৃশ অশ্রুজল বিসর্জন করিতে লাগিলেন । সেই সকল অনিদ্ভিতা অনপরাধিনী কামিনীদিগের অশিষ শোকাশ্রুদ্বারা দ্বারা নদীপ্রবাহ সঙ্কুল সাগরের ন্যায়, বিমান পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । বিমানমধ্যে শত শত নাগকন্যা, গন্ধর্ব্বকন্যা, মহর্ষিকন্যা, ঋষিকন্যা ও দানবকন্যা সকল উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিল । এই সকল দীর্ঘকেশী, সুচারুসর্পিণী, পূর্ণচন্দ্রনিভাননা, পীনস্বনী, ভগ্নরুমধ্যা, রথকুবরসদৃশনিতম্বিনী, মনোহারিণী, দেবমূর্তি, তপ্তকাক্ষনম্রা, শোক দুঃখ ও ভয়জ্ঞাতা, হতচেতনা, স্তম্ভ্যমা কামিনীদিগের দীর্ঘনিশ্বাসে পুষ্পক বিমান যেন সর্বত্র প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল । অগ্নিনিরুদ্ধ হইয়া পুষ্পক যেন অগ্নিহোত্র গৃহের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল । রাবণের বশবর্ত্তিনী হইয়া, এই সকল শ্যামালী কুলকামিনীদিগের মুখ ও নেত্র, সিংহা-

জ্ঞানী যুগীর ন্যায়, কাতর ও স্তান হইয়া উঠিল ; এই ভাবে তাঁহারা সকলেই শোক করিতে লাগিলেন । তদ্ব্যপ্যে কেহ কেহ চিন্তা করিতে লাগিল, নিশাচর কি আমাদেরকে ভক্ষণ করিবে ! কেহ কেহ বা ভাবিতে লাগিলেন, আমাদেরকে কি রাবণ বিনাশ করিবে ! এইরূপে মাতা, পিতা, ভর্তা বা জাতাকে স্মরণ করিয়া কামিনীগণ সকলেই দুঃখ শোকে অতিশয় কাতর হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন । কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, হায় ! আমার বিরহে আমার পুত্রের কি দশা হইবে ; কেহ কেহ বা বলিতে লাগিল হায় ! শোকমাগরে নিমগ্ন হইয়া, আমার জাতার কি হইবে ! আর কেহ কেহ বলিতে লাগিলেন, আমার কি হইবে । কেহ কেহ বা বলিতে লাগিল, স্বামীর বিরহে আমার কি দশা হইবে । হে মৃত্যো ! আমি তোমার স্তব করিতেছি, তুমি দুঃখভাগিনী আমাকে গ্রহণ কর । হাঃ ! পূর্বে জন্মে কি ঘোর পাতকই করিয়াছিলাম ; এই জন্যই আমরা এক্ষণে দৈব দুঃখমাগরে পতিত হইলাম ; এই দুঃখের যে অবসান হইবে, তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না । অহো ! মানুষজাতিতে দিক্ ; মানুষের ন্যায় অদম আর কেহই নাই ; কারণ মানুষ স্বভাবতঃ দুর্বল ; আহা ! সূর্য্যোদয়ে নক্ষত্রপুঞ্জ যেমন বিলুপ্ত হয়, নিশাচর রাবণ ভেগনি আমাদের ভর্তাদিগকে নিমেষমাত্রেরি সংহার করিল ! অহো ! এই রাক্ষসের বল কি অসীম ; সেই জন্যই এ যথেষ্ট শত্রুঘাত করিয়া অমণ করিতেছে ! কি ভয়ানক ; দুর্কর্মে নিরত হইয়া নিশাচরের লজ্জা হইতেছে না ! এ যেমন দুর্বৃত্ত, ইহান বিক্রমও সেইরূপ । বাহা হউক্, রাক্ষসাধম যে পরদারে আসক্ত হইয়া পরদার হরণরূপ দুর্কর্ম করিতেছে, ইহা কখনই উচিত নহে । অতএব এই দুর্মতি নিশাচর জীর জন্যই মৃত্যুপ্রাপ্ত হইবে । সাধী রমণীগণ এই বাক্য উচ্চারণ করিবামাত্র স্বর্গদুন্দুভি সকল বাজিয়া উঠিল ; এবং পুষ্পরশ্মি পতিত হইল । পতিত্বতা সাক্ষীদিগের অভিশাপ শ্রবণ করিয়া

দশানন নিহতভেজ নিম্প্রভ ও উদ্ভ্রাণ হইলেন। বাহা হউক, এই সকল কামিনীর উত্তরূপ বিবিধ বিলাপ বাক্য শ্রবণ করিতে করিতে দশানন নিজনগরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন; নগরবাসী স্নানসগণ তাঁহার সমুচিত সমাদর করিল।

এই সময় রাবণের ভগিনী ভীষণাকৃতি কামরূপিণী নিশাচরী শূর্ণধ্বা সহসা সমীপবর্তিনী হইয়া তাঁহার সম্মুখে ভূমিতলে নিপতিত হইল। তখন রাবণ ভগিনীকে উৎখাপন পূরক সাধুনা করিয়া কহিলেন, ভদ্রে ! তোমার মনোগত অভিপ্রায় কি ব্যক্ত কর। অনন্তর নিশাচরী বাম্পরুহলোচনে উত্তর করিল, রাজন্ ! তুমি বলবান ; বলপ্রকাশ করিয়াই আমাকে বিধবা করিয়াছ। রাজন্ ! তুমি বীৰ্য্যপ্রভাবে রণে কালকের নামক চতুর্দশ সহস্র দানবকে সংহার করিয়াছ। তন্মধ্যে আমার প্রাণ অপেক্ষা শ্রিয়ত্তর মহাবল স্বামী ছিল। রাজন্ ! তুমি তাহাকেও সংহার করিয়াছ ; তুমি আমার নামমাত্রে জ্ঞাতা ; বাস্তবিক কিন্তু তুমি আমার পরম শত্রু। রাজন্ ! তুমি জ্ঞাতা হইয়া, অসংখ্য আমাকে বিনাশ করিলে ! এক্ষণে তোমার জন্য আমার চিরকাল বিধবা নাম সহ্য করিতে হইবে ! রাজন্ ! ভগিনীপতিকে সময়ে রক্ষা করা তোমার কর্তব্য ছিল ; কিন্তু তুমি তাহাকেও বিনাশ করিয়াছ ; তোমার লজ্জা হইতেছে না।

ভগিনী ক্রন্দন করিতে করিতে এই কথা কহিলে পর দশানন স্নিগ্ধবাক্যে তাহাকে সাধুনা করিয়া কহিলেন, ভগিনী ! তোমার রোদন করিবার প্রয়োজন নাই। তুমি কাহাকেও ভয় করিও না। আমি দান, মান ও বিবিধ অনুগ্রহ দ্বারা নিরন্তর তোমার তৃপ্তি বর্দ্ধন করিব। ভদ্রে ! আমি যুদ্ধে প্রবৃত্ত ও হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া বিজয়াকাক্ষায় নিম্নত শরজাল নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। যুদ্ধ করিতে করিতে, কে আত্মীয়, আর কে পর আমার কিছুই জ্ঞান ছিল না। আমি যুদ্ধে অজ্ঞান হইয়াছিলাম, সুতরাং ভগিনীপতি বলিয়া আমার বোধ ছিল না। এই জন্যই আমি

তোমার স্বামী নিজ ভগিনীপতিকে সমরে সংহার করিয়াছি ।
বাহা হউক, উপস্থিত অবস্থানুসারে তোমার যে হিত করা
কর্তব্য, এক্ষণে আমি তাহাই করিব । তুমি ঐশ্বর্যাশালী জাতা
খরের নিকট সম্ভূত বাস কর । মহাবল খর চতুর্দশ সহস্র রাক্ষ-
সের অধীশ্বর হইবেন ; তিনিই তোমার যথাভিলষিত অন্নবস্ত্রাদি
দান করিবেন । আগাদিগের মাতৃস্নেহে জাতা খর সর্বদা
তোমার আদেশ প্রতিপালন করিবেন । এই বীর শীঘ্রই দণ্ডকা-
রণ্যের শাসন কর্ত্তা হইয়া গমন করিতেছেন । মহাবল কৃষ্ণ
ইহার সৈন্যাধ্যক্ষ হইবেন । দণ্ডকারণ্যে খর তোমার যে কোন
বাক্য রক্ষা করিবেন, ইনি কামরূপী রাক্ষসদিগের অধিনায়ক
হইবেন । এই কথা বলিয়া দশগ্রীব বীর্ষাশালী চতুর্দশ সহস্র
রাক্ষসকে খরের অনুগামী হইতে আদেশ করিলেন । খর ঐ সমস্ত
ষোরদর্শন রাক্ষসসৈন্যে পরিবৃত্ত হইয়া অকুতোভয়ে সমুদ্র দণ্ডকা-
রণ্যে গমন করিলেন এবং তথায় নিক্ষেপ্তে রাজত্ব করিতে
থাকিলেন । শূর্ণনখাও ঐ দণ্ডকারণ্যে বাস করিতে লাগি-
লেন ।

— (:) —

ত্রিংশ সর্গ ।

এইরূপে খরকে স্তম্ভন সৈন্য প্রদান ও ভগিনীকে আশ্রয়
করিয়া দশানন স্তম্ভ ও সম্ভূত হইলেন । পরে বলবান্ রাক্ষসরাজ
দশগ্রীব অনুচরবর্গের সমভিব্যাহারে নিকুন্তিলানামক উপবন
মধ্যে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিয়া দর্শন করিলেন, দেবায়-
তন শত শত যুগকাষ্ঠে সমাকীর্ণ, এবং যজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছে ।
স্তম্ভস্তর তিনি ক্রকাক্ষিনবাগা শিখা ও কমণ্ডলুধারী নিজপুত্র
ভয়ঙ্কর মেঘনাদকে দেখিতে পাইলেন । পরে তাহার নিকটে
উপস্থিত হইয়া বিংশতি বাছ দ্বারা তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া
কহিলেন, বৎস ! এ কি আরম্ভ করিয়াছ আমাকে বখার্ব করিয়া

রল। তখন, মেঘনাদ মৌনবৃত্ত ভঙ্গ করিলে পাছে যজ্ঞের হানি হয়, এই জন্য মহাতপা দ্বিজশ্রেষ্ঠ ঋত্বিক শুক্ৰাচার্য্য রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ দশাননকে কহিলেন, রাজনু! আমি বলিতেছি, তুমি যথাকথা শ্রবণ কর। তোমার পুত্র বহুবিন্দুত শতকোটি যজ্ঞের ফল-প্রাপ্ত হইয়াছেন; তন্মধ্যে অগ্নিষ্টোম, অশ্বমেধ, বহুসুবর্ণক, রাক্ষসুয়, গোমেধ ও বৈষ্ণব যজ্ঞ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে। উপস্থিত মাহেশ্বরযজ্ঞকেও তোমার পুত্র সাক্ষাৎ পশুপতির নিকট বিবিধ চুল্লভ বর লাভ করিয়াছেন। অন্তরীক্ষচারী কামগামী অম-পায়ী দিব্যরথ ও তামসীনাগে মায়াও প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই মায়া দ্বারা অন্ধকার সৃষ্টি করিতে পারা যায়। রাক্ষসেশ্বর! সংগ্রামে মেঘনাদ এই মায়াপ্রয়োগ করিলে, দেবাসুরেরাও ইহার গতি জানিতে পারিবে না। মহারাজ! এতদ্বিত্ত মেঘনাদ বাণপূর্ণ অক্ষয় তুণীর, সুদুর্জয় শরাসন এবং সংগ্রামে শত্রু-নিবহণ অস্ত্রও লাভ করিয়াছেন। দশানন! এই সমস্ত বর লাভ করিয়া তোমার পুত্র এবং আমি আগরা উভয়েই অদ্য যজ্ঞ সমাপ্তি দিবসে তোমার দর্শনাকাজ্জ্বল্য অবস্থিতি করিতেছি।

এই কথা শুনিয়া দশানন কহিলেন, পুত্র! ভাল কাজ কর নাই; কারণ তুমি বিবিধ সম্ভার দ্বারা আমার শত্রু ইন্দ্রাদি দেব-গণের পূজা করিয়াছ; যাহা হউক, যাহা করিয়াছ, ভালই করিয়াছ, ইহাতে অবশ্যই পুণ্য সঞ্চয় হইয়াছে, সন্দেহ নাই। গৌম্য! এক্ষণে আইস স্বভবনে গমন করি।

অনন্তর দশানন স্বভবনে উপস্থিত হইয়া পুত্র মেঘনাদ ও ভ্রাতা বিভীষণের সমভিব্যাহারে বিমান হইতে সুলক্ষণা, সর্ক বস্তুর সারস্বরূপিণী, বাস্পগন্ধাদভাষিণী দেব দানব ও রাক্ষস-কামিনীদিগকে অবতারণ করাইলেন। তখন রাবণ তাহাদিগের প্রতি আসক্ত হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া দক্ষাত্মা বিভীষণ কহিলেন, যশ, অর্থ ও বংশনাশক দৈবশ কার্য্যপরম্পরা দ্বারা পাপ সঞ্চয় হয় জানিয়াও আপনি নিজের ইচ্ছাতেই এই রূপে পরজী

হরণ করিতেছেন । আপনি বকুবাক্যবদিগের অবমাননা করিয়া এই সকল উৎকৃষ্ট কাগিনীদিগকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন ; কিন্তু রাজন্ ! আপনার অবমাননা করিয়া মধুদৈত্য কুন্তীনসীকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছে । রাবণ কহিলেন, তুমি কি বলিতেছ, সুকিতে পারিতেছি না । তুমি যে মধুর নাম করিলে, সে কে ? তখন বিভীষণ ক্রুদ্ধ হইয়া ভ্রাতাকে উত্তর করিলেন, শ্রবণ করুন ; আপনার এই পাপকর্মের ফল ফলিয়াছে । আমরাদিগের মাতা-মহ সূমালীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মাল্যবান্ রুদ্ধ ও বিশেষ বিজ্ঞ । তিনি আমরাদিগের জননী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ; সুতরাং আমরাদিগের মাতা-মহ । ভ্রাতার কন্যার কন্যার নাম কুন্তীনসী । কুন্তীনসী আমরাদিগের কনিষ্ঠা মাতৃষসী অনলার গর্ত্তগন্তুতা ; সুতরাং সে ধর্ম্মতঃ আমরাদিগের ভগিনী । রাজন্ ! বলবান্ মধু নাক্ষস তাহাকে হরণ করিয়াছে । আপনার পুত্র তৎকালে যজ্ঞে প্রবৃত্ত ছিল ; আমিও গলিল মধ্যে থাকিয়া তপস্যা করিতেছিলাম ; কুন্তকর্ণ ত নিদ্রিতই ছিলেন । এই সময় মধু নাক্ষসশ্রেষ্ঠ অমাত্যদিগকে বিনাশ করিয়া অন্তঃপুর মধ্যে রক্ষিতা হইলেও, আমরাদিগের অবমাননা করত কুন্তীনসীকে হরণ করিয়াছে । মহারাজ ! পরে এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াও আমরা ক্ষমা করিয়াছি ; মধুকে বিনাশ করি নাই ; কারণ আমরাদিগের কুন্তীনসীকে ত এক জনকে অবশ্যই সম্প্রদান করিতে হইত । যাহা হউক, মহারাজ ! আপনি দুর্ন্য দ্বিবশতঃ এই যে দুর্কর্ম করিয়াছেন, এক্ষণে লোকে জানিতে পারিল যে, তাহার ফল এখনই ফলিয়াছে ।

বিভীষণের বাক্য শ্রবণ করিয়া নাক্ষসরাজ রাবণ নিজ দৌরাত্ম্যবশতঃ উষজ্জল সাগরের ন্যায়, অতীব উত্তপ্ত হইয়া উঠিলেন । অনন্তর অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া দণ্ডায়ী লোহিতলোচনে আজ্ঞা করিলেন, শীঘ্র আমার রথ গজ্জীভূত কর ; বীরগণও সজ্জীভূত হউক ; আগার ভ্রাতা কুন্তকর্ণ ও অন্যান্য প্রদান প্রদান নাক্ষসগণ সকলেই নানা প্রহার ও অস্ত্র শস্ত্র হইয়া স্ব স্ব বাহনে

আরোহণ করুক। যে রাক্ষসকে ভয় করে নাই, আজই সেই মধুকে সমরে সংহার করিয়া, পশ্চাৎ বক্ষুবাক্ষবগণের সমভি-
বাহারে যুদ্ধার্থে দেবলোক গমন করিব।

অনন্তর প্রধান প্রধান রাক্ষসগণে গঠিত নানাবিধ অস্ত্র শস্ত্র-
ধারী চতুঃসহস্র অকৌহিনীপরিমিত রাক্ষসসৈন্য যুদ্ধার্থে বহির্গত
হইল। দৈনিকদিগকে লইয়া ইন্দ্রজিৎ সেনার অগ্রভাগে, রাবণ
মধ্যে এবং কুন্তকর্ণ পশ্চাৎভাগে যাত্রা করিলেন। কেবল ধর্ম্মাস্ত্রা
বিভীষণ লঙ্কাতেই থাকিয়া ধর্ম্মাচরণ করিতে লাগিলেন।
অন্যান্য সমস্ত প্রধান প্রধান রাক্ষসই মধু রাক্ষসের নগরোদ্দেশে
গমন করিল। রাক্ষসগণ কেহ খরে, কেহ উষ্ট্রে, কেহ অশ্বে,
কেহ সমুজ্জলকাণ্ডে শিশুমায়ে, কেহ কেহ বা মহোরগে আরো-
হণ করত আকাশ আচ্ছন্ন করিয়া যাত্রা করিল। দেবতাদিগের
সহিত যাহাদিগের শত্রুতা ছিল, তাদৃশ শত শত দৈত্য রাবণকে
যুদ্ধপ্রস্থিত দর্শন করিয়া, তাঁহার অনুগামী হইল।

অনন্তর দশানন মধুর নগরীতে উপস্থিত হইয়া পুত্রীয় মধুকে
দেখিতে পাইলেন না; কিন্তু ভগিনীকে দেখিতে পাইলেন। তখন
কুন্তীনসী নস্ত্রভাস্কর অঞ্জলি বন্ধন করিয়া, মস্তক দ্বারা রাক্ষসরাজ
রাবণের চরণযুগল স্পর্শ করিল। দশদ্রীষ তাহাকে উত্থাপন
করিয়া করিয়া বলিলেন, তোমার কোন ভয় নাই। আমি রাক্ষস-
শ্রেষ্ঠ রাবণ; বল, তোমার কোন অভিলষিত কার্য্য সম্পাদন করিব।

কুন্তীনসী উত্তর করিল, হে মহাজুজ! হে রাজন! আপনি
যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, হে মানদ! তাহা
হইলে আমার ভর্তার প্রাণ বিনাশ করিবেন না; কথিত আছে,
সংসারে কুলদ্রুদিগের পক্ষে দৈবশ ভয় আর কিছুই নাই। সকল
ভয় অপেক্ষা বৈধব্যভয়ই মহাভয়। হে রাজেন্দ্র! আপনি যাহা
বলিলেন, তাহা সত্য করুন, আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি
আমাকে প্রাণ করুন। হে মহারাজ! আপনি নিজেই আমাকে
বলিয়াছেন যে তোমার কোন ভয় নাই।

অনন্তর রাবণ স্রষ্ট হইয়া তৎস্থানস্থিতা ভগিনীকে কহিলেন, তোমার ভর্তা কোথায় ; তাঁহাকে শীঘ্র সংবাদ দেও যে আমি আসিয়াছি ; আমি তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া বিজয়ার্থ দেবলোকে গমন করিব । তোমার প্রতি দয়া ও সৌহার্দ্যহেতু আমি মধুর বিনাশ হইতে নিরস্ত হইলাম ।

এই কথা শুনিয়া নিশাচরী কুন্তীনসী প্রমুগ্ন স্বামীকে জাগ-
রিত করিয়া আনন্দিত চিত্তে তাহাকে কহিল, আমার জ্ঞাতা
মহাবল দশানন আগমন করিয়াছেন । তিনি দেবলোক জয়
করিতে অভিপ্রায় করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে তোমার সাহায্য প্রার্থনা
করিতেছেন । অতএব নিশাচর ! তুমি ইহার সাহায্যার্থ বন্ধু-
বান্ধবদিগের সহিত গমন কর । ইনি প্রণয়বশতঃ তোমার সহা-
য়তা সহায়তা করিতেছেন, অতএব ইহার প্রয়োজন সাধন করা
তোমার কর্তব্য হইতেছে ।

কুন্তীনসীর বাক্য শ্রবণ করিয়া নিশাচর মধু কহিল, আমি
অবশ্যই তাঁহারি সাহায্য করিব । তদনন্তর মধু রাক্ষসাদিপতি
রাবণের নিকট উপস্থিত হইল । সতঃপ্রয়াসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ
ও ধর্ম্মানুসারে তাঁহার পূজা করি, ইহা পূজা প্রাপ্ত হইয়া বীর্য-
বান্ধবদশানন ; মধুর গৃহে এক রাত্রি বসিলেন । তদনন্তর দিন গম-
নার্থ উদ্যুক্ত হইলেন । তদনন্তর কুবেরনিবাসি বৈশাল পর্বতে
উপস্থিত হইয়া ইন্দ্রসদৃশ রাক্ষসেন্দ্র দশগ্রীব সেনা নিবেশিত
করিলেন ।

একত্রিংশ সর্গ ।

দশানন সূর্যাস্ত সময়ে সটেন্যে কৈলাসপর্বতে উপনীত
হইয়া সেনা নিবেশিত করিলেন । অনন্তর ঐ পর্বতের সমান-
বর্ণ নিশাকর উদ্ভিত হইলে, ক্রমে ক্রমে বিবিধ অশ্বশৃঙ্গসম্পন্ন

ঐ সুমহৎ সৈন্য নিদ্রিত হইয়া পড়িল। এই সময় মহাবীৰ্য্য দশানন শৈলশিখরে শয়ন করিয়া চন্দ্র ও বিবিধ পাদপনিকর দ্বারা সমুদীপিত পর্কতশোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। প্রাক্ষু-
টিত রক্তবর্ণ কর্ণিকার বন, কদম্ব ও বকুল বৃক্ষরাজি, প্রাক্ষুটিত পদ্ম
বন ও মন্দাকিনীর জল এবং চম্পক, অশোক, পুন্নাগ, মন্দার, চূত,
পাটল, লোধ্রা, শ্রিয়ঙ্গু, অজুর্ন, কেতক, তগর, নারিকেল, পিয়াল,
পনস ও অন্যান্য বিবিধ বৃক্ষ দ্বারা সমুদ্ভাসিত বনান্তর মধ্যে
অনুরাগসম্পন্ন মধুরকণ্ঠ কল্পর সকল মদনে উন্মত্ত ও একত্রিত
হইয়া মনের ভূষ্টিসাধন পূর্বক গান করিতেছিল। মদজনিত রক্তা-
পাক মদমত্ত বিদ্যাধরগণ কাগিনীদিগের সমভিব্যাহারে ক্রীড়া
ও উচ্চৈঃ হাস্য করিতেছিল। কুবেরালয়ে গানকারী অপ্সরো-
গণের গীতিশব্দ ক্ষুদ্র ঘটিকার শব্দের ন্যায় শ্রুত হইতেছিল।
মধু ও আসবগন্ধি বৃক্ষ সকল পবনে চালিত হইয়া পুষ্পবর্ষণ করত
পর্কতকে সুবাসিত করিতেছিল। মধু ও পুষ্পপরাগে প্রভুত বারু
গন্ধ বহন করত কাম উদীপিত করি-
বহিতে লাগিল। মহাবলশালী ভগিনীকে সজীবিত, পুষ্প-
সমৃদ্ধি, বায়ুর শীতলতা প্রভৃতি শোভাসম্পত্তি, রাজিকাল ও
চন্দ্রোদয় দৃশ্যগুলি বশবর্তী হইয়া পড়িলেন; এবং দীর্ঘ
নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্বক চন্দ্র দর্শন করিতে লাগিলেন।

এই অবসরে অপ্সরাপ্রধানা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা দিব্যচন্দন-
দিঙ্কাজী রম্ভা ঐ স্থানে সৈন্যের মধ্য দিয়া গমন করিতে-
ছিল। দিব্যপুষ্পে বিভূষিতা হইয়া রম্ভা বিহারোপযুক্ত দিব্য-
বেশ ভূষা করিয়াছিল। তাহার নয়নযুগল অতীব মনোহর
এবং মেখলাদামভূষিত পীন নিতম্ব রত্নির উপায়ন স্বরূপ।
ইরিচন্দনাদির আদ্রতিলক এবং বড় ঋতুর কুসুমনির্মিত বিবিধ
অলংকার ধারণ করিয়া রম্ভা কান্তি, শ্রী ও প্রশংসাবিশয়ে দ্বিতীয়া
লক্ষীর ন্যায় প্রকাশ পাইতেছিল। এবং নীরপূরিত নীরদের
ন্যায় নীল বসনে অবগুষ্ঠিত ছিল। তাহার মুখমণ্ডল চন্দ্রমণ্ডল

সদৃশ, জ্যেষ্ঠল সুন্দর খরাসনের তুল্য, উরুদ্বয় করিকরোপম এবং করতলযুগল মসৃণ ও কোমল ।

রাবণ দেখিতে পাইলেন, রম্ভা সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিতেছে, অগ্নি তিনি কামের বশবর্তী হইয়া শয্যা হইতে গাত্রো-
থান পূর্দক লজ্জিতা রম্ভার হস্ত ধারণ করিয়া লজ্জিত ভাবে
কহিলেন, সুন্দরি ! কোথায় গমন করিতেছ । তুমি নিজের ইচ্ছায়
কাহার সম্ভোগবাগনা চরিতার্থ করিতে যাইতেছ । কোন্
ব্যক্তির গোভাগ্য কাল উপস্থিত হইয়াছে যে, তোমারে উপভোগ
করিবে । আজ কোন্ ব্যক্তি অমৃত রসের ন্যায়, তোমার
পদ্মোৎপলসুগন্ধি আননরস পান করিয়া পরিতৃপ্ত হইবে !
ভীৰু ! তোমার এই সুবর্ণকুন্তসদৃশ পরম্পরসংঘটিত সুন্দর-
দর্শন পৌর কুচযুগল কাহার বক্ষঃস্থলে স্পর্শসুখ প্রদান করিবে ?
ভামিনি ! কোন্ ব্যক্তি আজ তোমার এই স্বর্ণদামবিমণ্ডিত স্বর্ণ-
চক্রসদৃশ স্বর্গসুখপ্রদ জঘনস্থলে আরোহণ করিবে ? ইহাই বল,
বিষ্ণুই বল, অথবা অশ্বিনীকুমারই বল, আমা অপেক্ষা প্রাধান
পুরুষ আর কে আছে ! সত্যএব ভীৰু ! তুমি যে আমায়
অতিক্রম করিয়া গমন করিতেছ, ইহা তোমার উচিত হয় না ;
হে সুনিভস্মিনি ! আইস, সুন্দর শিলাতলে বিশ্রাম কর । আমা
ভিন্ন ত্রৈলোক্যে ঐশ্বর্যশালী ও ক্ষমতাবান আর কে নাই । দেখ,
আমি ত্রৈলোক্যেশ্বরেরও অধীশ্বর ও বিধাতা রাবণ ; এইরূপে
বিনীতভাবে কৃতাজ্জলিপুটে তোমায় যাচঞা করিতেছি ; সুন্দরি !
তুমি আমাকে ভজনা কর ।

এই কথা শুনিয়া রম্ভা কম্পিতকলেবরে কৃতাজ্জলিপুটে উত্তর
করিল, রাক্ষসরাজ ! প্রসন্ন হউন । এরূপ বাক্য বলা আপনার
উচিত হয় না, আপনি আমার গুরুজন । বরং অন্যে যদি
আমার অবমাননা করে, তাহা হইলে, আমাকে আপনারই রক্ষা
করা কর্তব্য । ধর্ম্মানুসারে আমি আপনার পূত্রবধূ ; আমি আপ-
নাকে যথার্থই বলিতেছি । এই বলিয়া রম্ভা অধোমুখে নিষ্ক

চরণের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ পূর্বক অবস্থিতি করিতে লাগিল। রাবণকে দেখিয়াই তাহার শরীর লোমাঞ্চিত হইয়াছিল ।

অনন্তর দশানন রম্ভাকে পুনর্বার কহিলেন, যদি তুমি আমার পুত্রের ভার্য্যা হইতে, তাহা হইলে আমার পুত্র বধু হইতে । রম্ভা বলিল, আমি আপনার পুত্রের ভার্য্যাই বটি । রাক্ষস ! আমি ধর্ম্মানুসারে আপনার পুত্রেরই ভার্য্যা । আপনার জাতা কুবেরের প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়তর পুত্র নলকুবর নামে ত্রিলোক-বিখ্যাত । তিনি ধর্ম্মে ব্রাহ্মণের, বীৰ্য্যে ক্ষত্রিয়ের, ক্রোধে অগ্নির ও ক্ষমাগুণে বসুমতীর সমান । আজ আমি সেই লোক-পালপুত্রের সহিত সঙ্কৃত করিয়াছি । তাহার উদ্দেশ্যেই আজ আমার এই সমস্ত বেশ ভূষাও বিরচিত হইয়াছে । আজ তিনি ভিন্ন অন্য কাহাতে আমার মনও নাই । রাজন্ ! আমি আজ তাঁহার নিকট সত্য করিয়াছি ; অতএব আপনি আমায় পরিত্যাগ করুন । সেই ধর্ম্মাত্মা আমার প্রতীক্ষায় অতীব উৎকণ্ঠিত হইয়া আছেন । এ বিষয়ে তাঁহার বিব্রকর। আপনায় কতব্য হয় না ; অতএব আমাকে পরিত্যাগ করুন । রাক্ষসরাজ ! সাধুগণ যে পথ অবলম্বন করেন, আপনিও সেই পথ অবলম্বন করুন । অঙ্গুলি আমার মাননীয়, আমিও আপনার পালনীয় ।

এই কথা শুনিয়া দশানন বিনীতভাবে কহিলেন, আমি আপনার পুত্রবধু, তুমি যে এই কথা বলিলে, বাহারা এক জনের পত্নী, এ কথা তাহাদিগের পক্ষেই সম্ভব । দেবতাদিগের মধ্যে চিরন্তন ব্যবস্থাই এই যে, অপ্সরাদিগের পতি নাই ; তাহারা এক জনের কলত্র নহে । এই কথা বলিয়া রাক্ষসরাজ রাবণ রম্ভাকে শিলাভলে নিক্ষেপ করিয়া কানভোগে আসক্ত হইয়া বিহার আরম্ভ করিলেন । রতিভুক্ত হইয়া রম্ভার মাল্য ও ভূষণ বিজ্ঞপ্ত হইল ; এবং সে গজরাজের ক্রীড়ানিবন্ধন উদ্ভ্রাণিতা নদীর ন্যায় আকুল হইয়া উঠিল । তাহার কেশাঞ্জ আলুলায়িত ও

বিস্তৃত হইয়া পড়িল ; এবং করপল্লব কম্পিত হইতে থাকিল, বোধ হইল যেন কুমুদশালিনী বঙ্গরী বাসুবলে পরিচালিতা হইতেছে ।

অনন্তর রত্না কম্পিত কলেবরে লজ্জিত ও ভীত ভাবে কৃতাজ্জলিপুটে নলকুবরের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার পাদযুগলে পতিত হইল । তাহাকে তদনন্ত দর্শন করিয়া মহাত্মা নলকুবর বলিলেন, ভদ্রে ! এ কি ? তুমি আমার চরণে পতিত হইলে কেন ? তখন রত্না কম্পিতকলেবরে কৃতাজ্জলিপুটে আমূলত সমস্ত রক্তাশ্রু উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিল । কহিল, দেব ! দশানন স্বর্গলোক গগনে বহির্গত হইয়া এই স্থানে আগমন করিয়াছেন ; এবং সৈন্যসমভিব্যাহারে অদ্য রাত্রি এই স্থানেই অবস্থিতি করিয়াছেন । অরিন্দম ! আমি আপনার নিকট আসিতেছিলাম, এই সময় তিনি আমাকে দেখিতে পাইলেন । দেখিয়াই আমাকে ধারণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কাহার নিকট গমন করিতেছ ? আমি তাহাকে সমস্তই সত্য কথা কহিলাম ; এবং দেব ! আমি আপনার পুত্রবধূ বলিয়া বারম্বার আশ্রয় পরিত্যাগ করিতে পার্থনা করিলাম । কিন্তু তিনি কামমোহে হতজ্ঞান হইয়া আমার কথা শ্রবণ করিলেন না ; সমস্ত বাক্যই অগ্রাহ্য করিয়া আমায় ধর্ষণ করিয়াছেন । অতএব হে সুরত ! আমার অপরাধ মার্জনা করা তোমার উচিত হইতেছে । ত্রীর বল কখনই পুরুষের বলের সমান নহে ।

এই কথা শুনিয়া কুবেরনন্দন ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন ; এবং রাবণ ধর্ষণ করিয়াছেন, শুনিয়া, সত্যামিত্যা অবগত হইবার জন্য ধ্যানস্থ হইলেন । ধ্যানে রাবণেরই কৰ্ম্ম জানিতে পারিয়া, ক্রোধে তাহার লোচনযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি তৎক্ষণাত্রে হস্তে জলগ্রহণ করিলেন ; এবং যথাবিধানে আচমন করিয়া রাক্ষসরাজ রাবণের প্রতি নিদারুণ অভিসম্পাত করিলেন । কহিলেন, রক্তে ! তোমার ইচ্ছা না থাকিলেও যেহেতু রাবণ

তোমাকে বলপূর্ব্বক ধৰ্ষণ করিয়াছে, সেইহেতু আমি তাহাকে অভিসম্পাত করিতেছি ; সে যেন আর কোন যুবতীকেই ধৰ্ষণ করিতে না পারে। সে যদি কখনও কামান্ত হইয়া কোন কামিনীকে বলাৎকার করে, তাহা হইলে তৎক্ষণমাত্র তাহার মস্তকশতদাচুর্নীকৃত হইবে। জ্বলিতাগ্নিসমগ্ৰাহ এই শাপ উচ্চারিত হইবামাত্র দেবদ্রুমুভি সকল বাজিয়া উঠিল এবং স্বৰ্গ হইতে পুষ্পরাশি পতিত হইল। লোকের অবস্থা আর নিশাচর রাবণের মৃত্যু অবগত হইয়া ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণও পরম আনন্দিত হইলেন। রাবণ সেই লোমাঞ্চকর শাপ শ্রবণ করিয়া সেই পর্য্যন্ত অকামাকামিনী সম্ভোগ হইতে নিরন্তর হইলেন। তিনি যে সকল পতিব্রতা কামিনীকে হরণ করিয়া আনিয়াছিলেন, তাঁহারা নলকুবরপ্রদত্ত মনোমত অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া তুষ্ট হইলেন।

ষাট্রিংশ সর্গ।

অনন্তর মহাতেজা দশানন সৈন্যবল ও বাহনসহ কৈলাস পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া ইন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলেন। দেবলোক গমনকালে চতুর্দিকে ভিद्यমান সাগরের ন্যায়, রাক্ষসসৈন্যের মহাশব্দ হইতে লাগিল। রাবণ আগমন করিতেছেন, শ্রবণ করিয়াই ইন্দ্র আসন হইতে বিচলিত হইলেন ; এবং ঐ সনবেত আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ ও মরুদগণ প্রভৃতি সমস্ত দেবগণকে কহিলেন, দুৰ্ভাগ্য রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত সঙ্কীভূত হও। যুদ্ধে ইন্দ্রেরই সমান সুরম্হাবল দেবগণ ইন্দ্রের আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া বর্ম্ম পরিধান করত যুদ্ধার্থ উদ্যুক্ত হইলেন। ইন্দ্র কিন্তু রাবণের ভয়ে ভীত ও কাতর হইয়া বিষ্ণুর নিকটে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, বিষ্ণো! এক্ষণে রাবণের সম্বন্ধে কি করিব ? অহো! অতি বলবান্ নিশাচর রাবণ যুদ্ধার্থ আগমন করিতেছে ; অন্য কারণ নহে, সে কেবল বরপ্রদান হেতুই

বলবান্ হইয়াছে । কমলযোনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা পালন করা অবশ্য কর্তব্য । অতএব আমি যেমন আপনার বল আশ্রয় করিয়া নমুচি, বৃত্র, বলি, নরক ও শস্বরকে বিনাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণে আপনি সেইরূপই করুন । হে দেবদেবেশ মধুসূদন ! সরচরাচর ত্রৈলোক্যে আপনা ভিন্ন আর অন্য গতি ও উৎকৃষ্ট আশ্রয় নাই । আপনি পদ্মনাভ সনাতন শ্রীমান্ নারায়ণ, এই সমস্ত লোক, এবং আমি দেবরাজ তোমাতেই অবস্থাপিত রহিয়াছি । তুমিই এই সচরাচর বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিয়াছ । ভগবন্ ! যুগক্ষেয়ে সমস্ত আপনাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে । অতএব দেবদেব ! আমি যাহাতে জয়ী হইতে পারি, আপনি যথার্থ উপদেশ করুন । বিভো ! আপনি অগ্নি ও চক্র লইয়া রাবণের বিপক্ষে যুদ্ধ করুন ।

ইন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, দেব বিভূ নারায়ণ কহিলেন, ভয় করিও না ; যাহা বলিতেছি শ্রবণ কর । বরদানপ্রযুক্ত রাবণ এক্ষণে দুৰ্জয় হইয়াছে ; সুরাসুর সমস্ত একত্রিত হইয়াও দুষ্টোক্তা রাবণকে পরাজয় বা বিনাশ করিতে পারিবে না । আমি দেখিতেছি, বলদর্পিত রাবণ পুত্রের সমভিব্যাহারে অতি অদ্ভুত যুদ্ধ করিবে । দেবরাজ ! তুমি যে আমাকে যুদ্ধ করিতে বলিলে, তদ্বিময়ে বক্তব্য এই যে আমি রাবণের সহিত যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইব না । শত্রুকে সংহার না করিয়া বিষুঃ কখন সমর হইতে প্রতিনিবৃত্ত হন না, কিন্তু রাবণ বর দ্বারা সুরক্ষিত, স্তূতরাং তাহার এক্ষণে বিনাশ হইবে না । যাহা হউক, শত্রুকতো ! আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমি মঙ্গলই এই রাক্ষসের মূহুর কারণ হইব । কাল উপস্থিত হইলে, আমিই রাবণকে সবংশে বিনাশ করিয়া দেবতাদিগকে তুষ্ট করিব । হে শচীপতে দেবরাজ ! আমি তোমাকে এই প্রকৃত কথ্য কহিলাম । হে মহাবল ! তুমি যাইয়া সুরগণ সমভিব্যাহারে ভয় পরিত্যাগ পূর্বক যুদ্ধে প্রযুক্ত হও ।

ଅନନ୍ତର ଅଶ୍ବିନୀକୁମାରଯୁଗଳ, ଋଦ୍ରଗଣ, ଆଦିତ୍ୟଗଣ, ବସୁଗଣ
 ଋତୁଦ୍ଗଣ, ବର୍ଷା ପରିଧାନ କରତ ମଗଜ୍ଜ ହେଲା ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକ ହେତେ ରାକ୍ଷସ-
 ଦିଗଙ୍କେ ଆକ୍ରମଣ କରିଲେ । ଐ ସମୟ ସେହି ଉଦାକାଳେ ଘୋରଯୁଦ୍ଧ
 ଶ୍ରବଣ ରାକ୍ଷସସୈନ୍ୟର ତୁମ୍ଭଳ ଶବ୍ଦ ଉତ୍ତିଗୋଚର ହେତେ ଲାଗିଲ ;
 ତାହାତେ ମହତା ମକଳେହି ଜାଗରିତ ହେଲା, ରାକ୍ଷସଯୋଦ୍ଧାଗଣ ପରସ୍ପର
 ପରସ୍ପରଙ୍କେ ଅବଲୋକନ ପୂର୍ବକ ଅତୀବ ଛଟିଚିତ୍ତେ ବୁଦ୍ଧାଭିମୁଖେହି
 ଧାବିତ ହେଲ । ସେହି ଅକ୍ଷୟ ରାକ୍ଷସସୈନ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିয়া ଦେବସୈନ୍ୟ
 ମେଘକୁ ହେଲା ଉଠିଲ । ଅନନ୍ତର ତୁମ୍ଭଳ ଶବ୍ଦ ମହକାରେ ବିବିଧ ଅସ୍ତ୍ର
 ଶତ୍ରୁାଦି ଦ୍ଵାରା ଦେବଗଣ ଏବଂ ରାକ୍ଷସ ଓ ଦାନବଗଣେର ଭୟାନକ ମମର
 ଆରମ୍ଭ ହେଲ । ଐ ସମୟ ରାବଣେର ଅମାତ୍ୟ ଘୋରଦର୍ଶନ ମାହାସିକ
 ବୀର ରାକ୍ଷସଗଣ ଯୁଦ୍ଧେ ଅବତୀର୍ଣ ହେଲ । ମାରୀଚ, ଶାହସ୍ତ, ମହାପାର୍ଶ୍ଵ,
 ମହୋଦର, ଅକମ୍ପନ, ନିକୁଞ୍ଜ, ଶୁକ, ମାରଣ, ମହାଦ୍ରାଘ, ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣକେତୁ, ମହା-
 ଦାହ, ଶଟୋଦର, ଜୟସ୍ଵାମୀ, ମହାହ୍ରାସ, ବିରୁପାକ୍ଷ, ଅସ୍ତ୍ରସ୍ତ୍ର, ଯଜ୍ଞକୋପ,
 ଦୁର୍ଘ୍ଣ୍ଵ, ଧର, ତ୍ରିଶିରା, କରବୀରାକ୍ଷ, ସୂର୍ଯ୍ୟାକ୍ଷ, ମହାକାୟ, ଦେବାକ୍ଷକ ଓ
 ନରାକ୍ଷକ, ଐ ମକଳ ମହାବୀର୍ୟଶାଳୀ ରାକ୍ଷସଗଣେ ପରିବ୍ରତ ହେଲା ରାବ-
 ଣେର ମାତାମହ ମହାବଳ ଅସ୍ଵାମୀ ଯୁଦ୍ଧସ୍ଥଳେ ଶ୍ରାବେଶ କରିଲେ ଏବଂ
 ବାୟୁ ସେମନ୍ ଅଳନ୍ଦରପଟଳ ନାଶ କରେ, ତେମନ୍ ଅତୀବ କୁପିତ ହେଲା,
 ବିବିଧ ଶାମିତ ଅସ୍ତ୍ର ଦ୍ଵାରା ଦେବସୈନ୍ୟ ଛିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କରିତେ ଲାଗିଲେ ।
 ରାମ ! ଐହିଁପେ ନିଶାଚରେରା ଶ୍ରାହାର କରିତେ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ,
 ମମନ୍ତ ଦେବସୈନ୍ୟ ମିଂହନିଦ୍ରାବିତ ଗୁଣସ୍ଵର୍ଣ୍ଣେର ନ୍ୟାୟ, ଚତୁର୍ଦ୍ଦିକେ
 ପଳାୟନ କରିତେ ଲାଗିଲ । ଐ ସମୟ ବଳବାନ୍ ମହାବୀର ମାବିତ୍ର-
 ନାମକ ଅଷ୍ଟମ ବସୁ ସୈନ୍ୟଗଣେ ପରିବ୍ରତ ହେଲା ଶତ୍ରୁଦିଗେର ଦ୍ରାମୋଂ-
 ପାଦନ ପୂର୍ବକ ମମରକ୍ଷେତ୍ରେ ଶ୍ରାବେଶ କରିଲେ । ମହାବୀର୍ୟ ଶୁଣ୍ଠା ଓ
 ପୁଷା ନାମକ ଆଦିତ୍ୟସ୍ଵୟଂ ଐ ସମୟ ଏକ ମଢେହି ନିର୍ଭୟେ ରଣସ୍ଥଳେ
 ଶ୍ରାବିଷ୍ଠ ହେଲେ । ଅନନ୍ତର ଦେବଗଣ ରାକ୍ଷସଦିଗେର କୀର୍ତ୍ତି ମହିତେ
 ନା ପାରିଲା ରଣେ ପରାସ୍ତ୍ରୁ ନା ହେଲା ପୁନର୍କାର ଯୁଦ୍ଧେ ଶ୍ରବଣ
 ହେଲେ । ତୁଧନ ରାକ୍ଷସେରାଂ ଶତ୍ରୁ ମହତ୍ର ଭୀଷଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶତ୍ରୁ ଦ୍ଵାରା
 ମାହିତ ଦେବତାଦିଗଙ୍କେ ଶ୍ରାହାର କରିତେ ଆରମ୍ଭ କରିଲ । ମହା-

ঐশ্বর্য এবং শত শত সুদারূপ শূণ ও শাস দ্বারা নিরন্তর আহত হইয়া দেবতারা একত্র অবস্থিতি করিতে সমর্থ হইলেন না ।

সুমালী এইরূপে দেবগৈর্য বিজ্ঞাবিত করিতে আরম্ভ করিলে, অষ্টম বসু ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন, এবং নিজ-সৈন্যগণের সমভিব্যাহারে প্রহারকারী সুমালী রাক্ষসকে বিক্রম-মহাকারে নিবারণ করিলেন । অনন্তর সমরে অপরাঙ্কুণ সুমালী ও অষ্টম বসুর অতি তুমুল ক্রলামাঞ্চকর যুদ্ধ আরম্ভ হইল । মহাক্রা বসু বাণগণ দ্বারা সুমালীর আকাশচাতুরী রথ চূর্ণ করিয়া ফেলিলেন । এই রূপে রণস্থলে শত বাণ দ্বারা রথ চূর্ণ করিয়া সাবিত্র সুমালীর বদার্থ হস্তে গদা গ্রহণ এবং সুমালীর মস্তকে ঐ কালদণ্ডোপম প্রদীপ্ত গদা নিপাতিত করিলেন । উদ্ধাখতিম ঐ গদা নিশাচরের উপর পতন কালে, গিরির উপর পতমান ইন্দ্রপরিক্রিষ্ট মহাশনির ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল । নিমেষমাত্রেই ঐ গদা দ্বারা সুমালী রণস্থলে ভস্মীভুত হইল, তখন তাহার অস্থি, কি মস্তক, কি মাংস, কিছুই আর দৃষ্ট হইল না ।

— (:) —

ত্রয়োদশ সর্গ ।

বসু সুমালীকে ভস্মসাৎ করিল দেখিয়া, দেবগণ রাক্ষস-সৈন্য নিপীড়ন করিতে লাগিলেন ; নিপীড়িত হইয়া সমস্ত সৈন্য চারি দিকে পলায়ন করিতে লাগিল । তদ্রশনে ক্রুদ্ধ হইয়া বলবান রাবণনন্দন মেঘনাদ সমস্ত রাক্ষসদিগকে বিনিবর্তন করিয়া যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হইল । মহারথ মেঘনাদ কাম-গাঙ্গী মহাহ' রথে আরোহণ করিয়া কাননের দিকে অগ্রসর পাবকের ন্যায় দেবসৈন্যের অভিমুখে দাবিত হইল । যুদ্ধে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেখিয়াই নানা প্রহরণধারী সে ঐ দেব-

সৈন্য সমস্তই ভয়ে পলায়ন করিল । কেহই তাহার সম্মুখে যুদ্ধে অবস্থিতি করিতে পারিল না । তখন শরবিদ্ধ বিজয় দেব-সৈন্যদিগকে সম্বোধন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন, দেবগণ ! ভীত হইও না ; পলায়ন করিও না, যুদ্ধে প্রত্যাগমন কর ; আমরা এই অপরাহ্নে পুত্র যুদ্ধার্থে গমন করিতেছেন ।

অনন্তর শক্রনন্দন দেব জয়ন্ত অদভুতনিৰ্ম্মাণ রথে আরোহণ করিয়া যুদ্ধাভিমুখী হইলেন । তখন সমস্ত দেবগণ সেই শচীনন্দনকে পরিবেষ্টন করত যুদ্ধস্থলে উপস্থিত হইয়া, রাবণ-নন্দনকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন । মহেশ্বরনন্দন ও রাবণনন্দন, এবং তৎপক্ষীয় দেব ও রাক্ষসগণের যুদ্ধ, দেবরাক্ষস-গণের যুদ্ধের ন্যায়ই হইতে লাগিল । তদনন্তর রাবণনন্দন জয়ন্তের সারথি মাতলির পুত্র গোমুখের উপর বিস্তর সুবর্ণ-ভূষিত বাণ নিক্ষেপ করিলেন । শচীপুত্র জয়ন্তও ক্রুদ্ধ হইয়া রাবণনন্দনের সারথিকে এবং তাহাকেও মর্দ্যাদে বিদ্ধ করিলেন । রাবণনন্দনও ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া ক্রকুটীবদ্ধ বিষ্কারিত লোচনে শরবর্ষণ করত ইন্দ্রনন্দনকে আচ্ছন্ন করিয়া, দেবসৈন্যের উপর মহত্বে সহস্র প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গিরিশৃঙ্গ এবং শতদ্রু, মুঘল, প্রাগ, গদা, খড়্গ, পরশু ও অন্যান্য বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র সকল নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন । রাবণতনয় এই রূপে যুদ্ধ করিতে থাকিলে, মহা অন্ধকার উৎপন্ন হইল ; তাহাতে ত্রিলোক ব্যাধিত হইয়া উঠিল । এই সকল ইন্দ্রনন্দনের সমস্তাদ্বর্ষ দেবসৈন্য শরজালে প্রাণীড়িত হইয়া বিবিধ-প্রকারে চঞ্চল হইয়া পড়িল । দেবতা কি রাক্ষসগণ উভয় পক্ষেই পরস্পরকে চিনিতে পারিল না । বিপর্যাস্ত হইয়া সমস্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে থাকিল । অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও বিমোহিত হইয়া দেবতারা দেবতাদিগকে, এবং রাক্ষসেরা রাক্ষসদিগকেই বিনাশ করিতে লাগিল । কতক বা পলায়ন করিল । ইতিমধ্যে পুলোমানামক বীর দানবরাজ শচীপুত্রকে

জয় করিয়া যুদ্ধস্থল হইতে লইয়া গেল । পুলোমা শতীর জন্ম-
স্রোতা ; সুভরাং জয়ন্তের মাতামহ ; নিজ দৌহিত্রকে লইয়া
মাগরগর্ভে প্রবিষ্ট হইল । জয়ন্ত অদৃশ্য হইলেন দেখিয়া দেব-
গণ কাতর ও ব্যথিত হইয়া সকলেই পলায়ন করিলেন । নিরস্ত্র-
ক্রুদ্ধ রাবণনন্দন তদর্শনে নিজদলবলে পরিত্যক্ত হইয়া তাঁহা-
দিগের প্রতি দাবমান হইল এবং উচ্চৈঃস্বরে শব্দ করিতে
লাগিল ।

এই রূপে পুত্র অদৃশ্য হইলেই, দেবগণও পলায়ন করিতে
লাগিলেন, দর্শন করিয়া দেবরাজ মাতলিকে আজ্ঞা করিলেন,
আমার রথ আনয়ন কর । মহাভীষণ মহারথ সজ্জিত হইয়া-
ছিল ; এক্ষণে দেবরাজের আজ্ঞা প্রাপ্তিমাত্র মাতলি সেই
সহাবেগ রথ সত্ত্বর চালনা করিয়া আনিলেন । মহাবল পুরন্দর
সেই রথে আরোহণ পূর্বক যুদ্ধযাত্রা করিলে পর রথের
সম্মুখে বিদ্বাংসহকৃত মহাবল মহামেঘ সকল বাহুবলে চঞ্চল
হইয়া গর্জ্জন করিতে লাগিল । এবং গঙ্ঘর্ষণে বিবিধ বাদ্য
বাদন ও অপ্সরোগণ নৃত্য করিতে লাগিল । দেবরাজ নানাজ-
ধারী রত্নগণ, বসুগণ, আদিত্যগণ, অশ্বিনীকুমার ও মরুদগণ-
সমভিব্যাহারে যুদ্ধযাত্রা করিলেন । কিন্তু তিনি যুদ্ধযাত্রা
করিলে বায়ু প্রচণ্ডবেগে বহিতে লাগিল ; দিবাকর অদৃশ্য
হইলেন ; এবং মহোক্ষা সকল পতিত হইতে লাগিল ।

এ দিকে প্রতাপশালী শূর দশাননও মহাকায় লোমাঞ্চজনক
ভীষণ পন্নগগণে পরিবেষ্টিত, ঐ সকলের নিশ্চাসপবনে সেন
প্রদীপিত, বিশ্বকর্মার বিনির্মিত দিব্য রথে আরোহণ করি-
লেন । তিনি দৈত্য ও নিশাচরগণে পরিত্যক্ত হইয়া ঐ দিব্য
রথ আরোহণে মহেশ্বরের অভিমুখীন হইলেন । এবং পুত্র মেন-
নাদকে নিবারণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধার্থ অবস্থিতি করিতে লাগিল ।
মেঘনাদও যুদ্ধস্থল হইতে বহির্গত হইয়া বিজ্ঞামার্থ উপস্থিত
করিলেন ।

অনন্তর মেঘ সকল যেমন জলবর্ষণ করে, তেমনি ঈশ্বর বর্ষণ করিয়া দেব ও রাক্ষসগণ পরস্পর যুদ্ধ আরম্ভ করিল। দুষ্টা কুম্ভ-কর্ণ কাহার সহিত যে যুদ্ধ করিতেছে ; কিছুই অবগত হইল না ; যাহাকে নিকটে পাইতে লাগিল ; বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র উত্তোলন করত তাহারই সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিল। সে কুপিত হইয়া দন্ত, পাদ, বাহু, হস্ত, শক্তি, ভোগর ও মুদ্রগর সকলের দ্বারা যাহাকে তাহাকে গ্রহণ করিয়া দেবতাদিগকে বিজ্ঞাবিত করিতে থাকিল। কিন্তু অবশেষে মহাঘোর রুদ্ধদিগের সহিত মহা সমরে প্রবৃত্ত হইয়া সে বিবিধ অস্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া পড়িল। অনন্তর রাক্ষসসৈন্য মরুদগণ সহকৃত দেবতাদিগের সহিত মহাঘোর সংগ্রাম করিয়া শেষে নানাগ্রহণাঘাতে দুরীকৃত হইল। কেহ কেহ ছিন্ন ও বিনিহত হইয়া ধরণীতলে লুপ্তিত হইতে লাগিল ; কেহ কেহ বা স্ব স্ব বাহনের পৃষ্ঠেই পতিত রহিল। কতক বা উখিত হইয়া, কেহ রথ, কেহ নাগ, কেহ গর্দভ, কেহ উষ্ট্র, কেহ পন্নগ, কেহ তুরগ, কেহ শিঙ্খার, কেহ বরাহ, কেহ শিখাচবদন, এবং কেহ কেহ বা পন্নগদিগকে বাহুগলে আলিঙ্গন পূর্ব্বক অর্দ্ধমুচ্ছিতভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিল। আর, কতক বা দেবগণ কর্তৃক শস্ত্রচ্ছিন্ন হইয়া প্রাণ-ত্যাগ করিল। রাক্ষসেরা নিহত হইয়া ভূমিতলে অনন্তনিদ্রায় নিদ্রিত হইলে, রণকর্ম্ম যেন চিত্রিতের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল। রণস্থলে শোণিতোদকপ্রবাহিনী, কাক ও গৃধ্রগণে সমাকুল, শস্ত্র রূপ গ্রাহসম্পন্ন নদী প্রবাহিত হইল। এই সময়ে প্রতাপশালী দশানন, দেবতার। সমস্ত সৈন্য বিনাশ করিলেন, দর্শন করত অত্যন্ত কুপিত হইয়া সমস্ত সেই মহাপ্রাক্ক দেবসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সমরে দেবতাদিগকে গ্রহণ করিতে করিতে ইন্দ্রের প্রতিই ধাপিত হইলেন। অনন্তর ইন্দ্র ও সুমহারাণী শরাসন আকর্ষণ করিলেন ; ঐ শরাসন আকৃষ্ট হইলে উহার মহাশব্দে দশ দিক্ ঐতিধ্বনিত হইতে থাকে। পুনশ্চ ঐ সুমহাশরাসন

বিস্ফারণ করিয়া রাবণের গল্বে শত শত পাবক ও সূতা
সদৃশ সমুজ্জ্বল শর নিক্ষেপ করিলেন । মহাবাহু রাক্ষসরাজ দশা-
নন ও কার্মুকনিক্ষিপ্ত শত শত বাণ দ্বারা ইন্দ্রকে আচ্ছন্ন করিয়া
ফেলিলেন ।

স্বোরতর শরবর্ষণ পূর্বক উভয়ে এই রূপে যুদ্ধ করিতে
থাকিলে, চতুর্দিক অন্ধকারে আচ্ছন্ন হইল ; সুতরাং তখন আর
কোন পদাঘট দৃষ্টিগোচর হইল না ।

—::—

চতুর্দিক শর্গ ।

এই রূপে অন্ধকার সৃষ্ট হইলে পর বেলোন্মত্ত দেব ও রাক্ষস-
গণ পরস্পর পরস্পরকে বিনাশ করত ভূমূল যুদ্ধ করিতে লাগিল ।
মেই স্বোরতর অন্ধকারে কেবল ইন্দ্র, রাবণ আর মেঘনাদ, এই
তিন জনের দৃষ্টি ব্যাঘাত হইল না । যাগ হউক, ক্ষণ মগ্নোই
নিজের সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইল দর্শন করত দশানন অতীব ক্রুদ্ধ
হইয়া উঠিলেন এবং অভ্রাচ্ছ সিংহনাদ পরিত্যাগ করিলেন । এই
রূপে দুর্জয় দশগ্রীব রথস্থিত সারথিকে কহিলেন, তুমি আমার
শত্রুসৈন্যমধ্যে উহার প্রান্ত্র ভাগ পর্য্যন্ত লইয়া চল । আমি
এখনই নানা শস্ত্র বর্ষণ করিয়া সকল দেবতাকেই সমালয়ে
ধোরণ করিব । আমি ইন্দ্রকে, কুবেরকে, বরুণকে ও যমকে
বিনাশ করিব ; তাহার পরেই সমস্ত দেবতাকে বিনাশ করিয়া,
স্বয়ং সর্বোপরি অবস্থিতি করিব । নিরুৎসাহ হইও না ; শীঘ্র
আমার রথ চালন কর । আমি তোমাকে আজ দুই বার বলি-
লাম, তুমি আমার শত্রুসৈন্যের পর পার পর্য্যন্ত লইয়া চল ।
আমরা এক্ষণে নন্দনবনের নিকট অবস্থিতি করিতেছি, তুমি
আমায় উদয়পর্বত পর্য্যন্ত লইয়া চল ।

রাবণের বাক্য শ্রবণ করিয়া সারথি শত্রুসৈন্যের মধ্য দিয়া
মনোবেগগামী তুরঙ্গদ্বিগকে চালনা করিল । তখন দশাননের

সেই অভিধায় অবগত হইয়া দেবরাজ রথের উপর হইতে দেবতা-দিগকে কহিলেন, দেবগণ ! আমার মনোগত অভিধায় বলিতেছি, শ্রবণ কর। দশাননকে জীর্ণিত অবস্থায়ই ধারণ করিয়া বন্দী করিতে হইবে। এই অতিবলশালী দশানন বায়ুবেগ রথে আরোহণ করত, পর্শকালীন ঔরুদ্ধবেগ সাগরের ন্যায় সৈন্য মধ্য দিয়া গমন করিতেছে। ইহাকে এক্ষণে বিনাশ করা অসম্ভব; বরদানহেতু এক্ষণে ইহার মৃত্যু হইবে না। অতএব আইন, আমরা রাবণকে বন্দী করি; তুচ্ছ ন্যূনত্বই সময়ে যত্নবান হও। সেমন বলিকে বন্ধ করাইয়া আমি ত্রিলোক ভোগ করিতেছি, আমার ইচ্ছা আজি সেইরূপ এই পাপাত্মাকেও বন্ধন করিব।

এই কথা বলিয়া দেবরাজ রাবণকে পরিত্যাগ পূর্বক অনাদ্র গমন করিয়া রাক্ষসদিগকে ত্রানিত করত সংগ্রাম করিতে লাগিলেন। অপরাহ্নে রাবণ উত্তর দিক এবং পুরন্দর দক্ষিণ দিক দিয়া সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্তর শত্ৰুসেনা পর্যাঙ্ক প্রবিষ্ট হইয়া রাক্ষসরাজ রাবণ শতবর্ষণ করত সমস্ত দেবসৈন্য আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলেন। তখন পুরন্দর নিজসৈন্যদিগকে বধ্যমান দর্শন করত নির্ভয়ে প্রত্যাবর্তন পূর্বক রাবণকে নিবারণ করিলেন। 'ক্ষণ পরেই হা ! হত হইলাম ; ইন্দ্র রাবণকে ধারণ করিল, এই বলিয়া দানবশ্রেষ্ঠগণ সকলে মহা চীৎকার করিতে লাগিল।

অনন্তর রাবণনন্দন মেঘনাদ ক্রোধে পরিপূর্ণ হইয়া রণারোহণে সেই সুদারুণ দেবসৈন্য মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। সে পূর্বপ্রাপ্ত পশুপতিপ্রদত্ত মহামায়া আশ্রয় করিয়া ক্রোধভরে প্রবেশ করত দেবসৈন্যদিগকে আক্রমণ করিল; পশ্চাৎ সকল দেবতাকেই পরিত্যাগ করিয়া ইন্দ্রের প্রতিই ধাবিত হইল। ইন্দ্রও শত্রুর পুত্র মেঘনাদকে দেখিলেন, তাহার গাত্রে কবচ ছিল না; দেবগণ তাহার উদ্দেশে বিবিধ অস্ত্র শস্ত্র ত্যাগ করিতে লাগিলেন; কিন্তু

কিছুতেই মেঘনাদের ভয় হইল না । সে সম্মুখপাতী গাতলিকে অনেক উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট শর দ্বারা প্রহার করিয়া বাণবর্ষণ দ্বারা পুরন্দরকে একবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল । অনন্তর ইন্দ্র রথ পরিত্যাগ করত গারখিকে বিদায় করিলেন ; এবং ঐরাবতে আরোহণ করিয়া রাবণনন্দনের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন । রাবণনন্দন গায়াবলে অদৃশ্য হইয়া আকাশে থাকিয়া ইন্দ্রকে মায়ায় মুগ্ধ করত শত শত শর প্রহার করিতে লাগিল । ক্রমে যখন দেখিল যে ইন্দ্র অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছেন, তখন রাবণতনয় তাঁহাকে মায়া দ্বারা বন্ধন করিয়া স্বীয় মৈন্যাভিমুখে প্রস্থান করিল । মহেन्द्रকে বল পূর্নক মহারণ্যস্থল হইতে লইয়া চলিল, দেখিয়া, দেবতারা সকলেই চিন্তা করিতে লাগিলেন, হায়, কি হইল ! রণজ্যোতা মায়াবী মেঘনাদ দৃষ্টিগোচর হইতেছে না ; মহেन्द्र বিবিধ বিদ্যা জ্ঞানিলেও ইন্দ্রজিৎ তাঁহাকে বলপূর্নক ধারণ করিয়া লইয়া গেল ।

যাহা হউক, এই সময় দেবগণ সকলেই কুপিত হইয়া শরবর্ষণ পূর্নক রাবণকে আচ্ছন্ন করিলেন ; তাহাতে রাবণ সমরে পরাজু হইলেন । আদিভাগবৎ ও বসুগণের সহিত সমরে প্ররক্ত ও তাহাদিগের প্রহারে কাতর হইয়া তিনি আর সংগ্রাম করিতে সমর্থ হইলেন না ।

পিতাকে এইরূপে সমরে প্রহার দ্বারা জর্জরীকৃত ও কাতর দেখিয়া পুত্র মেঘনাদ তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, পিতঃ ! আসুন ; সমরকার্য্য হইতে নিরস্ত হউন । জ্ঞানিবেন, আগাদিগের জয় হইয়াছে । আপনি সুস্থ ও নিশ্চিন্ত হউন । এই যে সুরসেনার অধিনায়ক ত্রৈলোক্যাদিপতি মহেन्द्र, আমি দৈববলে ইঁহাকে ধারণ ও দেবগণের দর্শ চূর্ণ করিয়াছি । আপনি এক্ষণে নিজবলে শত্রুকে বশে রাখিয়া যথেষ্ট ত্রিলোক ভোগ করুন । আর যথা পরিশ্রমের প্রয়োজন কি ? সমরে আর কোনও ফল নাই ।

রাবণনন্দনের এই বাক্য শুনিতে পাইয়া দেবগণ রণকার্যে হইতে নিরুত্ত হইলেন ; এবং ইন্দ্রবিহীন হইয়া স্ব স্ব আলয়ে গমন করিলেন ।

অনন্তর নিশাচরেন্দ্র প্রাণিতযশা বিপুলভেজস্বী দশানন মিজ পুত্রের সেই প্রিয় বাক্য শ্রবণ করত যুদ্ধ হইতে নিরুত্ত হইয়া, আদরসহকারে পুত্রকে কহিলেন, মহাবল ব্যক্তির যেরূপ উপযুক্ত তাদৃশ বিবিধ পরাক্রমের কার্য্য দ্বারা তুমি আমার বংশের গৌরবরুদ্ধিকারক । তুমি আজ তাদৃশ পরাক্রমেই অতুল বলশালী দেবরাজ ও সমস্ত দেবতাদিগকেই জয় করিলে । বাহা হউক ; ইন্দ্রকে যথেষ্ট তুলিয়া লইয়া যাও ; সৈন্যপরিরুত হইয়া এ স্থান হইতে নগরী যাত্রা কর । আমিও মন্ত্রিগণে পরিরুত হইয়া দ্রুতগতিতে তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎই গমন করিতেছি ।

অনন্তর রাবণনন্দন দেবরাজকে গ্রহণ করত সৈন্য ও বাহন সমভিযোগারে নিজভবনে উপস্থিত হইয়া, কৃতযুদ্ধ সৈনিকদিগকে বিদায় দান করিলেন ।

— [:] —

পঞ্চত্রিংশ সর্গ ।

রাবণের পুত্র অতিবল দেবরাজকে বন্দী করিয়া লইয়া যাঠলে পর, দেবগণ রক্ষাকে অগ্রে লইয়া লঙ্কায় গমন করিলেন । তথায় উপস্থিত হইয়া আকাশেই থাকিয়া প্রজাপতি পুত্র ও ভ্রাতৃগণে পরিরুত রাবণকে সামসহকৃত বাক্যে কহিলেন, বৎস রাবণ ! তোমার পুত্রের সমরে আমি সঙ্কষ্টে হইয়াছি । অহো ! ইহা ন কি আশ্চর্য্য বিক্রম, কি অসুত বল ! তোমারই সমান, কিম্বা অধিকও হইবে । তুমিও শ্রীর ভেজে সমগ্র ত্রৈলোক্য জয় করিয়াছ, তোমার প্রাজ্ঞতা সফল হইয়াছে ; অতএব আমি তোমাদিগের পিতৃপুত্রের উপর সঙ্কষ্টে হইয়াছি । বৎস দশানন !

তোমার এই বীর্যবান্ অতিবলশালী পুত্র জগতে ইন্দ্রজিৎ নামে
নিখ্যাত এবং সৰ্ব্বথা যোদ্ধা, বলবান্ ও সকলের দুৰ্জয় হইবে ।
রাবণ ! তুমি ইহারই বাল্যবল আশ্রয় করিয়া দেবতাদিগকে
স্ববশে স্থাপন করিলে । অতএব মহাবাহো ! তুমি এক্ষণে
পাকশাসন মহেন্দ্রকে মুক্ত কর ; ইহার মুক্তির বিনিময় স্বরূপ
দেবতারী তোমাকে কি প্রদান করিবেন, বল ।

অনন্তর যুদ্ধক্ষেত্রে ইন্দ্রজিৎ কহিলেন, প্রজাপতে ! আপনি
যদি এ কথা বলেন, তাহা হইলে, আমি অমর বর প্রার্থনা করি ।
তখন মহাতেজা প্রজাপতি মেঘনাদকে বলিলেন, ভূমণ্ডলে
পক্ষী, চতুষ্পদ কি অন্যান্য মহা ওজস্বী প্রাণিদিগের মধ্যে কেহই
কুত্রাপি একবারে অমর নাই ।

লোকনাথ পিতামহের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবলশালী ইন্দ্র-
জিৎ মেঘনাদ তাঁহাকে কহিলেন, তবে ইন্দ্রের মুক্তির পরিবর্তে
আমি যে বর প্রার্থনা করিতেছি শ্রবণ করুন । যে কোন সময়ে
আমি শক্রজয়ার্থ সংগ্রামে প্ররুত হইতে ইচ্ছুক হইয়া যথাবিধানে
অগ্নিতে হোম করিব, তখনই যেন অগ্নি হইতে আমার নিমিত্ত
অশ্ব, গহিত রথ উৎখিত হয় ; এবং আমি যতক্ষণ সেই রথে
থাকিব, ততক্ষণ যেন আমি অমর হই ; দেব ! এই বরই আমি
স্থির করিলাম । যদি জপ ও অগ্নিতে হোম সমাপ্ত না করিয়া
আমি সংগ্রামে প্ররুত হই, তাহা হইলে যেন আমার বিনাশ হয় ।
দেব ! সকলে তপস্যা দ্বারাই অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু
আমি বিক্রম দ্বারা অমরত্ব লাভ করিব । পিতামহ কহিলেন,
তথাস্তু । তখন মেঘনাদ ইন্দ্রকে ছাড়িয়া দিল ; দেবগণও স্বর্গে
গমন করিলেন ।

রাম ! অনন্তর ইন্দ্র নিতান্ত কাতর হইয়া পড়িলেন ;
তাঁহার দেবকান্তি লোপ পাইল ; তিনি চিন্তায় ব্যাকুল হইয়া
ভাবিতে লাগিলেন । তাঁহাকে তথাবিধ দর্শন করিয়া ব্রহ্মা
কহিলেন, শতক্রতো ! এখন ভাবিতেছ বটে, কিন্তু তখন তাদৃশ

কৰ্ম করিয়াছিলে কেন ? দেবতাজ ! আমি মনে ছায়া
 কতকগুলি প্রজা সৃষ্টি করিয়াছিলাম । তাহাদিগের সকলেরই
 বর্ণ, বাহ্য ও রূপ সৰ্ব্বপ্রকারেই একপ্রকার হইয়াছিল ; আকৃতি
 কি লক্ষণে তাহাদিগের কোন ইতর বিশেষ ছিল না । তদনন্তর
 আমি একাধমানে সেই সকল প্রজার বিষয় চিন্তা করিতে লাগি-
 লাম ; এবং তাহাদিগের হইতে বিভিন্ন করিয়া এক জ্ঞী সৃষ্টি
 করিলাম । সৃষ্ট পদার্থের মধ্যে বাহার যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ উৎকৃষ্ট
 আমি তাহাই সংগ্রহ করিয়া লইলাম ; এবং এই সকল রূপ গুণ
 একত্রিত করিয়া অহল্যা নামে জ্ঞী সৃষ্টি করিলাম । হল শব্দের
 অর্থ বিরূপতা ; সেই বিরূপতা হইতে জন্মে যে নিম্ন তাহার নাম
 হল্য ; আমার সৃষ্ট এই জ্ঞীতে হল্য ছিল না বলিয়া সে অহল্যা
 নামে বিখ্যাত হইয়াছে ; আমি তাহার এই নাম রাখিয়াছিলাম ।
 হে দেবেজ ! হে সুরশ্রেষ্ঠ ! সেই নারীকে সৃষ্টি করিয়া আমার
 চিন্তা হইল, এ কাগর পত্নী হইবে । শক্র ! তুমি কিন্তু তৎকালে
 আপন পদের অহঙ্কারে তাহাকে তোমার নিজেরই পত্নী জ্ঞান
 করিয়াছিলে । আমি তাহাকে মহাত্মা গৌতমের নিকট ন্যাস
 স্বরূপে রক্ষা করিলাম । অনেক বৎসরের পর গৌতম পুনর্বার
 তাহাকে আমায় ফিরাইয়া দিলেন । অনন্তর আমি মহামুনি
 গৌতমের ঋণ্য ও তপঃসিদ্ধি পর্য্যালোচনা করিয়া তাহারই
 সহিত অহল্যার বিবাহ দিলাম । অনন্তর মহামুনি অহল্যার
 সহিত মুখে কাল বাপন করিতে লাগিলেন । এই রূপে আমি
 অহল্যাকে গৌতমের সহধর্মিণী করিলে পর, দেবতারা সকলেই
 হতাশ হইলেন । কিন্তু তুমি কামের বশীভূত ও কুপিত হইয়া
 মূনির আশ্রমে বাইরা দেখিলে, অহল্যা অগ্নিশিখার ন্যায়
 দীপ্ত পাইতেছে । তখন তুমি কামাত্মতা এবং ক্রোধবশতঃ তাহার
 সতীত্ব হরণ করিলেন । এই সময় গৌতম তোমাকে আশ্রমে
 দেখিতে পাইলেন । দেখিয়া সেই মহাতেজা মহামুনি কুপিত
 হইয়া তোমাকে অভিসম্পাত করিলেন, বে, শক্র ! তোমার

দশাবিধীয় ঘটয়াছে ; তুমি নির্ভয়ে আমার পত্নীর সতীত্ব লোপ করিয়াছ ; এই জন্ম তুমি সময়ে শত্রু কর্তৃক বদ্ধ হইবে । আর মুঢ়মতে ! তুমি যে এই পাপের সৃষ্টি করিলে, তোমার দোষে অদ্যাবধি মানুষলোকে এই পাপ প্রচলিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আর যে ব্যক্তি এই পাপ করিবে, সে ঐ পাপের অর্দ্ধভাগী হইবে ; অপর অর্দ্ধ তোমাতে পতিত হইবে । আরও বলিতেছি, যে যে দেবতার রাজ্য হইবে, তাহারই পদ চিরস্থায়ী হইবে না । আমি এই অভিসম্পাত করিলাম ।

শত্রু ! মহামুনি গৌতম তৎকালে তোমাকে এইরূপ অভিসম্পাত করিয়াছিলেন । তদনন্তর ঐ স্তম্ভহাতপা মহর্ষি নিজ-ভার্য্যাকেও অত্যন্ত ভৎসনা করিয়া বলিয়াছিলেন, দুর্জিনীতে ! আমার এই আশ্রমসমীপেই তোমার সৌন্দর্য্য বিলুপ্ত হউক । তুমি রূপযৌবনসম্পন্ন, কিন্তু তোমার চিত্ত অস্থির ; অতএব লোকে আর তুমিই কেবল একা রূপবতী থাকিবে না । সকল সৃষ্ট বস্তুই তোমার রূপ ভাগ করিয়া লইবে ; তোমার এই অসামান্য রূপ লইয়া এই অনর্থ ঘটয়াছে । সেই অবধিই সকল সৃষ্ট পদার্থই সুন্দর হইয়াছে । অনন্তর অহল্যা মহর্ষি গৌতমের কোপশাস্তি করিতে লাগিলেন । কহিলেন, বৃদ্ধান্ ! দেবরাজ আপনায় রূপ ধারণ করিয়া আমার সতীত্ব লোপ করিয়াছেন ; স্তবরাং আগি না জানিয়াই পাপ করিয়াছি ; ইচ্ছা করিয়া করি নাই । অতএব হে বিধর্ষে ! আপনি আমাকে ক্ষমা করুন ।

অহল্যা এই কথা কহিলে পর গৌতম কহিলেন, ঈক্ষুকুবংশে এক মহাতেজা মহারথ জন্ম গ্রহণ করিয়া লোকে নামনামে বিখ্যাত হইবেন । মানুষরূপধারী সাক্ষাৎ বিষ্ণু সেই নাম ব্রাহ্মণের কার্য্য সাধনার্থ বনে আগমন করিবেন ; ভদ্রে ! তুমি যখন তাঁহার দর্শন পাইবে, তখন তোমার পাপ দূর হইবে । যে পাপ করিয়াছ, তিনিই সেই পাপের মোচন করিতে পারি-

বেন। তাঁহার আতিথ্য সংকার করিয়া, তুমি অবশেষে পুনর্বার আগার নিকট উপস্থিত হইবে। বরবর্গিনি! তখন তুমি আবার আমার সহিত কাল যাপন করিতে পারিবে। এই কথা বলিয়া সেই রাজর্ষি পুনর্বার নিজ আশ্রমমধ্যে প্রত্যাগমন করিলেন। সেই ব্রহ্মবাদীর পত্নী অহল্যাও সেই অবধি সুমহৎ তপস্চরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন।

শক্র! সেই মুনির অভিসম্পাতনিবন্ধনই তোমার এই সকল ঘটিয়াছে। অতএব মহাবাহো! পূর্বে যে দুষ্কর্ম করিয়াছিলে, এক্ষণে তাহাই স্মরণ কর। বাসব! সেই অভিসম্পাতনিবন্ধনই তুমি শত্রু কতৃক বদ্ধ হইয়াছিলে, অন্য কোন কারণেই হও নাই। এক্ষণে তুমি শীঘ্র সংযত হইয়া বৈষ্ণব যজ্ঞ আরম্ভ কর। সেই যজ্ঞ দ্বারা শুচি হইলে পুনর্বার দেবলোকে গমন করিতে পারিবে। দেবরাজ! মহারণে তোমার পুত্রও বিনষ্ট হয় নাই; তাহার মাতামহ তাহাকে লইয়া গিয়া মহাসাগরগর্ভে রক্ষা করিয়াছেন।

মহেন্দ্র এই কথা শুনিয়া, বৈষ্ণবযজ্ঞ করিয়া পুনর্বার স্বর্গে গমন করিলেন, এবং পুনর্বার দেবগণের রাজা হইয়া অগ্নিরাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রজিতের এতাদৃশ বল আমি এই কীর্তন করিলাম। অন্যের কথা দূরে থাকুক, সে দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিল।

অগস্ত্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ এবং বানর ও রাক্ষসগণ সকলেই বলিল, আশ্চর্য্য। রামের পার্শ্বোপবিষ্ট বিভীষণ রামকে কহিলেন, আজ অনেক দিনের পর আমার প্রাচীন বৃত্তান্ত পুনঃস্মরণ হইল। তখন রাম অগস্ত্যকে কহিলেন, আপনার বাক্য সমস্তই সত্য বটে, আমি বিভীষণের নিকট এই বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলাম।

অনন্তর অগস্ত্য কহিলেন, রাম! সর্বলোকের কণ্টকস্বরূপ রাবণ পুত্রসমভিব্যাহারে এই রূপে রণে দেবরাজ বাসবকে জয় করিয়া অতীব বুদ্ধি পাইয়াছিল।

ষট্‌ত্রিংশ সর্গ ।

অনন্তর মহাতেজা রামচন্দ্র পুনর্বার প্রণত হইয়া দিম্বয়বশত ঋষিগণ্তম অগস্ত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে দ্বিজোত্তম ! হে ভগবান্ ! ক্রুর রাক্ষস রাবণ যখন মেদিনীমণ্ডল পরিভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তখন কি মেদিনী লোকশূন্য ছিলেন ? সমগ্র মেদিনীমণ্ডলে কি তৎকালে কোন রাজা কি রাজপুত্রই ছিলেন না, যে রাবণের দণ্ড করেন ? অথবা তখন সকল রাজাই হীনবীর্য্য হইয়াছিলেন ? শুনিতেন্ত্রি রাবণ ত উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্র সকলের দ্বারা সকল রাজাকেই দুরীকৃত করিয়াছিলেন !

রাঘবের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষি ভগবান্ অগস্ত্য উচ্চৈঃ হাস্য করিয়া, রুদ্রদেবকে প্রাজ্ঞাপতির ন্যায়, রামচন্দ্রকে কহিলেন, পার্শ্ববশেষ্ট ! রাবণ এই রূপে রাজাদিগের উপর উৎপীড়ন করিয়া পৃথিবী পরিভ্রমণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি সাক্ষাৎ স্বর্গপুরীর ন্যায় মাহিম্বাতী পুরীতে উপস্থিত হইলেন ; ভগবান্ অগ্নিদেব নিয়ত ঐ পুরীতে অবস্থিতি করিতেছেন । ঐ পুরীর রাজার নাম অর্জুন । অর্জুন অগ্নির ন্যায়ই তেজস্বী ছিলেন ; এবং ঐ পুরীতে অগ্নি নিরন্তর শরকুণ্ডে স্থাপিত হইয়া প্রজ্বলিত হইতেন । এক দিন মহাবল হৈহয়াদিগুণ্ঠিত অর্জুন ত্রীগণসমভিব্যাহারে নর্ম্মদা নদীতে ক্রীড়া করিবার জন্য গমন করিয়াছিলেন । ঐ দিনেই রাক্ষসরাজ রাবণ মাহিম্বাতী পুরীতে উপস্থিত হইয়া রাজা অর্জুনের অমাত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজা অর্জুন কোথায় ? তোমরা আমাকে শীঘ্র নিশ্চয় করিয়া বল । আমি রাবণ ; রাজার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছি । তোমরা তাহাকে সন্মুখে আমার আগমন সংবাদ দান কর । রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া সুপণ্ডিত অমাত্যগণ তাহাকে কহিলেন, রাজা নগরীতে উপস্থিত নাই । পৌরজন্যের মুখে অর্জুনের অনুপস্থিতি বার্তা শ্রবণ করিয়া বিস্ত্র-

বার পুত্র দশানন নগরী হইতে বহির্গমন পূর্বক হিমবৎ সদৃশ
বিক্ষা পর্বতে গমন করিলেন ; বিক্ষা উপস্থিত হইয়া দেখি-
লেন উহা মহামেঘের ন্যায় আকাশে বিস্তৃত হইয়াছে ; যেন
মেদিনীমণ্ডল বিদারণ করিয়া উদ্ভিত হইয়াছে ; যেন অম্বরভল
বিলিখন করিতেছে । ঐ পর্বতের সহস্ৰ সহস্ৰ শিখর ; সিংহ-
গণ উহার কন্দর মধ্যে বাস করিতেছে । শত শত শ্বেতবর্ণ জল-
প্রপাত উহা হইতে পতিত হইতেছে । যেন পর্বত অটুহাস্য
করিতেছে । দেব, গন্ধর্ব, অঙ্গর ও কিন্নরগণ স্ত্রীগণসমভিব্যাহারে
ঐ অত্যাচল পর্বতে ক্রীড়া করিতেছে । অতএব উহা যেন স্বর্গের
ন্যায় হইয়াছে । ক্ষুটিকের ন্যায় স্বচ্ছতোয়া নদী সকল প্রবা-
হিত হইতেছে, তাহাতে পর্বত চঞ্চল জিহ্বাসম্পন্ন সহস্ৰ কণা-
বিশিষ্ট নাগরাজের ন্যায় শোভা পাইতেছে । রাক্ষসরাজ রাবণ
হিমবৎসদৃশ উর্দ্ধবাপী দরীসম্পন্ন বিক্ষা পর্বত দেখিতে দেখিতে
নর্মদায় গমন করিলেন । ঐ পুণ্যা পশ্চিমসাগরবাহিনী নর্মদার
জল উপলব্ধিগোপরি ক্রততর বেগে প্রবাহিত হইতেছে । উদ্ভা-
ভিতস্ত গম্বিষ, সূমর, সিংহ, শার্ঙ্গিল, ঝঙ্ক ও গজরাজ সকল পতিত
হইয়া উহার জল আলোড়ন করিতেছে ; এবং চক্রবাক, কারিশুন,
হংস, জলকুক্কট ও সারস সকল উহাকে আচ্ছন্ন করিয়া নিম্নত
মত্তভাবে রণ করিতেছে । মনোহারিণী নর্মদা যেন উৎকৃষ্ট
কামিনীর রূপ ধারণ করিয়াছে । প্রক্ষুটিত বৃক্ষ সকল উহার
ভুষণ ; চক্রবাকমিথুন উহার স্তন ; বিস্তীর্ণ পুলিন উহার নিত্য-
দেশ ; হংসশ্রেণী উহার মেখলা , পুষ্পরেণু উহার অনুলেপন ;
জলকণা উহার শুভ্র চুকুল, অবগাহনমুখ উহার স্পর্শমুখ ;
প্রফুল্ল উৎপল উহার শুভ্রনেত্র । রাক্ষসপুত্র দশানন বিমান
হইতে অবতরণ করত কামিনীস্বরূপিণী ঐ সরিষরা নর্মদায়
অবগাহন করিয়া উহার নামানুনিবেষিত মনোরম পুলিনদেশে
অমাত্যবর্ণের সমভিব্যাহারে উপবেশন করিলেন । এবং নর্মদা-
দর্শনে আনন্দিত হইয়া গজার ন্যায় নর্মদার প্রাণংসা করত

বিলাসসহকারে অমাত্য শুক সারণকে কহিলেন, দেখ, তীক্ষ্ণ-
 তাপদাতা দিবাকর সহস্র রশ্মিজালে ব্রহ্মাণ্ডকে স্তব্ধগম্য করিয়া
 আকাশের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিতেছেন । কিন্তু দেখ, ইনি
 যেন এক্ষণে আমার এই স্থানে উপবিষ্ট দেখিয়াই চত্বেদর ন্যায়
 শীতরশ্মি ধারণ করিয়াছেন ; আমার ভয়ে বায়ুও নৰ্মদার জল-
 সংযোগে শীতল, এবং স্নগন্ধি ও শ্রম নাশক হইয়া, অতি সাব-
 ধানে প্রবাহিত হইতেছে । নক্ষ, মীন ও বিহঙ্গমসম্বিত উর্ধ্ব-
 মালিনী এই সরিষার নৰ্মদাও ভীতা কামিনীর ন্যায় অবস্থিতি
 করিতেছে । তোমরা সমরে বিবিধ রাজ্যগণ কর্তৃক ক্ষত বিক্ষত
 হইয়া চন্দ্রনের ন্যায় রুদ্ধির দ্বারা সর্কাজে লিপ্ত হইয়াছ । অতএব
 সার্কভৌমপ্রভৃতি মন্তমাতঙ্গসকল যেমন গজায় অবগাহন করে,
 তোমরা তেমনি সকলেই এই মঙ্গলকারিণী স্বাস্থ্যদায়িনী নৰ্মদায়
 অবগাহন কর । এই মহানদীতে স্নান করিলে পর তোমরা পাপ
 হইতে বিমুক্ত হইবে । আমিও ইহার শরদিন্দুসদৃশ পুলিনদেশে
 শ্রদ্ধাসহকারে পিণাকপাণি মহাদেবের অর্চনার্থ পুষ্পোপহার
 কল্পনা করিব ।

রাবণের এই কথা শ্রবণ করিয়া, প্রহস্ত, শুক, সারণ, মহো-
 দর, ও ধূম্রাক্ষ প্রভৃতি অমাত্যগণ নৰ্মদায় অবগাহন করিল ।
 বামন অঞ্জন ও পদ্মাদি গজরাজ্যগণ কর্তৃক গজার ন্যায় এই সকল
 প্রধান প্রধান রাক্ষসরূপ গজ কর্তৃক নৰ্মদা বিক্ষোভিত
 হইয়া উঠিল । অনন্তর মহাবল রাক্ষসসকল নৰ্মদায় অবগাহন
 করত উৎখিত হইয়া রাবণের পূজার জন্য পুষ্পোপহার আশ্রণ
 করিল । মুহূর্ত্তমধ্যে রাক্ষসেরা নৰ্মদার শুভ্র মেঘসদৃশ কাষ্ঠি
 মনোরম পুলিনদেশে পুষ্পের পর্কিত করিয়া তুলিল । এইরূপে
 পুষ্প সঞ্চিত হইলে পর, রাক্ষসরাজ রাবণ গজায় মহাগজের
 ন্যায়, স্নানার্থ নৰ্মদায় অবগাহন করিলেন । এবং স্নানকরত
 অনুত্তম জপা মন্ত্র জপ করিয়া গলিল হইতে উৎখিত হইলেন ।
 তদনন্তর আজ্ঞা বসন পরিত্যাগ পূর্বক রাক্ষসরাজ শুক্রবসন

পরিধান করিলেন ! অনন্তর তিনি পূজার স্থান নির্ণয়ার্থ কর-
পুটে পুলিনাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন । রাক্ষসসকল
মূর্তিমান অঙ্গদ পর্বতের ন্যায় তাঁহার অনুগমন করিতে লাগিল ।
রাবণ যে যে স্থানে গমন করিতে লাগিলেন, তাঁহার সঙ্গে
সঙ্গেই সুবর্ণময় শিবলিঙ্গও সেই সেই স্থানে নীত হইতে লাগিল ।
অনন্তর রাবণ বালুকাবেদির উপর সেই শিবলিঙ্গ স্থাপন করিয়া,
বিবিধ গন্ধ ও অমৃতগন্ধি পুষ্প সকলের দ্বারা অর্চনা করিতে
প্রবৃত্ত হইলেন ।

অনন্তর চন্দ্রবিভূষণ বরহাদ আর্তিহর দেবদেব মহাদেবের
পূজা সমাপন করিয়া, রাক্ষসেশ্বর দশগ্রীব লিঙ্গের সম্মুখে গান
ও বাহু সকল প্রসারণ করিয়া, নৃত্য করিতে লাগিলেন ।

সপ্তত্রিংশ সর্গ ।

রাক্ষসরাজ রাবণ নর্মদাপুলিনে যে স্থানে পুষ্পোপহার
স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহারই অনতিদূরে মাণ্ডিন্যভীর অধিপতি
বিজয়শ্রেষ্ঠ মহাপ্রহ্লাদ রাজা অর্জুন প্রমদাদিগের সমভিব্যাহারে
নর্মদার জলে বিহার করিতেছিলেন । তৎকালে অর্জুননৃপতি
ক্লীগণের ম্যাবর্তী হইয়া, সহস্রকরেণুপরিবৃত্ত কুঞ্জের ন্যায়
প্রকাশ পাইতেছিলেন । নিজ সহস্র বাহুর বল কত জানিবার
জন্য ঠৈহয়পতি এই সময় বাহুসমূহ দ্বারা নর্মদার বেগ রোধ
করিলেন । কার্তবীর্য্যের ভুজ নিকর দ্বারা বদ্ধ হইয়া নর্মদা-
দার নির্মলজল কূল প্রাবিত করিয়া, প্রতিকূল দিকে প্রবাহিত
হইতে লাগিল । বর্ষাকালেরন্যায় পরিবর্দ্ধিত হইয়া জলপ্রবাহ
সংসার, নরক ও মরুৎ এবং বহুতর পুষ্পরাশি ও কুশাগন সকলে সমা-
কুল হইয়া ধাবমান হইল । ঐ জলপ্রবাহ অর্জুনকর্তৃক যেন রাব-
ণের প্রতিই প্রেরিত হইয়া, রাবণের সমস্ত পুষ্পোপহার ভাঙাইয়া
লইল । তৎকালে রাবণের পূজা অর্ধমাত্র হইয়াছিল । তিনি

ঐ অর্দ্ধ সমাপ্ত পুজার নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া প্রতিকূলা
কামিনীর ন্যায় নৰ্মদাকে দেখিতে লাগিলেন । দেখিলেন,
নৰ্মদা পশ্চিম দিকে সাগরস্ফীতির ন্যায়, বৃদ্ধি পাইয়া, পূর্বদিকে
প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে ; আর পশ্চাৎ দিকে নির্ধিকারা
অঙ্গনার ন্যায় স্বাভাবিক অবস্থায় অবস্থিতি করিতেছে ;
এবং তথায় পক্ষী সকল নিরুদ্বিগ্ন ভাবে উপবিষ্ট রহিয়াছে ।
অনন্তর দশানন মুখে কোন কথা না কহিয়া, নদীবেগের
কারণ অবগত হইবার জন্য দক্ষিণ অঙ্গুলির দ্বারা শুক
সারণকে সঙ্কেত করিলেন । তখন রাবণের আজ্ঞা পাইয়া
দুই ভ্রাতা মহাবীর শুক ও সারণ আকাশ পথ অবলম্বন করত
পশ্চিমাভিমুখে প্রস্থান করিল । ঐ দৃষ্টে নিশাচরদ্বয় অর্দ্ধযোজন
পথ গমন করিয়া দেখিতে পাইল, এক পুরুষ দ্রৌণ সমভিব্য-
াহারে জলক্রীড়া করিতেছেন । তিনি দেখিতে প্রকাণ্ড মাল-
বৃক্ষের সদৃশ ; তাঁহার কেশপাশ মলিলে ভাসমান হইতেছে ।
তিনি মধুপানে মত্ত হইয়াছেন ; তাঁহার লোচনযুগল আরক্তিম
হইয়া উঠিয়াছে । সুগেরু যেমন সহস্র পাদ দ্বারা মেদিনী পারণ
করিয়াছেন, ঐ পুরুষ তেমনি সহস্র বাহু দ্বারা নদী বেগ ধারণ
করিয়া রহিয়াছেন । সহস্র সহস্র সুন্দরী যুগতী তাঁহাকে বেষ্টিত
করিয়া আছে ; যেন সহস্র মদমত্তা করণ করিরাজ্যুক ধরিয়া
রহিয়াছে । সেই অতিভীষণ দৃশ্য দর্শন করিয়া নিশাচর
শুক ও সারণ প্রত্যাগমন করত রাবণকে সমুদায় নিবেদন
করিল । কহিল, রাক্ষসরাজ ! কে এক মহৎ মালপ্রাণ পুরুষ
সেতুর ন্যায় নৰ্মদাকে রুদ্ধ করিয়া কামিনীদিগকে ক্রীড়া
করাইতেছে ; নৰ্মদানদীর জল সেই পুরুষেরই সহস্রবাহু
দ্বারা রুদ্ধ হইয়া মুহুমূর্ত্ত সাগরস্ফীতির ন্যায় তরঙ্গ সকল উৎ-
ক্ষেপণ করিতেছে ।

শুক সারণের মুখে এই প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া সেই
অর্দ্ধজুন, এই কথা বলিয়া রাবণ যুদ্ধাকাজ্জায় যাত্রা করিলেন ।

রাক্ষসরাজ দশানন অৰ্জুনাভিমুখে যুদ্ধযাত্রা করিলে, বায়ু ধূলি মিশ্রিত হইয়া মহা শব্দ করত প্রচণ্ডবেগে বহিতে আরম্ভ করিল । মেঘ সকলও বারিষিন্দুবৰ্ষণ পূৰ্ব্বক একবার মাত্র গজ্জন করিয়া উঠিল । রাক্ষসরাজ মহোদন, মহাপার্শ্ব, ধুম্রাক্ষ এবং শুক সারণ সমভিব্যাহারে অৰ্জুনোদ্দেশে প্রস্থান করিলেন । অনতি-দীর্ঘ কাল মধ্যেই অজ্ঞানসঙ্কশ বলবান্ নিশাচরাধিপতি সেই ভীষণ নৰ্মদাতে উপস্থিত হইলেন ; এবং এই স্থানে করণ গুণ-পরিবৃত্ত মহাগজের ন্যায় জীগণপরিবেষ্টিত রাজা অৰ্জুনকে দেখিতে পাইলেন । দেখিয়াই বলদর্পিত রাক্ষসরাজের লোচন সকল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল । তখন তিনি রাজা অৰ্জুনের অমাত্যদিগকে কহিলেন, হৈহয়াধিপতিকে সংবাদ দেও, যে, রাবণ নামে রাক্ষসাধিপতি আপনার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন ।

রানবের এই কথা শ্রবণ করিয়া, অৰ্জুনের সঙ্গীগণ সশস্ত্র উৎখিত হইলেন, এবং তাঁহাকে কহিলেন, রাবণ ! তুমি ত যুদ্ধের কাল বিলক্ষণ অবগত আছ । আমরািগের রাজা এক্ষণে মধুপানে মত্ত হইয়া জীগণসমভিব্যাহারে জীড়া করিতেছেন । তুমি এই সময় তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে অভিলাষী হইয়াছ ! অতএব দশগ্রীব ! তুমি এক্ষণে ক্ষমা করিয়া অদ্য রাত্রি এই স্থানে অবস্থিতি কর, অথবা যদি তোমার রাজা অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধে একান্ত আগ্রহ হইয়া থাকে, এবং যদি যুদ্ধভয়ান্ত্র ভীষিত হইয়া তুমি ব্যস্ত হইয়া থাক, তাহা হইলে অগ্রে যুদ্ধে আমরাদিগকে বিনাশ কর । তাহার পর রাজা অৰ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিবে ।

অনন্তর রাবণের ক্ষুধিত অমাত্যগণ রাজার অমাত্যদিগের কতক বিনাশ কতক বা ভক্ষণ করিতে আরম্ভ করিল । তখন নৰ্মদার তীরে রাবণের অমাত্য ও অৰ্জুনের অমাত্যগণের মহান্ হুলহলা শব্দ সন্মুখিত হইল । অৰ্জুনপক্ষীয় যোদ্ধগণ সমস্তাৎ

ধাবিত হইয়া শত শত বাণ, প্রাস, শূল, ভোমর, এবং বজ্র ও নরপণ দ্বারা রাবণ ও তাঁহার অমাত্যদিগকে নিপীড়ন করিতে থাকিল। রাজা অৰ্জুনের যোগগণের বেগ অতীব প্রচণ্ড হইয়া উঠিল, এবং তাহার নক্স, মীন ও মকরাদিগরিপূরত মহাসাগরের ন্যায় গর্জ্জন করিতে লাগিল। অনন্তর প্রহস্ত ও শুক সারণ প্রভৃতি রাবণামাত্যগণ কুপিত হইয়া স্ব স্ব পরাক্রম প্রকাশ করত অৰ্জুনের সৈন্যদিগকে বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল।

তখন দ্রুতগণ ভয়বিহ্বল হইয়া ক্রীড়াশ্রুত রাজা অৰ্জুনের নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে রাবণের ও তাঁহার মন্ত্রীগণের এই কার্য্য নিবেদন করিল। এই কথা শ্রবণ করত রাজা অৰ্জুন, ভয় করিও না, স্ত্রীদিগকে এই কথা বলিয়া, গঙ্গাসলিল হইতে হস্তীর ন্যায় জল হইতে উদ্ভিত হইলেন। ক্রোধে তাঁহার নয়নযুগল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তখন সেই অৰ্জুন-ক্লপ অগ্নি মহাভীষণ যুগান্তাগ্নির ন্যায়, প্রজ্বলিত হইতে থাকিল। অনন্তর হেমাঙ্গদধারী ভূপতি অৰ্জুন সমুদ্রে গদাগ্রহণ করিয়া, অন্ধকারের অভিমুখে দিবাকরের ন্যায়, রাক্ষসদিগের অভিমুখে ধাবিত হইলেন। তিনি মহাগদা উদাত্ত করিয়া ঘূর্ণিত করিতে করিতে গুরুড়ের বেগ অবলম্বন পূর্বক ঘাইতে লাগিলেন। অনন্তর মুঘলহস্ত দর্পোদ্ধত প্রহস্ত সূর্য্যের পথ রোধ করিয়া বিকট পর্কতের ন্যায় তাঁহার পথরোধ করিয়া দণ্ডায়মান হইল। এবং হস্তস্থিত লৌহবদ্ধ মুঘল ক্রোধভরে নিক্ষেপ করত স্বত্বকের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া উঠিল। করচূত এই মুঘলের অগ্র ভাগে অশোক পুষ্পশিখার ন্যায় অগ্নি জ্বলিতে থাকিল। তখন মুঘল আগিতেছে দেখিয়া রাজা অৰ্জুন কোনরূপে বিচলিত না হইয়া, অতি নৈপুণ্যের সহিত গদা দ্বারা এই মুঘল ব্যর্থ করিলেন। পশ্চাৎ হৈহয়াদিপতি এই পঞ্চ শত হস্ত দীর্ঘ গুর্জী গদা উদাত্ত করিয়া প্রহস্তের প্রতি ধাবিত হইলেন, অবিলম্বেই প্রহস্ত অতিবেগ সহকৃত গদা দ্বারা আহত হইয়া ইন্দ্রের বজ্রাংগ গরি-

কুটের ন্যায় ভূতলে পতিত হইল । এইস্তু পতিত হইল দেখিয়া
 মারীচ, শুক, সারণ, মহোদর ও ধূম্রাক্ষ রণস্থল হইতে পলায়ন
 করিল । এইরূপে অমাত্য সকল পলায়িত এবং এইস্তু নিহত
 হইলে পর, রাবণ সত্ত্বর নৃপশ্রেষ্ঠ অৰ্জুনের প্রতি ধাবিত হইলেন ।
 অনন্তর সহস্রবাহু মনুষ্যরাজ অৰ্জুন ও বিংশতিবাহু রাক্ষসরাজ
 দশাননের লোমাঞ্চজনক ভূমল যুদ্ধ আরম্ভ হইল । দুই সংকু-
 মর্হাসাগর, দুই জলম পর্কত, দুই তেজস্বী আদিভ্যা, দুই প্রাদাহ-
 কারী পাবক, দুই বলোদ্ধত হস্তী, ও দুই বলদর্পিত সিংহ, এবং
 সাক্ষাৎ রুদ্র ও কালের সদৃশ রাবণ ও অৰ্জুন গদাগ্রহণ পূর্বক
 দুই মেঘের ন্যায় গর্জন করিতে করিতে শুগ্নিনি গাভীর জন্ম
 দুই মহাবীৰ্যের ন্যায়, ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন ।
 পর্কত সকল যেমন অনেক বজ্রপ্রহার সহ্য করে, তাঁরারা
 দুই জনে তেমনি বাহুগ্রহণে সহ্য করিতে লাগিলেন । শত
 শত অশনিশব্দের যেমন প্রতিধ্বনি হয়, তাঁহাদিগের দুই
 জনের গদাপ্রহারশব্দেও তেমনি দশ দিক প্রতিধ্বনিত হইতে
 থাকিল । অৰ্জুনের গদা রাবণের বক্ষস্থলে পাত্যমান হইয়া
 বিদ্যুৎপ্রভার ন্যায় আকাশতল স্তবর্ণবর্ণ করিয়া তুলিল । এই
 রূপে রাবণের গদাও মূলমূহ অৰ্জুনের বক্ষে পতিত হইয়া, মহা-
 গিরিপৃষ্ঠে, মহোউল্লার ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিল । অৰ্জুনও
 ক্লান্ত হন না ; রাবণও ক্লান্ত হন না । পুরাকালে বলি ও
 বাসবেত্ত ন্যায় তঁহাদিগের যুদ্ধ হইতে লাগিল । যেমন দুই রূষ
 শৃঙ্গ দ্বারা, এবং যেমন দুই হস্তী দন্ত দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে
 বিদ্ধ করে, তেমনি নররাজ ও রাক্ষসরাজ পরস্পর পর-
 স্পরকে গদা দ্বারা ক্ষত বিক্ষত করিতে লাগিলেন । অনন্তর
 অৰ্জুন কুপিত হইয়া সংপূর্ণ বলপূর্বক, রাবণের বিশাল বক্ষস্থলে
 গদা প্রহার করিলেন । কিন্তু রাবণ বরদান দ্বারা রক্ষিত
 ছিলেন ; সুতরাং রাবণের বক্ষস্থলে যেন দুর্বল ব্যক্তি কর্তৃক
 পাতিত ও দ্বিধাভূত হইয়া ভূতলে পতিত হইল । তথাপি রাবণ

অৰ্জুনের ক্রীড়া গদা দ্বারা আহত হইয়া অশ্রু নিসর্জন করিতে করিতে চারি হস্ত দ্বারা অপসরণ পূৰ্ণক উপনিষ্ট হইলেন । এই রূপে রাবণকে বিহ্বল হইতে দেখিবামাত্র অৰ্জুন সহসা লক্ষ আদান পূৰ্ণক, সপক্ষে গরুড়ের ন্যায়, তাঁহাকে ধারণ করিলেন । নারায়ণ যেমন বলিকে বন্ধন করিয়াছিলেন, হৈহয়াদিপতি অৰ্জুন তেমনি সহস্র বাহু দ্বারা বল পূৰ্ণক ধারণ করত রাবণকে বন্ধন করিলেন । দশগ্রীব বন্ধ হইলে সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সাধু সাধু বলিয়া অৰ্জুনের উপর পুষ্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন । রাজা অৰ্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়া, মুগকে ধারণ করিয়া ব্যাঘ্রের ন্যায়, ও হস্তীকে ধারণ করিয়া সিংহের ন্যায় মহানন্দে মেঘবৎ মূল্যমূল্য গর্জন করিতে থাকিলেন । এ দিকে প্রহস্ত স্বস্ত হইয়া রাবণকে বন্ধ দেখিয়া ক্রোধভরে হৈহয়াদিপতির প্রতি ধাবমান হইল । তখন বর্ষাকালে প্রবল সাগরের ন্যায়, রাক্ষসসৈন্যের বেগ রুদ্ধ হইয়া উঠিল । পরিত্যাগ কর, পরিত্যাগ কর, দাঁড়াও, দাঁড়াও, নিরস্তর এইরূপ বলিতে বলিতে রাক্ষসগণ তৎকালে রণস্থলে শত শত মূল ও শূল নিক্ষেপ করিতে লাগিল । শত্রু-নিসূদন মহারাজ অৰ্জুন কিন্তু অণুমাত্র বিচলিত না হইয়া দেবারিদিগের ঐ সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিলেন । অনন্তর, বায়ু যেমন মেঘ সকলকে দূরীকৃত করে, হৈহয়াদিপতি অৰ্জুন তেমনি সূর্যসহ উৎকৃষ্ট উৎকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা রাক্ষসদিগের অস্ত্র শস্ত্র নিবারণ করত তাহাদিগকে বিজ্রাবিত করিলেন । এই রূপে নিশাচরদিগকে জ্বাসিত করিয়া তিনি সুহৃদগণে পরিবৃত্ত হইয়া রাবণকে গ্রহণ পূৰ্ণক নিজ নগরী মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন ।

বলিকে বন্ধন করাইয়া পুরন্দরের ন্যায়, মহারাজ অৰ্জুন রাবণকে বন্ধন করিয়া নিজ নগরী প্রবেশ করিলেন ; তৎকালে দ্বিজ ও পৌরজন তাঁহার উপর রাশি রাশি পুষ্প ও আতপ-তণ্ডুল নিক্ষেপ করিলে লাগিলেন ।

অষ্টত্রিংশ সর্গ ।

অনন্তর স্বর্গে পুলস্ত্য দেবগণের মুখে বাবুধারণের নান্ন
অসম্ভাবিত বাবধারণ বার্তা শ্রবণ করিলেন । অনন্তর সেই
মহাবীৰ্য্যশালী মহর্ষি অপত্যশ্লেষবশতঃ বিক্লব হইয়া মাহীশ্মতীর
অধিপতির সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন ।
বায়ুভূলাগতি মনোবেগগামী দ্বিজশ্রেষ্ঠ পুলস্ত্য আকাশপথ
অবলম্বন পূর্ব্বক অমরাবতী মধ্যে ব্রহ্মার ন্যায়, হৃষ্ট পুষ্ট জনে
সমাকীর্ণ, অমরাবতী সদৃশী মাহীশ্মতী পুরীতে আসিয়া প্রবিষ্ট
হইলেন । পাদচারী আদিত্যের ন্যায় সেই সুদুর্দর্শ ঋষিকে
আগমন করিতে দেখিয়া প্রতিহারী সকল রাজা অর্জুনের
নিকট ষাইয়া সংবাদ প্রদান করিল । তাহাদিগের বাক্য হইতে
পুলস্ত্য আশিতেছেন, বুঝিতে পারিয়া হৈহয়াদিপতি মন্তকে
অঞ্জলি বিরচন পূর্ব্বক সেই তপস্বীকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য
অগ্রসর হইলেন । রাজার পুরোহিত অর্ঘ্য ও মধুপর্ক লইয়া,
পুরন্দরের অগ্রে অগ্রে সাক্ষাৎ রুহম্পতির ন্যায়, তাঁহার অগ্রে
অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন । অনন্তর উদয়োন্মুখ আদিত্যের
ন্যায় সেই তপস্বীকে সমাগত দর্শন করিয়া রাজা অর্জুন মহা-
দেবকে ইন্দ্রের ন্যায় সমস্ত্রম চিত্তে প্রণাম করিলেন । পশ্চাৎ
মধুপর্ক, গো, পাদ্য ও অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া, হৈহয়াদিপতি
দ্বর্ষগদগদ বাণে পুলস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন্ ! আপনার
দর্শন তুল্য । আজ যখন আমি আপনার দর্শন পাইলাম,
তখন আমার মাহীশ্মতী পুরী অমরাবতী হইল ! দেব ! আজ
যখন আমি আপনার দেবগণবন্দ্য চরণযুগল বন্দনা করি-
লাম, তখন আমার ব্রত সফল, জন্ম সফল ও তপস্যা সফল
এবং সর্ব্ব মঙ্গল সাধিত হইল । ব্রহ্মন্ ! আমার এই রাজ্য,
এই সকল পুত্র, এই মহিষী এবং আমি স্বয়ং আপনার আজ্ঞা-
পেক্ষী হইয়া আছি । আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আজ্ঞা করুন,
আপনার কোন কার্য্য করিব ।

তখন পুলস্ত্য ঐহর্যাদিপতি অর্জুনকে ধর্ম, অগ্নিহোত্র ও পুত্রগণের কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া কহিলেন, হে নরেন্দ্র ! হে কমলপদ্মাক্ষ ! হে পূর্ণচন্দ্রনিভানন ! তুমি যখন দশগ্রীবকে জয় করিয়াছ, তখন তোমার বলের তুলনা নাই। যাহার ভয়ে বায়ু ও সাগর নিম্পন্দ হইয়া থাকে, তুমি আমার সেই দুর্জয় পৌত্রকে রণে বন্ধন করিয়াছ। তুমি আমার শৌত্রের যশ গ্রাস করিয়া নিজ নাম-ঘোষিত করিয়াছ, অতএব এক্ষণে আমি বলিতেছি, তুমি দশাননকে পরিত্যাগ কর।

পুলস্ত্যের এই আজ্ঞা শ্রবণ করত রাজা অর্জুন আর দ্বিরুক্তি না করিয়া হস্তশ্ৰেষ্ঠিতে রাক্ষসরাজকে মুক্ত করিলেন। দেশরাক্ষস রাবণকে মুক্ত করিয়া পৃথিবীপতি অর্জুন দিব্য আভরণ ও মালা দ্বারা তাঁহার সজ্জা ও অগ্নিদাক্ষী পূর্বক তাঁহার সহিত পরস্পর হিংসানিবারক সখা স্থাপন করিলেন; পশ্চাৎ ব্রহ্মপুত্র পুলস্ত্যকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইলেন। পুলস্ত্যের নিকট মুক্তি পাইয়া প্রতাপশালী রাক্ষসরাজ দশাননও তাঁহার নিকট আতিথ্য গ্রহণ ও তৎকর্তৃক আলিঙ্গিত হইয়া সলজ্জচিত্তে প্রস্থান করিলেন। পিতামহপুত্র মুনিপুঙ্গব পুলস্ত্যও দশগ্রীবকে মুক্ত করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

রাম ! মহাবল রাবণ এই রূপে কার্ত্তবীর্য্য অর্জুনের নিকট পরাজয় প্রাপ্ত ও পুলস্ত্য কর্তৃক মুক্ত হইয়াছিলেন। অতএব রঘুনন্দন ! দেখ, বলবান্ হইতেও অধিকতর বলবান্ আছে; স্মৃতরাং যদি নিজ মঙ্গল লাভে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে কোন ব্যক্তি কাহাকেও অবজ্ঞা করিবে না। বাহা ইউক্, রাক্ষস জাতির রাজা দশানন সহস্রবাহু অর্জুনের সহিত মিত্রতা লাভ করিয়া পুনর্বার রাজাদিগের উপর উৎপাত ও পৃথিবী পরাজয় করিতে লাগিলেন।

উনচত্বারিংশ সর্গ ।

অৰ্জুনের নিকট ভাদ্রশ পরাস্ত হইয়াও নিজের প্রতি রাক্ষস-
রাজ রাবণের অবজ্ঞা হইল না ; তিনি মুক্তি পাইয়াই পুনর্বার
সমগ্র মেদিনীগণ্ডুল বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন । কি
রাক্ষস, কি গান্ধব, যাহাকেই বলবান্ শুনিতো পান, দর্পিত
জ্ঞানন তাহারই নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান
করেন । কিয়ৎকালের পর একদিন তিনি বালিপালিতা কিকিঙ্ক্যা-
নগরীতে গমন করিয়া হেমমালাধারী বালিকে যুদ্ধার্থ আহ্বান
করিলেন । তখন তার, তারার পিতা সুরেশ এবং যুবরাজ
সুগ্রীব রাক্ষসাদিপতিকে কহিলেন, রাক্ষসেশ্বর ! যিনি তোমার
প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে পারিবেন, তিনি এখানে উপস্থিত নাই ;
আর কোন বানরই বা যুদ্ধে তোমার সম্মুখে দণ্ডায়মান
হইতে সমর্থ হইবে । বাহা হউক, রাবণ ! বালী চতুঃসমুদ্রে
সন্ধ্যা করিয়া এই মুহূর্ত্তেই প্রত্যাগমন করিবেন, অতএব তুমি
মুহূর্ত্তকাল অপেক্ষা কর । দশানন ! যাহারা তেজস্বী বানর-
রাজের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আগমন করিয়াছিল, ঐ ভাঙ্গ-
দিগের শস্মসদৃশ অস্থিরাশি রহিয়াছে দর্শন কর । নিশাচর
রাবণ ! যত্নে তুমি অমৃতরসও পান করিয়া থাক, তাহা
হইলেও যদি তুমি রাবণের সহিত যুদ্ধে প্রৱত্ত হও, তোমার
জীবন সেই পর্য্যন্তই জানিবে । হে বিশ্ববানন্দন, এই বেলা
বিচিত্র জগৎ দর্শন করিয়া লও ; মুহূর্ত্তমাত্র অপেক্ষা কর, তাহার
পর তোমার জীবন দুলভ হইবে । অথবা যদি তোমার মরণে
দ্বরা থাকে, তাহা হইলে, দক্ষিণ সাগরে গমন কর, তথায় প্রভূত
পানকের নাম বালিকে দেখিতে পাইবে ।

এই কথা শুনিয়া লোকরাবণ রাবণ তারকে তিরস্কার করিয়া
পুষ্পরথে আরোহণ পূর্ব্বক দক্ষিণ সাগরে গমন করিলেন ; এবং
দেখিলেন, তরুণার্কসদৃশ লোহিতবদন হেমগিরিসঙ্কাশ বালী

এক মনে সঙ্কোচাপাশনা করিতেছেন । তখন রাবণ প্রস্পক হইতে অবরোহণ করিয়া বালিকে পরিবার অভিধায়ে নিঃশব্দ পদ-
সঞ্চারে মত্তর গমন করিতে লাগিলেন । বালী কিন্তু যদৃচ্ছাক্রমে
তঁাহাকে দেখিতে পাইলেন ; এবং বুঝিতেও পারিলেন যে
তঁাহার অভিধায় মক্ষ ; তথাপি তিনি বিচলিত হইলেন না ;
পাপমত্তি রাবণকে দেখিতে পাইয়াও, বালি শশককে দেখিয়া
সিংহব ন্যায়, এবং সুপর্কে দেখিয়া গরুড়ের ন্যায়, গ্রাহ্যই করি-
লেন না । তিনি মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, পাপচেতু
রাবণ আমাকে পরিবার অভিধায়ে আগমন করিতেছে ; আমি
তঁাকে কক্ষমধ্যে পুরিয়া তিন সাগর ভ্রমণ করিব । সকলেই
দেখিবে, শত্রু রাবণ আমার কক্ষমধ্যে গরুড়দ্বারা গপের ন্যায়
লম্বমান হইতেছে ; তাহার উরু, কর ও অঙ্গর অস্তুভাবে বিল-
ম্বিত হইয়া পড়িয়াছে । এইরূপ স্থির করিয়া বালী নিস্তর হইয়া
রাহিলেন ; এবং বেদমন্ত্র সকল জপ করত পরম্বরাঙ্কের ন্যায়
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । বলদর্পিত বানরব্রাজ ও রাক্ষস-
রাজ পরস্পর পরস্পরকে ধারণ করিবার অভিধায়ে এই রূপে
সাবধান হইয়া কার্য্যাসক্তি ইচ্ছা করিতে লাগিলেন । বালী
পশ্চাৎপৃষ্ঠ হইয়া উপবেশন করিয়াছিলেন, তথাপি যেমন দেখিতে
পাইলেন যে রাবণ হস্তের মধ্যে আগমন করিয়াছেন, অগ্নি-
রে পাশাস্ত্র ! বলিয়া, ভূজককে গরুড়ের ন্যায়, তিনি তঁাহাকে
ধারণ করিলেন । রাক্ষসরাজ রাবণ পরিবারজন্য আগমন করিয়া-
ছিলেন, কিন্তু বানররাজ বালী তঁাহাকে ধারণ করত কক্ষমধ্যে
পুরিয়া বেগে আকাশে উখিত হইলেন ; এবং তঁাহাকে পীড়ন ও
মুণ্ডমূর্ত্ত নখাঘাতে যাতনা দান করিতে করিতে, হরণ করিয়া
লইয়া চলিলেন ; বোধ হইল যেন বায়ু মেঘ হরণ করিয়া লইয়া
যাইতেছে । এই রূপে দশানন হ্রিয়মাণ হইলে, তঁাহার অমাত্য-
বর্গ তঁাহাকে মুক্ত করিবার জন্য, আকাশপথে দ্রুতবেগে বালির
পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাবমান হইতে লাগিল । তাহার এই রূপে অনু-

গমন করিলে, আকাশমধ্যস্থ বালি মেঘমালাসুগত গগনতলস্থ দিবাকরের ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। যাহা হউক, রাক্ষ-
সেরা বালির নিকটে উপস্থিত হইতে সমর্থ হইল না; তাহার।
ভাঁহার বাহ ও উরুর বেগে পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল। জীবিত-
লাভার্থী মাংসশোণিতময় শরীরীর কথা দূরে থাকুক, বালি যখন
গমন করিভেন, তখন পক্ষত সকলও ভাঁহার পথ হইতে অপস্থত
হইত। বাহা হউক, পক্ষী সকলও যেখানে উঠিতে পারে না,
সহাবেগসম্পন্ন বানররাজ বালি ভাদ্রশ উর্দ্ধ আকাশমার্গ দ্বারা
গমন করিয়া একে একে অপর তিন সাগরে সঙ্ক্ৰোপাগনা সমা-
পন করিলেন। খেচর সত্তম বালী খেচরগণ কর্তৃক পূজিত
হইয়া, রাবণকে লইয়া প্রথমতঃ পশ্চিম সমুদ্রে গমন করিলেন।
ঐ সাগরে সঙ্ক্ৰাবন্দনা, স্নান ও জপ করিয়া তথা হইতে দশা-
ননকে লইয়া উত্তর সাগরে গমন করিলেন। সেই মহাকপি
শত্রুকে বহন করত বারু মনের ন্যায় বেগে বহু সহস্র যোজন
অতিক্রম পূর্বক উত্তর সাগরে উপস্থিত হইলেন; এবং তথায়
সঙ্ক্ৰাবন্দনা করিয়া রাবণকে বহন করত পূর্ব সাগরে গমন
করিলেন। সেই সাগরেও সঙ্ক্ৰাবন্দনা সমাপন করিয়া বাসব-
বন্দন বানররাজ বালী রাবণকে লইয়া কিকিঙ্কায় প্রত্যাগমন
করিলেন। বানররাজ চতুঃসাগরেই সঙ্ক্ৰা সমাপন করিয়া রাব-
ণের বহননিবন্ধন শ্রান্ত হইয়া কিকিঙ্কায় উপবনে আনিয়া অব-
তীর্ণ হইলেন, এবং নিজ কক্ষদেশ হইতে রাবণকে মুক্ত করিয়া,
কপিসত্তম বারুনার হাস্য পূর্বক তাহাকে কহিলেন, এক্ষণে তুমি
কোথায় রহিয়াছ? তখন অভ্যস্ত আশ্চর্য্যবিশিত হইয়া রাক্ষ-
রাজ প্রশংসিত লোললোচনে বানররাজকে কহিলেন, হে মহেশ্ব-
প্রতিম বানররাজ! আমি রাক্ষসেশ্বর রাবণ; আজ যুদ্ধা-
কাজ্জকায় আগমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার নিকট পরা-
জিত হইলাম। অহো, তোমার কি বল! কি বীর্য! কি
গাভীর্য! তুমি আমার কুজ পশুর ন্যায় গ্রহণ করিয়া এইরূপ

অপরিমিতভাবে এতাদৃশ ক্রতবেগে চতুঃসাগর ভ্রমণ করাইলে !
বীর ! আগাকে বহন করিয়া লইয়া বাইতে পারে, তোমাভিন্ন
এরূপ বীর কে আছে ? কপে ! বুঝিলাম, ত্রিবিধ প্রাণীরই গতি
এইরূপ । যাহা হউক, তোমার বেগ মন, অনিল ও গরুড়ের
সদৃশ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই । আগি তোমার বল বিলক্ষণ
প্রত্যক্ষ করিলাম, অতএব বানররাজ ! আগার ইচ্ছা, আগি
অগ্নির সমক্ষে তোমার সহিত চিরস্থায়ী মিত্রতা সংস্থাপন করিবা
হরীশ্বর ! অদ্য হইতে স্ত্রী, পুত্র, নগর, রাজ্য, ভোগ, আচ্ছা-
দন ও ভোজ্য সমস্তই আমাদিগের উভয়ের সাধারণ হইবে ।
অনন্তর হরীশ্বর ও রাক্ষসেশ্বর উভয়ে অগ্নি প্রজ্বালন পূর্বক জাত-
ভাব সংস্থাপন করত আলিঙ্গন ও পরস্পরের হস্ত ধারণ করিয়া,
স্বষ্টচিত্তে গুণামদ্যে সিংহদ্বয়ের ন্যায়, কিস্কিন্দ্যামদ্যে প্রবিষ্ট
হইলেন । তথায় রাবণ এক মাস কাল, স্ত্রীবেশে ন্যায় কাল-
ব্যাপন করিলেন । পরে ত্রৈলোক্যোৎসাদনার্থী অমাত্যগণ
আগিয়া তাঁহাকে লইয়া গেল ।

প্রভো রামচন্দ্র ! পূর্বে এইরূপ ব্যাপার ঘটিয়াছিল ; বালী
এইরূপে রাবণকে পরাজয় ও অপমানিত করিয়া অগ্নিসমক্ষে
তাঁহার সহিত সখ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন । রাম ! বালীর
অতুল অতি মহৎ বল ছিল । অগ্নি যেমন শলভকে দগ্ধ করে,
তুমি সেই বালিকেও তেমনি দগ্ধ করিয়াছ ।

—[:]—

চত্বারিংশ সর্গ ।

অনন্তর রাম কৃতাজলিপুটে বিনীত ভাবে দক্ষিণদিগ্‌বাসী
অগস্ত্য মুনিকে যুক্তিযুক্ত বাক্যে কহিলেন, আপনি বলিলেন,
রাবণের ও বালীর বলের তুলনা ছিল না ; কিন্তু আগি বিবেচনা
করি, তাহাদিগের বল হনুমানের বলের সমান ছিল না । শৌর্য্য,
দাক্ষিণ্য, বল, ধৈর্য্য, প্রজ্ঞা, নীতি, উপায়, বিক্রম ও প্রভাব

সমগ্র একত্র হনুমানের বর্তমান রহিয়াছে। সাগর দর্শনগাত্র কপিসৈন্য অবসন্ন হইয়া পড়িল, দেখিয়া মহাবাহু হনুমান তাহা-
দিগকে আশ্বাসদান করিয়া শতযোজন সাগর লঙ্ঘন এবং লঙ্কা-
নগরী ধ্বংস ও রাবণের অস্তঃপুরে সীতার দর্শন পাইয়া সীতাকে
আশ্বাসদান করিয়াছিল। একাকী হনুমান্ রাবণের সেনা-
চাৰী মল্লিনন্দন ও কিংকরদিগকে এবং এক কুমারকে সংহার
করিয়াছিল। পাবক যেমন সেদিনো দাহ করে, হনুমান তেমনি
ব্রহ্মজ্ঞানধ্বজ হইতে মুক্ত হইয়া রাবণকে তিরস্কার করিয়া, লঙ্কা
ভস্মমাৎ করিয়াছিল। হনুমান যুদ্ধে যে সকল কার্য্য করিয়াছে,
অল্প কাল, কি ইন্দ্র, কি বিষ্ণু, কি কুবের কেহই সেরূপ কার্য্য
করিতে পারেন না। আমি এই হনুমাগেরই বাহুবীৰ্য্যশোভাবে
লঙ্কা, সীতা, লক্ষ্মণ, জয়, রাজ্য ও বন্ধুবান্ধবদিগকে হারাইয়াছি।
হনুমান যদি বানররাজ সুগ্রীবের সখা না থাকিত, তাহা হইলে
জানকীর সংবাদসমাত্র আনন্দন করিতেই বা কে সমর্থ হইত ?
হনুমান এতাদৃশ বলবীৰ্য্যশালী, কিন্তু বালীর সহিত যখন সুগ্রী-
বের শত্রুতা হইয়াছিল, তখন হনুমান্ সুগ্রীবের শিয়সাধনার্থ,
লঙ্কাসমূহের ন্যায় বালীকে দধ্ব করে নাই কেন ? আমার বোধ
হয় হনুমান নিজেই বল নিজে জানিতে পারে নাই ; সেই জন্যই
প্রাণপ্রিয় বানররাজ সুগ্রীবকে কষ্ট ভোগ করিতে দেখিয়াও সহ্য
করিয়াছিল। হে দেবপুঞ্জিত ভগবান্ ! আপনি আমাকে
হনুমানের ঐদৃশ কার্য্যসম্বন্ধে যথাকথা বিজ্ঞাপন করুন।

রাজ্যের যুক্তিসঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া অগত্যা ঋষি হনুমা-
নের সমক্ষেই তাঁহাকে কহিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! তুমি হনুমানের
সম্বন্ধে যাহা বলিলে, সমস্তই সত্য। বল, গতি ও বুদ্ধি বিষয়ে হনু-
মানের সমান বা শ্রেষ্ঠ কেহই নাই। কিন্তু হে শত্রুহৃদয় ! যাহা-
দিগের অভিধাপ কখনই বাধ হয় না, তাদৃশ মহর্ষিগণ হনু-
মানকে অভিসম্পাত করিয়াছিলেন যে, হনুমান্ বলবান্ হইয়াও
নিজের সমস্ত বল জানিতে পারিব না। বাল্যকালেও হনু-

জানি বাল্যস্বভাববশতঃ যে অদ্ভুত কার্য্য করিয়াছিল, আমি তোমার নিকট তাহাই বর্ণন করিতে সমর্থ নহি। যাহা শুউক, রাখব! যদি তোমার শ্রবণ করিতে একান্তই অভিপ্রায় হইয়া থাকে, তাহা হইলে আমি বলিতেছি, তুমি মন স্থির করিয়া শ্রবণ কর। সূর্য্যের বনহাদাননিবন্ধন স্তবর্ণময় সুরেরূপ নামে সে পরিত্যক্ত আছে, হনুমানের পিতা কেশরী সেই পরিত্যক্ত রাজস্ব করিয়া থাকে। বিখ্যাতা অঞ্জনা কেশরীর অভিমতা পত্নী। পবনদেব এই অঞ্জনার গর্ভে অন্তঃসম পুত্র উৎপাদন করিলেন। বরাদনা অঞ্জনা ফলাহরণার্থ গমন করিয়া গহন বনে তৎক্ষণ মাত্রে ধান্যাদ্রম্যমবর্ণ এই হনুমানকে প্রাপন করত প্রস্থান করিল। মাতাকর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া, সদ্যঃস্মৃত হনুমান ক্ষুদ্রাত্ম্য কাতর হইয়া, শরণে কার্ত্তিকেশয়ের ন্যায় ক্রন্দন করিতে থাকিল। এই সময় দিবাকর জগদ্ব্যাপ্তের রাশির ন্যায় উদ্ভিত হইলেন দেখিয়া হনুমান্ ফলভ্রমে তাঁহার প্রতি লক্ষ প্রদান করিল। বালার্কের ন্যায় মূর্ত্তিমান হনুমান বালার্ক দারণার্থ বালার্কের অভিমুখী হইয়া গগনে উৎখিত হইল। বাল্যস্বভাব এই হনুমান আকাশে আরোহণ করিলে দেব, দানব ও যক্ষগণ অতীব আশ্চর্য্যাস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, বায়ুন্দমন যেরূপ বেগে অত্যাচ্চ আকাশপথে গমন করিতেছে, বায়ু, গুরুত্ব বা মনও সেরূপ বেগবান্ নহে। যদি শিশুকালেই ইহার এক্রপ গতিবেগ হইল, তাহা হইলে, যুগা ও বলবান্ হইয়া একিরূপ হইবে!

রাগ! পুত্র সূর্য্যের তেজে দক্ষ না হয়, এইজন্য বায়ু, তুষার-রাশি সংযোগে শীতল হইয়া, আকাশগামী পুত্রের অনুগমন করিতে লাগিলেন। ঐ সময় হনুমান্ বালচলভাবতঃ আকাশে উৎখিত হইয়া, পিতার সাহায্যে বহুসহস্র বোজন অতিক্রম করত দিবাকরের সন্নিকটে উপস্থিত হইল। এ শিশু, সূতরাং ইহার দোষাদোষ বোধ নাই; আর ইহা দ্বারা উত্তর-

কালে অতি মহৎ প্রয়োজনীয় কার্য সম্পাদিত হইবে, এইরূপ বিবেচনা করিয়াই, তৎকালে দিবাকর হনুমানকে দাহ করেন নাই। এই দিবসেই এই সময়ে রাজ দিবাকরকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিল, হনুমান সূর্য্যের রথের উপর পর্য্যন্ত উখিত হইয়া, উগাকে স্পর্শ করিলেন। চন্দ্রার্কবিমর্দন সিংহিকা-নন্দন রাজ হনুমান্ কর্তৃক স্পৃষ্ট হইয়া এই স্থান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল, এবং ইন্দ্রের ভবনে গমন করিয়া -রোষভরে আকুট-বন্ধন করত দেবগণপরিবৃত পুরন্দরকে কহিল, হে বলরথস্বাভিন-বাসন! তুমি আমার বৃত্তক্কাশাস্তির জন্য চন্দ্র ও সূর্য্যকে আমার প্রদান করিয়াছিলে; তবে এখন কিজন্য অনাকে দান করিলে? আজপৰ্ব্বদিবসে আমি সূর্য্যকে গ্রাস করিবার নিমিত্ত আগমন করিয়াছিলাম; এই সময় আর এক রাজ আসিয়া বলপূর্ব্বক সূর্য্যকে ধারণ করিল।

রাজর বাক্য শুনিয়া কাঞ্চনমালাধারী বাসব সগম্ভ্রমে আসন হইতে উখিত হইলেন। এবং নানা বেশভূষায় বিভূষিত সুবর্ণ-ঘণ্টাস্বরূপ অউগাসশালী সমুন্নতকায় মদস্রাবী কৈলাসশৃঙ্গাকার চতুর্দন্ত হস্তিরাজ্য ঐরাবতে আরোহণ করত রাজকে অগ্রে লইয়া হনুমানও সূর্য্যের নিকট গমন করিলেন; ইন্দ্রকে পশ্চাৎ ফেলিয়া রাজ সূর্য্যে অতিবেগে গমন করিল; কিন্তু কৈলাস-শৃঙ্গাকার হনুমানকে দর্শন করিয়াই পলায়ন করিল। অনন্তর হনুমান্ সূর্য্যকে পরিত্যাগ করত ফলবোধে সিংহিকানন্দন রাজকেই ধরিবার জন্য বেগে আরও উর্দ্ধে উখিত হইল। রাম! সূর্য্যকে পরিত্যাগ করিয়া হনুমান্ আগমন করিতে লাগিল দর্শন করিয়া, রাজ অদোমুখে ধাবমান হইল, এবং ইন্দ্রকে রক্ষাকর্ত্তা নিশ্চয় করিয়া ভয়ে বার বার ইন্দ্র ইন্দ্র বলিয়া ডাকিতে লাগিল। রাজ দৃষ্টিপথে পতিত হইবার পূর্বেই ইন্দ্র স্বর শ্রবণে তাহার স্বর বুঝিতে পারিয়া বলিতে লাগিলেন, ভয় নাই; আমি এখনই ইহাকে সংহার করিতেছি। অনন্তর মহা-

কাল ঐরাবতকে দর্শন করিয়া পবননন্দন ফলবোধে ঐ গজরাজের
প্রতি বেগে ধাবমান হইল। সে যখন ধাবমান হইয়া, ইন্দ্রাদির
মস্তকোপরি উদ্ভিত হইল, তখন তাহার রূপ দেখিতে অতীব
ভীষণ হইল। এই রূপে তাহাকে ধাবমান হইতে দেখিয়া, শচী-
পতি পুরন্দর অত্যন্ত কুপিত হইয়া বেগে বজ্র নিক্ষেপ করিয়া
তাহাকে প্রহার করিলেন। ইন্দ্রের বজ্র দ্বারা আহত হইয়া
হনুমান গিরিপৃষ্ঠে পতিত হইল, পতিত হইলে তাহার বাম হনু
ভগ্ন হইল।

হনুমান ইন্দ্রের বজ্রভাঙননিবন্ধন বিহ্বল হইয়া পতিত হইলে
পবন ইন্দ্রের প্রতি ক্রুদ্ধ হইয়া লোকের অহিতসাধনে কৃতনিশ্চয়
হইলেন। প্রাণীদিগের অন্তরস্থ বায়ু সংকরণ হইতে নিরস্ত হইয়া
শিথিলপুত্রকে লইয়া গৃহামধ্যে প্রবেশ করিলেন। বর্ষারোধ
করিয়া পুরন্দর যেমন সর্ষ প্রাণীরে পীড়ন করেন, বায়ু তেমনি
সর্ষ প্রাণীর অন্তর রোধ করিয়া গল ও মূত্রাণয়ে অগ্নি যাতনা
দান করিতে লাগিলেন। বায়ুর প্রাকোপবশত সর্ষভূতের
শ্বাস রুদ্ধ হইল। এবং অঙ্গসন্ধি সকল যেন ভিদ্‌মান হইতে
থাকিল। সুতরাং সকলেই কাষ্ঠের স্বরূপ হইয়া উঠিল। বায়ু-
প্রাকোপনিবন্ধন স্বাধ্যায়, বয়ট্কার, ক্রিয়াকলাপ ও ধর্ম
সমস্ত লোপ পাইল; সুতরাং ত্রিলোক যেন নরকস্থ বোধ হইতে
লাগিল। প্রাণীমাত্রই যেন মহোদর রোগে গ্রস্ত হইয়া পড়িল।
অনন্তর দুঃখকাতর দেব, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও মানুষ প্রভৃতি প্রজা-
বর্গ সুখলাভ প্রত্যাশায় পিতামহ বৃদ্ধার নিকট ধাবিত
হইল; এবং কৃতাজলিপুটে নিবেদন করিল, 'হে প্রজানাম।
আপনিই চতুর্দিক প্রজা সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং আপনিই আমা-
দিগের জীবনোপায় স্বরূপে আমাদিগকে বায়ু দান করিয়াছেন।
কিন্তু জানি না, আমাদিগের প্রাণের অধিপতি বায়ু আজ কি
কারণে অন্তঃপুর মধ্যে ত্রীগণের ন্যায়, আমাদিগকে রুদ্ধ করিয়া
যাতনা দান করিতেছেন। আমরা বায়ু কর্তৃক নিপীড়িত হইয়া

আপনার শরণাগত হইলাম । হে দুঃখহারিণী ! আপনি আমা-
দিগের বায়ু নিরোধজনিত দুঃখ নিবারণ করুন ।

প্রজানাপি প্রজাপতি প্রজাদিগের এই বাক্য শ্রবণ করত,
কারণ আছে, বলিয়া পুনর্বার কহিলেন, যে কারণে বায়ু কুপিত
হইয়াছেন, এবং প্রজাদিগকে রোধ করিয়াছেন, বলিতেছি শ্রবণ
কর ; তোমাদিগের বাহা হিতজনক, তাহা শ্রবণ করাও তোমা-
দিগের কর্তব্য । আজ সমরেশ্বর ঈশ্বর রাত্তর বাক্য শুনিয়া বায়ুর
পুত্রকে বিনাশ করিয়াছেন ; সেই জন্যই বায়ু কুপিত হইয়াছেন ।
অশরীরী বায়ু শরীরীদিগকে পালন ও তাহাদিগের অন্তরে প্রাণ-
হিত হইয়া থাকেন । বায়ু ব্যক্তিরেকে শরীর কাঠের ন্যায় হইয়া
উঠে । বায়ুই প্রাণ ; বায়ুই সুখ ; বায়ুই নিখিল জগৎ । বায়ু-
পরিভ্রান্ত হইলে, জগৎ সুখলভ করিতে পারে না । দেখ, জগৎ
এইমাত্র জীবনধরূপ বায়ু কর্তৃক পরিভ্রান্ত ও রক্ষণাগ হইয়া
কাষ্ঠকুণ্ডার ন্যায় অবস্থিতি করিতেছে । অতএব চল, যেখানে
আমাদিগের যাতনাদায়ক বায়ু অবস্থিতি করিতেছেন, আগরা
সেই স্থানে গমন করি । অদিতির পুত্র বায়ুকে হানয় না করিয়া
আমাদিগের অনর্থক নষ্ট হইয়া নিদেয় নহে ।

অনন্তর প্রজাপতি দেব, গন্ধর্ষ, ভূবন ও গৃহক প্রভৃতি প্রজা-
বর্গ সমাভিপাত্যহাতে সেই স্থানে গমন করিলেন, যেস্থানে বায়ু
সুরেন্দ্রাভিহত নিজ পুত্রকে লইয়া অবস্থিতি করিতেছিলেন ।

অনন্তর বায়ুকে ডিম্বিত বৈশ্বানর ও কাঞ্চনবর্ণসমপ্রভ বাল-
ককে দর্শন করিয়া চতুরানন, এবং দেব, গন্ধর্ষ, ঋষি, যক্ষ ও
রাক্ষস প্রভৃতি সকলেরই দয়া হইল ।

একচত্বারিংশ সর্গ ।

বায়ু পুত্রের বিনাশে সান্ত্বিত্য বাক্যুল হইয়াছিলেন । পিতা-
মহকে দেখিয়া, রক্ত শিশুকে গ্রহণ পূর্বক, ভঁাহার সম্মুখে উঠিয়া

দাঁড়াইলেন । এবং তিন বার গাষ্ট্রোদে প্রাণ পূর্বক উপাসনা করিয়া, তাঁহার পদযুগলে পতিত হইলেন । তৎকালে তাঁহার কুণ্ডল, মৌলি, মালা ও স্বর্ণভূষণ সমস্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল । বেদবিৎ ব্রহ্মা পাদপতিত পবনকে সমুখাণিত করিয়া, লম্বাভরণ-ভূষিত হস্ত দ্বারা সেই মৃত শিশুকে স্পর্শ করিলেন । পদ্মযোনির স্পর্শনাত্ত, শিশু, সলিলমিত্ত শস্যের ন্যায়, লীলাসহকারে পুন-জীবিত হইয়া উঠিল । গন্ধবহ বায়ু তাহাকে জীবিত দেখিয়া, হর্ষভরে পূর্বের ন্যায়; সকল ভূতে অনিরোধে বিচরণ করিতে লাগিলেন । অনুজসতিত পদ্মিনী যেমন শীতবাতবিনির্মুক্ত হইলে, প্রফুল্ল হইয়া থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্মা সকল মরুদ্ভোগ-বিনির্মুক্ত হইয়া, আত্মাদিত হইল ।

অনন্তর বশোধর্যা, প্রেমর্যা, স্ত্রী ও জ্ঞানবৈরাগ্যা এই ত্রিবিধ যুগ্ম-সম্পন্ন, ত্রিমূর্ত্তিপ্রদান, ত্রিলোকনিলয় ও ত্রিদশাচ্ছিত দেবতা ব্রহ্মা মরুভেদে প্রায়কামনায় কঠিতে লাগিলেন, যে মহেশ্বর, অগ্নি, বরুণ, মহেশ্বর ও ধনেশ্বর ! তোমরা সকলেই যদিও অবগত আছ, তথাপি, সমস্ত বলিব, শ্রবণ কর । এ বিষয় বিশিষ্টরূপ উপকারজনক । এই শিশু ভবিষ্যতে তোমাদের কার্য্য করিবে । অতএব তোমরা সকলে বায়ুর ভূষ্টিরজন্য এই শিশুকে বর প্রদান কর । তখন মহত্বলোচন ইন্দ্র প্রীতিযুক্ত হইয়া, প্রফুল্ল হইলে পদ্ম-ময়ী মালা উৎক্ষেপণ পূর্বক এইপ্রকার কঠিতে লাগিলেন, আমার করনির্মুক্ত বজ্র দ্বারা ইহার হস্ত ভগ্ন হইয়াছে । অতএব এই কপিশার্দূল হনুমান্ নামে বিখ্যাত হইবেক । আমি ইহাকে পরমাস্ত্রুত বর প্রদান করিব । আজি হইতে এই হনুমান্ আমার বজ্রের অবধা হইবে ।

অনন্তর তিগিরারি সূর্যা করিলেন, আমি ইহাকে স্বকীয় ভেজের শতভাগ অংশ প্রদান করিতেছি । আর, যখন শাস্ত্রাধ্য-য়নে ইহার সাগর্য্য হইবে, তখনই আমি ইহাকে শাস্ত্র প্রদান করিব । তদ্বারা ইহার বাখ্যতা জন্মিবেক ।

বরণ ও দান দিয়া কহিলেন, আমার পান হইতে ও জল হইতে
অযুত শত বর্ষেও ইহার মুত্তা হইবে না।

যম আপনার দণ্ডের অবদ্যাহ ও অরোগহ বর দান পূর্বক
কহিলেন, আমি সন্তুষ্ট হইয়া, বর দিতেছি, এই হনুমান যুদ্ধে
বিষম ও আমার এই গদাতেও নিধন হোণ্ড হইবে না।

তৎকালে একাক্ষিপিতল ধনদণ্ড এই প্রকার কহিলেন, এই
হনুমান আমার ও আমার অস্ত্র সকলের অবদ্যাহ হইবে। শকরও
ইহাকে এই প্রকার পরম বর প্রদান করিলেন।

মহারথ বিশ্বকর্মা বালকের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন,
এই হনুমান আমার কৃত দিব্য শস্ত্র সকলের অবদ্যাহ ও চিরজীবী
হইবেক।

ব্রজা কহিলেন, এই কপিশাব্দীল দীর্ঘায়ু সংগ্ৰহে ও সমু-
দায় ব্রজদণ্ডের অবদ্যাহ হইবে।

অনন্তর জগদগুরু চতুর্মুখ সুরগণের বরসমূহে হনুমানকে
অলংকৃত দেখিয়া, হৃষ্টচিত্তে বায়ুকে কহিলেন, হে মারুত!
তোমার এই পুত্র মারুতি সুরগণের ভয়ংকর ও মিত্রপক্ষের অভয়-
কর এবং সকলের অজ্ঞেয়, কামরূপ, কামচারী, কামগামী, প্লব-
গণের শ্রেষ্ঠ, অব্যাহতগতি ও কীর্তিমান হইবে। এবং যুদ্ধে
রাবণের বৈশাদনার্থ রামের শ্রীতিকর রোমার্ধকর কার্য সকল
সম্পাদন করিবে।

পিতামহপুরোগম অমরগণ সকলে বায়ুকে এই প্রকার
আমন্ত্রণ করিয়া, যথাগত প্রস্থান করিলেন। তখন বায়ুও
পুত্রকে গ্রহণ পূর্বক গৃহে আনয়ন ও অঞ্জনাৎ বরদানরত্নাঙ্ক
জ্ঞাপন করিয়া, বিনিগত হইলেন। রাম! এদিকে হনুমান
বর পাইয়া, সেই বরদানবলে বলীয়ান হইয়া, স্বভাবসিদ্ধ বেগে
পূর্ণ অর্বব সাদৃশ্য ধারণ করিল। এবং বেগপূর্ণ হইয়া মহাবিগণের
আশ্রমে নির্ভয়ে অত্যাচার করিতে লাগিল। সেই শান্তগুণশালী
ঋষিগণের অক্ষভাণ্ড, অগ্নিহোত্র ও বজ্র সকল ভগ্ন, বিচ্ছিন্ন ও

নিধন করিতে আরম্ভ করিল। এই রূপে এই মহাবল হনুমান্ পিতামহের বরে বৃক্ষশাপের অবধ্য হইয়া, উল্লিখিতরূপ কৰ্ম সকলের অনুষ্ঠানে প্ররত হইল। ঋষিগণ বরদানরতান্ত্র অবগত ছিলেন। এই জন্য, বৃক্ষার বরমামর্থ্যবশতঃ তৎসমস্ত সহ্য করিলেন। কেশরীও বায়ু প্রতিষেধ করিলেও, এই হনুমান্ মর্যাদা লংঘন করিতে লাগিল। হে রঘুশ্রেষ্ঠ! তদর্শনে ভূগু ও অঙ্গিরার বংশনমুদ্ভূত নাতিকুঙ্গ ও নাতিমন্থা মহর্ষিগণ, ইহাকে এই বলিয়া শাপ দিলেন, হে প্লবঙ্গম! তুমি যে বল আশ্রয় করিয়া, আমাদিগকে উৎপীড়ন করিতেছ, আমাদের শাপে মোহিত হইয়া, দীর্ঘকাল তুমি তাহা জানিতে পারিবে না। যে সময়ে কোন ব্যক্তি তোমার কীর্ত্তি স্মরণ করাইয়া দিবে, সেই সময়েই তোমার বল বর্দ্ধিত হইবে। মহর্ষিগণের বাক্যবলে এই রূপে তেজে অপকৃত হইলে, এই হনুমান্ শাস্তমূর্ত্তি দারণ পূর্বক তত্তৎ আশ্রমে পিচরণ করিতে লাগিল।

বালী ও সুগ্রীবের পিতা ঋক্ষরাজ্য তেজে ভাঙ্কর সগান ও সমুদায় বানরের রাজ্য ছিলেন। সেই বানরমহেশ্বর ঋক্ষরাজ্য অনেক দিন রাজত্ব করিয়া, কালধর্ম্য প্রাপ্ত হইলেন। তিনি অক্লান্ত হইলে, মন্ত্রকোষিদি মন্ত্রিগণ বালীকে রাজ্য ও সুগ্রীবকে সুবরাজ করিল। অনল ও অনিলের ন্যায়, বালী ও সুগ্রীবের বাল্যকাল হইতেই একপ্রকার ও চিত্রবর্দ্ধিত গথ্য সমুৎপন্ন হয়। রাম! যৎকালে বালী ও সুগ্রীবের শক্রতা নজ্জটিত হয়, তখন শাপবশে এই হনুমান্ আত্মবল বিদিত ছিল না। সুগ্রীবও বালী কর্ত্তক জ্ঞান্যমাণ হইয়া, ইহার বল বিদিত ছিল না। সেইরূপ, হনুমানও নিজের বল অবগত ছিল না। যাহা হউক, ঋষিশাপে আত্মবলপরিজ্ঞান পরিহৃত হইলে, তৎকালে এই কপিসন্তস সুগ্রীবের সহিত বনমধ্যে কুঞ্জর বন্ধ সিংহের ন্যায়, অবস্থান করিয়াছিল। কিন্তু ত্রিলোকে কোন লোকই পরাক্রম, উৎসাহ, বুদ্ধি, প্রতাপ, মৌশীল্য,

সাধুর্য্য, লয়ালয়, গান্ধীর্য্য, চাতুর্য্য, সুবীর্য্য ও ধৈর্য্য এই সকল গুণে হনুমানের অপেক্ষা আদিকাবিশিষ্ট নহে। পুনশ্চ, এই অশ্বমেয়স্বরূপ মারুতি ব্যাকরণশিক্ষা মানসে সূর্য্যোন্মুখ ও জিজ্ঞাসাকাম হইয়া, মহাগ্রন্থ দারণ করিয়া, উদয়গিরি হইতে অস্তগিরিতে গমন করিয়াছিল। এং সূত্র, রসি, অর্থপদ ও সংগ্রহ সহিত ঐ মহার্ঘ্য গ্রন্থে গিদ্ধিলাভও করিয়াছে। শাস্ত্রে, বৈশারদে বা ছন্দোগিতে কেহই ইহার সমকক্ষ নহে। এই কপিসত্তম সকল বিদ্যা ও তপোবিধানে সুরগুরু বৃহস্পতির প্রতি-যোগিতা করিয়া থাকে। ঝালয়কালে রগাতলহাবেশোদ্যাত সাগরের ন্যায়, সকল লোক দহনোদ্যাত পাবকের ন্যায়, এবং প্রাজ্ঞক্ষেয়ে সমুদ্যাত ক্রুতাশ্চের ন্যায়, এই হনুমানের সম্মুখে অবস্থিতি করা কাণরও সাধ্য নহে। রাম! তোমার জন্য দেবগণ এই হনুমানের ন্যায়, সুগ্রীব, মৈন্দ, দ্বিবিদ, নীল, ভার, ভারেয়, নল ও অন্যান্য মহাকপীশ্বরগণের সৃষ্টি করেন। তন্মিত্ত তোমার জন্য, তাঁহারা গজ, গবাক্ষ, গন্ধী, সুদণ্ট, মৈন্দ, জ্যোতির্মুখ ও নল প্রভৃতি স্বক্ষগণেরও সৃষ্টি করিয়াছেন। তুমি আমাকে বাচা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, তৎসমুদায়ই করিলাম। হনুমান বাল্যকালে যে কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, তাহাও এই তোমার নিকট কীৰ্ত্তন করিলাম।

অগস্ত্যর এই কথা শুনিয়া, রাম, লক্ষ্মণ, বানরগণ ও রাক্ষসগণ সকলেই সাতিশয় নিম্নয়াবিশ্ট হইলেন। অনন্তর অগস্ত্য রামকে কহিলেন, তুমি সমস্তই শুনিলে। আমরাও তোমাকে দর্শন ও সম্ভাষণ করিলাম। এক্ষণে গমন করিব। উদ্ব্যতেক্ষা মহর্ষি অগস্ত্যর এই কথা শুনিয়া, রাম প্রাজ্ঞলি ও প্রণত হইয়া, কহিলেন, অদ্য আপনাদিগকে দর্শন করিয়াই দেবগণ, পিতৃগণ ও প্রপিতামহগণ সকলেই সবাঙ্কবে আমার প্রাতি ভূষ্ট হইলেন। অধুনা, আপনার নিকট আমার একটি নিবেদন আছে। এই জন্য, আমি সবিশেষ উৎসুক হইয়া, যাহা বলিতেছি, আপনা-

দিগকে অনুকম্পাশ্রমশ্রমপুঃসর আগার নিমিত্ত তাহা করিতে
হইবে। আমি বনবাস হইতে প্রত্যাগত হইয়া, পৌর ও জ্ঞানপদ-
দিগকে স্ব স্ব কার্যে স্থাপন করিয়াছি। ভবাদৃশ সাধুগণের প্রভাবে
যজ্ঞপরম্পরার অনুষ্ঠান করিব। আপনারা সকলেই মহাবীৰ্য্য
ও আমার অনুগ্রহকাজী। অতএব আমার যজ্ঞে আপনা
দিগকে নিত্য সদস্য হইতে হইবে। তপোবলে আপনাদের সমস্ত
কলুষ প্রক্ষালিত হইয়াছে। আপনাদিগকে আশ্রয় করিলে আমি
পিভুলোকের অনুগ্রহভাজন ও পরম নিরুত্ত হইব। অত-
এব যজ্ঞসময়ে আপনাদিগকে পরম্পর মিলিত হইয়া, একানে
পদার্পণ করিতে হইবে। অগস্ত্যপ্রমুখ ঐ সংশ্লিষ্ট ত্রয় ঋষিগণ
এই কথা শুনিয়া, তথাস্ত বলিয়া, প্রস্থানের উপক্রম করিলেন।
অনন্তর ঋষিগণ সকলে এই প্রকার কহিয়া, স্ব স্ব স্থানে
প্রতিপ্রায়ণ করিলেন। তাঁহারা গমন করিলে, রাম বিস্মিত
হইয়া, যজ্ঞবিষয় চিন্তা করিতে লাগিলেন। অনন্তর ভগবান্
ভাস্কর অস্ত্রগমন করিলে, সেই নরোত্তম রাম নৃপ ও বানর-
দিগকে বিদায় দিয়া যথাবিদানে সঙ্ক্যাবন্দনামগাধানান্তর রজ-
নীর সমাগমে অন্তঃপুরবিহারে প্রারম্ভ হইলেন।

—:—

দ্বিচত্বারিংশ সর্গ।

বিদিতাজ্ঞা রাম ধর্ম্মানুসারে রাজ্যপদে প্রতিষ্ঠিত হইলে,
পুরবাসীগণ সেই প্রথমরাত্রি নিরতিশয় আমোদে অতিবাহিত
করিল। অনন্তর সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, প্রাতঃকালে নৃপতি-
বোধক বন্দিগণ গৌর্য্যবেশে রাজভবনে সমুপস্থিত হইল। তাহারা
সকলেই কিশোরের ন্যায়, মধুরকণ্ঠ ও সুশিক্ষিত। তাহারা
একান্ত হর্ষাবিষ্ট হইয়া, এই বলিয়া রাজ্য রামের যথাবৎ বন্দনা
করিতে লাগিলে, হে বীর ! হে সৌম্য ! হে কোশল্যানন্দন !

জাগরিত হইল। হে নরাদিপ! আপনি শয়ন করিলে, সমস্ত
জগৎ শয়ন করে। আপনার বিক্রম বিষুবৃত্ত, রূপ অশ্বিনী-
কুমার তুল্য, বুদ্ধি ব্রহ্মপতির তুল্য, প্রজাপালন প্রজাপতির তুল্য,
ক্ষমাগুণ পৃথিবীতুল্য, তেজ ভাস্কর তুল্য, বেগ বায়ুতুল্য ও গাভীর্ষ্য
সাগরতুল্য। এবং আপনি স্থানুর ন্যায় অশকম্পা ও চন্দ্রের
ন্যায় নৌম্যভাবাপন্ন। হে নরাদিপ! আপনি যেকোন দুর্দর্শ,
ধর্মনিত্য ও প্রজাগণের পরম উপকারী, পূর্বে কোন রাজাই এরূপ
ছিলেন না এবং পরেও হইবেন না। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ কাকুৎস্থ!
কীর্তিও লক্ষ্মী কখনও আপনাকে ত্যাগ করেন না। এবং ত্রী ও
ধর্ম নিত্য আপনাকে প্রতিষ্ঠিত আছেন। বন্দীগণ এইরূপ ও
অন্যরূপ মধুর বাক্যপরম্পরা প্রয়োগ করিতে লাগিল। এবং
সুতগণ দিব্য স্তবমালা পাঠ করিয়া, রামকে জাগরিত করিতে
প্রারম্ভ হইল। রাম তাহাদের পরিকীর্তিত স্তুতি দ্বারা জাগ-
রিত হইলেন। হরি নারায়ণ যেমন সর্পশায়া হইতে উত্থান
করেন, তিনিও তেমনি শ্বেতবর্ণ আচ্ছাদন যুক্ত শূন্য পরিভ্যাগ
পূর্ণক উত্থিত হইলেন। মহাজ্ঞা রাম সমুখিত হইলে, মহত্স
সহস্র ব্যক্তি বিনীত ও কৃতজ্ঞ হইয়া, শুভ মলিলভাজনসমূহে
ভাঁহার উপাসনা করিতে লাগিল। তিনি কৃতোদক ও শুচি
হইয়া, যথাকালে অগ্নিতে আহুতি দিয়া, ইক্ষ্বাকুসেনিত পরম-
পবিত্র দেবাগারে সত্তর গমন করিলেন। তথায় দেবগণ, পিতৃ-
গণ ও ব্রাহ্মণগণের যথাবিধি অর্চনা করিয়া পরিজনবর্গে পরি-
বৃত্ত হইয়া, বাহ্য কক্ষান্তরে বিনির্গত হইলেন। প্রজ্বলিতপাবক-
প্রতিম বশিষ্ঠপ্রমুখ মহাজ্ঞা মন্ত্রিগণ পুরোহিতের সহিত ভাঁহার
উপাসনা করিতে লাগিলেন। নানাজনপদেধর মহাজ্ঞা
ক্ষত্রিয়গণ, ইন্দ্রের পার্শ্বে অমরগণের ন্যায়, রামের পার্শ্বে
উপবেশন করিলেন। ভরত, শত্রুঘ্ন ও মহাযশা লক্ষ্মণ ইঁহার
তিনজনে সষ্ট হইয়া, তিন বেদ যজ্ঞের ন্যায়, ভাঁহার
উপাসনা করিতে লাগিলেন। বহুসংখ্য কিস্কর সহর্ষে

সমাগত হইয়া, কুভাঞ্জলিপুটে প্রফুল্ল বদনে পাশ্বে উপবেশন করিল। সুগ্রীবধামুখ কামরূপ মহাবীৰ্য্য মগাভৈজ্ঞা বিংশতি মানর তাঁহার উপাসনায় প্ররুত হইল। বিভীষণ চারিজন রাক্ষসে পরিবারিত হইয়া, গুহ্যকগণ ধনেশ্বর ন্যায়, রামের উপাসনা করিতে লাগিল। মহাবংশোৎপন্ন নিগমরুদ্ধ বিচক্ষণ মানবগণ মন্তক দ্বারা বন্দনাপুরঃসর তাঁহার উপাসনায় প্ররুত হইলেন। দেবরাজ ইন্দ্র যেমন ঋষিগণে নিত্য পরিরুত ও পূজিত হইয়া থাকেন, রামও তেমন মহাবীৰ্য্য রাজগণ, বানরগণ ও রাক্ষসগণ এবং শ্রীমান্ ঋষিধবরগণে পরিরুত ও পূজিত হইতে লাগিলেন। এই রূপে সকলেই উপাসনা করিতে, দেবরাজ অপেক্ষাও তাঁহার শোভাদিক্য প্রাচুর্য্য হইল। পুরাণবিৎ মহাত্মারা তথায় উপবিষ্ট ঐ সকল লোকের সমক্ষে ধর্ম্মসংযুক্ত বিবিধ মধুর কথা কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ত্রিচত্বারিংশ মর্গ ।

• রত্নসুন্দর রাম এই সমুদায় রুত্তান্ত শ্রবণ করিয়া, অগস্ত্যকে কহিলেন, ভগবন্! বালী ও সুগ্রীবের পিতার নাম ঋক্ষরজ্ঞা। কিন্তু আপনি তাহাদের মাতৃনাম কীর্ত্তন করিলেন না। যাহা হউক, তাহাদের জননী কে, গৃহ কোথায় এবং কি রূপেই তাহাদের নামকরণ হইল, এই সমুদায় জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহল জন্মিয়াছে, বলিতে আজ্ঞা হউক।

রাম এই প্রকার কহিলে, অগস্ত্য বলিলেন, রাম! পূর্বে নারদ আমার আশ্রমে আগমন করিয়া, যেরূপ বলিয়াছিলেন, তদনুসারে সংক্ষেপে এই রুত্তান্ত শ্রবণ কর। সেই অতিধর্ম্ম-পরায়ণ দেবর্ষি কোন সময়ে পর্য্যটনক্রমে আমার আশ্রমে আগমন করিলে, আমি বিধিবিহিত কৰ্ম্মানুসারে যথান্যয়ে তাঁহার অর্চনা করিলাম। অনন্তর আমি কৌতুকপ্রযুক্ত জিজ্ঞাসা

করিলে, তিনি সুখাসীন হইয়া, কহিলেন, মহর্ষে ! শ্রবণ কর ।
 গেরু নামে পরীত আছে । এই পরীতশ্রেষ্ঠ পরমসুন্দর, স্বর্ণময় ও
 সাতিশয় ক্রীদাম্পন্ন । উহার মধ্যম শৃঙ্গ সমুদায় দেবতার পূজিত ।
 এই শৃঙ্গ বৃক্ষার শতযোজন বিস্তৃত রমণীয় দিব্য সভা প্রতিষ্ঠিত
 আছে । চতুর্মুখ পদ্মযোনি সেই সভায় সর্বদা বিরাজ করেন ।
 যোগ অভ্যাস করিবার সময়ে তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অশ্রু-
 সলিল বিগলিত হয় । লোককর্তৃ ভগবান বৃক্ষা হস্ত দ্বারা
 তাহা গ্রহণ ও চর্চিত করিয়া, ভূমিতলে নিক্ষেপ করিবামাত্র
 রাম ! সেই অশ্রুকণা হইতে এক বানর প্রাদুর্ভূত হইল । হে
 নরোত্তম ! মহাত্মা বৃক্ষা উৎপন্নমাত্র এই বানরকে প্রিয় বাক্যে
 বিশেষরূপে আশ্বস্ত করিয়া, কহিলেন, দেবগণ যেখানে সর্বদা
 বাস করেন, তুমি সেই সুবিস্তীর্ণ শৈলে গমন কর । হে বানর-
 শ্রেষ্ঠ ! তুমি সেই রমণীয় গিরিবরে বহুবিধ ফলমূল ভক্ষণ করত
 নিত্য আমার অন্তিকে বিচরণ করিবে । ক্রিয়ংকাল এই রূপে
 অধিষ্ঠিত করিলে, শ্রেয়োলাভ করিবে ।

বৃক্ষা এই প্রকার কহিলে, হে রাজব ! বানরশ্রেষ্ঠ মন্তক দ্বারা
 তাঁহার চরণবন্দনা করিয়া, সেই দেবদেব আদিদেব জগৎপতি
 লোককর্তৃ বৃক্ষাকে কহিল, হে দেব ! আপনি যেরূপ আজ্ঞা
 করিতেছেন, আমি তদনুরূপেই আপনার আজ্ঞানুবর্তী হইব ।
 বানরপুঙ্গব পিতামহকে এই প্রকার কহিয়া, তৎক্ষণাৎ ফলপুষ্পা-
 ছন্ন ক্ষমমণ্ডে গমন করিল । তথায় বনমধ্যে ফল ভক্ষণ এবং
 উৎকৃষ্ট মধু ও বিবিধ পুষ্প সংগ্রহ করত প্রতিদিন বৃক্ষার নিকটে
 আগমন করিতে লাগিল । রাম ! এইরূপে সে উৎকৃষ্ট ফল ও
 পুষ্প সকল গ্রহণ পূর্বক দেবদেব বৃক্ষার পাদমূলে আসিয়া নিবে-
 দন করে । উল্লিখিত প্রকারে পরীত পর্য্যটন করিতে করিতে
 তাহার বহুকাল অতীত হইয়া গেল ।

হে রাজব ! অনন্তর ক্রিয়ংকাল গত হইলে, বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষ-
 রাজা ভ্রমায় থাকুল হইয়া, উত্তরমেরুশিখরে গমন করিল ।

তথায় বিবিধবিহগনিদিত সুনির্মলসলিলসম্পন্ন সরোবর প্রতি-
 ঠিত আছে । ঋক্ষরজা, হৃষ্টচিত্তে কেশর সকল কম্পিত করিয়া,
 সেই সরোবরের তীরে উপবেশন করিল । অনন্তর সেই সরো-
 বরে আপনার মুখের প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ভাবিতে লাগিল,
 কে এ আমার মহাশত্রু জলমধ্যে বাগ করিতেছে । এইরূপে
 জলমধ্যে আত্মপ্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ক্রোধাবিষ্ট ও নিতান্ত
 অসহ্যমান হইয়া, চিন্তা করিল, এই ছুরাত্মা ও দুৰ্ম্মতির পুঙ্কল গৃহ
 বিনাশ করিব । মনে মনে এই প্রকার চিন্তানন্তর সে বাহুর-
 চাপলাবশতঃ লক্ষ্য দিয়া, হৃদ মধ্যে পতিত হইল । পুনরায়
 উজ্জ্বল পূর্যক সেই হৃদ হইতে উত্থান করিল । রাম ! উত্থানসম-
 কালেই সেই বানরসত্তম দ্বীকূপ প্রাপ্ত হইল । তাহার ঐ রমণী-
 মূর্তি পরম সুন্দর, মনোজ্ঞ ও লাবণ্যললিত । তাহার জঘন
 বিস্তীর্ণ আ সুন্দর, কেশপাশ নীল কুন্তলে বেষ্টিত, বদনমণ্ডল
 মুগ্ধভাবাপন্ন ও স্থিতলাঞ্ছিত, স্তনতট পীন, এবং সৌন্দর্য্যের গীমা
 নাই । সকলের চিত্তগ্রমাধিনী ত্রৈলোক্যসুন্দরী ঐ রমণী হৃদ-
 তীরে ঋজু যষ্টিলতার ন্যায়, পদ্মগীণা রমার ন্যায়, নির্মল জ্যোৎস্না-
 ন্যায় ন্যায় অথবা লক্ষ্মী অপেক্ষাও অসীমসৌন্দর্য্যশালিনী দেবী
 পার্শ্বতীর ন্যায়, সমস্ত দিক্ বিদ্যোতীত করিয়া, শোভা পাইতে
 লাগিল ।

এইসময়ে সুরনায়ক দেব ইন্দ্র দেব ব্রহ্মার, পাদযুগল বন্দনাঞ্জে
 ঐ পথে প্রতিনিবৃত্ত হইতেছিলেন । এবং আদিত্যও সেই সময়ে
 পরিভ্রমণপ্রসঙ্গে সেই তনুসধ্যমার অধিষ্ঠিত ঐ প্রদেশে সমাগত
 হইলেন । তাহারা উভয়েই একদা ঐ সুরসুন্দরীকে দর্শন করি-
 লেন । এবং তাহাকে দর্শন করিয়া, কন্দর্পের বশবর্তী হইলেন ।
 অধিক কি, তাহাকে নয়নগোচর করিয়া, সেই সুরেন্দ্রদ্বয়ের
 পরগবৎ সর্কাদ ক্ষুভিত এবং দৈর্ঘ্যও বিচলিত হইল । তখন
 দেবরাজ তাহার মস্তকে দ্বীয় বীৰ্য্য প্রাতিত করিলেন । ঐ বীৰ্য্য
 সেই নারীকে প্রাপ্ত না হইয়া, সংনিবৃত্ত হইল । তাহাতে, ঐ

ରମଣୀ ପରମଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳିନିଷିଷ୍ଠ ବାନରପତି ବାନରକେ ଶ୍ରୀବଦ୍ଧ କରିଳ ।
 ଅମୋଚରେତା ମହାମତି ଇନ୍ଦ୍ରେର ବୀର୍ଯ୍ୟ ରମଣୀର ବାଳ ଅର୍ଥାତ୍ କେଶ-
 ପାଶେ ପତିତ ହইয়াছিল, ଏହି ଜନ୍ୟା ତାହାର ଗର୍ଭୋତ୍ପନ୍ନ ଐ ପୁତ୍ରେର
 ନାମ ବାଳୀ ହইଲ । ଐ ସମୟେ ଭାସ୍କରଓ କନ୍ଦର୍ପେର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହইଲା,
 ଐ ରମଣୀର ଶ୍ରୀବାଦେଶେ ଶ୍ରୀୟ ବୀର୍ଯ୍ୟ ନିଷିକ୍ତ କରିଲେନ । ତାହାତେ, ଐ
 ଶ୍ରୀବାଦେଶେଇ ସନ୍ତାନ ସମୁତ୍ପନ୍ନ ହইଲ । ଭାସ୍କର ସେହି ବରତନ୍ତୁ ରମ-
 ଣୀକେ କୋନ କଥାହି ବଲିଲେନ ନା । ଐ ରୂପେ ବୀର୍ଯ୍ୟାନିଷେକ କରାତେ
 ତାହାର ଗର୍ଭନିରୁକ୍ତି ହইଲା ଗେଲ । ସେ ଯାହା ହଉକ, ଶ୍ରୀବାଦେଶେ
 ବୀର୍ଯ୍ୟ ପତିତ ହଓୟାତେ, ଶୁଦ୍ରୀବେର ଜନ୍ମ ହইଲ ।

ଏହି ରୂପେ ମହାବଳବୀର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ଦୁହି ବାନରେନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଲେ,
 ଦେବରାଜ ଇନ୍ଦ୍ର ବାନରେନ୍ଦ୍ର ବାଳୀକେ କାଞ୍ଚନଗନ୍ଧୀ ଶୁଣସମ୍ପନ୍ନା, ଅକ୍ଷୟ
 ମାଳା ଶ୍ରୀଦାନ କରିয়া, ଅର୍ଗେଶାନ୍ତ୍ରାନ କରିଲେନ । ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଓ ପବନନନ୍ଦନ
 ହନୁମାନକେ ଶ୍ରୀୟ ପୁତ୍ର ଶୁଦ୍ରୀବେର କାର୍ଯ୍ୟାଗଚିବ ରୂପେ ନିୟୋଗ
 କରିରା, ଆକାଶେ ସମାଗତ ହইଲେନ । ହେ ନୃପ ! ଐ ରାତ୍ରିର ଅବ-
 ଗାନେ ଭାସ୍କର ସମୁଦିତ ହইଲେ, ଶଙ୍କରଜ୍ଞା ଆପନୁର ବାନରରୂପ ପୁନ-
 ରାୟ ଶ୍ରୀଶ୍ରୀ ହইଲ । ଏହି ରୂପେ ସେ ବାନର ହইଲା, ଆପନାର ସେହି
 ଲିଙ୍ଗଲୋଚନ, ଗହାବଳ, କାମରୂପୀ, ବାନରଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁହି ପୁତ୍ରକେ ଅମୃତ-
 ତୁଳା ସନ୍ଧୁପାନ କରାଇଲ । ଅନନ୍ତର ତାହାଦିଗକେ ଲଈଲା, ବ୍ରହ୍ମାର
 ଆବାସେ, ସମାଗତ ହইଲ । ଲୋକପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ପୁତ୍ର ସମଭି-
 ବାହାରୀ ପୁତ୍ର ଶଙ୍କରଜ୍ଞାକେ ଦର୍ଶନ କରିয়া, ଅନେକ ସାନ୍ତ୍ବନା କରି-
 ଲେନ । ସାନ୍ତ୍ବନା କରିয়া, ପଶ୍ଚାତ୍ ଦେବଦୂତକେ ଆଦେଶ କରିଲେନ,
 ଦୂତ ! ତୁମି ଆମାର ଆଜ୍ଞାଗୁଣାରେ ପରମ ଗନୋହାରିନୀ କିଙ୍କିକ୍ଷା-
 ନାମ୍ନୀ ନଗରୀତେ ଗମନ କର । ଐ ସୁବର୍ଣ୍ଣସମ୍ପନ୍ନା ମହତୀ ରମଣୀୟା
 ନଗରୀ ଏହି ଶଙ୍କରଜ୍ଞାର ଉପଯୁକ୍ତ । ତଥାୟ ବହୁସଂଖ୍ୟା ବାନରସୂଧ ବାସ
 କରେ । ଏତନ୍ତ୍ରନ୍ନ, ଆରଓ କାମରୂପୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାନରଗଣ ଇହାତେ
 ଅବସ୍ଥିତି କରିତେଛେ । ଐ ନଗରୀ ବହୁରତ୍ନସମାକୀର୍ଣ୍ଣ, ଦୁର୍ଗମ, ଚାତୁ-
 ବନ୍ୟେପୁରସ୍କୃତ, ପରମ ପବିତ୍ରଭାବାପନ୍ନ ଏବଂ ପଣ୍ୟାଶାଳିନୀ । ବିଶ୍ବକର୍ମା
 ଆମାର ଆଦେଶେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଶୋଭନ କିଙ୍କିକ୍ଷା ନିର୍ମାଣ କରିয়া

ছেন। তুমি তুমি সপুত্র বানরশ্রেষ্ঠ ঋক্ষরজাকে স্থাপন এবং
যুধপাল বানরদিগকে অন্যান্য প্রাকৃত বানরগণের সহিত
বিশেষ রূপে আশ্রয় করিয়া, তাহাদের সকলের যথাবিধি
অভ্যর্থনাসহকারে ইহাকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করিয়া, রাজপদে
প্রতিষ্ঠিত কর। এই দীমান বানরশ্রেষ্ঠের দৃষ্টমাত্রেই সেই সকল
বানর চিরকালের জন্য ইহার বশাশ্রয়গামী হইবেক।

ব্রহ্মা এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিলে, দেবদূত ঋক্ষরজাকে
পুরস্কৃত করিয়া, পরম রমণীয় কিস্কিন্দ্যানগরে প্রায়ণ করিলেন।
এবং অনিলগতিতে তথায় প্রবেশ করিয়া, পিতামহের নিয়োগ-
ক্রমে বানরোত্তম ঋক্ষরজাকে রাজ্য করিলেন। ঋক্ষরজা
রাজ্যোচিত অভ্যেকবিদানে স্নাত, অভিষিক্ত, মুকুটযুক্ত, সূক্ষ্ম
রূপে অলংকৃত ও অভিষিক্ত হইয়া, মুদিতমানসে সমুদায় বানর-
গণের আজ্ঞাকর্তৃত্বে নিযুক্ত হইলেন। সপ্তদ্বীপ সমুদ্রান্তা পৃথি-
বীতে যে সকল বানর ছিল, তাহারা সকলেই তাঁহার আজ্ঞানু-
বর্তী হইল। এই রূপে এই ঋক্ষরজাই বাণী ও সূর্য্যবের পিতা ও
মাতা। তোমার কল্যাণ হউক। যে বিদ্বান ব্যক্তি এই উপা-
খ্যান শ্রবণ করায়, ও যে ইহা শ্রবণ করে, তাহাদের মানসিক
হর্ষরুদ্ধিকর সমুদয় কার্যার্থই সিদ্ধ হইয়া থাকে। হে বিভো !
আমি এই সমস্ত ঘটনা বিস্তার পূর্ব্বক যথাযথ কীর্ত্তন এবং রাক্ষস
ও বানরেশ্বরগণের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিলাম।

চতুস্তম্ভারিংশ সর্গ।

বীর রাঘব ভাতৃগণের সহিত এই অত্যাশ্রিত পৌরাণিক
দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া, সান্ত্বিত্য বিন্ময় প্রাপ্ত হই-
লেন। অনন্তর তিনি স্বর্গের কথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন,
আপনার প্রসাদে আমি মহতী পুণ্যকথা শ্রবণ করিলাম।
হে যুনিপুত্র ! এ বিষয়ে আমার অভিপ্রেত কৌতুহল সমুৎপন্ন

হইয়াছে। হে দ্বিজ ! বালী স্ত্রীবেশে উৎপত্তি স্বরূপে দিব্য-
ভাবাপন্ন, হে ব্রহ্মর্ষে ! তাহাতে, ঐ সুরেন্দ্রতনয় দুই জনেই যে,
বলিশ্রেষ্ঠ ও বানরশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, এ বিষয়ে আমার কিছুমাত্র
বিস্ময় নাই।

রাম এইপ্রকার কহিলে, কুম্ভযোনি বলিলেন, হে মহাবাহু !
পূর্বে এইরূপেই বালী ও স্ত্রীবেশে জন্ম সংঘটিত হয়। রাজন !
অধুনা, আর একটি সনাতনী দিব্য কথা শ্রবণ করুন। রাম !
পূর্বে রাবণ যেজন্য সীতাকে হরণ করে, আমি তাহা কীৰ্ত্তন
করিব। মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ করুন। রাম ! পূর্বে সত্য-
যুগে রাক্ষসপতি রাবণ বিনয়াবনত ও কৃতাজলি হইয়া, অস্ত্র-
বাদন পূর্বক প্রাজাপতির পুত্র, পরমপ্রভাববিশিষ্ট সূর্য্যের না ম
প্রদীপ্তকলেবর ও স্বীয় তেজে অতিমাত্র প্রাজ্বলিত, স্বস্থানো-
পবিষ্ট সত্যবাদী ঋষি সনৎকুমারকে নিবেদন করিয়াছিল, ইহ-
লোকে দেবগণের মধ্যে কোন ন্যক্তি এমন প্রবল ও অতিমাত্র
বলশালী ; দেবগণ যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া, সন্মুখে শত্রুদিগকে
পরাজয় করেন এবং দ্বিজগণ যাঁহাকে নিত্য পূজা ও যোগিগণ
যাঁহার সর্বদা ধ্যান করেন, হে ভগবন্ ! হে তপোধন ! এ
বিষয় বিস্তারক্রমে আমায় বলিতে আজ্ঞা ইউক।

ধ্যানদৃষ্টি মহাশয়া সনৎকুমার রাবণের অভিধায় অবগত
হইয়া, প্রেমভরে তাঁহাকে কহিলেন, বৎস ! শ্রবণ কর। যিনি
সমস্ত জগতের ভর্তা, যাঁহার উৎপত্তি আমরা অবগত নহি, সুরা-
সুরগণ নিত্য যাঁহাকে প্রণাম করেন, যিনি পরমপ্রভাবশালী
হরি ও নারায়ণ, বিশ্ব জগতের পিতা ব্রহ্মা যাঁহার নাভিতে প্রোত-
স্থ হইয়াছেন, যিনি এই স্থাবরজঙ্গম দৃশ্যমান বিশ্ব সৃষ্টি করিয়া-
ছেন, বিবুধগণ ধরে বিদীপূর্বক সেই হরিকেই আশ্রয় করিয়া,
অমৃতপান ও সকললোকের সম্মানিত হইয়া, তাঁহারই উপাসনা
করেন। যোগিগণ পুরাণ, বেদ, পঞ্চরাত্র ও যজ্ঞ সকল সহায়
তাঁহারই যাগ ও তাঁহাকেই ধ্যান করিয়া থাকেন। দৈত্য,

দানব ও রাক্ষসগণ এবং অন্যান্য সুরবৈরীগণ, সকলকেই তিনি সংগ্রামে জয় করেন, এবং সকলেই সৰ্ব্বদা তাঁহার পূজা করিয়া থাকে ।

রাক্ষসাধিপতি রাবণ মহামুনি সনৎকুমারের এই কথা শ্রবণ করিয়া, প্রথমে পূৰ্ব্বক পুনরায় কহিল, দৈত্য, দানব, রাক্ষস ও অন্যান্য সুরবৈরীগণ যাহারা হরির হস্তে নিহত হইয়া থাকে, তাহারা কিরূপ গতি প্রাপ্ত হয় ? এবং কিজনাই বা হরি তাগ-দিগকে সংহার করেন ।

মহামুনি সনৎকুমার রাবণের কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, দেবতারা বাহাদুর সংহার করেন, তাহারা নিত্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয় । এবং পুনরায় তাহা হইতে ভ্রষ্ট হইয়া, বসুধাতলে জন্ম গ্রহণ করে । এই রূপে পূৰ্ব্বার্জিত সুখ ও দুঃখে তাহাদের জন্ম ও মৃত্যু সংঘটিত হয় । রাজন্ ! ত্রিলোকীনাথ চক্রধর জ্ঞানার্দন যে যে নরেন্দ্রকে নিপাত্ত করিয়াছেন, তাহারা সকলেই তাঁহার নিলয়ে গমন করিয়াছে । তাঁহার ক্রোধও বরের সগান ।

নিশাচর দশানন মহামুনি সনৎকুমারের মুখবিনির্গত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, অতিমাত্র হৃষ্ট ও বিস্ময়ান্বিত হইয়া, কিরূপে হরির সহিত যুদ্ধ করিবেন চিন্তা করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চচত্বারিংশ সর্গ ।

দুরাচার রাবণ এই প্রকার চিন্তা করিতে লাগিলে, মহামুনি সনৎকুমার পুনরায় অন্যবিধ বাক্যপ্রয়োগে প্ররত হইলেন । কহিলেন, মহাবাহো ! তুমি মনে মনে যে অভিলাষ করিয়াছ, মহা-যুদ্ধে তাহা সিদ্ধ হইবে । তোমার সুখলাভ হউক । ক্রিয়াকাল অপেক্ষা কর ।

মহাবাহু রাঘব এই কথা কর্ণগোচর করিয়া, তাঁহাকে পুন-

রায় কহিলেন, তিনি কি প্রকার লক্ষণাক্রান্ত, সমস্ত সবিশেষ কীৰ্ত্তন করুন।

মুনি সনৎকুমার রাক্ষসরাজের এই কথা শুনিয়া, প্রত্যুত্তর করিলেন, হে রাক্ষসপুত্র ! শ্রবণ কর, ভোগ্যকে সমস্ত কহিব। সেই দেব নারায়ণ সর্গগত, সৃষ্টি, অব্যক্ত, সনাতন, এবং সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। তিনি স্বর্গে, মর্ত্তে, পাতালে, পর্ষত্তসমূহে, অরণ্যসকলে, সমুদায় স্থাবরে, নদী-সমূহে এবং সমস্ত নগরীতে বিদ্যমান। তিনি ওঙ্কার, সত্য, সাবিত্রী ও পৃথিবী। তিনি ধরাধরধরদেব, তিনিই দিন, রাত্রি, উভয়সঙ্ক্যা, দিবাকর, যম, সোম, কাল, অনিল, বৃক্ষা, রুদ্র, ইন্দ্র, ও সসিল। তিনিই লোকসকলের বিদ্যোত্তন, প্রজ্ঞালন, সমুদ্ভাবন, সৃজন, সংহরণ ও শোষণ করেন। তিনিই অব্যয়, লোকনাথ, পুরাণ ও একমাত্র ভয়নাশক বিষ্ণু। এবং নানা প্রকারে লীলা করিয়া থাকেন। অথবা দশানন। এই রূপে অধিক বলিয়া আর প্রয়োজন কি? তিনি এই সচরাচর সমস্ত ত্রৈলোক্য ব্যাপ্ত করিয়া আছেন। সেই নীলোৎপলদলশ্যাম নারায়ণ। কিঙ্করের ন্যায় পীতবর্ণ বসন পরিধান পূর্বক, বর্ষাকালীন আকাশবিহারী সবিদ্যুৎ জলদের ন্যায় বিরাজমান হয়েন। তাঁহার হৃদয়ে জীবৎস, লোচনযুগল পরমশ্রীবিশিষ্ট পঙ্কজের ন্যায়, এবং কলেবর মেঘের ন্যায়, শ্যামলবর্ণ। তাঁহার শোভার সীমা নাই। সংগ্রামরূপিণী লক্ষ্মী তাঁহার দেহ আবরণ পূর্বক, মেঘে সৌদামিনীর ন্যায়, তাঁহার কলেবরে বাস করিতেছে। সুর, অসুর বা পন্নগগণ, কাহারও সাধ্য নাই যে তাঁহাকে দেখিতে পায়। তিনি যাঁহার প্রতি প্রসন্ন, সেই ব্যক্তি কেবল তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ। তাহা! কি যজ্ঞফল, কি তপস্যা, কি সংযম, কি দান, কি ইচ্ছা, কিছূতেই সেই ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। বাহার তাঁহার ভক্ত এবং তাঁহাতে মন, প্রাণ সমর্পণ করিয়া, একমাত্র তাঁহাকেই আশ্রয় করিয়া থাকে, এবং

জানবলে যাহাদের সমস্ত পাতক এক কালেই দক্ষ হইয়া গিয়াছে, তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পায়, তোমার যদি তাঁহাকে দেখিবার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে, সমস্ত সবিশেষ বলিব, অভিরুচি হয়, শ্রবণ কর ।

সত্যযুগের অবসান হইলে, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে, সেই দেব নারায়ণ দেব ও মনুষ্যাগণের হিতার্থ নৃপবিগ্রহ পরিগ্রহ করিবেন । পৃথিবীতে ইক্ষ্বাকুবংশে দশরথন নামে যে রাজা হইবেন, তাঁহার নাম নামে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন । রাম মহাতেজা, মহাসত্ত্ব, ক্ষমায় পুণিনীর সমান ও সমরে শক্রগণ কর্তৃক সর্বদা আদিভ্যেয় ন্যায় দুঃশ্রুত্যা । প্রভু নারায়ণ এই রূপে রাম নামে মানবমূর্তিতে আবির্ভূত হইবেন । ধার্মিক মহামনা বিড় রাম পিতার নিয়োগে জাতার সহিত দণ্ডকে বিচরণ করিবেন । তদীয় পত্নী মহাভাগা লক্ষ্মী সীতা নামে বিখ্যাতা । তিনি জনকের দুহিতা এবং যশুদাতল হইতে উৎপন্ন হইবেন । তিনি রূপে সংসারমধ্যে অদ্বিতীয়া, সর্বলক্ষণে লক্ষিতা, এবং প্রভা যেমন চন্দ্রের, তিনিও তেমনি ছায়ার ন্যায়, রামের অনুগত । তিনি শীলাচারগুণসম্পন্ন, সাক্ষী ও ধৈর্য্যশালিনী, এবং সহ-জ্ঞানর রশ্মির ন্যায় ও রাম যেন একমূর্তির ন্যায়, বিরাজমান । রাম ! এই আমি তোমার নিকট নিত্য অব্যয় দেব-দেব পরব্রহ্মরূপী নারায়ণের রুত্তান্ত সবিস্তারে সমুদায় বলিলাম ।

হে রাজব ! প্রতাপশালী মহাবাহু রাক্ষসরাজ রাম এই বিষয় শ্রবণ করিয়া, তোমার সহিত বিরোধবাসনায় চিন্তাপর হইল । সে সনৎকুমারের বাক্য বারংবার চিন্তাকরত আজ্জাদিত হইয়া, যুদ্ধকামনায় বিচরণ করিতে লাগিল ।

রাম বিস্ময়োৎফুল্ললোচনে এই কথা শ্রবণ করিয়া, শিরশ্চালন সহকারে নিরন্তর বিশ্বয়ের বশীভূত হইলেন । এইরূপে নরেশ্বর রাম এই কথা শুনিয়া, অজ্ঞাদিত হইয়া, সবিস্ময়লোচনে পুনরায়

ଜାନୀଗଣାଶ୍ରମା ଅଗନ୍ତାକେ କହିଲେନ, ପୌରାଣିକ ଆଧ୍ୟାନ ନକଳ କୌର୍ତ୍ତନ କରୁନ ।

—[:]—

ଷଟ୍ଚତ୍ବାରିଂଶ ଗର୍ଗ ।

ପିତାମହ ଝିଅରକେ ଯେମନ, ମହାତେଜା ମହାସନା ଅଗନ୍ତା ତେମନି
 ଶ୍ରୀମତ ରାମକେ ପୁନରାୟ ବଳିତେ ଆରମ୍ଭ କରଲେନ । ତିନି ଗତ୍ୟ-
 ପରାକ୍ରମ ରାମକେ କହିଲେନ, ଶ୍ରବଣ କର । ଏହି ବଳିୟା ମହାତେଜା
 ପ୍ରାବଳ୍ୟଦ୍ବାରା ଅଗନ୍ତା କଥାଶେଷ କୌର୍ତ୍ତନ କରଲେନ । ସେହି ମହାସନ୍ତି
 ଅଗନ୍ତା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଦେବେ ସଦାଧ୍ୟାନ, ସଦାଶ୍ରୁତ ଓ ସଦାବ୍ରତ ରାମକେ କହିତେ
 ଲାଗିଲେନ, ମହାବାହୋ ମହାସନ୍ତି ରାମ ! ଦୁରାଶୟ ରାବଣ ଏହି ଜ୍ଞାନାହି
 ଜନକଦୁହିତା ମୌତାକେ ହରଣ କରିଯାଇଛି । ହେ ମହାବାହୋ ଅମହା-
 ସନା ! ହେ ଶୁକ୍ଳ ! ନାରଦ ଗିରିବରଶ୍ରେଷ୍ଠ ମେରୁ ପର୍ବତେ ଆମାର
 ନିକଟ ଏହି ଆଧ୍ୟାନ କୌର୍ତ୍ତନ କରେନ । ହେ ରାବଣ ! ଅମହାତେଜା
 ନାରଦ ଦେବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, ମିଥ୍ୟ, ଅସି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମହାସନ୍ତିଗଣେର ସମକ୍ଷେ
 ମହାତା ଆମୋ ପୁନରାୟ ଏହି କଥାଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣନ କରିଯାଇଛନ୍ତି । ହେ
 ମାନବ ! ହେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ! ତୁମି ସେହି ମହାପାତକବିନାଶିନୀ କଥା
 ଶ୍ରବଣ କର । ହେ ମହାବାହୋ ! ସେ କଥା ଶୁଣିଆ ଅସିଗଣେର ସହିତ
 ଦେବଗଣ ସକଳେହି ହର୍ଷଭରେ ପର୍ଯ୍ୟାକୁଳଲୋଚନ ଦେବର୍ଷି ନାରଦକେ ବଳିୟା-
 ଥିଲେନ, ସେ, ସେ ବାକ୍ତି ଶକ୍ତି ପୂର୍ବକ ନିତ୍ୟ ଏହି କଥା ଶ୍ରବଣ କରା-
 ଇବେ ବା କରିବେ, ରାମ ! ସେ ପୁତ୍ରପୌତ୍ରବାନ୍ ହେୟା, ଅର୍ଗଲୋକେ
 ମର୍ତ୍ତିତ ହେବେ ।

—[:]—

ସପ୍ତଚତ୍ବାରିଂଶ ଗର୍ଗ ।

ଅନନ୍ତର ସେହି ବଳଦର୍ପିତ ନିଶାଚର ରାବଣ ନିରନ୍ତରାୟଶୌର୍ଯ୍ୟାଶାଳୀ
 ରାଜ୍ୟସମ୍ପଦେ ପରିବ୍ରତ ହେୟା, ବିଜୟବାଗନାୟ ପୃଥିବୀ ପର୍ଯ୍ୟାଟନ କରନ୍ତେ

লাগিল। দৈত্য, দানব ও রাজসগণের সম্মো যাহাকে অতি
বলাধিক শুনিতো পায়, তাহাকেই যুদ্ধকামনায় আহ্বান করে।
হে পৃথিবীপতে ! এই রূপে দশানন পৃথিবী পর্য্যটন করিতে
করিতে দেখিতে পাইল, দেবর্ষি নারদ বৃক্ষলোক হইতে স্বস্থানে
প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন। তিনি দ্বিতীয় অংশুমানের ন্যায়, মেঘ-
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া, গমন করিতেছেন। রাবণ শীত
ঋদয়ে তাঁহার অভিসরণ ও কৃতাজ্জলিপুটে অভিষাদন করিয়া,
ঋষ্টচিত্তে তাঁহাকে নিবেদন করিল, ভগবন্ ! বৃক্ষভুবন
পর্য্যন্ত সমুদায় লোক অনেকবার আপনি দর্শন করিয়াছেন।
ও মহাভাগ ! তাহাদের সম্মো কোন্ লোকের মানব সকল
অধিকতর বলবান্। আমি তাহাদের নহিত যদৃচ্ছায় ও যথা-
কামে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি।

দেবর্ষি নারদ মুহূৰ্ত্ত কাল চিন্তা করিয়া, প্রত্যাস্তর করিলেন,
রাজন্ ! ক্ষীরোদ সাগরের সমীপে এক মহাদ্বীপ আছে। তথায়
যে সকল লোক বাস করে, তাহারা, সকলেই চন্দ্রসংকাশ, অতি-
মাত্রমহাবল, মহাকায়, মহাবীৰ্য্য ও মেঘবৎ গম্ভীরনিশ্বন। এবং
সকলেই মহাজ্ঞিমান, দৈর্ঘ্যশালী ও মহাপরিঘটুলাবাহ্রবিশিষ্ট।
হে রাক্ষসাদিপ ! তুমি বলবীৰ্য্যসম্পন্ন ষাটশ ব্যক্তিগণের কামনা
করিতেছ, আমি সেই শ্বেতদ্বীপে ষাটশ মানব, সকল দর্শন
করিয়াছি।

নারদের কথা শুনিয়া, দশানন প্রত্যাস্তর করিল, হে দেবর্ষে !
সেই শ্বেতদ্বীপের মনুষ্যগণ কিজন্য বলবান্ হইয়া থাকে এবং
সেই সকল মহাজ্ঞারী কিরূপেই বা তথায় বাস প্রাপ্ত হইয়া-
ছেন ? হে প্রভো ! আপনি যথাযথ এই সমুদায় আমাকে
বলুন। আপনি সমস্ত জগৎ সর্গদা হস্তাগলকবৎ দেখিয়া
থাকেন !

রাবণের কথা শুনিয়া দেবর্ষি কহিলেন, তাহারা সকলেই
নিষ্ঠা অনন্য চিত্তে নারায়ণপরায়ণ। এবং তচ্ছিত্ত ও তৎপর

হইয়া, একান্ত ভাবে নারায়ণেরই আরাধনা করে। ফলতঃ তাহারা সৰ্বদাই তচ্ছিত ও তদগতথাণ এবং সকলেই অতিমাত্র মহাস্বা ; এই কারণে শ্বেতদ্বীপে বাস প্রাপ্ত হইয়াছে। লোকনাথ চক্রধর দেব বিষ্ণু শাক্ষর্দনু আকর্ষণ করিয়া, যাহাদের সংহার করেন, তাহারা ত্রিবিষ্টপে বাস করিয়া থাকে। তাত ! যজ্ঞফল, তপস্যা, সংযম বা উৎকৃষ্ট দানফল, কিছুতেই সেই সুখময় লোক লাভ করা যায় না।

দশদ্বীপ নারদের কথা কর্ণগোচর করিয়া, বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া, অনেক ক্ষণ এইপ্রকার চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি ভাঁহার সহিত যুদ্ধ করিব। অনন্তর দশানন নারদকে আসক্ত করিয়া, শ্বেতদ্বীপের উদ্দেশে প্রয়াণ করিলেন। নারদ অনেক ক্ষণ চিন্তা করিয়া, কোক্লহলসম্বিত হইয়া, পরমাস্তর্ঘ্য সন্দর্শন বাসনায়া দ্বারা পূর্বক তথায় যাত্রা করিলেন। তিনি নিত্য কেলিপরায়ণ ও সমরপ্রিয়। হে রত্ননন্দন ! দশানন ঘোরতর সিংহনাদে দশদিক বিদারিত করিয়া, বাক্সগণের সহিত শ্বেত দ্বীপে গমন করিতে লাগিলেন। নারদ তথায় গমন করিলে, সেই মহাযশা দশাননও ঐ দ্বীপে সমাগত হইলেন। এই মহাদ্বীপ দেবগণেরও দুষ্প্রাপ্য। তথায় গমন করিয়া, বলীয়ান রাবণের পুষ্পক রথ সেই দ্বীপের তেজে বায়ুবেগে সমাহত হইয়া, বাতাহত মেঘের ন্যায়, স্থির থাকিতে পারিল না। রাক্ষসরাজের সচিবগণও সেই দুষ্প্রেক্ষ্য দ্বীপে উপনীত হইয়া, ভীত ও জাতসাক্ষস হইয়া, রাবণকে কণিতে লাগিলেন, হে রাক্ষসেন্দ্র ! আমরা সকলেই মোহাচ্ছন্ন, সংজ্ঞাশূন্য ও বিচেতন হইয়া পড়িয়াছি। তজ্জন্য কোন মতেই তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, কিরূপে যুদ্ধ করিব ? এই বলিয়া, তাহারা সকলেই দশ দিকে পলায়ন করিতে লাগিল।

তখন দশানন ঐ সকল রাক্ষসের সহিত হেমভূমিত পুষ্পক বিমান বিসর্জন করিলেন। অনন্তর পুষ্পক রথ গমন করিলে,

রাক্ষসরাজ রাবণ মহাভয়ংকর মূর্তি পরিগ্রহ করিয়া, একাকীই শ্বেতদ্বীপে প্রবেশ করিলেন। এবং প্রবেশসমকালেই তত্রত্য রমণীগণের দৃষ্টিবিষয়ে পতিত হইলেন। তন্মধ্যে কোন রমণী সন্নিভবদনে তাঁহার হস্তগ্রহণ পূর্বক দ্বিজ্ঞান্য করিল, দ্বিজ্ঞান্য এখানে আগমন করিয়াছে, বল। তুমি কে, কাহার পুত্র এবং কেই বা তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছে, নির্দেশ কর।

রাজন্! রাজা রাবণ এইপ্রকার অভিহিত হইয়া, সক্রোধে কহিলেন, আমি, বিশ্ববার পুত্র রাক্ষস রাবণ। নন্দ্র্যানেত্র নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। কিন্তু কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না। দুর্ভাগ্য রাবণ এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, সেই সকল যুবতীজন স্নাননে হাস্য করিয়া উঠিল। অনন্তর তাহাদের মধ্যে একজন রমণী কুপিত হইয়া, বালকের ন্যায়, অনায়াসে রাবণকে গ্রহণ ও তাঁহার মধ্যদেশ ধারণ করিয়া, তাঁহাকে মখীমধ্যে ঘূর্ণাইতে আরম্ভ করিল। এবং অপরা মখীকে আহ্বান করিয়া কহিল, তুমি অবলোকন কর, আমি এই অতি ক্ষুদ্র কীটের ন্যায়, কৃষ্ণাঙ্গনসমপ্রভ বিংশতিবাহু দশাননকে ধারণ করিয়াছি। তখন ভ্রমলালস রাবণ হস্ত হইতে হস্তান্তরে নিষ্কিন্ত হইয়া, ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। এই রূপে বিদ্বান্ ও বলবান্ রাবণ ঘুরিতে ঘুরিতে, রোষাবিষ্ট হইয়া, কোন সুন্দরী রমণীর হস্তে অতিমাত্র দংশন করিলেন। তখন সেই রমণী হস্তবেদনাবশত ধূনন পূর্বক সেই স্তম্ভ কীটকে ছাড়িয়া দিল। তদনন্তর অপরাঙ্গী রাক্ষসরাজকে গ্রহণ পূর্বক আকাশ পথে উৎপতিত হইল। রাবণ নিভান্ত কুপিত হইয়া, তাহাকেও নখের অতিমাত্র আঘাতে বিদারিত করিলেন। এবং তাহার সহিত তৎক্ষণাৎ বিনিধূত হইয়া, সাগরমণিলে পতিত ও ভয়ে অতিমাত্র ব্যাকুল হইয়া, উঠিলেন। বজ্রবিদারিত পর্দতশেখর যেমন তিনিও তেমনি বিনিপাতিত হইয়া, সাগরজলে পতিত হইলেন। এই রূপে রাজা রাবণ শ্বেতদ্বীপনিবাসিনী যুবতিগণ

কর্তৃক গৃহীত হইয়া, ইতস্ততঃ ঘূর্ণিত হইতে লাগিলেন। মহা-
তেজা নারদ রাবণকে দর্শিত দেখিয়া, সবিস্ময়ে হাস্য ও নৃত্য
আরম্ভ করিলেন।

হে মহাবাহো ! চরাচরা রাবণ এই কারণেই তোমার হস্তে
মৃত্যু কামনা করিয়া, সবিশেষ জানিয়া, গীতাকে হরণ করিয়া-
ছিল। তুমি শংখচক্রধর দেব নারায়ণ। তোমার হস্তে শাক্-
ধনু, পদ্ম ও বজ্রাদি অস্ত্রসকল বিরাজমান। সমস্ত দেবতা
তোমায় নমস্কার করেন। তুমি জীবৎসচিক্রিত, সৰ্বদেবাভি-
পূজিত, পদ্মনাভ, মহাযোগী ও ভক্তগণের অভয়প্রদ হৃষীকেশ।
নারণের বধের জন্য মানুষীতনু আশ্রয় করিয়াছ। আপনাকে
নারায়ণ বলিয়া কি তোমার জ্ঞান হইতেছে না ? হে মহাভাগ !
আর আশ্রয়বিস্মৃত হইও না। আপনাকে স্মরণ কর। পিতামহ
ব্রহ্মা বলিয়াছেন, তুমি গুহ্য হইতেও গুহ্য। এবং তুমি ত্রিগুণ,
ত্রিবেদী, ত্রিধামা, ত্রিকালকৰ্ম্মা (ত্রিবেদ্য, ও ত্রিদশারিনির্মল)। তুমি
পুরাকাল হইতে ঐগিকিক্রমসঙ্গে লোকত্রয় আক্রমণ করিয়া
আছ। তুমি বলিবদ্ধনকারণে জীমান্ মহেন্দ্রানুজরূপে অদি-
তির গর্ভে সমুদ্ভূত হইয়াছ। তুমি সনাতন বিষ্ণু। লোক-
দিগকে অনুগ্রহ বিস্তরণ করিবার নিমিত্ত মনুষ্যবিগ্রহ পরিগ্রহ
করিয়াছ।

হে সুরগন্তস ! সুরাসুরগণের সেই এই কার্য্য সাধিত হই-
য়াছে। পাপমতি রাবণ সপুত্র বলবান্ধবে নিহত হইয়াছে,
তপোদন ঋষিগণ ও সুরগণ সকলেই তজ্জন্য সান্তিশয় হর্ষান্বিত
হইয়াছেন। হে সুরেশ্বর ! তোমার প্রসাদে সমস্ত জগৎ বিশিষ্ট-
রূপ শান্তিলাভ করিয়াছে। গীতা সাক্ষাৎ মহাভাগা লক্ষ্মী,
পাতাল হইতে সমুপ্তিতা হইয়াছেন। হে প্রভো ! ইনি তোমারই
জন্য জনকের গৃহে জন্ম গ্রহণ করেন। রাজা রাবণ ইহাকে
লক্ষ্মী আনিয়া, মাতার ন্যায়, পরম যত্নে রক্ষা করিয়াছিল।
পরমবশশ্চি নাম ! এই আশি তোমার নিকট সমস্ত ঘটনা বর্ণন

করিলাম । দীর্ঘজীবী নারদ আগার সকাশে এইরূপ কীর্তন করেন । সনৎকুমার রাবণকে যেরূপ কহিয়াছিলেন, দশানন অনতিকাল মধ্যেই তৎসমস্ত অশেষরূপে সমাগিত করেন । যে বিদ্বান্ ব্যক্তি আক্ষে বিধসান্নিদ্যে এই উপাখ্যান শ্রবণ করেন, তাঁহার শ্রাদ্ধ অন্ন অক্ষয় হইয়া, পিতৃগণের সমীপে সমাগত হয় ।

রাজীবলোচন রাম ভ্রাতৃগণের সহিত এই দিব্য কথা শ্রবণ করিয়া, অতিশয় বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন । সুগ্রীবহামুখ বানরগণ, বিভীষণহামুখ নিশাচরগণ, অমাত্যহামুখ নরপতিগণ এবং অন্যান্য সমাগত বিধ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও ধার্মিক শূদ্রগণ সকলেই উৎফুল্ললোচন ও হর্ষাবিষ্ট হইয়া, অতিমাত্র হীতিভরে রামকে দেখিতে লাগিলেন । তখন মহাতেজা অগস্ত্য রামকে কহিলেন, রাম ! আমাদের দর্শন ও সভাজন হইয়াছে । অধুনা, আমরা গমন করিব । এই বলিয়া, তাঁহারা শ্রুতিপূজিত হইয়া, সকলে ষাণ্মাস গমন করিলেন ।

অষ্টচত্বারিংশ সর্গ ।

মহাবাহু রাম এইরূপে পৌর ও জ্ঞানগদসমূহে যুধা বিদানে কাব্য সকল শাসন করত দিনযাপনে প্রায়স্ত হইলেন । অনন্তর কিয়দ্দিন অতীত হইলে, তিনি ক্রুতাজলি হইয়া, মিথিলাপতি জনককে কহিলেন, আপনিই আমাদের একমাত্র গতি । আমরা আপনারই পালিত । এবং আমি আপনারই উগ্রভেজঃ-সহায়ে রাবণকে সংহার করিয়াছি । রাজন্ ! ইক্ষুকু ও মৈথিল-বংশীয়গণের পরম্পর সম্বন্ধহীতির তুলনা নাই । অতএব, হে পার্থিব ! আপনি রত্নজাত গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় পুরে গমন করুন । ভরত সহায়ার্থ আপনার অনুগামী হইবেন ।

রাজা জনক তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া, রামকে কহিলেন, রাজন্ !

আমি তোমার দর্শনে ও নিয়ে প্রীত হইয়াছি। আমার জন্য এই যে রত্ন সকল সংগৃহীত হইয়াছে, আমি স্বীয় দুহিতাদ্বয়কে তৎসমস্ত প্রদান করিতেছি।

অনন্তর রাজর্ষি জনক প্রস্থান করিলে, রাম কৃতাজ্ঞ হইয়া, বিনয় সহকারে পরমথাভাবশালী মাতুল কৈকেয়কে কহিলেন, রাজন্! এই রাজ্য, আমি, ভরত ও লক্ষ্মণ সকলেই আপনার অধীন। হে পুরুষর্ষভ! আপনিই আমাদের গতি। বৃদ্ধ রাজা আপনার জন্য সমস্ত হইতে পারেন। হে পার্শ্বব! এই জন্য অদ্যই আপনার প্রস্থান করা উচিত বোধ হইতেছে। লক্ষ্মণ বহুল ধন ও বিবিধ রত্ন লইয়া, অনুযাত্র স্বরূপ আপনার অনুগমন করিবে। যুধাজিৎ তাহাই হইবে, বলিয়া কহিলেন, হে রামব! রত্ন ও ধন সমস্ত তোমাতেই অক্ষয় হইয়া থাকুক। অনন্তর রাম প্রথমে অভিবাदनসহকারে প্রদক্ষিণ করিলে, পরে কৈকয়-বর্দ্ধন যুধাজিৎ, রাজা ভাবিয়া, রামকে প্রদক্ষিণ করিয়া, লক্ষ্মণকে সহায় করত, স্বরাজ্য প্রস্থান করিলেন। বৃদ্ধার বিনষ্ট হইলে, দেবরাজ ইন্দ্র বিষ্ণুর সহিত এই রূপে গমন করিয়াছিলেন।

অনন্তর রাম মাতুলকে বিদায় দিয়া, আপনার বয়স্য কাশী-পতি অকুতোভয় প্রতর্দনকে আশির্জন করিয়া, কহিলেন, তুমি পরম সৌহার্দ ও প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছ। এবং ভরতের সহিত আমার অভিষেকে উদ্যোগও করিয়াছ। অতএব রাজন্! অদ্য তুমি সুন্দর প্রাকার ও সুশোভন ভোরণসম্পন্ন, পরমমনোহর ও সুরক্ষিত বারানসী নগরীতে গমন কর। কাকুৎস্থ রাম এই বলিয়া, উৎকৃষ্ট আসন হইতে উত্থান করিয়া, তাঁহারে উরোগত গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। অনন্তর কৌশল্যাপ্রীতিবর্দ্ধন রাম বিদায় প্রদান করিলে, অকুতোভয় কাশীরাজ তৎকর্তৃক অনু-জ্ঞাত হইয়া, সত্বর কাশী যাত্রা করিলেন। রাম কাশীপতিকে বিদায় দিয়া, অন্যান্য উপস্থিত তিন শত রাজাকে সহায়্য আসো মধুর বাক্যে কহিলেন, আপনারা সকলেই স্বকীয় তেজে আমার

প্রতি সমান শ্রীতি সর্বতোভাবে রক্ষা করিয়াছেন । এবং ধর্ম নিশ্চয়বশতঃ সর্বদা সত্যও পালন করিয়াছেন । আপনারা মগ্না । আমি আপনাদেরই অনুভাব ও ভোজে দুরাচার, দুর্নীতি ও রাক্ষসাদম্য রাবণকে সংহার করিয়াছি । ফলতঃ, রাবণ আপনাদেরই ভোজে পুত্র, মিত্র ও অমাত্যগণ সহিত নিহত হইয়াছে । আমি এ বিষয়ে চেষ্টামাত্র । জনকব্রহ্মতা সীতা বন ভ্রমিতে অপহৃত হইয়াছেন, শুনিয়া, মহামতি ভরত আপনাদের সকলকে সমানমন করিয়াছেন । মহানুভব আপনারা সমুদায় রাজাই উদ্যুক্ত হইয়াছিলেন । অনেক দিন হইল, আপনারা এখানে আনিয়াছেন । এইজন্য আপনাদের স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করাই আমার অভিপ্রায়সিদ্ধ মনে হইতেছে ।

তখন ঐ সকল নরপতি নিরতি হর্ষান্বিত হইয়া কহিলেন, রাম ! সৌভাগ্যবলেই আপনি বিজয়ী ও রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন । সৌভাগ্যবলেই সীতা প্রত্যাহৃত হইয়াছেন । এবং সৌভাগ্যবলেই শত্রু দশানন পরাজিত হইয়াছে । রাম ! আমরা যে আপনাকে বিজয়ী ও নিঃসপত্ন দেখিতেছি, ইহাই আমাদের পরম অভীষ্ট ও ইহাই আমাদের পরম আনন্দ । আপনি যে আমাদের প্রশংসা করিতেছেন, ইহা আপনার স্বভাবসিদ্ধ গুণ । যেহেতু, আপনি সকল লোকের অভিরাগ রাম । আপনিই প্রশংসার উপযুক্ত পাত্র । কিন্তু আমরা ঈদৃশী প্রশংসা পরিজ্ঞাত নহি । এক্ষণে সকলে আপনাকে আমন্ত্রণ করিতেছি, স্বস্থানে প্রস্থান করিব । আপনি সর্বদাই আমাদের হৃদয়ে অবস্থান করেন । হে মহাবাহো ! আমরাও যাহাতে আপনার প্রতি নিরতিশ্রীতিমান হইয়া, এই রূপে আপনার হৃদয়ে স্থান পাইতে পারি, হে মহারাজ ! আমাদের উপর আপনার যেন নিত্য সেই-রূপ শ্রীতি থাকে । রাম তথাস্তু বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন । তখন নরপতিগণ সকলেই অতিমাত্র হর্ষিত ও গমনে উৎসুক হইয়া, ক্রতাস্থলিপুটে রামের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলেন ।

এবং রাম কতৃক পূজিত হইয়া, স্ব স্ব রাজ্যে সমাগত হইলেন ।

উনপঞ্চাশ সর্গ ।

এই রূপে মহামতি নরপতিগণ মহত্ম মহত্ম হস্তী ও অশ্ব-সমূহে পৃথিবী কম্পিত করিয়া, দশ দিকে প্রস্থান করিলেন । প্রাকৃষ্টবলবাহনশালিনী অনেক অক্ষৌহিনী রামের যুদ্ধসাহায্য জন্য সবিশেষ সমুদাত হইয়া, তরতের আচ্ছাদ্য অযোধ্যায় অবস্থিতি করিয়াছিল । সেই সকল বলদর্পসম্বিত মহীপাল পরস্পর বলিতে লাগিলেন, আমরা যুদ্ধে রাম ও রাবণকে সম্মুখীন দেখিতে পাইলাম না । রাবণবধ হইলে পর ভরত অনর্থক আগাদিগকে আনয়ন করিলেন । যদি পূর্বে আনিতেন, তাহা হইলে, অতি সত্ত্বর নিশাচরগণ এই সকল নরপতির হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইত, তাহাতে সন্দেহ নাই । আমরা সাক্ষরপারে রামের বা লক্ষ্মণের বাহুবলপরিরক্ষিত ও বিগতজ্বর হইয়া, স্থখে যুদ্ধ করিতাম । এই সকল সমবেত্ত নরপতিগণ এইরূপ ও অন্যান্যরূপ কথা সকল কীৰ্ত্তন করিতে করিতে হর্ষভরে স্ব স্ব রাজ্যে গমন করিলেন । তাঁহারা আপনাদের ক্রুদ্ধ ও হর্ষিত, ধনধান্যসমৃদ্ধিসম্পন্ন, সর্কাবয়ে পরিপূর্ণ, নিবিধবসুশালী, সুপ্রসিদ্ধ রাজ্যে পূর্ববৎ অক্ষত শরীরে গমন করিয়া, রামের প্রিয়কামার্থ বিবিধ রত্ন উপহার প্রদান করিলেন । তন্মিত্র, তাঁহারা রামকে বহুসংখ্য অশ্ব, বান, রত্ন, মদোৎকট হস্তী, অত্যাৎকৃষ্ট চন্দন, দিব্য আভরণ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, রূপবতী দাসী, বিবিধ অজ্ঞাবিক ও বহুবিধ রথ দান করিলে, সগর্বল ভরত, লক্ষ্মণ ও শত্রুঘ্ন তৎসমস্ত রত্ন গ্রহণ করিয়া, স্বকীয় নগরীতে প্রত্যারূঢ় হইলেন । সেই পুরুষর্ষভগণ রমণীয় নগরী অযোধ্যাতে সমাগত হইয়া, সেই সকল বিচিত্র রত্ন রামের গোচরে সমুপস্থিত করিলেন । মহামতি রাম তৎসমস্ত প্রাপ্তিগ্রহ

করিয়া, পরমশ্রীতিমান্ হইয়া, ক্রতুকৰ্মা রাজা সুগ্রীবকে দান করিলেন। এবং বিভীষণ ও অন্যান্য রাক্ষস ও বানর, বাহাদেব সহায়ে জয়শালী হইয়াছেন, তাহাদিগকেও যথাযথ প্রদান করিলেন। এই সকল মহাবল বানর ও নিশাচরগণ রামের প্রদত্ত রত্ন সমস্ত সম্বন্ধে ও বাহুতে দারণ করিল।

এই সময়ে মহারথ ও মহাবীৰ্য্য পদ্মপলাশলোচন রাজা বাম মহাবাহু অঙ্গদ ও হনুমান্কে অঙ্গে আরোপিত করিয়া, সুগ্রীবকে বলিতে লাগিলেন, অঙ্গদ তোমার স্নানস্তান ও হনুমান্ তোমার স্নানস্রী। হে সুগ্রীব! ইহারা দুই জনে আম রও মন্দিরে নিযুক্ত ও হিতানুষ্ঠানে নিরত। অতএব হে চম্পীশ্বর! তোমার জন্য ইহাদের নানাধিকারে পূজা করা কর্তব্য। মহামশা রাম এই বলিয়া, আপনার অঙ্গ হইতে মহামূল্য আভরণ সকল দোচন করিয়া, অঙ্গদ ও হনুমানের অঙ্গে তৎসমস্ত পরাইয়া দিলেন। অনন্তর তিনি গল, নীল, কেশরী, কুমুদ, গন্ধমাদন, সুশেণ, পনস, গৈন্দ, দ্বিবিদ, জাম্ববান্, গণাঙ্গ, মূত্র, বলীমুখ, প্রাজ্ঞ, সন্নাদ, দরৌ-মুখ, দদিমুখ, ইন্দ্রজানু, এই সকল মহাবীৰ্য্য মহাবল স্তম্ভপতিস্থান ও স্তম্ভপতি বানরদিগকে সম্ভাবণ ও নেত্রদ্বারা লেন পান করিয়া, নম্বর কোমল শাস্ত্র বাক্যে কহিতে লাগিলেন, তোমরা সকলেই আমার স্নান; শরীর ও ভ্রাতা স্বরূপ। হে কুননবাসিগণ! তোমরাই আমাকে বিপৎনাগর হইতে উদ্ধার করিয়াছ। রাজা সুগ্রীবই ধন্য এবং তোমাদের ন্যায় বন্ধুশ্রেষ্ঠগণই ধন্য! এই বলিয়া নরবর রাম তাহাদের সকলকে যথাযোগ্য বিধানে মহামূল্য বসন ও ভূষণ সমস্ত দান ও আঞ্জিল করিলেন। বানর গণ তথায় বিবিধ সুগন্ধি মধু, সুমুঠে মাংস, এবং বহুবিধ ফল মূল ভক্ষণ করত সুখে অবস্থিতি করিল। এইরূপে তাহাদের এক মাসেরও অধিক অতীত হইয়া গেল। কিন্তু রামের প্রতি ভক্তিবশতঃ তাহাদের তাণ্ড মূহূর্ত্তের ন্যায় মনে হইল। রামও সেই সকল কামরূপী বানর, মহাবল রাক্ষস ও মহাবীৰ্য্য ঋক্ষগণের সঙ্ঘ

মানাধিকার আঁমাদ আছাদে প্রবৃত্ত হইলেন। এই রূপে তাহাদের দ্বিতীয় শিশির মাস অভিবাহিত হইল। তাহারা সকলেই নিরতিশয় চর্য ও নিরতি প্রীতিযোগ ভোগ করিয়া, রমণীয় ইক্ষাকুনগরীতে রামের শিয়ানুষ্ঠান দ্বারা সুখে সময় বাপন করিল।

পঞ্চাশ সর্গ।

ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এই রূপে অবোধ্যায় কালযাপন করিতে লাগিল। অনন্তর মহাতেজা বশুনন্দন রামচন্দ্র সুগ্রীবকে কহিলেন, মৌম্য! তুমি সুরাসুরেরও দুরাক্রমণীয়া বিধিক্রিয়ায় গমন করিয়া অমাত্যগণ সমভিব্যাহারে নিষ্কণ্টক রাজ্য পালন কর। হে মহাবাহো! তুমি অঙ্গদকে প্রীতিচক্ষে দর্শন করিবে। সুমহাবল হনুমান্, নল, শশুর সুষেণ, বলিশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন, দুর্ধর্ষ কুমুদ, মহাবল নীল, বীর শতবলি, মৈন্দ, দ্বিবিদ, গজ, গবাক্ষ, গবয়, মহাবল শরভ, দুর্ধর্ষ মহাবল ঋক্ষরাজ জাম্ববান, গন্ধমাদন, সুবিক্রান্ত ঋষভ, সুপাটল, কেশরি, শরভ ও শুভ্র এবং এই যে সকল বানরবীর অামার জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়াছিল, সুগ্রীব! তুমি ইহাদিগের সকলকেও প্রীতিসহকারে প্রতিপালন করিবে; কখনই ইহাদিগের কোন বিশ্রিয়াচরণ করিবে না।

সুগ্রীবকে এই কথা বলিয়া পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করত রামচন্দ্র তদনন্তর সধুরবাক্যে বিভীষণকে কহিলেন, আমি জানি তুমি ধর্ম্মজ্ঞ। পুরবাণী জ্ঞান, অমাত্য রাক্ষসগণ এবং তোমার ভ্রাতা কুবেরও তোমাকে ভাল বাসেন; অতএব যাও, ধর্ম্মানুসারে লকারাজ্য পালন কর। রাজন্! কখনও অধর্ম্মে অভি-রুচি করিও না। যে সকল রাজা নদ্ধুদ্বিগম্পন্ন, তাহারা নিশ্চয়ই পৃথিবী ভোগ করিয়া থাকেন। আর, রাজন্! আমাকে ও

সুদীর্ঘকাল তুমি পরম প্রীতি সহকারে সৰ্বদা স্মরণ কর ; ইহাই আমার প্রার্থনা । এক্ষণে তুমি শোকশূন্য হইয়া গমন কর ।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ সাধু সাধু বলিয়া পুনঃ পুনঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিল । এবং কহিতে লাগিল, মহাবাহো রামচন্দ্র ! সাক্ষাৎ স্বয়ম্ভূর ন্যায় আপনার বুদ্ধি ; বীর্য্যও আপনার সেইরূপ অদ্ভুত ; মাপু-র্য্যও তাদৃশ সর্বোৎকৃষ্ট ।

বানর ও রাক্ষসগণ এইরূপ বলিতে থাকিলে, হনুমান প্রাণম করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, রাজন্ ! আপনাতে যেন নিয়ত আমার পরম স্নেহ থাকে, বীর ! আপনাতে আমার ভক্তিও যেন নিষ্ঠুর হয় ; আমার মন যেন অন্য কাহাতেও আসক্ত না হয় । বীর ! মহীতলে যত কাল রামকথা প্রচলিত থাকিবে, তত কাল যেন আমার দেহে জীবন থাকে, ইহার যেন অন্যথা না হয় । হে রঘুনন্দন ! হে নরবর্ভ ! অঙ্গরোগণ যেন আগাকে আপনার এই চরিত ও কথা নিয়ত শ্রবণ করায়, বীর ! বায়ু যেমন মেঘলেখা হরণ করে, আমি তেমনি আপনার দেহে চরিতামৃত শ্রবণ করিয়া উৎকণ্ঠা দূর করিব ।

হনুমান এই কথা কহিলে পর রাম সিংহাসন হইতে গাত্রো-
থান পূর্ব্বক স্নেহভরে হনুমানকে আলিঙ্গন করিলেন এবং কহি-
লেন, কপিধবর ! বাহা বলিলে, তাহাই হইবে, তাহাতে আর
সন্দেহ নাই । লোকে আমার এই চরিত যত কাল প্রচলিত
থাকিবে, তত দিন তোমার কীৰ্ত্তি থাকিবে এবং তোমার প্রাণও
তত দিন তোমার শরীরে অবস্থিতি করিবে । যতদিন লোক
থাকিবে, আমার কথাও ততদিন থাকিবে । কপে ! তুমি
আমার যে সকল উপকার করিয়াছ, তাহার এক একটির জন্য
আমি প্রাণ দান করিয়াও ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারি ; কিন্তু
তুমি শেষে যে উপকার করিয়াছ, তাহার জন্য আমার সিরিকাল
ঋণী থাকিতে হইবে । অথবা তোমার উপকার আমাতে

জীওই হউক, কারণ লোক বিপদে পড়িলেই প্রাত্যহিকের পাত্র হইয়া থাকে । এই কথা বলিয়া রামচন্দ্র বৈদূর্য্যময় তরলমণি-বিশিষ্ট চন্দ্রপ্রভ হার নিজ কণ্ঠ হইতে উন্মোচন করিয়া হনুমানের কণ্ঠে পরাইয়া দিলেন । শিখরদেশে চন্দ্রমা উদ্ভিত হইলে শৈল-রাজ সুমেরুর যেরূপ শোভা হয়, বক্ষস্থলে ঐ হার ধারণ করিয়া মহাকপি হনুমান্ সেইরূপ শোভিত হইলেন ।

রাজবের পুরোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাবল বানরগণ একে একে উত্থান করিয়া পূণ্যবলুষ্ঠিত মস্তকে রাজবকে প্রণাম করিয়া বিদায় হইতে লাগিল । স্ত্রীও ধর্ম্মাস্ত্রা বিভীষণ রামকে অতীব গাঢ় মালিন্দন করিলেন, এবং তিন জনেই বাষ্পজলে বিধুর হইয়া পড়িলেন । রাজবকে পরিত্যাগ করিতে অন্যান্য বানর এবং রাক্ষসগণও সকলেই বাষ্পবিক্রব অশ্রুজলে পূর্ণচক্ষু, উন্মনা ও মুচ্ছিতের ন্যায় হইল ।

পুরোক্ত প্রকারে সংস্কার রাজবের প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া, বানরাদি সকলে, দেহ ত্যাগ করিয়া দেহের মায়ু, স্ব স্ব নিলয়ে প্রস্থান করিল ।

অনন্তর রাক্ষস, ঋক্ষ, ও বানরগণ ; রঘুবংশবর্জন রামচন্দ্রকে প্রণাম করিয়া বিয়োগজনিত অশ্রুপূর্ণ লোচনে, যে যে দেশের অধিবাসী, সে সেই দিকে গমন করিল ।

একপঞ্চাশ সর্গ ।

মহাবাহু রামচন্দ্র ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগকে বিদায় করিয়া যথাস্থে ভ্রাতৃদিগের সহিত আস্রোদ প্রমোদ করিয়া সুখানুভব করিতে লাগিলেন । অনন্তর অপরাহ্ন সময়ে তিনি ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ অন্তরীক্ষে এই মধুর বাক্য শুনিত পাইলেন যে, মৌম্য রামচন্দ্র ! আপনি মৌম্যবদনে আমাকে নিরীক্ষণ করুন । প্রভো ! জানিবেন, আমি পুষ্পক, কুবেরভবন হইতে উপস্থিত

হইয়াছি । হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার আজ্ঞাক্রমে কুবেরের পরিচর্য্যার জন্য তাঁহার ভবনে গমন করিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে কহিলেন, মহাত্মা নরনাথ রামচন্দ্র যুদ্ধে উদ্ধিষ্ট রাক্ষস-রাজ রাবণকে সংহার করিয়া তোমায় জয় করিয়া লইয়াছেন । দুষ্টাত্মা রাবণ স্বজন, পুত্র ও বন্ধুবান্ধবগণের সঙ্গিত নিহত হওয়াতে আমার পরম প্রীতি জন্মিয়াছে । সৌম্য ! পরমাত্মা রাম যখন লঙ্কায় তোমাকে জয় করিয়া লইয়াছেন, তখন তুমি সেই রামকেই বহন কর ; আমি তোমায় অনুমতি করিতেছি । তুমি সর্বলোকে গমন করিবার উপযুক্ত বাহন ; আমার একান্ত ইচ্ছা যে, তুমি রঘুনন্দন রামকেই বহন কর ; অতএব কোনরূপে দুঃখ না করিয়া স্বচ্ছন্দে গমন কর । হে রঘুনন্দন ! আমি মহামতি ধনদেব এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি, আপনি কোন আশঙ্কা না করিয়া আমাকে গ্রহণ করুন । আমি সর্বলোকের অপ্রব্য ; কুবেরের আদেশক্রমে আমি আপনার আজ্ঞা প্রতিপালন পূর্বক প্রভাব সংকারে বিচরণ করিব ।

মহাবল রামচন্দ্র পুষ্পকের এই কথা শ্রবণ করিয়া, পুনরাগত আকাশস্থিত পুষ্পককে দর্শন করত কহিলেন, বিমানবর পুষ্পক ! যদি এইরূপই হয়, স্বচ্ছন্দে আগমন কর । যখন ধ্রুবেশ্বর অনুমতি করিয়াছেন, তখন ইহাতে আমাদিগের সচ্চরিত্র অতিক্রম রূপ দোষ হইতে পারে না । এই কথা বলিয়া মহাবাহু রাঘব লাজ এবং সুগন্ধি পুষ্প ও ধূপ দ্বারা পূজা করিয়া পুষ্পককে কহিলেন, এক্ষণে গমন কর, যখন স্মরণ করিব তখন আমিবে । সৌম্য ! আকাশে গমন কালে আমাদিগের বিয়োগজন্য কোন দুঃখ করিও না । দিগ্‌দিগন্তে গমনকালীন তোমার যেন প্রতিঘাত না হয় । পুষ্পক রামের নিকট পূজাপূর্বক বিদায় প্রাপ্ত হইয়া, তথাস্তু বলিয়া ঐ স্থান হইতে নিজ অভিপ্রাত দিকে প্রস্থান করিল ।

পুণ্যময় পুষ্পক বিমান এইরূপে অন্তর্হিত হইলে, পর, ভরত কৃতাজ্জলিপুটে রঘুনন্দন রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, বীর ! দেব-রূপী আপনার রাজত্বকালে আমরা কতবার মানুষাতিরিক্ত প্রাণী এবং পদার্থ সকলকেও মানুষের ন্যায় কথা কহিতে দেখিলাম । আপনি যে কয় মাগ রাজ্য হইয়াছেন, ঈশ্বর মধ্যে প্রাজাদিগের কোন রোগই হয় নাই । অতিরিক্ত প্রাণিদিগেরও মৃত্যু হয় নাই । নারী সকল নির্ভীক প্রসব করিতেছে, মনুষ্যাগণ সকলেই হৃষ্ট পুষ্ট হইয়াছে । রাজন্ ! পুরবাসীদিগের আনন্দও অতীব বৃদ্ধি পাইয়াছে । দেবরাজ যথাকালে অমৃতময় বারিবার্ষিক করিতে-ছেন । বায়ুও নিয়ত সুখস্পর্শ সুখজনক ও স্বাস্থ্যবর্দ্ধক রূপে প্রবাহিত হইতেছে । হে নরেশ্বর ! পুরবাসী ও জনপদবাসী সকলেই বলিতেছে যে, চিরকাল যেন আমরাদিগের এইরূপ রাজ্যই হয় ।

ভরতের মুখবিনিঃসৃত এই সকল সুমধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া, হৃৎপগন্তম রামচন্দ্র পরম পরিতুষ্ট হইলেন ।

দ্বিপঞ্চাশ সর্গ ।

মহাবাহু রামচন্দ্র হেমভূষিত পুষ্পককে বিদায় দান করিয়া, চন্দন, অগুরু, চুত, উত্তুঙ্গ কালৈয়ক ও দেবদারু বনে সমস্তাৎ উপশোভিত চম্পক, অগুরু, পুন্নাগ, মধুক, পনস, অমন, বিধূম-পাবকসদৃশ পারিজাত, লোধ্র, নীপ, অজুন, নাগ, মণ্ডপর্ণ, মুক্তক, মন্দার, কদলী ও বিবিধ লতাগুল্মজালে সমারত এবং থিয়দু, কদম্ব, বকুল, জম্বু, দাড়িম ও কোবিদার আর সর্ব্বত্ৰ কুসুমগম্ভীর সুন্দরদর্শন ফলবান সুমনোরম দিব্যরসগন্ধবিশিষ্ট নবপল্লবাকুর সমন্বিত অন্যান্য বিবিধ রক্ষ পরিশোভিত অশোকবনে প্রবেশ করিলেন । অশোকবনমধ্যে শিল্পিগণ কর্তৃক বিনির্মিত মনোরম পুষ্পশল্যভূষিষ্ঠ মত্তভ্রমরসমাচ্ছন্ন বিবিধ দিব্য রক্ষ সকল যজ্ঞাত

রহিয়াছে। চূত রক্ষের ভূষণস্বরূপ কোকিল, ভূধরাজ ও নানা বর্ণের নানা পক্ষী সমগ্র কানন বিচিত্রিত ও শোভিত করিয়া রাখিয়াছে। কানন মধ্যে যে সকল রক্ষ শোভা পাইতেছে, তন্মধ্যে কতক সুবর্ণকান্তি, কতক অগ্নিশিখাগমগ্ৰাহ, কতক নীলাঞ্জনসন্নিভ। তথায় কত থাকান কতশত পুষ্প সুগন্ধ বিস্তার করিতেছে। বিবিধ মালা উপকল্লিত রহিয়াছে। এবং বিবিধাকার দীর্ঘিকা সকল সুন্দর স্ফুট গলিলে পরিপূর্ণ হইয়া আছে। এই সমস্ত দীর্ঘিকার সোপানশ্রেণী মাণিক্যে এবং অন্তর কুটিম সকল স্ফটিকে বিনির্মিত। সকল দীর্ঘিকাতেই পদ্ম ও উৎপনের বন হইয়া আছে। এবং দাতুহ, শুক, হংস ও মারম, সকল রব করিতেছে। চক্রবাক সকলে সকল দীর্ঘিকারই শোভা হইয়াছে। তীর সমস্ত বিবিধবর্ণ পুষ্পসম্বিত পাদপনিকরে পরিশোভিত হইয়া আছে। সমগ্র কানন শিলাভিত্তিসম্পন্ন বিবিধাকার প্রাকার সকলে বেষ্টিত রহিয়াছে, বৈদূর্য্যমণিসন্নিভ অসংখ্য শাদ্দূলপক্ষী এই বন মধ্যে বাস করিতেছে। কাননে সমস্ত রক্ষই পুষ্পিত। সংঘর্ষজাত পুষ্পিত রক্ষ সকল হইতে পতিত বিবিধবর্ণ পুষ্পে তত্রতা শিলাতল; তারাগণ দ্বারা নভস্তলের ন্যায় বিচিত্র হইয়া আছে। রামের এই অশোকবন ইন্দ্রের নন্দন ও কুবেরের ঐক্ষনির্মিত চৈত্ররথ কাননের ন্যায়, নির্মিত হইয়াছিল।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র বহু আসন ও গৃহসম্পন্ন, লতাগনযুক্ত সুসুন্দর অশোক বনে প্রবেশ করিয়া, সুগঠিত, পুষ্পরাজ্যসুশোভিত উৎকৃষ্ট আন্তরণ সমাচ্ছন্ন অনুত্তম আসনে উপবেশন করিলেন। এবং শচীকে পুরন্দরের ন্যায় হস্ত ধারণ পূর্ব্বক গীতাকে উপবেশন করাইয়া বিশুদ্ধ গৈরয়ে মধু পান করাইলেন। অবিলম্বেই রামচন্দ্রের আহারার্থ কিংকরগণ বিবিধ সুপক্ক মাংস ও নানা প্রকার ফল আনয়ন করিল। অনন্তর সুনিপুণ রূপবতী নৃত্যগীতবিশারদা সুন্দরদর্শনা অপ্সরাসকল মধুপানে ঈষৎ মত্ত

হইয়া কিস্করীণের সহিত রামচন্দ্রের সম্মুখে নৃত্য করিতে আরম্ভ করিল। ভোষকণবর ধর্ম্মাজ্ঞা রাঘব ঐ সকল পরম-ভূষিতা মনোরমা রমণীদিগকে তুষ্ট করিলেন, গীতা গভী উপ-বিষ্ট হইয়া অরুণতীর সহিত উপবিষ্ট তেজস্বী বশিষ্ঠের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

সুরম্য রামচন্দ্র পবন আনন্দিত হইয়া, সুরমুতোগদশী গীতাকে এই রূপে দিন দিন তুষ্ট করিতে লাগিলেন। গীতা ও রাঘব এই রূপে বিহার করিতে থাকিলেন। অনন্তর সর্গভোগী সুখপ্রদ শিশিরকাল অতিবাহিত হইল। বিবিধ ভোগ উপভোগ করত মহাজ্ঞা রামচন্দ্র ও জ্ঞানকী দামহস্ত বৎসর বিহার করিলেন। অনন্তর শিশিরকাল অতিবাহিত হইল।

একদিন দামহস্ত রামচন্দ্র পূর্ণিমা পক্ষের পূর্ণিমাতে দামহস্ত্যে সকল সমাপা করিয়া, অপরূপ যাপন করিবার জন্য অম্বুপুর মপো প্রবেশ করিলেন। গীতাও পূর্ণিমাতে কর্তব্য দেবকায়া সকল সমাপা করিয়া, বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে স্বর্গদিগের সকলেরই পরিচর্যা করিলেন, পশ্চাৎ দিব্যভ বিচিত্র বসন পরিধান পূর্বক বিবিধ ভূষণে বিভূষিতা হইয়া, স্বর্গে সমুপবিষ্ট পুরন্দরের নিকট শচীর ন্যায় রাঘবের নিকট উপস্থিত হইলেন। রামচন্দ্র পত্নীকে কল্যাণময় গর্ভলক্ষণ সমাপন্ন দর্শন করিয়া, গহল আনন্দ লাভ করিলেন। এং বলিতে লাগিলেন, মাধু মাধু। পরে তিনি সুরমুতোপমা বরবর্ণিণী গীতাকে কহিলেন, বৈদেহি! তোমার গর্ভলক্ষণ সমস্ত স্পষ্টই প্রকাশ হইয়াছে। বরারোহে! তোমার ক্রিমে ইচ্ছা হয় বল। আমরা তোমার কোন্ অভিলাষ সম্পাদন করিব। তখন জ্ঞানকী ঈষৎ হাস্য করিয়া রামকে কহিলেন, রাঘব! আমি পবিত্র তপোবন সকল দর্শন করিতে ইচ্ছা করি। আমার বাসনা হইয়াছে, আমি গঙ্গাতীরোপবিষ্ট উগ্রতেজা ফলমূলভোজী ঋষিদিগের চরণ বন্দনা করিব। কাকুৎস্থ! আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আমি ফলমূলভোজী

ঋষিদিগের ভূপোবনে একরাত্রিও বাস করিব। অক্লিষ্টকর্মা
রামচন্দ্র উত্তর করিলেন, তাহাই হইবে। বৈদেহি! তুমি
নিশ্চিন্ত হও। কল্যাই গমন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র জনকাজ্ঞা মৈথিলীকে এইকথা কহিয়া,
বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত অন্তঃপুর মধ্য হইতে বিনির্গত হইয়া, মধ্য
কক্ষায় আগমন করিলেন।

—[:]—

ত্রিংশৎশর্গ ।

রামচন্দ্র সেই স্থানে উপবেশন করিলে পর, বিচক্ষণ পাণ্ডব
সকল চারিদিকে উপবিষ্ট হইয়া, বিবিধ কথা দ্বারা হাস্য করা-
ইতে লাগিল। বিজয়, মধুমন্ত, কশাপ, মঞ্জল, কুল, সুরাজী,
কালিয়, ভদ্র, উদন্তবক্ত্র, ও সুরমাগণ ইহারা হর্ষ সহকারে মহাত্মা
রামচন্দ্রের নিকট হাস্য পরিহাস পূর্বক বিবিধ কথা কহিতে
লাগিল।

অনন্তর কোন কথাসূত্রে রামচন্দ্র কহিলেন, ভদ্র! নগরে
ও রাজ্যমধ্যে আমার সীতার, ভরতের, লক্ষ্মণের, শত্রুঘ্নের ও
মাতা কৈকয়ীর সম্বন্ধে নাগরিক ও জনপদবাসী প্রজাবর্গ কিরূপ
কথাবার্তা কহিয়া থাকে? রাজারা মর্ম্মাদিবিচারবিহীন হইলে,
লোকালয়ে এবং বলও নিন্দনীয় হইয়া থাকে।

রাম এই কথা কহিলে, ভদ্র ক্রতাজলিপুটে উত্তর করিল,
রাজন্! পুরবাসীজনেরা ভাল কথাই কহিয়া থাকে। বিশেষ-
যতঃ হে পুরুষর্ষভ! দশকন্ধর নিধন দ্বারা উপাধ্বিত বিজয়-
ব্যাপার সম্বন্ধেই পৌরজনেরা বিশেষ আন্দোলন করিয়া
থাকে।

রামভদ্রের এইকথা শ্রবণ করিয়া কহিলেন, কোন বিষয় গোপন
না রাখিয়া সমস্ত বিষয় যথাবৎ উল্লেখ কর। পুরবাসীদিগের
ভাল মন্দ বাক্য সকল শ্রবণ করিয়া, ভাল কাহ্যই করিব,

মন্দকার্য্য কদাপি করিব না । নগরে ও জনপদে প্রজাগণ
আমার যে কোন অন্যায় কার্য্যের কথা कहিয়া থাকে, তুমি
কোন আশঙ্কা না করিয়া বিশ্বস্ত চিত্তে নির্ভয়ে সমুদায় ব্যক্ত
কর ।

রাখবের এই কথা শ্রবণ করিয়া, ভদ্র সমাহিত ভাবে কুতা-
ঞ্জলিপুটে স্তব্ধচিত্ত বাক্যে নিবেদন করিল, রাজন্! চত্বর,
আপণ, রথ্যা, বন ও উপবন সকলে পৌরজনেরা যে সকল ভাল
ও মন্দ কথা कहিয়া থাকে বলিতেছি শ্রবণ করুন । রাম অতি-
অদ্ভুত কার্য্যই করিয়াছেন, সমুদ্রে সেতুবন্ধন আমাদিগের
পূৰ্ব্বপুরুষগণ কি দেব, কি দানব কেহই কখনও শ্রবণ করেন
নাই । রাম দুর্জয় রাবণকে বণ ও বশহনের সহিত বিনাশ
করিয়াছেন, এবং বানর,ক্ষক ও রাক্ষসদিগকে বশীভূত করিয়া-
ছেন । রাম যুদ্ধে রাবণকে সংহার করত গীতাকে উদ্ধার
করিয়াছেন, কিন্তু রাবণ যে স্পর্শ করিয়াছিল, তজ্জন্য ক্রুদ্ধ না
হইয়া তিনি স্বেচ্ছদে গীতাকে পুনর্দ্বার গৃহে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন ।
রাবণ যাহাকে বলপূর্ব্বক ধারণ করিয়া ক্রোড়ে তুলিয়া লইয়াছিল,
সেই গীতার সম্ভোগে রাগের হৃদয়ে কি সুখানুভব হইতে পারে!
রাবণ গীতাকে লক্ষাপুরীতেও লইয়া গিয়া অশোক বনিকাতে
স্থাপন করিয়াছিল, এবং গীতা রাক্ষসের বশবর্ত্তিনী হইয়াছিলেন ।
ঈদৃশ গীতার প্রতি রাগের ঘৃণা হইতেছে না কেন? এখন
হইতে আমাদিগকেও জীব অপরাধ সহ্য করিতে হইবে; কারণ
রাজ্য যেরূপ অনুষ্ঠান করেন, প্রজাদিগকেও তাহার অনুবর্ত্তন
করিতে হয় ।

রাজন্! নগর ও সমস্ত জনপদে পুরবানী ও প্রজাবর্গ এই-
রূপ বিবিধ কথা कहিয়া থাকে ।

ভদ্রের ঈদৃশ বাক্য শ্রবণ করিয়া রাখব অতীব কাতর হইয়া
সমস্ত বয়স্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, প্রজাগণ আমার
সম্বন্ধে এই সকল কথাই कहিয়া থাকে? তাহাতে সকলেই

ভূমিতে সন্তক অবনমন পূৰ্ণক দীনচেতা রাঘবেকে উত্তর করিল।
প্রজারা এইরূপই বলিয়া থাকে, সন্দেহ নাই ।

তখন শক্রানিসূদন কাকুৎস্থ বয়স্যাদিগের সকলেরই মুখবিনিঃ-
সৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া, সকলকেই বিদায় দান করিলেন ।

চতুঃপঞ্চাশ সর্গ ।

বয়স্যাদিগকে বিদায় করত রবুদনন্দন রামচন্দ্র নিবেদনা
পূৰ্ণক স্থির করিয়া সমীপোপবিষ্টে দ্বারপালকে আদেশ করিলেন ।
তুমি সত্ত্বর স্মিত্রানন্দন ক্ষতলক্ষণ লক্ষণ, ভরত ও অপরাঙ্কিত
শক্রস্রকে এই স্থানে আনয়ন কর ।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া দ্বারপাল মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন
করত লক্ষণের গৃহে উপস্থিত হইয়া অবাদে তন্মধ্যে প্রবেশ
করিল । এবং কৃতাজলিপুটে জয়াশীর্ষাদ করিয়া স্মরণামতি
লক্ষণকে কহিল, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতে-
ছেন, অতএব আপনি বিলম্ব না করিয়া তথায় গমন করুন ।
তখন মৌমিত্রি রাঘবের আজ্ঞা শ্রবণ করত তথাক্ত বলিয়া রথা-
রোহণ পূৰ্ণক সত্ত্বর রাঘবের নিকতনে যাত্রা করিলেন । লক্ষণ
যাত্রা করিলেন, দর্শন করিয়া দ্বারপাল ভরতের নিকট গমন
করত, কৃতাজলিপুটে জয়াশীর্ষাদ করিয়া প্রণতি পূৰ্ণক নিবেদন
করিল, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতেছেন ।
মহাবল ভরত দ্বারপালের মুখে রাঘবের আজ্ঞা শ্রবণ মাত্র
তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থান পূৰ্ণক পদব্রজেই যাত্রা করি-
লেন । ভরত যাত্রা করিলেন, দেখিয়া দ্বারপাল সত্ত্বর কৃতাজলি
পুটে শক্রস্রের ভবনে উপস্থিত হইয়া নিবেদন করিল, হে রঘু-
শ্রেষ্ঠ ! আমুন, রাজা আপনাকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিতে-
ছেন । লক্ষণ এবং মহাযশা ভরত অগ্রেই গমন করিয়াছেন ।
দ্বারপালের বাক্য শ্রবণ করত শক্রস্র সন্তক অবনমন পূৰ্ণক

প্রণাম করিয়া তৎক্ষণাৎ আসন হইতে উত্থিত হইয়া রাণবের নিকট যাত্রা করিলেন ।

অনন্তর দ্বারপাল প্রত্যাগমন করিয়া ক্রুতাজলিপুটে নিবেদন করিল, আপনার জাতৃগণ সকলেই উপস্থিত হইয়াছেন । রামচন্দ্র এতক্ষণ অবাঞ্ছিত কাতরচিত্তে ব্যাকুল ভাবে চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন । এক্ষণে কুমারেরা আগমন করিয়াছেন শুনিয়া দ্বারপালকে আদেশ করিলেন, সত্তর কুমারদিগকে আমার নিকট আনয়ন কর । আমার জীবন ইহাদিগেরই আশ্রিত, ইহারাি আমার শ্রিয়তম প্রাণ ।

অনন্তর রাজার আজ্ঞা পাইয়া গুরুবামা কুমারগণ সমাহিত চিত্তে ক্রুতাজলিপুটে বিনীতভাবে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিয়াই দেখিলেন, ধীমান্ রামচন্দ্রের মুখ গ্রহগ্রস্ত শশী ও সন্ধ্যাকালীন দিবাকরের ন্যায় নিস্প্রভ, এবং বাষ্পে পরিপূর্ণ হইয়া নয়নযুগল পরিস্রাভ পঙ্কজের ন্যায় শোভাহীন হইয়াছে । অনন্তর তাঁহারা সকলে সত্তর হইয়া মন্তক অবনমন পূর্বক রামচন্দ্রের পাদযুগলে প্রণাম করত একাধিচিন্তে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন । তখন মহাবল রামচন্দ্র নেত্রবারি সার্জন করিলেন, এবং বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করত কুমারদিগকে উত্তোলন করিয়া, আসনে উপবেশন কর বলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন,—তোমরাই আমার সর্কস্ব, তোমরাই আমার জীবন ; হে নরেশ্বরগণ ! আগি তোমাদিগের সহায়েই রাজ্য পালন করিতেছি । তোমরা শাস্ত্রার্থ শিক্ষা করিয়াছে ; এবং বুদ্ধিও তোমাদিগের পরিপক্ব হইয়াছে । অতএব আমি তোমাদিগকে আমার যে কর্তব্য কার্যের কথা বলিতেছি, তোমরা তাহার অনুসরণ কর ।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র এইরূপ বলিলে তাহারা মনোযোগ পূর্বক উদ্বিগ্নচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন, রাজা কি কথাই বলিবেন ।

পঞ্চপঞ্চাশ সর্গ ।

কুমারেরা সকলেই কাতরচিত্তে প্রতীক্ষা করিয়াছিলেন, অনন্তর রামচন্দ্র পরিশুদ্ধবদনে তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমাদিগের মঙ্গল হউক ; পৌরজনেরা গীতা ও আমার সম্বন্ধে যে রূপ কথা বার্তা কহিয়া থাকে, বলিতেছি;—তোমরা সকলেই শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া তোমাদিগের মন যেন অন্যথা না হয় । পৌরজন মধ্যে আমার অত্যন্ত অপবাদ ঘটিত হইয়াছে । জনপদবাসীরাও আমার অত্যন্ত কুৎসা করিয়া থাকে ; সেই অপবাদ ও কুৎসা আমার মর্ম্মস্থান সকল ছেদন করিতেছে । আমি মহামতি ইক্ষুকদিগের কূলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি । গীতাও মহামতি জনকদিগের বংশে উৎপত্তা হইয়াছেন । গৌর্য লক্ষণ ! যেক্রমে বিজ্ঞান দণ্ডক বনে রাবণ গীতাকে হরণ করিয়া ছিল, এবং আমি যে রূপে তাহাকে সংহার করিয়াছিলাম, তুমি তাহা সমস্তই জ্ঞাত আছ । তখনই আমি গীতার সম্বন্ধে ভাবনা করিয়াছিলাম যে, ইনি এই রাক্ষসগৃহে বাস করিয়াছেন, অতএব ইঁহাকে কি করিয়া অযোধ্যায় লইয়া যাইব । অনন্তর আমার বিশ্বাসের জন্য গীতা বহিঃ মধ্যে প্রবেশ করিলেন । গৌমিত্রে ! তোমার সমক্ষেই দেবগণের হব্যবাহক অগ্নি ও আকাশস্থিত বায়ু গীতাকে অপাপা বলিয়া কীৰ্ত্তন করিলেন । ইন্দ্রদায় ঋষি ও দেবগণের সমক্ষে চন্দ্র সূর্য্যও জনকাজ্ঞাকে অপাপা বলিয়া ঘোষণা করিলেন । লঙ্কাদ্বীপে এই রূপে গীতার চরিত্র বিদ্রুপ বলিয়া প্রমাণিত হইলে সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্র গীতাকে আমার হস্তে সমর্পণ করিলেন ; আমার অন্তরাজ্যও চিরকালই জানে যে যশস্বিনী গীতার চরিত্র বিদ্রুপ, অতএব তখন আমি গীতাকে লইয়া অযোধ্যায় আগমন করিলাম । কিন্তু এক্ষণে উপস্থিত পৌরজনের ও প্রজাবর্গের অপবাদরূপ মহাদুঃখ আমার হৃদয়ে বিদ্রু হইয়াছে । সংসারে যে প্রাণীর কলঙ্ক বোধিত হয়,

যতদিন সেই ঘোষণা থাকে, ততদিন সে নিরয়গামী হইয়া থাকে । দেবগণ অকীৰ্ত্তির নিন্দা করিয়া থাকেন ; কীৰ্ত্তি সকল লোকেই পূজিত হইয়া থাকে । সুমহাত্মা ব্যক্তির যে কোন কার্য্য করিয়া থাকেন সমস্তই কীৰ্ত্তির জন্য । হে পুরুষশ্রেষ্ঠগণ ! জনকাত্মজার কথা কি, আমি অপবাদের জন্য প্রাণ এবং তোমাদিগকেও পরিত্যাগ করিতে পারি । অতএব তোমরা দেখ, আমি শোকের সাগরে নিপতিত হইয়াছি । আমার স্পষ্ট বোধ হইতেছে, আমি এবাবৎ কখনই দেশ ত্যাগ অনুভব করি নাই । সৌমিত্রে ! তুমি কল্য প্রভাতে সুমন্ত্রচালিত রথে আরোহণ পূৰ্ব্বক সীতাকে আরোহণ করাইয়া দেশান্তরে বিসর্জন করিয়া আইস । গঙ্গার অপরপারে তমসানদীর তীরে সুমহাত্মা বাঙ্গীক মুনির দিব্যসঙ্কশ আশ্রম আছে । হে রঘুনন্দন ! তুমি সেই বিজন প্রদেশে সীতাকে বিসর্জন করিয়া শীঘ্র প্রত্যাগমন করিবে ; তুমি আমার বাক্য প্রতিপালন কর । সীতাসংক্ষেপে আমি বাহা আদেশ করিলাম, তুমি তদ্বিমুখে কোন প্রত্যাহারই করিও না । সৌমিত্রে ! তুমি অবশ্যই গমন করিবে ! এবিমুখে কোন তর্ক বিতর্ক করিবার তোমার প্রয়োজন করে না । যদি তুমি এবিমুখে আমাকে নিবারণ কর তাহা হইলে আমি অতীব অসমুপ্ত হইব । আমি তোমাদিগকে আমার চরণের ও জীবনের দিব্য দিতেছি যে তোমরা এ সম্বন্ধে আমাকে অনুন্নয় বিনয় করিও না । যদি কর তাহা হইলে তোমাদের আমার ইষ্টব্যঘাত করা হইবে, সুতরাং আমি তোমাদিগকে নিয়ত অহিতকারী জ্ঞান করিব । যদি তোমরা আদেশানুবর্তী হও, তাহা হইলে তোমরা আমাকে মান্য কর । সীতাকে এ স্থান হইতে দূরীকৃত কর । আমার আদেশ প্রতিপালন কর । সীতা আমাকে ইতিপূর্বেই বলিয়াছেন যে আমি গঙ্গাতীরস্থিত আশ্রম সকল দর্শন করিব । এক্ষণে তাঁহার অভিলাষ সম্পাদিত হউক ।

এই কথা বলিতে বলিতে দক্ষায়া রামের লোচনযুগল বাঞ্ছা
পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল । তিনি শোকাকুলচিত্তে হস্তীর ন্যায়
দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করত ভ্রাতৃগণ সমভিব্যাহারে নিজ
আবাস গৃহে প্রবেশ করিলেন ।

—::—

ষটপঞ্চাশ সর্গ ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে দীনচেতা লক্ষ্মণ পরিশুদ্ধ বদনে
সুমঙ্গলে কহিলেন, সারথি ! রাজা অজ্ঞা করিয়াছেন, সম্বর
উৎকৃষ্ট রথে তুরঙ্গম সকল যোজনা কর ; রথের উপর গীতার
বসিবার উপযুক্ত স্থান আসন বিস্তার কর । রাজার অনুমতি-
ক্রমে আমি গীতাকে পূণ্যকর্মা মহর্ষিদিগের আশ্রমে লইয়া
যাইব । তুমি শীঘ্র রথ আনয়ন কর ।

তখন সুমঙ্গল যে আজ্ঞা বলিয়া উৎকৃষ্ট তুরঙ্গমযুক্ত সুখকর
আগনোপেত সুরমা সুপরিষ্কৃত রথ আনয়ন করিয়া মহর্ষিদিগের
আনন্দবর্দ্ধন মৌসিত্রিকে কহিলেন, প্রভো ! এই রথ আনয়ন
করিয়াছি, এক্ষণে যাত্রা কর্তব্য হয় করিতে আজ্ঞা হউক ।

সুমঙ্গলের এই বাক্য শ্রবণ করত নরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণ রাজগৃহ-
মধ্যে প্রবেশ পূর্বক গীতার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,
দেবি ! আপনি রাজার নিকট প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যে
আশ্রম দর্শন করিবেন ; রাজাও তদ্বিষয়ে আপনার নিকট
প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, এক্ষণে তিনি আপনাকে আশ্রমে লইয়া
যাইবার নিমিত্ত আমায় আদেশ করিয়াছেন । অতএব হে
বিদেহনন্দিনি ! রাজার আদেশ ক্রমে আপনি আমার সহিত
গঙ্গাতীরস্থিত ঋষিদিগের আশ্রম সকল দর্শন করিতে যাত্রা
করুন ! আমি আপনাকে মুনিজননিষেবিত অরণ্যে লইয়া
যাইব ।

মহাত্মা লক্ষ্মণের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করিয়া জানকী অতুল

আনন্দ লাভ করিলেন ; এবং যাইবার জন্য ইচ্ছুক হইলেন । তিনি বিবিধ মহামূল্য বসন ও রত্ন সকল গ্রহণ করত গমনের জন্য উদযুক্ত হইয়া লঙ্কণকে কহিলেন, আমি মুনিপত্নীদিগকে এই সকল আভরণ এবং মহামূল্য বস্ত্র ও বিবিধ ধন দান করিব । সৌমিত্রি তথাস্তু বলিয়া সীতাকে রথে আরোহণ করাইয়া রামের আজ্ঞা শ্রবণ করত শীত্ৰগামী তুরঙ্গম যোগে যাত্রা করিলেন । এই সময় সীতা লক্ষ্মীবর্জন লঙ্কণকে কহিলেন, হে রঘুনন্দন ! আমি বিবিধ অশুভ দর্শন করিতেছি । আমার দক্ষিণ নয়ন নৃত্য করিতেছে ও গাত্র কম্পিত হইতেছে ; সৌমিত্রে ! আমার হৃদয়ও ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছে । মনমধ্যে বিষম উৎকণ্ঠাও উপস্থিত হইতেছে ; আমি একান্ত অস্থিরও হইয়াছি ! হে পৃথুলোচন ! আমি পৃথিবীও শূন্য দর্শন করিতেছি । হে ভ্রাতৃবৎসল ! তোর জাতীর কোনরূপ অঙ্গুল হইবে না ! আমার সমুদায় শ্রদ্ধাগণের, এবং নগর ও জনপদবাসী প্রাজাগণের যেন মঙ্গল হয় । এই বলিয়া সীতা কৃতাজলিপুটে দেবতাদিগের নিকটে প্রার্থনা করিতে লাগিলেন । লঙ্কণ অশ্রুরের কথা শ্রবণ করত ভূমিষ্ঠ হইয়া সেদিনীকে প্রণাম করিলেন ; এবং হৃদয় শুষ্ক হইলেও মুখে হৃষ্টভাব ধারণ করিয়া কহিলেন, সকলের মঙ্গল হউক ।

অনন্তর গোমতীর তীরে আশ্রমস্থানে উপস্থিত হইয়া লঙ্কণ সেরাত্রি ঐ স্থানে বাসগ্রহণ করিলেন । পরে রাত্রি প্রভাত হইলে গাত্ৰোত্থান করিয়া স্মৃতিভ্রানন্দন সারথিকে কহিলেন, শীত্ৰ রথ যোজনা কর । আজ আমি ওজস্বী মহাদেবের ন্যায় মন্তকে ভাগীরথীর জল ধারণ করিব । তখন সুমন্ত্র সনোজব-অশ্ব দিগকে পানাহার করাইয়া রথে যোজনা করত প্রাজলিপুটে সীতাকে কহিলেন, রথে আরোহণ করুন । ধীমান সুমন্ত্রের বাক্য শ্রবণ করত সীতা তাঁহার ও লঙ্কণের সমভিব্যাহারে উৎকৃষ্ট রথে আরোহণ করিলেন । অবিলম্বেই বিশাললোচনা

জানকী পাণনাশিনী গদার ভীরে উপস্থিত হইলেন । দুই প্রহ-
রের মধ্যে ভাগীরথীর প্রবাহ সমীপে উপনীত হইয়া লক্ষ্মণ
ভাগীরথীকে দর্শন করত কাতর চিত্তে উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে
লাগিলেন । তখন ধাম্বজা গীতা লক্ষ্মণকে কাতর দর্শন করিয়া
অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ক্রন্দন করি-
তেছ কেন ? লক্ষ্মণ ! আমি চিরাভিলষিত জাহ্নবীতীরে উপ-
স্থিত হইয়াছি, সুতরাং ইহা আমার হর্বের সময় ; তুমি এই
হর্বের সময় আমাকে দৃংখ দান করিওনা । হে পুরুষর্বভ !
তুমি দিবানিশি রামের সহিত কালযাপন কর । আজ দুই দিন
ভাঁহাকে ছাড়িয়াছ বলিয়াই কি তোমার দৃংখ হইয়াছে ? লক্ষ্মণ !
রাম আমারও জীবন অপেক্ষা প্রিয়তর ; কিন্তু আমি ত একরূপ
দৃংখিত চইনাই ; অতএব তুমি বিধূর চইও না । আমাকে গঙ্গা
পার করাইয়া তপস্বীদিগকে দর্শন করাও ; আমি মুনিদিগকে
বস্ত্র ও আভরণ দান এবং যথাবিদানে অভিবাদন করত একরাত্রি
তথায় বাস করিয়া পরে পুনর্বার রাজধানীতে প্রত্যাগমন
করিব । পদ্মপলাশলোচন নিঃস্বপ্না, ক্ষীণমধ্য রমণশ্রেষ্ঠ রামকে
দর্শন করিবার জন্য আমারও মন ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে ।

গীতার সেইবাক্য শ্রবণ করিয়া শঙ্কনিহতা লক্ষ্মণ সুন্দর নয়ন
যুগল মার্জ্জন করিয়া নাবিকদিগকে আহ্বান করিলেন । আহ্বান
করিবা মাত্র নাবিকেরা রুতাজ্জলিপুটে নিবেদন করিল, নৌকা এই
প্রান্তে রহিয়াছে । পুণ্যময়ী গঙ্গা পার হইবার জন্য এইরূপে নৌকা
আনাইয়া লক্ষ্মণ অতি সতর্কে গীতাকে গঙ্গা পার করাইলেন ।

সপ্তপঞ্চাশ সর্গ ।

অনন্তর লক্ষ্মণ নিষাদগণ বাচ্য সুবিস্তীর্ণা মজ্জীকৃতা নৌকায়
প্রথমত গীতাকে আরোহণ করাইয়া পশ্চাৎ স্বয়ং আরোহণ করি-
লেন ; এবং সূমন্ত্রকে কহিলেন, তুমি রথ লইয়া এই স্থানে অব-
স্থিতি কর ; পশ্চাৎ শোকে কাতর হইয়া নাবিক কে আদেশ

করিলেন, চল। অনন্তর ভাগীরথীর অপরণ্যারে উজ্জীর্ণ হইয়া লক্ষ্মণ বাঙ্গুরুদ্ধকণ্ঠে, ক্রুতাঞ্জলিপুটে মৈথিলীকে কহিলেন, বিদেহ-নন্দিনি! দীমান্ আৰ্য্য উপস্থিত কার্য্যসূত্রে যে আমাকে সংসারে নিন্দার পাত্র করিলেন, ইহাই আমার হৃদয়ে শল্য স্বরূপে নিহিত হইয়াছে। ঈদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত হওয়া অপেক্ষা বরং মৃত্যুবাঞ্ছনা এবং মৃত্যুও এক্ষণে আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। হে শোভনে! আপনি প্রসন্ন হউন; আমাকে অপরাধী করিবেন না। এই কথা বলিয়া লক্ষণ ক্রুতাঞ্জলিপুটে ভূমিতে পতিত হইলেন। লক্ষণ ক্রুতাঞ্জলিপুটে রোদন ও মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলেন দেখিয়া মৈথিলী নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, লক্ষণ! আমি ব্যাপার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না; তুমি আমাকে স্পষ্টে করিয়া বল। দেখিতেছি, তুমি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছ, রাজার মঙ্গল ত? বৎস! আমি তোমার রাজার দিবা দিতেছি, তুমি যে জন্য কাতর হইয়াছ, আমার নিকট ব্যক্ত কর; আমিও তোমাকে আদেশ করিতেছি।

বৈদেহী এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে দীনচেতা লক্ষ্মণ অধোমুখে বাঙ্গগদগদ কণ্ঠে উত্তর করিলেন, জনকাত্মজে! আপনার জ্ঞান্য নগরে ও জনপদ মধ্যে আৰ্য্য রামের যে অপবাদ ঘটনা হইয়াছে, সভ্যমধ্যে এই অপবাদ শ্রবণ করত অতীব দুঃখিত হইয়া তিনি আমাকে বলিয়া গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেবি! রাজা অসহিবু হইয়া আমাকে সে সকল কথা বলিয়াছেন, আমি তাহা হৃদয়মধ্যেই নিহিত করিয়া রাখিয়াছি; সে সকল কথা বলিবার নহে! এই জন্যই আমি তাহা হইতে নিবৃত্ত রহিলাম। কেবল এই মাত্র নিবেদন করিতেছি যে, আমার সমস্তে আপনার বিশুদ্ধি সমাধান হইলেও, রাজা পৌরজনের অপবাদ ভয়ে ভীত হইয়া আপনাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন; তাহাতে কিন্তু আপনি মনে করিবেন না যে বাস্তবিক আপনি দোষী। গর্ভাবস্থায় আপনার বাসনা পূর্ণ করা অবশ্য কর্তব্য,

এই ক্ষুধারাজা আপনাকে আশ্রয়সঙ্গীথে পরিত্যাগ করিবার জন্য আমার আদেশ করিয়াছেন। অতএব আপনি আর রুখা শোক করিবেন না। জাহ্নবীতীরে ঐ যে ত্রক্ষসিদিগের পরমপবিত্র তপোবন রহিয়াছে; আমাদিগের পিতা রাজা দশ-রথের পরমসখা মুনিপুন্দ্রব বায়্মকি উহাতে বাস করেন। জনকাস্বজ্ঞে! আপনি সেই মহাস্রার পাদমূলে উপস্থিত হইয়া একাধ্বচিহ্নে উপবাস ত্রত আচরণ পূর্বক সুখে বাস করুন। দেবি! আপনি হৃদয়ে রামচন্দ্রকে ধারণ করিয়া পতিব্রত পালন করিবেন; এইরূপ করিলেই আপনার পরম মঙ্গল হইবে।

- [:::] -

অষ্টপঞ্চাশ সর্গ।

লক্ষ্মণের দারুণ বাক্য শ্রবণ করত জনকনন্দিনী কাতর হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিয়ৎকাল অজ্ঞান থাকিয়া পরে, জ্ঞানকী বাম্পাবিললোচনে কাতর বচনে লক্ষ্মণকে কহিলেন, লক্ষ্মণ! নিশ্চয়ই বিদাতা দুঃখভোগ করাইবার জন্যই আমার এই দেহ সৃষ্টি করিয়াছিলেন; সেই জন্যই আজ আমার মকল দুঃখ মূর্তিমান হইয়া প্রকাশ পাইল। পূর্ব জন্মে হয় কোন মহাপাতক করিয়াছিলাম, না হয় কাহারও স্ত্রীবিয়োগ ঘটাইয়াছিলাম? সেই জন্যই আমি শুদ্ধাচারী পতিব্রতা হইলেও, রাজা আজ আমাকে পরিত্যাগ করিলেন! সৌমিত্রে! রামের পাদসেবা করিতে পাইন, এই অনুরোধেই পূর্বে বনবাসদুঃখ আমার সুখ বোধ হইয়াছিল; কিন্তু মৌগ্য! এক্ষণে প্রিয়জনবিরহিতা হইয়া আমি কিধাকারে আশ্রমে বাস করিব! দুঃখে কাতর হইয়া কাহার নিকটেই বা দুঃখ প্রকাশ করিব! বৎস! “মহাস্রা রামব তোমার পরিত্যাগ করিলেন কেন? তুমি কিপাপ করিয়াছিলে?” মুনিগণ যখন এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তখন তাঁহাদিগকে

কি উত্তরই বা দান করিব। সৌমিত্রে ! আমি এখনকার জাফর বীর জলে জীবন ত্যাগ করিতাম ; কিন্তু আমার স্বামীর বংশ লোপ হইবে, কেবল এই বোধেই তাহা করিলাম না। সৌমিত্রে ! তুমি বেরূপ আজ্ঞা পাইয়াছ, সেইরূপ কর ; এই দুঃখভাগিনীকে বিনশ্ৰুজ্ঞন করিয়া যাও ; রাজার আজ্ঞা প্রতিপালন কর ; কিন্তু আমি বাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। কোন ইত্তরবিশেষ না করিয়া, আমার নাম লইয়া কৃত 'জুলিপুটে মল্লক' অবনমন পূর্বক আমার সকল শ্বশুরকেই অভিবাদন করিয়া পশ্চাৎ রাজার কুশল জিজ্ঞাসা করিবে। তদনন্তর ধর্মনিরত রাজাকেও অভিবাদনাশ্চে আমার নাম করিয়া বলিবে যে রাজব ! আপনি জানেন, গীতা অদ্রস্য়তাবা, এবং আপনার প্রতি পরমভক্তিমাশ্রী ও নিয়ত আপনার হিতসাধনে নিরত। বীর ! আমি বিলক্ষণ জানি, আপনি লোকের অপ-
 বশ ভয়েই আমাকে ত্যাগ করিয়াছেন। আপনার নিন্দা ও অপবাদ ঘোষণা নিবারণ করা আমারও কর্তব্য ; কারণ আপ-
 নিই আমার পরম গতি। লক্ষ্মণ ! তুমি ধর্ম পরিনিষ্ঠিত নৃপতিকে আরও বলিবে যে, আপনি ভ্রাতৃদিগের প্রতি বেরূপ ব্যবহার করেন, সতত পৌরদিগের প্রতিও সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। ধর্ম পূর্বক প্রজাপালন করিয়া আপনি পুণ্যসঞ্চয় করিবেন, ইহাই আপনার পরম ধর্ম ; এবং ইহাতেই আপনার অনুত্তম কীর্তি সঞ্চয় হইবে। হে নরয্যভ ! আমি নিজের শত্রী-
 রের জন্য তাদৃশ শোক করি না। রঘুনন্দন ! পৌরজনের মতো আপনার যে অপবাদ হইয়াছে, ইহাই আমার পরম দুঃখ। নারীর পতিই দেবতা, পতিই বন্ধু এবং পতিই গুরু ; অতএব প্রাণ-
 দান করিয়াও পতির হায় সাধন করা অবশ্য কর্তব্য। লক্ষ্মণ ! তুমি আমার নাম করিয়া রামচন্দ্রকে এই সকল কথা কহিবে ; আমার বক্তবোর মার সংগ্রহ এই। লক্ষ্মণ ! এক্ষণে তুমি গমন কর ; দেখিয়া যাও যে আমার গর্ভ লক্ষণ স্পষ্ট প্রকাশ পাই-
 য়াছে।

গীতা এই কথা বলিলে লক্ষ্মণ কাতর চিত্তে ভূমিষ্ঠ হইয়া, তাঁহাকে প্রাণাম করিলেন; বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিতে তাঁহার আর ক্ষমতা হইল না। অনন্তর তিনি উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে করিতে গীতাকে প্রদক্ষিণ করত মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া কহিলেন, আর্থ্যো! আগাকে এ কি কথা কহিতেছেন! অনখে! এপর্য্যন্ত আমি আপনার চরণযুগল ভিন্ন, আপনার রূপ কখনও দর্শন করি নাই; বিশেষ এই বিজ্ঞ বন, তাহাতে আবার আর্থ্য রাম আপনার নিকটে নাই; এ অরুণায় আমি কি করিয়া আপনার প্রতি দৃষ্টি নিষ্কোপ করিতে পারি!

গীতাকে এই কথা বলিয়া লক্ষ্মণ পুনর্বার নৌকা আনাইলেন, এবং পুনর্বার নৌকায় আরোহণ করিয়া নাবিককে যাইতে আদেশ করিলেন। অনন্তর পর পারে উপনীত হইয়া শোক-ভারাক্রান্তচিত্তে ও দুঃখজন্য হতজ্ঞানভাবে সম্বর রথে আরোহণ করিলেন; এবং যাইতে যাইতে বার বার পশ্চাৎ দৃষ্টি করিয়া দেখিতে লাগিলেন, গঙ্গার অপর পারে গীতা অনাথার ন্যায় ব্যাকুল হইয়াছেন।

অনন্তর গীতা বার বার দৃষ্টি করিয়া যখন দেখিলেন যে রথ ও লক্ষ্মণ দৃষ্টিপথের অতীত হইলেন, তখন তিনি উদ্‌বিগ্ন ও শোকে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন।

যশস্বিশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রকে না দেখিয়া যশস্বিনী ঐক্লবী গীতা দুঃখভারে অবনতা ও শোকে নিমগ্না হইয়া সমুন্নতিনিদিত বন মধ্যে অতীব উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

—(:)—

উনষষ্টিতম সর্গ।

গীতাকে রোদন করিতে দেখিয়া, তত্রস্তা মুনিদারকগণ তপোবিষয়ে সুদৃঢ়বুদ্ধিবিশিষ্ট ভগবান্ বাল্মীকির অধিষ্ঠিত প্রদেশে ক্রতপদে গমন করিলেন। এবং সকলেই তদীয় পাদ-

বন্দনা পূর্বক গীতার রোদন কথা নিবেদন করিয়া, কহিলেন, ভগবন্! না জানি কোন্ মহামতির পত্নী, যাক্ষাৎ লক্ষ্মীর ন্যায় মৌন্দর্য্যশালিনী, অদৃষ্টপূর্ণা এক রমণী নিরতিশয় মোহাচ্ছন্ন হইয়া, বিকৃতবদনে রোদন করিতেছেন। ভগবন্! আপনি একবার দেখিলে ভাল হয়। সেই বরাদ্রনা, স্বর্গভ্রষ্টা দেবীর ন্যায়, দুঃখে অভিভূতা হইয়া, নদীতীরে অবস্থান করিতেছেন। আমিরা দেখিলাম, তিনি দুঃখশোকে ব্যাকুল ও অতিমাত্র শোক-পরায়ণা হইয়া, একাকিনী অনাধিনীর ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতেছেন। তাঁহার ন্যায় রমণীর প্রকার অবস্থা হওয়া কোনমতেই উচিত হয় না। তাঁহাকে মানুষী বলিয়া আমাদের জ্ঞান হইল না। আপনি তাঁহার সম্যক্ অভ্যর্থনা করুন। তিনি যখন আশ্রমের নিকটে রহিয়াছেন, তখন আপনারই শরণাগতা বলিতে হইবে। ভগবন্! তিনি রক্ষাকর্ত্তার অন্বেষণ করিতেছেন। অতএব আপনি তাঁহাকে রক্ষা করুন।

ধর্ম্মবিৎ বাল্মীকি তপোবলে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন। মুনিপুত্রগণের কথা শুনিয়া, বুদ্ধিবলে নিশ্চয় করিয়া, টেম্বিলীর লকশে দ্রুতপদে গমন করিলেন। সেই মহামতিকে গমন করিতে দেখিয়া, শিষ্যেরা তাঁহার অনুগামী হইলেন। অনন্তর ধীমান্ বাল্মীকি অর্ষাঙ্কহণ পূর্বক পদব্রজে কিঞ্চিৎ গমন করিয়াই, জাহ্নবীতীরে ঐ স্থানে সমাগত হইয়া, অবলোকন করিলেন, রাঘবের পত্নী গীতা অনাথার ন্যায়, অবস্থিতি করিতেছেন। মুনিপুত্র বাল্মীকি শোকভারাস্ত্রী গীতাকে তেজোবলে নিরতিশয় আত্মাদিত্য করিয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, অগ্নি পতিব্রতে! তুমি দশরথের পুত্রবধূ, রামের প্রাণমিথী মহিষী ও জনকের দুহিতা; স্বচ্ছন্দে আগমন কর। তুমি যে এখানে আসিয়াছ এবং তাহার যে কারণ, তৎসমস্তই যোগধর্ম্মবলে ধ্যানসহায়ে আমি বিশেষরূপে জানিয়াছি। অগ্নি মহাভাগে! তুমি যে সর্কথা শুদ্ধচারিণী, তাগ ও আমি তত্ত্বতঃ বিদিত হইয়াছি। অথবা,

ত্রৈলোক্যের সমুদায় ঘটনাই আমার পরিজ্ঞাত আছে। জানকি । আমি তপোলব্ধ চক্ষু দ্বারা জানিতেছি, তোমার কোন পাপ নাই। বৈদেহি ! তুমি এখন আমার অধিকারে আনিয়াছ। অতএব বিশ্বস্তা হও। বৎসে ! আমার এই আশ্রয়ের অবিদূরে তপোনিষ্ঠা তাপসীগণ বাস করেন। তাঁহারা নিত্য তোমাকে বৎসের ন্যায়, পালন করিবেন। এক্ষণে এই অর্ঘ্য প্রাতিগ্রহ কর; এবং আমার প্রতি বিশ্বাস করিয়া, বিগতস্বর হও। কোন মতেই বিমর হইও না। নিজের গৃহেই আনিয়াছ, মনে করিয়া লও।

গীতা মহর্ষির এই পরমাক্ষুত কথা কর্ণগোচর করিয়া, মন্তক দ্বারা তদীয় চরণ বন্দনা পূর্বক ক্লান্তঞ্জলিপুটে নিবেদন করিলেন, আপনি যাগ বলিতেছেন, তাহাই হইবে। এই বলিয়া তিনি প্রাজ্জলি হইয়া, প্রায়ণপরায়ণ মহর্ষির পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতে লাগিলেন। মুনিপত্নিগণ মহর্ষি ও গীতাকে আসিতে দেখিয়া, আক্লদিত হইয়া, তাঁহাদের নিকটস্থ হইলেন, এবং কহিলেন হে মুনিশ্রেষ্ঠ ! আসিতে আজ্ঞা হউক। অনেক দিনের পর আপনার আগমন হইয়াছে। আমরা সকলেই আপনার অভিবাদন করিতেছি। আজ্ঞা করুন আমাদিগকে কি করিতে হইবে।

মহাভাগ বাল্মীকি তাঁহাদের সেই কথা শুনিয়া, বক্ষ্যমাণ বাক্যে কহিলেন, এই গীতা দীমান্ রামের পত্নী, দশরথের পুত্র-বধূ এবং জনকের কন্যাতা। এক্ষণে আমাদের আশ্রমে আনিয়া-ছেন। ইনি সাক্ষী ও নিষ্পাপা। তথাপি স্বামী ইহাকে ত্যাগ করিয়াছেন। অতএব আমাদের উচিত, সর্বদা ইহাকে প্রতি-পালন করি। ইনি নির্দিশেষে তোমাদের সকলেরই পৃজনীয়। বিশেষতঃ, আমি তোমাদের গুরু ও স্মরণ আদেশ করিতেছি। অতএব তোমরা সকলে পরম স্নেহে ইহার পর্য্যরেক্ষণ কর। পরমরূপস্বী মহাযশা বাল্মীকি বারংবার তাপসীগণের হস্তে

গীতাকে সম্প্রদান করিয়া, শিষ্যগণে পরিবৃত্ত হইয়া, পুনরায় শ্রীয আশ্রমপদে সমাগত হইলেন।

ষষ্ঠিতম সর্গ।

মহর্ষি এই রূপে গীতাকে শ্রীয আশ্রমে প্রবেশ করাইলেন, দর্শন করিয়া, লক্ষণের মন একান্ত বাকুল ও নিতান্ত মন্ত হইয়া, উঠিল। তখন সেই মহাযশা লক্ষণ মন্ত্রনার্থি স্মৃত্তকে কহিলেন, মারথে! রামের গীতানিয়োগসম্ভাপজন্য তুংখ অবলোকন কর। ইহঁর পত্নী এই জনকায়জ্ঞা মঙ্গলা শুদ্ধচারিণী। ইহঁকে বিসর্জন করিয়া, রাম যে একাকী রহিলেন, ইহা অপেক্ষা তাঁহার আর অধিক ক্লেশের বিষয় কি হইতে পারে? স্মৃত্ত! আমার স্পষ্টই বোধ হইতেছে, দৈব হইতেই রামের এই জ্ঞানকোবিরহ সংঘটিত হইল। যেহেতু দৈবকে অতিক্রম করা কখনই সুসাম্য নহে। যে রাম ক্রুদ্ধ হইলে, দেন, গন্দর্স, অসুর ও রাক্ষসদিগের সকলকে নিহত করিতে সমর্থ, তিনিও দৈবের উপাসনায় প্ররুত হইলেন, ইহা অপেক্ষা দৈবের দুরতিক্রম-নীয়তা কি হইতে পারে? পূর্বে রাম পিতার আদেশে দণ্ডক বনে চতুর্দশবৎসর বাস করিয়া যে তুংখ অনুভব করেন, তাহা সমুচিতই হইয়াছে, কেন না, তাহাতে তাঁহার পিতৃবাক্যের গৌরব-রক্ষা করা হইয়াছে। কিন্তু গীতাকে বনে দিলেন, ইহা নিরতিশয় তুংখের বিষয় এবং অতিমাত্র নিষ্ঠুরের কার্য্য, বলিয়া আমার প্রাতিভাত হইতেছে। হে স্মৃত! পৌরগণের কথা কোন মতেই ন্যায় মঙ্গত নহে। স্মৃতরাং তাহাদের জন্য গীতানির্দাসনরূপ অযশস্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া তাঁহার কি ধর্ম্মলাভ হইবে? কখনই না।

লক্ষণের মুখে এইরূপ বক্তব্য শ্রবণ করিয়া, প্রাজ্ঞাবান্ স্মৃত্ত প্রকাসকপারে প্রাতিউত্তর করিলেন, হে গোমিত্রে! গীতার

জনা আপনি সমস্ত হইবেন না । ব্রাহ্মণগণ পূর্বে আপনার
 পিতার সমক্ষে গীতার এই বনবাসাদি ঘটনাবর্ণন করিয়া কহি-
 যাছিলেন, রাম নিশ্চয়ই সুখগীণ ও দুঃখভাগী হইবেন ; এবং
 শীঘ্রই শিয় বস্তুর সহিত বিপ্রাযোগ অনুভব করিবেন । তথাহি
 সংগীতমহাবাজ রাম কালগাহাত্ম্যে আপনাকে, গীতাকে, এবং
 শক্রপু ও ভরতকে ভাগ করিবেন । হে লক্ষ্মণ ! রাজা দশরথ
 আপনাদের সমক্ষে, ভবিষ্য জিজ্ঞাসা করিলে, ভগবান্ দুর্দাস
 এই রূপ প্রত্যুত্তর করেন । আমি তাহাই আপনাকে বলিলাম ।
 অতএব আপনি শক্রপু বা ভরত কাহারেও এ কথা বলিবেন না ।
 হে নরবর্ষভ ! দুর্দাসা আমার, বশিষ্ঠের ও মহাজ্ঞানগণের সান্নিধ্যে
 দশরথকে এই কথা বলিয়াছিলেন । পুরুষশ্রেষ্ঠ দশরথ ঋষির
 এই কথা শুনিয়া, আমাকে কহিয়াছিলেন, সূত ! তুমি কোন
 লোকেরই সাক্ষাতে এ বিষয় বলিও না । হে সৌম্য ! লোক-
 পাল দশরথের বাক্য মিথ্যা করা কোন মতেই কর্তব্য নহে,
 ভাবিয়া আমি সর্বথা সাবধান হইব, সংকল্প করিয়াছিলাম ।
 অতএব আপনার সমক্ষে, কোন মতেই এই রহস্য কীর্তন করা,
 দিবেয় নহে । তথাপি, যদি আপনার শুনিতে শ্রদ্ধা হইয়া
 থাকে, হে রত্ননন্দন, শ্রবণ করুন । যদিও রাজা দশরথ পূর্বে
 আমায় এই রহস্য কথা শ্রবণ করাইয়াছিলেন ; কাচারও নিকট
 ইহা বলা উচিত নহে । তথাপি, আপনার সমক্ষে কীর্তন করিব ।
 ইহা শুনিয়া কোন মতেই দুঃখ করিবেন না । কেন না দৈব
 নিত্যস্তু দুর্ভাগ্যক্রিয়া । সেই দৈববলেই সংপ্রতি ঈদৃশ শোক দুঃখ-
 নংঘটিত হইয়াছে । অতএব আপনি ভরত ও শক্রপুের সমক্ষে
 এই রহস্য ভেদ করিবেন না ।

সুসজ্জের এই প্রকার সত্য ও গম্ভীরার্থদসম্পন্ন মহাবাক্য
 শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ তাঁহাকে বলিতে আদেশ করিলেন ।

— :: —

একষষ্টিতম সর্গ ।

সুগত মহাত্মা লক্ষণ কর্তৃক এই প্রকার আদিষ্ট হইয়া, দুর্ক্সা-
গার কথিত রহস্য রস্তুস্ত বর্ণন করিতে উপক্রম করিলেন ।
পূর্বে অত্রির পুত্র মহামান দুর্ক্সাগা বশিষ্ঠের পবিত্র আশ্রমে বর্ষা
চারি মাস একত্রে বাস করিয়াছিলেন । তৃতীয় পিতা পরম-
তেজস্বী ও পরমযশস্বী দশরথ পুরোহিত মহাত্মা বশিষ্ঠের দর্শন
বাসনায় স্বয়ং তৎকালে তথায় গমন করেন । তিনি দেখিলেন,
মহামুনি সূর্যাসংকাশ দুর্ক্সাগা স্বীয় তেজে যেন প্রাণলিত হইয়া,
বশিষ্ঠের সবাপাশ্বে উপবিষ্ট রহিয়াছেন । তদ্বর্ণনে তিনি
বিনয়গুণবিশিষ্ট তাপসশ্রেষ্ঠ সেই দুই মুনিকে অভিবাদন করিলে,
তঁাহারাও স্বাগত, জিজ্ঞাসা এবং আসন, পাদ্য ও ফলমূল দান দ্বারা
তঁাহার পূজাবিধি সমাধান করিলেন । তখন তিনি মুনিগণের
সহিত আগীন হইলেন ।

এই রূপে সেই সকল মহর্ষি তথায় উপস্থিত হইয়া, সম্যাক
সময়ে নানা প্রকার সুমধুর কথোপকথন আরম্ভ করিলে, দশরথ
কোন কথাপ্রসঙ্গে প্রাঞ্জলি ও উদ্ধ্বাহ হইয়া, অত্রির পুত্র মহাত্মা
তপোধন দুর্ক্সাগাকে কহিলেন, ভগবন্ ! আমার বংশ কত দিন
স্থায়ী হইবে । আমার রাম ও অন্যান্য পুত্রেরা কত দিন
বাঁচিবে । নামের যে সকল পুত্র জন্মিবে, তাহাদের পরমায়ু
কত দিন, এবং আমার বংশের গতিই বা কিরূপ হইবে, সমস্ত
বলিতে আজ্ঞা হউক ।

রাজা দশরথের এই কথা শুনিয়া, পরমতেজীয়ান দুর্ক্সাগা
বলিতে আরম্ভ করিলেন, রাজন্ ! পূর্বে যেক্রপ ঘটিয়াছিল,
শ্রবণ কর । দেব ও অমুরগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইলে, দৈত্যগণ
দেবগণ কর্তৃক ভৎস্যমান হইয়া, আপনাদের পুরোহিতজননী
ভৃগুপত্নীর আশ্রয় গ্রহণ এবং তিনি অভয় দান করিলে, তথায়
নির্ভয়ে বাস করিয়াছিল । সুরেশ্বর হরি দৈত্যদিগকে ভৃগুপত্নী

কৰ্তৃক পৰিগৃহীত দেখিয়া, ক্রুদ্ধ হইয়া, শিতদার চক্ৰ দ্বাৰা
ভাঁহাৰ শিৱ হৰণ কৰিলেন। ভৃগু পত্নীকে নিহত দৰ্শন কৰিয়া,
সহসা ক্রুদ্ধ হইয়া, ৱিপুলনাৰ্দন বিষ্ণুকে শাপ দিয়া কহিলেন,
যেহেতু তুমি ক্ৰোধে হতজ্ঞান হইয়া, আমাৰ অবদ্যা পত্নীকে বধ
কৰিলে, সেই হেতু, হে জনাৰ্দন! তোমাকে মানুষলোকে
জন্মিতে হইবেক। তথায় পত্নীৰ সহিত তোমাৰ বহুবাৰ্ষিক
বিধাযোগ সংঘটিত হইবেক। কিন্তু শাপ দিয়া ভৃগুৰ মন নিতান্ত
আহত হইয়া উঠিল। তখন তিনি স্বীয় শাপেৰ মাৰ্ধ্যসাধন-
জন্য অন্তৰ্যামী ঈশ্বৰ কৰ্তৃক তপশ্চৰণে নিয়োজিত হইলেন। এই
ৰূপে ভৃগু শাপপীড়িত হইয়া, অৰ্চনা কৰিলে, ভক্তবৎসল দেব বাসু-
দেব তদীয় তপস্যায় আৰামিত হইয়া কহিলেন, ৱাবণাদিকে
সংহাৰ কৰিয়া, লোক সকলেৰ সমাগুবিদানে থিয়ানুষ্ঠান জন্য
এই শাপ আমি গ্রহণ কৰিব।

হে পাৰ্শ্ববসন্তম! পূৰ্বে মহাতেজা ভৃগু বিষ্ণুকে এই প্ৰকাৰ
শাপ প্ৰদান কৰেন। তাহাতেই তিনি ইহজন্মে তোমাৰ পুত্ৰ-
ৰূপে অবতৰণ পূৰ্ণক ৱাম নামে ত্ৰিজুবনে বিখ্যাত হইয়াছেন।
হে মানদ! ৱামকে অবশ্যই ভৃগুশাপেৰ ফল ভোগ কৰিতে
হইবেক। তিনি দীৰ্ঘকাল অযোধ্যাৰ পতি থাকিবেন। ভাঁহাৰ
অনুগামী মাত্ৰেই সুখী ও সমৃদ্ধিমান হইবে। ৱাম একাদশ সহস্ৰ
বৎসৰ ৱাজ্য কৰিয়া, ব্ৰহ্মলোকে সমাগত হইবেন। কেহই
ভাঁহাকে জয় কৰিতে পাৰিবেন না। তিনি ভূৱিদক্ষিণ অশ্বমেধ
সকলেৰ অনুষ্ঠান ও অনেক ৱাজবংশেৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবেন।
ভাঁহাৰ ঔৱলে গীতাৰ গৰ্ভে দুই পুত্ৰেৰ জন্ম হইবে।

এই ৰূপে সুমহাতেজা মহামুনি দুৰ্ৱাসা ৱাজ্য দশৱধেৰ
নিকট তদীয় বংশেৰ প্ৰভাগতি সমস্ত সন্নিবেশ কীৰ্ত্তন কৰিয়া,
মৌনাবলম্বন কৰিলেন। তিনি তুষীমুত হইলে, মহাৱাজ্য দশ
ৱধ সেই মহাত্মা মুনিদ্বয়কে অভিবাদন কৰিয়া, পুনৰায় স্বীয়
পুৰোহিতমে সমাগত হইলেন। আমি তৎকালে তথায় থাকিয়া,

মহাবি দুর্দাসার এই কথা শুনিয়াছিলাম । এ পর্য্যন্ত উহা মনে করিয়া রাখিয়াছি । ঋষিবাক্য কখনই অন্যথা হইবে না । ঋষি যেরূপ বলিয়াছেন, তদনুসারে রাম গীতার দুই পুত্রকে অযোধ্যাতেই অভিষেক করিবেন, অন্যত্র কখনই নহে । হে লক্ষ্মণ ! এরূপ অবস্থায় শোক করা আপনার উচিত হইতেছে না । অতএব গীতা ও রাম উভয়েরই অর্থে ভূমি দৃঢ়তা অবলম্বন কর ।

সারথি স্নানান্তর এই পরমাদৃত্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া, লক্ষ্মণ অনুপম আক্লাদ লাভ পুরস্কার বারংবার সাধুবাদ করিতে লাগিলেন ।

উভয়ে এই প্রকার কথোপকথন করিতে করিতে, সূর্য্যাস্তাচলচ্ছায়া আশ্রয় করিলেন । তদ্বশনে তাঁহারা কেশিনীর তীরে সেই রাত্রি বাস করিলেন ।

দ্বিষষ্টিতম সর্গ ।

মহারথ রঘুনন্দন লক্ষ্মণ কেশিনীর তীরে ঐ রাত্রি বাস করিয়া প্রভাত হইলে পর পুনর্বার যাত্রা করিলেন ; এবং দুই প্রান্তর কালে বিবিধরত্নপরিপূরিতা, সুষ্পৃষ্টকেনে সমাচ্ছিন্না অযোধ্যা নগরোত্তে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন । কিন্তু রামচন্দ্রের পাদমূলে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কি বলিল, এই ভাবনায় স্তম্ভহাস্তি লক্ষ্মণ অতীব বিব্রত হইয়া পড়িলেন । তিনি এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে গমন করিতেছেন, ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের শশি-শব্দ বিশাল প্রাসাদ তাঁহার নয়নগোচর হইল । অনন্তর নরোত্তম লক্ষ্মণ রাজার ভবন দ্বারে রথ হইতে অবতীর্ণ হইয়া অদোবদনে কাতরচিত্তে তদ্বন্দ্য প্রবেশ করিলেন ; কেহই নিবারণ করিল না । ভবন মধ্যে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন, সম্মুখেই অগ্রজ রামচন্দ্র অশ্রুপূর্ণলোচনে কাতরচিত্তে পরমাসনে উপবিষ্ট

রহিয়াছেন। দেখিয়াই কাতরমনা সৌমিত্রি তাঁহার চরণবয় ধারণ করিলেন ; এবং ক্লতাক্ষলিপুটে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন, আর্ঘ্য ! আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য্য করত আপনার উক্তিমত গঙ্গার তীরে বাল্মীকির পুণ্যাশ্রমে জনকাঙ্ক্ষাকে নিগ-
 জ্জন করিয়া আসিয়াছি। বীর ! সেই শুভাচার। যশস্বিনীকে সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া, পুনর্বার আপনার পাদমূল সেবা করিতে উপস্থিত হইয়াছি। হে পুরুষাশ্র ! আপনি শোক করিবেন না, কালের গতিই এই। আপনার ন্যায়বুদ্ধিমান্ মনস্বী ব্যক্তিগণ কখনই শোক করেন না। সঞ্চয় হইলেই ক্ষয় আছে ; উন্নতি হইলেই অবনতি আছে ; এবং জন্ম হইলেই মৃত্যু আছে। অতএব পুত্র, দারা, মিত্র ও ধন, কিছুতেই অতিশ্লেহ করিবেন না ; কারণ তাহাদিগের সহিত বিচ্ছেদ নিশ্চিত। আপনি যখন আপনা দ্বারা আপনাকে এবং মনোদ্বারা মনকে বশীভূত করিতে পারেন, তখন আর সামান্য চিন্তাশোক দমন করিতে পারিবেন না ! আপনার ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠেরা কখনই ঈদৃশ বিষয়ে কাতর হন না। রাখ্য ! আপনার আবার অপবাদ উপস্থিত হইবে। রাজ্ঞন্ ! যে অপবাদের ভয়ে আপনি মৈথিলীকে পরিত্যাগ করিলেন, এক্ষণে যদি আপনি শোক করেন, তাহা হইলে রাষ্ট্র মদ্যে আপনার সেই অপবাদই রহিয়া যাইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। অতএব হে পুরুষশার্দূল ! আপনি দৈর্ঘ্যাবলম্বনপূর্ব্বক অস্থ হইয়া এই দুর্দলবুদ্ধি পরিহার করুন ; শোক করিবেন না।

অমিত্রানন্দন মহামতি লক্ষণ এই কথা কহিলে পর ককুৎস্থনন্দন মিত্রবৎসল রামচন্দ্র পরম ক্রীত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ ! তুমি প্রকৃত কথাই কহিতেছ। বীর ! তুমি যে আমার আজ্ঞা পালন করিয়াছ, তজ্জন্য আমার পরম পরিতোষ জন্মিয়াছে। সৌম্য সৌমিত্রে ! তুমি যে সকল সুরুচির বাক্যে আমায় অনুনয় করিলে, তাহাতে আমার দুখে নিবৃত্তি ও শোক দূর হইল।

ত্রিযষ্টিতম সর্গ ।

লক্ষ্মণের এই পরমাদৃত্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র অতীব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং কহিলেন, সৌম্য ! তুমি আমার যেরূপ মণাবুদ্ধিসম্পন্ন অনুগত বন্ধু, এরূপ বন্ধু নিতান্ত দুর্লভ, বিশেষতঃ এরূপ সময়ে । কিন্তু হে শুভলক্ষণ সৌমিত্রে ! আমার হৃদয়গত অভিধায় শ্রবণ কর, শ্রবণ করিয়া আমার বাক্য প্রতিপালন কর । সৌম্য সৌমিত্রে ! আজ চারি দিন আমি রাজকার্য্য দর্শন করি নাই, তাহাতেই আমার মর্ম্ম ছিন্ন হইতেছে । অতঃ-
এব তুমি প্রকৃতিবর্গ, পুরোহিত ও মন্ত্রীদিগকে আহ্বান কর । পুরুষই হউক্, আর স্ত্রীই হউক্, যে কেহ আবেদনকারী অর্থী থাকে, তাহাদিগকেও আহ্বান কর । যে রাজা প্রতিদিন রাজ্য-
কার্য্য দর্শন না করেন, তাহাকে বায়ুমঞ্চারবিহীন ঘোর নরকে পতিত হইতে হয়, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! শুনিয়াছি পূর্বকালে নৃগন্যমে এক ব্রাহ্মণ-
হিতৈষী, সত্যবাদী, পবিত্রচেতা মহাযশস্বী মনীষী ছিলেন । সেই রাজা একদা পুষ্করতীরে ব্রাহ্মণদিগকে সুবর্ণভূষিত সবাংসা কোটি গাভী সংগ্রহাদান করিলেন । এক জন উজ্জ্বলিত সায়িক-
দরিদ্র ব্রাহ্মণের একটি সবাংসা গাভী দৈবাৎ ঐ সকল গাভীর পালে মিশিয়া যায় ; রাজা উৎসাহেও এক জন ব্রাহ্মণকে দান করিলেন ।

যাহার গাভী হারাইয়াছিল, সেই ব্রাহ্মণ ক্ষুদ্রা তৃষা সন্ধ্য-
করত বহু বৎসর দেশ বিদেশে গাভীর অন্বেষণ করিয়া ভ্রমণ করিলেন । অনন্তর কণখলদেশে উপস্থিত হইয়া এক ব্রাহ্মণের গৃহে নিজ গাভীকে দেখিতে পাইলেন । দেখিলেন, গাভীটি সুস্থ আছে ; এবং তাহার বৎসটি রুদ্ধ হইয়াছে । তখন ব্রাহ্মণ, নিজে যে নাম রাখিয়াছিলেন, সেই নাম দিয়া গাভীটীকে

আত্মান' করিলেন; শবলে! এস। গাভী তাহা শুনিতে পাইল। ক্ষুদার্থ ব্রাহ্মণের স্বর চিনিতে পারিয়া গাভী তাঁহার পশ্চাৎগামিনী হইল। তিনি যেন পাবকের ন্যায় জ্বলিতে জ্বলিতে অগ্নে অগ্নে যাইতে লাগিলেন। এতদিন যিনি ঐ গাভী পালন করিতেছিলেন, সেই ব্রাহ্মণও মৃত্যুর গাভীর পশ্চাৎ ধাবিত হইলেন। এবং নিকটে উপস্থিত হইয়া সেই ঋষিকে কহিলেন, এ গাভী আমার। রাজসিংহ নৃগ আমাকে এই গাভী দান করিয়াছেন। সুতরাং উভয় সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণের পরস্পর ভূমূল বিবাদ আরম্ভ হইল। তাঁহারা বিবাদ করিতে করিতে দাতার নিকট গমন করিলেন। কিন্তু রাজদ্বারে উপস্থিত হইয়া প্রবেশ করিবার অনুমতি পাইলেন না। অনেক দিন সেই স্থানে যাপন করিয়া অবশেষে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। ক্রুদ্ধ ও অতীব কাতর হইয়া মগাজ্ঞা ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ উভয়েই ভীষণ অভিশম্পাত করিলেন। কহিলেন, আমরা কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত অর্থী হইয়া আগমন করিয়াছি, কিন্তু তুমি আমাদের দর্শন দান করিলে না, অতএব কুকলাস হইয়া সর্পিভূতের অদৃশ্য হইবে। কুকলাস হইয়া তোমাকে বহুসহস্র বহু শত বৎসর গর্ভমধ্যে বাস করিতে হইবে। বিষ্মু মনুষ্য শরীর ধারণ করত বাসুদেব নামে যতুকুলে উৎপন্ন হইয়া যতুকুলের কীৰ্ত্তি বর্দ্ধন করিবেন। রাজন! তিনিই তোমার শাপ বিমোচন করিবেন। তত কালে তোমার নিকৃতি হইবে। কলি যুগের অব্যবহিত পূর্বে মহাবীৰ্য্যশালী নরনারায়ণ পৃথিবীর ভারগ্রন্থার্থ অবতীর্ণ হইবেন।

এইরূপ অভিশম্পাত করিয়া উভয় ব্রাহ্মণের কোপশান্তি হইল। গাভীটী রুদ্ধ ও দুর্দল হইয়াছিল; উভয়েই সন্মত হইয়া উহাকে অন্য ব্রাহ্মণকে দান করিলেন।

লক্ষণ! রাজা নত্ব দৈদৃশ সুদারুণ অভিশম্পাত ভোগ করিতেছেন। কার্য্যার্থীরা পরস্পর বিবাদ করিলে রাজার দোষ ঘটে। অতএব যে কেহ অর্থী আছে, শীঘ্র আমার নিকট উপস্থিত হউক।

সুবিচারের ফল রাজ্য'রা অবশ্যই গ্রাপ্ত হইয়া থাকেন । অতএব লক্ষণ যাইয়া দেখ কে কার্যার্থ উপস্থিত হয় ।

চতুঃষষ্টিতম সর্গ ।

দীপ্তোজ্জ্বল রামচন্দ্রের উক্তি শ্রবণ করিয়া পরমার্থবিৎ লক্ষণ ক্রতাজলিপুটে কহিলেন, হে কাকুৎস্থ ! সামান্য অপরাধ নিবন্ধন দ্বিজদ্বয় নৃগরাজ্যকে ঐদৃশ যমদণ্ড সদৃশ শাপ দান করিয়া ছিলেন । হে পুরুষর্ষভ ! এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, নৃগরাজ্য আপনাকে শাপগ্রস্ত শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে কি বলিয়াছিলেন ?

লক্ষণের বাক্য শুনিয়া রামচন্দ্র পুনরায় কহিলেন, মৌমা ! নৃগরাজ্য শাপাক্রান্ত হইয়া যাহা বলিয়াছিলেন, বলিতেছি শ্রবণ কর । ব্রাহ্মণদ্বয় প্রস্থান করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া, পুরোহিত, মন্ত্রী, নাগরিক ও রাজ্যবর্গকে আহ্বান করিয়া, ক্রমে পরিপূর্ণ হইয়া কহিলেন, তোমরা সকলে মনোযোগ পূর্বক শ্রবণ কর । অনিন্দিত নারদ ও পর্দিত মুনি আমাদের ঘোর অভিমন্ত্যত করিয়া বায়ু হইয়া ব্রহ্মলোকে গমন করিয়াছেন । অতএব তোমরা কুমার বসুকেই অদ্যই রাজ্যে অভিষেক কর ; এবং শিল্পীরা আমার নিমিত্ত সুখমেবা গর্ভ প্রস্তুত করুক ; আমি তন্মধ্যে বাস করিয়া ব্রহ্মদত্ত শাপ ক্ষয় করিব । শিল্পীগণ একটী বর্ষার কষ্ট নাশক, একটী শীতের কষ্ট নাশক ও আর একটী গ্রীষ্মের কষ্ট নাশক সুখমেবা গর্ভ প্রস্তুত করুক । বহুবিধ ছায়া-রক্ষ, ফলবান, রক্ষ ও পুষ্পবতী লতা সকল রোপণ করা হউক ; এবং গর্ভের চতুর্দিক্ রমণীয় রূপে উপশোভিত করা হউক । যতদিন কালপরিবর্ত্ত না হয়, ততদিন আমি এই গর্ভমধ্যে সুখে বাস করিব । গর্ভের চতুর্দিকে অঙ্গ যোজন পর্যন্ত সুগন্ধি পুষ্প সকল রোপণ করা হউক ।

রাজ্ঞি নৃগ এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া বসুকে সিংহাসনে স্থাপন পূর্বক করিলেন, পুত্র ! তুমি ধর্ম্ম হইতে অবিচলিত হইয়া, ক্ষত্রিয়ধর্ম্মানুসারে প্রাজাপালন কর । হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমার তাদৃশ সামান্য অপরাধ নিবন্ধন ক্রুদ্ধ হইয়া তুমি ব্রাহ্মণ আমাকে যেরূপ অভিসম্পাত করিলেন, তুমি তাহা স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করিলে । তুমি আমার জন্য দুঃখ করিও না । পুত্র ! কালই বলবান্, তিনিই আমাকে ঈদৃশ দুঃখ দান করিলেন । বাহ্য প্রাপ্ত হইবার, জীব তাহা অবশ্যই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ; যথায় যাইবার, তথায় অবশ্যই যাইয়া থাকে ; এবং যে সুখ দুঃখ অবশ্যই সত্য, তাহা অবশ্যই লাভ করে ; সে পূর্ব্বেই যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, সেই সমস্তই এই সকলের হেতু । অতএব বৎস ! তুমি দুঃখিত হইও না ।

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! মহাযশস্বী রাজা নৃগ পুত্রকে এই কথা কহিয়া, বাসার্ব সুগন্ধি গর্ভ মধ্যে গমন করিলেন । মহাত্মা নরপতি এই রূপে বিবিধরত্নখচিত্ত গর্ভমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া দ্বিজদ্বয়লব্ধ অভিসম্পাত ভোগ করিতে থাকিলেন ।

পঞ্চষষ্টিতম সর্গ ।

এই আমি তোমার নিকট নৃগশাপের বিস্তরবৃত্তান্ত কীর্তন করিলাম । অবশ্যে প্রজ্ঞা থাকে, তাহা হইলে, এক্ষণে অপর কথা শ্রবণ কর ।

রাম এই কথা বলিলে, লক্ষ্মণ পুনরায় কহিলেন, রাজন্ ! আশ্চর্য্যভূত কথা সকল শ্রবণ করিয়া, আমার তৃপ্তি হইতেছে না ।

ইক্ষ্বাকুন্দন রাম লক্ষ্মণ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া, পরমদাম্পিত্য কথ্য কীর্তনে প্ররত হইয়া কহিলেন, নিমি নামে অতিমাত্র ধর্ম্মনিষ্ঠ ও বীৰ্য্যশালী রাজা ছিলেন । তিনি ইক্ষ্বাকুর পুত্রগণের মধ্যে দ্বাদশ । সেই বীৰ্য্যসম্পন্ন রাজা গোতমাত্ম্যের সমীপে দেবপুরসদৃশ পুর প্রতিষ্ঠিত করেন । শুনিয়াছি, ঐ

পুরের পরম সুন্দর নাম বৈজয়ন্ত । রাজর্ষি মহাযশা নিমি তবার
নিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন । এই প্রকার পরম সুন্দর মহাপুর
স্থাপন করিয়া, তাঁহার মনে হইল, আমি পিতার মন আত্মাদিত্ত
করিয়া, দীর্ঘ মতের অনুষ্ঠান পূর্ষক ভগবানের উপাসনা করিব ।
এই প্রকার কল্পনা করিয়া, তিনি পিতা ইক্ষ্বাকুকে আমন্ত্রণ
পূর্ষক মনুর পুত্র ব্রহ্মর্ষিসত্তম বশিষ্ঠকে প্রথমে বরণ করিলেন ।
অনন্তর ইক্ষাকুসন্দন রাজর্ষি নিমি অত্রি, অজিতা ও তপোনিধি
ভৃগু ইহাদিগকে বরণ করিলেন । কিন্তু বশিষ্ঠ সেই রাজর্ষি-
সত্তম নিমিকে কহিলেন, ইন্দ্র আমাকে পূর্বেই বরণ করিয়াছেন ।
অতএব যাবৎ তাঁহার যজ্ঞসমাপ্তি না হয়, তাবৎ তুমি
অপেক্ষা কর । এই বলিয়া বশিষ্ঠ গমন করিলে, মহাবিদ্যা গৌতম
তাঁহার কঠব্য কার্য্য সাধনে ব্রতী হইলেন । এবং মহাতেজা
বশিষ্ঠও ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতে লাগিলেন । এ দিকে রাজর্ষি
নিমি বিশ্বদিগকে আনয়ন করিয়া হিমালয়ের পার্শ্বে নিজগম্যের
সমীপে যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । পঞ্চ মহত্ব বহুর পর্য্যবসানে
তাঁহার ব্রতের উদ্‌ঘাপন হইল ।

এ সময়ে অনিন্দিত ভগবান্ বশিষ্ঠ, ইন্দ্রের যজ্ঞ শেষ হইলে,
হোতৃকার্য্যসম্পাদনার্থ রাজা নিমির সকাশে সমাগত হইলেন ।
গৌতম তাঁহার পদে প্রাতিষ্ঠিত হইয়াছেন, দেখিয়া, তাহার
নিরতিশয় ক্রোধ উপস্থিত হইল । তখন তিনি রাজার দর্শনা-
কাজ্ঞী হইয়া, মুকুট কাল উপবিষ্ট রহিলেন । যজ্ঞ শেষ হওয়াতে,
রাজর্ষি নিমি নিদ্রায় নিতরাং অপরিত্র হইয়াছিলেন । মহাত্মা
বশিষ্ঠ রাজার অদর্শনে অতিমাত্র মনুষ্যকৃত হইয়া, বলিতে আরম্ভ
করিলেন, হে পার্থিব ! যেহেতু তুমি আমাকে অবজ্ঞা করিয়া,
অন্যকে বরণ করিয়াছ, হে রাজন্ ! সেইহেতু, তোমার দেহ
চেতনাশূন্য হইবে ।

অনন্তর রাজা জাগরিত হইয়া, শ্রবণ করিলেন, ব্রহ্মযোনি
বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিশপ্ত করিয়াছেন । তখন তিনি কোপে

মূর্ছিত হইয়া, বশিষ্ঠকে কহিলেন, আমি না জানিয়া, নিদ্রিত ছিলাম, আপনি কোপে কলুষীকৃত হইয়া, অপর যমদণ্ডের ন্যায়, আমাকে শাপাগ্নি প্রদান করিলেন। অতএব হে বৃদ্ধর্ষে! আপনারও দেহ চেতনাশূন্য এবং উহার শোভা স্মৃতিরস্থায়িনী হইবে, সন্দেহ নাই।

তৎকালে নৃপেন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্র উভয়ে এই রূপে রোষবশ হইয়া, পরস্পরকে অভিযুক্ত করিয়া, তৎক্ষণাৎ দেহহীন হইলেন। তাঁহারা দুই জনেই ব্রহ্মার সমান প্রভাবসম্পন্ন।

ষট্‌ষষ্টিতম সর্গ।

পরবীরহা লক্ষ্মণ রামের কণা জ্বলিয়া, ক্রুতাজ্বলি হইয়া, দীপ্ততেজা সেই রাঘবকে কহিলেন, সেই দেবগম্যত্ব দ্বিজ ও পার্শ্ব উভয়ে ঐরূপে দেহ নিক্ষেপ করিয়া, পুনরায় কি রূপে দেহযুক্ত হইয়াছিলেন?

ইক্ষ্বাকুনন্দন পুরুষশ্রেষ্ঠ রাম লক্ষ্মণ কর্তৃক এই প্রকার অভি-
মিত হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, ধর্মপরায়ণ তপোধন বশিষ্ঠ ও
নিমি উভয়ে পরস্পরের শাপে দেহ বিসর্জন করিয়া, বায়ুভূত
হইলেন। অনন্তর মহাতেজা মহামুনি বশিষ্ঠ শরীরশূন্য হইয়া,
অপর দেহ প্রাপ্তির নিমিত্ত পিতৃদেব ব্রহ্মার নিকট গমন করি-
লেন। ধর্মবিরে সেই বশিষ্ঠ বায়ুভূত অবস্থায় দেবদেব পিতৃ-
দেবের চরণযুগলে অভিবাदन করিয়া বলিতে লাগিলেন, হে
ভগবন্ দেবদেব পদ্মযোনি! আমি নিমিপ্রাপে দেহহীন ও
বায়ুভূত হইয়াছি। হে বিভো! দেহহীন হইলে, সকলেরই
অতিমাত্র ক্লেশ উপস্থিত ও সমুদায় কার্য্য পণ্ড হইয়া থাকে।
অতএব অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে অন্য দেহ প্রদান করিতে
হইবে।

অমিতপ্রভ জয়ন্ত ব্রহ্মা তাঁহাকে কহিলেন, হে মহাযশা!

তুমি মিত্রা বরুণের তেজে আবিষ্ট হও । হে বিজয়ন্তম ! ঐ তেজে প্রবেশ করিলেও, তুমি পূর্ববৎ অযোনিজ ও পরম ধার্মিক হইয়া, আমার বশতাপন্ন হইবে ।

ব্রহ্মা এইপ্রকার কহিলে, মহামুনি বশিষ্ঠ তাঁহাকে অভিবাদন ও প্রদক্ষিণ করিয়া, কালবিলম্ব পরিহার পুরঃসর বরুণালয়ে গমন করিলেন । তৎকালে মিত্র ক্ষীরোদের সহিত সমবেত ও সুরেশ্বরগণ কর্তৃক পূজ্যমান হইয়া, বরুণের পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । এই সময়ে অপ্সরোবরা উর্ধ্বশী সখীগণে পরিবৃত্তা হইয়া, যদৃচ্ছাক্রমে ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন । বরুণালয়ে ক্রীড়াপরায়ণা রূপসম্পন্ন উর্ধ্বশীকে দর্শন করিয়া, তজ্জন্য বরুণদেবের অতিমাত্র হর্ষ সমুদ্ভূত হইল । তখন তিনি সেই পদ্মপলাশলোচনা পূর্ণচন্দ্রনিভাননা অপ্সরোবরাকে মৈথুনার্থ বরণ করিলেন । উর্ধ্বশী কৃতাজ্ঞলি হইয়া কহিলেন, হে সুরেশ্বর ! স্বয়ং মিত্র পূর্বেই আমাকে এ বিষয়ে বরণ করিয়াছেন । বরুণ কন্দর্পশরে পীড়িত হইয়া কহিলেন, তবে আমি এই দেবনির্ম্মিত কুন্তে এই তেজঃ সমুৎসৃষ্ট করিব । হে সুশ্রোণি ! হে বরবর্ণিনি ! যদি সদম ইচ্ছা না কর, তাহা হইলে, এই রূপে তোমার উদ্দেশে তেজঃ নিবিস্ত করিয়া আমি কৃতকাম হইব ।

লোকনাথ বরুণের এই সুভাষিত আকর্ষণ করিয়া, উর্ধ্বশী পরম শীত হইয়া প্রত্যুত্তর করিলেন, বাহা বলিলেন, তাহাই করুন । আমার দেহমাত্র মিত্রের ; কিন্তু আমার মন আপনাতেই অধিক আসক্ত । এবং আপনিও আমার প্রতি অতিমাত্র অনুরক্ত ।

উর্ধ্বশী এই প্রকার কহিলে, বরুণ সেই প্রজ্বলিত-পাবক-প্রতিম পরমাস্ত্রুত তেজ কুন্তমধ্যে উজ্জ্বলিত রূপে নিক্ষেপ করিলেন । তখন উর্ধ্বশী মিত্রদেবতার সান্নিধ্যে সমাগত হইলেন । মিত্র অতিমাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া, তাঁহাকে কহিলেন, আমি প্রথমে তোমাকে অভিমত্বণ করিয়াছিলাম । রে দুষ্টচারিণী ! তুমি কি

জন্য আমাকে ত্যাগ করিয়া অন্য পতি বরণ করিলে? এই অপরাধে তোমাকে আমার ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়া, মনুষ্য-লোকে অবতরণ পূর্বক কিয়ৎকাল বাস করিতে হইবেক । কাশিরাজ রাজর্ষি পুরুষা বুধের পুত্র । রে দুর্ক্ষুদে ! তুমি তাঁহার নিকট গমন কর । তিনি তোমার ভর্তা হইবেন ।

অনন্তর উর্ধ্বশী শাপদোষের বশীভূতা হইয়া, পুরুষবার সান্নিধ্যে গমন করিলেন । রাজা পুরু বুধের ঔরস পুত্র ; পুর-শ্রেষ্ঠ প্রাতিষ্ঠান নগরে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন । উর্ধ্বশীর গর্ভে তাঁহার আয়ু নামে মহাবল পুত্রের জন্ম হয় । ইন্দ্রসমত্যাতি নহ্ম এই আয়ুর পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন । রত্নাসুরকে বজ্রা-ঘাত করিয়া, দেবরাজ ইন্দ্র শ্রান্ত হইয়া পড়িলে, এই নহ্ম শত-বর্ষমত্ৰ ইন্দ্র করিয়াছিলেন ।

সুদতী স্নেহা সূত্র উর্ধ্বশী এই রূপে মিত্রশাপে পৃথিবীতে অবতরণ ও বহুবর্ষ বাস করিয়া, পরে শাপক্ষয়ে ইন্দ্রালয়ে গমন করিয়াছিলেন ।

সপ্তমষ্টিতম সর্গ ।

লক্ষ্মণ এই দিব্যসঙ্কাস অদ্ভুতদর্শন উপাখ্যান শ্রবণ করিয়া রামকে কহিলেন, কাকুৎস্থ ! অমরপুঞ্জিত সেই দ্বিজ পার্শ্ব উভয়ে দেহহীন হইয়া, পুনরায় কি রূপে দেহযোগ ভোগ করিয়া-ছিলেন ।

সত্যপরাক্রম রাম লক্ষ্মণের কথা শুনিয়া, মহাত্মা বশিষ্ঠের সেই ইতিবৃত্ত বলিতে লাগিলেন, হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! মহাত্মা মিত্র ও বরুণ উভয়ের তেজে সেই যে কুন্ত পূর্ণ হইয়াছিল, তাহাতে তেজোময় দুই ঋষিসন্তম বিপ্র আবির্ভূত হইলেন । প্রথমতঃ ভগবান্ অগস্ত্য তাহাতে প্রাচুর্ভূত হইলেন । এবং আমি

তোমার পুত্র নহি, বলিয়া তিনি মিত্রকে ভাগ করিয়া গেলেন । মিত্র উৎকর্ষী নিমিত্ত বরুণ বীৰ্য্য বিসর্গের পূর্বে অগস্ত্যের উৎপত্তির হেতুভূত ঐ তেজ নিবেদন করিয়াছিলেন । যে কুন্তে মিত্রের তেজ নিষ্কৃষ্ট হইয়াছিল, বরুণ সেই কুন্তেই নিজতেজ নিক্ষেপ করেন । সুতরাং উভয় তেজ একত্র মিলিত হইয়া গেল । অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, ঈক্ষাকুদৈবত তেজীয়ান্ বশিষ্ঠ মিত্রাদিরূপের তেজ হইতে সমুদ্ভূত হইলেন । হে সৌম্য ! মহাতেজা ঈক্ষাকু জাতমাত্র সেই অনিন্দিত ঋষিকে আমাদের বংশের হিতের জন্য পুরোহিতপদে বরণ করিলেন । হে সৌম ! আমি এই অপূর্বদেহ মহাজ্ঞা বশিষ্ঠের জন্মরহস্য কীৰ্ত্তন করিলাম । এক্ষণে, রাজা নিমির যাহা ষটিয়াছিল, শ্রবণ কর ।

রাজা নিমিকে দেহহীন দেখিয়া, মনীষী ঋষিগণ সকলে তাঁহাকে যজ্ঞদীক্ষায় দীক্ষিত করিলেন । এবং সেই দ্বিজোত্তমগণ পৌর ও ভূভাগের সহিত মিলিত হইয়া, গন্ধ, মালা ও বস্ত্র দ্বারা রাজার সেই দেহ রক্ষা করিতে লাগিলেন । অনন্তর যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে, ভৃগু কহিলেন, হে পার্শ্বিব ! আমি তোমার প্রাতি সন্তুষ্ট হইয়াছি । অতএব তোমার চেতনা সম্পাদন করিব । তৎকালে সুরগণও সকলে সান্তিশয় সন্তুষ্ট হইয়া, ভৃগুর অনুরূপ বাক্য প্রয়োগে প্ররম্ভ হইলেন । এবং সেই মূর্ত রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজর্ষে ! বর গ্রহণ কর এবং তোমার চেতোভিমानी প্রত্যগাত্মা কোথায়, নির্দেশ কর ।

নিমির চেতোভিমानी প্রত্যগাত্মা দেবগণ কর্তৃক এই প্রকার অভিহিত হইয়া কহিলেন, হে সুরসন্তমগণ ! আমি যেন সকল ভূতের নেত্রমধ্যে বাস করিতে পারি । দেবগণ তাহাতে সম্মত হইয়া, নিমির ঐ প্রত্যগাত্মাকে কহিলেন, তুমি বায়ুর সদৃশ লঘুভূত লিঙ্গদেহ আশ্রয় করিয়া, সকল ভূতের নেত্রমধ্যে বিচরণ করিবে । হে পৃথিবীপতে ! তোমার জন্য তাহাদের চক্ষু নিমেষমধর্মে আক্রান্ত হইবে । তুমি বায়ুরূপী হইয়া বিচরণ

করিতে আরম্ভ করিলে, তজ্জন্য ভূতগণের চক্ষুর যে আশ্চি-
জন্মিবে, এই নিমেষ দ্বারা তাহার অপনোদন হইবে ।

এই বলিয়া দেবগণ যথাস্থানে প্রস্থান করিলে, মহাত্মা ঋষি-
গণ সকলে নিমির দেহ সমাহৃত ও সেই দেহ সেই যজ্ঞভূমিতে
অগ্নিরূপে কল্লিত করিয়া, সবিশেষ তেজঃসহায়্যে মন্থন করিতে
লাগিলেন । এই রূপে নিমির পুত্রোৎপত্তিজন্য সেই সকল মহাত্মা
মন্ত্রগোমপুরঃসর অগ্নিমন্থনে প্ররম্ভ হইলে, এক মহাতপা পুত্র
প্রোত্ভূত হইল । মন্থন হইতে জন্ম বলিয়া উহার নাম
মিথি, জনন হইতে জন্ম বলিয়া জনক এবং বিদেহ হইতে জন্ম
বলিয়া উহার নাম বিদেহ হইয়াছে । এই রূপে বিদেহ-
রাজ জনক প্রথমে প্রোত্ভূত হইলেন । ঐ মহাতেজার অপর
নাম মিথি । তাহাতেই জনকবংশ মৈথিল নামে প্রসিদ্ধ
হইয়াছে ।

হে সৌম্য ! এই আমি তোমার নিকট মহর্ষি বশিষ্ঠ ও
রাজর্ষি নিমি উভয়ের পরস্পর শাপবশতঃ অদ্ভুত জন্ম বৃত্তান্ত
কীর্তন করিলাম ।

—:::—

অষ্টষষ্টিতম সর্গ ।

রাম এই প্রকার কহিলে, পরদীরহা লক্ষণ ভেদে অতিমাত্র
প্রক্লান্ত মহামতি সেই রামকে বলিলেন, হে রাজশার্দূল ! মুনি
বশিষ্ঠ ও রাজা নিমি উভয়ের এই পৌরাণিক ইতিবৃত্ত নিরন্ত-
র অদ্ভুত ও বিস্ময়াবহ । কিন্তু নিমি শৌর্যশালী ক্ষত্রিয় ;
বিশেষতঃ দীক্ষিত হইয়াছিলেন । তথাপি, তিনি মহামতি বশি-
ষ্ঠকে ক্ষমা করিলেন না ।

ক্ষত্রিয়পুত্র রাম এই প্রকার অভিধিত হইয়া, সর্দশাস্ত্র-
বিশারদ লক্ষ্যকে কহিলেন, বীর ! পুরুষমাত্রেরই ক্ষমাশীল,
এরূপ দেখিতে পাওয়া যায় না । হে সৌমিত্রে ! রাজা যথার্থ

মাত্ত্বিক মার্গ অবলম্বন করিয়া, যেক্রমে দুঃসহ রোষ ক্ষমা করিয়া-
ছিলেন, সমাহিত হইয়া, তাহা শ্রবণ কর।

পৌরবর্জন রাজা যযাতি নহষের পুত্র। গোম্যা! যযাতির
দুই স্ত্রী, তাঁহারা রূপে অধিতীয়। তন্মধ্যে যযপর্কার দুহিতা দিতির
পৌত্রী শম্ভিষ্ঠা নহষনন্দন রাজ্যধি যযাতির এক পত্নী। রাজা
সেই পত্নীর প্রতি পরম প্রীতিমান ছিলেন। হে পুরুষর্ষভ!
তাঁহার অপর পত্নী উগনার দুহিতা স্নমধ্যমা দেবযানী; ইনি
স্বামীর আদরভাগিনী ছিলেন না। ইহাদের উভয়েরই গর্ভে
এক এক পুত্রের জন্ম হয়। পুত্রেরা উভয়েই রূপবান ও
সমাহিত। তন্মধ্যে শম্ভিষ্ঠার গর্ভে পুরু ও দেবযানীর গর্ভে
যদু জন্ম গ্রহণ করেন। পুরু মাতার নিমিত্ত এবং নিজের গুণ-
বান্ বলিয়া, রাজার প্রিয়প্রাত্ন ছিলেন। তদ্বশে যদু নিতান্ত
দুঃখিত হইয়া, মাতাকে কহিলেন, আপনি অক্লিষ্টকর্ম্মা দেব
ভার্গবের কূলে জন্মিয়া, হৃদগত দুঃসহ দুঃখ ও অবমান সহ্য
করিতেছেন। অতএব দেবি! উভয়ে একযোগে হতাশনে
প্রবেশ করি, চলুন। রাজা দৈত্যাকন্যা শম্ভিষ্ঠার সহিত বল-
রজনী বিহার করেন। যদি আপনি ইহা সহ করেন, আমাকে
অনুজ্ঞা করুন, আমি সহ্য করিতে পারিব না; নিঃসন্দেহই প্রাণ
ত্যাগ করিব।

পুত্র নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া রোদন করিতে করিতে এই
প্রকার কহিলে, দেবযানী তাহা শুনিয়া, সান্তিস্থ রোষাবিষ্ট
হইয়া, তৎক্ষণাৎ পিতাকে স্মরণ করিলেন। ভার্গব দুহিতার
সেই ইচ্ছিত অবগত হইয়া, তিনি যেখানে, সত্ত্বর তথায় সমাগত
হইলেন এবং দুহিতাকে প্রকৃতিহীন, হর্ষহীন ও চেতনাহীন
দর্শন করিয়া, কহিলেন, বৎসে! এ কি?

দীপ্তভেজা পিতা ভার্গব বারম্বার এই প্রকার জিজ্ঞাসা
করিয়া কহিতে লাগিলে, দেবযানী নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া,
তাঁহাকে কহিলেন, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! আমি আর কোন মতেই

দারপে সমর্থ হইব না । হয়, অগ্নি খনেশ করিব, না হয়, তীক্ষ্ণ বিষ পান করিব ; অথবা জলে মগ্ন হইব । আমি যে দুঃখিতা ও অবমানিতা হইয়াছি, আপনি তাহা জানিতেছেন না । ব্রহ্মন্ ! ব্রহ্মের প্রতি অবজ্ঞা করিলে, তাহার আশ্রিত পুষ্পাদিও বিনষ্ট হইয়া থাকে । অতএব রাজা আমাকে অপমান করাতে, আপনি আরও মানহানি হইয়াছে, সম্ভেদ কি ?

দুহিতার এই কথা শুনিয়া, ভার্গব রোষপরিপ্লুত হইয়া, রাজা যযাতিকে বলিতে লাগিলেন, তুমি নহ্মের পুত্র, অতি দুঃস্বাস্থ্য আগাকে অবমাননা করিয়াছ । এই হেতু তোমাকে এই তরুণ বয়সে জরাজীর্ণ ও অবসন্ন হইতে হইবে । মহাযশা ব্রহ্মর্ষি ভার্গব এইপ্রকার শাপদানানন্তর দুহিতাকে আশ্রয় করিয়া, পুনরায় স্বভবনে সমাগত হইলেন । সেই সূর্য্যসমানভেজা বিজ্ঞপুঙ্গবাধ্য এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ ও দুহিতা দেবযানীকে আশ্রয় প্রদান পুরঃসর নভযাজ্ঞজ যযাতিকে অভিযুক্ত করিয়া, পুনরায় প্রস্থান করিলেন ।

একোনসংস্কৃতিতম সর্গ ।

শুক ক্রুদ্ধ হইয়াছেন শুনিয়া, নরশ্রেষ্ঠ যযাতি অতিমাত্র ব্যাকুল হইলেন । অনন্তর কষিণাপে অতিমাত্র জরগ্রস্ত হইয়া, যদুকে কহিলেন, যদু ! তুমি ধর্ম্মজ্ঞ । অতএব আমার হইয়া, এই পরম জরা গ্রহণ কর ; হে মণ্ডায়শা ! আমি ভোগপর-স্পরা সন্তোষ করিয়া বিগ্ৰহ করিব । হে পুরুষসিংহ ! বিষয়-সুখ ভোগ করিয়া, আজিও আমার পরিভূক্তি হয় নাই । অতএব বিশেষরূপে কাম ভোগ করিয়া, পরে এই জরা গ্রহণ করিব ।

যদু এই কথা শুনিয়া, নরশ্রেষ্ঠ যযাতিকে কহিলেন, পুরুষ আপনার পরমপ্রিয়তম পুত্র । অতএব সেই এই জরা প্রতিগ্রহ করুক । হে রাজন্ ! আপনি আগায় সকল বিষয়েই বহিষ্কৃত

করিয়াছেন। এমন কি, নিকটে যাইতেও দেন না। অতএব আপনি যাতার সহিত একত্রে ভোজন করেন, সেই পুরুই জরা গ্রহণ করুক।

রাজা যত্নে এই কথা শুনিয়া পুরুকে কহিলেন, মহাবাহো ! যদর্থে এই জরা তুমি গ্রহণ কর।

পুরু যযাতি কর্তৃক এইপ্রকার অভিহিত হইয়া ক্রুতাজ্জলিপুটে কহিলেন, আমি সর্সদাই আপনার আজ্ঞানুবর্তী। এক্ষণে আপনার এই আদেশে ধন্য ও অনুগৃহীত হইলাম।

যযাতি পুরুর এই কথা শুনিয়া, পরম শ্রীত ও অনুপম হর্ষ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাকে জরা সম্প্রদান করিলেন। এবং তৎপ্রভাবে যুবা হইয়া, সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান পূর্বক বহুবর্ষসহস্র পৃথিবী পালন করিলেন। অনন্তর দীর্ঘ কাল অতীত হইলে, যযাতি পুরুকে কহিলেন, বৎস ! জরা আনয়ন কর ; আমি ন্যাস নির্যাস্তন করিব। আমি ন্যাস স্বরূপে তোমাতে জরা সংক্রামিত করিয়াছিলাম। এই হেতু, সেই জরা প্রাতিগ্রহ করিব ; তুমি ব্যথিত হইও না। হে মহাবাহো ! তুমি যে আমার আজ্ঞা পালন করিলে, ঠিকভাবে আমি পরম সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে তোমাকে আমি শ্রীতি সহকারে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিব। রাজা যযাতিপুত্র পুরুকে এইপ্রকার কহিয়া, পরে রোষাবিষ্ট হইয়া, দেবযানিনন্দন যত্নকে কহিলেন, তুমি ক্ষত্ররূপী দুরাগদ নাক্ষত্র আমার গুরবে জন্মিয়াছ। সেই হেতু, আমার আজ্ঞা প্রতিগ্রহ করিলে। এই জন্য তুমি কখনও রাজা হইবে না। আমি তোমার পিতা ও গুরু। তথাপি তুমি আমায় অবজ্ঞা করিলে। এই জন্য তুমি দারুণপ্রকৃতি নাক্ষত্রগণের জন্মস্থিত হইবে। দুঃশ্রুতি তোমার সন্তানেরাও সোমবংশচ্যুত হইবে। এবং তোমাব বংশও তোমার সমান দুর্দিনীত হইবে।

রাজর্ষি যযাতি যত্নকে এই প্রকার কহিয়া, রাজ্যবিরুদ্ধন পুরুকে রাজ্যদান দ্বারা নববর্জিত করিয়া, আশ্রমে প্রবেশ করি-

লেন । অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, পরলোক প্রাপ্ত হইলেন ।
চরমে স্বর্গধামে গমন করিলেন । মহাযশা পূরূ পরমধর্ম্য সহকারে
কাশীরাজ্যে পুরবর প্রতিষ্ঠানে রাজ্য করিতে লাগিলেন । যত
সহস্র সহস্র রাক্ষসের জন্ম দান করিলেন । এবং রাজবংশ
হইতে বহিষ্কৃত হইয়া, ক্রৌঞ্চবননামক দুর্গম নগরে অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন । এই রূপে রাজা যযাতি ক্ষত্রধর্মের বশবর্তী
হইয়া, শুক্রাচার্যের হৃদয় শাপ ধারণ করিয়াছিলেন । কিন্তু
রাজা নিমি তাহা ক্ষমা করেন নাই । এই আমি তোমার নিকট
সমুদায় বলিলাম । হে সৌম্য ! আমরা এই সকল ক্রুতিমান
লোকের দৃষ্টান্তের অমুবর্তী হইব । তাহা হইলে, নৃণের ন্যায়,
দোষে পতিত হইতে হইবে না ।

চন্দ্রনিভানন রামচন্দ্র এইপ্রকার বলিতেছেন, এমন সময়ে
মভোমণ্ডল অতিবিরল তারকামালায় পরিপূর্ণ এবং পূর্ব দিক্
অরুণকিরণে রক্তবর্ণ হইয়া, যেন কুম্ভসরসরঞ্জিত বস্ত্র পরিধান
পূর্ণক শোভমান হইল ।

সপ্ততম সর্গ ।

অনন্তর বিমল প্রাতঃকালে পূর্বাঙ্কুর ক্রিয়া সমাপন করিয়া,
রাজীবলোচন রামচন্দ্র ধর্ম্যামনে উপবিষ্ট হইয়া ব্রাহ্মণ ও পৌর-
জনের সমভিব্যাহারে রাজকার্য্য করিতে প্ররম্ভ হইলেন ।
পুরোহিত বশিষ্ঠ, কশ্যপ ঋষি, ব্যবহারবিৎ মন্ত্রিবর্গ ও অন্যান্য
ধর্ম্যপাঠকগণ এবং নীতিজ্ঞ, সভ্য ও রাজগণে সভা পরিপূর্ণ
হইল । অক্লিষ্টকর্ম্মী রামচন্দ্রের সভা মহেশ্বরের সভা যমের
সভা ও বরুণের সভার ন্যায় শোভা ধারণ করিল ।

অনন্তর রামচন্দ্র শুভলক্ষণ লক্ষ্যণকে কহিলেন, মহাশয়
সৌমিত্রে ! তুমি অর্থিদিকে আস্বান করিবার নিমিত্ত বহি-
ধারে গমন কর । রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া শুভলক্ষণ গচ্ছণ

দ্বারদেশে গমন পূৰ্বক স্বয়ং অৰ্থীদিগকে আহ্বান কৰিতে লাগিলেন ; কিন্তু কেইটো বলিল না যে আমাৰ কাৰ্য্য আছে। ৰাম ৰাজ্য পালন কৰিতেছিলেন ; আধি বা ব্যাধি কিছুই ছিল না ; শস্য সমস্ত নিৰ্ব্বিঘ্নে সূচাৰুৰূপে পকু হইতেছিল ; এবং পৃথিবী সৰ্ব্বপ্রকার ওষধিই উৎপাদন কৰিতেছিলেন। বালক, যুবা বা নধাবয়স্ক ব্যক্তিৰ মৃত্যু হইত না। প্রজাবৰ্গ ধৰ্ম্মানুসারে শাসিত হইতেছিল ; স্তত্ৰাং কাহাকেও কোন অত্যাচাৰ সহ্য কৰিতে হয় নাই। অতএব ৰামেৰ ৰাজত্বে বিচাৰাৰ্থী কেইটো ছিল না। লক্ষ্মণ যাইয়া কুতাজ্জলিপুটে ৰামচন্দ্ৰকে এই কথা নিবেদন কৰিলেন। অনন্তৰ ৰামচন্দ্ৰ মনে মনে অতীব হুষ্ঠ হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্ৰে ! তুমি পুনৰ্দ্ধাৰ যাইয়া দেখ, কেহ অৰ্থী আছে কি না। ৰাজনীতি সম্যক প্রযুক্ত হইলে, অধম্য কুত্ৰাপি থাকিতে পারে না। এই জনাই ৰাজভয়ে সকলে পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করিয়া থাকে। মৎপ্রযুক্তা নীতি আমাৰ বাণেৰ ন্যায় প্রযুক্ত হইয়া প্রজাদিগকে রক্ষা কৰিতেছে। তথাপি মহাবাহো ! তুমি তৎপর হইয়া প্রজা রক্ষা কৰিবে।

এই কথা শুনিয়া সৌমিত্ৰ ৰাজভবন হইতে বহিৰ্গত হইলেন। এবং দেখিলেন, দ্বারদেশে এক কুকুৰ অবস্থিতি কৰিতেছে। সে লক্ষ্মণক দেখিয়াই মুতমুহ উচ্চৈঃশব্দে চীৎকার কৰিতে লাগিল। তান্ লক্ষ্মণ উহাকে তাদৃশ দৰ্শন কৰিয়া জিজ্ঞাসা কৰিলেন, হে মহাভাগ ! তোমাৰ কাৰ্য্য কি আছে, বিশ্বস্তচিত্তে ব্যক্ত কর। লক্ষ্মণেৰ বাক্য শুনিয়া সারমেয় উত্তর কৰিল, আমি সৰ্ব্বভূতের শরণদাতা অক্লিষ্টকম্ম্য বিপদে রক্ষাকৰ্ত্তা। ৰামচন্দ্ৰেৰ নিকট বলিতে ইচ্ছা কৰি। লক্ষ্মণ সারমেয়েৰ এই বাক্য শ্রবণ কৰিয়া ৰামচন্দ্ৰকে ঐ রুত্ৰান্ত নিবেদন কৰিবার জন্য শুভভবন মধ্যে প্রবেশ কৰিলেন ; এবং ৰামচন্দ্ৰকে নিবেদন কৰত পুনৰ্দ্ধাৰ বহিৰ্গত হইয়া সারমেয়কে কহিলেন, যদি তোমাৰ বক্তব্য থাকে আসিয়া ৰাজাকে বল।

লক্ষ্মণের বাক্য শুনিয়া সারমেয় কহিল, দেবালায়ে, নৃপালায়ে, এবং ব্রাহ্মণালায়ে অগ্নি, ইন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু সৰ্ব্বদা অবস্থিত করেন । অতএব সৌমিত্রে ! আমরা এখানে প্রবেশ করিবার উপযুক্ত নহি, কারণ আমরা সকল যোনির অধম । আমি এখানে প্রবেশ করিতে সমর্থ নহি, কারণ রাজা মূৰ্দ্ধমান্ ধৰ্ম্ম । বিশেষতঃ রাজা রামচন্দ্র সত্যবাদী, রণপটু, ও সৰ্ব্বপ্রাণীর হিতসাধনে নিয়ত নিযুক্ত । তিনি ষড়্গুণ প্রয়োগের স্থল বিলক্ষণ অবগত আছেন ; এবং তিনি নীতির কৰ্ত্তা, সৰ্ব্ব ও সৰ্ব্বদর্শী, তাঁহার ভূল্য আনন্দদায়ক আর কেহই নাই । তিনি সোম, তিনি বৃহা, তিনি ষম ; তিনি কুবের ; তিনি অগ্নি ; তিনি ইন্দ্র ; তিনি সূর্য্য ; তিনি বরুণ । সৌমিত্রে ! আপনি যাইয়া তাঁহাকে বলুন ; তিনি প্রজার পালনকৰ্ত্তা । সৌমিত্রে ! তাঁহার আজ্ঞা পালনে আমি প্রবেশ করিতেই ইচ্ছা করি না ।

তখন মহাভাগ মহাদ্যুতি লক্ষ্মণ রূপা বশত রাজভবন মধ্যে প্রবেশ করিলেন । প্রবেশ করিয়া কহিলেন, হে মহাবাহো কোণল্যানন্দবৰ্দ্ধন ! আপনি আমাকে যে আজ্ঞা করিয়াছেন, তৎসম্বন্ধে নিবেদন করিতেছি, শ্রবণ করুন । আপনার দ্বারদেশে একটী কুকুর অর্ধী হইয়া দ্বার দেশে উপস্থিত রহিয়াছে ।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন ; যে কেহ কার্য্যার্থী হইয়া উপস্থিত হয়, তাহাকেই তৎক্ষণমাত্র আনয়ন করিবে ।

একসপ্ততিতম সর্গ ।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মতিমান লক্ষ্মণ সত্বর গমন পূর্ব্বক কুকুরকে আহ্বান করত রামকে নিবেদন করিলেন । রাম কুকুরকে সমাগত দর্শন করিয়া, কহিলেন, সারমেয় !

ভোমার প্রয়োজন কি, আমাকে বল , ভোমার কোন ভয় নাই ।

তখন ভগ্নমস্তক কুকুর ঐ স্থানে রাজা রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিল ; রাজাই প্রাণীদিগের কৰ্ত্তা, এবং রাজাই বিনেতা । প্রজাগণ সুখ হইলেও রাজা জাগ্রত থাকেন , এবং রাজাই প্রজাপালন করেন । রক্ষক রাজা সুপ্রযুক্ত নীতি দ্বারা ধন রক্ষা করেন । রাজা পালন না করিলেই প্রজা লোপ পাইতে থাকে । রাজাই কৰ্ত্তা এবং রাজাই সমস্ত জগতের পিতা । রাজাই কাল , রাজাই যুগ ; রাজাই সৰ্ব্ব জগৎস্বরূপ । ধারণ করা হইতেই ধৰ্ম্ম এই নাম হইয়াছে । ধৰ্ম্মই মনুষ্যবর্গকে ধারণ করিয়া আছে । ধৰ্ম্মই সচরাচর ত্রৈলোক্য ধারণ করিতেছে । ধৰ্ম্ম শক্রদিগকে ধারণ অর্থাৎ নিবারণ করিয়া থাকে ; ধৰ্ম্মই ধৰ্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করিতেছে । এই জন্যই ধৰ্ম্মের নাম ধারণ । ধারণ ধৰ্ম্মই প্রাধান ধৰ্ম্ম ! এবং পরকালে ফল প্রদ । আমার জ্ঞান আছে, ধৰ্ম্ম দ্বারা দুষ্প্রাপক কিছুই নাই । দান, দয়া, সাধুদিগের পূজা, ও ব্যবহারের সরলতা, ইহাও পরম ধৰ্ম্ম ; ইহাতে ইহকাল ও পরকাল রক্ষা হয় । হে রাজবৎ ! হে সুব্রত ! আপনি প্রমাণেরও প্রমাণ । আপনি সাধুদিগের ধৰ্ম্মও প্রমাণ হইছেন । আপনি সমস্ত ধৰ্ম্মের বিজ্ঞানস্থান । আপনি সাগরের সদৃশ । হে রাজসত্তম ! আমি অজ্ঞান প্রযুক্তই আপনাকে এত কথা কহিলাম । অবনত মস্তকে আপনার প্রসন্নতা প্রার্থনা করিতেছি , আমার প্রতি আপনি ক্রুদ্ধ হইবেন না ।

কুকুরের গদ্যাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, এখন ভোমার কোন কার্য সাধন করিতে হইবে ; বিশ্বস্তচিত্তে বাক্য কর । রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া কুকুর কহিল, রাজা ধৰ্ম্ম দ্বারাই রাজ্য লাভ করেন , ধৰ্ম্ম দ্বারা প্রজাপালন করেন ; ধৰ্ম্ম দ্বারা লোকের শরণ্য হইয়া থাকেন , এবং ধৰ্ম্ম দ্বারা প্রজার ভয় দূর

করেন। হে রামচন্দ্র ! আপনি এই বিষয়ে লক্ষ্য রাখিয়া আমি যাগ বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে সর্কার্থসিদ্ধ নামে এক ভিক্ষু। করে; সে অকারণ নিরপরাধ আমাকে প্রহার করিয়াছে।

এই কথা শুনিয়া রাম দ্বারবান্কে ধোরণ করিলেন। দ্বারবান্ সর্কার্থপণ্ডিত সর্কার্থসিদ্ধকে আনয়ন করিল।

অনন্তর ঐ দীপ্তভেজা দ্বিজবর ঐ স্থানে রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া কহিলেন, হে অনঘ রামচন্দ্র ! আগায় আপনার কোন কার্য্য করিতে হইবে বলুন।

ব্রাহ্মণের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, দ্বিজ ! আপনি এই কুক্কুরকে প্রহার করিয়াছেন। বিপ্র ! এ আপনার কি অপরাধ করিয়াছিল যে আপনি ইহাকে লগুড় প্রহার করিয়াছেন। ক্রোধ প্রাণনাশক শত্রু; ক্রোধ মিত্রের ন্যায় প্রিয়ভাষী শত্রু; ক্রোধ মহাতীক্ষ্ম অসি; ক্রোধ সর্কার্থ হরণ করে। তপস্য, যজ্ঞ ও দান দ্বারা যাগ কিছু লভা হয়, ক্রোধ সমস্ত অপহরণ করে, অতএব ক্রোধ পরিত্যাগ করা অসম্ভব কর্তব্য। ইন্দ্রিয় সকল নিরতি দৃষ্ট অশ্ব সকলের ন্যায় ধাবিত হইতেছে; ভোগ্য বস্তু সকল নিরাকরণ পুরস্ক দৈর্য্য দ্বারা ঐ সকল অশ্বের সারথ্য করা বিধেয়। মন, কৰ্ম্ম বাক্য ও চক্ষু দ্বারা লোকের হিত সাধন করিবে; কাহারও ঘেষ করিবে না; কিছুতেই লিপ্ত হইবে না। আত্মা সংযত না হইলে যে অনিষ্ট করে তীক্ষ্ণদাব, অসি, পদদলিত সপ, বা নিত্যসংক্রুদ্ধ শত্রুও সে অনিষ্ট করিতে পারে না। যে ব্যক্তি বিনয় শিক্ষা করিয়াছে, তাহারও প্রকৃতিকে বিশ্বাস করা যায় না। যে ব্যক্তি প্রকৃতি গোপন করে, প্রকৃতিই তাহার প্রকৃত স্বভাব প্রকাশ করিয়া দেয়।

অক্লিষ্ট রামচন্দ্র এইরূপ কহিলে পর, ব্রাহ্মণ সর্কার্থসিদ্ধ তাহার সমীপে নিবেদন করিলেন, অবেলায় ভিক্ষার্থ পর্য্যটন

করিতে করিতে ক্রুদ্ধ হইয়া আমি এই কুক্কুরকে এহার করিয়াছি। এই কুক্কুর পথমধ্যে অবস্থিতি করিতেছিল, আমি বার বার বলিয়াছিলাম, সরিয়া যা। অনন্তর এই কুক্কুর অনিচ্ছা পূর্বক অল্পে অল্পে গমন করিয়া পথ প্রান্তে বিষম ভাবে দণ্ডায়মান হইল। আমি ক্ষুদ্রায় কাতর ছিলাম; ইহার এই কষ্টব্যবহার নিবন্ধন আমি ইহাকে এহার করিয়াছি, হে রাজরাজেশ্বর! আমি অপরাধ করিয়াছি। আপনি আমাকে শাসন করুন। হে রাজেশ্বর! আপনি আমার দণ্ড বিধান করিলে আমার আর নরকভয় থাকিবে না।

অনন্তর রাম সমস্ত সভ্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কতব্য কি; ইহার কিরূপ দণ্ডবিধান করা যায়। সমুচিত দণ্ড করিলেই, প্রজার রক্ষা হয়। তখন ভৃগু, অদ্রিরা, কুৎস, বশিষ্ঠ, কাশ্যপ; প্রাধান প্রাধান ধর্ম্মপুথকগণ; অমাত্যগণ; পৌরগণ এবং তত্রোপস্থিত অন্যান্য অনেক শাস্ত্রবেত্তা পণ্ডিতগণ সকলেই কহিলেন, ব্রাহ্মণের বধ দণ্ড অবিহিত।

রাজধর্ম্ম সুপণ্ডিতগণ সকলেই এইরূপ কহিলে, পুরৌক্ত মুনিগণ রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিয়া পুনর্বার কহিলেন, রাজন! রাজা লোকের পালনকর্তা; বিশেষতঃ আপনি। আপনি ত্রিলোকের পালনকর্তা, সনাতন দেব বিষ্ণু।

তাহারা কহিলে এই কথা কহিলে, পর সারনেয় কহিল, বীর! আপনি প্রতিজ্ঞা করিয়া আমাকে বলিয়াছেন যে তোমার কোন কার্য্য সাধন করিব? অতএব যদি আপনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, এবং যদি আমার প্রার্থনা পূর্ণ করা আপনার মত হয়, রাজন! তাহা হইলে, আপনি এই ব্রাহ্মণকে দেবালয়ের অধ্যক্ষ করিয়া দিউন। মগারাজ! ইহাকে কালজরের অধ্যক্ষ করিয়া ধারণ করুন।

এই কথা শুনিয়া রাম ব্রাহ্মণকে কুলপতি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। অনন্তর ব্রাহ্মণ সংকৃত ও আনন্দিত হইয়া গজকাকা-

রোহণে লক্ষপদ অধিকারার্থ গমন করিলেন । অনন্তর রাগচন্দ্রের অমাত্যগণ ঐযং হাঙ্গা করিয়া কহিলেন, মহাদূতে ! ইহাকে ত দণ্ড করা হইল না ; আপনি ইহাকে বর প্রদান করিলেন ।

অমাত্যদিগের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম কহিলেন, ভোগরা এই ব্যাপারের প্রকৃত কারণ জ্ঞাত নহ ; কুকুর গম-
স্তই অবগত আছে ।

অনন্তর রামচন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলে পর, কুকুর উত্তর করিল, রাঘব ! আমি সেই স্থানের কুলপতি ছিলাম । দেব সিজের পূজা সমাপন ও দাস দাসী গণ ভোজন করিলে পর, আমি সর্ষ শেষে আহার করিতাম । যাহার যাহা প্রাপ্ত, যথাযথ সমস্ত বিভাগ করিয়া দিতাম ; পাপে আমার প্ররক্তি ছিল না । দেব-তার দ্রব্য সকল সাবধানে রক্ষা করিতাম ; এবং বিনয়ী, সুশীল, ও সর্ষ প্রাণীর হিত সাধনে নিরত ছিলাম । তথাপি আমি এই ঘোর অবস্থা, এই অদমগতি প্রাপ্ত হইয়াছি । রাঘব ! ব্রাহ্মণ ক্রোদাশ্বত, ধর্ম্মভাগী, অহিতনিরত, অসহিষ্ণু, নৃশংসস্বভাব, পরুষভাবী, অবিদ্বান ও অধার্ম্মিক হইলে উদ্ধারঃ সন্ত পুরুষকে অদঃপাতিত করে । অতএব কোন অবস্থাতেই কুলপতির কার্য্য করিবে না । পুত্র, পশু ও বান্ধবের গতি যাহাকে নরকে নিপাতিত করিবার প্রয়োজন হয়, তাহাকে দেবতা ও গোর সেবায় নিযুক্ত করিবে । যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ, দেব, ন, বালকের ধন ও নিজে দত্ত বস্তু হরণ করে, সে যাবৎকাল অতীষ্ট বস্তুর সহিত বিনষ্ট হয় ! রাঘব ! ব্রাহ্মণের ও দেবতার দ্রব্য হরণ করিলেই বীচিনাগক ঘোর নরকে গতি হইয়া থাকে । যে নর-ধম মনোদ্ধারী ও দেবস্ব বা ব্রাহ্মণ হরণ করে, সে উত্তরোত্তর এক নরক হইতে নরকান্তরে নিপাতিত হয় ।

কুকুরের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাগের লোচনযুগল বিষ্ময়ে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । কুকুর ও যথা হইতে আসিয়াছিল, তথায় প্রস্থান করিল ।

পূর্ণ জন্মে এই কুকুর অতি মন্থী ব্যক্তি ছিলেন ; এক্ষণে জাতিদোষে দূষিত হইয়াছিলেন । সেই মহাভাগ অবশেষে বাবাণসীতে গমন করিয়া প্রায়োপবেশন করিলেন ।

দ্বিসপ্ততিতম সর্গ ।

অমোঘ্যার সন্নিহিত বহুপাদপশোভিত মহেনরম কানন মধ্যে এক নদীতীরবাপ্ত কোকিল-নিবাদিত সিংহব্যাঙ্গসমাকীর্ণ নানাপক্ষিগণে সমারত পৰ্শিতে বহুকাল হইতে এক গৃধ্র ও এক পেচক বাস করিত । একদা পাপমতি গৃধ্র পেচকের বাসস্থানকে আগার বাসস্থান বলিয়া পেচকের সহিত কলহ আরম্ভ করিল । আৰ্য্য ! উভয়েই কহিল, রাজীবলোচন রামচন্দ্র সৰ্ব্বভূতের রাজা, চ, আমরা যত্নর তাহার নিকট ষাইয়া বিচার করিয়া লই, এ কাহার বাসস্থান ।

এইরূপ অভিপ্রায় স্থির করিয়া গৃধ্র ও পেচক উভয়ে ক্রোধান্বিত ও অসহিষ্ণুভাবে কলহ করিতে করিতে রাসের নিকট উপস্থিত হইল, এবং তাঁহার চরণযুগল বন্দনা করিল । অনন্তর গৃধ্র সেই নরনাথের দিকে দৃষ্টি করিয়া কহিল, হে নরনাথ ! আমি জানি, আপনি সুর ও অসুরগণেরও শ্রেষ্ঠ । হে মহাদ্বাতে ! রহস্যপতি এবং ক্রীড়াচার্য্য অপেক্ষাও আপনার বুদ্ধিবিদ্যা অধিক । আপনি প্রাণিগণের উৎকৃষ্ট ও অধম গতি জ্ঞাত আছেন । কাস্তিতে আপনি চন্দ্রের সদৃশ এবং আপনি সূর্য্যের ন্যায় ত্বনীরীক্ষ্য ! আপনি গৌরবে হিমাচল ও গান্ধার্য্যে মাগরের সমান ; এবং লোকপালের তুলামূল্য । আপনি ক্ষমায় পৃথিবী ও লঘুগতিতে বায়ুর সদৃশ । রাঘব ! আপনি গুরু ; সনৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন ; কীৰ্ত্তিশালী, অমর্যম্ভাব, দুৰ্জয়, জয়শীল এবং সৰ্ব্ব শাস্ত্র ও সৰ্ব্ববিধির পাবদশী । হে নরপুঙ্গব রামচন্দ্র ! আগার আবেদন শ্রবণ করুন । হে রঘু ! হে রাজন ! আমি আশ্রয় যে বাসস্থান

নির্মাণ করিয়াছি, এই পেচক তাহা বলপূর্বক হরণ করিতেছে ।
 গৃধ্র এই কথা কহিলে পর পেচক কহিল, মহারাজ ! রাজা
 চন্দ্র, ইন্দ্র, সূর্য্য, কুবের ও ধনদের অংশ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন
 সত্য, কিন্তু তাঁহাতে মানুষেরও কিঞ্চিৎ অংশ থাকে । আপনি
 কিন্তু সর্ব্বময় দেব স্বয়ং নারায়ণ । আপনি স্বয়ং অশ্বেষণ করিয়া
 সকল ভূতের প্রতি সুবিচার করেন, অতএব আপনার মৌম্য
 ভাব সম্যক্ স্থথযুক্ত , এই জন্যই আপনি চন্দ্রের অংশ । হে
 প্রজানাম । আপনি আমাদিগের উপর ক্রুদ্ধ হন, আপনি
 আমাদিগের দণ্ড বিধান করেন, আপনি আমাদিগকে দান
 করেন ; এবং আপনি আমাদিগের পাপভয় নিবারণ করেন ,
 অতএব আপনি আমাদিগের দাতা, হর্ত্তা ও পালনকর্ত্তা ; এই
 জন্যই আপনি আমাদিগের ইন্দ্র । তেজ্ঞে আপনি অনলের
 ন্যায় সর্ব্বভূতের অধুষা ; আপনি নিরন্তর সর্ব্বলোক আলো-
 কিত করিতেছেন, এই জন্য আপনি ভাস্করের সদৃশ । আপনি
 সাক্ষাৎ ধনেশ্বর কুবেরের তুলা , অথবা তাহা অপেক্ষাও
 অধিক । ধনেশ্বরের ন্যায় পদ্মা স্ত্রী নিত্য আপনাকে আশ্রয়
 করিয়া রহিয়াছেন । ধনেশ্বরের কার্য্য করেন বলিয়া, আপনি
 আমাদিগের ধনেশ্বর । রাজব ! স্থাবর জঙ্গম সর্ব্বভূতেই আপ-
 নার সমান দৃষ্টি ; আপনি শত্রু মিত্রকে সমান চক্ষে দর্শন
 করেন । যথাবিধানে ব্যবস্থা করিয়া আপনি ধর্ম্মার্জুসারে প্রজা-
 পালন করিতেছেন । রাজব ! আপনি যাহার প্রতি ক্রুদ্ধ হন,
 মৃত্যু তাহার প্রতি দাবিত্ত হয় । এই জন্যই আপনাকে অতি
 বিক্রমসম্পন্ন যম বলা যায় । হে নৃপসন্তম ! আপনি আমা-
 দিগের সর্ব্বভূতের প্রতি ক্ষমাকারী দয়াবান্ রাজা , এই
 আপনার মানুষ অংশ । রাজাই দুর্ব্বল অনাথের বল ; এবং
 রাজাই অন্ধের চক্ষু ও অগতির গতি । আপনিও আমাদিগের
 রাজা ; অতএব হে ধর্ম্মাজ্ঞান্ ! আপনি আমার আবেদন
 শ্রবণ করুন । রাজন্ ! এই গৃধ্র আমার আবাস মধ্যে প্রবেশ

করিয়া আমার প্রতি উপজব করিতেছে। হে নরপুত্রব! মনুষ্যদিগের আপনিই দেবতা, এবং আপনিই শাসনকর্তা।

এই কথা শুনিয়া রামচন্দ্র স্বয়ং মন্ত্ৰিদিগকে আহ্বান করিলেন। দ্রুষ্টি, জয়ন্ত, বিজয়, গিজার্ঘ, রাষ্ট্রবর্জ্জন, অশোক, ধর্ম্য-পাল ও মহাবল স্ত্রমজ্ঞ, রাজ্য দশরথের ও রাঘবের এই সমস্ত অমাত্যগণ নীতিকুশল, মহাজ্ঞা, সর্গশাস্ত্রবিশারদ, দীমান, কুলীন, এবং নীতি ও মন্ত্রণায় সুপণ্ডিত। ধর্ম্মাত্মা রাঘব এই সকল মন্ত্ৰীকে আহ্বান করিয়া বিমানারোহণে বিবাদস্থলে গমন করিলেন; এবং পুষ্পক হইতে অবতরণ পূর্বক বিবাদনস্থলে গুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলেন, গুপ্ত! তুমি কত বৎসর এই বাস-স্থান নির্মাণ করিয়াছ? যদি স্মরণ থাকে ত আমাকে বল।

গুপ্ত এই কথা শ্রবণ করিয়া রাঘবকে কহিল, রামচন্দ্র! যে সময় মনুষ্য উৎপন্ন হইয়া পৃথিবী পরিব্রাজ্য করে, সেই অবধি আমি এই গৃহে বাস করিতেছি। উলূকও রাঘবকে কহিল, রাজন্! পৃথিবী যখন প্রথমতঃ বৃক্ষ দ্বারা উপশোভিত হয়, সেই অবধি আমি এই গৃহে বাস করিতেছি।

এই কথা শ্রবণে রাঘব সভাসদদিগকে কহিলেন, যে সভায় বুদ্ধ নাই, সে সভা, সভাই নহে। যে সকল বুদ্ধ ধর্ম্মকথা না কহেন, তাঁহারা বুদ্ধই নহেন। যে ধর্ম্মে সভা কপটের অনুবন্ধী, সে সভা সভাই নহে! যে সকল সভা জানিয়াও চিত্তার ভাণ করেন, যথাকালে জ্ঞাতবিষয়ে কোন উত্তরই করেন না, তাঁহারা মিথ্যাবাদী। কাম, ক্রোধ কি ভয়নিবন্ধন যিনি জানিয়াও প্রশ্নের উত্তর না করেন, তিনি আপনি সহস্র সহস্র বাক্যপাশ দ্বারা আপনাকে বদ্ধ করিয়া থাকেন; এক এক বৎসর পূর্ণ হইলে, এক একটি পাশ উন্মুক্ত হয়। অতএব জানিলে অবশ্যই সাহস পূর্বক সত্য কথা কহিবে।

এই কথা শ্রবণ করিয়া মন্ত্ৰীগণ রামচন্দ্রকে কহিলেন, হে রাজন্! হে মহামতে! উলূকই সভা কথা কহিতেছে; গুপ্ত

সত্য কহিতেছে না । হে মহারাজ ! এ বিষয়ে আপনিই প্রমাণ ; রাজাই পরম গতি ; রাজাই প্রজাবর্গের মূল ও রাজাই সনাতন ধর্ম । যাহাদিগের রাজা শাসনকর্তা আছেন, তাহাদিগকে দুর্গতি প্রাপ্ত হইতে হয় না । প্রত্যুত তাহারা যমের ভয় হইতে মুক্তি পাইয়া, সদগতি লাভ করে ।

মন্দ্রীদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র কহিলেন, পুরাণে যাহা কথিত হইয়াছে, বলিতেছি, শ্রবণ কর । পূর্বে চন্দ্রার্ক ও নক্ষত্রগণ সহকৃত আকাশ ; পর্কিত সজ্জিত পৃথিবী এবং মচরাচয় ত্রৈলোক্য সমস্ত সলিলার্ণবে নিমগ্ন ছিল । তখন একমাত্র নারায়ণ দ্বিতীয় সুমেরুর ন্যায় অবস্থিত ছিলেন । ব্রহ্মা লক্ষ্মীর সহিত নারায়ণের জঠরমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন । ভূত-ভাবন মহাতেজা নারায়ণ সৃষ্টিসংহার পূর্বক অর্ণবমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া বহু বৎসর নিদ্রিত ছিলেন ।

সৃষ্টিসংহার পূর্বক বিষ্ণু নিদ্রিত হইলেন, দেখিয়া মহাযোগী ব্রহ্মা তাঁহার জঠর মধ্যে প্রবেশ করিলেন । অনন্তর যখন বিষ্ণুর নাভিস্থল হইতে সুবর্ণবিভূষিত পদ্ম উৎপন্ন হইল, তখন মহাপ্রভু ব্রহ্মা পৃথিবী, বায়ু, পর্কিত, রক্ষ, এবং মনুষ্য ও সরীসৃপ, প্রভৃতি জরায়ুজ ও অণুজ প্রজাবর্গ সৃষ্টি করিবার নিমিত্ত মহাযোগী মহাতপা হইয়া, ঐ পদ্ম হারা বহির্গত হইলেন ।

অনন্তর নারায়ণের কর্ণমূল হইতে মধু ও কৈটভ নামে দুই মহাবীৰ্য্যশালী ঘোররূপী সুদুর্দ্ধর্ষ দানব উৎপন্ন হইল । এবং প্রজাপতিকে দেখিয়াই তাহারা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার প্রতি মহাবেগে ধাবিত হইল । তদর্শনে অয়স্ত্র এক অতি বিকট চীৎকার করিলেন । ঐ চীৎকার হইবামাত্র নারায়ণের সহিত মধুকৈটভের যুদ্ধ আরম্ভ হইল । অনন্তর নারায়ণ চক্রপ্রহার দ্বারা মধুকৈটভকে বিনাশ করিলেন । তাহাদিগের বসায় সমস্ত পৃথিবী সূক্ষ্ম পরিপ্লাবিত হইল । লোকধারী হরি তাহার পর পৃথিবীকে

পুনর্বার পবিত্রিত এবং পরিভ্রম হইলে পর, তিনি উহাকে রক্ষণে পরিব্যাণ্ড করিলেন। ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ঔষধি উৎপন্ন হইল। ধরণী মেদোগন্ধে ব্যাণ্ড হইয়া মেদিনী নাম প্রাপ্ত হইলেন।

মজ্জিগণ! এইজন্যই আমার বিবেচনা হয়, এই গৃহ গৃধ্রের নহে, ইহা উলূকেরই গৃহ। অতএব এই পাপী গৃধ্রের দণ্ড করা বিদেয়; এই দুর্ভিক্ষীত পাপাত্মা আবাসস্থানে অপহরণ করিয়া অন্যের উপর অত্যাচার উৎপীড়ন করিতেছে।

রামচন্দ্র এই কথা কহিলে, আকাশ হইতে দৈববাণী প্রকৃত বৃত্তান্ত বিজ্ঞাপন পূর্বক কহিল, রাম! তুমি গৃধ্রকে বধ করিও না; এ ইতিপূর্বেই ভগোবল দ্বারা দণ্ড হইয়াছে। হে নরেশ্বর! এই গৃধ্র ব্রহ্মদত্তনামক শূর, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বিজয়চাঁর নরপতি ছিল। কালগৌতমের অভিসম্পাতে দণ্ড হইয়াছে।

একদা কালগৌতম নামক ব্রাহ্মণ রাজা ব্রহ্মদত্তের গৃহে আগমন করিয়া, কহিলেন, রাজন্! আমাকে আগার দান করিতে হইবে। আমি কিছুদক্ষিণ এক শত বর্ষকাল আপনার গৃহে আহার করিব। তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত স্বগন্তে পাদ্য অর্চনাদান পূর্বক সেই মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণের আহারের উদ্যোগ করিয়াছিলেন। আহারের সজ্জিত ক্রমে মাংস মিশ্রিত হইয়াছিল। তখনই ক্রুদ্ধ হইয়া মুনি রাজাকে অভিসম্পাত করিলেন। কহিলেন, রাজন্! তুমি গৃধ্র হও। রাজা কহিলেন, হে মহাব্রত! এরূপ অভিসম্পাত করিবেন না; প্রসন্ন হউন। আমি না জানিয়া এই অপরাধ করিয়াছি। হে অনঘ! হে মহাভাগ! যাগতে শাপের আশ্রয় হয়, করুন।

তখন রাজা অজ্ঞানবশতঃ অপরাধ করিয়াছেন, জানিতে পারিয়া, মুনি কহিলেন, রাজন্! ঈক্ষাকুবংশে রাজীবলোচন মহাভাগ মহাযশা রাম জন্ম গ্রহণ করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! সেই রাম ভোগাকে স্পর্শ করিলেই তুমি শাপ হইতে মুক্ত হইবে।

এইরূপ দৈববাণী শ্রবণ করিয়া রাম রাজা বৃদ্ধদত্তকে স্পর্শ করিলেন। অমনি রাজা বৃদ্ধদত্ত গৃধরূপ পরিভ্যাগ পূর্বক দিব্যমূর্তি দিব্যগন্ধানুলিঙ্গ পুরুষবিগ্রহ পরিগ্রহ করিয়া রামচন্দ্রকে কহিলেন, সাধু, রাজব। সাধু। হে ধর্মজ্ঞ! হে বিভো! আপনার অনুগ্রহে আমি ঘোর নরক হইতে মুক্ত পাইলাম। আপনি আমার শাপের অন্ত করিলেন।

ত্রিসপ্ততিতম সর্গ।

রাম লক্ষণ পূর্বোক্ত প্রকারে ধর্ম্মালাপ করত ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে নাতিশীতোষ্ণা বসন্ত-নিশা উপস্থিত হইল। অনন্তর বিমল নিশা প্রভাতে পূর্বাঙ্কুর সমাপন করিয়া পৌরকার্য্যবিৎ ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র প্রজাদিগকে দর্শনদিবার জন্য রাজ সভায় গমন করিলেন।

অনন্তর সুমঙ্গ আসিয়া রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন, রাজন্! কতকগুলি মহর্ষি দ্বারদেশে অপেক্ষা করিতেছেন। হে নরব্যাখ্র! হে মহারাজ! ভার্গব ও চ্যবন প্রভৃতি যমুনা-তীরবাসী মহর্ষিগণ সারগ্রহ চিত্তে উপস্থিত হইয়া আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য, সত্বর হইয়া আমাদিগকে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন।

সুমঙ্গের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মবিৎ রামচন্দ্র কহিলেন, মহাভাগ ভার্গব প্রভৃতি মহর্ষিদিগকে সত্বর লইয়া আইস।

অনন্তর দ্বারপাল মন্তকে অঞ্জলি বিরচন করিয়া রাজার অজ্ঞা প্রতিপালন পূর্বক সুতর্দ্রিষ তাপসদিগকে লইয়া আসিল। স্বভেজে প্রদীপ্যমান শিতাধিক মহাত্মা তপস্বী রাজভবন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। তাঁহারা সর্গভীর্ষাসুশোষিত পূর্ণকুন্ত, এবং ফলমূল রামচন্দ্রকে উপহার প্রদান করিলেন। মহাভাজ রামচন্দ্র ভীর্ষোদক, এবং বিবিধ ফলমূল গ্রহণ করিয়া অতীব সন্তুষ্ট

হইলেন । এবং ভাপসদিগকে কহিলেন, মুখ্য আগম সমস্ত প্রাপ্ত, আপনারা বধাবধানুসারে উপবেশন করুন ।

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহর্ষিগণ সকলেই রুচিরাখ্যা-সম্পন্ন ক'ঞ্চনময় রুমী ভাগনে উপবেশন করিলেন । ঋষিগণ উপবেশন করিলেন দেখিয়া পরপুনঃ পুনঃ রামচন্দ্র বিনীত ভাবে রুতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, আপনাদিগের আগমনের প্রয়োজন কি ? প্রযত্নসহকারে আমায় আপনাদিগের কোন কার্য সাধন করিতে হইবে ? মহর্ষিগণ আমাকে স্বচ্ছন্দে আজ্ঞা করিতে পারেন ; আমি ভাঁচাদিগের সকল কার্যই করিয়া থাকি । আমি আপনাদিগের নিকট সত্য করিয়া বলিতেছি, আমার এই রাজ্য ও হৃদিস্থিত জীবন সমস্তই ব্রাহ্মণের নিমিত্ত ।

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণান্তর যমুনাভীরবাগী উগ্র-তপস্বী ঋষিদিগের মধ্যে মহান্ সাধুবাদ শব্দ সমুখিত হইল । মহাত্মা মহর্ষিগণ অতীবহর্ষাবিষ্ট হইয়া কহিলেন, হে নরশ্রেষ্ঠ ! ঈদৃশ বাক্য আপনার নিকটেই প্রত্যাশা করা যথ্য ; অন্য কাহাতেও এরূপ বাক্য সঙ্গত হইয়া না । রাজন ! অনেক মহাবল পরাক্রান্ত মণীপতি হইয়াগিয়াছেন ; কিন্তু কার্যের গুরুত্ব আশঙ্কায় কেহই কখনও অগ্রে প্রতিজ্ঞা করিতে পারেন নাই । আপনি কি কৰ্ত্তব্য কার্য না জানিয়া, ব্রাহ্মণশ্রদ্ধা নিবন্ধন অগ্রেই প্রতিজ্ঞা করিলেন । পরে যে আপনি কার্য সাধন করিবেন, তাহাতে সন্দেহই নাই । আপনি ঋষিদিগকে মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করুন ।

চতুঃসংস্কৃতিতম সর্গ ।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র কহিলেন, ঋষিগণ ! আপনাদিগের কার্য কি, বলুন, এখনই আপনাদিগের ভয় দূর হইবে ।

কাকুৎস্থ এই কথা কহিলে, ভার্গব কহিলেন, হেনরেশ্বর !
আমাদিগের অঞ্চলে যে মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে, তাহার
কারণ বলিতেছি, শ্রবণ করুন। রাজন্ ! সত্যযুগে লোনার
জ্যেষ্ঠ পুত্র দিত্তিজনবংশোৎপন্ন সুমহামতি মধু নামে এক মহা-
সুর ছিল। মধু ব্রাহ্মণের চিত্তৈশ্বরী, শরণাগতপ্রাপ্তিপালক,
বুদ্ধিমান। এবং পরমোদারচেতা দেবতাদিগের পরম প্রিয়
ছিল। মহাবীর্যশালী মধুর দম্ভে অবচলিত আত্মা দর্শনে
ভগবান রুদ্র অতীব সমাদর পূর্বক মধুকে অসাদারণ বর প্রদান
করিয়াছিলেন। মহাস্বা রুদ্রদেব প্রসন্ন হইয়া স্বকীয় শূলের
শক্তিভাগ আকর্ষণ পূর্বক এক মহাবীর্যসম্পন্ন মহাপ্রভ শূল
নির্ম্মাণ করিয়া মধুকে দান করিয়াছিলেন, এবং কহিয়াছিলেন,
তুমি অনুপম দম্ভ আচরণ করিয়া আমার ভূষ্টি সাধন করিয়াছ।
অতএব আমি পরমপরিভূষ্ট হইয়া তোমাকে এই মহাশূল প্রদান
করিতেছি। ও মহাসুর ! তুমি যত দিন দেবতা ও ব্রাহ্মণকে
আক্রমণ না করিবে, ততদিন এই শূল তোমার নিকট থাকিবে।
অনাথা অন্তর্ধান হইবে। যে ব্যক্তি চঃসাহসিক হইয়া তোমার
গতিত যুদ্ধ করিতে আসিবে, এই শূল তাহাকে ভস্মসাৎ করিয়া
পুনর্দার তোমার হস্তে প্রত্যাগমন করিবে।

মহাদেব রুদ্রের নিকট এইরূপ বর প্রাপ্ত হইয়া মহাসুর মধু
পুনর্দার প্রাপ্তি পূর্বক তাঁহাকে কহিল, ভগবন্ ! আপনি
মর্কদেবতার অধীশ্বর। দেব ! আজ্ঞা করুন, যেন এই মহা-
শূল আমার পুত্রপৌত্রাদিরও বশীভূত থাকে। এই কথা কহিলে,
ভূতপতি মহাদেব কহিলেন, তাহা হইতে পারে না। তথাপি
তোমার প্রার্থনা বিফল না হয়, এই জন্য আমি তোমার প্রতি
এই অনুগ্রহ করিতেছি যে, এই শূল তোমার এক পুত্রের বশী-
ভূত থাকিবে। এই শূল যতক্ষণ তোমার পুত্রের হস্তে থাকিবে,
ততক্ষণ কোন প্রাণীই তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে না।

রামচন্দ্র ! অসুরশ্রেষ্ঠ মধু মহাদেবের নিকট এইরূপ অন্তুত

বর লাভ করিয়া অবশেষে এক সুমহানগরী নির্মাণ করাইল।
অন্যার গর্ভে বিশ্বাসস্বর যে কুস্তীনগী নামে কন্যা ছিল, সেই
মহাপ্রভা মহাভাগা কুস্তীনগী মধুর প্রিয়া পত্নী হইয়াছিল।
তাহারই গর্ভজাত পুত্র মহানীৰ্য্য দারুণস্বভাব লবণ। লবণ
বাল্যকাল হইতেই দুষ্টাশ্রা ও পাপাচারী। পুত্রকে তাদৃশ দুষ্টাশ্রা
দর্শন করিয়া মধু ক্রোধপূর্ণ ও দুঃখিত হইল; কিন্তু পুত্রকে কোন
কথাই কহিল না। অবশেষে মধু পুত্র লবণকে শূল প্রদান পূর্বক
বররত্নান্ত সমস্ত উল্লেখ করিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করত
বরুণালয়ে প্রবেশ করিল।

রাম! লবণ সেই শূলের মাহাত্ম্য ও নিজ দুষ্ট স্বভাবনিবন্ধন
এক্ষণে ত্রিলোক, বিশেষতঃ তাপসদিগকে সন্তোষিত করিতেছে।
রাম! লক্ষ্মণের এইরূপ প্রভাব এবং সেই শূল এইপ্রকার। রাম!
তুমি সমস্তই শ্রবণ করিলে; এক্ষণে যাহা কর্তব্য হয় কর।
তুমিই আমাদের পরম গতি। রাম! ঋষিগণ ভয়ে কাতর
হইয়া ইতিপূর্বে অনেক রাজার নিকট অভয় যাচঞা করিয়া-
ছেন। কিন্তু কেহই তাঁহাদিগকে পরিত্রাণ করিতে পারেন
নাই। তাত! এক্ষণে তুমি লবণকে বল বাহনের মুহূর্ত্ত
সংহার করিয়াছ শুনিয়া আমরা স্থির করিয়াছি, তুমি ভিন্ন
আমাদিগকে কত্ৰা অন্য কোন রাজাই নাই। অতএব
আমাদিগকে তুমি আমাদের পরিত্রাণ কর; আমরা
লবণের ভয়ে নিপীড়িত হইয়াছি।

রাম! যে কারণে আমরা ভীত হইয়াছি, তোমাকে বলি-
লাম; তুমিই আমাদের ভয় নিবারণ করিতে পারিবে।
অতএব হে অশীনবীৰ্য্য! এক্ষণে যাহা ইচ্ছা হয় কর।

পঞ্চমস্তম্ভিতম সর্গ ।

ঋষিগণ এইরূপ কহিলে, রাম কৃতাজ্জলিপুটে পুনর্বার কহিলেন, লবণ কিরূপ আহার করে ? কোথায় বাস করে ? এবং তাহার আচার কিরূপ ?

রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ঋষিগণ সকলেই লবণের আহারাদি উল্লেখ করিলেন । কহিলেন, লবণ সর্ব প্রাণীই আহার করে ; বিশেষতঃ তাপসেরা তাহার প্রধান আচার । তাহার আচার অত্যন্ত প্রচণ্ড । সে নিয়ত মধুবনে বাস করে । আবহমান কাল প্রতিদিন সে নহু সহস্র সিংহ, ব্যাঘ্র, মৃগ, পক্ষী ও মানুষ সংহার করিয়া আহার করে । প্রায় কাল উপস্থিত হইলে, ব্যাদিত্যস্য অন্তকের ন্যায় পূর্বোক্ত ভিন্ন অন্যান্য অনেক প্রাণীও সে ভক্ষণ করিয়া থাকে । এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম মহর্ষিদিগকে কহিলেন, আমি সেই রক্ষকে বিনাশ করিব ; আপনারা ভয় পরিত্যাগ করুন ।

উগ্রভেদ্য ঋষিদিগের নিকট এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া রাগচন্দ্র ভ্রাতৃদিগকে কহিলেন, কোন প্রাণকে বিনাশ করিবেন ? এক্ষণে আমরাদিগের মদ্যে পীড়িত, কাহার অংশে পতিত হইবে ? মহাবাহু ভরত বা ভীষ্মের অংশে পতিত হওয়াই উচিত হইতেছে ।

রাঘব এই কথা কহিলে, ভরত কহিলেন, আমি এই লবণকে বিনাশ করিব ; এই কাৰ্য্য আমার অংশেই পতিত হউক ।

ভরতের ধৈর্য্য ও শৌর্য্যগগনিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণের কনিষ্ঠ শত্রু রত্ন সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্বক উত্থিত হইলেন এবং প্রাণতিপূর্বক রাজাকে কহিলেন, আমরাদিগের মহাবাহু মধ্যম সহোদর মহৎ কর্তব্য কার্য্য সাধন করিয়াছেন । আর্য্য যখন এই অবোধা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, তৎকালে ইনি এই অবোধা নগরী রক্ষা করিয়াছেন । আর্য্যের প্রত্যাগমন

পৰ্বাণ্ড এই মহাবাহু গুরুতর শোক দুঃখ ভোগ করিয়াছেন। মহাযশা নন্দিগ্রামে ফলমূলহরী, জটাচীরধারী ও কষ্টকর ডু-শয্যাশায়ী হইয়া বহুকষ্টে ভোগ করিয়াছেন। রাজন্! ইনি যখন ঈদৃশ কষ্টভোগ করিয়াছেন এবং আমি যখন ইহার কিংকর রহিয়াছি, তখন ইহার আর দুঃখ পাওয়া উচিত হয় না।

শক্রঘ্ন এই কথা কহিলে রাঘব পুনর্বার কহিলেন, কাকুৎস্থ! তুমি যাহা বলিতেছ, তাহাই হউক। তুমি আমার আজ্ঞা পালন কর। আমি তোমাকে মধুর রাজ্য ও মধুর নগরে অভিষেক করিব। অথবা যদি তুমি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে ভরতকেই অভিষেক করিব। শক্রঘ্ন! তুমি শূর ও ক্রতুবিদ্য। নূতন নগরী স্থাপন করিতে তোমার বিলক্ষণ সামর্থ্য আছে। যমুনার তীরে নগর এবং সুন্দর জনপদ সকল স্থাপন ও রাজধানীতে রাজভবন নিৰ্ম্মাণ করাইয়া যে সম্রাট তাহাতে রাজ্য স্থাপন না করেন, তাঁহা কাকুৎস্থ হইতে হয়। অতএব, শক্রঘ্ন! তুমি পাপাত্মা মধুর নগর কর। এবং যদি আমার বাক্যে তোমার ইচ্ছা হয়, তবে ঐ রাজ্যে দম্পত্যসারে থাক। আমি যাহা বলিলাম, এ বিষয়ে কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠের আজ্ঞা অবশ্য মান্য। তাহাতে আর সন্দেহ নাই। হে কাকুৎস্থ! তুমি তোমাকে যে রাজ্য প্রদান করিতেছি, তুমি তাহা গ্রহণ করি। বিশিষ্ট প্রভূতি নিপ্রাণগণ তোমাকে অভিষেক করিবেন।

যট্ণগুণ্ডিতম সর্গ।

দীর্ঘাবান শক্রঘ্ন নামের এই কথা শ্রবণ পূর্বক লজ্জিত হইয়া মুহূৰ্ত্তে কহিলেন, হে কাকুৎস্থনন্দন নরেশ্বর! প্রস্তাবিত বিষয়

আমার ধর্মসম্বন্ধ বোধ হইতেছে না । জ্যেষ্ঠগণ বর্তমান থাকিতে কনিষ্ঠ কিংশুকারে রাজ্যে অভিষিক্ত হইতে পারে ? অথচ আপনার আজ্ঞা আমায় অবশ্যই পালন করিতে হইবে । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হে মহাভাগ ! আপনার আদেশ লঙ্ঘন করা আমার অসাধ্য । এই উভয় ধর্ম আমি আপনার মুখে শ্রবণ করিয়াছি ; স্মৃতিশাস্ত্রেও পাঠ করিয়াছি । মধ্যম জাতী বলিয়াছিলেন, আমি লবণকে বিনাশ করিব, কিন্তু আমি তাঁহার বাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া বলিয়াছি, আমি তাহাকে বধ করিব ; ইগাংগেই ত আমার পাপ করা হইয়াছে ; সেই পাপের ফল স্বরূপেই আমাকে জ্যেষ্ঠ সত্ত্বেও অভিষিক্ত হইতে হইতেছে । আমার জ্যেষ্ঠের বাক্যের উত্তর করা কনিষ্ঠের অবিদেয়, অথচ আপনি আমাকে যেরূপ আজ্ঞা করিতেছেন, তাহা ধর্মবিরুদ্ধ ও পরকালনাশক । তথাপি, হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! আমি আপনার বাক্যের উত্তর করিয়া আর দ্বিতীয় অপরাধ করিব না । আর যেন দ্বিতীয় অপরাধ নিবন্ধন আমাকে দণ্ডভোগ করিতে না হয় । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! হে রাজন্ ! যাগ ইচ্ছা করিবেন, আমি তাহাই সম্পাদন করি । আমি অভিষেক স্বীকার করিলে, বাহাতে আমার বটে, আপনি তাহা করুন ।

মহাস্বা মহাবীর শত্রুপুত্র এই কথা কহিয়া রাজ্যে প্রত্যাবর্তিত হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, বিশেষ গুরুত্বক অভিষেকের সমস্ত আয়োজন কর ; আমি অদ্য পুরুষব্যাজ শত্রুপুত্রকে অভিষেক করিব । লক্ষ্মণ ! আমার আদেশক্রমে পুরোহিত, নাগরিকবর্গ, ঋষিকগণ, ও মন্ত্রীদিগকে আনয়ন কর ।

রাজার আদেশ শ্রবণ করিয়া মহারথ লক্ষ্মণ তদনুযায়ী সমস্তই সম্পাদন করিলেন । অনন্তর ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণগণ অভিষেকসামগ্রী লইয়া পুরোহিতসমভিব্যাহারে রাজভবনে প্রবিষ্ট

হইলেন । তখন মহা সমারোহে মহাক্ষা শক্রব্রহ্মের অভিষেক আরম্ভ হইল । তাহাতে পুরবাসীজন এবং রাঘব অতীব আনন্দিত হইলেন । শক্রব্রহ্ম অভিষিক্ত হইয়া আদিত্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ! পূর্বে ইন্দ্রাদি দেবগণ কতৃক অভিষিক্ত হইয়া কার্তিকের যেরূপ শোভা হইয়াছিল, তাঁহারও সেইরূপ শোভা হইল ।

অক্লিষ্টকর্ম্ম রামচন্দ্র শক্রব্রহ্মকে অভিষেক করিলে পর, পৌর-জন, এবং বিবিধশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণও সকলেই অতীব আনন্দিত হইলেন । কৌশল্যা, সুমিত্রা, কৈকেয়ী ও রাজাস্তঃপুরবাসিনী অন্যান্য কামিনীগণ বিবিধ মঙ্গলাচরণ করিতে লাগিলেন । শক্রব্রহ্মের অভিষেক হওয়াতে, যমুনাভীরনিবাসী সমাগত মহাক্ষা মহর্ষিরন্দ্রও মনে করিলেন, যেন লবণ নিহত হইয়াছে ।

অনন্তর রামচন্দ্র অভিষিক্ত শক্রব্রহ্মকে কোড়ে লইয়া তাঁহার তেজোবর্দ্ধন পূরক মধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, সৌম্য ! আমি তোমাকে পরপ্রবিদারণসমর্থ অব্যর্থ শত্রুদান করিলাম ; রঘুনন্দন ! তুমি দ্বারা লবণকে সংহার করিতে সমর্থ হইবে । কালক্রমে যজ্ঞস্থানারায়ণ যৎকালে সুরাসুর ও সর্প প্রাণিগণের মধ্যে শয়ন কবেন, তৎকালে তিনি হেঁচকি দ্বারা তুমি দ্বারা মধুকৈটভের বিনাশের নিমিত্ত হেঁচকি দিয়া করিয়াছিলেন । এবং লোকসৃষ্টি করিতে আদিষ্ট হইয়া এই বাণ দ্বারা ভাগদিগকে বিনাশ করত নিকটকে টান করিয়াছিলেন । আমি রামকে বিনাশার্থ এই বাণ পরিত্যাগ করি নাই ; তাহা হইলে সৃষ্টির মহাক্রয় হইত ।

শক্রব্রহ্ম লবণের নিকট যে শত্রুবিনাশার্থ মহাক্ষা ত্রিলোচনপ্রদত্ত অনুত্তম মহাশূল আছে, লবণ পুনঃ পুনঃ পূজা করত সেই শূল গৃহে রাখিয়া আহারার্থ বহির্গমন পূরক দশ দিক্ ভ্রমণ করে । যখন কেহ যুদ্ধার্থী হইয়া তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তখন সে ঐ শূল

আনিয়া উদ্ধারা শত্রুকে ভয়গাৎ করে । অতএব পুরুষব্যাজ ! সে পুরমধ্যে থাকিষ্টে হইবার পূর্বে তুমি তাহার দ্বারাবরোধপূর্ব্বক অবস্থিতি করিবে । হে মহাবাহো ! সেই অগ্নিবিহীন অবস্থায় তুমি তাহাকে যুদ্ধার্থ আহ্বান করিবে, তাহা হইলেই তুমি তাহাকে বিনাশ করিতে পারিবে । অন্যথা, সে কিছুতেই বধ্য হইবে না । যদি এই রূপ ক্রিতে পার, তাহা হইলে সে অবশ্যই বিনষ্ট হইবে ।

বৎস ! যেরূপে শূল পরিহার করা যাইবে, তাহা তোমাকে এই কহিলাম । শ্রীমান্ শিতিকর্ণের মাহাত্ম্য অতিক্রম করা দুঃসাধ্য ।

সপ্তসপ্ততম সর্গ ।

রাজচন্দ্র শত্রুকে এইরূপ বলিয়া ও পুনঃ পুনঃ তাহার প্রাশংসা করিয়া পশ্চাৎ কহিলেন, হে পুরুষবর্ষভ ! চতুঃসহস্র অশ্ব, দ্বিসহস্র গজ, এক শত সূজাত হস্তী এবং বিবিধ পণ্য দ্রব্যো উপশোভিত আপগশ্রেণী সকল ও নটনর্তকগণ তোমার অনুগমন করুক । শত্রু ! তুমি নিযুক্ত সুবর্ণ ও পীপ্য মুদ্রা লইয়া আবশ্যিক মত ধন ও বাহনসম্পন্ন হইয়, বীর ! সৈন্যগণ যাহাতে পর্য্যাপ্ত ভোজনাদি থাকি হইয়া তোমার প্রতি বিরক্ত না হয়, তুমি তাহা করিবে । যাহারাও তাহাদিগের মনরঞ্জন করিবে । কারণ তুমি যখন শত্রুসঙ্কটে অবস্থিতি করে, তখন তাহাদিগের নিজের ধন, বা স্ত্রী পুত্র কি বন্ধু সঙ্গে থাকে না ; অতএব ধন ও অধিনেতার স্নেহ প্রাপ্ত হইলেই তাহারা ঐ অবস্থায় তুষ্ট হইয়া অবস্থিতি করে ।

শত্রু ! সপ্তজনসমাকীর্ণ সুমহৎ সৈন্য অগ্রে প্রেরণ করিয়া তুমি পশ্চাৎ মধুবনে যাত্রা কর । তুমি যে যুদ্ধ করিবার জন্য গমন করিতেছ, মধুর পুত্র লবণ যাহাতে তাহা জানিতে না পারে তুমি এই রূপে নিঃশঙ্কচিত্তে গমন করিবে । হে পুরুষশ্রেষ্ঠ !

আমি তোমায় যে উপায় বলিয়া দিয়াছি, তদ্বিত্ত অন্য কোন
 প্রকারেই তাহার মৃত্যু হইবে না। পূৰ্ণ হইতে দেখিতে পাইলে,
 লবণ যে কোন শত্রুকেই বিনাশ করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ
 নাই। বৰ্ত্তমান ঐশ্বক্যকাল অতীত হইয়া যখন বর্ষা উপস্থিত
 হইবে, তুমি সেই সময় তাহাকে বিনাশ করিবে; উহাই ঐ দুৰ্ম্ম-
 তির বিনাশের উপযুক্ত কাল; কারণ বর্ষায় কেহ যুদ্ধ করিতে
 যাইবে না। ভাবিয়া সে ঐ সময় শূল পরিত্যাগ পূৰ্ণক নিঃশঙ্ক-
 চিত্তে ভ্রমণ করিয়া থাকে। এক্ষণে কেবল সৈন্যগণ এই মহা-
 দিগকে অগ্রে করিয়া যাত্রা করুক; এখনও ঐশ্ব কাল
 অবশিষ্ট আছে, এই সময় তাহারা অক্লেশে গঙ্গা পার হইতে
 পারিবে। পশ্চাৎ তুমি গঙ্গার পরপারেই সৈন্যস্থাপন করিয়া
 ধনুর্যাত্র সহায়ে একাকী গঙ্গর গমন করিবে।

নামের এই কথা শুনিয়া শক্রবর্ত্ত্য বলসম্পন্ন প্রধান প্রধান
 যোদ্ধাদিগকে আহ্বান করিয়া কঠিলেন, তোমরা যাত্রা কর;
 তোমাদিগের যে যে অস্ত্র আছে, সেই সেই আবা-
 সেই বাস করিলে ইংপাত করিবে না।

মহামৈত্র
শক্র
স্বর
ও ভর
হইলেন।
শক্র
শক্র
শক্র

পাপন করিয়া মহাবল
এবং করিলেন। তদন-
অনন্ত মন্তকে রাম, লক্ষ্মণ
ভক্তিভবে পুরোহিতচরণে প্রণত
র অনুমতি লইয়া মহাবল শক্রতাপন
করিয়া বহির্গত হইলেন।

এইরূপে সুজাতগঞ্জবাসীগণকুল মহাশয়ন্য অগ্রে ধারণ করিয়া
 রঘুবংশবিবৰ্দ্ধন শত্ৰুঘ্ন অবশেষে রাজা রামচন্দ্রের নিকট হইতে
 বিদায় হইলেন । সকলেই তাহার যথাযথ সমাদর ও অভিনন্দ-
 নাদি করিলেন ।

অষ্টমস্কন্ধতম সর্গ ।

সৈন্যদিগকে ধোরণ করিয়া শত্রুয় একমাগ অযোধ্যায় অবস্থিত করত পশ্চাৎ একাকী যাত্রা করিলেন । মধ্যে পথে দুই রাত্রি যাপন করিয়া তিনি বায়্মীকির অভ্যন্তর পুণ্যশ্রমে উপস্থিত হইলেন । এৱং মহাত্মা মুনিসত্তম বায়্মীকিকে প্রণাম করিয়া কুতাজ্জলিপুটে কবিলেন, ভগবন্ ! আমি অদ্য এই স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা করি, প্রভু রামচন্দ্রের কার্যোপলক্ষে আমি এই স্থানে উপস্থিত হইয়াছি । কলা প্রভাতে আমি ভয়াক্রান্ত পশিষ্য দিকে যাত্রা করিব ।

মহাত্মা শত্রুয়ের বাক্য শ্রবণ পূসক মুনিশ্রেষ্ঠ বায়্মীকি উত্তর করিলেন, হে মহামশাস্বিন্ ! স্বচ্ছন্দে আগমন কর, সৌম্য ! এই আশ্রম রঘুবংশীয়দিগের নিজেরই আশ্রম । ভূমি িশেকচিত্তে আসন, পাদ্য ও ভোজ্য গ্রহণ কর । তখন শত্রুয় পাদ্যাদি প্রতিগ্রহ পূর্বক ফল মূলাদিভক্ষণ করিয়া পরম পরিতৃপ্ত হইলেন । এবং ভোজনান্তে মংগি বায়্মীকিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মংগে ! এই পুষ্করিকে আশ্রমের সম্বন্ধে কী কথার কথা পাদি যজ্ঞচিহ্ন সকল দৃষ্ট হইতে

শত্রুয়ের প্রশ্নশ্রবণ করিয়া পূর্বে এই স্থানে যিনি যজ্ঞ করিয়াছিলেন । রাজা সৌদান ভোমাদিগের পূর্ব পুত্র । তাহার পুত্র বীর্য্যসহ, বীর্য্যসহ অতীববীর্য্যশালী ও পরম দার্শনিক ছিলেন । রাজা সৌদাস বালাকাল হইতেই যুগয়া করিতেন । এক দিন তিনি যুগয়া করিতে করিতে বনমধ্যে দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন । ইতিপূর্বে উহাদিগের কথা তিনি বারম্বার শ্রবণ করিয়াছিলেন । উহারা ব্যাক্রূপী ও ঘোরদর্শন । বহুসংখ্য যুগভক্ষণ করিত ; তথাপি পরিতৃপ্ত হইত না । রাজা সৌদাস ঐ দুই রাক্ষসকে দেখিতে পাইলেন ; এবং দেখিলেন সুবিশাল বন যুগশূন্য হইয়াছে । অতএব অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদিগের মধ্যে

এক জনকে বিনাশ করিলেন! বিনাশ করিয়া পুরুষপ্রবর
সৌদাম শাস্ত ও স্বপ্ন হইয়া নিহত রাক্ষসকে নিরীক্ষণ করিতে
লাগিলেন। তখন ঐ রাক্ষসের সহচর অভ্যস্ত বিলাপ করিতে
লাগিল; এবং রাজা সৌদামকে কহিল, পাপিষ্ঠ! তুই নিরপ-
রাধে আমার সহচরকে বিনাশ করিলি; অতএব তোকে ইহার
সমুচিত প্রতিফল প্রদান করিব। একেণা বলিয়া রাক্ষস অস্তহিত
হইল। অনন্তর কালক্রমে কুমার বীর্য্যমহ রাজা হইলেন। রাজা
সৌদাম এই আশ্রমের সন্নিকটে স্তম্ভে যজ্ঞ অশ্বমেধ করিতে
আরম্ভ করিলেন। বশিষ্ঠ যজ্ঞ করাষ্টতে লাগিলেন। অনেক
অযুত বৎসর পর্য্যন্ত যজ্ঞ হইতে থাকিল। অনুগমসমুদ্রসম্পন্ন
হওয়াতে যজ্ঞ দেবযজ্ঞের ন্যায় হইয়াছিল। অনন্তর যজ্ঞের অব-
সানসময়ে পূর্বোক্ত রাক্ষস, পূর্বকৃতশত্রুতা স্মরণ করিয়া,
বশিষ্ঠের রূপ ধারণ পূর্বক রাজা সৌদামকে কহিল, রাজন্!
আজ যজ্ঞাবসানদিবস; তুি লাবিল্য না করিয়া,
আমাকে সহর আগ্নিবসি কর।

ব্রাহ্মণরূপী ন সৌদাম নিপুণ
পাচকদিগ- র তপ্তি অগ্নে,
এস জার আজ্ঞা
এ রাক্ষস পাচক-
ন পাক করিয়া রাজাকে
প্তীসমভিব্যাহারে ঐ অগ্নি বশি-
ষ্ঠ করিলেন। আহার করিবার জন্য
নান্ন হইয়াছে জানিতে পারিয়া মহামুনি বশিষ্ঠ
অভ্যস্ত হইয়া কহিলেন, রাজন্! তুগি আমাকে যে ভক্ষ্য
প্রদান করিয়াছ, ইহাই তোমার আহার হইবে। তাহাতে আর
অন্যথা হইবে না। তচ্ছ্রবণে ক্রুদ্ধ হইয়া রাজা সৌদামও
বশিষ্ঠকে অভিসম্পাত করিবার জন্য হস্তে জলগণ্ডু গ্রহণ করি-
লেন; কিন্তু মহিষী তাঁহাকে নিবারণ করিয়া কহিলেন, রাজন্।

ভগবান্ মহর্ষি বশিষ্ঠ আমাদিগের গুরু এবং দেবভূলা পুরো-
হিত ; অতএব ইহাকে অভিসম্পাত করা আপনার উচিত হয়
না । মহিষীর বাক্য শুনিয়া মহাত্মা রাজা সৌদাস তেজোবল-
সমস্তিত্ত ঐ জগৎগুণ নিষ্ক্ষেপ করিলেন ; উহা তাঁহার পাদদ্বয়ে
পতিত হইল । ভগ্নিবন্ধন পাদদ্বয় ক্রয়বর্ণ হইয়া উঠিল । সেই
অবধি স্মমহাযশা রাজা সৌদাস কল্মাষপাদ নামেও বিখ্যাত
হইলেন ।

অনন্তর রাজা পত্নী সমভিব্যাহারে বারম্বার বশিষ্ঠের চরণে
প্রণাম করিলেন ; এবং রাক্ষস ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া যাহা
করিয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে সমস্ত নিবেদন করিলেন । রাজার
বাক্য শ্রবণ করিয়া, এবং রাক্ষসে এই অপকর্ম করিয়াছে
জ্ঞানিতে পারিয়া বশিষ্ঠ রাজাকে কহিলেন, রাজন্ ! আমি ক্রুদ্ধ
হইয়া যাহা বলিয়াছি তুমি কখনই অন্যথা হইবে না । যাহা
হউক, তোমাকে বর দান করিতেছি, দ্বাদশবর্ষান্তে তোমার শাপ
বিমোচন হইবে । এবং আমার রূপায় তোমার ঐ দ্বাদশবর্ষ
ভুক্ত অতীত দশ

• এই রূপে :

শেষে পুনর্বার

রঘুনন্দন !

তেজ, উহা সেক

শক্ররাজাধির।

মহর্ষি বায়্মীকিকে অভিষাদন করিয়া প্রবেশ
করিলেন ।

উদ্যোগীতিতম সর্গ ।

যে রাত্রি শক্রর পর্ণশালামধ্যে আশ্রয় লইলেন, সেই রাত্রি-
তে ই গীতা দুইটি পুত্র প্রসব করিলেন । অর্ধরাত্রসময়ে বালক

মুনিপুত্রগণ আসিয়া বাল্মীকিকে সীতার অশ্রুসবসময়ে প্রিয় সংবাদ প্রদান করিল। কহিল, ভগবন্! রামপত্নী দুইটি পুত্র প্রসব করিয়াছেন, আপনি তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ করুন; যাহাতে ভূত প্রেত তাহাদিগের অনিষ্ট করিতে না পারে।

তাহাদিগের বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাতেজা বাল্মীকি গমন করিলেন; এবং বালচন্দ্রপ্রতিম মহাতেজস্বী দেবপুত্রসদৃশ পুত্রদ্বয় দর্শন করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। পরে ভূত পিশাচের উপদ্রব নিবারণার্থ যথোপযুক্ত রক্ষাবিধান করিলেন।

মহর্ষি বাল্মীকি কুশ মুষ্টি ও লব (কুশের গোড়া) লইয়া বালক-হৃদয়গের রক্ষাবিধান করিলেন। তিনি রুক্মাদিগের হস্তে মন্ত্রপুত্র কুশায় প্রদান করিয়া কহিলেন, তোমরা ইহা দ্বারা জ্যেষ্ঠ বালকের গাত্র মার্জ্জন করিবে, এবং লব (কুশের অঙ্গস্তন অঙ্গ-ভাগ) প্রদান করিয়া কহিলেন, ইহা দ্বারা কনিষ্ঠের গাত্র মার্জ্জন করিবে। এতদনুসারে ইহার পর আমি জ্যেষ্ঠের নাম কুশ ও কনিষ্ঠের নাম লব রাখিব। এই নামেই ইহারা পৃথিবীতে খ্যাত হইবে।

অনন্তর রুক্মা

ন বাল্মীকির হস্ত হইতে

রক্ষাদান কুশ

রক্ষণ, বিবেক্ষণ করি-

লেন।

করিয়াছেন; রুক্মা মুনি-

ক

করিতেছেন; এবং রাম-

চন্দ্রের

করাত্র সময়ে এই সমস্ত মন্ত্র শ্রবণ

করিয়া শক্রর নিজ পর্ণশালা মধ্যে থাকিয়া মধ্যে মধ্যে মলিতে লাগিলেন, পরসমুভাগা যে আজ সীতাদেবী পুত্রদ্বয় প্রসব করিলেন। আনন্দে শ্রাবণাসিক সুদীর্ঘ বর্ষারাত্রি অতি অল্প সময় মধ্যে প্রভাত হইয়া গেল।

রাত্রি প্রভাত হইলে স্মরণানীর্ণাশালী মহাযশা শক্রর প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া কৃত্যঞ্জলিপুটে মহর্ষি বাল্মীকির নিকটে বিদায় গ্রহণ পুরুষ পশ্চিমোন্নিমুখে যাত্রা করিলেন; এবং সপ্ত-

রাত্রি যাপন করিয়া অবশেষে যমুনাতীরনিবাসী পুণ্যকৰ্ম্মা
ঋষিদিগের আশ্রমে উপনীত হইলেন। উপনীত হইয়া তিনি
তথায় বাসগ্রহণপূর্ব্বক ভার্গবাদি মুনিদিগের সহিত বিবিধ মনো-
রম কথোপকথন করিতে লাগিলেন।

মহাত্মা রঘুধারীর রাজনন্দন শত্রুঘ্ন ঐ রাত্রি তত্ৰত্য আশ্রমে
বাস করিয়া, চাবন প্রভৃতি মুনিগণের সহিত নানা কথোপকথন
করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলেন।

— —

অশীতিতম সর্গ ।

অনন্তর রাত্রি উপস্থিত হইলে, শত্রুঘ্ন ভৃগুনন্দন চাবনকে
জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্! লবণ কিরূপ বলবান্। তাহার
শূলেরই বা বল কিপ্রকার? কোন্ কোন্ ব্যক্তি পূর্ব্বে দম্বদ্বন্ধে
সমাগত হইয়া, এই শূলমুখ্যে নিহত হইয়াছে?

মহাতেজা চাবন মহাত্মা রঘুনন্দন শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া,
প্রত্যুত্তর করিলেন — এই শূলের দ্বারা অসংখ্য
কার্য্য করিয়াছে।

যে কার্য্য করে,
নামে তিন লো
বলবান্ ও বীৰ্য্য
নার আজ্ঞানুবর্ত্ত,

লেন। তিনি দেবলোকজিজ্ঞাসায় —
অয়ং দেবরাজ মহাত্মা দেবগণের সহিত সান্তিশয় শাক-
উঠিলেন। রাজা মাক্ধাতা এইপ্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়া, স্বর্গে
আরোহণ করিলেন যে, ইন্দ্রের অর্দ্ধাসন ও অর্দ্ধরাজ্য অধিকার
করিয়া, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিব এবং দেবগণ আমায় বন্দনা
করিবেন।

পাকশাসন ইন্দ্র তাঁহার এই দুরভিসন্ধি অবগত হইয়া, সান্ত্ব-

পূরী বা কো ভাঁহাকে কহিলেন, হে পুরুষৰ্ষভ ! তুমি মানুষ লোকেই প্রকৃতপক্ষে রাজা হইতে পার নাই । অতএব পৃথিবীকে বশ না করিয়া, কি রূপে দেবরাজ্য অভিলাষ করিতেছ ? হে বীর ! যদি সমগ্র ও নিখিল মেদিনীমণ্ডল তোমার বশে থাকে, তাহা হইলে, সভূতাবলবাগনে দেবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হও ।

ইন্দ্র এইপ্রকার কহিতে লাগিলে, মাক্হাতা তাহাকে কহিলেন, হে শক্র ! পৃথিবীতে কোণায় আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন হইয়াছে ?

ইন্দ্র তাঁহাকে কহিলেন, হে অনঘ ! মধুব পুরু লবণ নামে মধুবননিবাসী নিশাচর তোমার আজ্ঞানুবর্তী নহে ।

ইন্দ্রের মুখে এই ঘোর বিপ্রিয় শ্রবণ করিয়া, রাজা লঙ্কায় অদোবদন হইলেন ; কোন কথাই বলিতে পারিলেন না । অনন্তর কিঞ্চিৎ অধোমুখে ইন্দ্রকে আশীর্বাদ করিয়া, তথা হইতে প্রস্থান ও পুনরায় পৃথিবীতে আগমন করিলেন । হে অরিন্দম ! তিনি অমর্যপূর্ণ হৃদয়ে ভূত্যা, বল ও বাহনসমভিব্যাহারে মধুপুত্র লবণকে বশ করিবার জন্য সমাগত হইলেন, এবং লবণের সহিত যুদ্ধাভিলাষ করিলেন । দূত তথায় গমন করিয়া কথ্য বলিল । দত্ত এই করিল ।

হওয়াতে, রাজা মাক্হাতা ক্রোধসমন্বিত হইতে শরয়ুষ্টি করিয়া, লবণ নিশাচরকে অর্দ্ধিত করিতে লাগিলেন । লবণ উচ্চৈঃস্বরে হাস্য ও হস্তে শূল গ্রহণ করিয়া, মানুচর রাজার বধ জন্য ঐ উৎকৃষ্ট আয়ুধ মোচন করিল । তখন ঐ শূল দীপ্যমান হইয়া, রাজাকে ভূত্যা, বল ও বাহন সহিত ভস্মীকৃত করিয়া, পুনরায় লবণের হস্তে সমাগত হইল । মহাত্মা মাক্হাতা এই রূপে সবলবাহনে নিহত হইলেন । হে সৌম্য ! শূলের বল অপ্রমেয় ও অনুরম । তুমি আগামী কল্য প্রভাতে লবণকে সংহার করিবে, তাহাতে

সন্দেহ নাই । লবণ শূল লইতে না পারিলে, তোমার বিজয়
 ধ্রুব । তুমি লবণকে বধ করিলে, লোক সকলের স্বস্তিলাভ
 হইবে । হে নরর্ষভ ! এই আমি দুর্ভাগ্য লবণের ও তাহার
 শূলের অগ্রাঘেয় ঘোরবল সমস্তই কীৰ্ত্তন করিলাম । হে পার্থিব !
 লবণ মাফাতাকে যত্নসহকারে বিনাশ করিয়াছিল, সংক্ষেপে
 পারে নাই । হে মহাজ্ঞান ! তুমি আগামী কল্য প্রভাতে লবণকে
 বধ করিবে, সন্দেহ নাই । সে শূল না লইয়া আমিমার্গে নির্গত
 হইবে ! হে নরেন্দ্র ! তৎকালে তুমি নিশ্চয়ই জয় লাভ করিবে ।

— :: —

একাশীত্বতম সর্গ ।

এই রূপে তাঁহারা নির্দিষ্টজয়কামনায় কল্পেপকথনে প্রবৃত্ত
 হইলে, মহামতি শত্রুঘ্ন সেই রজনী শীঘ্রই প্রভাত হইল ।
 নির্মল প্রাতঃকাল উপস্থিত হইলে, সেই সময়ে বীর লবণ ভক্ষ্য
 সংগ্রহানুরোধে পুর হইতে বহির্গত হইল । এই অবসরে বীর
 শত্রুঘ্ন যমুনানদী প

মান হইলেন । ৭

নিশাচর লবণ বহু

অবলোকন করি

করিতেছেন । ৮

কি করিবে ? ৯

ন্যায় সহস্র সহস্র আয়ুধধারাকে ভক্ষণ কারিয়াছে । ব্যাধলাগ,
 তুমিও কালের বশবর্তী হইয়াছ । রে পুরুষাধম ! আমার এই
 আহারও সংপূর্ণ হইয়াছে । রে দুৰ্ম্মতে ! তুমি স্বয়ং আগমন
 করিয়া, কি রূপে অদ্য আমার মুখে প্রবেশ করিলে ?

লবণ বারংবার হাস্য করিয়া, এইপ্রকার বলিতে আরম্ভ
 করিলে, বীর্য্যবান শত্রুঘ্ন রোষভরে অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন ।
 মহামতি সেই শত্রুঘ্ন রোষে অভিভূত হইলে, তাঁহার সঙ্গশরীর

হইতে ভেজোময় মরীচি সকল বিনিপাতিত হইতে লাগিল। তিনি নিতান্ত জাতকোপ হইয়া, তাহাকে কহিলেন, রে দুৰ্দৃষ্টি! তোমার সহিত দ্বন্দ্বযুদ্ধের অভিলাষ করি। আমি রাজা দশ-রথের পুত্র, ধীমান রামের ভ্রাতা, নাম শত্রুঘ্ন, শত্রু সকলের সংহার করিয়া থাকি। তোমার বধাক জ্ঞায় আগমন করি-
য়াছি। এক্ষণে যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করি। আমাকে দ্বন্দ্বযুদ্ধ
প্রদান কর। তুমি সৰ্বভূতের শত্রু। আমার হস্তে বাঁচিয়া
যাইতে পারিবে না।

তিনি এই কথা বলিতে আরম্ভ করিলে, রা'গ উচ্চৈঃস্বরে
হাস্য করিয়া, সেই নরশ্রেষ্ঠকে প্রত্যুত্তর করিল, তোমার মতি-
চ্ছন্ন ঘটিয়াছে। নির্যাতনশেষেই তুমি আমার চক্ষুগত হইয়াছ।
রাক্ষস রাবণ আমার মাতৃস্বর্গগণের ভ্রাতা। রে দুর্দম্ভে! রে
পুরুষাধম! রাম স্ত্রীর নিমিত্ত তাঁহাকে^১ বধ করিয়াছে। আমি
অবজ্ঞা পুরুষ করিয়া, রাবণের সেই কুলক্ষয় সহ্য করিয়াছি;
বিশেষতঃ তোমাদের সকলকে ক্ষমা করিয়াছি। তোমরা
সকলেই পুরুষাধম।^২ তোমরা সন্তান ভূমিষ্য বর্ধমান সকল
ব্যক্তিকেই অসংখ্য হত করিয়াছ। রে
দুষ্মতে

ক. ১. যতক্ষণ তাহা, ১৭ মঙ্কুর্ভকাল অপেক্ষা
২. আরম্ভ আমার অতীতিত,
৩. আরতেছি, ততক্ষণ অবস্থান কর।

শত্রুঘ্ন তাহাকে তৎক্ষণাৎ কহিলেন, প্রাণ থাকিতে কোথায়
যাইবে ? স্ময়মাগত শত্রুকে ছাড়িয়া দেওয়া রুতীলোকের
কর্তব্য নহে। যে ব্যক্তি বিক্রম বুদ্ধির বশবত্তী হইয়া, বিশক্ষকে
অবসর প্রদান করে, সেই মন্দবুদ্ধি কাপুরস্বের ন্যায়, হত হইয়া
থাকে। অতএব, এই জীবলোক ভাল করিয়া দেখিয়া লও।
তোমায় বিবিধবাণিত সায়কে সমগেগাভিমুখে লইয়া যাইব।
হে রাক্ষস ! তুমি পাপাত্মাও ত্রিলোকের বিপক্ষ।

দ্ব্যশীতিতম সর্গ ।

মহাগতি শত্রুঘ্নের এই কথা শুনিয়া, লবণ ঘোরতর ক্রোধ
আহরণ করিয়া, থাক থাক বলিতে লাগিল, এবং হস্তে হস্ত
নিপীড়িত ও দন্তসমূহ কটকটায়িত করিয়া, রঘুশাব্দূল শত্রুঘ্নকে
বারংবার আত্মান করিতে আরম্ভ করিল ।

দেবশত্রুঘ্ন শত্রুঘ্ন-তাদৃশবাক্য প্রয়োগপ্রবৃত্তি ঘোরদর্শন লবণকে
কহিলেন, তুমি যে সময়ে অন্যান্যদিগকে জয় করিয়াছিলে,
তখন শত্রুঘ্নের জন্ম হয় নাই । অতএব অদ্য তুমি বাণাভিহত
হইয়া যমত্বনে গমন কর । রে পাপাঙ্গন ! ত্রিদশেরা যেমন
রাবণকে, ঋষিগণ ও বিদ্বান্ ব্রাহ্মণগণ অদ্য তেমনি তোমাকে
সংকটক নিহত অবলোকন করুন । রাক্ষস ! তুমি অদ্য
আমার বাণে নির্দিক্ষু হইয়া, পতিত হইলে, পুর ও জনপদ
পরমমঙ্গলসম্পন্ন হইবে । অদ্য আমার বাণনিষ্ক্রান্ত বজ্রনিভানন
শর, পদ্যমধ্যে সূর্য্যাস্তের ন্যায়, তোমার হৃদয়মধ্যে প্রবেশ
করিবে ।

লবণ এই প্রকার
স্বের বক্ষঃস্থলে এক :
খণ্ড করিয়া ফেলিলেন ।
পুনরায় সবলে সুবহুপাদপ-
করিল । তেজস্বী শত্রুঘ্ন নতপক্ষ
সেই সকল আপতিত বক্ষ ছেদন করিয়
লেন । অনন্তর
বীৰ্য্যবান্ শত্রুঘ্ন রাক্ষসের উপরি বাণবৃষ্টি
াতে লাগিলেন ।
কিন্তু সে ব্যথিত হইল না । প্রত্যুত, সেই বীর্য্যশালী নিশাচর
উদৈঃস্বরে হাস্য করিয়া, বক্ষ উদাত্ত করত তাঁহার মস্তকে
অঘাত করিল । সেই অঘাতে তাঁহার অঙ্গ সকল গলিত ও
মোহ উপস্থিত হইলে, তিনি পড়িয়া গেলেন । তদর্শনে ঋষি-
গণ, দেবগণ, গন্ধর্ভগণ ও অঙ্গরোগণ তুমুল হাহাকার করিয়া

উঠিলেন । শক্রর হত ও ভূপতিত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে
অগ্রাণ্য করিয়া, নিশাচর সমুখিত অবসর হইলেও, শূল আনয়-
নার্থ স্বভবনে প্রবেশ করিল না । এবং তাঁহাকে হত ও ভূপতিত
দেখিয়া, শূলও গ্রহণ করিল না । অনন্তর তিনি হত হইয়াছেন,
জানিয়া সংগৃহীত ভক্ষ্য সকল বহন করিয়া লইয়া যাইতে
লাগিল ।

শক্রর মুহূর্ত্তমধ্যেই সংজ্ঞালাভ করিয়া, পুনরার আয়ুধহস্তে
পুর দ্বারে দণ্ডায়মান হইলেন । ঋষিগণ তাঁহার প্রাশংসা
করিতে লাগিলেন । অনন্তর তিনি দিব্য অমেঘ উৎকৃষ্ট শর
গ্রহণ করিলেন । ঐ শর স্বীয় তেজে প্রাক্কলিত হইয়া, দশদিক
পূর্ণ করিতেছে । উহার আনন ও বেগ বজ্রের ন্যায় এবং দৃশ্য
মেরু ও গন্ধর পর্বতের ন্যায় । উহার পরিসর নত । সংগ্রামে
কেহই উহাকে জয় করিতে পারে না । উহার অঙ্গ রক্ত রূপ
রক্তচন্দনে লিপ্ত এবং উহার পত্র পরম সুন্দর । দানবেশ্বরূপ অচ-
লেন্দ্রগণ এবং অসুর সকলের দারুণ ভয়ঙ্কর * যুগান্তকালীন
কালায়ির নাম

ভূত নিভাস্ত
মুনি ও অশ্ব
হের সমীপস্থ
হক দেব-
দশা নিবে-

...াদের কথা শুনিয়া কহিলেন, যে
কারণে এই ... ত হইয়াছে, তদ্বারা পরিণামে অভয়
সংঘটিত হইবে ... তিনি মধুরবাক্যে কহিলেন, দেব-
গণ ! তোমরা সকলে শ্রবণ কর । শক্রর যুদ্ধে লবণের বধ জন্য
শর সন্ধান করিয়াছেন । হে সুরসন্তমসণ ! তাহারই তেজে
আমাদের সকলের ভয়মোহ উপস্থিত হইয়াছে । এই তেজো-
ময় সনাতন শর আদিদেব সৃষ্টিকর্তা বিষ্ণু বিনির্মিত । মধু

টেকটভ নামে দুই দৈত্য। মহামতি বিষ্ণু তাঁহাদের উভয়ের
সংহার জন্য এই মহাশরের সৃষ্টি করেন। একমাত্র বিষ্ণু এই
ভেজোময় শর অবগত আছেন। এই শত্রু মহামতি বিষ্ণুর
পূর্ব দেহ। অতএব, তোমরা এখান হইতে গমন করিয়া,
অবলোকন কর, রামানুজ বীর মহাত্মা শত্রু রাক্ষসশ্রেষ্ঠ লবণকে
বধ করিতেছেন।

দেবদেব ব্রহ্মার এই কথা শুনিয়া, সুরগণ সকলে শত্রু ও লব-
ণের যুদ্ধস্থলে সমাগত হইলেন। এবং অবলোকন করিলেন,
শত্রুর করগ্রস্ত দিব্যমূর্তি ঐ শর যুগান্তায়ির ন্যায় সমুখিত হই-
য়াছে। রঘুনন্দন শত্রু আকাশমণ্ডল দেবগণে পরিবৃত দেখিয়া,
ভয়ঙ্কর সিংহগর্জনে পুনরায় লবণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন।
লবণ পুনরায় মহাত্মা শত্রু কর্তৃক আহৃত ও ক্রোধ সংযুক্ত হইয়া,
যুদ্ধের জন্য সমুপস্থিত হইল। তখন দ্বিষশ্রেষ্ঠ শত্রু স্বীয় শরা-
সন আকর্ষণ আকর্ষণ করিয়া লবণের বিশাল বক্ষস্থলে মৌচন
করিলেন। ঐ বাণ তদীয় হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া, আশু রসাতলে
প্রবিষ্ট হইল। বিবুদপুঞ্জিত ঐ দিব্য শব বসাতলে গমন করিয়া,
পুনরায় অবিলম্বে ইন্দ্র নিশাচর লবণ
তদীয় শরে নির্ভিন্ন পতিত
হইল। রাক্ষস নিহত হইল। দবতার
সমক্ষে রুদ্রের বশবর্তী হইল।

উৎকৃষ্ট শরচাপধারী রঘুনাথ
ত্রিলোকের ভয় নিপাত করিয়া, অন্ধকারের অরাকরণ পূর্বক
ভাস্করের ন্যায়, শোভমান হইলেন। তৎকালে দেবগণ, ঋষিগণ,
পন্নগগণ, অঙ্গরোগণ, সকলে এই বলিয়া শত্রুকে প্রশংসা করিতে
লাগিলেন, হে দাশরথ্য! তুমি যে ভয়ভ্যাগ করিয়া জয়লাভ
করিলে, ইহা পরম সৌভাগ্যের বিষয়। এবং সর্পের ন্যায় লবণ
বিনষ্ট হইল, ইহাও নিরতি সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

দ্রাবীড়ীকৃতম সর্গ ।

লবণ হত হইলে, অগ্নি ও ইন্দ্রপুরোগম দেবগণ শত্রুপাতন
শত্রুকে সুমধুর বাক্যে কহিতে লাগিলেন, বৎস ! মৌভাগ্য
ক্রমে তুমি জয়লাভ করিলে । এবং মৌভাগ্য ক্রমেই লবণ নিহত
হইল । হে পুরুষশাঙ্গী ! হে সুব্রত ! এক্ষণে বর গ্রহণ কর ।
হে মহাবাহো ! সমুদয় বরদাতাগণ সমাগত হইয়াছেন ।
ইহারা সকলেই তোমার বিজয়াকাজক্ষী । আমাদের দর্শন
কখনো ব্যর্থ হয় না । প্রয়তাস্বানু মহাবাহু ! শত্রুদেব-
গণের কথা শুনিয়া, মন্তকে অঞ্জলি বন্ধন করিয়া কহিলেন,
এই মনোহারিণী সমীয়া দেবনিমিত্তা মধুপুরী শীত রাজ-
ধানী হউক, ইহা ^{প্রাপ্ত} একমাত্র বর । দেবগণ প্রীতচিত্তে
আচ্ছা, তাহা হইবে, বলিয়া, তাঁহাতে কহিলেন, এই পুরী শূর
সেনা নামে রমণীয় রাজধানী হইবে, তাহাতে সুসম্ভব নাই ।
মহামতি দেবগণ এই কথা বলিয়া ১৭ স্বর্গে আরোহণ
করিলেন ।

৮ তথায় আনয়ন

যয়া, শীত সমাগত

পনে প্রবৃত্ত হই-

ভাভয় দেশরূপে

হইল । তাঁহার

বারি বর্ষণ করিতে

ত্রেই নীৰ্য্যশালী ও রোগশূন্য

হইল । ব

পুরী অর্দ্ধচন্দ্রের ন্যায় আকার-

বিশিষ্ট এবং চন্দ্র, প্রাপণ, নীধিকা ও উৎকৃষ্ট গৃহ সমূহে সুশো-

ভিত্তি, চাতুর্দশীয় ব্যক্তিবর্গে পরিপূর্ণ ও বিবিধ বাণিজ্য বিরা-

জিত । পুণ্ড্র লবণ যে গৃহ সুদায় দবলিত ও নানাবর্গে সুশো-

ভিত্তি করিয়া নিৰ্ম্মাণ করিয়াছিল, এক্ষণে শত্রুদেবগণ সেই গৃহের

শোভা সম্পাদিত করিয়াছিলেন । অরতানুজ শত্রুদেব নগরীকে

চতুর্দিকে বিবিধ শোভনীয় আরাম, বিহারক্ষেত্র, দেব ও মনুষ্য, বিবিধ পণ্য এবং নানাদেশ হইতে সমাগত বণিক এই সকলে সুশোভিত ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন দর্শন করিয়া, কৃত্তমনোরথ ও পরম প্রীত হইয়া, নিরতি হর্ষ লাভ করিলেন । এই রূপে মনোহারিণী পুরী সন্নিবিষ্ট করিয়া, তিনি মনে মনে সংকল্প করিলেন, দ্বাদশ বর্ষ সমাগত হইয়াছে । অধুনা শ্রীরামের পদযুগল দর্শন করিব । অনন্তর রঘুবংশবর্ধন নরাদিপ শত্রুয় বিবিধ জনাভিযন্ত্রিত অমর-পুত্রসদৃশী সেই পুরী নিবেশিত করিয়া, রামপাদদর্শনে কৃত্তমতি হইলেন ।

চতুরশীতিতম সর্গ ।

অনন্তর দ্বাদশ বৎসর সমাগত হইলে, শত্রুয় অল্পভূতাবলানু-
গত হইয়া, রামরক্ষিত অযোধ্যায় গমন করিতে কল্পনা করি-
লেন । অনন্তর তি
করিয়া, একশত
করিলেন । এই
বাল্মীকির আ-
গপ্তাষ্ট্র অবস্থিতি
যথাক্রমে গমন
ও অবস্থিতি কারণে ।

ঋষির পাদযুগল বন্দনানন্তর তদন্ত
প্রতিগ্রহ করিলেন । মুনি বাল্মীকি মহা
সুগধুর, বিবিধ কথা বলিলেন । তি
করিয়া কহিলেন, তুমি লবণকে বধ করিয়া, আতি দুষ্কর কার্য্য
করিয়াছ । হে সৌম্য ! হে মহাবাহো ! লবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত মহা-
বল বহু রাজাকে স বলবাহনে নিহত করিয়াছে । হে পুরুষর্ষভ !
তুমি সেই পাপাত্মা লবণকে অবলীলাক্রমে বধ করিলে । তোমার

ভেঙ্গে সমস্ত সংসার নির্ভয় হইল। অনেক যত্নে ও অনেক শক্তায় রাবণকে বধ করিয়াছে। কিন্তু তুমি বিনাযত্নেই এই অতি মহৎ কার্য্যানুষ্ঠান করিলে। লবণের মৃত্যুতে দেবগণও পরম প্রীত হইয়াছেন। এবং প্রাণীমাত্রেয় ও সমস্ত জগতের প্রিয়ানুষ্ঠান হইয়াছে। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ রাঘব! আমি ইচ্ছের সত্য উপনিষ্ট হইয়া, তোমাদের এই যুদ্ধ স্বধাবৎ দর্শন করিয়াছি। হে শত্রু! আমরাও আন্তরিক প্রীতি সমুৎপন্ন হইয়াছে। অতএব তোমার মস্তক আত্মাণ করিব। এইপ্রকার আত্মাণ করাই ঘেহের চূড়ান্ত নিদর্শন। এই বলিয়া মহামতি বাল্মীকি শত্রুঘ্নের মস্তকে আত্মাণ করিয়া, তাঁহার ও তাঁহার অনুযাত্রিকগণের আতিথ্যবিধান করিলেন।

নরশ্রেষ্ঠ শত্রুঘ্ন ভোজনানন্তর গীতমাধুর্য্যবিশিষ্ট উৎকৃষ্ট রাম-চরিত্র শ্রবণ করিলেন। রাম পুর্বে যোদ্ধার অনুষ্ঠান করেন, তদনুরূপে ঐ চরিত্র রচিত হইয়াছে। ঐ চরিত্র সংস্কৃত বাক্যে বন্ধ, তত্ত্বীয়সমম্বিত, উরু কণ্ঠ ও শির এই তিন স্থানে মস্তমধ্যম-তার ভেদ সহাবে সঙ্গীতময় সঙ্গীতশাস্ত্রোক্ত সমস্ত লক্ষণে অলংকৃত এবং গায়ক শত্রুঘ্ন পুরুষশার্দূল শত্রুঘ্ন আনুপূর্ণ্যে অক্ষরষটিত বাক্য শ্রবণ করিলেন। সজ্জা-লোপ ও লোচন-কাল জ্ঞানশূন্যের ন্যায়, অবস্থিত। একে একে বিস্তারিতভাবে বারংবার নিশ্চয় করিতে লাগিলেন। তিনি সেই গীতে অতিত ঘটনা সমস্ত বর্তমানের ন্যায় শ্রবণ করিলেন।

তাঁহার পদা-ব্যক্তি সকল এই গীতিসম্পদ শ্রবণ করিয়া, অবাঞ্ছিত ও ব্যাকুল হইয়া বলিতে লাগিল, আশ্চর্য্য! শত্রুঘ্নের দৈনিকগণও এই বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধে প্রবৃত্ত হইল, কি এ আমরা কোথায় রহিয়াছি, ইহা কি স্বপ্ন দর্শন? পুর্বে যে বিষয় কখনও দেখি নাই, আশ্রমপদে আসিয়া তাহা শুনিতেছি।

কি এ ? অগ্নেই এই প্রকার অনুত্তম গীতবন্ধ স্নিগ্ধে পাওয়া যায় । এই রূপে তাহারা পরম বিস্মিত হইয়া, শক্রস্বকে বলিতে লাগিল, হে নরশ্রেষ্ঠ ! আপনি মুনিপুঙ্গব বাল্মীকিকে এ বিষয় জ্ঞাত করিয়া জিজ্ঞাসা করুন । তাহারা সকলেই কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিল । শক্রস্ব তাহাদিগকে কহিলেন, হে গৈনিকগণ ! এই প্রকার জিজ্ঞাসা করায় আমাদের অধিকার নাই । এই মুনির আশ্রমে এই প্রকার অনেক আশ্চর্য্য ঘটয়া থাকে । অতএব কৌতূহলপ্রযুক্ত ইহাকে এতদ্বিষয় জিজ্ঞাসা করা যুক্তিযুক্ত নহে ।

রঘুনন্দন শক্রস্ব গৈনিকদিগকে এই প্রকার কহিয়া, মহর্ষির অভিবাদনান্তর স্বকীয় নিবেশে যাত্রা করিলেন ।

— (:) —

পঞ্চাশীতিতম সর্গ ।

শক্রস্ব শয়ন করিয়া, অনেকাধিবিশিষ্ট অনুত্তম রামগীত চিন্তা করিতে :
 গীতের ত
 স্নেহ রাত্রি
 তিনি পৌ
 বাল্মীকি
 বার ইচ্ছা
 ঋষিগণের গাহত আবধয়ে সাধাচর্য্য
 অভিলাষ ।

শক্রস্বদন শক্রস্ব এই প্রকার নিবেদন করিলেন, নবর্ষি বাল্মীকি আলিঙ্গন প্রদান পুরঃসর তাঁহারে বিদায় দিলেন । তিনি রাম-দর্শনে উৎসুক হইয়াছিলেন । মুনিশ্রেষ্ঠকে অভিবাদন করিয়া, শত্রুর অযোধ্যায় গমন করিলেন । অনন্তর শ্রীমান্ হেম্বাকুনন্দন রমণীয় পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়া, যেখানে মহাবাহু মহাদ্বাতি

রাম বিরাজ করিতেছেন, তথায় সমাগত হইলেন এবং দেখিলেন, পূর্ণচন্দ্রাভিনয়ন রাম, অমর মদ্যে ইন্দ্রের ন্যায়, মস্তিষ্কমধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তেজে যেন জ্বলিতেছেন। শক্রয় সত্যপরাক্রম মহাস্বা রামকে ক্রুতাজ্বলি হইয়া, অভিবাদন পূর্বক কহিলেন, মহারাজ! যাহা আজ্ঞা করিয়াছিলেন, তৎসমস্তই সম্পাদন করিয়াছি। পাপমতি লবণ নিহত ও তদীয় পুরী সন্নিবেশিত হইয়াছে। হে রঘুন্দন! গত দ্বাদশ বৎসর আপনা বিনা তথায় বাস করিয়াছি। কিন্তু আপনাবিনা আর বাস করিতে আমার অভিলাষ নাই। অতএব হে অমিতবিক্রম কাকুৎস্থ! আমার প্রাতি অনুগ্রহ করুন। আমি আপনার বিরহে, মাতৃহীন বৎসের ন্যায়, চিরকাল তথায় বাস করিতে পারি না।

তিনি এইপ্রকার কহিলে, রাম তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, হে শূর! বিষয় হইও না। ইহা ক্ষত্রিয়ের ব্যবহার নহে। হে রাজ্যব! রাজ্যারা বিপ্রাণে অবসর করেন না। হে রঘুন্দন! ক্ষত্রিয় ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করাই তাঁহাদের কর্তব্য বলিয়া হে নরশ্রেষ্ঠ! তুমি সময়ে সময়ে আমার জন্য আগমন ও পুনরায় প্রাণাপেক্ষাও

নাই। রাজ্যপালন করা অবশ্য ককুৎস্থ! তুমি মাত্ৰ রাত্রি আমার সহিত বাস কর। এর সভ্যতাবলবাসনে স্বীয় পুরীতে গমন করিবে।

রামের এই বক্তৃতা মনোগত বাক্য শ্রবণ করিয়া, শক্রয় ব্যাকুলবচনে কহিলেন, যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে। অনন্তর মহাপনু শক্রয় রামের আজ্ঞায় মগ্ন রাত্রি তথায় অবস্থিতি করিয়া, গমনের উপক্রম করিলেন।

অনন্তর সত্যপরাক্রম মহাস্বা রাম, ভরত ও লক্ষ্মণকে আম-

ক্রম করিয়া, মহারথে অধিরোহণ পূর্বক সমুদ্র পুরীতে প্রস্থান করিলেন । মহাত্মা লক্ষ্মণ ও ভরত উভয়ে পদব্রজে অনেক দূর অনুগমন করিলেন ।

ষড়শীতিতম সর্গ ।

রাম শত্রুসক্রে পাঠাইয়া দিয়া, ভরত ও লক্ষ্মণ এই দুই ভ্রাতার সঙ্গিত দক্ষ্যানুসারে প্রজ্ঞাপালন করত সুখী ও অতিমাত্র আশ্লা-
দিত হইলেন । অনন্তর কতিপয় দিন অতীত হইলে, জনপদবাসী
কোন ভ্রাতৃগণ এক মৃত বালকসমভিব্যাহারে লইয়া রাজদ্বারে
সমাগত হইলেন । এতৎস্নেহ ও তৃপ্তে অভিভূত হইয়া, রোদন
করিতে করিতে, বারংবার পুত্র পুত্র বলিয়া, অনেক কথা কহিতে
লাগিলেন । বলিলেন, 'আমি পূর্বে দেহান্তরে এমন কি দুঃখ
করিয়াছিলাম, যে, আমাকে পুত্রের মৃত্যু দেখিতে হইল । বৎস !
তোমার যৌবন হয় নাই ; তুমি কিঞ্চিদূর চতুর্দশ বর্ষীয় বালক ।
আমাকে তুংখ দিবার জন্য অকালে কালপুষ্ট হইলে । আমিও
তোমার শোকে অহ-'

হে পুত্রক ! তোমা,

কখনও গিয়া বলিয়াছি,

হিংসা করিয়াছি, স্মরণ

করিয়াছি বলিয়াও স্মরণ হইতে,

অদ্য আমার এই বালক পুত্র পিতৃকার্য্য রিয়াই সমালয়ে
গমন করিল ? আমি পূর্বে কখনও এ প্রক স্বারদর্শন ঘটনা
দর্শন ও শ্রবণ করি নাই । রামেরই অ। ারে কালপূর্ণ না
হইলে, লোকের মৃত্যু হইয়া থাকে । রামের কোনও মহৎ দুষ্কৃতি
আছে, সন্দেহ নাই । সেই জন্যই তদীয় অধিকারে বালক-
গণের মৃত্যু হইয়া থাকে । অন্যের অধিকারে বালকগণের এ
প্রকার মৃত্যুভয় নাই । অতএব রাজন্ ! এই মৃত বালকের

জীবন দান কর। নতুবা পত্নীর সহিত অনাথের ন্যায়, এই রাজ্য-
 দ্বারেই প্রাণ ত্যাগ করিব। হে রাম! তাহা হইলে, তুমি এক্স-
 হত্যা পাপে লিপ্ত হইয়া, সুখী এবং জাতৃগণের সহিত দীর্ঘ আশু
 প্রাপ্ত হও। হে মহাবল! তোমার এই রাজ্যে আমরা সুখে
 বাস করিয়াছি। অধুনা, রাম! তোমার বশে থাকিয়া, আমা-
 দেয় এই বালকমরণদুঃখ ভোগ করিতে হইল। আমরা কালের
 বশাভূত হইলাম। অতএব তোমার রাজ্যে আর আমাদের
 স্বল্পমাত্র সুখ নাই। সংপ্রতি মহামতি ইক্ষ্বাকুগণের অধিকৃত
 রাজ্য, রামকে নাথ পাইয়া, নিশ্চয়ই অনাথ হইল। যেহেতু,
 রামের অধিকারে বালকের মৃত্যু সংঘটিত হইল। রাজার দোষে
 বধাবিধানে পালন না হইলে, প্রজা বিপন্ন এবং রাজা ধর্ম্মানু-
 সারে প্রজাপালন না করিলে, লোকের অকালমৃত্যু হইয়া
 থাকে। অথবা, পুর বা জনপদমধ্যে লোকে অনুচিত কার্য্য
 সকলের অনুষ্ঠান করে, তাহা নিবারণ না করিলে, অকালমৃত্যু
 সংঘটিত হয়। অতএই স্পষ্টই প্রমাণ যে, পুরে ও
 জনপদে ঐ রূপে রাজ্য হাতে সন্দেহ
 নাই।

সংকল্প করুন পরি-

২৭৪৯, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাতৃ-

১ সকলকে আহ্বান করিলেন। তখন

৩৩৩ সহি

১ ব্রাহ্মণ প্রবেশিত হইয়া, দেবসংকাশ
 রাজা রামকে আহ্বান, আপনার জয় হউক। মার্কণ্ডেয়, মৌদ্-
 গলা, বামদেব, কশাপ, কাত্যায়ন, জাবালি, গৌতম ও নারদ এই
 আটজন দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ইহারা সকলে আগনে উপবেশিত হইলেন।
 রাম কৃতজ্ঞ হইয়া, ঐ সকল সমাগত মহর্ষিকে অভিবাদন

করিলেন। কলভঃ, তিনি মন্ত্রিগণ, পৌরগণ ও ঋষিগণ সকলে-
রই প্রতি যথাযোগ্য শিষ্ঠাচার বিধান করিলেন। অনন্তর ঐ
দীপ্তভেজা ব্যক্তি সকল উপবেশন করিলে, রাম সমুদয়
বলিতে লাগিলেন, কহিলেন, এই ব্রাহ্মণ রাজদ্বার রোধ করিয়া
আছেন।

তিনি বাকুলভাবে এই কথা কহিলেন, নারদ ভ্রাতা শ্রবণ
করিয়া, ঋষিগণের সান্নিধ্যে স্বয়ং তাঁহাকে প্রত্যুত্তর করিলেন,
রাজন্! যে কারণে বালকের অকালমৃত্যু হইয়াছে, শ্রবণ কর।
হে রঘুনন্দন! শ্রবণ করিয়া যাহা কৰ্তব্য হয়, বিধান কর।
রাজন্! পূর্বে সত্যযুগে ব্রাহ্মণেরাই তপস্যা করিতেন। ব্রাহ্মণ
ভিন্ন আর কোন জাতিই তপস্বী ছিল না। এই রূপে ব্রাহ্মণ-
বর্ণপ্রধান, তপঃপ্রদীপ্ত, অজ্ঞানাবরণবিরহিত, সেই সত্যযুগে সক-
লেই মুক্তাশূন্য ও ভ্রমোদর্শনসম্পন্ন ছিল। অনন্তর কৃতযুগের
অবসানে মানবগণের ব্রাহ্মবুদ্ধি শিথিল হইলে, ত্রেতাযুগ, প্রব-
র্ত্তিত হইল। এই ত্রেতাযুগে প্রাজ্ঞনতপোবলসম্বিত ক্ষত্রিয়গণ
জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই ত্রেতাযুগে যে সকল তপোযুক্ত মানব
সমুৎপন্ন হইলেন, তাঁহাদের

বীর্য ও তপঃসম্পন্ন

অপেক্ষা

ব্রাহ্মণেরা প্রধান। ১৭

ব্রাহ্মসম্পন্ন

হইলেন। এই রূপে ত্রেতা

বিশেষ দেখিতে না পাইয়া, মথ্য।

বর্জকগণ

চাতুর্ভূজসম্মত বর্ণাচারভেদস্থাপক শাস্ত্র ২ করিলেন। এই

রূপে এই ত্রেতাযুগ বর্ণাশ্রমপ্রযুক্ত য বর্ষসংখ্যক, ধর্ম-
চরণের অন্তরায় স্বরূপ পাপপরম্পরা বি... ও ধর্ম কৰ্ত্তক
কিয়ৎপরিমাণে অপ্রদীপ্ত হইয়া উঠিলে, পৃথিবীতলে একপাদ
অধর্মের প্রাদুর্ভাব সংঘটিত হইল। এবং লোকে অধর্মসংযুক্ত
হওয়াতে, নিশ্চেষ্ট হইয়া পড়িল। পূর্ববর্তী লোকের বে গৃহ-
ক্ষেত্রাদি ছিল, তদুদ্দেশে পরম্পর নজোমূলক ধর্মের সংধান

হইল। পৃথিবীতে ঐ রূপে অধর্মের' যে পাদ বিক্ষিপ্ত হয়, তদ্বারা
 দেবরূপ মলম্বরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইল। অধর্ম উক্তরূপে অন্ত
 স্বরূপ একপাদ বিক্ষেপ করিলে, প্রাকৃতিক্তিবশতঃ লোকের
 অপরিমিত আয়ু পরিমিত হইয়া উঠিল। অধর্ম কর্তৃক পৃথি-
 বীতে অন্ত রূপ পাদপ বিক্ষিপ্ত হইলে, লোকে তৎপ্রযুক্ত আয়ু-
 ক্ষয় পরিহারকামনায় সত্যধর্ম পরায়ণ হইয়া বিবিধ শুভানুষ্ঠান
 আরম্ভ করিল। এই রূপে ত্রেতাযুগে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়েরা তপ-
 স্যায় প্রবৃত্ত এবং বৈশ্য ও শূদ্রেরা ভাঁহাদের শুশ্রুষায় নিরত
 হইয়া থাকে। তৎকালে শুশ্রূষাই বৈশ্য ও শূদ্রের পরম স্বধর্ম
 রূপে পরিগণিত হয়। বিশেষতঃ, শূদ্রেরা সকল বর্ণেরই পূজা
 করিয়া থাকে।

হে নৃপনন্দম ! অনন্তর ত্রেতাযুগের অবসান কালে বৈশ্য ও
 শূদ্রগণের অন্ত রূপ ধর্মপাদ সম্যকরূপে প্রাপ্ত হইলে, ব্রাহ্মণ
 ও ক্ষত্রিয়গণ পুনরায় ন্যূনতা দোষে আক্রান্ত হইলেন। তখন
 অধর্মের দ্বিতীয় পাদ পৃথিবীতে অবতারণিত হইলে, দ্বাপরযুগ
 প্রাপ্ত হইল। হে পুরুষাচাৰ্য !

দে অধর্ম

াত যুগে

তিন যুগে

তন বর্ণে

! এই

প্রোষ্ঠ !

থাকে।

পোষ্য প্রবর্তিত হইবে। রাজন্ !

এই কারণে

শূদ্রের তপস্যা করাও পরম অধর্ম।

ত্রেতাযুগের কথা আর কি বলিব। কিন্তু রাজন্ ! কোন শূদ্র
 দুর্ভিক্ষবশতঃ এই ত্রেতাযুগে তোমার অধিকার সমীপে তপস্যা
 আরম্ভ করিয়াছে। তাহাতেই এই বালকের মৃত্যু হইয়াছে।
 যে দুর্ভিক্ষি রাজার দেশে বা পুরে অধর্ম ও অকাৰ্য্যের অনুষ্ঠান

করে, তাহা হইতে সেই রাজ্যে অলঙ্ঘনীয় প্রাচুর্য হইবে এবং রাজ্যে তাহা নিবারণ না করিলে, সম্রাট নরকে গমন করেন । সন্দেহ নাই । যে রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করেন, তিনি তাহাদের অধায়ন, তপস্যা ও মুকুতিয় যষ্ঠাংশ ভাগী হইবেন । এই রূপে যখন যষ্ঠাংশভোগ হয়, তখন কেন না রাজা প্রজা রক্ষা করিবেন ? অতএব হে পুরুষশার্দূল ! তুমি আপনার রাজ্য অশ্বেষণ কর । যেখানে দুষ্কার্য্য দেখিবে, সেইখানেই যত্নবান হইবে । হে নরশ্রেষ্ঠ ! তাহা হইলে, প্রজালোকের ধর্ম্মরক্ষি, আশ্বরক্ষি এবং এই বালকেরও জীবিতলাভ হইবে ।

অষ্টাশীতিতম সর্গ ।

দেবর্ষি নারদের অমৃতময় বাক্য শ্রবণ করত রামচন্দ্র পরম
আনন্দিত হইয়া লক্ষ্মীকে বন, সৌম্য ! তুমি যাইয়া বিজ-
শ্রেষ্ঠকে আশ্বাস দান বালকের মৃত শরীর তৈল-
দ্রোণীতে নিক্ষেপ ও মুগন্ধি তৈল দ্বারা
উহার শরীর রক্ষা করিয়া ফল না পায় ।
বিকৃতি বা সর্প

ককুৎস

প

আদেশ করিয়া ম-

লেন, সম্রাট আনয়ন কর

গত হইয়া, সুবর্ণনিভূষিত

উপস্থিত হইল । এবং প্রণত হইয়া

আগমন করিয়াছি । হে মহাবাহো ! অ-

এই উপস্থিত হইয়াছে ।

পুষ্পকের মধুরবাক্য শ্রবণ করত রাজা রামচন্দ্র ম-

প্রণাম করিয়া রুচির শরাসন তূণীর ও খড়্গ গ্রহণ পূর্বক বিমান

আরোহণ করিলেন । ভরত ও লক্ষ্মীকে নগর রক্ষায় স্থাপন

করিয়া রাখব ইতস্ততঃ অহেমণ করিতে করিতে পশ্চিম দিকে
 যাত্রা করিলেন। তথা হইতে সত্তর হিমাচলবেষ্টিত উত্তর দিকে
 গমন করিলেন। কিন্তু তথায় শূদ্রতপস্বীকে দেখিতে পাইলেন না।
 সেদিকে অল্পমাত্র অধশ্বও দৃষ্ট হইল না। অনন্তর রাজা তথা হইতে
 সমগ্র পূর্ব দিক পরিভ্রমণ করিলেন। তিনি বিমানে অবস্থিতি
 করিয়া দেখিলেন, পূর্ব দিক্ আদর্শতলের ন্যায় নির্মল। ঐ
 দিকের অধিবাসীজন সকলেই স্ত্রী নিশ্চুক্রাচারী। পূর্ব দিক্
 হইতে রাখব দক্ষিণ দিকে গমন করিলেন; এবং ভ্রমণ করিতে
 করিতে শৈবলপর্বতের পার্শ্ব দেশে এক সুশ্রুত সরোবর
 দেখিতে পাইলেন। ঐ সরোবরের তীরে এক তপস্বী উর্দ্ধপাদে
 এবং অদোমুণ্ডে অতি কঠোর তপস্যা করিতেছেন। তখন
 তিনি তাঁহার নিকটে গমন পূর্বক জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সুব্রত !
 আপনি ধন্য ! হে মহাতেজস্বিন তপোবান ! এক্ষণে জিজ্ঞাসা
 করি, আপনি কোন্ জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছেন? আমি
 কোতুল বশতই আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি; আমি রাজা
 দশরথের তনয়; আমার নাম রাম। তুমি কি কামনা করিয়া,
 কৈদৃষ দুঃসাধ্য তপঃ
 কোন ব-
 করিতে

কি স্বর্গ, না অন্য
 উদ্দেশ্য তপস্যা
 করি। তোমার মঙ্গল
 জয় ক্ষত্রিয়? না ভূতীয়
 বর্ণ বৈ...

অবাক্শি... পুরুষশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের এই কথা শ্রবণ
 করিয়া, তাঁহাকে ক জাতির পরিচয় প্রদান করিলেন, যে জন
 তপস্যা করিতে, তাহাও বলিলেন।

উন্নতবৃত্তিম সর্গ ।

অক্লিষ্ট কৰ্ম্মা রামচন্দ্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া অবাক্শিরা তপস্বী সেটে ভাবেই অবস্থিতি করত কহিলেন, হে মহাযশস্বিন্ রামচন্দ্র ! আমি শূদ্র জাতিতে উৎপন্ন হইয়াছি, এবং সশরীরে দেবত্ব লাভ করিবার জন্য এই কঠোর তপস্যা আচরণ করিতেছি। কাকুৎস্থ ! আমি যখন দেবতা হইতে অভিলাম্বী হইয়াছি, তখন মিথ্যা বলিব না। আমি শূদ্র ; আমার নাম শম্বুক ।

শূদ্র তাপস এই কথা কহিবামাত্র রামচন্দ্র কোষ হইতে রুচিরকান্তি বিগল খড়্গ আকর্ষণ করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিলেন । তখন শূদ্র নিহত হইলে, ইন্দ্র ও অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ সাধু সাধু বলিয়া পুত্রঃ পুত্রঃ রামচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, এবং রাশি রাশি সুগন্ধি দিব্যকুমুদ বর্ষণ হইতে থাকিল ।

সতীত্ব আনন্দিত হইয়া সত্যপরাক্রম

রামচন্দ্রে

অমি এই সৎ-

কার্য্য ক

অনিন্দ্য

হে রঘু

সমর্থ :

দেব...

জলিপুটে সহস্রলোচন পুরন্দর

প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হই

দ্বিজপুত্র পুনরুজ্জীবিত হউক ।

এই বর

প্রদান করুন ; আমি এইমাত্র পার্থনা করি । আমার অসবধা-

নতা বশত ব্রাহ্মণের এক মাত্র বালক পুত্র অকালে মৃত্যুব্রজ

হইয়া যমালয়ে গমন করিয়াছে । আপনারা তাহাকে পুনরু-

জীবিত করুন । আপনার পুত্রকে জীবিত করিব বলিয়া আমি

ব্রাহ্মণের নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ; অতএব বাহাতে আমার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা না হয়, আপনাবা তাহাই করুন।

রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রসন্নচিত্তে দেবশ্রেষ্ঠগণ প্রীতিপূর্বক রহিলেন, কাকুৎস্থ ! তুমি প্রীতিগমন কর। সেই ব্রাহ্মণবালক এখনই পুনরুজ্জীবিত হইয়া পুনর্বার পিতৃ মাতৃ প্রভৃতি বন্ধুবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছে। রাঘব ! শূদ্র নিহত হইবামাত্র সেই মৃহুর্ভেই সেই বালক পুনর্বার জীবন লাভ করিয়াছে। তুমি নিশ্চিন্ত হও। তোমার মঙ্গল হউক। হে নরশ্রেষ্ঠ ! আমরাও প্রীতিচিন্তে গমন করি। রাঘব ! আমরা মহর্ষি অগস্ত্যের আশ্রম দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। সেই স্মরণাত্মকস্মরণ ব্রহ্মর্ষির বৃত্ত সমাপ্ত হইয়াছে। তিনি দ্বাদশ বর্ষ কাল জলমধ্যে বাস করিয়া এক্ষণে উৎখিত হইয়াছেন। অতএব কাকুৎস্থ ! আমরা সেট মুহূর্ত্তে অভিনন্দন করিবার জন্য গমন করিব। তুমিও সেই ঋষিশ্রেষ্ঠের সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত গমন কর।

তখন সমুদানন্দ যে আজ্ঞা বলিয়া হেমভূষিত পুষ্পকবিমানে আরোহণ করিলেন
 করিয়া
 কুন্তবে

ন করিয়া ধর্ম্মাজ্ঞা মহামুনি
 অগস্ত্য
 গ্রহণ পূর্বক
 কষ্টচিত্তে স্বর্গে

দেবগণ গমন করিলে পর রামচন্দ্র পুষ্পক হইতে অবরোহণ পূর্বক জ্বলিতভেজা মহাজ্ঞা ঋষিগণ্ডম অগস্ত্যকে অভিবাদন করিলেন ; এবং অভিবাদনান্তে বধোচিত আতিথ্য সৎকার প্রাপ্তি পূর্বক উপবিষ্ট হইলেন। তখন মহাতেজা মহাতপা কুন্ত-
 ধোনি কহিলেন, রাঘব ! তোমার আগমনে আমি পরম সন্তুষ্ট

হইলাম । আমার সৌভাগ্যক্রমেই তুমি আজ উপস্থিত হইয়াছ ।
 রাম ! বিবিধ অসামান্য গুণ পরম্পরা নিবন্ধন আমি তোমাকে
 অভ্যস্ত ভাল বাসি । রাজন্ ! তুমি আমার পূজনীয় অতিথি ।
 আমি তোমার কথাই মনে করিতেছিলাম । দেবগণ বলিয়া
 গেলেন, তুমি শূদ্রভাপসকে সংহার করিয়া আগমন করিতেছ ।
 তুমি ধর্ম রক্ষা করিয়া ব্রাহ্মণের মৃত পুত্রকে পুনরুজ্জীবিত করি-
 য়াছ । রাজন্ ! আজ রাত্রি তুমি এইস্থানে আমার নিকট বাস
 কর । তুমিই শ্রীমান নারায়ণ । তোমাতেই বিশ্বব্রাহ্মণ্ড অব-
 স্থিতি করিতেছে । তুমি সর্বভূতের অদীশ্বর ; তুমিই সনাতনপুরুষ ।
 কলা প্রভাতে তুমি পুষ্পকযোগে নিজ নগরী গমন করিবে ।
 সোম্য ! এই আভরণ বিশ্বকর্মা নির্মাণ করিয়াছেন ; ইহার
 গঠন সুন্দর ; স্বীয় প্রভায় সমুজ্জ্বল হইয়া আছে । কাকুৎস্থ ! তুমি
 এই আভরণ গ্রহণ করিয়া আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর । কথিত
 আছে, কোন উৎকৃষ্ট বস্তু অন্যের নিকট প্রাপ্ত হইয়া যদি ইষ্টে-
 দেবতাদিগকে প্রদান করা যায়, তাহা হইলে মঙ্গলকর হইয়া
 থাকে । তুমিই এই আভরণ ধারণ করিবার যোগ্য ব্যক্তি ।
 মঙ্গলকর প্রদান করিতেও তোমাবই শক্তি আছে । তুমিই
 ইন্দ্রাদি দেবগণকেও উদ্ধার করিয়া থাক । অতএব আমি
 যথা বিধানে তোমাকে এই আভরণ প্রদান করিতেছি । রাজন্ !
 তুমি ইহা গ্রহণ কর ।

অনন্তর বুদ্ধিমৎশ্রেষ্ঠ ইক্ষ্বাকুনন্দন রাজস্বয়ী ক্ষত্রিয়
 ধর্ম পর্যালোচন পূর্বক কহিলেন, ভগব প্রাতিগ্রহ ব্রাহ্ম-
 ণের পক্ষেই শোভা পায় ; ক্ষত্রিয় কি কি প্রাতিগ্রহ করিতে
 পারে ? প্রাতিগ্রহ ব্রাহ্মণেরই রক্তি ; ক্ষত্রিয়ে পক্ষে উহা নিন্দ-
 নীয় ; বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের নিকট প্রাতিগ্রহ করা অতীব দুষণীয় ।
 অতএব আপনি বলুন, আমি কি প্রকারে এই অলঙ্কার প্রাতিগ্রহ
 করিতে পারি ।

রামের এই কথা শ্রবণ করিয়া মহর্ষি অগস্ত্য উত্তর করিলেন,

অপূর্বমূর্তি স্বর্গবাসী উপবেশন করিয়া আছেন। সহস্র কমল-
পত্রাকী দিব্যভূষণভূষিতা অপ্সরা ঊঁহার উপাসনা করিতেছে।
কেহ গান, কেহ কেহ মৃদঙ্গ বীণা ও পণবাদি বাদ্যযন্ত্র সকল
বাদন, কেহ নৃত্য, কেহ বা মহামূল্য সুবর্ণদণ্ডমণ্ডিত চন্দ্রিকাপ্রভ
চামর দ্বারা ঊঁহার মুখমণ্ডল বীজন করিতেছে।

রঘুনন্দন রামচন্দ্র ! অনন্তর, চন্দ্র যেমন সুরেন্দ্রশিখর পরি-
ত্যাগ করেন, ঐ স্বর্গবাসী সেইরূপ সিংহাসন পরিত্যাগ পূর্বক
বিমান হইতে অবতীর্ণ হইয়া, আমার সমক্ষেই ঐ শবভক্ষণ
করিতে আরম্ভ করিলেন ; এবং প্রচুর শূল শবমাংস ভক্ষণ
করিয়া সরোবরে অবতরণ পূর্বক যথাবিদানে আচমন করিতে
লাগিলেন। আচমনান্তে ঐ স্বর্গবাসী পুনর্বার দিব্য বিমানে
আরোহণ করিতে উদ্যুক্ত হইলেন। হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! সেই
দেবসঙ্কশ পুরুষ বিমানে আরোহণ করিতেছেন, দেখিয়া আমি
ঊঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কে ? দেখিতেছি আপনি
দেবমূর্তি ; কিন্তু এই নিম্নিত আহার করিলেন কেন, বলুন। হে
অমরপুঞ্জ্য ! ঈদৃশ ব্যক্তির এরূপ আহার কখনই সম্ভাবিত হয়
না। সৌম্য ! আমি অতীব আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি ; অতএব
প্রকৃত রক্তাস্ত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনার শবভক্ষণ
আমি যুক্তিসঙ্গত বোধ করিতেছি না।

রাজ্ঞন্ ! আমি অরূপট কোতূহলসঙ্কত বাক্যে এইরূপ
জিজ্ঞাসা করিল । র বাক্য শ্রবণ করিয়া, স্বর্গবাসী
আমাকে সমস্ত ললেন।

একনবতিতম সর্গ ।

রাম ! আমার সঙ্গত বাক্য শ্রবণ করিয়া স্বর্গবাসী কৃত-
জলিপুটে কহিলেন, রাজ্ঞন্ ! আপনি যে আমার এই সুখ
অথচ এই দুঃখের বিষয় জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ইহা যে অলজ্ঞ

কারণ নিবন্ধন হইয়াছে বলিতেছি, শ্রবণ করুন। পূর্বে সুদেব নামে ত্রিলোকবিখ্যাত এক মহাযশা মহাবলপরাক্রান্ত বিদর্ভ-নরপতি ছিলেন। তিনি আমার পিতা। ব্রহ্মন্! তাঁহার দুই মহিষীর গর্ভে দুই পুত্র হইয়াছিল। আমার নাম শ্বেত। আমার কনিষ্ঠের নাম সুরথ ছিল। পিতার পরলোকগমনের পর প্রজাবর্গ আমাকে রাজ্যে অভিষেক করিল। আমি বিশেষ সাবধানতা পূর্বক দম্যানুসারে প্রজাপালন করিতে লাগিলাম। ব্রহ্মন্! এই রূপে আমি সহস্র বৎসর রাজত্ব করিলাম। কোন কারণ বশত আমি আমার পরমায়ু জ্ঞাত ছিলাম। অতএব যখন দেখিলাম যে, আমু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, তখন বনযাত্রা করিলাম। জ্ঞাতা সুরথকে রাজ্যে অভিষেক করিয়া আমি তপস্যা করিবার নিমিত্ত এই সরোবরের সন্নিহিত এই মুগপক্ষিবিবর্জিত দুর্গম মহাবনে প্রবিষ্ট হইলাম। এই সরোবরের নিকট আগমন করিয়া আমি সুদীর্ঘ কাল তপস্যা করিয়া ছিলাম। এই মহাবন মধ্যে তিন সহস্র বৎসর অতি কঠোর তপস্যা করিয়া অবশেষে আমি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম। ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলাম বটে, কিন্তু ক্ষুধা তৃষ্ণা আমাকে অত্যন্ত পীড়ন করিতে লাগিল; আমি তাহাতে অতীব ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম; অতএব ত্রিভুবনেশ্বর পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলাম, ব্রহ্মন্! এই স্থানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই; তথাপি আমি উহার বশীভূত হইতেছি কেন! এ আমার কোন্ দুষ্কর্মের ফল? দেব! এক্ষণে আমি কি করিব বলুন।

পিতামহ আমাকে কহিলেন, সুদেবন তুমি প্রতিদিন অতি সুস্বাদু মাংস ভক্ষণ করিবে। শ্বেত তপস্যা করিবার সময় কেবল নিজ শরীরই পুষ্ট করিয়াছিলে। হে মহামতে! বপন না করিলে কিছুই উৎপন্ন হয় না। তুমি কেবল তপস্যাই করিয়াছিলে; কিন্তু কখন কিঞ্চিৎও দান কর নাই। বৎস! সেই জন্যই আজ স্বর্গে আসিয়াও তোমাকে ক্ষুৎপিপাসাজনিত

কষ্ট ভোগ করিতে হইতেছে । অতএব তুমি এক্ষণে বিবিধ আহার দ্বারা পরিপুষ্ট অমৃতরসময় নিজ অমৃতম শবদেহই ভক্ষণ কর ; উহাই তোমার জীবিকা হইল । শ্বেত ! যখন দুর্দ্ধব স্তম্ভহামুনি অগস্ত্য সেই বনে আগমন করিবেন, তখন তুমি এই কষ্ট হইতে মুক্তি পাইবে । সৌম্য ! তিনি দেবতাদিগকেও উদ্ধার করিতে পারেন ; অতএব তোমাকে যে এই ক্ষুধা ও পিপাসা জনিত ক্লেশ হইতে উদ্ধার করিবেন, তাহার আর কথা কি ? হে দ্বিজোত্তম ! আমি দেবদেব ভগবান পিতামহের সেই বাক্য শুনিয়া অবধি এই নিজশরীরভক্ষণরূপ গহিত ভোজন করিতেছি । বৃক্ষন্ ! আমি বহু বৎসর এই শবদেহ ভক্ষণ করিয়া আসিতেছি, তথাপি ইহার ক্ষয় হইতেছে না ; বৃক্ষর্ষে ! আমারও পরম পরিতৃপ্তি হইতেছে । এক্ষণে আমি জানিলাম, আপনিই কুম্ভযোনি ভগ্নতান অগস্ত্যমুনি ; কারণ এখানে অন্য কেহই আসিতে পারেন না, অতএব বৃক্ষন্ ! আপনি মহাকষ্টনিপতিত আমাকে এই কষ্ট হইতে উদ্ধার করুন । হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ ! হে সৌম্য ! আপনি এই আভরণ গ্রহণ করুন । আপনার মঙ্গল হউক । আপনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করুন । বৃক্ষন্ ! আমি আপনাকে এই সুবর্ণ, ধন, বিবিধ পরিচ্ছদ, ভক্ষ্য ভোজ্য ও উৎকৃষ্ট আভরণ সকল এবং নিখিল কাম্য ও ভোগ্য-বস্তু প্রদান করিতেছি ; হে মুনিপুঙ্গব ! আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমাকে উদ্ধার করুন ।

রাম ! আমি সেই স্বর্গবাসীর দুঃখিত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহার উদ্ধারের মিত্র এই আভরণ প্রাপ্তিগ্রহ করিলাম । আমি এই সুন্দর আভরণ গ্রহণ করিবামাত্র সেই রাজর্ষির শবদুভয় মানুষদেহ বিলুপ্ত হইল । শরীর বিলুপ্ত হইলে পর রাজর্ষি শ্বেত পরম পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত হইয়া সুখে স্বর্গধামে প্রস্থান করিলেন । কাকুৎস্থ ! এই কারণে সেই ইন্দ্রভূত্য রাজর্ষি আমাকে এই অদ্ভুতদর্শন দিব্য আভরণ প্রদান করিয়াছিলেন ।

দিনবত্তিতম সর্গ ।

মহর্ষি অগস্ত্যের সেই অভূত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ঐ বিষয়ের প্রয়োজনীয়তা ও পরমাশ্চর্য্যান্বিতানিশ্চয় পুনর্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রহ্মন্ ! রাজা যেহেতু সেই যে ঘোর বনে তপস্যা করিতেন, তাহাতে মুগ বা পক্ষী ছিল না কেন ? রাজা-ইবা কি রূপে সেই মনুষ্যহীন শূন্য কাননে তপস্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিয়াছিলেন ? আমি প্রকৃত কথা শুনিতে বাসনা করি ।

রামচন্দ্রের কৌতূহলসম্বন্ধিত বাক্য শ্রবণ করিয়া পরমহেতুজ্ঞানী অগস্ত্য মুনি কহিলেন, রাম ! পূর্বতন সত্য যুগে মনু রাজা ছিলেন । তাঁহার পুত্র, ইক্ষ্বাকু । মনু দুর্জয় ইক্ষ্বাকুকে অভিষেক করিয়া কহিলেন, তুমি প্রজাদিগের রাজা হও । ইক্ষ্বাকু, যে আজ্ঞা বলিয়া স্বীকার করিলেন । তখন মনু পরম পরিতুষ্ট হইয়া পুত্রকে কহিলেন, আমি তোমার প্রাপ্তি সন্তুষ্ট হইয়াছি ; তুমি পরম উদারস্বভাব রাজা হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই । তুমি দণ্ড দ্বারা প্রজাপালন করিবে ; কিন্তু বিনাপরাধে কাটারও দণ্ড করিও না । মনুষ্যমধ্যে অপরাধীর যে দণ্ড করা যায়, যদি সেই দণ্ড যথার্থ বিহিত হয়, তাহা হইলে, উহা রাজার স্বর্গ-প্রাপ্তির হেতু হইয়া থাকে । অতএব হে মহাবাহো পুত্র । তুমি দণ্ড বিষয়ে যত্নবান হইবে ; তাহা হইলে তোমার পরম ধর্মসঞ্চয় হইবে ।

এই প্রকারে ইক্ষ্বাকুকে বিবিধ উপদেশ করিয়া মধু-
কুষ্ঠেচিন্তে ব্রহ্মলোকে আরোহণ করিলেন । স্বর্গারোহণ
করিলে পর, অগস্ত্যদ্বারা ইক্ষ্বাকু ভাবিতে লাগিলেন, কি রূপে
পুত্র উৎপাদন করিব । অনন্তর মনুনন্দন বিবিধ ধর্মকর্মের
অনুষ্ঠান করিয়া এক শত পুত্র উৎপাদন করিলেন । বৎস রঘু-
নন্দন ! ঐ এক শত পুত্রের সর্বকনিষ্ঠ মৃঢ় ও মূখ্য হইল ; জ্যেষ্ঠদি-

গকে মান্য করিল না। অতএব অবশ্যই তাঁহার দণ্ড হইবে, ইচ্ছাকৃত এই ভাবিয়া তাঁহার নাম দণ্ড রাখিলেন। তদনন্তর তিনি পুত্র দণ্ডের রাজ্যে উপযুক্ত ভয়ানক স্থান অন্যত্র দেখিতে না পাইয়া বিজ্ঞা ও শৈবল শৈলের মধ্যে তাঁহাকে রাজ্য প্রদান করিলেন। দণ্ড সেই মনোরম পর্বতপ্রান্ত্রে রাজ্য হইলেন ও তথায় এক অনুপম নগর নিৰ্ম্মাণ করিয়া উহার নাম মধুমন্ত রাখিলেন; এবং দৃঢ়ব্রত শুক্রাচার্য্যকে পৌরহিত্যে বরণ করিলেন। এই রূপে রাজ্য স্থাপন করিয়া মপুরোহিত রাজ্য দণ্ড স্বর্গে দেবরাজের ন্যায়, হৃষ্টপুষ্ঠজনাকীর্ণ এই রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন।

তিনবস্তিতম সর্গ।

কুম্ভযোনি মহর্ষি অগস্ত্য রামচন্দ্রকে এই কণা কহিয়া এই লব্ধকে পুনর্বার কহিলেন, কাকুৎস্থ! রাজ্য দণ্ড ইন্দ্ৰিয়সংযমন পূর্বক এই রূপে বহু বৎসর নিকটক রাজ্য ভোগ করিলেন। অনন্তর রাজ্য একদা মনোরম চৈত্রমাগে এক দিন শুক্রাচার্য্যের মনোরম আশ্রমে গমন করিলেন। এই সময় শুক্রাচার্য্যের অনুপমরূপবতী কন্যা আশ্রমের বনভূমিতে বিচরণ করিতে ছিলেন। রাজ্য দণ্ড এই কন্যারূপ দেখিতে পাইলেন। দ্রুপুষ্টি দণ্ড কন্যাকে দর্শন করিয়াই অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইয়া পড়িলেন; এবং আকুল চিত্তে সমীপবর্তী হইয়াই কহিলেন, হে চারুনিভস্বিনি! হি সুন্দরি! তুমি কাহার কন্যা? হে চারুবদনে! আমি অনঙ্গশরে নিপীড়িত হইতেছি, এই জন্যই তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

মোহোন্মত্ত কামাত্মা দণ্ডের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া শুক্রকন্যা অনুন্নয় পূর্বক কহিলেন, হে রাজেন্দ্র! আমি অক্লিষ্টকর্ম্মা শুক্রাচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা; আমার নাম অরজা; আমি

আশ্রমে বাস করিতেছি। রাজন! তুমি আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি কুমারী; অতএব পিতার বশবর্ত্তিনী। রাজেন্দ্র! পিতা আমার গুরু; তুমিও সেই মহাত্মারই শিষ্য। অপরাধ করিলে সেই মহাত্মা নিতান্ত ক্রুদ্ধ হইয়া, তোমাকে দণ্ড করিবেন। হে নরশ্রেষ্ঠ! যদি তোমার আমাকে উপ-ভোগ করিবার বাসনা থাকে, তাহা হইলে তুমি ধর্ম্মবিহিত মৎ-পথ অবলম্বন পূর্ব্বক আমার পিতার নিকট প্রার্থনা কর। অত্যাধা, তোমাকে নিদারুণ ফলভোগ করিতে হইবে। আমার পিতা ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিভুলাকও দণ্ড করিতে পারেন। হে সুন্দরমূর্ত্তে! তুমি প্রার্থনা করিলে আমার পিতা আমাকে তোমায় দান করিবেন।

অরজা এই কথা কহিলে, কামবশীভূত মদোন্মত্ত রাজা দণ্ড মস্তকে অঞ্জলি স্থাপন করিয়া উত্তর করিলেন, হে চাক্রনিভম্বিনি! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, কাল বিলম্ব করিও না। হে চাক্র-বদনে! তোমার জন্য আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। তোমাকে প্রাপ্ত হইলে, আমি বদদণ্ড এবং দারুণ মণ্ডপাতকও স্বীকার করিতে পারি। সুন্দরি! তুমি আমাকে ভজনা কর; আমি তোমাকে ভজনা করিতেছি; এবং নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছি। এই কথা কহিয়া রাজা দণ্ড বল পূর্ব্বক বাহুযুগল দ্বারা আলিঙ্গন করিয়া যথাভিলষিত রূপে কুমারী অরজাকে সম্ভোগ করিতে প্ররম্ভ হইলেন, তিনি ছট্ ফট করিতে লাগিলেন। এই রূপে সেই নিদারুণ দৃষ্কার্য্য করিয়া দণ্ড মহর মধু-মস্ত নগরে প্রস্থান করিলেন। অরজা আশ্রমের সন্নিকটে বন মধ্যে অবস্থিতি পূর্ব্বক ক্রন্দন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে দেবগন্ধার জনকের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

চতুর্নবতিতম সর্গ ।

অনন্তর ঐ ক্রন্দনশব্দ শ্রবণ করিয়া, দেবর্ষি শুক্রাচার্য্য শিষ্যাগণ সমভিব্যাহারে নিজ আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন এবং দেখিলেন, অরজ্ঞা অতীব কাতর হইয়াছেন ; এবং ধূলায় মুগ্ধিত হইয়া, প্রত্যুষ সময়ে গ্রহগ্রস্তা জ্যোৎস্নার ন্যায় প্রকাশ পাইতেছেন । ঋষি একে ক্ষুদার্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার কন্যার তাদৃশ দশা দর্শনকরত অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া, যেন ত্রিলোক দগ্ধ করিতে করিতে শিষ্য দিগকে কহিলেন, তোমরা দেখিবে আজ আমার ক্রোধ হইতে উৎপন্ন হইয়া অগ্নিশিখার ন্যায় ঘোর বিপত্তি বিপরীতাচারী অজ্ঞান দণ্ডের উপর নিপতিত হইবে । এই দুরাত্মা প্রদীপ্ত হতাশনের শিখায় হস্তার্পণ করিয়াছে ; অতএব ইহার বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে । দুর্লুপ্তি যখন ঐদৃশ দারুণ দুর্কার্য্য করিয়াছে, তখন সে নিশ্চয়ই ইহার ফলভোগ করিবে । দুর্মতি পাপাচারী রাজা দণ্ড পুত্র, মৈত্র্য ও বাহনগণের সহিত সপ্ত-রাত্রে মধ্য বিনষ্ট হইবে । ইন্দ্র সুমহৎ অঙ্গারবর্ষণ করিয়া এই দুর্লুপ্তি রাজার রাজ্যের চতুর্দিকে শতযোজন পর্য্যন্ত ধ্বংস করিবেন । এখানে চরাচরা দি যে কোন প্রাণী আছে, সমস্তই সুমহৎ অঙ্গারবর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে । যতদূর পর্য্যন্ত দণ্ডের রাজত্ব, ততদূর পর্য্যন্ত যাবতীয় প্রাণী, হালয় কালের ন্যায় অঙ্গার বর্ষণ দ্বারা, সপ্তরাত্রি মধ্যে বিলুপ্ত হইবে ।

ক্রোধসংরক্ত লোচনে এই কথা কহিয়া উশনা নিজ আশ্রম-নিবাসী ব্যক্তিদিগকে কহিলেন, তোমরা এই রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া অবস্থিতি কর । উশনার বাক্য শ্রবণ করিয়া, আশ্রম-বাসী ব্যক্তিবর্গ সেই আশ্রম পরিভাগ পূর্ব্বক রাজ্যের বহির্ভাগে যাইয়া বাস করিলেন ।

আশ্রমবাসী মুনিদিগকে এইরূপ আদেশ করিয়া, মহর্ষি ! অরজ্ঞাকে কহিলেন, তুমি যখন দণ্ডকৃত অবমাননা স্বচ্ছন্দে সহ

করিয়াজ, তখন এই আশ্রমে থাকিয়াই সংযতচিত্তে নিয়মাচরণ কর। অরজে ! এই সরোবরের এক যোজন পর্য্যন্ত সুন্দর থাকিবে। তুমি নিশ্চিন্তে এই সরোবরের তীরে বাস করিয়া সময় প্রত্যক্ষা কর। এই সপ্ত রাজির মধ্যেও যে কোন প্রাণী তোমার নিকট আসিয়া বাসস্থান গ্রহণ করিবে, সেও অদ্বার-বর্ষণ দ্বারা বিনষ্ট হইবে না। ভৃগুনন্দন ব্রহ্মর্ষি পিতা শুক্রাচার্য্যের এই কথা শ্রবণ করত, কন্যা অরজা নিতান্ত দুঃখিত হইয়া কহিলেন, আপনি বাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমি তাহাই করিব।

পূর্বোক্ত বাক্য বলিয়া, শুক্রাচার্য্য অন্যস্থানে বাসস্থান গ্রহণ করিলেন। ও দিকে সেই ব্রহ্মর্ষির বাক্যানুসারে, রাজা দণ্ডের সমগ্র রাজ্য ভূতা, বল ও বাহনগণের সহিত সপ্তরাত্র মধ্যে ভ্রম্যমাণ হইল।

রাম ! সত্যযুগে বিষ্ণু ও শৈবল পৰ্ব্বতের মধ্যবর্তী, দণ্ডের রাজ্য ধর্ম্মলজ্জন নিবন্ধন সেই ব্রহ্মর্ষি কর্তৃক এই রূপে অভি-শপ্ত হইয়া অরণ্য হইয়াছিল। সেই অধি ইহার নাম দণ্ডকা-রণ্য হইয়াছে। আর ঐ অরণ্যে তপস্বিজনেরা বাস করিতেন বলিয়া ইহার আর এক নাম জনস্থান হইয়াছে। রাজব ! তুমি আমাকে যে বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, আমি তোমাকে এই সমস্তই বলিলাম। বীর ! এক্ষণে সঙ্ক্যাবন্দনার সময় অতীত হইতেছে। নরব্যাজ্ঞ ! ঐ দেখ, চারিদিকে মহর্ষিগণ স্নানাদিক্রিয়া সমাপন পূর্বক পূর্ণ কুন্ত হস্তে আদিত্যের উপা-সনা করিতেছেন। ভগবান্ আদিত্য বেদবিৎশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ-গণের পঠিত বেদমন্ত্রাভ্যাসরূপ পূজা গ্রহণ করিয়া অস্তাচলাব-সম্বী হইতেছেন। অতএব রাম ! যাও, তুমিও সঙ্ক্যাববন্দা হি-কর।

পঞ্চনবতীতম সর্গ ।

মহর্ষির বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র সঙ্ক্ৰাভন্দনা করিবার নিমিত্ত অপ্সরোগণনিষেবিত সরোবরে গময় করিলেন, এবং আচমন পূর্বক সায়াহ্ন সঙ্ক্ৰা সমাপন করিয়া পুনর্বার মহাত্মা কুম্ভযোনির আশ্রমে প্রত্যাগমন করিলেন । তখন মহর্ষি অগস্ত্য তাঁহাকে বহুগুণসম্পন্ন কন্দ, মূল ও ঔষধি, এবং পবিত্র শালী অন্ন প্রভৃতি আগর করিতে প্রদান করিলেন । নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র সেই অমৃতোপম অন্ন ভোজন করত, পরম পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হইয়া ঐ রাত্রি যাপন করিলেন ।

পরদিন প্রভাতে গাত্ৰোত্থান পূর্বক আত্মিকক্রিয়া সমাপন করিয়া শত্রুদমন রঘুশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র বিদায় গ্রহণ করিবার নিমিত্ত ঋষির নিকট গমন করিলেন, এবং অন্ত্রিবাদন পূর্বক কহিলেন, হে কুম্ভযোনে ! হে মহর্ষে ! আমি নিজ আশ্রমে গমন করিবার নিমিত্ত অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি । আপনি অনুগ্রহ পূর্বক আমাকে অনুগতি করুন । মহাত্মন ! আমি আপনার দর্শনে দন্য ও পরম অনুগৃহীত হইয়াছি । নিজ দেহ পবিত্র করিবার জন্য, আমি পুনর্বার আগমন করিব ।

যোগদশী উপোদন অগস্ত্য নামের এই অদ্ভুত প্রকার বাক্য শ্রবণ করিয়া, পরম শীত চিত্তে কহিলেন, রাম ! তোমার এই সুন্দরপদগ্রথিত বাক্য অতীব অদ্ভুত । রঘুনন্দন ! তুমিই সর্ব প্রাণীকে পবিত্র করিয়া থাক । রাম ! যদি কেহ মুহূর্ত্তমাত্র তোমাকে দর্শন করে, তাহা হইলে, সে পবিত্র ও দেবতা স্বরূপ হয় ; প্রদান প্রদান দেবগণও তখন তাহার পূজা করেন । আর পৃথিবীতে যে সকল ব্যক্তি তোমাকে ক্রুর চক্ষে দর্শন করে, তাহার। অবিলম্বেই মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া যমদণ্ডানুসারে নরকগামী হইয়া থাকে । হে রঘুশ্রেষ্ঠ ! তুমিই সর্ব দেহীর পাবনকর্তা ; ইহার পর লোকে তোমার গুণগান করিয়া, সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবে ।

কাকুৎস্থ ! এক্ষণে তুমি যথাস্থখে অকুতোভয়ে গমন কর ;
এবং ধর্ম্মানুসারে রাজ্য শাসন করিতে থাক । রাম ! তুমিই
জগতের গতি ।

প্রাজ্ঞ রামচন্দ্র সত্যশীল মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক
কুতাজ্জলিপুটে তাঁহাকে অভিবাদন, এবং মহর্ষিদিগকেও প্রণাম
করিয়া সুস্থিরচিত্তে সুবর্ণভূষিত বিমানে আরোহণ করিলেন ।
যাত্রাকালে, অমরেরা যেমন দেবগণের উপাসনা করেন, ঋষিগণ
তেমনি চতুর্দ্দিক্ হইতে রামচন্দ্রের পূজা করিলেন । অনন্তর
রামচন্দ্র বিমানারোহণে আকাশে উৎখিত হইয়া, বর্ষাপগমে
মেঘসম্মিশ্রিত শশাঙ্কের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন । অন-
ন্তর পশ্চিমদ্যে নানা স্থানে পূজা প্রাপ্তি পূর্ব্বক তিনি দুই প্রহর
সময়ে অযোধ্যায় উপনীত হইয়া, মধ্যম কক্ষায় অবতীর্ণ হই-
লেন, এবং সুরচির কামগামী পুষ্পকে বিদায় করিয়া
কহিলেন, যাও, তোমার মঙ্গল হউক । পশ্চাৎ তিনি দ্বারবানকে
কহিলেন, তুমি সত্বর যাইয়া, আমার আগমন বিজ্ঞাপন পূর্ব্বক
লক্ষণ ও ভরতকে এই স্থানে আহ্বান কর । সত্বর যাও, বিলম্ব
করিও না ।

যশবতিতম সর্গ ।

অক্লিষ্টকর্ম্মা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ পূর্ব্বক দারী
কুমারদ্বয়কে আনয়ন করিয়া তাঁহাকে বিজ্ঞাপন করিল । ভরত ও
লক্ষণ উপস্থিত হইয়াছেন, দেখিয়া রামচন্দ্র আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহি-
লেন, আমি অনুত্তম বিজ্ঞকার্য্য যথাযথ রূপে সম্পাদন করিয়াছি ।
এক্ষণে আমি ধর্ম্মের মর্যাদাভূত রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা
করি । রাজসূয় অজয় ও অব্যয় ; ইহার নাম করিলেও পাপ-
নাশ হয় । অতএব আমি স্বয়ংরূপ তোমাদিগের সমভিব্যাহারে
অনুত্তম রাজসূয় যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করি । ইহাতে শাস্তও ধর্ম্ম

প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। হে শক্রভাপন! মিত্র রাজসূয় সম্পন্ন করিয়া বরুণত্ব লাভ করিয়াছিলেন; ধর্মজ্ঞ সোমও রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া ত্রিলোকে চিরন্তন কীর্তি সংস্থাপন করিয়াছেন। অতএব, যাহা ভাল হয়, তদ্বিষয়ে তোমরা অদ্যই আমাদের সহিত পরামর্শ কর। যাহা ইষ্ট ও পরিণামে মঙ্গলসামক, তোমরা মনোযোগ পূর্বক বিবেচনা করিয়া বল।

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া কাব্যনিপুণ ভরত কৃতজ্ঞলি পুটে কঠিলেন, সাধো! পরম ধর্ম আপনাতে প্রতিষ্ঠিত; মহাবাহো মেদিনীমণ্ডল এবং কীর্তি আপনাতে অবস্থিতি করিতেছে। হে অতুলবিক্রম! দেবগণ যেমন প্রজাপতিকে, পৃথিবীস্থ বাবদীয় মহীপাল তেমনি আপনাকে মান্য করিয়া থাকেন। আপনি লোকপাল ও মহাত্মা; আমাদের ন্যায়, রাজারাও সকলেই আপনার আজ্ঞাব্যবর্তী। রাজন্! জগৎ আপনাকে পিতার ন্যায় জ্ঞান করে। হে মহাবল! আপনি প্রাণিগণের ও জগতের গতি। অতএব রাজন্! আপনি আর অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন কেন? এই যজ্ঞে পৃথিবীর রাজবংশেয় নাশ হইয়া থাকে। পৃথিবীতে যে যে রাজার বীর্য্যাভিমান আছে, এই যজ্ঞ উপলক্ষে মহাক্রোধ নিবন্ধন তাঁহাদিগের সকলকেই বিনাশ করিতে হইবে। হে পুরুষশাঙ্গ! পৃথিবী নাশ করা আপনার উচিত হয় না; কারণ সকলেই আপনার বশবর্তী।

ভরতের এই অমৃততুল্য বাক্য শ্রবণ করিয়া সত্যপরাক্রম রামচন্দ্র অতুল আনন্দ লাভ করিলেন; এবং টেকেরীর আনন্দ বর্দ্ধন ভরতকে শুভ বাক্যে বলিলেন, অনঘ! আমি তোমার প্রতি পরম পরিভূষ্ট হইলাম। হে পুরুষব্যাজ! পৃথিবীরক্ষা সম্বন্ধে তুমি অকুণ্ঠিত ভাবে ধর্মসঙ্গত বাক্যই বলিয়াছ। ধর্মজ্ঞ! তোমার এই সদ্বাক্যানুসারে আমি সংকল্পিত রাজসূয় যজ্ঞ হইতে নিবৃত্ত হইলাম। যাহাতে লোকের ক্লেশ হয়, বিচক্ষণ ব্যক্তি

কখনই সে কৰ্ম করিবেন না । হে লক্ষ্মণাঞ্জ ! যুক্তিসঙ্গত হইলে, বালকের বাক্যও গ্রহণ করা কর্তব্য । অতএব, মহাবল ! আমি তোমার এই যুক্তিযুক্ত সাধুবাক্য গ্রাহ্য করিলাম ।

— — —
সপ্তদশোত্তম সর্গ ।

ভরত এবং রামচন্দ্র এই কথা কহিলে পর লক্ষণ শুভ বাক্যে রামচন্দ্রকে কহিলেন, আৰ্য্য ! অশ্বমেধ, যজ্ঞের মধ্যে প্রধান যজ্ঞ । ইহা সৰ্ব্ব পাপ দূর করিয়া থাকে । অতএব আমার ইচ্ছা আপনার এই পবিত্রতাসাধক যজ্ঞের প্রতি অভিরুচি হয় । পুরাণে শ্রবণ করা যায়, পুরন্দর ব্রহ্মহত্যা পাতকে আক্রান্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞানুষ্ঠান করত পবিত্র হইয়াছেন । তে মহাবাহো ! পূর্বে যখন দেবাসুরে সংগ্রাম হইয়াছিল, তৎকালে রত্ননামে এক মহামান্য অসুর ছিল । তাহার দেহ বিস্তারে শত যোজন ও উর্দ্ধে তিন শত যোজন ছিল । সে নিজের অদীনস্থ ভাবিয়া সৰ্ব্ব প্রাণীকেই সম্মেহনয়নে দর্শন করিত । সে ধর্মজ্ঞ, ও কৃতজ্ঞ ছিল ; বুদ্ধি পূর্ণক বিবেচনা না করিয়া কোন কার্য্যই করিত না ; অতি সানধ্যানে দম্ভানুগারে প্রজাপালন করিত । তাহার অধিকার কালে পৃথিবী সমুদয় অভিলষিত দ্রব্য প্রসব করিতেন ; পুষ্প, মূল ও ফল সকল সুগন্ধি ও সুগিষ্ঠ ছিল । পৃথিবী কর্ষণ ব্যতীত শস্যোৎপাদন করিতেন । এই রূপে সে সুসমৃদ্ধ অদ্ভুতদর্শন রাজ্য পালন করিত । অনন্তর তাহার মন হইল আমি সুদৃশ্যের তপস্যা করিব ; তপস্যাই সর্বোৎকৃষ্ট ; অন্যান্য সুখ মোহ মাত্র । এইরূপ স্থির করিয়া রত্ন পুত্র মধুরেশ্বরকে রাজ্যে স্থাপন করিয়া সৰ্ব্ব দেবতার ত্রাসোৎপাদন পূর্ণক তপস্যা করিতে প্ররম্ভ হইল । রত্ন তপস্যা আরম্ভ করিল, দেখিয়া বাসব অতীব ভীত হইয়া বিষ্ণুর নিকট গমন পূর্ণক কহিলেন, হে মহাবাহো ! রত্ন তপস্যা আরম্ভ

করিয়া সৰ্ব লোক জয় করিল। সে পরম ধার্মিক ; আমি তাহাকে দমন করিতে পারিতেছি না। ভগবন ! ইহার পরও যদি সে উপস্যা করে, তাহা হইলে যত কাল সৃষ্টি থাকিবে, ততকাল আমরাগিকে তাহার বশীভূত হইয়া থাকিতে হইবে। অতএব হে মহাবল ! আর আপনি এই মগানীৰ্য্য অশুরকে উপেক্ষা করিতেছেন কেন ? হে সুরেশ্বর ! আপনি ক্রুদ্ধ হইলে রত্ন ক্ষণমাত্রও জীবিত থাকিতে পারে না। বিষ্ণো ! সে যে অবধি আপনার প্রসন্নতা লাভ করিয়াছে, সেই অবধিই সে ত্রিলোকের নাথ হইয়াছে। অতএব, আপনি এক্ষণে প্রসন্ন হউন ; আপনি ভিন্ন আর কেহই জগৎ শাস্ত ও আৰ্ত্তিশূন্য করিতে সমর্থ হইবে না। বিষ্ণো ! এই সমস্ত দেবত্যাগণ সকলেই আপনার মুখাপেক্ষা করিয়া আছেন ; আপনি রত্নকে বধ করিয়া ইহাদিগের সহায়তা করুন। আপনি প্রাণত্যাগ এই সকল মগাস্ত্রগণের সগায়তা করিয়াছেন। উপস্থিত কার্য্য অন্তর অসাধ্য। আপনি অগতিদিগের গতি হউন।

অষ্টমবর্ত্তম সর্গ ।

শত্রুসংহারক রামচন্দ্র লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, হে সুব্রত ! তুমি রত্নবধরত্নাস্ত্র সবিশেষ কীৰ্ত্তন কর।

রাঘবের এই কথা শুনিয়া সুমিত্রানন্দবর্দ্ধন লক্ষ্মণ পুনর্বার দিব্য কথা কথিতে আরম্ভ করিলেন।

ইন্দ্র ও অন্যান্য দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিস্ময় কহিলেন, আমি পূৰ্ব্ব হইতে মহাত্মা রত্নের প্রতি প্রীতিমান হইয়াছি। সেই জন্য আমি রত্নকে সংহার করিয়া তোমাদিগের হিত সাধন করিতেছি না। অথচ তোমাদিগেরও সৰ্ব্বাঙ্গীন সুখ বিধান করিতে হইবে। অতএব পুত্রন্দর আমি তোমাকেই রত্নের বদোপায় বলিয়া দিতেছি। হে সুরশ্রেষ্ঠগণ ! আমি আপনি আপ-

নাকে তিন ভাগে বিভক্ত করিব । তাহা হইলেই সহঅলোচন রত্নবধ করিতে পারিবেন সন্দেহ নাই । ঐ তিন অংশের এক অংশ ইন্দ্রে ও অপর অংশ বজ্রে প্রবেশ করিবে ; অবশিষ্ট অংশ পৃথিবীতে সংক্রামিত হইবে ; তাহা হইলেই ইন্দ্র রত্নকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন ।

সুরেশ্বর বিষ্ণু এই কথা কহিলে, দেবগণ কহিলেন, হে দৈত্যায় ! আপনি যাহা বলিতেছেন, তাহাতেই কার্য্য সিদ্ধি হইবে সন্দেহ নাই । আপনার জয় হউক্, আমরা রত্নাসুর-বধার্থ গমন করিলাম । হে পরমোদার ! আপনি স্বীয় তেজাংশ দ্বারা বাসবে প্রবেশ করুন ।

অনন্তর ইন্দ্র প্রভৃতি মহাবল দেবরন্দ্র, মহাসুর রত্ন যে অরণ্যে তপস্যা করিতেছিলেন, সেই অরণ্যে গমন করিলেন । দেখিলেন, সেই অসুর তেজ্জ্বল হইয়া কিরণজাল বিকিরণ করিতেছে ; যেন ত্রিলোক পান করিতেছে ; যেন দিগ্গুণল দক্ষ করিতেছে । তাদৃশ অসুরশ্রেষ্ঠকে দর্শন করিয়াই দেবতারা ভীত হইলেন ; এবং ভাবিতে লাগিলেন, কি করিয়া ইহাকে বধ করিব , কি করিলে আমরাগকে পরাজিত হইতে না হইবে । তাঁহারা এইরূপ চিন্তা করিতেছেন, ইত্যবসরে সহঅলোচন পুরন্দর করে বজ্র গ্রহণ করিয়া রত্নের মস্তকে নিক্ষেপ করিলেন । কালাগ্নির ন্যায় ভীষণ প্রদীপ্ত মহাকিরণম্পন্ন বজ্র রত্নের মস্তকে পতিত হইলে জগৎ ত্রস্ত হইয়া উঠিল । অনন্তর ইন্দ্র, তপস্যাশ্রয় রত্নের বধ অনুচিত ভাবিয়া ব্রহ্মহত্যাভয়ে লোকালোকের অপরপারে নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার স্থানে পলায়ন করিলেন । ব্রহ্মহত্যাও মহাবেগে তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাবিত ও তাঁহার দেহে পতিত হইল ; তাহাতে তিনি পরমক্লেশভাগী হইলেন ।

এদিকে, শক্রনাশ হইল, দিগ্ধ ইন্দ্র পলায়ন করিলেন, দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতি দেবগণ বারম্বার ত্রিভুবনেশ্বর বিষ্ণুর স্তুব করিতে লাগিলেন, হে পরমেশ্বর ! আপনিই ত্রিলোকের গতি । আপনি-

অগ্নজন্মা ও জগতের পিতা ; সৰ্ব ভূতের রক্ষার নিমিত্ত
আপনি বিষ্ণুরূপ ধারণ করিয়াছেন। আপনি এই রক্তকে
সংহার করিলেন বটে ; কিন্তু ব্রহ্মহত্যা ইহাকে কাতর করি-
য়াছে ; অতএব হে পুরুষশ্রেষ্ঠ ! যাহাতে তাঁহার নিস্তার হয়,
করুন।

দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু কহিলেন, শত্রু আমার
উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করুন ; তাহা হইলেই আমি তাঁহাকে পবিত্র
করিব। পাকশাগিন পবিত্র অশ্বমেধ যজ্ঞ করিলেই, পুনর্বার ভয়-
শূন্য হইয়া ইন্দ্র প্রাপ্ত হইবেন।

দেবতাদিগকে এই অমৃততুল্য বাক্য বলিয়া দেবদেব বিষ্ণু
স্বধামে গমন করিলেন ; দেবতারা তাঁহার স্তব করিতে
লাগিলেন।

—

নবনবতিতম সর্গ।

লক্ষ্মণ রত্নবধ পর্য্যন্ত সমস্ত রক্তাক্ত বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া
কথা শেষ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, দেবগণের
ভয়কর মহাবীর্য রক্ত নিহত হইলে পর, রক্তহত্যা পুরন্দর ব্রহ্ম-
হত্যা পাপে আক্রান্ত হইয়া হতজ্ঞান ও বিহ্বল হইলেন। হত-
জ্ঞান ও বিহ্বল ভাবে তিনি লোকালোক পর্ত্তের অপর পারে
গমন করিয়া রুদ্ধ সর্পের ন্যায় কিয়ৎকাল বাস করিলেন।

এদিকে ইন্দ্রের পলায়ন নিবন্ধন অগৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিল।
শুক কাননে বেষ্টিত ও জলশূন্য হইয়া পৃথিবীর আর শোভা
রহিল না। বাবতীয় নদ ও নদী শুক হইয়া উঠিল ; এবং অনা-
রুচি নিবন্ধন সমস্ত প্রাণী ব্যাকুল হইয়া পড়িল। এই রূপে লোক-
ক্লয় উপস্থিত হইলে, দেবগণ বিষ্ণুর পূর্বকৃত আদেশ অনুসারে
যজ্ঞ আরম্ভ করিতে উদ্যোগী হইলেন। ঋষিগণ ও ঋদ্ধিকগণ
সমভিব্যাহারে তাঁহারা ভয়বিমোহিত পুরন্দরের নিকট উপ-

স্থিত হইয়া, তাঁহাকে ব্রহ্মহত্যা কর্তৃক আক্রান্ত দর্শন পূর্বক তাঁহাকে প্রধান করিয়া অশ্বমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন । রাজন্ ! অনন্তর ব্রহ্মহত্যাপাপবিমোচনার্থ মহাজ্ঞা পুরন্দরের অশ্বমেধ যজ্ঞ বর্ধিত হইয়া উঠিল । যজ্ঞ সমাপ্ত হইলে পর ব্রহ্মহত্যা মহাজ্ঞা সুরগণের সমীপবর্তী হইয়া কহিল, আপনারা কোথায় আমার স্থান নির্দেশ করিবেন ? তখন দেবগণ ঈশ ও পরিভুষ্ট হইয়া তাহাকে কহিলেন, হে চুরাগদে ! তুমি আপনি আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত কর । মহাজ্ঞা দেবগণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ব্রহ্মহত্যা তাহাই করিল ; এবং দেবরাজ ভিন্ন অন্যত্র বাসস্থান প্রার্থনা করিল । কহিল, আমি একাংশ দ্বারা ইচ্ছানুসারে বর্ষার চারিমাস পূর্ণাত্মা নদী সকলে বাস করিয়া লোকের অবগাহন সুখের ব্যাঘাত করিব । আর এক অংশে ঊষর রূপে নিয়ত পুণিকীতে বাস করিব, সন্দেহ নাই ; আমি আপনাদিগকে যত্ন করিয়া বলিতেছি । আমার যে তৃতীয় অংশ, তদ্বারা আমি যৌবন দর্পে দর্পিতা যুবতী স্ত্রীগণে ত্রিরাত্র বাস করিয়া পুরুষের ভোগসুখ নিবারণ করিব । আর যাহারা অদৃশক ব্রাহ্মণদিগকে হত্যা করিবে, আমি চতুর্থ ভাগ দ্বারা তাহাদিগকে আশ্রয় করিব ।

অনন্তর দেবগণ তাঁহাকে উত্তর করিলেন, হে চুরাগদে ! তুমি যেরূপ প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হউক । তোমার যেরূপ ইচ্ছা তাহাই কর ।

তদনন্তর দেবগণ ঈশতিযুক্ত হইয়া দেবরাজকে বন্দনা করিলেন । পাপমুক্ত হইয়া বাগব সমস্ত ক্লেণ হইতে মুক্তি পাইলেন । বাগব প্রকৃতিস্থ হইলে, সর্ব জগৎ সুস্থ হইল । তখন শক্র সেই অদভুতস্বরূপ যজ্ঞের পূজা করিলেন ।

হে রঘুনন্দন ! অশ্বমেধ যজ্ঞের ঈদৃশ মহাফল । রাজন্ ! আপনি এই যজ্ঞের অনুষ্ঠান করুন ।

ইন্দ্র সমান বিক্রমশালী ও তেজস্বী মহাজ্ঞা রাজা রামচন্দ্র

লক্ষণের এই প্রকার উৎকৃষ্ট বাক্য শ্রবণ করিয়া পরম পরিতুষ্ট ও আনন্দিত হইলেন ।

শততম সর্গ ।

লক্ষণোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া বাক্যবিশ্লেষ্ট মহাতেজা রঘু-
নন্দন রামচন্দ্র উচ্চেহাস্য করত উত্তর করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ !
তুমি বিস্তার পূর্বক একে রূপ রত্নবধনুস্তাপ্ত ও অশ্বমেধ যজ্ঞের
ফলের মহাত্ম্য উল্লেখ করিলে, তাহা সেইরূপই বুটে । সৌম্য !
শুনিয়াছি পুরাকালে কর্দম প্রজাপতির পুত্র ক্রীমান্ ইল বাহ্লীক
দেশের রাজা ও পরম ধার্মিক ছিলেন । হে নরব্যাজ ! মহা-
যশা রাজা ইল সমগ্র মেদিনীমণ্ডল আয়ত্ত করিয়া রাজত্ব ও পুত্রের
ন্যায় প্রজাপালন করিতেন । সৌম্য, বহুমনন্দন ! পরমোদার
দেবগণ, মহাদেশালী দৈত্যগণ, নাগগণ, রাক্ষসগণ, গন্ধর্ভগণ, ও
সুগহাবল যক্ষগণ সকলেই ভীত হইয়া নিয়ত তাঁহার পূজা
করিত । মহাত্মা ইল ক্রুদ্ধ হইলে ত্রিলোক শঙ্কিত হইত । ঈদৃশ
হইলেও মহাযশা বাহ্লীকরাজ কখনও ধর্ম্য হইতে বিচলিত হই-
তেন না ; কার্যোও ত্যাগিত করিতেন না ; উদার বুদ্ধি পূর্বক
সর্ব কার্য্য পর্যালোচনা করিতেন ।

একদা মনোরম চৈত্রমাসে মহাবাহু ইল বলবাহনসমভি-
ব্যাহারে এক মনোরম কানন মধ্যে যুগয়া করিতে গমন করিয়া,
শতসহস্র নৃগ বিনাশ করিতে লাগিলেন । যুগ বিনাশ করিয়া
মহাত্মা নৃপতির আর তৃপ্তি হইল না । মহাবল মহাপতি নানা
প্রকারে অযুত পশু বিনাশ করিলেন ।

এই রূপে যুগয়া করিতে করিতে রাজা ইল, কান্তিকৈয় যে
স্থানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই স্থানে যাইয়া উপস্থিত হই-
লেন । তৎকালে সুতর্কি দেবদেব ত্রিলোচন অনুচরগণ সমভি-
ব্যাহারে দেবী শৈলরাজনন্দিনীর সহিত ঐ স্থানে ক্রীড়া করিতে

ছিলেন । রুমভক্ষক উমাপতি উমাদেবীকে ভূষ্ট করিবার জন্য অমর জীর্ণপ ধারণ করিয়া ঐ পর্য্যন্তনিবাসে বিহার করিতে-
ছিলেন । ঐ বনপ্রদেশের যে কোন স্থানে যে কোন পুংলিঙ্গ-
বাচ্য প্রাণী এবং পুংলিঙ্গ বাচ্য বক্ষ ছিল, সমস্তই জ্বী হইয়াছিল ।
ফলত তথায় যে কোন পদার্থ ছিল সমস্তই জ্বীলিঙ্গ শব্দবাচ্য
হইয়াছিল ।

এই সময়ে কর্দ্ধমনন্দন রাজা ইল, যুগ বিনাশ করিতে করিতে
ঐ প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ; দেখিলেন, তথায় সমস্ত
যুগপক্ষীই জ্বী । দেখিতে দেখিতে রাজা সমস্ত বল বাহন
সহিত আপনাকেও জ্বীভূত দর্শন করিলেন । আপনাকে তাদৃশ
দর্শন করত মণীপতি ইল অতীব দুঃখিত হইলেন , এবং দেবদেব
উমাপতির প্রভাবে ঐ রূপ ঘটিয়াছে জানিয়া ভীত হইয়া উঠি-
লেন । তদনন্তর রাজা জ্ঞাত্য ও বলবাহন সমভিব্যাহারে মহাত্মা
কপর্দী নীলকণ্ঠের শরণাপন্ন হইলেন । তখন বরদ মহেশ্বর
দেবীসমভিব্যাহারে হাস্য করিয়া কহিলেন, হে কর্দ্ধমনন্দন
নরপতে ! গাত্রোৎখান কর ; গাত্রোৎখান কর । হে মহাবল !
হে সৌম্য ! হে স্তুত ! তুমি পুরুষত্ব ব্যতিরেকে অন্য যে
কোন বর প্রার্থনা কর । মহাত্মা মহাদেব প্রার্থনা পূর্ণ করি-
লেন না দেখিয়া, জীভাবপ্রাপ্ত রাজা ইল অতীব দুঃখিত হই-
লেন ; তিনি মহাদেবের নিকট তন্দ্ৰিত অন্য কোন বর প্রার্থনা
করিলেন না ।

তদনন্তর রাজা গুরুতর শোকভারে আক্রান্ত হইয়া সঙ্গীভূতঃ
করণে দেবী শৈলসুতাকে প্রণাম করত কহিলেন, দেবী ! আপনি
বরের অধীশ্বরী ; অতএব আপনিই লোকের বরদাত্তা । আপ-
নার দর্শন নিষ্ফল হয় না ! অতএব দেবি ! আমার প্রাতি রূপা
দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন ।

তখন সেই রাজর্ষির হৃদয় ভাব অবগত হইয়া দেবী হর-
প্রিয়া হরের সমক্ষে, তাঁহাকে কহিলেন, তুমি আমাদিগের জ্বী

পুরুষের উভয়ের নিকট যে বর প্রার্থনা কর, তাহার অর্ধেক মহাদেব প্রদান করিবেন, আর অর্ধেক আমি দান করিব। অতএব তুমি আমার নিকট সেই মত অর্ধ বর প্রার্থনা কর।

দেবীর এই অদ্ভুত অনুত্তম বর দানের কথা শ্রবণ করিয়া রাজা অতীব আনন্দিত হইয়া কহিলেন, দেবি ! যদি আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমাকে এই বর দান করুন, যেন আমি এক মাস, ত্রিলোকের অনুপম রূপবতী নারী, আর এক মাস পুরুষ হই।

তখন রাজার অভিপ্রায় অবগত হইয়া সুরুচিরাননা দেবী পার্শ্বভী সানুগ্রহবচনে কহিলেন, রাজন্ ! তুমি বাহা প্রার্থনা করিতেছ, তাহাই হইবে। নৃপতে ! তুমি যখন পুরুষ হইবে, তখন তোমার জীর্ণপের কোন কথাই স্মরণ থাকিবে না। আবার যখন স্ত্রী হইবে তখন পুরুষ রূপ তোমার মনেও পড়িবে না।

লক্ষণ ! এতদনুসারে রাজা ইল এক মাস পুরুষ থাকিতেন। পরে এক মাস ইলা নামে ত্রিলোকসুন্দরী রমণী হইতেন।

একাধিকশততম সর্গ ।

রামের মুখে ইলরাজা সংক্রান্ত কথা শ্রবণ করিয়া লক্ষণ এবং ভরত পরম আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। অনন্তর তাঁহারা কৃতাজলিপুটে রামচন্দ্রকে সেই মহাক্ষা রাজা ইলের রত্নাঙ্ক বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। কহিলেন, রাজা ইল স্ত্রী হইয়া কিরূপে সেই দুর্দশা ভোগ করিতেন? আবার পুরুষ হইয়াই বা কিরূপ আচরণ করিতেন?

তাঁহাদিগের সেই কৌতুহলসহকৃত বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র, যেরূপ শুনিয়াছিলেন, সেইরূপে সমুদায় রত্নাঙ্ক উল্লেখ করিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, ঐ মাসে প্রথমতঃ ত্রিলোক

সুন্দরী পদ্মপত্রলোচনা কামিনী হইয়া রাজা ইল তাঁহার স্ত্রীভূত-
পূৰ্ণসহচরদিগের সহিত লতাগুচ্ছভূষিত ঐ কানন মধ্যে বিচরণ
করিতে লাগিলেন । সমস্ত বাহনদিগকে ইতস্ততঃ পরিত্যাগ
করিয়া ইলা সেই পৰ্ব্বতের মধ্যপ্রদেশে বিহার করিতে আরম্ভ
করিলেন ।

এইরূপে বিচরণ করিতে করিতে ইলা সেই পৰ্ব্বতের অবিদূরে
কাননমধ্যে বিবিধপক্ষিসমাকীর্ণ এক সুন্দরদর্শন সরোবরে লাক্ষাৎ
পূর্ণচন্দ্রমূর্তি তেজঃপুঞ্জকল্বেশ্বর চন্দ্রতনয় বৃধকে দেখিতে পাইলেন ।
তিনি তৎকালে সৰ্ব্বভূতের প্রীতি রূপালু হইয়া ঐ সরোবরের
ললিল মধ্যে সুদুশ্চর বশস্কর ও চৈষ্টসাধক ভূপায়া করিতেছিলেন ।
রঘুনন্দন ! তাঁহাকে দর্শন করিয়া ইলা আশ্চর্য্যাস্থিত হইলেন ;
এবং স্ত্রীরূপে পরিণত পূৰ্ণসহচরদিগের সমভিব্যাহারে ঐ সরো-
বরের জল আলোড়ন করিলেন । বৃধ তাঁহাকে দর্শন করিয়া-
মাত্র কামবাণের বশবর্তী হইয়া পড়িলেন ; আত্মসংযমন করিতে
সমর্থ হইলেন না ; ললিল মধ্যে থাকিয়া চঞ্চল হইয়া উঠিলেন ।
ত্রিলোকের সর্বোৎকৃষ্ট সুন্দরী ইলাকে নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার
চিত্ত ইলাতেই নিপতিত হইল, তিনি ভাবিতে লাগিলেন,
তিনি দেবকামিনী অপেক্ষাও অধিক সুন্দরী । দেবকন্যা, নাগ-
কন্যা, অমুরকন্যা, কি অপ্সরাদিগের মধ্যেও আমি এরূপ
সুন্দরী কখনও দর্শন করি নাই । যদি তিনি অন্যের পত্নী না
হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার উপযুক্ত পত্নীই বটে । এই-
রূপ সংকল্প করিয়া বৃধ জলমধ্য হইতে তীরে উৎথিত হইলেন ;
এবং আশ্রমে গমন করিয়া ঐ সকল সুন্দরীকে আহ্বান করিলেন ;
তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে অভিবাদন করিল । তখন ধর্ম্মাত্মা
বৃধ তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই ত্রিলোকসুন্দরী কাহার
কন্যা এবং কিনিমিত্ত বনে আগমন করিয়াছেন ? তোমরা
আমাকে সত্ত্বর বল, বিলম্ব করিও না । তাঁহার সেই রূচিরানুর-
ণীত মধুর বাক্য শ্রবণ করিয়া স্ত্রীগণ সকলেই মধুর বাক্যে

প্রত্যাহার করিল। এই চারুনিভস্থিতি আমাদিগের উপর চিরকাল প্রভু হইয়া আসিতেছেন ! ইহার পত্তি নাই। ইনি আমাদিগের সমভিব্যাহারে কাননে নিচরণ করিতেছেন ।

জীদিগের সেই স্পষ্টাক্ষর বাক্য শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ আবর্ভনী নাম্নী বিদ্যা পর্যালোচনা করিলেন ; এবং তদ্বারা ইল রাজার আনুপূর্বিক রত্নান্ত অবগত হইয়া তাঁহাদিগকে কহিলেন, তোমরা কিম্পুরুষী হইয়া এই শৈলে অবস্থিতি করিবে ; অতএব এই শৈলে মত্তর স্ব স্ব আবাসস্থান নির্মাণ কর। আমি তোমাদিগকে নিয়ত মূল পত্র ও ফলাহার প্রদান করিব। জীগণ ! তোমরা কিম্পুরুষ নামে স্বামীও লাভ করিবে ।

বুদের বাক্যানুসারে ঐ সমস্ত নারী কিম্পুরুষী হইল ; এবং ঐ পর্বতে বসতি করিল। এইরূপে বহুতর কিম্পুরুষ বধূর উৎপত্তি হইল ।

—

দ্বাদশশততম সর্গ ।

কিম্পুরুষোৎপত্তি শ্রবণ করিয়া ভরত ও লক্ষ্মণ উভয়েই রামচন্দ্রকে কহিলেন, আশ্চর্য্য কথা ! অনন্তর ধর্ম্মাচা মহাশয় রামচন্দ্র পুনর্বার প্রজাপত্তিনন্দন ইলের রত্নান্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন। কহিলেন, কিম্পুরুষগণ সকলেই অপমৃত হইল, দেখিয়া ঋষিসত্তম বৃদ্ধ হামা পূর্বক রূপবতী ইলাকে কহিলেন, সুচারু বদনে ! আমি চন্দ্রের প্রিয়তম পুত্র ; সুন্দরি ! তুমি আমার প্রতি প্রকাসহকৃত মনোহরুটি নিষ্ক্ষেপ কর ।

জনমানবশূন্য স্বজনবিরহিত স্থানে পরম সুন্দরমূর্ত্তি মহাত্ম্যি বুদের উক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া ইলা উত্তর কহিলেন, সৌম্য ! আমি স্বাধীন ; তোমাকে আশ্রয়মর্পণ করিলাম। সৌম-
নন্দন ! তুমি আমাকে আদেশ এবং যাহা ইচ্ছা হয় কর।
তাঁহার এই অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করত চন্দ্রসম্বন্ধ কামাত্মা চন্দ্র-

নন্দন তাঁহার সহিত বিহার করিতে প্রারম্ভ হইলেন । রুচিরাননা ইলার সহিত বিহার করিতে করিতে কামাজ্ঞা বুধের পক্ষে সমগ্র মধুমাস এক ক্ষণের ন্যায় অতিবাহিত হইল ।

এই রূপে মাস অতীত হইলে পর, ইলা পুনর্বার পূর্ণচন্দ্রবদন প্রজাপতিনন্দন শ্রীমান্ ইল রাজা হইয়া নিদ্রা হইতে উথিত হইলেন ; এবং সরোবর মধ্যে তপস্চারী উর্দ্ধবাহু লম্বিতশিরা সোমনন্দন বুধকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্ ! আমি অনুচরবর্গের সহিত এই দুর্গস পর্কতে প্রবিষ্ট হইয়াছিলাম ; কিন্তু এক্ষণে ঘোই সৈন্য দেখিতে পাইতেছি না ; আমার সেই অনুচরবর্গ কোথায় গমন করিল ?

লুপ্তজ্ঞান রাজর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ উৎকৃষ্ট বাক্যে সাস্তুনা করত উত্তর করিলেন, ঘোরতর করকাবর্ষণে তোমার অনুচরবর্গ সকলই নিহত হইয়াছে ; তুমি বাত ও বর্ষণ ভয়ে ভীত হইয়া এই আশ্রম মধ্যে নিদ্রিত হইরাছিলে । এক্ষণে তোমার আর কোন ভয় নাই ; অতএব আগ্রস্ত হও : চিন্তা পরিত্যাগ কর । বীর ! ফলমূলাহারী হইয়া এই স্থানেই বধাস্থখে বাস কর । মহামতি রাজা ইল এই বাক্যে আশ্বাস লাভ করত অনুচরনিধনজন্য কাতর হইয়া সাধুবাক্যে প্রত্যুত্তর করিলেন, ব্রহ্মন্ ! আমি আমার রাজত্ব পরিত্যাগ করিব । অনুচরবর্গবিহীন হইয়া আমি ক্ষণকালও রাজত্ব করিতে পারিব না ; আপনি আমাকে এই বিষয়ে অনুমতি করুন । ব্রহ্মন্ ! আমার জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্মপরায়ণ মহাযশা শশবিন্দু রাজা হইবে ; ভগবন্ ! আমি দেশস্থিত ভৃত্যাদিরা দি পরিত্যাগ করিয়া এখানেও বাস করিতে পারিব না ; অতএব হে মহাতেজস্বিন্ ! আপনি আমাকে কোনরূপ অগ্নিয় আদেশ করিবেন না ।

রাজেশ্বর ইলের এই পরম অদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া বুধ সাস্তুনাপূর্বক কহিলেন, তুমি এই স্থানেই বাস কর । হে মহা-

বল কর্দমনন্দন ! দুঃখ করিও না । তুমি এই স্থানে এক বৎসর বাস করিলে পর আমি তোমার মঙ্গল করিব ।

অক্লিষ্টকন্ধ্যা বুধের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া ইল রাজার ঐ স্থানেই বাস করা মত্ত হইল । ঐ স্থানে বাস করিয়া তিনি এক মাস স্ত্রী হইয়া দিবানিশি ইলের সহিত বিহার করিতে লাগিলেন ; আবার এক মাস পুরুষ হইয়া ধর্মাচরণ করিতে থাকিলেন ।

অনন্তর নবম মাস উপস্থিত হইলে, চারুনিভস্থিনী ইলা বুধের ঔরসে পুরুষ না মে মহাতেজস্বী পুত্র প্রসূত এবং জাত-মাত্র ঐ বুধের সমান মগাবল পুত্রকে উহার পিতার হস্তে সমর্পণ করিলেন ।

অনন্তর বৎসরান্তে ইলা পুনর্দার পুরুষ হইলে, বৃষ দ্বিবিধ ধর্মসংক্রান্ত কথা দ্বারা তাঁহা চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন ।

ত্র্যধিকশততম সর্গ ।

রামচন্দ্র পুরুষবার সেই অদভূত জন্মরাত্তা উল্লেখ করিলে পর, মহাযশা ভরত ও যজ্ঞ পুনর্দার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, নরশ্রেষ্ঠ ! ইলা সংবৎসর কাল সোমপুত্রের সহবাস করিয়া পশ্চাৎ কি করিয়াছিলেন, বলুন ।

তাঁহাদিগের সেই মাধুর্য্যমতকৃত্ত বাক্য শ্রবণ করিয়ারাম পুনর্দার কর্দমনন্দন ইলের কথা আরম্ভ করিলেন । কহিলেন, শূর ইল পুরুষ প্রাজ্ঞ হইলে পর তত্ত্বদর্শী বাক্যাবিশারদ মহাযশা পরমবুদ্ধিমান বুধ পরমোদার সংবর্ধ, ভৃগুপুত্র চ্যবন, অরিষ্টনেমি, প্রমোদন, মোদকর ও তুর্দাসা, এই দীর্ঘবুদ্ধি সূক্ষ্মদিগকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, কর্দমের পুত্র এই মহাবাহু ইণের যে অবস্থা ঘটয়াছে, আপনারা অবগত আছেন, এক্ষণে তৎপক্ষে সাহা কর্তব্য হয় করুন ।

অনন্তর সেই সকল মহাত্মা তদ্বিশয়ে কথোপকথন করিতে লাগিলেন, এই সময়ে মহাতেজা কৰ্দ্ধম ঐ আশ্রমে আগমন করিলেন। পুলস্ত্য, ক্রতু, বশট্কার ও মহাতেজা ওঁকারও তথায় সমুপস্থিত হইলেন। অনন্তর পরস্পর সমাগমে আনন্দিত হইয়া তাঁহারা সকলে বাহ্লীপতির হিতসাধনার্থ পৃথক্ পৃথক্ মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রাজ্ঞপতি কৰ্দ্ধম পুত্রের স্মমহৎ হিতসাধনের জন্য কহিলেন, দ্বিজগণ! রাজা ইলের যাতাতে মঙ্গল হইবে, আমি বলিতেছি শ্রবণ করুন। এ বিষয়ে দেব রঘভধ্বজ ভিন্ন উপায়াস্তর দেখিতেছি না। এক অশ্বমেধ ভিন্নও সেই মহাত্মার প্রিয় যজ্ঞ আর নাই। অতএব আসুন, আমরা রাজার জন্য সূতৃক্ষর অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করি।

কৰ্দ্ধমের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রুদ্রের আরাধন জন্য অশ্বমেধ যজ্ঞ করাই সকলেই মত হইল। অনন্তর সংবর্দ্ধের শিষ্য পরপুরুষ রাজর্ষি মরুত ঐ যজ্ঞের সমস্ত আয়োজন করিলেন। তাহার পর বৃদের আশ্রমসমীপে ঐ স্মমহাযজ্ঞ আরম্ভ হইল, তাহাতে মহাযশা রুদ্র পরম পরিতুষ্ট হইলেন।

যজ্ঞ শেষ হইলে পর, উমাপতি তুষ্ট হইয়া পবমানন্দমহাকারে ইলের সমক্ষেই দ্বিজগণকে কহিলেন, দ্বিজসন্তমগণ! আমি এই অশ্বমেধ যজ্ঞ এবং তোমাদিগের ভক্তি দ্বারা পরম তুষ্ট হইয়াছি। এক্ষণে বল, এই বাহ্লীপতির কি প্রিয় কার্য সাধন করিব।

দেবদেব এই কথা কহিলে পর, ব্রাহ্মগণ অতীব ভক্তি সহকারে তাঁহার অনুনয় বিনয় করিয়া কহিতে লাগিলেন, রাজা ইল যেন পুরুষ হন। অনন্তর মহাতেজা মহাদেব শীত হইয়া ইলকে পুনর্বার পুরুষ হই প্রদান করিয়া অস্তহিত হইলেন।

এই রূপে অশ্বমেধ সমাপ্ত এবং মহাদেব অস্তহিত হইলে পর দীর্ঘদশী ব্রাহ্মগণ, যিনি যথা হইতে আগিয়াছিলেন, তিনি তথায় প্রস্থান করিলেন। রাজা ইল বাহ্লীপদেশ পবিত্রাং

পূৰ্ণক মধ্যদেশে এক অনুত্তম বশঙ্কর নগর নির্মাণ করাইয়া বসতি করিলেন । পরপুৰঞ্জয় কুমার শশবিন্দু বাহ্লীকদেশের রাজা হইলেন । প্রজাপতিনন্দন মহাবল ইল নূতন নগরে বসতি করিয়া অবশেষে অনুত্তম ব্রহ্মলোক লাভ করিলেন এবং তাঁহার পুত্র পুরুববা ঐ নগর প্রাপ্ত হইলেন ।

পুরুষৰ্ঘ্য লক্ষ্মণ ! অশ্বমেধযজ্ঞের প্রত্যাদৃশ প্রভাব ; রাজা ইল একবার স্ত্রী হইয়াও, ইহারই প্রভাবে পুনর্বার অতিতুল্য লভ পুরুষ লাভ করিয়াছিলেন ।

—

চতুরধিকশততম সর্গ ।

ককুৎস্থনন্দন রামচন্দ্র উভয় ভ্রাতাকে এই কথা কহিয়া, পুনর্বার লক্ষ্মণকে পুনর্বার বিশেষ কুরিয়া ধর্মসঙ্গত বাক্যে কহিলেন, লক্ষ্মণ ! অশ্বমেধপ্রয়োগসমর্থ দ্বিজপ্রবর বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি ও কশ্যপকে আনয়ন করিয়া, পরামর্শ পূৰ্ণক অতি সাবধানে লক্ষ্মণসম্পন্ন অশ্ব পরিত্যাগ করিব ।

ভ্রিত্তিক্রিয়শালী লক্ষ্মণ রাঘবের বাক্য শ্রবণ পূৰ্ণক, পূর্বোক্ত ব্রাহ্মণদিগের সকলকেই আনয়ন করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করাইলেন । তাঁহাদিগকে দেখিয়াই রাম পাদ বন্দন করিলেন, তাঁহারাও সেই সুহৃদাধর্য দেবসংকাশ রঘুনন্দনকে দর্শন করিয়া জয়াশীর্ষাদ করিলেন । অনন্তর রামচন্দ্র কৃতাঞ্জলিপুটে ঐ সকল দ্বিজশ্রেষ্ঠকে অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্বন্ধে ধর্মসঙ্গত প্রশ্ন করিলেন । তাঁহারাও রামের বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান রঘুভক্তনকে নমস্কার পূৰ্ণক সকলেই অশ্বমেধ যজ্ঞের বিস্তার প্রশংসা করিলেন । রামচন্দ্র দ্বিজশ্রেষ্ঠদিগের অশ্বমেদসংপৃক্ত অনুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন । এবং তাঁহারা ঐ কার্য করিতে স্বীকার আছেন, জানিয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, মহাবাহো ! মহাজ্ঞা সুগ্রীবের নিকট সহস্র লোক

ধোয় কর ; এবং বলিয়া দাও, তুমি তোমার অদীনস্থ মহাবল
বানর ও ঋক্ষগণ সমভিব্যাহারে উৎসব উপভোগ করিবার
নিমিত্ত আগমন করিবে, তোমার মঙ্গল হউক । অতুলবিক্রম
বিভীষণ ও যাহাতে বহুতর কামগামী রাক্ষসগণের সহিত অশ্ব-
মেধ যজ্ঞে উপস্থিত হন, তাহা কর । আগার শ্রিয়চিকীর্ষু মহা-
ভাগ রাক্ষগণ ও যজ্ঞদর্শনার্থ অনুচরবর্গ সমভিব্যাহারে আগমন
করুন । লক্ষ্মণ ! 'দেশান্তরনিবাসী হিতৈষী ধার্মিক বাক্তি-
দিগকেও তুমি অশ্বমেধদর্শনার্থ সাবধানে নিমন্ত্রণ কর । মহা-
বাহো ! তপোদান ঋষিদিগকে এবং দেশান্তরবাসী সদাচার
ব্রাহ্মণদিগকেও আহ্বান কর । তালানচর এবং নটনর্তকদিগ-
কেও নিমন্ত্রণ কর । গোমতীর তীরে নৈমিষবনে সুবিস্তৃত যজ্ঞ-
ক্ষেত্র নির্মাণ করাও । মহাবাহো ! ঐ প্রদেশই উৎকৃষ্ট ও
পবিত্র । সর্বত্রই বিবিধ শাস্তিবিধান হউক । ধর্মজ্ঞ ! শত শত
লোক নিমন্ত্রণ কর ; সকলেই নৈমিষ কাননে মহাযজ্ঞ দর্শন
করত হুষ্ট, পুষ্ট ও সম্মানিত হইয়া প্রতিগমন করিবে । হে
মহাবল ! অভয়তুল্যবাহক লক্ষ পশু, তিল, মুদগ, চণক,
কুলথ, মাষ, লবণ ও তরুণযুক্ত তৈল, ঘৃত ও অঘৃষ্ট গন্ধদ্রব্য এবং
শত কোটি রৌপ্য ও সুবর্ণ মুদ্রা লইয়া ভারত সর্বত্র গমন
করুন । পথে বিপণি স্থাপনার্থ বণিকদল এবং নট, নর্তক,
পাচক ও যৌবনশালিনী বহুতর কামিনী ভারতের সমভি-
ব্যাহারে যাত্রা করুক । এবং অগ্রে অগ্রে সৈন্য সকল গমন
করুক । মহাযশা ভারত অতি সাবধানে বালক বৃদ্ধ ও ব্রাহ্ম-
ণাদি পৌরজন, ভূত্যবর্গ ও কোষাধ্যক্ষগণ এবং আমার মাতৃবর্গ
ও বধুবর্গ আর যজ্ঞদীক্ষিত আমার পত্নীর কাঞ্চনময়ী প্রতিকৃতি
লইয়া অগ্রে গমন করুন ।

রামচন্দ্রের আজ্ঞাক্রমে ভারত শত্রু সমভিব্যাহারে গমন
করিয়া অনুচরবর্গ সহিত মহাতেজস্বী পার্শ্ববর্গের জন্য মহা-
মূল্য আবাসস্থান এবং অন্ন, পান ও বস্ত্র নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন ।

সুগ্ৰীব সহিত মহাবল বানর ও বিপ্রশ্রেষ্ঠগণ পরিবেশনে প্রারম্ভ হইলেন । বিস্তর রাক্ষস ও বহুজীৱপরিবৃত্ত বিভীষণ উগ্র-তপস্বী মহাত্মা ঋষিদিগের পূজা করিতে লাগিলেন ।

পঞ্চাদিকশততম সর্গ ।

ভরতাশ্রজ রাম যজ্ঞীয় উপকরণ সমস্ত সর্গাদ্যসম্পন্ন করিয়া, সত্তর পাঠাইয়া দিয়া, যজ্ঞের উপযুক্ত লক্ষণযুক্ত কৃষ্ণসার অশ্ব মোচন করিলেন এবং ঋত্বিজগ্ণের সচিত্র লক্ষণকে সেই অশ্ব রক্ষায় নিযুক্ত করিয়া দিলেন । অনন্তর মহাবীজ কাকুৎস্থ বিপুল সৈন্যসহ নৈমিষে গমন ও পরমাদ্রুত যজ্ঞবাট দর্শন করিয়া অনুপম প্রহর্ষ লাভ করিলেন এবং কহিলেন, ইহা বাস্তবিকই জীমান্ হইয়াছে । ভাঁহার নৈমিষে অবস্থিতি সময়ে সকল রাজাই উপহার আহরণ করিলেন । রাম ভাঁগাদের সকলেরই প্রতিপূজা করিলেন । রাজারা রাশি রাশি উপস্থর সহিত অন্ন, পান ও বস্ত্র উপঢৌকন দিলেন । ভরত শক্রব্রের সহিত রাজাদের পূজায় নিযুক্ত হইলেন । সুগ্ৰীবের সহিত মহাত্মা বানরগণ প্রায়ত হইয়া, বিপ্রগণের পরিচর্যা করিতে লাগিল । বিভীষণ বহুসংখ্য রাক্ষসের সহিত মিলিত ও পরম সমাহিত হইয়া, উগ্র তপা ঋষিগণের কিংকর হইলেন । মহাবল নরশ্রেষ্ঠ রাম মানুষ মহাত্মা রাজগণের বাসজন্ম্য মহামূল্য পটভবনাদি নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন । অশ্বমেধ যজ্ঞ এইরূপ সুবিহিত হইয়া, প্রাবর্তিত হইল । লক্ষণ তাহার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত হইলেন । রাজসিংহ রাম এবং বিধি বিধানের অশ্বমেধ যজ্ঞ করিতে লাগিলেন । মহাত্মা রামের সেই অশ্বমেধ যজ্ঞে, যাবৎ যাচকেরা সমুপ্ত না হয়, তাবৎ বিশ্বস্ত হইয়া, তাহাদের ইচ্ছানুসারে দান কর, এই প্রকার শব্দ ভিন্ন আর কোন শব্দই সমুখিত হইল না । বাস্তবিকও মহাত্মা রামের অশ্বমেধ যজ্ঞে যাচকগণের সম্ভ্রাম

পূর্ণ করিয়া, তাহাদিগকে গুড়নির্মিত বিবিধ দ্রব্য ও খাদ্য সকল প্রদান করা হইল । ফলতঃ, অর্থিদিগের ওষ্ঠপুট হইতে বাকানিঃসরণ না হইতেই, রাক্ষস ও বানরেরা তাহাদিগকে দান করিতে লাগিল, দেখিতে পাওয়া গেল । রামের সেই কুষ্ঠে পুষ্ঠে জন সংরক্ত যজ্ঞে কেহই মলিন, বা ক্রশ রহিল না । তথায় যে সকল চিরজীবী মহাত্মা মুনি সগবেশ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মনে পড়িল না যে, তা'দশ রাশি রাশি দান পূর্ণ যজ্ঞ কোথাও হইয়াছে কি, না । সেই যজ্ঞে সুবর্ণাৰ্ণী সুবর্ণ, বিস্তাৰ্ণী বিস্ত ও রত্নাৰ্ণী রত্ন লাভ করিল । এই রূপে সকলের সমক্ষে অনবরত রাশি রাশি হিরণ্য, স্বর্ণ, রত্ন ও বস্ত্র প্রদত্ত হইতে লাগিল । তপোদনগণ বলিতে লাগিলেন, তাঁহারা পূর্বে কখনও ইন্দ্র বা চন্দ্র, অথবা যমের, কিংবা বরুণেরও ঐদৃশ যজ্ঞ দর্শন করেন নাই । রাক্ষস ও বানরগণ সর্বত্রই অবস্থান পূর্বক পূর্ণ হস্তে অশ্বাস ব্যক্তিদিগকেও রাশি রাশি দান ও বস্ত্র দান আরম্ভ করিল ।

রাজসিংহ রামের ঐদৃশ সৰ্ব্বগুণাশ্রিত যজ্ঞ, সংবৎসর অতীত হইলেও, বৃদ্ধি ভিন্ন হাস পাইল না ।

ষড়্বিংশততম সর্গ ।

তাদৃশ পরমাসুত যজ্ঞ আরম্ভ হইলে, ভগবান্ বায়্মীকি মুনি শিষ্যো আগমন করিলেন । তাঁহার সমভিব্যাহারী ঋষি-সমূহ দিব্যসন্ধাশ অদ্ভুতদর্শন যজ্ঞ দর্শন করিয়া, একান্তে পরম-রমণীয় উটজ সকল নির্মাণ এবং অবিদুরে বায়্মীকির সুরুচির বাটমধ্যে ফলমূলপূর্ণ বহুসংখ্য শোভন শকট সংস্থাপন করিলেন । অনন্তর বায়্মীকি শিষ্য লব কুশকে কহিলেন, তোমরা উভয়ে ঋষিগণের পরমপবিত্র আলয়ে, ব্রাহ্মণগণের আবগমে, রথ্যা ও রাজপথে, রাজাদের গৃহে রামভবনের দ্বারদেশে, যজ্ঞস্থলে এবং

ঋষিগুণের সম্মুখে সমাগত হইয়া, সবিশেষ সাবধানে হৃষ্টচিত্তে ও পরমাক্ষাদসহকারে সমগ্র রামায়ণ কাব্য গান কর। আমাদের বাটসমীপস্থ পর্বতভাঞ্জে এই যে বিবিধ সাধুফল সমুৎপন্ন হইয়াছে, তৎসমস্ত আশ্বাদন করিয়া, তোমরা রামায়ণ গান কর। ঐ সকল সুস্বাদু ফলমূল ভক্ষণ করিলে, তোমরা কখনও শ্রান্ত ও রাগজষ্ট হইবে না। মহীপতি রাম শ্রবণার্থ যদি তোমাদিগকে আহ্বান করেন, তাহা হইলে, তোমরা তথায় উপনিষ্ট ঋষিগণের সমক্ষে যথাযোগ্যে গান করিবে। পূর্বে আমি বহুসংখ্য শ্লোক সহকারে রামায়ণ মধ্যে যে সকল সর্গ সন্নিবিষ্ট করিয়াছি, তোমরা তন্মধ্যে বিংশতি সর্গ দিবাভাগে মধুর বাক্যে গান করিবে। ধনকামনায় স্বল্পমাত্র লোভ করিও না। সর্বদা-ফলমূলশী আশ্রমবাসীগণের ধনে প্রয়োজন কি? রাম যদি জিজ্ঞাসা করেন, তোমরা কাহার পুত্র। তাহা হইলে, তাঁহাকে এই-মাত্র বলিবে, আমরা দুই জনে বাল্মীকির শিষ্য। বৎস কুশী-লব! বিগতজ্বর হইয়া, এই কলম্বনা বীণা যোগে অপূর্বদর্শন স্থানমূর্ত্তিনাসহকারে সুমধুর গান করিবে। রাজাকে অবজ্ঞা না করিয়া, প্রণাম পূর্বক সংক্ষেপে আরম্ভ করিয়া, গানে প্ররম্ভ হইবে। যেহেতু, রাজা ধর্মতঃ সর্সভূতের পিতা। অতএব উভয়ে সমাহিত হইয়া, হৃষ্টচিত্তে আগামী কল্য প্রভাতে তদ্রীলয়-সহকারে সুস্বরে গান করিবে। প্রাতে তার পুত্র মহামুনি পরমোদার বাল্মীকি এইরূপ বহুরূপ নির্দেশ করিয়া, তুম্বীস্তাব অবলম্বন করিলেন। শক্রদমন জ্ঞানকীন্দন লবকুশ মুনি কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া, তাহাই করিব, বলিয়া, বিনিক্ষান্ত হইলেন! অশ্বিনীকুমারেরা যেমন ভার্গবনীতিসংহিতা, সেই কুমারযুগল তেমনি বাল্মীকির আদভুত আদেশ বাক্য হৃদয়ে নিবেশিত করিয়া, সমুৎসুকচিত্তে সুখে রাত্রি বাস করিলেন।

সঙ্কীৰ্ত্তন শততম সর্গ ।

অনন্তর রাত্রি প্রভাত হইলে, লব কুশ উভয়ে স্নান ও অগ্নিতে আহুতি দান করিয়া, ঋষির আদেশানুরূপে তথায় গান করিতে আরম্ভ করিলেন । রাম তাঁহাদের গীতি শুনিতে লাগিলেন । এই গীতি গায়কগণের গান সিদ্ধির জন্য পূর্বাচার্য্য কতক বিরচিত, অশ্রুতপূর্ব্ব, ষড়্জাদি স্বরবিশিষ্ট, দানধর্ম্মে অলংকৃত, উত্তমধ্বনিবিলম্বিত রসি পরম্পরায় বদ্ধ এবং তত্বৌলম্ব-সম্বন্ধিত । রাম বালকদিগের এবং বিধ গান শুনিয়া, কোতুহলা-ক্রান্ত হইলেন ।

অনন্তর রাজা রাম আরক্ কৰ্ম্ম হইতে কিঞ্চিৎ অবসর পাইয়া, মহামুনি বায়্যকি, নরপতিগণ, পশুতিগণ, নৈগমগণ, পৌরাণিকগণ, শাস্ত্রিকগণ, রুদ্ধগণ, স্বরলক্ষনজ্ঞগণ, রামায়ণ-শ্রবণোৎসুক দ্বিজসন্তগণ, সামুদ্রিকলক্ষণজ্ঞগণ, সংগীতশাস্ত্রজ্ঞগণ, পুরবাসীগণ, গুরুলম্বুথযোগসমাসসম্বন্ধের অভিজ্ঞগণ, ছন্দ-শাস্ত্রবিশারদগণ, কলামাত্রবিশেষজ্ঞগণ, জ্যোতিষশাস্ত্রের পারগ-গণ, ক্রিয়া ও কল্পবিদগণ, কার্য্যবিশারদগণ, কেবল ব্যবসায়-কালে যুক্তিপ্রয়োগে সমর্থ ব্যক্তিগণ, বহুশ্রুত তार्কিকগণ, ছগদো-বিদগণ, পুরাণজ্ঞগণ, বৈদিকদ্বিজসন্তগণ, রক্তজ ও কল্পসূত্রজ্ঞগণ, এবং নৃত্যগীতবিশারদগণ, এই সকলকে আহ্বান করিয়া, গান-কর্ত্তা কুশীলবকে সাদরে সভামধ্যে গান করিবার জন্য সন্নি-বেশিত করিলেন । শ্রোতৃগণ তথায় উপবেশন করিয়া, পর-স্পর কথোপকথনে প্রারম্ভ হইলে, সেই দুই মুনিদারক সকলের হর্ষবর্দ্ধন করিয়া, গান করিতে আরম্ভ করিলেন । তাঁহাদের গান যেমন অলৌকিক, তেমনি মাধুর্য্যসম্পন্ন । শ্রোতারা শুনিয়া কোন গভেই ভূশির শেষ লাভ করিতে পারিলেন না । মহৌজা মুনিগণ ও নরপতিগণ সকলেই হ্রষ্ট হইয়া, চক্ষু দ্বারা যেন পাব্ করিয়া বারংবার তাহাদিগকে দেখিতে লাগিলেন । এবং পর-

স্পন্ন সমাহিত হইয়া, বলিতে আরম্ভ করিলেন, বিশ্ব হইতে সমু-
খিত বিম্বের ন্যায়, ইহারা দুই জনে রামের সদৃশ । ইহারা যদি
জটিল ও বজ্রলধারী না হইত, তাহা হইলে, রামের সহিত ইহা-
দের ভিন্নভাব লক্ষিত হইত না ।

গৌর ও জ্ঞানপদগণ এই প্রকার বলিতে আরম্ভ করিলে,
কুশ ও লব নারদদর্শিত প্রথমসর্গ আদি হইতে আরম্ভ করিয়া,
বিংশতি সর্গ পর্য্যন্ত গান করিলেন । জ্যোত্বংসল রাম এই
বিংশতি সর্গ শ্রবণ করিয়া অপরাক্ত সময়ে জ্ঞাতা লক্ষ্মণকে কহি-
লেন, কাকুৎস্থ ! শীঘ্র এই দুই মহাজ্ঞাকে অষ্টাদশসহস্র সুবর্ণ
প্রদান কর । এবং অন্য যাহা অভিলাষ থাকে, তাহাও দাও ।
তখন লক্ষ্মণ বিলম্ব না করিয়া, সেই বালক দুই জনকে পৃথক
পৃথক সুবর্ণ দান করিতে উদ্যত হইলেন । কিন্তু সেই মহাজ্ঞারা
উহা গ্রহণ না করিয়া, বিস্ময় প্রকাশ পূর্ব্বক কহিলেন, ইহাতে
আমাদের প্রয়োজন কি ? আমরা বনবাসী, বনের ফল
মূলেই আহার সম্পাদন করি । অতএব অরুণ্য মদ্যে সুবর্ণ
লইয়া কি করিব ?

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়, রামও জ্যোত্বংসল সকলেই সান্তি-
শয় নিম্মিত ও কৌতূহলাক্রান্ত হইলেন । অনন্তর, কিরূপে এই
কাব্যের উৎপত্তি হইল, জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া মহামতি
রাম সেই দুই মুনিদারককে জিজ্ঞাসিলেন ; এই কাব্যের প্রমাণ
কি ? যিনি রচনা করিয়াছেন, তাঁহার নিবাস বা অবস্থিতি
কোথায় ? এই মহাকাব্যের কর্তা কে ? কাব্যকর্তা সেই মুনি-
পুঙ্গব কোথায় থাকেন ?

রাম এই প্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, সেই দুই মুনিদারক
কহিলেন, ভগবান্ বাল্মীকি এই কাব্যের প্রণয়ন করিয়াছেন ।
তিনি এই কাব্যে আপনার অশেষ চরিত্ত সমাক্রূপে প্রদর্শন
করিয়াছেন । এবং সংপ্রতি আপনার যজ্ঞে সমাগত হইয়া,
সান্নিধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন । তপস্বী বাল্মীকি একশত

উপাখ্যান সমেত চতুর্বিংশৎ সহস্র শ্লোকে এই কাব্য রচনা করিয়াছেন । রাজন্ ! সেই মহামতি আমাদের গুরু । তিনি আদি প্রভৃতি পঞ্চশত সর্গসম্বিত সপ্তকাণ্ডে আপনাই চরিত্র রচনা করিয়াছেন । আপনি যাবজ্জীবন যে সকল শুভাশুভ কার্য্য করিয়াছেন, ইহাতে তাহা নিবদ্ধ হইয়াছে । রাজন্ ! মহারথ ! যদি সমস্ত জ্বনিতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, অব-সরসময়ে অনুজ্ঞগণের সহিত সুখী হইয়া, শ্রবণ করুন । রাম তাহাদিগকে বিদায় দিয়া, আচ্ছা, তাহাই হইবে, বলিলেন । তাহারো পরম হর্ষিত হইয়া, মুনিপুত্রব বাল্মীকি যেখানে, তথায় গমন করিলেন । তখন রাম মহামতি মুনিগণ ও নরপতিগণের সহিত সেই গীতিমার্গ্য শ্রবণ করিয়া, কক্ষশালায় সমাগত হই-লেন । তিনি কুশীলব কর্তৃক গীয়মান রামায়ণ শ্রবণ করিলেন । উহা তানলয়সম্পন্ন, সুগাথিত, স্বরশব্দযুক্ত, এবং তদ্বীলয় ও ব্যঞ্জনযোগবিশিষ্ট ।

অষ্টোত্তরশততম সর্গ ।

রাম মুনিগণ, রাজগণ বা নরগণের সহিত বহুদিন সেই পরম সুন্দর গীত শ্রবণ করিলেন । সেই প্রবন্ধে কুশীলবকে গীতার পুত্র জানিয়া, জানকীকে উদ্দেশ্য করিয়া, সভামধ্যে কহিলেন, শুদ্ধ সমাচার দূতদিগকে আশ্রমমণীষায় আহ্বান করিয়া, ভগবান্ বাল্মীকির নিকট পাঠাইয়া দাও । তাহারো গিয়া আমার এই কথা বলুক, জানকী যদি ত্রপোবনে বাস করিয়া, শুদ্ধচারিণী বা নিম্পাপা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে, মহর্ষির অনুমতি লইয়া, আশ্রমশুদ্ধি বিধান করুন । এ বিষয়ে ঋষির অভিপ্রায় কি এবং প্রত্যয়দানে অভিশাসিণী সীতার প্রত্যয় দান যদি মনোগত হয়, দূতগণ তাহা বিশেষরূপে জানিয়া আসিয়া আমার নিকট বলুক । জনকদুহিতা মৈথিলী

আগামী কল্য প্রাতে সভামধ্যে আমার ও নিজের শুদ্ধিজন্য শপথ করুন।

দূতগণ রামের এই পরমদ্ভুত বাক্য শ্রবণ করিয়া, তৎক্ষণাৎ বাল্মীকির নিকটে গমন এবং জ্বলনশীল অমিতপ্রভ মহামতিকে প্রণাম করিয়া, রামের মুহুমধুর বাক্য সকল নিবেদন করিল। স্তম্ভহাতেজা ঋষি দূতগণের কথা শ্রবণ ও রামের মনোগত জ্ঞান-গম্য করিয়া, কহিলেন, রাম যাগ বলিতেছেন, তাহাই হইবে। তোমাদের কল্যাণ হউক। পতিই জীলোকের পরম দেবতা। স্মৃতরাং সীতা তাহারই কথামত কার্য্য করিবেন।

মহর্ষি এই প্রকার কহিলে, পরমপ্রভাব দূতগণ সকলে রামের গোচরে সমাগত হইয়া, মুনিভাষিত সমস্ত নিবেদন করিল। মহামতি বাল্মীকির ঐ কথা শুনিয়া রামের অতিমাত্র হর্ষ সঞ্চারিত হইল। তিনি তথায় সমবেত সমস্ত ঋষি ও রাজাদিগকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, ঋষিগণ সশিষ্য ও রাজারা অনুচর সহিত এবং অন্যান্য যাহারা এ বিষয় দেখিতে উদ্ভূত, তাহারা সকলে সীতার শপথ দর্শন করুন।

মহামতি দ্বাঘবের এই কথা শুনিয়া, প্রধান প্রধান ঋষিগণ সকলেই উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ করিয়া উঠিলেন। মহামতি রাজারা এই বলিয়া রামের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, হেনর-শ্রেষ্ঠ! ইহা আপনাতেই খোভা পায়, অন্য নহে।

অনন্তর, আগামী কল্য সীতা শপথ করিবেন, এই প্রকার নিশ্চয় করিয়া, শত্রুদমন রঘুনন্দন সকলকে বিদায় দিলেন। তিনি মহাবুভাব, মহামতি ও সমুদায় রাজার প্রধান। আগামী কল্য সীতা পরীক্ষা দিবেন, সবিশেষ বিচারণাসহকারে এই প্রকার অবধারণানন্তর তিনি সমস্ত রাজা ও ঋষিদিগকে বিস-র্জ্বন করিলেন।

নবাবিকশততম সর্গ ।

সেই রাত্রি প্রভাত হইলে, রাজা রাম যজ্ঞবাটে গমন করিয়া সমস্ত ঋষিকে আহ্বান করিলে, বশিষ্ঠ, বামদেব, জাবালি, কাশ্যপ, বিশ্বামিত্র, দীর্ঘতপা, তুর্লাঙ্গা, মহাতপা পুলস্ত্য, শক্তি, ভার্গব, দীর্ঘাষু মার্কণ্ডেয়, মহাযশা মৌদগল্য, গার্গ্য, চাবন, ধর্ম-বিৎ শতানন্দ, তেজস্বী ভরদ্বাজ, অগ্নিপুত্র বশুধাত, নারদ, পরশু, মহাযশা গৌতম, ইঁহারা এবং অন্যান্য বহুসংখ্য সংশিতব্রত মুনিগণ সকলে, তথায় সমাগত হইলেন। তাঁহারা সীতার শপথ দর্শনার্থ কৌতূহলাক্রান্ত হইয়াছিলেন। মহাবীর্য্য রাক্ষস ও মহাবল বানরগণও কৌতূহলপ্রযুক্ত আগমন করিল। তন্মিত্র, সহস্র সহস্র ক্ষাত্র, বৈশ্য, শূদ্র এবং নানাদেশাগত সংশিতব্রত ব্রাহ্মণগণ সীতার শপথ দৃষ্টদর্শনার্থ সমাগত হইলেন। সকলে সমবেত হইয়া, পাষাণবৎ অচল হইয়া রহিলেন। এই ব্যাপার শ্রবণ করিয়া, মুনিবর বায়্মকি সীতাকে সমভিব্যাহারে লইয়া, সত্তর তথায় পদার্পণ করিলেন। সীতা অধোমুখে কৃত্তাঞ্জলি-পুটে বাম্পাকুল লোচনে একমাত্র রামের ধ্যান করিতে করিতে মহাবির পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্রাহ্মার অনু-গামিনী শ্রুতির ন্যায়, সীতাকে বায়্মকির পশ্চাৎ আসিতে দেখিয়া, মহান্ সাধুবাদ সমুৎপত্ত হইল। অনন্তর সকলে হল-হলা শব্দ করিয়া উঠিল। তাহারা সকলেই শোকে ব্যাকুল-হৃদয় হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে কেহ রামের, কেহ সীতার এবং অন্যান্যেরা উভয়েরই সাধুবাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর সীতাসমভিব্যাহারী মহর্ষি বায়্মকি সেই বিপুল জনতার মধ্যে রামকে সন্বেদন করিয়া কহিলেন, অগ্নি দাশ-রপে! এই সীতা সূব্রতা ও ধর্মচারিণী; অপবাদহেতু ইঁহাকে আমার আশ্রমসমীপে ত্যাগ করা হইয়াছিল। অগ্নি মহাব্রত রাম। তুমি লোকাপবাদভয়ে ভীত হইয়াছ। সীতা

তোমায় প্রত্যয় প্রদান করিবেন। অন্তঃসহ পূৰ্ণক এবিষয়ে অনুমতি প্রদান কর। এই দুর্দ্ধৰ্ষ যমজযুগল জানকীর পুত্র আমি ইহা সত্য বলিতেছি। হে রাঘবনন্দন! আমি প্রাচ্য-তার দশম পুত্র। কখনও মিথ্যা বলিয়াছি, মনে হয় না। অতঃ-এব সত্য জানিও, ইহারা তোমারই পুত্র। আমি বহুসহস্রবর্ষ তপস্যা করিয়াছি। যদি এই মৈথিলীর কোন দোষ থাকে; তাহা হইলে, আমি যেন সেই তপস্যার কোন ফললাভ করিতে না পারি। আমি পূৰ্বে কখনও কায়, মন বা বাক্য দ্বারা পাপ করি নাই। মৈথিলীর যদি পাপ না থাকে, তাহা হইলে, আমি যেন তাহার ফল প্রাপ্ত হই। হে যমুনন্দন! পঞ্চভূত ও মন সকল বিষয়েই শুদ্ধা জানিয়া বননিবাসে পতিতা সীতাকে আমি গ্রহণ করিয়াছি। সৰ্ব্বথা পাপহীনা শুদ্ধচারিণী পতি দেবতা এই সীতা তোমাকে প্রত্যয় প্রদান করিবেন। যেহেতু তুমি লোকাপবাদে ভীত হইয়াছ। হে নরনরনন্দন! তোমার মন লোকাপবাদভয়ে কলুষীকৃত হইয়াছিল। সেইজন্য দিব্য-জ্ঞানবলে সীতাকে শুদ্ধা জানিয়াও, পরিত্যাগ করিয়াছ। এক্ষণে আমি দিব্যজ্ঞানবলে ইহার বিশুদ্ধচরিত্র নিদিত হইয়া, তোমাতে প্রদান করিলাম।

দশাধিকশততম সর্গ।

মহর্ষি বাণ্মীকি এই প্রকার কহিলে, রাম দেববর্ষিণী জনক-নন্দিনীকে তথায় দর্শন করিয়া, ক্রুতাজলিপুটে কহিলেন, মহা-ভাগ! আপনি ধর্মবিৎ। যদিও আপনার বাক্যমাত্রেরই জান-কীকে শুদ্ধচারিণী বলিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। তথাপি হে বজ্র! আপনি যাহা অনুমতি করিতেছেন, তাহাই হইবে, সীতা স্বীয় শুদ্ধচারিত্রের পরীক্ষা প্রদান করুন। আপনার

কথা সকল সর্বতোভাবে পাপসম্পর্কপরিশূন্য । বৈদেহী পূর্বে লঙ্কানগরে সুরগণসান্নিধ্যে প্রত্যয় প্রদান ও শপথনিধান করিয়া ছিলেন । সেইসেতু তাঁহাকে গৃহে প্রবেশ করান হইয়াছিল । যে জন্য জানকীকে ত্যাগ করিয়াছি, সেই লোকাপবাদ অতিশয় প্রবল । ব্রহ্মন্ ! জানকীর কোন পাপ নাই, জানিলেও, এই লোকভয়েই তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছি । অতএব অনুগ্রহ পূর্বক ক্ষমা করিতে হইবে । এই সময়ে কুণীলব আমার পুত্র, ইহা আমার বিদিত আছে । তথাপি জানকী সভাগমকে আত্মশুদ্ধি বিধান করিলে, আমার প্রীতিভাজন হইবেন ।

সুরসত্তমগণ রামের অভিপ্রায় জানিয়া, সকলে সীতার সেই শপথ উপলক্ষে সমাগত হইলেন । আদিভাগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, বিশ্বেদেবগণ, মরুদগণ, সাধ্যগণ ও ঋষিগণ সকলে ব্রহ্মাকে পুরস্কৃত করিয়া, তথায় আগমন করিলেন । এতদ্ভিন্ন, নাগগণ, সুপর্ণগণ ও সিদ্ধগণ ইঁহারা সকলেই হৃষ্টচিত্তে সমাগত হইলেন । রাম দেবতা ও ঋষিদিগকে সমবেত দর্শন করিয়া, পুনরায় বাস্তবিকের বলিলেন, হে মুনি পুঙ্গব ! ঋষিদিগের কথা সকল পাপলেশ পরিশূন্য । অতএব আপনার কথামাত্রেই সীতাকে শুদ্ধাচারিণী বলিয়া আমার হৃৎপ্রতীতি হইয়াছে । তথাপি, সকলে সীতার শপথদর্শনে সমাদৃত হইয়া, আগমন করিয়াছেন । অতএব জানকী ইঁহাদের সকলের সমক্ষে আত্মশুদ্ধি বিধান করিলেই, আমার প্রীতিলাভ করিবেন । এই কথা বলিবার পরক্ষণেই সকলের পাপপুণ্যের সাক্ষী দিব্যগন্ধ মনোরম স্মৃশীতল সমীরণ মুদুমন্দ প্রবাহিত হইয়া, সেই সমবেত সমস্ত লোকের আচ্ছাদ সমুৎপাদন করিল । সমস্ত রাজ্য হইতে সমাগত মানবগণ সমাহিত হইয়া, এই অতীব আশ্চর্য্য ও অচিন্ত্য ব্যাপার দর্শন করিতে লাগিলেন । পূর্বে সভাযুগে যেমন এই প্রকার দিবা বায়ু প্রবাহিত হইত, তেজাতেও তদ্রূপ প্রবাহিত হইল । ইহা নিরতিশয় বিস্ময়ের বিষয়, সন্দেহ নাই ।

অনন্তর কাষায়বাগিনী জনকনন্দিনী সকলকে সমাগত দর্শন পূর্বক অপোদৃষ্টি ও অপোমুখী হইয়া কুতাজলিপুটে কহিতে লাগিলেন, আমি রামভিন্ন অন্য পুরুষকে মনেও ভাবি না। এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন। আমি কায়মনোবাক্যে রামের বিশিষ্টরূপ অর্চনা করি। এই সত্যবলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন। আমি রাম ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না, এই যে সত্য বলিলাম, ইহার বলে ভগবতী বসুন্ধরা আমারে বিবর দান করুন।

সীতা এইপ্রকার শপথ প্রয়োগে প্ররম্ভ হইলে, এক অদ্ভুত কাণ্ড প্রাকট হইল। ভূতল হইতে অত্যাশ্চর্য দিব্য সিংহাসন উখিত হইল। দিব্যদেহ দিব্যরত্নবিভূষিত অগিতবিক্রম নাগগণ মন্তক দ্বারা ঐ দিব্য সিংহাসন ধারণ করিয়া আছে। ভগবতী বসুন্ধরা প্রসারিত ভুজযুগলে মৌখিলীকে গ্রহণ করিয়া, অভিনন্দন পূর্বক সেই আসনে তাঁহাকে উপবেশন করাইলেন। তাঁহাকে আসনস্থা হইয়া, ভুবিবরে প্রবেশ করিতে দেখিয়া, দিব্যপুষ্পপ্রতি অবিচ্ছেদে পতিতা হইয়া, তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল। দেবগণ তৎক্ষণাৎ উচ্চৈঃশ্বরে সাধুবাদ প্রয়োগ করিয়া বলিতে লাগিলেন, গীতে! তোমার এই প্রকার চরিত্র, সাধুসাধু। সুরগণ অন্তরীক্ষে আসিয়া, সীতার পাতালপ্রবেশ দর্শন পূর্বক হৃষ্টচিত্তে ঐ রূপ বহুরূপ বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। যজ্ঞবাটস্থ ঋষিগণ, নরপতিগণ এবং অন্যান্য প্রধান প্রধান গুরুষাগণও সকলেই বারংবার শ্রীমন্ত প্রকাশে প্ররম্ভ হইলেন। অন্তরীক্ষ ও পৃথিবীস্থিত চেতনাচেতন প্রাণিগণ সকলেই সীতার এই কলক ফালনে বিপুল হর্ষ লাভ করিল। কেহ হর্ষভরে উচ্চৈঃশব্দ করিতে লাগিল; কেহ ধ্যানপরায়ণ হইল, এবং কেহ রাম ও কেহ বা সীতাকে সংজ্ঞাশূন্য হইয়া দেখিতে লাগিল। এইরূপে সীতার পাতাল প্রবেশ দেখিয়া, মুনিপ্রভৃতি সকলেই হর্ষাশ্বিত হইলেন। তাহাতে পরম্পরের

সম্বন্ধবন্ধন হওয়াতে, সমস্ত জগৎ মুহূর্তকাল সমরূপে নিভাত্ত
যোচিত হইয়াছিল ।

একাদশোত্তরশততম সর্গ ।

সীতা পাতালে প্রবেশ করিলে সমস্ত বানরমণ্ডল ও ঋষি-
গণ রাসের সান্নিধ্যে বারংবার উচ্চৈঃস্বরে সাধুবাদ প্রয়োগ
করিতে লাগিলেন । রাম নিভাত্ত দুঃখিত হইয়া, দণ্ডকারণ্য অব-
লম্বন পূরক বাম্পাকুললোচনে, অধোবদনে ও ক্ষুণ্ণ মনে বসিয়া
রহিলেন । এবং বাম্পভার বিসর্জন পূরক অনেক ক্ষণ রোদন
করিয়া, ক্রোড়ে শোকসমাবিষ্ট হইয়া কহিতে লাগিলেন, অতীত-
পূরক শোক আমার মন স্পর্শ করিতে উপস্থিত হইয়াছে । দেখ,
সাক্ষাৎ লক্ষ্মী জ্ঞানকী আমার সমক্ষেই অস্তিত্ব হইলেন ।
পূরক জ্ঞানকী মহোদধির পারে লঙ্কাপুরে অদর্শন প্রাপ্ত হইলে,
আমি যখন তাঁহাকে তথা হইতেও আনিয়াছি, তখন পাতালের
কথা আর কি বলিব ? অগ্নি দেবি বস্তুধে ! তুমি আমার
সীতাকে ফিরিয়া দাও, নতুবা, আমি রোষ প্রদর্শন করিব ;
তাঁহা হইলেই তুমি আমায় জ্ঞানিতে পারিবে । তুমি নিশ্চয়ই
আমার স্বস্তি । কেননা, রাজা জনক পূরক কালহস্তে কর্ষণ
করিতে করিতে সীতাকে ভোমার নিকট প্রাপ্ত করেন । অতএব
তুমি, হয়, সীতাকে নিষাতিত কর, না হয়, আমাকেও বিবর
প্রদান কর । পাতালে বা স্বর্গে যেখানেই হউক, আমি সীতার
নহিত বাল করিতে অভিলাষী । অতএব তুমি সীতাকে
আনিয়া দাও । আমি তাঁহার অন্য জ্ঞানশূন্য হইয়াছি ! তুমি
যদি যথাক্রমে সীতাকে না দাও, তাহা হইলে, আমি পর্ত্ত ও
বনের সহিত ত্রুদীয় সমগ্রাস্থিতি ব্যাধিত ও তুমি বিনাশ করিব ।
সমস্ত জল হউক ।

রাম ক্রোধ ও শোকের বশবর্ত্তী হইয়া, এই প্রকার বলিতে

লাগিলে, ব্রহ্ম সুরগণের কহিতে তাঁহাকে কহিলেন, তঁায় সুব্রত
 রাম ! তোমার সন্তাপ রাঃ উচিত হয় না । হে অমিত্রকর্ষণ !
 আপনার পূরুষভাব ও মন্ত্রণা স্মরণ কর । হে মহাবাহো !
 আমি তোমায় স্মরণ ক'রায় দিতেছি না । কিন্তু হে দুর্ধর্য !
 ইহাই বলিতেছি, তুমি এঃ সময়ে আপনার বৈষ্ণব জন্ম স্মরণ
 কর । গীতা স্বভাবত দোষসম্পর্কপরিশূন্য, সাধী ও হৃদীয়
 প্রকৃতিপ্রাপ্তিসমুৎসুক। তিনি ভবদীয় আশ্রয়রূপ তপোবলে
 সুখময় নাগলোকে গমন করিয়াছেন । পুনরায় স্রগে তোমার
 হিত মিলিত হইবেন, সন্দেহ নাই । এক্ষণে এই সভামধ্যে
 সম্বাদা বলিতেছি, অবধান কর । তোমারই চরিতপূর্ণ এই
 কাব্য সমস্ত কাব্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও পরম রমণীয় । রাম !
 লোকে এই বাক্য বিস্তার পূরক সমস্ত ব্যাখ্যা করিবে, সন্দেহ
 নাই । শ্রী ! তুমি ভাবদি যে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াছ এবং
 গীতার প তাৎপর্যবোধের পর ভবিষ্যতে সাহা করিবে, তৎসমস্ত
 বাল্মীকি নিবন্ধ করিয়াছেন । রাম ! এই আদিকাব্য রামায়ণ
 তোমারই চরিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে । তোমারই নামের কৈ আর
 কেহই এই কাব্যের যশোভাগী হইবার উপযুক্ত হইতে পারে
 না । হে কাকুৎস্থ ! তুমি শেষ ভবিষ্য কাব্য রামায়ণ শ্রবণ
 কর । হে মহাযশা ! উত্তরকাণ্ড নামে এই কাব্যের যে শেষ
 অংশ আছে, হে মহাতেজা ! তুমি কাহ্নগণের সন্তিত তাহা
 শ্রবণ কর । হে রঘুনন্দন ! তুমি রাজর্ষিগণের শ্রেষ্ঠ ।
 তুমিই কেবল এই উৎকৃষ্ট শেষাংশ শ্রবণ করিতে পার ।
 অন্য ব্যক্তির ইহা জ্ঞানিবার কোন প্রকার অধিকার নাই । এই
 বলিয়া ত্রিভুবনেশ্বর দেব বৃক্ষা সমাক্ষব দেবগণের সন্তিত
 ত্রিদিবে প্রস্থান করিলেন । বৃক্ষলোকনিবাসী যে সকল সচাক্ষা
 ও মহাতেজা ঋষি সেই সভায় সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহারা
 উত্তরকাণ্ডে নামের ভবিষ্যচরিত শ্রবণমানসে পিতামহের
 আদেশে তথায় রহিয়া গেলেন ।

১৭

অনন্তর পরমতেজস্বী রাম দেদেব পিতামহের কথিত শুভ-
বাণী শ্রবণ করিয়া, বাজ্ঞীকিকে কহিলেন, ভগবন! ব্রহ্ম-
লোকবাসী ঋষিগণ আমার ভবিষ্যচরিত শ্রবণ করিতে উৎসুক
হইয়াছেন। অতএব আগামী কলা উহা আরম্ভ করিয়া দিন।
এই প্রকার অবধারণ পূর্বক কুশীলবকে সমভিব্যাহারে লইয়া,
সেই সময়েই জনতাড়ক বিদায় দিয়া, তিনি কৰ্ম্মশালায় গমন
এবং গীতার উদ্দেশে শোক করিতে করিতে সেই রাজ্যে যাপন
করিলেন।

দ্বাদশাদিক শততম সর্গ।

রজনী প্রভাত হইলে, মণ্যমুনিদিগকে আনয়ন করিয়া,
রাম পুত্রদিগকে কহিলেন, অশিক্ষিত হৃদয়ে গান কর। অন-
ন্তর মহাজ্ঞা মহর্ষিগণ সকলে সমুপবিষ্ট হইলে, কুশীলব উত্তর
কাণ্ডের ভবিষ্যদংশ গান করিতে লাগিলেন।

গীতা স্বীয় সত্যপ্রভাবে পাণ্ডালপ্রবেশ করিলে, রাম যজ্ঞাব-
স্থানে পরম দুঃখী হইলেন। জ্ঞানকী দৃষ্টিপথ পরিহার করাতে
সমস্ত সংসার ভাঁহার শূন্য বোধ হইল। এবং শোকে নিতান্ত
অভিভূত হওয়াতে, ভাঁহার মানসিক শাস্তি দূর হইয়া গেল।
অনন্তর রাজীবলোচন রাম সমস্ত রাজ্য, রাক্ষস ঋক্ষ, বানর ও
বিপ্রমুখ্যাদিগের সকলকে দনদান পূর্বক বিদায় দান করিয়া,
গীতামাত্র ধ্যানপরায়ণ হইয়া, অযোধ্যায় প্রবেশ করিলেন।
গীতার পর আর তিনি ভাষা পরিগ্রহ করিলেন না। তিনি
পত্নীর জন্য সুবর্ণের জ্ঞানকী প্রতিমা নির্মাণ করিয়া যজ্ঞ সঙ্ক-
লের অনুষ্ঠানে প্ররক্ত হইলেন। এই রূপে তিনি দশ সহস্র
বৎসর ভূরি ভূরি হয়মেধ, বহু সুবর্ণ দশগুণ বাজপেয়, অগ্নিষ্টোম,
অতিরাত্র, গোসব এবং অন্যান্য আপ্তদক্ষিণ মহাধন ক্রতু সঙ্ক-
লের অনুষ্ঠানে যাপন করিলেন। রাজপাদে প্রতিষ্ঠিত ও ধর্ম্মে

প্রায়তমান থাকিয়া, উল্লিখিতরূপে তাঁহার বহুকাল অতিবাহিত হইল।

ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসগণ এবং রাজা সকল তাঁহার শাসনে থাকিয়া, অনুদিন তাঁহার অনুরঞ্জন করিতে লাগিলেন। পর্জন্য কালে বর্ষণ করাতে রাজ্যময় সুভিক্ষ হইল। দিক্ সকল প্রসন্ন হইয়া উঠিল। পুর ও জনপদমাত্রেই হৃষ্টপুষ্টজনভূয়িষ্ঠ হইল। কেহ আর অকালে মরে না, কাহার আর রোগ হয় না। ফলতঃ, তিনি রাজ্যশাসন প্রাপ্ত হইলে, সকল অনর্থ ধর হইয়া গেল।

অনন্তর বহুকাল অতীত হইলে, যশস্বিনী দামজ্যননৌ পুত্র-পৌত্রপরিবৃত্ত হইয়া, কালধন্য প্রাপ্ত হইলেন। কৈকয়ীও বহুবিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক তাঁহার অনুগমন ও স্বর্গে অবস্থিতি করিলেন। সেই মহাভাগা রমনীগণ স্বর্গে রাজা দশরথের সহিত মিলিতা হইয়া, পরম আপ্যায়িত হইলেন এবং সমস্ত ধর্ম্ম লাভ করিলেন। রাম তাঁহাদের উদ্দেশে সময় বিশেষে অতিশেষে ব্রাহ্মণ ও তপস্বীমণ্ডলে মহাদান করিতে লাগিলেন। এতদ্ভিন্ন, সেই ধর্ম্মাত্মা রাম পিতৃকর্ম্মোপলক্ষে দেবতা ও পিতৃদিগকে পূজা করিয়া, বহুরত্নবিতরণ ও পরম চতুর মন্ত সকলের অনুষ্ঠানে প্ররুত হইলেন।

এইরূপে তিনি সর্বদা যজ্ঞ সকলের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বহুবিধ ধর্ম্ম বর্দ্ধিত করিয়া, বহুবর্ষসহস্র সুখে যাপন করিলেন।

ত্রয়োদশাদিকশততম সর্গ।

অনন্তর কিয়ৎকাল অতীত হইলে, কেকয়রাজ যুদাজিৎ শ্রীয গুরু অমিত্রধাত ব্রাহ্মর্ষি অঙ্গিরার পুত্র গার্গ্যাকে মহাত্মা-রামের সকাশে প্রেরণ এবং তৎসঙ্গে অনুত্তম শ্রীতি দান স্বরূপ রামকে দশ সহস্র অশ্ব, বহুসংখ্য কশ্বল ও রত্ন এবং বিচিত্র উত্তম বস্ত্র ও সুগাম্ভীত আস্তরণ সকল প্রদান করিলেন।

মাতুল অশ্বপতির থেরিত মহর্ষি গার্গ্য উল্লিখিত মহাপন সহিত আসিয়াছেন, শুনিয়া, দীমান্ রাম অনুজ সহিত ক্রোশ-মাত্র তাঁহার প্রহ্লাদগমন এবং শক্র যেমন রহস্পতিকে, তেমনি তাঁহাকে সবিশেষ পূজা করিলেন । এই রূপে তিনি ঋষির পূজা ও সেই সকল দন গ্রহণ করিয়া, প্রতিপদে মাতুলের সর্বাঙ্গীন কুশল জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন । অনন্তর মহাভাগ ঋষি উপ-বিষ্ট হইলে, তাঁহাকে কহিলেন, আপনি সাক্ষাৎ রহস্পতির ন্যায়, বাক্যবিদগণের শ্রেষ্ঠ । মাতুল কি কথা বলিয়াছেন, যে জন্য আপনি এখানে পদার্পণ করিয়াছেন ?

রামের এই কথা শ্রবণে চর করিয়া, মহর্ষি অদ্ভুতসম্ভাষ কার্য্যবিস্তার বলিবার উপক্রম করিলেন । কহিলেন, মহাবাহো ! হৃদীয় মাতুল নরশ্রেষ্ঠ যুধাজিৎ শ্রীতি সংযুক্ত যে কথা বলিয়া-ছেন, যদি অভিরুচি হইয়া থাকে, শ্রবণ কর । তিনি বলিয়া-ছেন, সিন্ধু নদীর পার্শ্বে গন্ধর্ষগণের যে ফল মূলশোভিত পরম-শোভন দেশ আছে, যুদ্ধকোবিদ অশ্বপদ গন্ধর্ষেরা তাহার রক্ষা করে । বীর ! ঐ সকল গন্ধর্ষ শৈলুষের পুত্র, মহাবল এবং সংখ্যায় তিনকোটি । হে মহাবাহো ! কাকুৎস্থ ! তুমি তাহা-দিগকে জয় এবং পরম মনোহর গন্ধর্ষ নগর অধিকার করিয়া, তথায় সুন্দরবিদানে সমাহিত স্বীয় পুরে সন্নিবিষ্ট হও । তথায় অন্যের গতি নাই । হে মহাবাহো ! আমি তোমায় অহিত বলিতেছি না । অতএব সেই পরমশোভন দেশ তোমার রুচি-কর হউক ।

রাম মহর্ষির প্রামুখ্যে মাতুলের আদেশবাক্য শ্রবণ করিয়া, শ্রীতিভরে কহিলেন, আপনারা যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, তাহাই হইবে । এই বলিয়া তিনি ভরতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, পুনরায় শ্রীতিভরে কৃতাজ্জলিপুটে কহিলেন, ব্রহ্মর্ষে ! এই দুই কুমার তথায় বিচরণ করিবেন । ইঁহারা ভরতের আশ্রয় । ইঁহাদের নাম তক্ষ ও পুঙ্কল । ইঁহারা মাতুল যুধাজিৎ কর্তৃক

সুরক্ষিত হইয়া, বলও অনুচর সহিত ভরতকে অগ্রে করিয়া, গন্ধর্ষনন্দনদিগকে সংহার পূর্বক দুই পুর ভাগ করিয়া লইবেন। অতিদার্মিক ভরত দুই পুর প্রতিষ্ঠিত ও দুই পুত্রকে তথায় সন্নিবিষ্ট করিয়া, পুনরায় আমার সকাশে আগমন করিবেন। রাম বৃদ্ধর্ষিকে এই প্রকার করিয়া, সবলানুগ ভরতকে আজ্ঞা প্রদান ও দুই কুমারের অভিবাদন করিলেন।

অনন্তর ভরত সৌম্য নক্ষত্রে গার্গ্যকে পুরোবর্তী করিয়া, সসৈন্যে কুমারগণের সহিত বিনির্গত হইলেন। রাঘবের অনুগত ও সুরগণেরও দুর্দ্ধর্ষ সেই সেনা, দেবরাজের নিয়োগ পরতন্ত্র। দেবসেনার ন্যায়, নগর হইতে এক বাস পর্ষাদ্ভাবির্গমন করিল। মাংসাশী ধানিগণ ও স্তম্ভাকায় রাক্ষস সকল ক্রোধিত-পানপ্রাত্যাশায় ভরতের অনুগামী হইল। সঙ্গ সঙ্গ, স্তম্ভ রূপ মাংসভক্ষক ভূতগণ গন্ধর্ষপুত্রগণের মাংস ভক্ষণ জন্য সঙ্গে সঙ্গে যাইতে লাগিল। তদন্তর, বহু সঙ্গ, খেচর পক্ষী এবং সিংহ, ব্যাঘ্র ও বরাহগণও সৈন্যগণের অগ্রে প্রস্থান করিল।

সেই ক্ষুদ্রপুষ্করীর্ণ সেনা পশ্চিমদ্যে অক্রমাস যাপন করিয়া, নিরাময় শরীরে কেকয়রাজ্যে সমাগত হইল।

চতুর্দশাদিকশততম সর্গ।

সেনাসমভিব্যাহারে ভরত আগমন করিয়াছেন শ্রবণ করিয়া গর্গ ও কেকয়রাজ যুদাজিৎ পরম সন্তুষ্ট এবং মহতী সেনাসমভিব্যাহারে বহির্গত হইয়া গন্ধর্ষদিগকে আক্রমণার্থ সত্বর যাত্রা করিলেন। অনন্তর লঘুবিক্রমশালী ভরত ও যুদাজিৎ সসৈন্যে ও অনুচরবর্গসমভিব্যাহারে গন্ধর্ষদিগের নগরে যাইয়া উপস্থিত হইলেন।

ভরত উপস্থিত হইয়াছেন, শ্রবণ করিয়া মহানীর্ঘ্য গন্ধর্ষগণ একত্রিত হইয়া চতুর্দিক হইতে সিংহনাদ করিতে লাগিল।

অনন্তর যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া সপ্তাহ কাল ভূমূল লোমহর্ষণ যুদ্ধ হইল ; কোন পক্ষেরই জয় পরাজয় হইল না । চতুর্দিকে রক্তের নদী সকল নরদেহ বহন করিয়া প্রবাহিত হইল । অঙ্গা শক্তি ও ধনু এই সকল নদীর প্রাচ ।

অনন্তর রামানুজ ভরত ক্রুদ্ধ হইয়া গন্ধর্ষদিগের প্রতি সম্বর্ত্ত নামক সুদারুণ কালাম্বু নিক্ষেপ করিলেন । কালাম্বু দ্বারা বন্ধ ও সংবর্ত্তাস্ত্র দ্বারা বিদারিত হইয়া ক্ষণকালমধ্যেই তিনকোটি গন্ধর্ষ বিস্টে হইল । তাদৃশ ঘোর যুদ্ধ যে কখনও হইয়াছিল, দেবতাদিগের তাহা স্মরণ হইল না ; নিমেষান্তর মাঝেই তাৎক্ষণিক মহাবল গন্ধর্ষ নিহত হইল ।

এ সমস্ত গন্ধর্ষ নিহত হইলে পর, কেকয়ীনন্দন ভরত মনোহর গান্ধার দেশে গন্ধর্ষদিগের অঞ্চলে দুইটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন অতুল-ক্লষ্ট নগর স্থাপন করিলেন ; তক্ষশিলায় তক্ষ, আর পুষ্কলাবতে পুষ্কল । উভয় নগরই রাশি রাশি ধনরত্নে পরিপূর্ণ ও বিবিধ কাননে সমাকীর্ণ ; বিস্তর গুণবত্বানিবন্ধন উভয়ই যেন পরস্পর বিবাদ করিতেছে । ধর্ম্মসঙ্গত ক্রয় বিক্রয়াদি লোক ব্যবহার দ্বারা উভয় নগরই দেখিতে পরম রমণীয় । উভয়ই উদ্যান ও যান সকলে পরিপূর্ণ ; উভয়েরই পথপাশ বর্ত্তী বিপণি সকল পরস্পর সুবিভক্ত । উভয় নগরই উৎকৃষ্ট মনোরম । উভয়ই বিস্তর উৎকৃষ্ট গৃহ, সুরুচির খাদ্যাদি বিস্তর শোভনীয় দেবায়তন এবং তাল, তমাল, তিলক ও বকুলাদি বৃক্ষরাজি দ্বারা পরিশোভিত ।

রাঘবানুজ কেকয়ীনন্দন মহাবাহু ভবন্ত পাঁচ বৎসরে ঈদৃশ নগরদ্বয় স্থাপন করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন এবং ব্রহ্মকে বাসবের ন্যায়, সাক্ষাৎ ধর্ম্মমূর্ত্তি মহাত্মা রাঘবকে বন্দনা করিয়া, গন্ধর্ষদিগের নিদন ও দুই নগর স্থাপনের কথা যথাবৎ নিবেদন করিলেন ; উহা শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র ভরতের প্রতি হৃষ্ট হইলেন ।

পঞ্চদশাধিকশততম সর্গ ।

ভরতের অত্যাশ্চর্য্য বাক্য শ্রবণ করিয়া রাম ও লক্ষ্মণ আনন্দিত হইলেন । পরে রাম লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে ! তোমার এই দুই কুমার অঙ্গদ ও চন্দ্রকেতু দর্শ্যে সুপণ্ডিত এবং রাজ্যরক্ষণবিষয়ে বিলক্ষণ বিক্রমশালী । অতএব আমি ইহাদিগকে রাজ্যে অভিষেক করিব । সৌমা ! তুমি এক্ষণ দেশ দেখিবে যে এই দুই ধনুর্ধর তথায় অবাধে বিহার করিতে পারে, এবং যথায় রাজ্য স্থাপন করিলে, অন্য রাজাদিগকে উৎপীড়ন ও আশ্রম ভঙ্গ করিয়া আমাদিগকে দোষী হইতে না হয় ।

রাম এই প্রকার কহিলে, ভরত কহিলেন, কারুপদ দেশ অতি রমণীয় ও আশ্রয় শূন্য, ঐ দেশে অঙ্গদের নগরী স্থাপন করুন । আর আগম্যাবহীন সুচারু চন্দ্রকান্ত দেশ চন্দ্রকেতুর রাজ্য হউক । রামচন্দ্র ভরতের ঐ বাক্য গ্রাহ্য করিলেন এবং ঐ কারুপদ দেশ আয়ত্ত করিয়া অঙ্গদকে প্রদান করিলেন । তিনি ঐ দেশে অঙ্গদের জন্য সুরক্ষিত সুন্দর নগরও নিৰ্ম্মাণ করিয়া দিলেন । মল্ল ভূমিতে মল্ল চন্দ্রকেতুর নিমিত্তও স্বর্ণপুরীর ন্যায় মনোহর চন্দ্রকান্ত নামে পুরী নিৰ্ম্মিত হইল ।

অনন্তর যুদ্ধে পরাধৰ্ষ্য রাম, লক্ষ্মণ ও ভরত পরমানন্দিত হইয়া কুমারদ্বয়ের অভিষেক করিয়া তাহাদিগকে স্ব স্ব রাজ্যে প্রেরণ করিলেন । অঙ্গদ পশ্চিম দিকে ও চন্দ্রকেতু উত্তর মুখে যাত্রা করিলেন । সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ অঙ্গদের, আর ভরত চন্দ্রকেতুর অনুগামী হইলেন । লক্ষ্মণ অঙ্গদের নগরীতে এক বৎসর থাকিয়া যখন দেখিলেন যে, পুত্র সুদূররূপে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তখন অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করিলেন । ভরতও ঐ জন্য কিঞ্চিদধিক এক বৎসর বাস করিয়া অযোধ্যায় প্রত্যাগমন পূৰ্ব্বক রামের পাদবন্দন করিলেন । ধাম্বিক লক্ষ্মণ ও ভরত উভয়েই রামচরণের অনুগত ছিলেন, কিন্তু অন্যত্র অব-

স্থিতি করিয়া, কালগত হইলেও, পুত্রস্নেহনিবন্ধন কষ্ট অনুভব করিলেন না ।

রামচন্দ্র, ভরত ও লক্ষ্মণ এই রূপে দর্শ্যপ্রতিপালন পূর্বক দশ লক্ষ সৎসর রাজ্যপালন করিলেন ।

মহাবল্লভে আভিষেকান্ত সুসমিক্ত দীপ্তভেজা অগ্নিহবের ন্যায় ক্রীসম্পন্ন হইয়া তিমজ্জন অমোদ্যানগরে অবস্থিতি পূর্বক বিহার করিয়া, কাল পরিপূর্ণ হইলে পরম আনন্দিত হইলেন ।

মোড়শাদিকশততম সর্গ ।

এই রূপে রাম দর্শ্যপালন করিতে থাকিলে, কিছুকালের পর কালতাপন রূপ ধারণ পূর্বক রাজদ্বারে আনিয়া উপস্থিত হইলেন এবং দ্রুতিস্থিত প্রাতিমান লক্ষ্মণকে কহিলেন, আপনি যাইয়া সংবাদ দান করুন, আমি কোন গুরুতর কার্যের নিমিত্ত আগমন করিয়াছি । আমি অমিতভেজস্বী মহাবী অতিবলের দূত । হে মহাবল ! কোন বিশেষ কার্যোপলক্ষে রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছি ।

তাপনের বাক্য শ্রবণ করিয়া নৌমিত্রি সহর যাইয়া রাজ্যনকে সমস্ত সংবাদ দান করিলেন । কহিলেন, হে মহাবল্লভ ! আপনি রাজ্যদর্শ্য প্রতিপালনযোগ্যো ইহ পর উভয় লোক জয় করুন ; তপঃপ্রভায় ভাস্করসদৃশ এক জন দূত আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আগমন করিয়াছেন । রাম লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, সেই সন্দেশহারক মহাভেজস্বী তপস্বীকে সহর লইয়া আইন । নৌমিত্রি যে আস্তা বলিয়া, ভেজোদ্বারা যেন জলস্ত ও কিরণছটা দ্বারা যেন দাহকারী তপস্বীকে প্রবেশ করাইলেন । ঋষি ভেজঃপ্রভায় হৃদীপ্ত রম্যশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইয়া, মধুর বাক্যে কহিলেন, যদি সম্পন্ন হউন । মহাভেজা রাম ভাঁহাকে অর্ঘ্যাদি পূজা

প্রদান করিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করিলেন। বাগ্মিশ্রেষ্ঠ মহাশয় মুনি রামচন্দ্র কর্তৃক কুশল জিজ্ঞাসিত হইয়া কাঞ্চনময় দিব্য আসনে উপবিষ্ট হইলেন। তখন রাম স্বাগত জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহাকে কহিলেন, আপনি যাহার দূত হইয়া আসিয়াছেন, তিনি কি বলিয়া দিয়াছেন, বলুন।

রাজসিংহ রামচন্দ্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, ঋষি কহিলেন, যদি হিতসাধনে আপনার মন থাকে, তাহা হইলে আমার ইচ্ছা, এমনসঙ্গে আমরা নিরঞ্জে কথোপকথন করিব। আর যদি মুনিপুত্রবর বাক্য প্রতিপালন করা আপনার কর্তব্য হয়, তাহা হইলে এইরূপ নিয়ম করুন, যে আমরা যখন দুইজনে কথোপকথন করিব, তখন যে কেহ আমাদের বাক্য শ্রবণ বা আমাদের দর্শন করিবে, সেই আপনার বধ্য হইবে।

তখন রামচন্দ্র, তাহাই হউক বলিয়া, লক্ষণকে কহিলেন, মহাশয়! প্রতিহারকে বিদায় করিয়া তুমি স্বয়ং দ্বারদেশে অবস্থিতি কর। সৌমিত্রে! আমি ও এই ঋষি, আমরা দুইজন-মাত্র নিরঞ্জে পরামর্শ করিব; এই সময় যে কেহ আমাদের বাক্য শ্রবণ বা আমাদের দর্শন করিবে, সেই আমার বধ্য হইবে।

রামচন্দ্র এইরূপে লক্ষণকে দ্বাররক্ষায় নিযুক্ত করিয়া মুনিকে কহিলেন, ঋষি কি বলিয়া দিয়াছেন বলুন। মুনে! আপনার মনের কথা কি, এবং কোন মহাত্মা আপনাকে ধারণ করিয়াছেন, আপনি নিশ্চয়চিন্তে বলুন। আমিও জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছি।

সপ্তদশাদিক শততম সর্গ।

—

ঋষি কহিলেন, হে রাজম্! হে মহাশয়! আমি যে জন্যাগমন করিয়াছি, শ্রবণ করুন। হে মহাবল! দেব পিতা-আমাকে ধারণ করিয়াছেন। বীর! আমি আপনার

পুত্র; আপনি পূর্বদেহে আগকে মায়ার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছিলেন; আমি সর্বসংহারক কাল। লোকপতি হাভু পিতামহ বলিয়াদিয়াছেন, সৌম্য! আপনি ত্রিলোক রক্ষার্থ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। পুরাকালে আপনি যখন মায়াবলে সর্ব লোক সংহার করিয়া মহাগর্ভবগর্তে শয়ন করিয়াছিলেন, সেই সময় আপনি আমাকে উৎপাদন করিয়াছিলেন। তাহার পর আপনি মহাকায় উদকশায়ী নাগরাজ অনন্তকে সৃষ্টি করিয়া মধু ও কৈটভনামক দুই মহাবল মহাসুর সৃষ্টি করিয়া দ্বিলেন; তৎকালে তাহাদিগেরই অস্তিত্ব দ্বারা পরিবাপ্ত হইয়া, পর্ত্তবল্লা এই পৃথিবীর মেদিনী নাম হইয়াছে। আপনি নাভিজাত দিব্যসন্ধ্যা পক্ষে আমাকেও উৎপাদন করিয়া প্রজাসৃষ্টি কার্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমি ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রজাসৃষ্টি করিলাম, কিন্তু তাহার রক্ষার উপায় না দেখিয়া জগৎপতি আপনারই উপাসনা করিয়া প্রার্থনা করিলাম, আপনিই প্রজাপালন করুন; কারণ আপনিই আমার শক্তিদাতা; সুভরাং দুর্দ্ধর্য। অনন্তর আপনি লোকের রক্ষা বিধানার্থ সেই সনাতন দুর্দ্ধর্য ভাব হইতে বিষ্ণু রূপ দারণ করিলেন, এবং অদিতির বীর্ষ্যবান্ পুত্র হইয়া ভ্রাতৃগণের আনন্দবর্জন করিতে লাগিলেন, কারণ, কার্য্য উপস্থিত হইলেই আপনি তাহাদিগের সংযততা করিয়া থাকেন। হে জগৎপতে! সেই জন্যই আপনি প্রজারন্দের উচ্ছেদ দর্শন করত রাবণের বিনাশার্থ অভিলাষী হইয়া মানুষলোকে উৎপন্ন হইতে ইচ্ছুক হইলেন, এবং আপনিই প্রতিজ্ঞা করিলেন, যে একাদশ সহস্র বৎসর পৃথিবীতে অবস্থিতি করিবেন। তদনন্তর আপনি মানুষ পুত্র হইয়া মানুষকূলে উৎপন্ন হইলেন। এক্ষণে আপনার পরমায়ু পূর্ণ হইয়াছে। অতএব বিজ্ঞাপনার্থ আপনার নিকট উপস্থিত হইবার এই উপযুক্ত সময়। অথবা মহারাজ! যদি আপনার আরও কিছুকাল প্রজাপালন করিবার ইচ্ছা থাকে,

তাহা হইলে আপনি মনুষ্যালোকেই অবস্থিতি করুন। আর যদি সুরলোকে আরোহণ করিবার ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে পুনরীকৃত আসিয়া বিষ্ণুরূপে দেবতাদিগকে সনাথ করুন। তাঁহারা নিশ্চিন্ত হউন। বীর। পিতামহ আপনাকে এই কথা কহিয়াছেন।

সর্গসংহারক কালের মুখে পিতামহের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামচন্দ্র হাস্য করত কহিলেন, পিতামহের এই অনুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া আমার পরম প্রীতি জন্মিল। তাত! তোমার আগমনেও আমি অ'হ্লাদিত হইলাম। ত্রিলোকেরই হিতের জন্য আমি অবতীর্ণ হইয়াছি; তোমার মঙ্গল হউক। আমি যথা হইতে আগমন করিয়াছি, এক্ষণে সেই স্থানেই গমন করিব। আমিও উহাই মনে করিতেছিলাম, তুমিও আগমন করিয়াছ। অতএব আর আমার দ্বিধা নাই। সর্গসংহারক! দেবগণ আমার বশবর্তী; অতএব আমাকে তাঁহাদের সর্গ কার্য্যেই থাকিতে হইবে। পিতামহ যথাকথাই কহিয়াছেন।

অষ্টাদশাধিকশততম সর্গ।

রাম ও কাল এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, ইতিমধ্যে ঋষিসত্তম ভগবান দুর্কীয়া রামদর্শনাকাজক্ষী হইয়া রাজদ্বারে উপস্থিত হইলেন; এবং সমীপবর্তী হইয়া লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে! শীঘ্র আমাকে রামদর্শন করাও, আমার কার্য্যের সময় অপবাহিত হইতেছে, অতএব অগ্রে দর্শন করাও।

মুনির বাক্য শ্রবণ করিয়া শক্রনিহন্তা লক্ষ্মণ অভিবাदन পূর্ব্বক সেই মহাত্মাকে কহিলেন, ভগবন্! আপনার কি কার্য্য আছে বলুন। আপনার উদ্দেশ্য কি? কি করিতে হইবে আমাকেই আদেশ করুন। রামচন্দ্র ব্যস্ত আছেন, অতএব আপনি মুহূর্ত্ত কাল অপেক্ষা করুন।

এই কথা শুনিয়া ঋষিষাৰ্দূল দুৰ্জাসা ক্রোধে কলুষীকৃত হইয়া চক্ষুদ্বারা যেন দক্ষ করিতে করিতে কহিলেন, সৌমিত্রে ! তুমি এখনই যাইয়া রামকে বল যে আমি আগমন করিয়াছি, নতুবা তোমাকে, রামকে, ভরতকে, শত্রুঘ্নকে এবং তোমাদিগের সমস্তান সমস্তাদিগকেও শাপ দিব ; রাজ্য এবং নগরের উপরও অভিশাপ্ত করিব। আর আমি অদিক ক্ষণ হুদিত্ত কোণ নিবারণ করিতে পারিতেছি না।

ঋষির এই নিদারুণ ভয়ংকর নিশ্চিত বাক্য শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ মনোমধ্যে চিন্তা করিলেন যে, সকলের বিনাশ অপেক্ষা আমার একেরই মরণ হউক। এইরূপ স্থির করিয়া তিনি রামের নিকটে যাওয়া সংবাদ প্রদান করিলেন।

লক্ষ্মণের বাক্য শ্রবণ করত রাম কালকে বিদায় দিয়া সত্তর বহির্গমন পূৰ্ণক, অত্মিনন্দনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, এবং সেই তেজঃপ্রদীপ্ত মহামতিকে অভিবাদন করিয়া কৃতজ্ঞলিপুটে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার প্রয়োজন কি ?

রাঘবের বাক্য শুনিয়া মুনিপ্রবর মহাতেজা দুৰ্জাসা কহিলেন, ধন্যবৎসল ! শ্রবণ কর। আমি সহস্র বৎসর উপবাস-ব্রত দারণ করিয়াছিলাম, আজ আমার সেই ব্রত সংপূর্ণ হইল ; অতএব তুমি আমাকে যথাসম্ভব ভোজন প্রদান কর।

এই কথা শ্রবণ পূৰ্ণক রাজা রামচন্দ্র অতীব আনন্দিত হইয়া মুনিকে যথোপযুক্ত অন্ন প্রদান করিলেন। ঋষিসম্মত সেই অন্নভোপম স্বাদু অন্ন আহার করত, রাম ! মাধু, বলিয়া বিদায় গ্রহণ পূৰ্ণক নিজ আশ্রমে গমন করিলেন।

অনন্তর কালের বাক্য স্মরণ করিয়া রাম অতীব দুঃখিত হইলেন। সেই নিদারুণ ভীষণ বাক্য স্মরণ করিয়া তিনি দুঃখে পরিতপ্ত হইয়া কাতরচিত্তে অপোমুখে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, কোন কথাই কহিতে পারিলেন না।

অনন্তর মহাযশা রঘুনন্দন কালের বাক্য সকল পর্যালোচন

পূৰ্ণক, আমার এই সকলই ঘটবে, স্থির করত তুচ্ছোক্তাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন ।

উনবিংশাদ্বিকশততম সর্গ ।

অনন্তর রামচন্দ্র অবাঙমুখ ও রাজহস্ত চন্দ্রমার ন্যায় মলিন হইয়াছেন দেখিয়া লক্ষ্মণ অণুমাত্র দুঃখিত না হইয়া কহিলেন, মহাবাহো ! আপনি আমার জন্য দুঃখিত হইবেন না । কালের গতিই এই ; জীবের গতি পূৰ্ণনির্দিষ্ট কৰ্ম দ্বারাই নিয়মিত হইয়া থাকে । সৌম্য ! আপনি অকাতরে আমাকে বধ করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন । কাকুৎস্থ ! বাহারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে না পারে, তাহাদিগকে নরকস্থ হইতে হয় । মহারাজ ! যদি আমার প্রতি আপনার প্রায় থাকে ; এবং সেই হেতু যদি আমার প্রতি অনুগ্রহ করা আপনার উচিত হয়, তাহা হইলে আপনি নির্দ্বিধাক্রমে আমাকে বধ করুন ।

এই বাক্য শ্রবণ করিয়া রামের মন ব্যাকুল হইয়া উঠিল ; তিনি মন্ত্রী ও পুরোহিতদিগকে আহ্বান করাইয়া তাহাদিগকে নিজের প্রতিজ্ঞা ও দুৰ্জাসার আগমন গোচর করাইলেন । মন্ত্রী ও পুরোহিতগণ রক্তান্ত অবগত হইয়া নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন । অনন্তর মহাতেজ্ঞা বশিষ্ঠ কহিলেন, মহাবাহো মহাযশস্বিন্ রামচন্দ্র ! আমি তোমার উপস্থিত ক্ষয় ও লক্ষ্মণের সহিত বিচ্ছেদ, পূৰ্ণ হইতেই অবগত হইয়াছি । অতএব লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ কর । কালই প্রবল । তুমি প্রতিজ্ঞা গিথ্যা করিও না । প্রতিজ্ঞা বিফল হইলে, ধৰ্ম্ম নষ্ট হইবে ; ধৰ্ম্ম বিনষ্ট হইলেই দেবর্ষিগণসহিত সচরাচর ত্রিলোক সমস্তই লয় পাইবে । অতএব পুরুষশাৰ্দূল ! তুমি আজ ত্রিলোকপালনের উপরোধে লক্ষ্মণের বিরহ সহ্য করিয়া জগৎ রক্ষা কর ।

বশিষ্ঠের এই বাক্যে অন্যান্য মন্ত্রী এবং পুরোহিতগণও

সকলেই মত্ত দিলেন । তখন তাঁহাদিগের এই ধর্ম্মার্থসঙ্গত
বাক্য শুনিয়া রাম সভামধ্যে লক্ষ্মণকে কহিলেন, সৌমিত্রে !
আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিলাম ; নতুবা ধর্ম্মহানি হয় ।
মাধু ব্যক্তির কহিয়াছেন, বধ আর ত্যাগ, উভয়ই সমান ।

রাম এই কথা বলিবামাত্র লক্ষ্মণ অশ্রুজলে ব্যাকুল হইয়া,
আর কাণবিলম্ব না করিয়া প্রস্থান করিলেন ; নিজগৃহে আর
গমন করিলেন না । তিনি ঐ স্থান হইতেই সরযুতীরে
গমন করিয়া ক্রতাজ্জলিপুটে আচমন পূর্ব্বক সর্দদ্বার রোধ
করিলেন ; আর নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন না । তিনি
এই রূপে নিশ্বাস অবরোধ পূর্ব্বক যোগাবলম্বী হইলে ইন্দ্রাদি
দেব ও ঋষিগণ তাঁহার উপ : পুষ্প বর্ষণ করিলেন । পরে দেব-
রাজ্য লোকের অপশাভাবে সেই মহাবলকে সশরীরে গ্রহণ
করিয়া স্বর্গে প্রবিষ্ট হইলেন ।

তখন বিষ্ণুর চতুর্থাংশ রঘুনন্দন লক্ষ্মণকে স্বর্গে সমাগত
দর্শন করিয়া দেবশ্রেষ্ঠগণ পরমানন্দিত হইয়া সকলেই তাঁহার
পূজা করিতে লাগিলেন ।

বিংশাদিকশততম সর্গ ।

লক্ষ্মণকে পরিত্যাগ করিয়া রাম দুঃখশোকে কাতর হইয়া
মন্ত্রি ও পুরোবাসাদিগকে কহিলেন, আজ আমি ধর্ম্মবৎসল
বীর ভরতকে অযোধ্যারাজ্যে অভিষেক করিয়া বনে গমন
করিব ; তোমরা কাণবিলম্ব না করিয়া অভিষেকসামগ্রীর
আয়োজন কর ; লক্ষ্মণ যে পথে গমন করিয়াছেন, আমিও
আজই সেই পথে গমন করিব ।

রাঘবের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রজাবর্গ মত্তকাবনমন
পূর্ব্বক মুক্তিকাতে পতিত হইয়া মৃতের ন্যায় অবস্থিতি করিতে

লাগিল। রঘবের বাক্য শুনিয়া ভরতও হতজ্ঞান হইলেন, এবং রাজ্ঞের নিন্দা করিয়া কহিলেন, রাজন্! আমি মত্তোর দিব্য করিতেছি, রাজ্যের কথা কি, আপনাকে পরিত্যাগ করিয়া আমি স্বর্গভোগেও ইচ্ছা করি না। রাজন্! আপনি কুমার কুশীলবকে অভিষেক করুন। কৌশল রাজ্যে কুশ ও উত্তর রাজ্যে লব রাজ্য হউক। আর দ্রুতগামী দ্রুতগণ শত্রুসৈর্য নিকট গমন করিয়া আমাদিগের গমনসংবাদ দান করুক; বিলম্বে প্রয়োজন নাই।

ভরতের এই বাক্য শুনিয়া, এবং প্রজাদিগকে অদোষুথ ও দুঃখিত দেখিয়া, বশিষ্ঠ কহিলেন, বৎস রাম! দেখ, এই সমস্ত প্রজা দরশপুষ্টে পতিত হইয়াছে। গতএব তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া ইহাদিগের বাসনা পূর্ণ কর, ইহাদিগের অপ্রিয় করিও না।

বশিষ্ঠের বাক্যানুসারে প্রজাদিগকে উপাশন করিয়া রাম জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি তোমাদেয় কি ইষ্টমাদন করিব বল!

রামের বাক্য শুনিয়া প্রজাবর্গ কহিল, রাজন্! আপনি যে স্থানে গমন করিবেন, আমরাও সেই স্থানে আপনার অনুগমন করিব। যদি পৌরদিগের প্রতি আপনার প্রণয় ও স্নেহ থাকে, তাহা হইলে, অনুমতি করুন, আপনি যে পথে গমন করিতেছেন, আমরাও সেই সংপথে গমন করিব। তপোবনই হউক, দুর্গম স্থানই হউক, নদীই হউক, আর সাগরই হউক, যদি আপনি আমাদিগকে পরিত্যাগ না করেন, তাহা হইলে, আপনি আমাদিগকে যে কোন স্থানেই লইয়া চলুন। রাজন্! ইহা হইলেই আমাদিগের পরম তৃপ্তি জন্মিবে, আমরা এইমাত্র বর প্রার্থনা করি। সন্দেহ আপনার অনুগামী হইলেই আমাদিগের আনন্দ জন্মে।

পৌরদিগের ঈদৃশ দৃঢ় ভক্তি দর্শন করিয়া রাম উত্তর করিলেন, তপস্বি। অনন্তর তিনি স্বর্গব্য পৰ্যালোচনা পূর্বক কৌশল দেশে কুণকে ও উত্তরদেশে লবকে অভিষেক করিলেন।

মহাক্ষা মহাবীর কুশীলবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া রাখব
ক্রেড়ে করত শতোককে সহস্র রথ, অযুত হস্তী, অযুত অশ্ব,
এবং বহু রত্ন ও ধন দিয়া স্ব স্ব রাজ্যে থেরণ করিলেন ।

এই রূপে কুমারদ্বয়কে অভিষেক করত স্ব স্ব রাজ্যে থেরণ
করিয়া রামচন্দ্র শত্রুপ্লের নিকট দূত থেরণ করিলেন ।

একবিংশাদিকশততম সর্গ ।

ক্রতুগামীশ্রুত সকল রামচন্দ্র কর্তৃক শেরিত হইয়া সত্তর
মথুরায় গমন করিলেন ; এবং পশ্চিমদ্যে বিজ্রাম না করিয়া
তিন দিবারাত্রে মথুরায় উপস্থিত হইয়া শত্রুপ্লকে সমুদায় সম্বাদ
নিবেদন করিল । লক্ষণের পরিত্যাগ, রাঘবের প্রতিজ্ঞা
ও পৌরানুগমন বিজ্ঞাপন করিয়া কহিল, ধীমান্ রাম বিদ্যা
পৰ্ম্মভের পাদদেশে কুশের জন্য কুশাবতী নগরী নির্মাণ করিয়া-
ছেন ; লবের জন্যও শ্রাবস্তি নামে নগরী নির্মিত হইয়াছে,
এবং মহারথ রাম ও ভরত অযোধ্যা জনশূন্য করিয়া স্বর্গ গমনে
উদ্যোগী হইয়াছেন ; এই সমস্ত সংবাদ সত্তর নিবেদন করিয়া
পরে দূতগণ বিজ্রাম করিল । এবং শত্রুপ্লকে কহিল, মহারাজ
সত্তর হউন ।

ভীষণ কুলক্ষয় উপস্থিত হইয়াছে শ্রবণ করিয়া শত্রুপ্ল রাজ্যবর্গ
ও একজন পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া তাহাদিগকে উপস্থিত
রত্নান্ত সমুদায় নিবেদন করিলেন । ভ্রাতৃদিগের সহিত ভাঁহারও
যে ক্ষয় হইবে তাহাও জানাইলেন । তদনন্তর রাজ্য শত্রুপ্ল দুই
পুত্রকে অভিষেক করিলেন । সুগ্রাহ মথুরা রাজ্য লাভ করি-
লেন । এবং শত্রুঘাতী বিদিশার রাজ্য হইলেন । শত্রুপ্ল তথার
সেনা ও ধন দুই ভ্রাতাকে সমান বিভাগ করিয়া দিলেন ।

এই রূপে মথুরায় সুবাহুকে ও বিদিশায় শত্রুঘাতীকে স্থাপন
করিয়া মহাবীর শত্রুপ্ল একমাত্র রথারোহণে অযোধ্যায় গমন

করিলেন, এবং দেখিলেন, মহাশয় রামচন্দ্র সূক্ষ্ম সৌম্য বসন পরিধান পূর্বক অক্ষয় মুনিদিগের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া পাবকের ন্যায় প্রজ্বলিত হইতেছেন। অনন্তর তিনি ধর্মপর্যালোচনা পূর্বক ধর্মজ্ঞ রামচন্দ্রকে অভিবাদন করিয়া কৃতাজ্ঞলিপুটে প্রায়তভাবে কাহিলেন, হে রঘুনন্দন! আমি আমার দুই পুত্রকে রাজ্যে অভিষেক করিয়াছি, রাজন্! জানিবেন, এক্ষণে আমি আপনার অনুগমন করিবার জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়াছি। বীর! আজ আপনি আমাকে আর অন্য আজ্ঞা করিবেন না। আমার ন্যায় ব্যক্তি দ্বারা আপনার আদেশ লুপ্ত না হয়, ইহাই আমার কামনা। তখন রঘুনন্দন রামচন্দ্র শত্রুদ্বয়ের স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া কাহিলেন, তথাস্তু।

রাম এই কথা বলিবার অব্যবস্থিত পরেই বিস্তর কামরূপী বানর ও ঋক্ষ রাক্ষস সকল আসিতে জাগিল। দেব ঋষি ও গন্ধর্বগণের ঔরসজাত বানরগণ রামের স্বর্গারোহণ রক্তান্ত অবগত হইয়া, ভাঁগাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সূত্রীবকে অগ্রে করিয়া সকলেই আগমন করিল। এবং কাহিল, পুরুষোত্তম রামচন্দ্র! আপনি যদি আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গমন করেন, তাহা হইলে আমাদের উপর যমদণ্ড উদ্ভূত করিয়া নিপাতন করা হয়। এই সময় মহাবল সূত্রীবও বিমিনং প্রণাম করিয়া রামচন্দ্রকে কাহিলেন, হে নরেশ্বর! আমি অকদকে রাজ্য প্রদান করিয়া আগমন করিয়াছি; রাজন্! জানিবেন, আপনার অনুগমন করা আমার নিশ্চয় হইয়াছে।

বানরদিগের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করত মহাশয় রামচন্দ্র তথাস্তু বলিয়া রাক্ষসরাজ বিভীষণকে কাহিলেন, হে মহাবীৰ্য্য-শালিন! রাক্ষসরাজ বিভীষণ! যত দিন লোক থাকিবে, তুমিও ততদিন লঙ্কারাজ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে। যতদিন পৃথিবী থাকিবে, যতদিন আমার কথা লোকে প্রচলিত থাকিবে, তুমিও ততদিন লঙ্কার রাজত্ব করিবে। আমি মিত্র বলিয়া তোমাকে

এই আদেশ করিতেছি, তুমি আমার আদেশ প্রতিপালন করিবে। ইহাতে বিরুদ্ধি করিও না। মহাবল রাক্ষসরাজ ! আরও কিঞ্চিৎ বলিতেছি শ্রবণ কর। তুমি ইক্ষ্বাকুলের কুলদেবতা জগন্নাথের সেবা করিবে। ইনি দেবগণেরও নিয়ন্ত আরাধনীয়।

তখন বিভীষণ যে আজ্ঞা বলিয়া রাক্ষসের আদেশ শিরোধার্য করিলেন। রাম বিভীষণকে এই কথা বলিয়া হনুমানকে কহিলেন, হনুমন ! তুমি ইতিপূর্বে জীবিত থাকিবারই প্রতিজ্ঞা করিয়াছ ; অতএব সে প্রতিজ্ঞা বিফল করিও না। হরীশ্চর ! যত দিন সংসারে আমার কথা প্রচলিত থাকিবে, তুমি আমার আদেশক্রমে ততদিন আনন্দে ইহলোকে অবস্থিতি কর। হনুমান মহাত্মা রামচন্দ্রের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কহিলেন, যতদিন সংসারমধ্যে আপনার পুণ্যকথা প্রচলিত থাকিবে, আমি আপনার আদেশ প্রতিপালন পূর্বক ততদিন জীবিত থাকিব।

হনুমানকে এই কথা কহিয়া রাম ব্রহ্মনন্দন বৃদ্ধ জাশ্বান এবং মৈন্দ ও দ্বিবিদকে কহিলেন, তোমরা কলির আগমনকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাক।

বিভীষণাদি পাঁচজনকে এই কথা কহিয়া রাম অপরাপর ঋক্ষ ও বানরদিগের সকলকেই কহিলেন, তোমরা আমার সমভিষ্যাহারে আগমন কর।

দ্বাবিংশাদিকশততম সর্গ ।

অনন্তর ঐ রাত্রি প্রভাতে হইলে পদ্মপলাশলোচন মহাযশা শূণ্ণবক্ষা রামচন্দ্র পুরোহিতকে কহিলেন, দীপ্যমান অগ্নি হোত্র ও বাজপেয় ছত্র সর্বাঙ্গে গমন করুক !

অনন্তর তেজস্বী বশিষ্ঠ মহাপ্রাস্তানিক বিপি অনুসারে নিখিল

ধর্মকার্য সম্পাদন করিলেন। তদনন্তর রামচন্দ্র সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধান করত ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষৎ আরম্ভি করিয়া উভয় হস্তে কুশ গ্রহণ পূর্বক সরযু যাত্রা করিলেন। গৃহ হইতে বহির্গত হইয়া সূর্যোদয় প্রভা ধারণ করত গমন করিতে লাগিলেন; পথে কোন স্থানে কোন কথাই কহিলেন না; কোন বস্তু বা বিষয় দর্শনাদিও করিলেন না, পাছুকাবিহীন পদে গমন করিতে ককরাদি বেধনজনিত ক্লেশও গ্রাহ্য করিলেন না। রামের দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মহস্তা লক্ষ্মীদেবী; বাম পার্শ্বে মূর্ত্তিমতী পৃথিবী ও পুরোভাগে সংহারশক্তি গমন করিতে লাগিলেন। বিবিধ শর এবং আয়ত শরাসন ও অন্যান্য অস্ত্র শস্ত্রও পুরুষমূর্ত্তি ধারণ করিয়া রামের অনুগামী হইল। ব্রাহ্মণমূর্ত্তিধারী বেদচতুষ্টয়, নিখিল জগদ্রক্ষণী গায়ত্রী, ওকার ও বষট্কার, মূর্ত্তিমান হইয়া অনুগমন করিতে লাগিল। মহাদেব মহাত্মা অগ্নিগণও রামের সমভিব্যাহারে ব্রহ্মলোকের উদ্ভূত দ্বারাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। অস্তঃপুরচারিণী জ্ঞীগণ, বৃক্ষ, বালক ও দাসীগণ, যশোগণ, কিস্করগণ, রাজাস্তঃপুরচারিণী জ্ঞীগণ সমভিব্যাহারী ভরত ও শক্রয়, সকলেই সর্বলোকের অগ্নিহোত্র সহিত রামের নিকট আগমন করিয়া তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন। মহামতি ব্রাহ্মণগণও সকলে স্ব স্ব অগ্নিহোত্র লইয়া, জ্ঞীপুত্রসমভিব্যাহারে মহামতি রামচন্দ্রের অনুগমন করিলেন। রাজভৃত্য ও মন্ত্রিবর্গও পুত্র, পশু, বাহুবর্গ ও অনুজীবগণ সমভিব্যাহারে হৃষ্টচিত্তে রামের অনুগামী হইলেন।

রাম মহাপ্রস্থান করিলে, হৃষ্টপুষ্টজনসমাকীর্ণ প্রকৃতিবর্গ গুণে মুগ্ধ হইয়া এই রূপে তাঁহার অনুগমন করিল। জ্ঞীপুত্র, দাসদাসী, পশুপক্ষী ও বাহুবর্গসমভিব্যাহারে রামের অনুগামী হইয়া তাহার সর্বদুঃখ পরিহার পূর্বক পরমানন্দ অনুভব করিতে লাগিল। বানরগণও স্নান করিয়া হৃষ্টপুষ্ট কলেবরে স্নমহৎ কিলকিলা শব্দ করিতে করিতে রামের অনুগামী হইল।

তাহাদিগের মধ্যে কেহই কাতর, অধতিভ হুঃখিত দৃষ্ট হইল না ; সকলেই হৃষ্ট ; সকলেই প্রফুল্ল ; সেই এক অতীব অদ্ভুত দৃশ্য হইয়া উঠিল । রামের মহাপ্রস্থান অবগত হইয়া জনপদ হইতে যে কেহ রামচন্দ্রকে দর্শন করিবার নিমিত্ত আগমন করিল, সেও তাঁহাকে দর্শন করিবারাত্র স্বর্গগমনার্থ তাঁহার অনুগামী হইল । ঋক্ষ, বানর, রাক্ষস ও পুরবাসিগণ সকলেই একাধমানে দৃঢ়ভক্তিসহকারে রামের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল । নগরের অদৃষ্টিগোচর ভূত হোতাদি পর্য্যন্ত সকল প্রাণীই স্বর্গগমনোন্মুখ রামচন্দ্রের অনুগামী হইল । কি স্থাবর, কি জঙ্গম, যে কোন প্রাণী তৎকালে কাকুৎস্থকে দর্শন করিল, সেই তাঁহার অনুগমন করিল । ঐ সময় ইন্দ্রিয়ের অগোচর অতিসূক্ষ্ম প্রাণীও আর অযোধ্যায় রহিল না । তির্য্যগ্‌যোনিগত প্রাণীও রামের অনুগামী হইল ।

— — —

অয়োবিশাদিকশততম সর্গ ।

অনন্তর কিঞ্চিদদিক অক্রিয়োজ্ঞন পথ অতিক্রম করিয়া রামচন্দ্র পশ্চাদ্বাহিনী পুণ্যলিলা সরযু নদী দেখিতে পাইলেন এবং ঐ ঘূর্ণিতাবর্ত পুণ্যনদীর সর্ব স্থান পরিভ্রমণ করিয়া অবশেষে স্বর্গারোহণোপযুক্ত স্থানে প্রজাগণ সমভিব্যাহারে উপনীত হইলেন । তৎক্ষণাৎ লোকপিতামহ ব্রহ্মা দিব্যভূষণভূষিত মহামতি দেবগণে পরিবৃত্ত হইয়া, শতকোটি দিব্য বিমান লইয়া ঐ স্থানে আগমন করিলেন । দিব্যতেজপরিব্যাপ্ত আকাশমণ্ডল, অয়ংপ্রভ স্বর্গীয় কিরণচ্ছটায় অধিকতর দ্যোতিত হইয়া জ্যোতির্ময় হইয়া উঠিল । সুগন্ধি সুখপ্রদ পবিত্র বায়ু প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিল, দেবগণপরিমুক্ত পুষ্পরশ্মি স্পর্শধারার ন্যায়, পতিত হইতে লাগিল । এবং শত শত তূর্ণ্য নিনাদিত

হইতে থাকিল। এই সময় রামচন্দ্র গন্ধর্ব ও অপ্সরোগণে সমান-
কুল সরযুসলিলে পাদচারে অবগাহন করিলেন। তখন পিতা-
ব্রহ্ম অন্তরীক্ষে থাকিয়া তাঁহাকে কহিলেন, বিষ্ণো! আগিতে
আজ্ঞা হউক। প্রভো! আপনার জন্ম হউক। রাখব!
আজ সৌভাগ্যক্রমেই আপনি আগমন করিতেছেন। দেব!
দেবসঙ্কাশ জাতুগণসমভিব্যাহারে আপনি স্বীয় মূর্তি ধারণ
করুন। অথবা আপনার যে মূর্তি ইচ্ছা হয়, সেই মূর্তিই গ্রহণ
করুন; সকল মূর্তিই আপনার। আপনি বিষ্ণুরূপ ধারণ
করুন, অথবা ইচ্ছা হয় বিষ্ণু ব্রহ্ম স্বরূপ গ্রহণ করুন। দেব!
আপনি সর্বলোকের গতি; মহাজ্ঞানশক্তি "ভিন্ন আর
কেই আপনার জ্ঞাত নহে। আপনি অচিন্ত্যস্বরূপ অক্ষয়
অজর মহাভূত।

পিতামহের বাক্য শ্রবণ করত মহামতি রাম বিবেচনা
পূর্বক স্থির করিয়া অনুজ্জয়সমভিব্যাহারে স্বীয় বৈষ্ণব স্বরূপ
গ্রহণ করিলেন। তখন মনস্কামনা পূর্ণ হওয়াতে, ~~এই~~ পুষ্টি হইয়া
দেবগণ, সাধ্যগণ, মরুদগণ, ইন্দ্র, অগ্নি, দেবর্ষিগণ, গন্ধর্বগণ,
অপ্সরোগণ, সুর্ণগণ, নাগগণ, যক্ষগণ, দৈত্যগণ ও দানবগণ
এবং রাক্ষসগণ, সাধু সাধু, বলিয়া বিষ্ণুরূপী দেবের পূজা
করিতে লাগিলেন। স্বর্গের সমস্ত অসুখ দূর হইল।

অনন্তর মহাতেজা বিষ্ণু পিতামহকে কহিলেন, স্মৃত!
আপনি এই সমস্ত লোকদিগকে স্থান দান করুন। ইহারা
সকলেই স্নেহনিবন্ধন আমার অনুগামী হইয়াছে। ইহারা
আমার ভক্ত, ভক্তিনিবন্ধনই স্ব স্ব শরীর ত্যাগ করিয়াছে, অত
এব ইহাদিগের ইষ্টসাদন করা আমার অবশ্য কর্তব্য।

বিষ্ণুর এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, লোকগুরু বিভু ব্রহ্ম কহি-
লেন, ইহারা সকলেই একত্রিত হইয়া সন্তানকনামক লোকে
গমন করিবে। যে কোন তির্ষ্যগ্‌মোনিগত জীব ভক্তিভাবে
আপনাকেই ধ্যান করিয়া তনুত্যাগ করিবে, তাহারাই ব্রহ্ম-

লোকের নিম্নবর্তী সৰ্বগুণসম্পন্ন সন্তানকলোকে স্থান প্রাপ্ত হইবে ।

পিতামহ এই কথা বলিবার পর, বানরগণ স্ব স্ব পূৰ্ব্ব যোনি প্রাপ্ত হইল, যে, যে দেবতা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল, সেই তাঁহার দেহে প্রসিষ্ট হইল । তন্মধ্যে সূর্য্যীৰ দেবগণের নমস্কে সূর্য্যাস্তুলে প্রবেশ করিলেন । এই রূপে বানরগণ স্ব স্ব পিতৃ-স্বরূপতা লাভ করিল ।

অনন্তর গোপ্রত্যারে নমস্কে রামের অনুচরবর্গ সকলেই হর্ষ-জন্মিত অশ্রুচক্রে বিকৃত হইয়া, সরযুসলিলে অবগাহন করিতে আরম্ভ করিল । যে কেহ আনন্দিতচিত্তে সলিলে প্রাণত্যাগ করিল, সেই মানুষ্যদেহ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক বিমানে আরোহণ করিল । তিৰ্য্যাক্ষোনিগত প্রাণ সকলও সরযুজলে প্রাণত্যাগ করিয়া দিব্য সমুজ্জ্বলশাস্তি দেবমূর্ত্তি দারণ করত দীপ্তি পাইতে লাগিল । স্থাবর জঙ্গম সকল ভুতই সরযুর সলিল সংস্পর্শে পাপশূন্য হইয়া দেবলোকে গমন করিল । ঋক্ষ, বানর ও রাক্ষসদিগেরও যে কেহ সলিলে প্রাণত্যাগ করিল, সেই সলিলে দেহ পরিত্যাগ পূৰ্ব্বক স্বর্গে প্রসিষ্ট হইল ।

এইরূপে সমাগত লোকসমূহকে স্বর্গে স্থাপন করিয়া লোক-গুরু বিষ্ণু হৃষ্টচিত্তে আনন্দিত দেবগণ সমভিব্যাহারে ত্রিদিবে গমন করিলেন ।

চতুর্নিংশাধিকশততম সর্গ ।

উত্তরকাণ্ডে সহিত এতাবৎসংখ্যক সর্গাদি পরিমিত এই মুখ্য আখ্যানের নাম রামায়ণ ; সহর্ষি বাল্মীকি এই আখ্যান প্রণয়ন করিয়াছেন ।

যিনি এই সচরাচর ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত করিয়া আছেন, সেই নৈব বিষ্ণু উক্তরূপে পুনর্বার স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হইলেন । সেই অবধি

স্বর্গে দেব, গন্ধর্ব্ব, নিক্কি ও দেবর্ষিগণ নিত্য আনন্দিতচিত্তে এই রামায়ণকাব্য শ্রবণ করিতে লাগিলেন । পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে এই আয়ুর্ক্লিকারক, সৌভাগ্যজনক, বেদতুলা, পাপনাশক রামায়ণ শ্রবণ করাইবেন । এই রামায়ণের একপাদমাত্র পাঠ করিলে অপুত্র ব্যক্তি পুত্র ও নিরুদন ব্যক্তি ধন লাভ করিবে ; এবং পাপী সর্বপাপ হইতে মুক্ত হইবে । নিত্য নিত্য রাশি রাশি পাপ করিয়া নিত্য নিত্য রামায়ণের একমাত্র শ্লোক পাঠ করিলে পাপীর কোন পাপই থাকিবে না । রামায়ণ পাঠককে বস্ত্র, ধেনু ও হিরণ্য দান করিবে ; পাঠক পরিতুষ্ট হইলে, সর্বদেবতার তুষ্টি জন্মিবে । যে ব্যক্তি এই আয়ুর্ক্লিকাকর রামায়ণ পাঠ করিবেন, তিনি পুত্রপৌত্রসমভিবাগারে ইহ ও পর উভয় লোকেই পূজিত হইবেন । গোমূলি সময়ে এবং মধ্যাহ্নে, মায়াহ্নে ও অপরাহ্নে যিনি ভক্তিসংকারে রামায়ণ পাঠ করেন, তাহাকে দুঃখ পাইতে হইবে না ।

অযোধ্যানগরী বহুবর্ষ লোকশূন্য থাকিবে, ৬ পশ্চাৎ স্বয়ম্ভব নামক রাজা উহাতে পুনর্বার প্রজা বাস করাইবেন ।

ভবিষ্য রত্নাস্ত্র উত্তরকাণ্ডগতিত আয়ুর্ক্লিকারক এই রামায়ণ নামক আখ্যানপ্রচেষ্টার পুত্র মহর্ষি বায়্মিকি প্রণয়ন, পশ্চাৎ বৃদ্ধা অনুমোদন করিয়াছিলেন ।

রামায়ণবিধান ।

রামায়ণ শ্রবণ করিয়া চতুরশ্বক, ক্ষৌমসয় পতাকাপিভূষিত, বিবিধ রত্নখচিত, সিক্কিণীদিত স্বর্ণময় রথ দান করিবে । রথ দান করিয়া তুষ্কবতী গাভী দান করিবে । গাভী দান করিয়া এক শত অষ্টজন বায়্ক্র ভোজন করাইবে । এইরূপ করিলে, এই মহাকাব্য রামায়ণ নিশ্চয়ই ফলপ্রদ হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই ।

রামায়ণ শ্রবণ বিধি।

পবিত্র রামায়ণ শ্রবণ করিয়া পাঠককে দক্ষিণাশ্বরূপ সুবর্ণ, ধেনু, বস্ত্র ও ধন দান করিবে। তাঁহার দুই কর্ণে দুই কুণ্ডল ও হস্তে অঙ্গুলি প্রদান করিবে। তদ্বিত্ত্ব তাঁহাকে শয্যা, আসন, ছত্র, পাখুরা, কমণ্ডলু ও ভূমি এবং তাম্বুল ও লেহপেয়াদি বিবিধ ভোজ্য ভোজ্য, দান করিবে।

রামায়ণের এক অধ্যায় মাত্র শ্রবণ করিলেই মনুষ্য সমস্ত অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি রামায়ণ করিয়াছে, তাহার শয়্যাগাদি তীর্থ, গঙ্গাদি নদী, এবং নৈমিষ ও কুরুক্ষেত্রাদি ষাণ্ডীয়ায় পুণ্যারণ্যে ভ্রমণ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি সূর্য্যগ্রহণ সময়ে কুরুক্ষেত্রে সূর্য্যভার দান করেন, আর যিনি রামায়ণ শ্রবণ করেন, তাঁহার উভয়েই সমান। যিনি শ্রদ্ধা-সহকারে রামকথা শ্রবণ করেন, তিনি সৰ্ব্ব পাপ হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

যে ব্যক্তি বায়ীকবিরচিত এই আদি কাব্য রামায়ণ ভক্তি-সহকারে শ্রবণ করিবেন, তিনি বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইবেন।

রামায়ণ শ্রবণ করিলে অবশ্যই পুত্র, দারা ও সমৃদ্ধি রক্ষি হইবে, এই কথা মন্ত্য জানিয়া সকলেই ভক্তিভাবে রামায়ণ শ্রবণ করিবে।

রাম, লক্ষ্মণ, সীতা, ভরত, শত্রুঘ্ন, সুগ্রীব ও পবননন্দকে বারংবার নমস্কার করি।

যে যে স্থানে রঘুনাথের কথা হইবে, সেই সেই স্থানেই মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন করিয়া, বাষ্পপরিপূর্ণ লোচনে রাক্ষসাস্তক মারুতিকে নমস্কার করিবে।

রাম, রামচন্দ্র, রামভদ্র, বিদাতা, রঘুনাথ, ত্রিলোকনাথ সীতানাথকে নমস্কার।

লোকের মঙ্গল, পাঠকের মঙ্গল, শ্রোতৃবর্গের মঙ্গল ও রাজার মঙ্গল হউক।

সমাপ্ত।

